সচিত্র

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

অর্থাৎ

আদি, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা কাণ্ড

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মহানুভব কর্ত্তৃক

রচিত

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত

অষ্টম সংস্করণ

কলিকাতা

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, প্রবাসী-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

সন ১৩৫৩ সাল

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, প্রবাসী প্রেস হইতে

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
আদিকাণ্ড		
নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বিবরণ	...	১
রামনামে রত্নাকরের পাপক্ষয়	...	৩
ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নাম ও রামায়ণ রচনা-করণের বর দান	...	৫
নারদকর্ত্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণের আভাস প্রকাশ	...	৫
চন্দ্রবংশের উপাখ্যান	...	৬
সূর্য্যবংশের উপাখ্যান ও মান্ধাতার জন্ম	...	৬
সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ এবং অযোধ্যায় হারীতের রাজা-হওন বৃত্তান্ত	...	৭
রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান	...	৮
সগরবংশ-উপাখ্যান	...	১৪
সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ও বংশনাশের বিবরণ	...	১৫
কপিল ঋষিকর্ত্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের উপায় কথন	...	১৬
গঙ্গার জন্ম-বিবরণ ও মর্ত্ত্যলোকে সগরের গঙ্গা আনয়নের উপায় এবং ভগীরথের জন্ম	...	১৭
ভগীরথের দেব-আরাধনাদ্বারা মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত	...	১৮
হরিদ্বার, পাতাল, ত্রিবেণী ইত্যাদিতে গঙ্গার ভ্রমণ	...	২০
মহাদেবের গঙ্গার বেগ ধারণ	...	২২
কাণ্ডার মুনির অস্থি গঙ্গায় পতনে বৈকুণ্ঠে গমন	...	২৩
সগরবংশ উদ্ধার	...	২৪
গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন	...	২৫
রাজা সৌদাসের উপাখ্যান	...	২৫
দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ-বিবরণ	...	২৭
রঘুরাজার দানকীর্ত্তি	...	২৮
অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের জন্ম-বিবরণ	...	৩০
দশরথের রাজা হওন বিবরণ	...	৩২
রাজা দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ	...	৩৩
দশরথের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ	...	৩৩
রাজা দশরথের সহিত সুমিত্রার বিবাহ ও রাজার সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকাতে রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য ইন্দ্রের নিকট রণ যাচ্ঞা	...	৩৩
রাজা দশরথের পুনর্ব্বার শনির নিকটে গমন ও শনিকর্ত্তৃক গণেশের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন	...	৩৮
মৃগজ্ঞানে রাজা দশরথকর্ত্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুর বধ-বিবরণ	...	৪০
দশরথ রাজার প্রতি অন্ধকের শাপ-বিবরণ	...	৪১
সম্বর অসুর বধ	...	৪৪
সম্বর সহ যুদ্ধে অঙ্গ ক্ষত হওয়ায় কৈকেয়ী আরোগ্য করাতে রাজার বর দিবার অঙ্গীকার	...	৪৫
কৈকেয়ী দশরথের ব্রণ আরোগ্য করিলে পুনর্ব্বার বর-প্রাপ্তির বিবরণ	...	৪৬
দশরথের পুত্রের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়া যজ্ঞ-করণের চিন্তা ও উক্ত মুনির কাহিনী	...	৪৬
লোমপাদ-রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন	...	৪৭
ঋষ্যশৃঙ্গের লোমপাদ-রাজ্যে গমন ও অনাবৃষ্টি নিবারণ	...	৪৯
ঋষ্যশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাণ্ডক মুনির খেদ	...	৫০
দশরথ রাজার যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ	...	৫১
জনক ঋষির চাষে লক্ষ্মীর জন্ম	...	৫৫
দশরথের যজ্ঞ সাঙ্গ ও যজ্ঞের চরু তিন রাণীতে ভক্ষণ এবং তিনের গর্ভে নারায়ণের চারি অংশে জন্মবৃত্তান্ত	...	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীরামের জন্মবিবরণ ...	৫৬
ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম এবং দেবগণের আনন্দ	৫৭
শ্রীরামের জন্মে রাবণের বিপদ অনুভব ও তন্নিবারণের উপায় করণ ...	৫৮
বানরগণের জন্মবিবরণ ...	৬০
দশরথের চারি পুত্রের অন্নপ্রাশন ...	৬০
শ্রীরামলক্ষ্মণাদির বাল্যক্রীড়া ...	৬১
শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ...	৬১
সীতার বিবাহ-পণ জন্য হরধনু দেওন বিবরণ ...	৬১
জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ ...	৬৪
সকল রাজা ও রাবণ ধনু তুলিতে অপারগ হইয়া পলায়ন করণ-বিবরণ ...	৬৫
শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহকের মুক্তি এবং উভয়ে মিতালী ও ভরদ্বাজ মুনির গৃহে রামের ধনুর্ব্বাণ প্রাপ্ত-হওন-বিবরণ ...	৬৭
রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে মুনিদের যজ্ঞ পূর্ণ না হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায় ...	৬৯
শ্রীরামকে রাক্ষস সহ যুদ্ধে প্রেরণে দশরথের অস্বীকার ...	৭০
রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রতারণা করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দেন। বিশ্বামিত্রের কোপ। তৎপরে রামের গমন স্বীকার ...	৭০
মিথিলায় যজ্ঞ রক্ষার্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের গমন ও মন্ত্রদীক্ষা ...	৭১
শ্রীরামকর্ত্তৃক তাড়কা বধ ও অহল্যার উদ্ধার ...	৭৩
শ্রীরামকর্ত্তৃক তিনকোটি রাক্ষস বধ ও মুনিগণের যজ্ঞ সমাধান এবং হরধনু ভাঙ্গিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলায় গমন ...	৭৭
সীতাদেবীর দেবগণের নিকটে বর প্রার্থনা ...	৭৯
শ্রীরামকর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের বিবাহ ও পরশুরামের শর শ্রীরামের প্রাপ্ত হওন বিবরণ ...	৭৯

অযোধ্যাকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব ...	৯১
রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ ও অধিবাস ...	৯২
শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তিতে সকলের আনন্দ ...	৯৪
ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কুঁজী কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দেয় ...	৯৫
ভরতকে রাজ্য দিতে ও রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইতে দশরথের নিকটে কৈকেয়ীর প্রার্থনা	৯৫
ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কুজীর মন্ত্রণা ...	৯৫
বিমাতার নিকট পিতৃসত্যপালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমনোদ্যোগ ...	১০০
শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের বন-গমন ...	১০৮
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত গুহকের সন্দর্শন ...	১১৩
দশরথ রাজার মৃত্যু ...	১১৫
ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধকরণানন্তর রামকে বন হইতে গৃহে আনিবার জন্য গমন এবং অযোধ্যায় পুনরাগমন ...	১১৭

আরণ্যকাণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরাম সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান ...	১৩২
অত্রি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্রকর্ত্তৃক বিরাধ বধ ...	১৩৩
শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ব্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন ...	১৩৬
দশ বৎসরকাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে ভ্রমণানন্তর পঞ্চবটী বনে তাঁহার অবস্থিতি ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্রকর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ রাক্ষস বধ ...	১৩৭
খর-দূষণের যুদ্ধে আগমন ...	১৪২
শ্রীরামের সহ যুদ্ধে দূষণ ও খরের মৃত্যু ...	১৪৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
সীতা হরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ	...	১৪৬
রাবণকে মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান	...	১৪৭
মারীচের মৃগরূপ ধারণ	...	১৪৮
মায়ামৃগধারী মারীচ বধ	...	১৪৮
রাবণকর্ত্তৃক সীতা-হরণ	...	১৫০
শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ	...	১৫৭
জটায়ুর উদ্ধার	...	১৬০
কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গমন	...	১৬০

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দণ্ডকে ভ্রমণ ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুগ্রীব প্রভৃতি বানরের পরস্পর তর্ক-বিতর্ক	...	১৬৩
সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রতাবন্ধন ও সুগ্রীবের প্রাপ্ত সীতার ভূষণ শ্রীরামকে প্রত্যর্পণ	...	১৬৩
সুগ্রীবের সীতা উদ্ধারে অঙ্গীকার	...	১৬৬
বালিকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যদানে শ্রীরামের অঙ্গীকার	...	১৬৬
বালির সহ যুদ্ধে সুগ্রীবের পরাভব	...	১৬৯
বালিবধ	...	১৭২
বালিকর্ত্তৃক শ্রীরামের ভর্ৎসনা	...	১৭৫
বালির বিনয়	...	১৭৬
বালির সৎকার্য্য	...	১৭৭
সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি	...	১৮০
সীতার শোকে রামের অনুতাপ	...	১৮১
সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের প্রতি তাড়না	...	১৮২
সুগ্রীবের সহিত লক্ষ্মণের কথোপকথন	...	১৮৫
সুগ্রীবের কটক সঞ্চয়	...	১৮৬
সীতা অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বানর প্রেরণ	...	১৯০
পশ্চিম দিকে সীতা-অন্বেষণে বানরগণের প্রেরণ	...	১৯২
উত্তর দিকে সীতা-অন্বেষণে বানরগণের প্রেরণ	...	১৯৩
পূর্ব্ব-উত্তর-পশ্চিম দিকে সীতার উদ্দেশ না হওয়ার বার্ত্তা	...	১৯৭
শ্রীরামের গুণ কথন	...	১৯৭
দক্ষিণ পাতালে সীতার অন্বেষণে বিফলতার বিবরণ	...	১৯৮
সীতা-অন্বেষণার্থ অঙ্গদ-হনুমানাদির মন্ত্রণা	...	২০২
হনুমানকর্ত্তৃক শ্রীরামের বার্ত্তা কথন, শ্রীরামের বৃত্তান্ত কথনে সম্পাতির পক্ষলাভ। সম্পাতি-কর্ত্তৃক অশোকবনে সীতার উদ্দেশ কথন ও বানরদিগের সাগর পার হইবার মন্ত্রণা	...	২০৪

সুন্দরাকাণ্ড

বানরগণের সাগর পার হওনের কথোপকথন	...	২১২
জাম্বুবানকর্ত্তৃক হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত কথন	...	২১৪
হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনোদ্যোগ	...	২১৫
হনুমানের লঙ্কায় যাত্রা ও মালঝাঁপ	...	২১৭
সুরসা সাপিনীকর্ত্তৃক হনুমানের পথ রুদ্ধ	...	২১৮
হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ ও উগ্রচণ্ডার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ এবং উগ্রচণ্ডার লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন	...	২২২
হনুমানকর্ত্তৃক সীতার অন্বেষণ	...	২২৪
অশোকবনে সীতাদেবীর নিকটে রাবণের গমন	...	২২৫
ত্রিজটার দুঃস্বপ্ন দর্শন ও সীতাদেবীর সহিত হনুমানের কথোপকথন	...	২২৮
হনুমান রাবণের নিকটে পরিচয় দেয় ও বিভীষণ রাবণকে হিত বুঝায়	...	২৩৬
হনুমানকর্ত্তৃক লঙ্কাদগ্ধ	...	২৩৮
হনুমানের সীতার নিকটে পুনরাগমন	...	২৩৯
শ্রীরামের নিকট হনুমানের পুনর্ব্বার আগমন	...	২৪০
সীতার উদ্দেশ হওয়াতে বানরগণের আনন্দ ও শ্রীরামের সহিত সমুদ্রতীরে বাস	...	২৪৪
বিভীষণের কৈলাসে গমন	...	২৪৮
বিভীষণ সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা	...	২৫২
নলকর্ত্তৃক সাগরবন্ধন	...	২৫৫
নলের উপর হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরামকর্ত্তৃক সান্ত্বনা	...	২৫৬
বানর সহ শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ	...	২৫৬
গ্রন্থকারের প্রার্থনা	...	২৫৯

বিষয়		পৃষ্ঠা

লঙ্কাকাণ্ড

বিষয়		পৃষ্ঠা
শুক-সারণকর্তৃক সৈন্যাদি দর্শন ও রাবণের নিকট তাহার বার্ত্তা কথন	...	২৬০
শুক ও সারণের কটক চর্চ্চিয়া গমন	...	২৬১
শুক ও সারণ কর্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা ও কটকের কথা	...	২৬২
শুক-সারণের প্রতি রাবণের কোপ	...	২৬৪
কটক চর্চ্চিতে শার্দ্দূলের গমন	...	২৬৪
শ্রীরামের মাহাত্ম্য-বর্ণন	...	২৬৫
মায়ামুণ্ড দর্শন	...	২৬৬
মায়ামুণ্ড দর্শনে সীতার বিলাপ	...	২৬৮
নিকষাকর্তৃক রাবণের প্রতি উপদেশ	...	২৬৯
বানরকর্ত্তৃক লঙ্কার দ্বার রক্ষাকরণের নির্ণয়	...	২৭০
দেবগণের আগমন ও হরপার্ব্বতীর কোন্দল	...	২৭২
অঙ্গদ রায়বার	...	২৭২
রাবণের মুকুট লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট অঙ্গদের গমন	...	২৮১
শ্রীরামের সহিত অঙ্গদের কথোপকথন	...	২৮২
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন	...	২৮৩
শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ হইতে মুক্তি	...	২৮৮
ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন	...	২৯২
অকম্পনের যুদ্ধ ও পতন	...	২৯৩
বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ ও পতন	...	২৯৪
প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন	...	২৯৭
রাবণের প্রথম যুদ্ধে গমন	...	২৯৯
রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধ	...	৩০০
কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের সহিত কথোপকথন		৩০৫
কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু	...	৩০৯
কুম্ভকর্ণের মৃত্যু শ্রবণে রাবণের রোদন	...	৩১৬
ত্রিশিরা দেবান্তক নরান্তক মহোদর ও মহাপাশের যুদ্ধ ও মৃত্যু	...	৩১৭
অতিকায়ের যুদ্ধারম্ভ	...	৩২১
অতিকায়ের যুদ্ধ ও মৃত্যু	...	৩২২
অতিকায়াদি চারি পুত্রের মৃত্যু শুনিয়া রাবণের রোদন	...	৩২৪
রাবণের নিকট ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয় বার যুদ্ধে যাইবার অনুমতি গ্রহণ	...	৩২৫
ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয় বার যুদ্ধে গমনোদ্যোগ	...	৩২৬
ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন	...	৩২৮
ঔষধ আনিতে হনুমানের যাত্রা	...	৩৩৩
হনুমানকর্তৃক ঔষধ আনয়ন ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ এবং বানরগণের প্রাণদান	...	৩৩৪
লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া শ্রীরামের মন্ত্রণা ও লঙ্কা দগ্ধ করিতে অনুমতি	...	৩৩৫
কুম্ভ ও নিকুম্ভাদির যুদ্ধ ও পতন	...	৩৩৭
মকরাক্ষের যুদ্ধ ও পতন	...	৩৪৩
তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন	...	৩৪৬
বীরবাহু, ধূম্রাক্ষ এবং ভস্মলোচনের যুদ্ধে গমন ও পতন	...	৩৫৪
ইন্দ্রজিতের তৃতীয় বার যুদ্ধে গমন ও মায়াসীতা বধ এবং ইন্দ্রজিতের পতন	...	৩৬৩
ইন্দ্রজিতের মরণে দেবগণাদির আনন্দ	...	৩৭৬
ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দ	...	৩৭৬
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে শ্রীলক্ষ্মণের অঙ্গ ক্ষত হওয়াতে সুষেণকর্তৃক ঔষধ প্রদান	...	৩৭৭
ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রবণে রাবণ ও মন্দোদরীর বিলাপ		৩৭৮
রাবণের যুদ্ধে গমন ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল	...	৩৭৯
হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনিতে গমন	...	৩৮৪
সূর্য্যদেবের মুক্তি	...	৩৯৫
মহীরাবণের পালা	...	৩৯৬
মহীরাবণের মায়াযুদ্ধ দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে হরণ	...	৪০০
শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণে হনুমানের পাতালপুরে গমন	...	৪০৩
মহীরাবণ বধ	...	৪০৭
অহীরাবণ বধ	...	৪০৮
রাবণের তৃতীয় দিবস যুদ্ধে গমন	...	৪০৯
শ্রীরামের সহিত রাবণের যুদ্ধ	...	৪১১

বিষয়		পৃষ্ঠা
রাবণকর্ত্তৃক অম্বিকার স্মরণ (মতান্তরে)	...	৪১৭
রাবণের স্তবে অভয়া সন্তুষ্ট হইয়া অভয় দান	...	৪১৮
রাবণ-বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বোধন ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ	...	৪১৮
শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব	...	৪১৯
নবমী পূজা	...	৪২০
নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা	...	৪২০
শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক দেবীকে স্তব	...	৪২১
দেবীকর্ত্তৃক এক পদ্ম হরণ	...	৪২২
পুনর্ব্বার শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক কালিকার প্রতি স্তুতি	...	৪২২
দেবীর প্রতি শ্রীরামের স্তুতিবাক্য	...	৪২৩
শ্রীরামের দেবীর প্রতি নিবেদন	...	৪২৪
শ্রীরামের দেবীর নিকট বর যাচ্ঞা	...	৪২৫
রাবণ-বধের জন্য শ্রীরামের প্রতি দেবীর আদেশ	...	৪২৫
রাবণের ভগবতী ত্যাগ নিমিত্ত হনুমানকর্ত্তৃক চণ্ডী অশুদ্ধ	...	৪২৬
রাবণ-বধ	...	৪২৬
বিভীষণের রোদন	...	৪৩৩
মন্দোদরীর রোদন	...	৪৩৪
বিভীষণের অভিষেক	...	৪৩৪
সীতার পরীক্ষা	...	৪৩৭
শ্রীরামচন্দ্রের দেশে গমন	...	৪৪৭
শিবপূজার পরে শ্রীরামের ভরদ্বাজ-আশ্রমে আগমন		৪৪৮
কৈকেয়ীর সহিত শ্রীরামের কথা	...	৪৫৬
শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক	...	৪৫৭
শ্রীরাম রাজা হইলে কল্যাণার্থ দেবকন্যাদির আগমন		৪৬০
হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও অস্থি-মধ্যে লিখিত রামনাম দর্শন	...	৪৬১
হনুমানের অন্ন ভোজন ও বিভীষণাদির স্বদেশ গমন	...	৪৬২

উত্তরাকাণ্ড

বিষয়		পৃষ্ঠা
রামচন্দ্রের বর্ণনা	...	৪৬৪
লক্ষ্মণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ বৎসরের ফল আনয়ন ও রাক্ষসদিগের উৎপত্তি-বর্ণন	...	৪৬৫
গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ	...	৪৭০
কুবের, রাবণ ও তদ্ভ্রাতাদির বিবরণ	...	৪৭৫
রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ	...	৪৮৪
বেদবতীর উপাখ্যান	...	৪৮৫
মরুত্ত-যজ্ঞ-বৃত্তান্ত	...	৪৮৬
রাবণের অনরণ্য রাজার সহিত যুদ্ধ	...	৪৮৭
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ	...	৪৮৯
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কারাগার হইতে রাবণের মুক্তি	...	৪৯২
বালি-রাবণের যুদ্ধ	...	৪৯৩
যম-রাবণের যুদ্ধ	...	৪৯৫
রাবণের পাতালপুরী জিনিতে গমন ও বলি প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ	...	৫০১
রাবণের সহিত মান্ধাতার যুদ্ধ	...	৫০৫
রাবণের চন্দ্র জিনিতে চন্দ্রলোকে গমন	...	৫০৬
রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ	...	৫০৭
সূর্পণখার বৈধব্যের বিবরণ	...	৫০৮
রাবণের স্বর্গ জিনিতে গমন	...	৫০৯
ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রম্যবন গঠন ও তন্মধ্যে শ্রীরাম-সীতার বাস	...	৫২০
সীতার বনবাস	...	৫২৩
সোনার সীতা নির্ম্মাণ	...	৫২৭
কুক্কুর ও সন্ন্যাসীর কথা	...	৫২৯
লবণ বধ	...	৫৩৫
বিপ্রপুত্রের অকালমৃত্যু ও শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন		৫৩৭
গৃধিনী পেচকের দ্বন্দ্ব-বৃত্তান্ত	...	৫৩৯
শ্রীরামের অগস্ত্যমুনির বাটীতে আগমন	..	৫৪০
বৃত্রাসুর বধ ও ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ	...	৫৪৩
অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ	...	৫৪৫
লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্ন ভরত ও লক্ষ্মণের পতন	...	৫৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
লব ও কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ ...	৫৫৮
রামের বিলাপ ..	৫৬৩
লব ও কুশের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের পরাজয় ও মূর্চ্ছা	৫৬৪
বাল্মীকির সহিত লব-কুশের শ্রীরামের নিকট গমন ও লব-কুশকর্ত্তৃক রামায়ণ গান ...	৫৬৮
সীতাদেবীর পাতালে প্রবেশ ...	৫৭০
লব-কুশের রোদন ...	৫৭৩
শ্রীরামের খেদ ...	৫৭৬
কেকয় দেশে ভরতকর্ত্তৃক তিন কোটি গন্ধর্ব্ব বধ ও শ্রীরামাদির আট পুত্রের রাজা হওয়ার বিবরণ	৫৭৬
অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ-বর্জ্জন ...	৫৭৮
শ্রীরাম ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ ...	৫৮২
কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ ...	৫৮৩
পরিশিষ্ট—চিত্রপরিচয় ...	৫৮৬

চিত্রসূচী

ছবির নাম	শিল্পীর নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ—মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর	... ...	১
২। দেবর্ষি নারদ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	... ...	৪
৩। রাজা রুক্মাঙ্গদের একাদশী—রাজা রবি বর্ম্মা	... ..	৮
৪। কপিলমুনি—সিংহল প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি	... ...	১২
৫। গঙ্গাবতরণ—রবি বর্ম্মা	... ...	২২
৬। নারদের পারিজাতমালা-স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু—রবি বর্ম্মা	... ...	৩২
৭। অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধুর পিতৃমাতৃভক্তি—শৈলেন্দ্রনাথ দে	... ...	৪২
৮। দশরথের ক্রোড়ে রামচন্দ্র—নন্দলাল বসু	... ...	৫৬
৯। কৌশল্যার ক্রোড়ে রামচন্দ্র—নন্দলাল বসু	... ...	৫৬
১০। দশরথের নিকট বিশ্বামিত্রের রামলক্ষ্মণ প্রার্থনা—মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর	.. ...	৬১
১১। অহল্যা—নন্দলাল বসু	... ...	৭০
১২। অহল্যা—রবি বর্ম্মা	... ...	৭২
১৩। রামচন্দ্রকর্ত্তৃক হরধনুভঙ্গ—রবি বর্ম্মা	... ...	৭৬
১৪। পরশুরাম—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	... ...	৮০
১৫। হরধনু ভঙ্গের পর শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার মাল্যদান—নন্দলাল বসু	... ...	৮৬
১৬। বিশ্বামিত্র সহ রামলক্ষ্মণের তাড়কা-বধে যাত্রা—নন্দলাল বসু	... ...	৮৬
১৭। কৈকেয়ী—নন্দলাল বসু	... ...	৯২
১৮। কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	... ...	৯৫
১৯। কৈকেয়ী, দশরথ ও কৌশল্যা—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	... ...	১০০
২০। চণ্ডালরাজ গুহকের আমন্ত্রণে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের গঙ্গা-উত্তরণ—মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর	...	১১২
২১। রাজা দশরথের অন্তিমশয্যা—নন্দলাল বসু	... ..	১১৬
২২। চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎকার—কাশীনরেশের সম্পত্তি পুরাতন তুলসীকৃত রামায়ণ হইতে	... ...	১২৮
২৩। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি—নন্দলাল বসু	... ...	১৩০
২৪। বনবাসে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ—প্রাচীন চিত্রকর	... ...	১৩২
২৫। পঞ্চবটীতে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ—নন্দলাল বসু	... ...	১৪০
২৬। সূর্পণখার নাক-কান কাটা—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	... ...	১৪৩
২৭। সীতা ও স্বর্ণমৃগ—রবি বর্ম্মা	... ...	১৪৬

ছবির নাম	শিল্পীর নাম			পৃষ্ঠাঙ্ক
২৮।	সীতার রাবণকে ভিক্ষাদান—মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর	…	…	১৫১
২৯।	মায়ামৃগ বধ ও সীতাহরণ—নন্দলাল বসু	…	…	১৫২
৩০।	রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	…	…	১৫৪
৩১।	রাবণকর্ত্তৃক জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ—রবি বর্ম্মা	…	…	১৫৬
৩২।	শবরীর প্রতীক্ষা (যৌবনে)—নন্দলাল বসু	…	…	১৬২
৩৩।	শবরীর প্রতীক্ষা (প্রৌঢ় বয়সে)—নন্দলাল বসু	…	…	১৬২
৩৪।	শবরীর প্রতীক্ষা (বার্দ্ধক্যে)—নন্দলাল বসু	…	…	১৬২
৩৫।	বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	…	…	১৭২
৩৬।	অশোক তরুতলে সীতা—রবি বর্ম্মা	…	…	২২০
৩৭।	লঙ্কায় বন্দিনী সীতা—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	…	…	২২৪
৩৮।	বন্দিনী সীতা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	…	..	২২৬
৩৯।	বিরহিণী সীতা—অসিতকুমার হালদার	…	…	২২৮
৪০।	রাক্ষসগণকর্ত্তৃক হনুমানের বন্ধন—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	…	…	২৩৮
৪১।	পক্ষিরাজ সম্পাতি ও বানরগণ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	…	…	২৪৪
৪২।	রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন—রবি বর্ম্মা	…	…	২৪৫
৪৩।	বানরগণকর্ত্তৃক সমুদ্রবন্ধন—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	…	…	২৫৬
৪৪।	অঙ্গদ রায়বার—কাশীনরেশের সম্পত্তি একখানি পুরাতন তুলসীকৃত রামায়ণ হইতে		…	২৭৩
৪৫।	কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	…	…	৩১৫
৪৬।	লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	…	…	৩৮৪
৪৭।	হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	…	…	৩৮৮
৪৮।	রাবণকর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের চেষ্টা—প্রাচীন কাঙড়া চিত্র	…	…	৫১৬
৪৯।	সীতার পাতালপ্রবেশ—রবি বর্ম্মা	…	…	৫৭২

নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ

মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

সচিত্র

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

—:—:—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্ ।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্ ॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিম্ ।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্ ॥

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে ।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

আদিকাণ্ড

নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বিবরণ

গোলোক বৈকুণ্ঠ-পুরী সবার উপর ।
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর ॥
তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু ।
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু ॥
দিবা-নিশি সদা চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস ॥
নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি ।
বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী ॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ।
এক অংশ চারি অংশ হইলা নারায়ণ ॥
লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে ।
স্বর্ণছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥
চামর ঢুলান তাঁরে ভরত-শত্রুঘ্ন ।
জোড়হাতে স্তব করে পবননন্দন ॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর ।
হেনকালে চলিলা নারদ মুনিবর ॥
বীণাযন্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান ।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু-বিদ্যমান ॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে ।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে ॥
হেন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন ॥
ভাবী ভূত বর্ত্তমান শিব ভাল জানে ।
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে ॥
এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর ।
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর ॥
বিধাতাকে লয়ে যান কৈলাসশিখরে ।
শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে ॥

নিরখিয়া দুই জনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁদের গোচর॥
কহ ব্রহ্মা, কহ হে নারদ তপোধন।
দোঁহে আনন্দিত অদ্য দেখি কি কারণ॥
বিরিঞ্চি বলেন, শুন দেব-ভোলানাথ।
দেখিতাম গোলোকে অপূর্ব্ব জগন্নাথ॥
দেখিতাম পূর্ব্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারি অংশ দেখিলাম কিসের কারণ॥
ব্রহ্মাবাক্য শুনিয়া কহেন কৃত্তিবাস।
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ॥
যে রূপে আছেন হরি গোলোক-ভিতর।
জন্ম নিতে আছে ষাটি সহস্র বৎসর॥
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে॥
দশরথ-ঘরে জন্মিবেন চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া॥
জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালনার্থ যাইবেন বন॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন॥
মনুষ্য-গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রাম-নামে সর্ব্ব পাপে তরে॥
সংসার-সমুদ্র তার বৎস-পদ হয়।
মহাপাপী হৈয়া যদি রাম-নাম লয়॥
হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা, শুন ত্রিলোচন।
পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন জন॥
ধূর্জ্জটি বলেন, মম বাক্যে দেহ মন।
মধ্যপথে মহাপাপী আছে একজন॥
তারে গিয়া রাম-নাম দেহ একবার।
তবে সে নিতান্ত মুক্ত হইবে সংসার॥

বিধাতা নারদ তাঁরা ভাবেন দুজন।
পৃথিবীতে মহাপাপী আছে সে কেমন॥
চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর॥
বিরিঞ্চি নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী হইয়া।
রত্নাকর কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া॥
বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকর প্রতি।
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি॥
উচ্চবৃক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দ্দিকে চায়।
ব্রহ্মা-নারদেরে পথে দেখিবারে পায়॥
ভাবে মুনি রত্নাকর লুকাইয়া বনে।
সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে॥
বিধাতা নারদ সেই পথেতে যাইতে।
লোহার মুদ্গর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে॥
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদ্গর না চলে।
মায়ায় মুদ্গর বদ্ধ তার করতলে॥
না পারে মারিতে দস্যু ভাবে মনে মন।
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন, বাপু তুমি কোন্ জন॥
রত্নাকর বলে, তুমি না চিন আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে॥
ব্রহ্মা বলে, মোরে মারি কত পাবে ধন।
করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন॥
শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়॥
এক শত ধেনু বধ যেই জন করে।
তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে॥
একশত নারী হত্যা করে যেই জন।
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ॥
একশত ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
এক ব্রহ্মচারী বধে তত পাপ হয়॥
ব্রহ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি।
সংখ্যা নাই কত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী॥

যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্ন্যাসী।
আড়ে দীর্ঘে চারি ক্রোশ সম পুরী কাশী॥
সে পাপ করিতে যদি তব থাকে মন।
করহ এসব পাপ কহিনু এখন॥
শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাসি।
মারিয়াছি তোমা হেন কতেক সন্ন্যাসী॥
ব্রহ্মা বলিলেন, যদি না ছাড়িবে মোরে।
ভাল স্থল দেখিয়া হে বধহ আমারে॥
যথা কীট পতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে।
লোভে না আইসে মৃত খাইতে আনন্দে॥
মারিয়া দণ্ডের বাড়ি পাড়িবা ভূমিতে।
পিপীলিকা মরিবেক আমার চাপেতে॥
পুনঃ বলিলেন, পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগী॥
মুনি বলে, আমি যত লয়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারিজন॥
যেবা কিছু বেচি কিনি খাই চার জনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে॥
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে॥
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়।
আপনি করিলে পাপ আপনার দায়॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয়॥
নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি।
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি॥
হরিষ-বিষাদে মুনি লাগিল ভাবিতে।
বলে, বুঝি এই যুক্তি কর পলাইতে॥
ব্রহ্মা বলে, সত্য করি না পালাব আমি।
মাতাকে পিতাকে শুধাইয়া আইস তুমি॥
অতঃপর যায় মুনি ফিরি ফিরি চায়।
ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায়॥
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

রামনামে রত্নাকরের পাপক্ষয়

মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন।
মম পাপভাগী তুমি হও এক জন॥
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যবন।
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন॥
কোন্ শাস্ত্রে শুনিয়াছ, কে কহে তোমারে।
পুত্র যদি পাপ করে লাগিবে পিতারে॥
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা।
কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা॥
যখন বালক ছিলে, পিতা ছিনু আমি।
এখন বালক আমি, পিতা হৈলে তুমি॥
যখন বালক ছিলা, না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তব করেছি পালন॥
যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে।
সে-সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে॥
এবে পিতা হইয়াছ, পুত্রতুল্য আমি।
কোন রূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি॥
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ॥
শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁটমাথা করে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে॥
সত্য করি আমারে গো কহিবা জননী।
আমার পাপের ভাগী হইবা আপনি॥
জননী কহিছে ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে আমার॥
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায়॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেঁট কৈল।
পত্নীর নিকট গিয়া সকল কহিল॥

জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও ॥
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি ॥
বিধাতা করেছে মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভারী।
অন্য পাপ নিতে পারি, এই পাপ নারি ॥
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বদা করিবা মম রক্ষণ পোষণ ॥
আর যত পাপপুণ্য ভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থে পাপ-ভাগ না লাগে আমারে ॥
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এইমাত্র জানি তুমি পালিবা আমায় ॥
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ পাপসাগরে ॥
ডুবিনু পাপেতে, মম কি হইবে গতি।
কান্দিতে লাগিল মুনি স্মরিয়া দুষ্কৃতি ॥
লোহার মুদ্গর মুনি মাথায় মারিয়া।
পড়িল ভূমিতে মুনি অচেতন হৈয়া ॥
উঠিয়া মুনির পুত্র ভাবিল অন্তরে।
সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে ॥
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে ॥
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
এ-সকল পাপে কিসে হব পরিত্রাণ ॥
কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে।
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে ॥
শুনিয়া চলিল মুনি সরোবর-পাড়ে।
তার দৃষ্টিমাত্র জল ভস্ম হৈয়া উড়ে ॥
[illegible]

আছিল অগাধজল এই সরোবর।
মম দৃষ্টিমাত্রে জল হইল অন্তর ॥
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা সঙ্গী তপোধনে।
হইয়াছে পূর্ণ পাপ তরিবে কেমনে ॥
কমণ্ডলু-জল ছিল দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায় ॥
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কর্ণে।
একবার রামনাম বল রে বদনে ॥
পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে
কহিল আমার মুখে ও-কথা না স্ফুরে ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে।
উচ্চারিবে রামনাম এ-মুখে কেমনে ॥
মকার করিলে অগ্রে, রা করিলে শেষে।
তবে বা পাপীর মুখে রামনাম আসে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, তবে উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মারিলে বাপু ডাক কি বলিয়া ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর।
মৃত মনুষ্যেরে মড়া বলে সব নর ॥
মড়া নয় মরা বলি জপ অবিশ্রাম।
তবে মুখে তখনি স্ফুরিবে রামনাম ॥
শুষ্ককাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে।
অঙ্গুলি বাড়ায়ে ব্রহ্মা দেখান তাহারে ॥
বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান ॥
মরা মরা বলিতে আইল রামনাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥
তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রামনামে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস।
আদিকাণ্ড গাহেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দেবর্ষি নারদ
৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নাম ও রামায়ণ রচনা-করণের বর দান

বিশ্বস্রষ্টা নারদেরে কহেন বচন।
যে কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন ॥
রামনাম ব্রহ্মা-স্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর ॥
এক নাম জপে একস্থানে একাসনে।
সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের কীটগণে ॥
মাংস খাইয়া পিণ্ড করিল সোসর।
হইল কণ্টক-কুশ তাহার উপর ॥
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রামনাম ডাকে ॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর ॥
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে চায়।
মনুষ্য নাহিক কিন্তু রামনামময় ॥
রামনাম শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর।
জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে।
সাতদিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে ॥
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল।
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা করিলেন তাহারে আহ্বান।
পাইয়া চৈতন্য মুনি উঠিয়া দাঁড়ান ॥
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম।
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রামনাম ॥
ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হৈতে তব নাম বাল্মীকি হইল ॥
বল্মীকেতে ছিলা যেই সেই এ বিধান।
সাত কাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ॥
যেই রামনাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র ॥
জোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
কেমনে হইবে গ্রন্থ কেমন পুরাণ ॥
কেমন কবিতা ছন্দ আমি নাহি জানি।
শুনিয়া বিধাতা তাঁরে কহিছেন বাণী ॥
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে।
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে ॥
শ্লোকছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা ॥
এত বলি ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

—

নারদ কর্ত্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণের আভাস প্রকাশ

একদিন সে বাল্মীকি সরোবরকূলে।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষমূলে ॥
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।
এক ব্যাধ ঐ পক্ষী বিন্ধিলেক নলে ॥
বিন্ধিলেক ব্যাধ পক্ষী প্রেমালাপ-কালে।
ছট্‌ফট্ করি পড়ে বাল্মীকির কোলে ॥
রামে স্মরি বলে মুনি কানে দিয়া হাত।
জীবহত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ ॥
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষীজাতি।
বুঝিলাম তোমার নরকে হবে স্থিতি ॥
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে।
সেই শোকে এক শ্লোক নিঃসরিল মুখে ॥
শোক হইতে শ্লোকের হইল উপাদান।
'মা নিষাদ' বলিয়া তাহার উপাখ্যান ॥
চারি পদ ছন্দ মুনি লিখিলেন পাতে।
আপনি লিখিয়া মূল না পারে বুঝিতে॥
ভরদ্বাজ-সন্নিধানে করিলা গমন।
গুরুশিষ্য বসিয়া আছেন দুইজন ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা তথা নারদেরে।
বাল্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে ॥

যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া।
সেখানে নারদমুনি উত্তরিল গিয়া ॥
নারদে দেখিয়া মুনি সম্ভ্রমে উঠিল।
দণ্ডবৎ করিয়া আসন তাঁরে দিল ॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাঁরে ॥
এই শ্লোকছন্দে তুমি কর রামায়ণ।
উপদেশ কহি জানি তুমি সে ভাজন ॥
সূর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারিজন ॥
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে।
ধনুর্ভঙ্গ পণে তাঁর বিবাহ তৎপরে ॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ ॥
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীব সহিত রাম করিবে মিলন ॥
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার ॥
দশ মুণ্ড বিশ হাত মারিয়া রাবণ।
অযোধ্যায় রাজা হইবেন নারায়ণ ॥
কহিবেন অগস্ত্য রাবণ-দিগ্বিজয়।
পুনরপি সীতাকে বর্জ্জিবে মহাশয় ॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতারে গোপনে।
লক্ষ্মণ রাখিবে তাঁরে তব তপোবনে ॥
কুশ লব নামে হবে সীতার নন্দন।
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ ॥
এগার সহস্র বৎসর পালিবেন ক্ষিতি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গ করিবেন গতি ॥
জন্ম হৈতে কহিলাম স্বর্গ আরোহণ।
জন্মিয়া করিবেন ইহা প্রভু নারায়ণ ॥
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস।
আদিকাণ্ড গাইলেন কবি কৃত্তিবাস ॥

—

চন্দ্রবংশের উপাখ্যান

সাগর মন্থনে চন্দ্র হইল উৎপন্ন।
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ অতি ধন্য ॥
পুরুশুচ নামে হৈল তাঁহার নন্দন।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত জানে সর্ব্বজন ॥
স্বর্গ নামে তাঁহার হইল এক সুত।
হইল তাঁহার পুত্র শ্বেত-নাম-যুত ॥
নামেতে হইল নিমি তাঁহার নন্দন।
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ ॥
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর ॥
সেই বসাইল এই মিথিলানগর।
বীরধ্বজ কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর ॥
এ সৃষ্টি সৃজন করিয়াছে মুনিবরে।
কহিল লক্ষ্মীর জন্ম জনকের ঘরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ রচনা করেন কবিবর ॥

—

সূর্য্যবংশের উপাখ্যান ও মান্ধাতার জন্ম

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥
তিন পুত্র হইল, তনয়া এক জানি।
সকলে তাঁহার নাম রাখিল নন্দিনী ॥
জরৎকারু-মুনি-পুত্রে সে নারদ আনি।
তাহারে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥
সবে গায়, বাজায় নারদ মুনি বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম হৈল ভানু ॥
তাঁহারে বিবাহ দিল জামদগ্ন্য বরে।
এক অংশে বিষ্ণু জন্মিলেন তাঁর ঘরে ॥

ব্রহ্মার কাছেতে তেঁহ বর যে'মাগিল।
মরীচ নামেতে তবে পুত্র জনমিল॥
মরীচের নন্দন কশ্যপ নাম ধরে।
তাঁর পুত্র সূর্য্য ইহা বিদিত সংসারে॥
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
সুষেণ তাঁহার পুত্র রূপে চমৎকার॥
প্রসন্ন তাঁহার পুত্র অতি সে সুঠাম।
হইল তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব নাম॥
যুবনাশ্ব হৈল রাজা অযোধ্যানগরে।
বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে॥
কালনিমি নামে কন্যা কন্দক রাজার।
বিবাহ করিল যুবনাশ্ব গুণাধার॥
বিবাহ করিল মাত্র, সম্ভাষ না করে।
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা বলিল বাপেরে॥
বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহীপতি।
অভিশাপ করিলেক জামাতার প্রতি॥
তপস্যা করিয়া যবে আইল ভূপতি।
প্রণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সন্ততি॥
আশীর্ব্বাদ কর মম হউক নন্দন।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ॥
এক যুক্তি কর রাজা যদি লয় মন।
যজ্ঞ কর তবে তব হইবে নন্দন॥
নৃপতি মরিল যবে পেয়ে মৃত্যুব্যথা।
জন্মিল তাহার পুত্র নামেতে মান্ধাতা॥
অযোধ্যানগরে রাজা হইল মান্ধাতা।
সপ্তদ্বীপ-অধিপতি পুণ্যশীল দাতা॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
আদিকাণ্ডে গান মান্ধাতার উপাখ্যান॥

সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ এবং অযোধ্যায় হারীতের রাজা হওন বৃত্তান্ত

মান্ধাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ।
সমর পাইলে তাঁর হৃদয়ে আনন্দ॥
তাঁহার তনয় নামে পৃথু নরবর।
যাঁর রথচক্রে ছয় হইল সাগর॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ-নারদ কৈল রথের সারথি॥
শতাবর্ত্ত নামে তাঁর হইল কুমার।
আর্য্যাবর্ত্ত নামে পুত্র হইল তাঁহার॥
ভরত তাঁহার পুত্র অতি বলবান।
যাঁহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ॥
জন্মিল তাঁহার পুত্র নামেতে ভূধর।
খাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অতি ধনুর্দ্ধর॥
খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে।
প্রজার উপরে নানা অত্যাচার করে॥
সব প্রজা কহিলেন রাজার গোচর।
তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর॥
এ কথা শুনিয়া খাণ্ড বিষাদিত মন।
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল ততক্ষণ॥
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডকে কাননে।
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে॥
কানন মধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপবর।
বসাইল দণ্ডারণ্য বলিয়া নগর॥
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর।
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তাঁর ঘর॥
একদিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে।
হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে॥
শুক্রকন্যা অজা যায় পুষ্প আহরণে।
দণ্ড তারে বলে মোরে তোষ উদ্বাহনে॥
অজা বলে শুন রাজা কহি তব ঠাঁই।
পিতৃশিষ্য তুমি ত সম্বন্ধে হও ভাই॥
বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন।
পিতৃ-বিদ্যমানে তবে কর নিবেদন॥
রাজা বলে এ কথায় স্থির নহে প্রাণ।
ইহা বলি তাহারে করিল অপমান॥

এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর।
দণ্ডক বলিয়া মুনি ডাকিল সত্বর ॥
পুঁথিকাঁখে করি দণ্ডক আসে পড়িবারে।
দেখিয়া কুপিয়া মুনি কহিল তাঁহারে ॥
পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতন।
তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন ॥
এমত কুপুত্র যার জনমে বংশেতে।
নির্ব্বংশ হউক খাণ্ড রাজা এ দোষেতে ॥
কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাঋষি।
রাজ্যসুদ্ধ হইল সে দণ্ড ভস্মরাশি ॥
অযোধ্যাতে দণ্ড রাজা ত্যজিল জীবন।
নির্ব্বংশ হইল সূর্য্যবংশের রাজন ॥
অযোধ্যাতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ ॥
মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিছা রাজ্য করি মম জন্ম গোঙাইল ॥
ধ্যান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
হইবে অজ্জার এক উত্তম নন্দন ॥
ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্র প্রতি।
শীঘ্র পাঠাইয়া দেহ রাজা হবে নাতি ॥
তথ্য জানি শুক্রমুনি হৈল হৃষ্ট মন।
কন্যা পাঠাইবার সজ্জা করিল তখন ॥
অজ্জাকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর।
অজ্জার হইল এক অপূর্ব্ব কোঙর ॥
বশিষ্ঠ রাখিলা তার নাম যে হারীত।
মুনি তারে আশিস্ করিল যথোচিত ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর।
ছয় মাস মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর ॥
এক বৎসরের হৈল রাজার কুমার।
বসাইল নিয়া সিংহাসনের উপর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুঠাম।
আদিকাণ্ডে গাহেন দণ্ডক-উপাখ্যান ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।
বসতি করিল সেই অযোধ্যানগরে ॥
প্রবল প্রতাপে হরি রাজা রাজ্য করে।
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে ॥
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্ব্বদেশ।
স্বরূপ গঙ্গাতে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
পিতৃমৃত্যু পরে হরিশ্চন্দ্র হৈল রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
সোমদত্তরাজকন্যা তাঁর নাম শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা ॥
সুন্দরী পাইয়া জায়া অন্তরে উল্লাস।
তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস ॥
সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
ইন্দ্রেরে লইয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি ॥
একদিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চকন্যা নৃত্য করে প্রথম-যুবতী ॥
নাচিতে নাচিতে অতি বাড়ি গেল রঙ্গ।
একবার করিলেক তারা তাল ভঙ্গ ॥
দেখিয়া করিল কোপ দেব পুরন্দর।
অভিশাপ দিল পঞ্চকন্যার উপর ॥
যৌবন-গর্ব্বিতা তোরা হয়েছিস্ মনে।
বদ্ধ হইয়া থাক্ বিশ্বামিত্র-তপোবনে ॥
চরণে ধরিয়া কন্যা করেন ক্রন্দন।
কতকালে হবে বল পাপ বিমোচন ॥
ইন্দ্র বলে, বন্দীরূপে থাক তপোবনে।
মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র-দরশনে ॥
নিত্য সে রূপসী পুষ্প করে আহরণ।
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে, কে করে বারণ ॥
শিষ্যসহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে।
ডাল-ভাঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়নে ॥

রাজা রুক্মাঙ্গদের একাদশী

(পরিশিষ্ট দেখ)

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মার অনুমতি-অনুসারে

এমন করিয়া ডাল ভাঙ্গে যেই জন।
আইলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন॥
এত বলি শাপ তারে দিল মুনিবরে।
প্রভাতে আইল কন্যা পুষ্প তুলিবারে॥
যেই কালে কন্যা আসি ডালে ভর দিল।
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল॥
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে।
কন্যা দেখি ভাবিতে লাগিল হৃষ্টমনে॥
অনেক প্রকারে তারে করিয়া ভর্ৎসন।
থাস্থানে মুনিবর করিল গমন॥
হেনকালে তথা হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন॥
মৃগ না পাইয়া অতি ব্যাকুলিত মন।
ক্লান্ত হন নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ॥
মনস্তাপ পাইয়া বসিল তরুতলে।
কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে হরিশ্চন্দ্র ব'লে॥
সন্ধান করিয়া রাজা গেল তপোবনে।
স্পর্শমাত্র মুক্ত হয়ে গেল পঞ্চজনে॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সৈন্যসহ নিজ রাজ্যে করিল গমন॥
প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন।
কন্যারে না দেখি দুঃখিত হইল মন॥
আমি যে বান্ধিনু ছাড়াইল কোন্ জন।
সর্ব্বনাশ হইল তার সংশয় জীবন॥
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ॥
মুনি ক্রোধ করিয়া যে চলিল সত্বর।
উত্তরিল গিয়া মুনি রাজার গোচর॥
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন।
এস এস বলি দিল বসিতে আসন॥
সফল ভবন মোর, সফল জীবন।
মোর গৃহে আইল যে গাধির নন্দন॥

জ্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন।
যে কন্যা বান্ধিনু তারে ছাড় কি কারণ॥
রাজা কহে কন্যা মোরে কৈল আমন্ত্রণ।
মিথ্যা না বলিব প্রভু করেছি মোচন॥
দান পুণ্য করি প্রভু তুমি যে ব্রাহ্মণ।
আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ॥
এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার।
দান পুণ্য কর ব'লে কর অহঙ্কার॥
কি দান করিবা তুমি দেখি তব মন।
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন॥
রাজা বলে, গৃহধর্ম্ম সফল জীবন।
মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন॥
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন।
নানা দানে গোসাঞি রাখিব তব মান॥
মুনি বলে, দান দেহ যদ্যপি রাজন।
আগেতে করহ তুমি সত্য নির্ব্বন্ধন॥
রাজা বলে, সত্য সত্য, না করিব আন।
এ সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রাণ॥
ভূপতি করিল সত্য, না বুঝিল ছাঁদ।
মৃগ বন্দী হৈল যেন না বুঝিয়া ফাঁদ॥
মুনি বলে, দেখহ সকল দেবগণ।
রাজা করিবেন নিজে সত্যের পালন॥
মুনি বলে দিবা যদি করেছ অন্তরে।
রাজন্ পৃথিবী দান করহ আমারে॥
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী।
হাতে করি আনিলেন তিন তোলা মাটি॥
ভূদান করিল হরিশ্চন্দ্র শ্রদ্ধাযুত।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া লইল গাধিসুত॥
মুনি বলে, দিলা দান পাইনু এখন।
দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাঞ্চন॥
রাজা বলে, দক্ষিণাতে না করিহ ঘৃণা।
দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটি সোনা॥

মুনি বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সাত কোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ ॥
ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি।
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি ॥
দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কুমার।
ভাণ্ডারী উপর তব কিবা অধিকার ॥
সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে।
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে ॥
শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
আপনা আপনি করিলাম সর্ব্বনাশ ॥
মুনি বলে, ভূপতি মজিলে অহঙ্কারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া বেটা যাহ স্থানান্তরে ॥
পাত্র মিত্র সবে বলে করি জোড়পাণি।
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটি একখানি ॥
সূচ্যগ্র খননে যত উঠে বসুমতী।
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি ॥
পাত্র মিত্র বলে শুন গাধির তনয়।
কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয় ॥
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঋষি।
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণসী ॥
শৈব্যা নারী আর নিজ পুত্র রুহিদাস।
তিন জন যাউক করিতে কাশীবাস ॥
বিশ্বমিত্র বাক্য শুনি সূর্য্যবংশধন।
দারা-পুত্রসহ কাশী করিল গমন ॥
মুনি বলে, শুন রাজা আমার বচন।
দিয়া যাহ সাত কোটি আমাকে কাঞ্চন ॥
রাজা বলে গোসাঞি না করিবেন ঘৃণা।
সাত দিন পরে দিব সাত কোটি সোনা ॥
সাত দিন পথে রাজা বাহিয়া চলিল।
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল ॥
মম কথা শুন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
আগে দেহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন ॥
শৈব্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রণা।
কি দিয়া শোধিব আমি ব্রাহ্মণের সোনা ॥
শৈব্যা বলে, শুন প্রভু নিবেদি তোমারে।
বিক্রয় করহ হাট-মধ্যেতে আমারে ॥
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কেন, বলিয়া ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত, সাধুজন।
ছিল তাঁর একটি দাসীর প্রয়োজন ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, ওহে পুরুষরতন।
লইবা দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন ॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
এ দাসীর মূল্য চাই চারি কোটি সোনা ॥
এ কথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল।
চারি কোটি সোনা দিয়া শৈব্যারে কিনিল
দাসী নিয়া দ্বিজ যায় আপনার বাস।
মায়ের কাপড় ধরি কাঁদে রুহিদাস ॥
অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।
ছাড় ছাড় বলি, বিপ্র দেখাইল বাড়ী ॥
শৈব্যা বলে, গোঁসাঞি করি গো নিবেদন।
বিনা পণে কিনহ আমার এ নন্দন ॥
শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল।
দুজনের তরে কোথা পাইব তণ্ডুল ॥
শৈব্যা বলে, মুনি অন্ন দিবা যে আমাকে।
তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বালকে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন ক্রোধে হইয়া বাতুল।
দিন প্রতি এক সের পাইবা তণ্ডুল ॥
দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার স্থানে।
স্বর্ণ ল'য়ে গেল রাজা মুনি বিদ্যমানে ॥
অত্যল্প দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন।
অল্প জ্ঞান কর হরিশ্চন্দ্র হে রাজন ॥
সাত কোটি লব, ঘাটি নহে সাত রতি।
বিশ্বমিত্রে অবজ্ঞা না কর মহামতি ॥

এ কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ ভাবিল।
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল॥
হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে।
তৃণ বান্ধি সান্ধাইল হাটের ভিতরে॥
নফর কিনিবা, বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে॥
সে বলে, আমার কর্ম্ম আছে ত নফরে।
চাহি এক নফর সে রাখিবে শূকরে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন।
আমি যাহা কহি তাহা করিবা পালন॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষরতন।
আপনার মূল্য লবা কতেক কাঞ্চন॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার।
স্বর্ণ লব তিন কোটি মূল্য আপনার॥
এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল।
তিন কোটি স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল॥
সাত কোটি সোনা নিয়া দিল মুনিবরে।
ধন পেয়ে গেল মুনি অযোধ্যানগরে॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষরতন।
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন॥
প্রবন্ধ করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
হরিশ্চন্দ্র নাম বাপ-মায়েতে রাখিল॥
কত বা ডাকিবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধ'রে।
কখন বলিও হরি কখন বা হরে॥
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস।
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া হৈল হরিদাস॥
হরিদাস বলে, প্রভু করি নিবেদন।
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন॥
কালু বলে, হরিদাস শুনহ বচন।
বারাণসীপুরে রাখ শূকরের গণ॥
বারাণসী-তীরে যত মড়া দাহ হয়।
পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মড়ায়॥
সঁপিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে॥
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
মম এক কথা শুন শূকরের পাল॥
দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে।
তোমাদের মল-মূত্র মুছিব কি ক'রে॥
এত সত্য পালিবা হে সকল শূকরে।
মল-মূত্র পরিত্যাগ করিহ অন্তরে॥
পালিল রাজার বাক্য সকল শূকরে।
মল-মূত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে॥
উভ-ঝুঁটি চুল বান্ধে রাজা উচ্চ ক'রে।
বারাণসী তীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে॥
রাজচিহ্ন রাজার অন্তরে পলাইল।
পাটনীর বেশ রাজা তখন ধরিল॥
শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্মণ-আগারে।
এক সের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেয় তাঁরে॥
তিন পোয়া রুহিদাস খান তিন বারে।
এক পোয়া খান শৈব্যা দ্বিজের আগারে॥
বিপ্র বলে, শুন শৈব্যে আমার বচন।
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন॥
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চ্চন।
তব পুত্রে পুষ্প হেতু পাঠাইব বন॥
পুষ্প-আহরণে যাক বালক তোমার।
বাড়াইয়া দিব ত তণ্ডুল কিছু আর॥
শৈব্যা বলে, যেই আজ্ঞা করিবা যখন।
সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন॥
স্বর্ণসাজি লইল সে স্বর্ণের আঁকড়ি।
বিশ্বামিত্র-তপোবনে যায় রড়ারড়ি॥
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মনে।
একদিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে॥
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে।
এমন কুকর্ম্ম আসি করে কোন্ জনে॥

মুনি বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সাত কোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ ॥
ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি।
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি ॥
দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কুমার।
ভাণ্ডারী উপর তব কিবা অধিকার ॥
সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে।
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে ॥
শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
আপনা আপনি করিলাম সর্ব্বনাশ ॥
মুনি বলে, ভূপতি মজিলে অহঙ্কারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া বেটা যাহ স্থানান্তরে ॥
পাত্র মিত্র সবে বলে করি জোড়পাণি।
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটি একখানি ॥
সূচ্যগ্র খননে যত উঠে বসুমতী।
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি ॥
পাত্র মিত্র বলে শুন গাধির তনয়।
কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয় ॥
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঋষি।
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণসী ॥
শৈব্যা নারী আর নিজ পুত্র রুহিদাস।
তিন জন যাউক করিতে কাশীবাস ॥
বিশ্বমিত্র বাক্য শুনি সূর্য্যবংশধন।
দারা-পুত্রসহ কাশী করিল গমন ॥
মুনি বলে, শুন রাজা আমার বচন।
দিয়া যাহ সাত কোটি আমাকে কাঞ্চন ॥
রাজা বলে গোসাঞি না করিবেন ঘৃণা।
সাত দিন পরে দিব সাত কোটি সোনা ॥
সাত দিন পথে রাজা বাহিয়া চলিল।
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল ॥
মম কথা শুন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
আগে দেহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন ॥
শৈব্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রণা।
কি দিয়া শোধিব আমি ব্রাহ্মণের সোনা ॥
শৈব্যা বলে, শুন প্রভু নিবেদি তোমারে।
বিক্রয় করহ হাট-মধ্যেতে আমারে ॥
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কেন, বলিয়া ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত, সাধুজন।
ছিল তাঁর একটি দাসীর প্রয়োজন ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, ওহে পুরুষরতন।
লইবা দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন ॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
এ দাসীর মূল্য চাই চারি কোটি সোনা ॥
এ কথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল।
চারি কোটি সোনা দিয়া শৈব্যারে কিনিল।
দাসী নিয়া দ্বিজ যায় আপনার বাস।
মায়ের কাপড় ধরি কাঁদে রুহিদাস ॥
অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।
ছাড় ছাড় বলি, বিপ্র দেখাইল বাড়ী ॥
শৈব্যা বলে, গোঁসাঞি করি গো নিবেদন।
বিনা পণে কিনহ আমার এ নন্দন ॥
শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল।
দুজনের তরে কোথা পাইব তণ্ডুল ॥
শৈব্যা বলে, মুনি অন্ন দিবা যে আমাকে।
তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বালকে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন ক্রোধে হইয়া বাতুল।
দিন প্রতি এক সের পাইবা তণ্ডুল ॥
দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার স্থানে।
স্বর্ণ ল'য়ে গেল রাজা মুনি বিদ্যমানে ॥
অত্যল্প দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন।
অল্প জ্ঞান কর হরিশ্চন্দ্র হে রাজন ॥
সাত কোটি লব, ঘাটি নহে সাত রতি।
বিশ্বমিত্রে অবজ্ঞা না কর মহামতি ॥

এ কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ ভাবিল।
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল ॥
হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে।
তৃণ বান্ধি সান্ধাইল হাটের ভিতরে ॥
নফর কিনিবা, বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে ॥
সে বলে, আমার কর্ম্ম আছে ত নফরে।
চাহি এক নফর সে রাখিবে শূকরে ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন।
আমি যাহা কহি তাহা করিবা পালন ॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষরতন।
আপনার মূল্য লবা কতেক কাঞ্চন ॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার।
স্বর্ণ লব তিন কোটি মূল্য আপনার ॥
এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল।
তিন কোটি স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল ॥
সাত কোটি সোনা নিয়া দিল মুনিবরে।
ধন পেয়ে গেল মুনি অযোধ্যানগরে ॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষরতন।
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন ॥
প্রবন্ধ করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
হরিশ্চন্দ্র নাম বাপ-মায়েতে রাখিল ॥
কত বা ডাকিবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধ'রে।
কখন বলিও হরি কখন বা হরে ॥
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস।
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া হৈল হরিদাস ॥
হরিদাস বলে, প্রভু করি নিবেদন।
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন ॥
কালু বলে, হরিদাস শুনহ বচন।
বারাণসীপুরে রাখ শূকরের গণ ॥
বারাণসী-তীরে যত মড়া দাহ হয়।
পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মড়ায় ॥
সঁপিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে ॥
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
মম এক কথা শুন শূকরের পাল ॥
দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে।
তোমাদের মল-মূত্র মুছিব কি ক'রে ॥
এত সত্য পালিবা হে সকল শূকরে।
মল-মূত্র পরিত্যাগ করিহ অন্তরে ॥
পালিল রাজার বাক্য সকল শূকরে।
মল-মূত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে ॥
উভ-ঝুঁটি চুল বান্ধে রাজা উচ্চ ক'রে।
বারাণসী তীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে ॥
রাজচিহ্ন রাজার অন্তরে পলাইল।
পাটনীর বেশ রাজা তখন ধরিল ॥
শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্মণ-আগারে।
এক সের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেয় তাঁরে ॥
তিন পোয়া রুহিদাস খান তিন বারে।
এক পোয়া খান শৈব্যা দ্বিজের আগারে ॥
বিপ্র বলে, শুন শৈব্যে আমার বচন।
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন ॥
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চ্চন।
তব পুত্রে পুষ্প হেতু পাঠাইব বন ॥
পুষ্প-আহরণে যাক বালক তোমার।
বাড়াইয়া দিব ত তণ্ডুল কিছু আর ॥
শৈব্যা বলে, যেই আজ্ঞা করিবা যখন।
সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন ॥
স্বর্ণসাজি লইল সে স্বর্ণের আঁকড়ি।
বিশ্বামিত্র-তপোবনে যায় রড়ারড়ি ॥
ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনার মনে।
একদিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে ॥
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে।
এমন কুকর্ম্ম আসি করে কোন্ জনে ॥

ধ্যান ক'রি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ।
পুষ্পার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন॥
বিপ্রঘরে জননী, হাড়ির ঘরে বাপ।
কল্য যদি আসে তার বুকে খাবে সাপ॥
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন।
রাত্রিকালে হেথা শৈব্যা দেখিছে স্বপন॥
প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্য্যের কিরণ।
তুলিতে কুসুম যায় রাজার নন্দন॥
তপোবনে রাজার কুমার যাবে চ'লে।
হেনকালে শৈব্যা তারে স্নেহ করি বলে॥
না যাইও তুলিতে কুসুম তপোবন।
নিতান্ত করিবে তোরে ভুজঙ্গে দংশন॥
রুহিদাস বলে, নাহি যাইলে তথায়।
দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমায়॥
কৃতী পুত্র করে পিতামাতার পালন।
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
না রাখিল শিশু-পুত্র মায়ের বচন।
কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন॥
রুহিদাস প্রবেশিল যেই তপোবনে।
নানা জাতি পুষ্প তুলে যাহা লয় মনে॥
জাতী যূথী মল্লিকা যে তুলিল রঙ্গন।
পারিজাত শেফালিকা সিউলী কাঞ্চন॥
অশোক কিংশুক জবা অতসী কেশর।
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর॥
অবশেষে শ্রীফলে আঁকড়ি ভেজাইল।
ডালেতে আছিল সর্প বুকেতে দংশিল॥
সর্ব্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষজ্বাল।
ভূমিতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয়-প্রহর।
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর॥
উঠ বৈস করি তবে কহিছে ব্রাহ্মণ।
এখন না আইল, কবে হবে দেবার্চ্চন॥
শৈব্যা বলে, প্রভু এই করি নিবেদন।
আপনি দেখিয়া আসি কোথা সে নন্দন॥
তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন।
তপোবন মুনির করিল দরশন॥
বালকেরে চাহিয়া বেড়ায় তপোবনে।
দেখে বৃক্ষ আড়ে প'ড়ে আপন নন্দনে॥
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে।
যেমন কলার পাত ভাঙ্গে ডালে-মূলে॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন।
কোথা গেল মম পুত্র রুহিত নন্দন॥
ধর্ম্ম করি তবু দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যজিব জীবন॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন।
পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ॥
নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মণে।
কেমনে বাঁচিবে পুত্র বাঁচিবে কেমনে॥
শুনিয়া প্রবোধ-বাক্য কহে দ্বিজগণ।
সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন॥
মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন।
মরিলে অবশ্য জন্ম জন্মিলে মরণ॥
বারাণসীপুরে তুমি মড়া ল'য়ে যাহ।
কাষ্ঠ-চিতা করি এই মৃত দেহ দাহ॥
মড়া লইয়া গেল শৈব্যা কাতর-অন্তরে।
শৈব্যা লৈয়া গেল, সে ব্রাহ্মণ থাকে ঘরে
মড়া লৈয়া গেল শৈব্যা বারাণসী-বাস।
হাতেতে মুদগর করি আসে হরিদাস॥
হরিদাস বলে, মড়া করিবে দাহন।
মড়া প্রতি লই পঞ্চাশত কার্ষাপণ॥
হরিদাস বলে, তোমায় কহিনু নিশ্চয়।
তোমারে বলি যে সত্য, আন নাহি হয়॥

কপিলমুনি

সিংহলে প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি

অন্যের ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার।
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার॥
শৈব্যা বলে, গোসাঞি বলিতে ভয় বাসি।
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী॥
শৈব্যা বলে, আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী।
দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অর্দ্ধখানি॥
এতেক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন।
হাতেতে মুদ্গর লৈয়া আইসে রাজন॥
পড়িলেন পুত্র ল'য়ে শৈব্যা আথান্তরে।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা গেল কোথাকারে।
আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে॥
হরিশ্চন্দ্র বলি শৈব্যা কান্দে বিদ্যমান।
তখন হইল সে রাজার পূর্ব্ব-জ্ঞান॥
হরিশ্চন্দ্র বলে, রাণী না কর ক্রন্দন।
আমি সেই হরিশ্চন্দ্র দেখহ লক্ষণ॥
শৈব্যা বলে হরি হরি কপালে এ ছিল।
মম রূপে ধরাতলে পাটনী পড়িল॥
অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী।
এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনী॥
হরিদাস বলে, প্রিয়ে বলি তব ঠাঁই।
পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই॥
সোমদত্ত রাজকন্যা শৈব্যা তব নাম।
তোমারে বিবাহ প্রিয়ে আমি করিলাম॥
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন।
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র-তপোধন॥
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল।
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল॥
পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন।
কোথা এড়ি গেলে বাপু রুহিত নন্দন॥
এ ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ছাড়িব জীবন॥

তখন চন্দনকাষ্ঠে জ্বালাইয়া চিতা।
মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে মাতা-পিতা॥
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে।
হেনকালে ধর্ম্মরাজ কহেন সাক্ষাতে॥
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবে জীবন।
আমি জিয়াইয়া দিব তোমার নন্দন॥
পদ্মহস্ত বুলাইল বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল, চক্ষু মেলি চায়॥
হেনকালে কালু আসি রাজারে সম্ভাষে।
তোমায় আমার স্বর্ণ দায় না আইসে॥
ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার নন্দনে।
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে॥
রাজা বলে, গোসাঞি করি গে নিবেদন।
ব্রহ্মস্ব লইব বল কিসের কারণ॥
রাণীর হাতেতে স্বর্ণ-কঙ্কণ যে ছিল।
তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল॥
মুনি বলে, জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঙাইল॥
যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র-যশোধন।
সেইখানে মুনি আসি দিল্গ দরশন॥
মুনি বলে, শুন হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
আপনার রাজ্যে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
রাজা বলে, গোসাঞি শুনহ নিবেদন।
কেমন করিলা রাজ্য কহ তপোধন॥
মুনি বলে, সে কথায় নাহি প্রয়োজন।
এক্ষণে গমন রাজ্যে করহ রাজন্॥
স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন।
প্রসন্ন-মানস মুনি প্রফুল্ল-বদন॥
অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল তখন॥
রাজ্যভার পুত্রেরে করিয়া সমর্পণ।
হরিশ্চন্দ্র পরলোক করিলা গমন॥

কুক্কুর বিড়াল আদি যত পশুগণ।
সশরীরে সবে চলে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
দেব গদাধর তাহে কুপিত-অন্তরে।
কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে॥
স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।
এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর॥
বীণা বাজাইয়া যায় মহাতপোধন।
দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন॥
প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে।
মুনি বলে, যাহ রাজা কোন্ পুণ্যফলে॥
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল॥
বাপী কূপ তড়াগাদি নানা স্থানে করি।
দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি॥
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
আপনারে বেচি শুধিলাম সে কাঞ্চন॥
পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল॥
নামিল রাজার রথ, দুঃখিত অন্তর।
ভাল মন্দ নাহি বলে, হইল কাতর॥
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ।
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষণ॥
যে শস্য সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয়॥
ক্ষেত্র হৈতে যেই শস্য আনিয়া ফেলায়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায়॥
নূতন বসন রাখে করিয়া যতন।
তাহার কটক পরে সেই সে বসন॥
এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ।
অর্দ্ধপথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন॥
স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য-পথেতে রহিল॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান হরিশ্চন্দ্র-বিবরণ॥

—

সগরবংশ উপাখ্যান

রুহিদাস রাজা হইলেন অতঃপর।
পুত্রতুল্য প্রজাগণে পালে নরবর॥
তাঁহার নন্দন সে সগর নাম ধরে।
সগর হইল রাজা অযোধ্যা-নগরে॥
মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ।
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন॥
অপুত্রক রাজা, রাজ্য করে মনে দুঃখ।
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুত্রের মুখ॥
দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন।
বহুকাল করিল শিবের আরাধন॥
সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে।
বর মাগি লহ রাজা যা চাহ অন্তরে॥
সগর বলেন পুত্র বিনা বড় দুঃখ।
বর দেহ দেখি আমি বহু পুত্র-মুখ॥
হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বরে।
পুত্র ষাটি হাজার হইবে তব ঘরে॥
বর পেয়ে আইলেন সগর-নৃপতি।
শিব-বরে দুই নারী হৈলা গর্ভবতী॥
কেশিনী সুমতি নামে রাজার মহিলা।
দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িতে লাগিলা॥
দশমাস গর্ভ হইল প্রসব সময়।
কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয়॥
তনয় দেখিল যেন অভিনব কাম।
অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম॥
সুমতির গর্ভব্যথা হইল যখন।
চর্ম্মের অলাবু এক প্রসবে তখন॥
দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে।
ভাঙ্গড় বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে॥

কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান।
ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিলের প্রমাণ॥
উষিমিষি করে সব দেখিতে রূপস।
ষাটি হাজার আনে রাজা দুধের কলস॥
খাইতে খাইতে দুগ্ধ নররূপ ধরে।
ষাটি-হাজার পুত্রে তবে সগর হাঁকারে॥
ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিষাই।
অচিরে মরিবি তোরা নহিবি চিরাই॥
দিনে দিনে বাড়ে সেই সগরনন্দন।
ছয় মাস বয়স্ক হইল পুত্রগণ॥
যখন সগর রাজা হাতে মারে তুড়ি।
সকলে আইসে কোলে দিয়া হামাগুড়ি॥
যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর।
সকলের বিবাহ দিলেন শ্রীসগর॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জ ধর্ম্মপরায়ণ।
অংশুমান নামে তার হইল নন্দন॥
ষাটি-সহস্র পুত্র একটি মাত্র নাতি।
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি॥
অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে মন।
সংসারে অসার সব সত্য নারায়ণ॥
অসার সংসারে কেন বদ্ধ হয়ে মরি।
নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি॥
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর।
অনুচিত কর্ম্ম সব করে দুরাচার॥
যতেক বালক খেলা নগরে খেলায়।
হাতে গলে বান্ধি সবে জলেতে ফেলায়॥
যত নারীগণ লইবারে আসে জল।
আছাড়িয়া ভাঙি ফেলে কলসী-সকল॥
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজাঘর।
বলিল সকল প্রজা রাজার গোচর॥
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস।
অসমঞ্জ-পুত্রে রাজা দিল বনবাস॥
বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত মন।
সংসারের বন্ধন কাটিল নারায়ণ॥
অসমঞ্জ পাঠাইয়া বনের ভিতরে।
অপর সন্তান লৈয়া সুখে রাজ্য করে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুললিত গান।
অমৃত সমান সগরের উপাখ্যান॥

সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ও বংশনাশের বিবরণ

একদিন সগর ভাবিয়া মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যা-ভুবন॥
কত পুত্র রাখে রাজা স্বর্গের উপর।
কতেক রাখিল নিয়ে পাতাল ভিতর॥
পৃথিবীতে রাজা যত, যম নামে কাঁপে।
মম বংশজাত যেন তিন লোকে ব্যাপে॥
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
তুরঙ্গ রাখিতে দিল যতেক নন্দন॥
বাপের আগেতে তারা করিল উত্তর।
ঘোড়া সহ যাব ষাটি হাজার সোদর॥
পুত্র-বাক্য শুনিয়া সগর বলে তায়।
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায়॥
ইন্দ্রের সহিত মম হইল বিবাদ।
এই যজ্ঞে কত শত পড়িবে প্রমাদ॥
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর-নন্দন।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীত মন॥
বলেন বাসব, ব্রহ্মা কোন্ বুদ্ধি করি।
বিরিঞ্চি বলেন, তুমি চুরি কর হরি॥
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায়।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায়॥
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে।
ঘোড়া লৈয়া রাখিলেন তাঁর বিদ্যমানে॥
যোগেতে আছেন মুনি কেহ নাহি কাছে।
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তাঁর পাছে॥

অন্ধকার বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন।
ঘোড়া হারাইল বলে সগরনন্দন ॥
চাহিয়া না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলে রসাতলে ॥
ভাই ষাটি হাজার কোদালি হাতে ধরে।
চারি ক্রোশ একেক কোদালি পরিসরে ॥
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালির মুষ্টে।
এক চোটে ভেজায় পাতালে কূর্ম্মপৃষ্ঠে ॥
চারি দণ্ডে খুঁজিলেক সে চারি সাগর।
সাগর খুঁজিয়া গেল পাতাল-ভিতর ॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তাহার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল তাহার বিদ্যমানে ॥
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই।
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইনু এক ঠাঁই ॥
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি।
ধ্যানভঙ্গ হইয়া চাহেন মহা ঋষি ॥
ক্রোধেতে নয়ন-অগ্নি সরে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার হইল ভস্মরাশি ॥
এককালে ক্ষয় হইল সগর-নন্দন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

—

কপিল ঋষি কর্ত্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের উপায়-কথন

এক বর্ষ না হইল যজ্ঞ অবশেষ।
তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ ॥
শ্রীঅসমঞ্জের পুত্র নাম অংশুমান।
পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান ॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে।
একে একে পৃথিবীতে খুঁজে নানা পথে ॥
যে পথে প্রবেশ করে দেখে খান খান।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সান্ধান ॥
আগেতে দেখিল পূর্ব্বদিকের সাগর।
দেখে নীলবর্ণ হস্তী পরম সুন্দর ॥
ধরিয়াছেন পৃথিবী যে দশন-উপরে।
প্রণাম করিয়া তারে বলিল সত্বরে ॥
হস্তী বলে, এই পথে যাহ অংশুমান।
ঘোড়াচোর-নিকটেতে হইও সাবধান ॥
পূর্ব্ব হৈতে চলিলেন উত্তর সাগর।
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর ॥
অংশুমান তাহারে লাগিল শুধাইতে।
এ পথে সগরপুত্রে দেখেছ যাইতে ॥
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে।
পাবে ঘোড়া যাহ তুমি এই পদবীতে ॥
তথা যদি ঘোড়া না পাইল দরশন।
পশ্চিম সাগরে গিয়া পৌঁছিল তখন ॥
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
ধরিয়াছে মেদিনী সে দশন-উপর ॥
সে সব হস্তীর শুন অপূর্ব্ব কথন।
মস্তক নাড়িলে হয় মেদিনী-কম্পন ॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল-বিদ্যমানে ॥
দণ্ডবৎ হইয়া তাঁরে লাগিল কহিতে।
এ পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে ॥
মহাঋষি কপিল যে বলিল তখন।
মম কোপানলে ভস্ম হৈল সর্ব্বজন ॥
শুনিয়া ত অংশুমান জুড়িল স্তবন।
সেই বংশে তপোধন আমার জনম ॥
অসমঞ্জ-পুত্র আমি সগরের নাতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি ॥
অংশুমান কহিলেন, শুন মহামতি।
কেমনে হইবে মোর বংশের সদ্গতি ॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন কপিল ॥

মর্ত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
তবে যে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার॥
বিনয়েতে অংশুমান কহে তাঁর প্রতি।
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি॥
কোথা গেলে পাব সেই গঙ্গাদরশন।
কহ মুনি, শুনি সেই গঙ্গার জনম॥
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

গঙ্গার জন্মবিবরণ ও মর্ত্ত্যলোকে সগরের গঙ্গা আনয়নের উপায় এবং ভগীরথের জন্ম

একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
গান পঞ্চমুখেতে করেন ত্রিলোচন॥
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম, ডম্বুরে বলে হরি।
পঞ্চমুখে স্তুতি গান ত্রিপুরের অরি॥
লক্ষ্মী সহ বসিয়া আছেন মহাশয়।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময়॥
দ্রবরূপ হইলেন আজি নারায়ণ।
পতিতপাবনী গঙ্গা তাহাতে জনম॥
সেই জল কমণ্ডলু পুরিয়া আদরে।
রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে॥
সেই গঙ্গা যদি পার আনিতে নৃপতি।
তবে সে সগরবংশ পাইবে সদ্গতি॥
অংশুমান তোমারে দিলাম এই বর।
তব বংশ হেতু গঙ্গা হবেন গোচর॥
ঘোড়া লইয়া অংশুমান অযোধ্যাতে যায়।
বিবরণ কহে আসি সগরের পায়॥
কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্ব-ধনে।
তাঁর কোপাস্ত্রেতে মরিয়াছে সর্ব্বজনে॥
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল মন।
পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন॥
রাহুর দশায় জন্ম হইল যখন।
সে সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন॥
ষাটি-হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিষাই।
অল্পকালে মরিল, না হইল চিরাই॥
অশুচি হইল, যজ্ঞ না হইল সায়।
কিমতে পাইবে মুক্তি ভাবেন উপায়॥
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা, করি কি প্রকার।
তাহা বিনা কিসে হবে বংশের উদ্ধার॥
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ।
গঙ্গারে আনিতে রাজা করিল গমন॥
গঙ্গা না পাইয়া তাঁর নিত্য বাড়ে শোক।
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক॥
অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যানগরে।
তাঁর পুত্র হইল, দিলীপ নাম ধরে॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে।
তপ দশ হাজার বৎসর অনাহারে॥
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর।
দিলীপ রাজত্ব করে যেন পুরন্দর॥
অপুত্রক রাজা দুঃখে ভাবেন অন্তরে।
দুই নারী থুয়ে গেল অযোধ্যানগরে॥
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা অনুসারে।
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে॥
কভু জলাহার করে কভু অনাহার।
দীর্ঘকাল ধরি সেবা করিল ব্রহ্মার॥
তথাপি না পায় গঙ্গা, না হয় অশোক।
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক॥
অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যানগর।
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর॥
শুনিয়াছি, জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে।
কেমনে বাড়িবে বংশ নির্ম্মূল হইলে॥
ভাবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে।
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে॥

দিলীপ-কামিনী দুই আছিলেন বাসে।
বৃষ-আরোহণে শিব গেলেন সকাশে ॥
দোঁহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি।
মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী ॥
দশ মাস হৈল গর্ভ, প্রসব-সময়।
মাংসপিণ্ড মাত্র পুত্র হইল উদয় ॥
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুইজন।
হেন পুত্র হায় কেন দিলা ত্রিলোচন ॥
অস্থি নাই মাংসপিণ্ড চলিতে না পারে।
দেখিলে হাসিবে লোক সকল সংসারে ॥
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ি-ভিতরে।
ফেলিবারে নিয়া গেল সরযূর তীরে ॥
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন।
ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষণ ॥
মুনি বলে, থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া।
করুণা করিবে কেহ আতুর দেখিয়া ॥
পুত্র পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে।
স্নান করিবারে অষ্টাবক্র মুনি সরে ॥
আট ঠাঁই বাঁকা মুনি গমনে কাতর।
বালক তেমনি করে পথের উপর ॥
একদৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায়।
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভেঙ্‌চায় ॥
আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস।
মম ব্রহ্মশাপে হবে শরীর বিনাশ ॥
যদি তবে দেহ হয় স্বভাবে এমন।
মম বরে হও তুমি মদনমোহন ॥
অষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান।
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন ॥
অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার।
দাণ্ডাইল উঠিয়া সে রাজার কুমার ॥
ধ্যানে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন।
বটে মহাপুরুষ এ দিলীপনন্দন ॥
উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবরে।
পুত্র দিল, হরষিতে দোঁহে গেল ঘরে ॥
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ।
আশিস্ করিয়া দিল ভগীরথ নাম ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ড গান ভগীরথের জনম ॥

—

ভগীরথের দেব-আরাধনা দ্বারা মর্ত্ত্যে গঙ্গা-আনয়নের বৃত্তান্ত

পাঁচ বৎসরের হৈল, হাতে খড়ি দিল।
বশিষ্ঠের বাড়ী পড়িবারে পাঠাইল ॥
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব যখন বাড়িল।
কুবাক্য বলিয়া গালি এক শিশু দিল ॥
মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর।
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর ॥
সর্ব্বদা অস্থির হয় সজল-নয়ন।
শয়নমন্দিরে শিশু করিল শয়ন ॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
মাতা বলে পুত্র কেন না আইল ঘর ॥
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী।
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ-কামিনী ॥
বশিষ্ঠ বলেন, মাতা না কর ক্রন্দন।
রোষের মন্দিরে পুত্রে পাবে দরশন ॥
আসি' রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল।
নেতের আঁচলে তার মুখ মুছাইল ॥
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী।
কোন্ দুঃখে দুঃখী তুমি কহ যাদুমণি ॥
কারে বাড়াইবে, কারে করিবে কাঙ্গাল।
বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে বন্দীশাল ॥
কোন্ রোগে রোগী তুমি আমি ত না জানি।
এইক্ষণে করি সুস্থ শত বৈদ্য আনি ॥

ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন।
রোগ দুঃখ নহে, আজি পাই অপমান॥
বিরোধ বাধিল এক বালকের সনে।
কুকথা বলিয়া গালি দিল সে ব্রাহ্মণে॥
কোন্ বংশজাত আমি কাহার নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত মাতা কহ বিবরণ॥
পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা।
পুত্র সম্বোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা॥
সগরের ছিল ষাটি হাজার তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা যদি আইসেন ক্ষিতি।
তবে সে সগরবংশ পাইবে নিষ্কৃতি॥
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন।
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন॥
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে।
পাইলাম তোমা পুত্র মহেশের বরে॥
তোরে দিলা ঋষিগণ ভগীরথ নাম।
সূর্য্যবংশে জন্ম তব অযোধ্যা বিশ্রাম॥
শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে।
হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাশে॥
সূর্য্যবংশে ভূপতিরা নির্ব্বোধের প্রায়।
অল্পশ্রমে গঙ্গাদেবী কে কোথায় পায়॥
যদি আমি ধরি ভগীরথ অভিধান।
গঙ্গা আনি করিব সগরবংশ ত্রাণ॥
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী।
তপস্যায় এক্ষণে না যাহ বংশমণি॥
মায়ের বচনে ভগীরথ না রহিল।
বশিষ্ঠের স্থানে মন্ত্রদীক্ষা সে করিল॥
যাত্রাকালে করে রাজা মায়েরে স্মরণ।
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন॥
মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি।
প্রথমে সেবিতে গেল দেব-সুরপতি॥

অনাহারে ইন্দ্রমন্ত্র জপে নিরন্তর।
ইন্দ্রসেবা করে সাত হাজার বৎসর॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘর।
আইলেন বাসব তাহারে দিতে বর॥
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার তনয়।
বর মাগি লহ যে অভীষ্ট তব হয়॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন।
সূর্য্যবংশজাত আমি দিলীপনন্দন॥
সগরের ছিল ষাটি সহস্র তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
স্বর্গে আছে গঙ্গা, যদি দেহ সুরপতি।
তাহে মম বংশের হইবে সদ্গতি॥
ইন্দ্র বলে, শুন বলি দিলীপকুমার।
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার॥
গঙ্গাকে আনিবা যদি আমি দেই বর।
একভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর॥
গঙ্গারে আনিলে মুক্ত হইবে পাষণ্ডে।
গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেই দণ্ডে॥
ইন্দ্রের চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
কৈলাসে সেবিতে গেল দেব পশুপতি॥
ওকড়া ধুতুরা যে আকন্দ বিল্বপাত।
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিদশের নাথ॥
কভু অনাহার করে, কভু নীরাহার।
দৃঢ় তপ করে দশ হাজার বৎসর॥
মহেশ বলেন শুন রাজার নন্দন।
অনাহারে এ তপস্যা কর কি কারণ॥
গঙ্গারে আনিবা তুমি, আমি দিব বর।
এক ভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর॥
শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
গোলোকে চলিয়া গেল যথা লক্ষ্মীপতি॥
একদিনে ভগীরথ কোটি মন্ত্র জপে।
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে॥

শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর।
করিল এমত তপ চল্লিশ বৎসর॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে ঘরে নারে।
বর দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে॥
তপস্যাতে তোমার আমার চমৎকার।
মাগ ইষ্ট বর, দিব রাজার কুমার॥
ভগীরথ বলে, প্রভু করি নিবেদন।
সগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন॥
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়।
গঙ্গারে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায়॥
কহিলেন সহাস্যবদনে চক্রপাণি।
গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিবা জানি॥
ভগীরথ বলে, গঙ্গা নাহি দিবা দান।
তব পাদপদ্মে আমি ত্যজিব পরাণ॥
শুনিয়া তাহারে হরি করেন আশ্বাস।
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তাঁর পাশ॥
ছিল ব্রহ্মলোকেতে সামান্য যত জল।
মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল॥
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিলেন দর্শন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন॥
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাহি জল।
জলহীন পাত্র মাত্র আছে অবিকল॥
কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা পড়ে তাঁর মনে।
আস্তেব্যস্তে গিয়া ব্রহ্মা আনেন যতনে॥
গঙ্গাজলে বিষ্ণুপদ করেন ক্ষালন।
অংঘ্রিজা বলিয়া নাম এই সে কারণ॥
ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি।
এই গঙ্গা লয়ে যাহ পতিতপাবনী॥
ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে।
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে॥
স্নানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি।
বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি॥
শ্রীহরি বলেন, গঙ্গা করহ প্রস্থান।
অবিলম্বে মুক্ত কর সগরসন্তান॥
এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথ।
কাঁদিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ॥
পৃথিবীতে কতশত আছে পাপিগণ।
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পণ॥
হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে।
আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে॥
শ্রীহরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে।
তাহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে॥
বৈষ্ণবের সঙ্গতি বাসনা করি আমি।
বৈষ্ণবের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি॥
গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য জগৎপতি।
শঙ্খ দিয়া বলিলেন ভগীরথপ্রতি॥
আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া॥
বিরিঞ্চি বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমা হৈতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ॥
ভগীরথ, আমার এ রথ তুমি লহ।
এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাহ॥
রথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।
চলিলেন গঙ্গা তাঁর পাছু গোড়াইয়া॥
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান।
দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্ব্বা ধান॥
আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস করিল বাখান।
স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী হইল আখ্যান॥

—

হরিদ্বার, পাতাল, ত্রিবেণী ইত্যাদিতে গঙ্গার ভ্রমণ

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বত॥

সুমেরুর চূড়া যাটি সহস্র যোজন।
বত্রিশ সহস্র তার গোড়ার পত্তন॥
এই আদি কহিলাম ঐ তার মূল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরার ফুল॥
তার মধ্যে আছে এক দারুণ গহ্বর।
তাহাতে ভ্রমেন গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর॥
না পায় গঙ্গার দেখা, নাহি কোন পথ।
জোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগীরথ॥
সুমেরুতে হইল তোমার অবতার।
না করিলা গঙ্গা মম বংশের উদ্ধার॥
বলিলেন গঙ্গা শুন বাছা ভগীরথ।
কোন্ দিকে যাব আমি নাহি পাই পথ॥
ঐরাবত হস্তী যদি আনিবারে পার।
তবে ত পর্ব্বত হৈতে পাই যে নিস্তার॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে ত বাহির হই আমি সেই পথে॥
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
আর বার গেল যথা দেব সুরপতি॥
প্রণাম করিয়া বন্দে জোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ॥
ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে।
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে যে বাহির হন গঙ্গা সেই পথে॥
শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে।
আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্ব্বতে॥
হইল যে গর্ব্ব ঐরাবতের অন্তরে।
আমার সম্বাদ নিয়া কহ ত গঙ্গারে॥
মম গৃহে গঙ্গা যদি দাসী হৈয়া থাকে।
তবে ত পর্ব্বত হৈতে মুক্ত করি তাকে॥
যখন কহিল ঐরাবত এই কথা।
মলিন করিল মুণ্ড হেঁট করি মাথা॥
মুখে নাহি বাক্য সরে চক্ষে বহে জল।
হিয়া দুরু দুরু করে অত্যন্ত বিকল॥
দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন তায়।
কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায়॥
আনিতে নারিলে বাছা হস্তী ঐরাবত।
কোন্ দুঃখে কান্দ বাপু আমাকে কহত॥
ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন।
সুরমণি মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ॥
ঐরাবত যে কহিল আমার গোচরে।
বড় ভয় পাই মনে বলিব কি করে॥
জাহ্নবী বলেন, তার বুঝিলাম তত্ত্ব।
রাজভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত॥
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সে সহিতে পারে।
তার ঘরে চির-দাসী হব বল তারে॥
এই কথা ভগীরথ কহে হস্তিবরে।
শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে॥
চারিখান করিয়া পর্ব্বত চিরে দাঁতে।
চারি ধারা হৈল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে॥
বঙ্খু ভদ্রা শ্বেত ও অলকানন্দা আর।
পড়িলেন পর্ব্বত হইতে চারিধার॥
বঙ্খু নামে গঙ্গা যান পূর্ব্বের সাগরে।
ভদ্রা নামে সুরধুনী চলিলা উত্তরে॥
শ্বেত নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে।
গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী-উপরে॥
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবত 'পরে।
নাকে মুখে জল গেল হাঁসফাঁস করে॥
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ।
হস্তী বলে গঙ্গা মাতা কর পরিত্রাণ॥
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে খড় করে।
আর ঢেউ রাখিলেন পর্ব্বত উপরে॥
পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

মহাদেবের গঙ্গার বেগ-ধারণ

ভগীরথ সুমেরু হইতে গঙ্গা নিয়া।
কৈলাস পর্ব্বতে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া॥
কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে।
তাঁর ভরে বসুমতী টলমল করে॥
বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলে রসাতলে।
জোড়হাতে দাণ্ডাইয়া ভগীরথ বলে॥
পাতালেতে হইল তোমার আগুসার।
হইবে কেমনে মম বংশের উদ্ধার॥
গঙ্গা বলিলেন বাপু উপায় কি হবে।
ধরিত্রী আমার বেগ সহিতে নারিবে॥
শিব যদি আসিয়া সহেন জলধার।
তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার॥
গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
আর বার গেল যথা দেব পশুপতি॥
এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন।
মহেশ বলেন পুনঃ এলে কি কারণ॥
ভগীরথ বলে গঙ্গা দিলা নারায়ণ।
পৃথিবী ধরিতে বেগ না পারে কখন॥
তুমি যদি আসি শিরে ধর জলধার।
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গা অবতার॥
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন।
তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গা দরশন॥
পাতিলেন মস্তক দেবেশ পঞ্চশিরে।
পড়িলেন পতিতপাবনী শম্ভু-শিরে॥
শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর।
বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বৎসর॥
ভগীরথ বলেন মা একি ব্যবহার।
আমার কেমনে হবে বংশের উদ্ধার॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু শুন ভগীরথ।
জটা হৈতে বাহির হইতে নাহি পথ॥
ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন জোড়হাত।
ধ্যান ভঙ্গ হইল, চাহেন বিশ্বনাথ॥
মহেশ চিরিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে।
সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে॥
যেবা নর স্নান দান করে হরিদ্বারে।
তার পুণ্যসীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে॥
এক ধারা গেল গঙ্গা পাতালমণ্ডলে।
ভোগবতী ব'লে নাম হৈল রসাতলে॥
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে।
মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর ভাগে॥
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পানি।
এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী॥
মকর প্রয়াগে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥
মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান।
বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নির্ম্মাণ॥
এককালে কাটিলেন হর দ্বিজ-মাথা।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার না হয় অন্যথা॥
ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরীশের কান্ধে।
কার্ত্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী কান্দে॥
গৌরী কন, কেন বা কাটিলা বিপ্রমাথা।
ব্রহ্মবধ হইল, কে করিবে অন্যথা॥
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে।
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাপ নাশে॥
বৃষভে চাপিয়া তবে শঙ্করী শঙ্কর।
দাণ্ডাইল সুরধুনী-তীরেতে সত্বর॥
কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল পরশন।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর হইল মোচন॥
ধূর্জ্জটি বলেন, দেখ গঙ্গার পরীক্ষা।
পঞ্চক্রোশ জুড়ি হর দেন গণ্ডী-রেখা॥

গঙ্গাবতরণ
স্বর্গীয় রাজা রবি বর্ম্মার অনুমতি-অনুসারে

সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী।
তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবলোকে বসি ॥
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান।
করিলেন ভগীরথ সহিত প্রস্থান ॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
জহ্নুর নিকট গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥
পাতায় লতায় কৃত জহ্নু-মুনি ঘর।
গঙ্গাস্রোতে ভেসে যায় দেখিতে দুষ্কর ॥
চক্ষু মেলিলেক মুনি, ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
গণ্ডূষ করিয়া সব জল করে পান ॥
কত দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায়।
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায় ॥
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন্ জনে।
দেখে মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে ॥
জহ্নুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে।
অকস্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে ॥
মুনি বলিলেন, শুন রাজা ভগীরথ।
গঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ ॥
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহৎ।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহ ভগীরথ ॥
আন গিয়া ব্রহ্মা, মম করিতে কি পারে।
গণ্ডুষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে ॥
মুনির বচন শুনি লাগিল তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

কাণ্ডার মুনির অস্থি গঙ্গায় পতনে বৈকুণ্ঠে গমন

জোড় হাতে ভগীরথ করেন স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন ॥
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন্ জন।
মনুষ্য-শরীরে তব কি জানি স্তবন ॥
সগর রাজার ষাটি হাজার তনয়।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময় ॥
তোমার উদরেতে গঙ্গার অবতার।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার ॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকয়ে কখন।
কৃপাতে বলেন তারে জহ্নু তপোধন ॥
মুখ হইতে বাহির করিলে গঙ্গাজল।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে ঘুষিবে সকল ॥
চিরিল দক্ষিণ-জানু সেইক্ষণে মুনি।
জানু দিয়া বাহির হইল সুরধুনী ॥
ছিলেন কিঞ্চিৎকাল জহ্নুর উদরে।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে ॥
শাপভ্রষ্ট যেইখানে গঙ্গামাতা শুনি।
সেইখানে হইয়া যান উত্তরবাহিনী ॥
কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল একজন।
তার তুল্য পাপী নহে এ তিন ভুবন ॥
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন।
ব্যাঘ্রেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন ॥
যমদূত আসি তাকে করিয়া বন্ধন।
লইয়া চলিল তারে যমের ভবন ॥
ব্যাঘ্রেতে সকল মাংস গেল ত খাইয়া।
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া ॥
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গা মধ্য দিয়া।
হেনকালে সঞ্চান সে কাকেরে দেখিয়া ॥
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া।
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া ॥
দুই জনে তারা তথা জড়াজড়ি করে।
দৈবযোগে সেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে ॥
যখন করিল অস্থি গঙ্গা পরশন।
চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল ব্রাহ্মণ ॥
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
কাড়িয়া নিলেন যমদূতেরে মারিয়া ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে যমের কিঙ্কর।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর ॥

বিষয় ছাড়িনু প্রভু আর নাহি কাজ।
আজি বড় যমরাজ পাইলাম লাজ॥
কাণ্ডার নামেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি নিলেন কি গুণে॥
শুনিয়া দূতের কথা যমরাজ রোষে।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে॥
কান্দিতে লাগিল যম ধরি প্রভু পায়।
বিষয় ছাড়িনু, বিষয়ের নাহি দায়॥
পাপীর উপরেতে আমার অধিকার।
আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার॥
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্ গুণে॥
শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়।
গঙ্গা যথা তথা কভু পাপ নাহি রয়॥
গঙ্গার মহিমা কত কি বলিতে জানি।
মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডপাণি॥
যত দূরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস।
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ॥
পুড়ে মরে, অস্থি লইয়া গেলে গঙ্গানীরে।
চতুর্ভুজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে॥
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান।
সে শরীরে জান তুমি আমার সমান॥
নিষেধ করহ গিয়া যত দূতগণে।
আমার দোহাই যদি যাও সেই স্থানে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

সগরবংশ উদ্ধার

কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া॥
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়॥
জোড় হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিকে যাইতে আমার নহে পথ॥
পদ্ম মুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে॥
একবার গেল গঙ্গা ভৈরববাহিনী।
আরবার ফিরিলেন সাগরগামিনী॥
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ॥
শঙ্খধ্বনি ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে॥
নিমেষেতে আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর॥
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান॥
ইন্দ্রেশ্বর-ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হ'য়ে যায় স্বর্গপুরে॥
চলিলেন গঙ্গামাতা করি বড় ত্বরা।
মেড়াতলা নাম স্থানে যায় সরিদ্বরা॥
মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ।
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ॥
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
একরাত্রি গঙ্গা তথা করিল বিশ্রাম॥
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ যান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ॥
আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।
বিহরোদের ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥

গঙ্গা বলিলেন, বাপু শুন ভগীরথ।
কত দূরে তোমার দেশের আছে পথ॥
ভ্রমিতেছি এক বর্ষ তোমার সংহতি।
কোথা আছে ভস্মময় সগরসন্ততি॥
ভগীরথ বলেন মা, এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যস্থানে॥
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি॥
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে॥
আছিল সগরবংশ ভস্মরাশি হৈয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া॥
হস্ত তুলি গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান।
ওই তব বংশ দেখ স্বর্গবাসে যান॥
একজন রহিল জলের অধিকারী।
আর সব চতুর্ভুজে গেল স্বর্গপুরী॥
বংশ-মুক্তি হইল দেখিয়া ভগীরথে।
গঙ্গারে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে॥
গঙ্গা বলে, দেশে যাও রাজার নন্দন।
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন॥
মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম।
তাহাতে কতেক পুণ্য কে করে কথন॥
যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহৎ।
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ॥

—

গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন

জাহ্নবী জননী দেবী, আইলেন এই ভুবি
এ তিন ভুবনে প্রতিকার।
সুর-নর-নিস্তারিণী, পাপ-তাপ-নিবারিণী,
কলিযুগে হেন অবতার॥
ধন্য ধন্য বসুমতী, যাহাতে গঙ্গার স্থিতি
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে।
শতেক যোজনে থাকে, গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে,
শুনে যমে চমৎকার লাগে॥
পক্ষিগণ থাকে যত, তাহা বা কহিব কত,
করে সদা গঙ্গাজল পান।
দূরে রাজচক্রবর্ত্তী, যার আছে কোটি হস্তী,
সেই নহে পক্ষীর সমান॥
গয়াক্ষেত্র বারাণসী, দ্বারকা মথুরা কাশী,
গিরিরাজ-গুহা যে মন্দর।
এ-সব যতেক তীর্থ, বিষ্ণুর সম মহত্ত্ব
সর্ব্বতীর্থ গঙ্গাদেবী সার॥

—

রাজা সৌদাসের উপাখ্যান

গঙ্গা হেতু গেল ষাটি হাজার বৎসর।
পুনর্ব্বার গেল রাজা অযোধ্যানগর॥
রাজা হৈয়া করিলেন প্রজার পালন।
হইল সৌদাস নামে তাঁহার নন্দন॥
অযোধ্যাতে করিলেন রাজত্ব সৌদাস।
ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাস॥
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরথী-তটে।
বাস করি মুক্ত হন সংসার-সঙ্কটে॥
করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ সৌদাস।
ব্রাহ্মণেরে দিল ধন যার যত আশ॥
মন দিয়া শুন রাজা-সৌদাস-চরিত্র।
শুনিলে যে পাপক্ষয় শরীর পবিত্র॥
একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
মৃগ চাহি ফিরে রাজা বনেতে বনেতে॥
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লয়ে জায়া।
উত্তরিল সৌদাসের কাছে সে আসিয়া॥
ছাড়িয়া রাক্ষস-রূপ ব্যাঘ্র-রূপ ধরে।
দুই জনে কেলি করে প্রভাসের তীরে॥

হেনকালে সৌদাস সে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া।
ক্রীড়ার সময়ে তারে মারিল বিন্ধিয়া॥
এই কালে রাক্ষসী রাজার প্রতি বলে।
বিনা দোষে স্বামী মার আনন্দের কালে॥
পরিণামে জানিবা হইবে যত পাপ।
মহাপাপ ভুঞ্জিবে হইবে ব্রহ্মশাপ।
এতেক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন।
মনোদুঃখে গৃহে রাজা করিল গমন॥
পাত্র-মিত্রগণে রাজা করিল আহ্বান।
বশিষ্ঠ মুনিরে আগে করিল সম্মান॥
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ।
এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞা প্রমাণে।
অশ্বমেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে॥
যজ্ঞ পূর্ণে দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা।
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্ব্বজনা॥
হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে মন।
মম বাক্য ব্যর্থ হবে জানিলে কারণ॥
আপন রাক্ষসী-রূপ দূরে তেয়াগিয়া।
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া॥
সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন।
মোরে মাংস ভোজন করাহ যশোধন॥
রাজা বলে, অশ্বমাংস করি আহরণ।
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন॥
স্নান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি।
করাইব তব মাংস রন্ধন এখনি॥
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে তেয়াগিয়া।
প্রাচীন বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া॥
মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন।
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন॥
যজমান-বাক্য মুনি লঙ্ঘিতে না পারে।
উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে॥
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন।
রাক্ষসী মনুষ্য-মাংস দিল ততক্ষণ॥
থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে।
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে॥
মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস।
তুমি ব্রহ্মরাক্ষস যে হও হে সৌদাস॥
এত যদি শ্রীবশিষ্ঠ মুনি শাপ দিল।
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল॥
অকারণে শাপ দিলা আমি নহি দোষী।
এই জলে পোড়াইব করি ভস্মরাশি॥
হেনকালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনি।
ঘর হইতে পলাইয়া চলিল আপনি॥
ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন।
রাক্ষসী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন॥
মুনিকে দিবারে শাপ রাজা নিল পানি।
নিষেধ করেন তারে দময়ন্তী রাণী॥
ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
এই জল এখন থুইব কোন্ স্থানে॥
স্বর্গে থুই যদি তবে দেবগণ মরে।
নাগগণ মরে যদি ফেলি নাগপুরে॥
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায়।
সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায়॥
রাজার পুড়িয়ে গেল দুখানি চরণ।
কল্মাষপাদ নাম রাজার সে কারণ॥
বশিষ্ঠ বলেন, শাপ দিনু নৃপবর।
রাক্ষস হইয়া থাক এগার বৎসর॥
লোটায় ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠ-চরণ।
কত দিনে হবে মম শাপ বিমোচন॥
মুনি বলে, পাবে যবে গঙ্গা দরশন।
তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন॥
সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
দেশে দেশে নিত্য ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া॥

এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন।
তিন দিন আহার না মিলিল তখন॥
উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কূলে।
শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষমূলে॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা যে বৃক্ষ নেহালে।
এক ব্রহ্মদৈত্য আছে সেই বৃক্ষডালে॥
ব্রহ্মদৈত্য বলে, ওহে তুমি কেন হেথা।
মম স্থান তুমি নিলা আমি যাব কোথা॥
শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল।
ব্রহ্মদৈত্য দেখি এটা খাইতে আইল॥
ব্রহ্মদৈত্য-রাক্ষসে বিবাদ দুইজন।
ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমন॥
দুই জন যুদ্ধে সম, ন্যূন নহে কেহ।
মিত্রতা করিয়া পরস্পর করে স্নেহ॥
সর্ব্ব দুঃখ দুইজন করেন প্রকাশ।
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস॥
ব্রহ্মদৈত্য বলে, মিত্র শুন বিবরণ।
বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ॥
বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরুঘরে।
চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে।
করিলাম উপহাস শুনিয়া গুরুরে।
গুরু বলে, ব্রহ্মদৈত্য হও অতঃপরে॥
যখন গঙ্গার জল পাবে দরশন।
তখন পাইবা মুক্তি ব্রাহ্মণনন্দন॥
সৌদাস বলেন, মিত্র চেতাইলা মোরে।
তেঁই সে গঙ্গার তত্ত্ব দুইজন করে॥
গঙ্গাস্নান করি যান সে ভার্গব ঋষি।
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী॥
হেনকালে দোঁহে বলে আগুলিয়া তাঁরে।
এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয়া যাও মোরে॥
লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন।
অগ্রভাগ শিবের তা দিব হে কেমন॥
দোঁহে কহে, মুনি তোর নাহি বিদ্যালেশ।
গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ অবশেষ॥
জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন।
মহাজন বটে ভগীরথের নন্দন॥
কুশাগ্রে করিয়া গঙ্গা দিল তার গায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়ে পলায়॥
ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পাইয়া॥
ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষস সত্বরে।
দুইজনে মুক্ত হইয়া গেল নিজ ঘরে॥
গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস মহাগুণী॥

দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ-বিবরণ

সৌদাস গেলেন আয়ুশেষে স্বর্গস্থলে।
হইলেন সুদাম ভূপতি ভূমণ্ডলে॥
সুদাম করেন রাজ্য অনেক বৎসর।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর॥
দিলীপের নন্দন হইল রঘু রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা॥
একে ত দিলীপ রাজা মহাবলবান।
তদ্রূপ হইল পুত্র পিতার সমান॥
পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভন॥
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে।
যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে॥
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তাঁর ঠাঁই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়ান।
সঙ্গেতে চলিল তুল্য যোদ্ধা বলবান॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা কোন্ বুদ্ধি করি।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী॥

কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি।
বিরিঞ্চি বলেন, তাঁর ঘোড়া করি চুরি॥
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে॥
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি।
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি॥
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপনন্দন।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্ জন॥
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পূরে।
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে॥
সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র-বিদ্যমান॥
ইন্দ্র কোথা, বলি রঘু ঘন ছাড়ে ডাক।
আজি ইন্দ্র তোমা প্রতি ঘটিল বিপাক॥
মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে।
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে॥
রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র বলে কটুভাষে।
মরিবার নিমিত্তে আইলি স্বর্গবাসে॥
মাছি হইয়া সহিবা কি পর্ব্বতের ভার।
গলায় কলসী বান্ধি নদীতে সাঁতার॥
সহিতে ক্ষুরের ধার কেবা বল পারে।
বালক হইয়া আইস আমার উপরে॥
রঘু বলে, গর্ব্ব কর রণ নাহি জানি।
যার যত বল বুদ্ধি জানিব এখনি॥
আমাকে বালক দেখ আপনা দেখ বীর।
বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির॥
তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘুরপাকে॥
ইন্দ্র বলে, ভাল বলি বয়সে ছাওয়াল।
এড়িলেক বাণ যেন অগ্নির উথাল॥
দশ বাণ ইন্দ্র তবে পূরিল সন্ধান।
দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশ বাণ॥
দুই জনে বাণ বৃষ্টি যেন জল ঘনে।
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে॥
রঘুরাজ জানে বাণ পাশুপত সন্ধি।
হাতে গলে দেবরাজে করিলেন বন্দী॥
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে।
লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়ে তোলে॥
ঘোড়া নিয়া আইল বাপের বিদ্যমানে।
সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যাভুবনে॥
সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ।
আপনি চলিয়া গেল অযোধ্যাভুবন॥
বিধাতা বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান।
তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান॥
আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে।
রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে॥
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা মুনিবর।
তবে মুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর॥
রঘু বলিলেন, সত্য কর পুরন্দর।
অনাবৃষ্টি নহে যেন অযোধ্যা-উপর॥
ইন্দ্র বলিলেন, চিন্তা না করহ তুমি।
যে কিছু ক্ষেতের কর্ম্ম সে করিব আমি॥
করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র সহ স্বর্গে গেল সকল অমর॥
রঘুর বিক্রম শুনি শত্রুপক্ষে ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রঘুরাজার দানকীর্ত্তি

দিলীপ রাজত্ব করে অযুত বৎসর।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল অমর-নগর॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন।
ব্রাহ্মণে দিলেন দান ছিল যত ধন॥
অন্নভক্ষ রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জলপান করে॥

বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণনন্দন।
কশ্যপ মুনির ঠাঁই করে অধ্যয়ন॥
গুরুগৃহে বসতি করিয়া বহুদিন।
চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে সে হইল প্রবীণ॥
গুরুকে দক্ষিণা দিতে করিল অন্তরে।
কি দক্ষিণা দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে॥
গুরু বলে, অল্প মাগি কর বিবেচনা।
চৌষট্টি বিদ্যায় দেহ চৌদ্দ কোটি সোনা॥
দ্বিজ কহিলেন, এই অসম্ভব কথা।
মনে ভাব এতেক সুবর্ণ পাব কোথা॥
সবে বলে রঘু রাজা বড় পুণ্যবান।
তাঁর ঠাঁই আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান॥
সাত দিবসের তরে নিয়ম করিল।
গুরুকে কহিয়া শিষ্য বিদায় হইল॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দ্বিজ আকিঞ্চন।
অযোধ্যানগরে আসি দিল দরশন॥
ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে।
উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র করে অনুমান॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র যায় পাছু হৈয়া।
রাখিল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বারেতে দেখিয়া॥
আপনি পাখালে রাজা তাহার চরণ।
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করায় ভোজন॥
কর্পূর তাম্বুল মাল্য দিলেন চন্দন।
জিজ্ঞাসা করেন করি পাদপ্রক্ষালন॥
ব্রাহ্মণ বলেন, রাজা তুমি পুণ্যবান।
আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান॥
দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমারে।
আপনার নাহি কিছু কি দিবা আমারে॥
তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ।
ঐশ্বর্য্য তোমার দেখি মৃৎপাত্র-শেষ॥
দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে।
এসেছি তোমার ঠাঁই ধন মাগিবারে॥
ভূপতি বলেন, তুমি কত চাহ ধন।
যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ॥
শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর বলে।
লাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডাও ছাওয়ালে॥
রাজা বলে, যেবা মাগ না করিব আন।
বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিত্রাণ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কানে দিল হাত।
চৌদ্দ কোটি সোনা মাগি তোমার সাক্ষাৎ॥
রাজা বলে, একরাত্রি থাক মহামুনি।
প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যাইও তুমি॥
এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে।
আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে॥
চৌদ্দ কোটি সোনা ধার যেবা দিতে পারে।
চৌদ্দ দশ কোটি কালি শুধিব তাহারে॥
জোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ।
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন॥
হেঁটমাথা করি রাজা ভাবিল আপদ।
হেনকালে তথা মুনি আইল নারদ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
মুনি বলে, কেন রাজা বিরস বদন॥
রাজা বলে, মহাশয় শুন বলি কথা।
ব্রাহ্মণ চাহিল, ধন আদি পাব কোথা॥
লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি।
ইহার উপায় কহি, শুনহ আপনি॥
বল কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ।
ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন॥
তার পরে গেলেন নারদ তপোধন।
অযোধ্যানগরে রাজা বাজায় বাজন॥

আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র-পরিবারে।
সবে সাজ, যাইব কুবেরে দেখিবারে ॥
কটক সাজিল, বাজে দুন্দুভি বাজন।
কৈলাসে কুবের তাহা করেন শ্রবণ ॥
কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যাভুবনে।
জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্র-মিত্রগণে ॥
পাত্রমিত্র বলে, কি বেড়াও শুধাইয়া।
প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া ॥
শুনিয়া ধাইল দূত চলিল অমনি।
কৈলাসে নারদ গিয়া কহেন তখনি ॥
কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া।
তোমার উপর রঘু আসিছে সাজিয়া ॥
সুবর্ণ নাহিক রঘু রাজার ভাণ্ডারে।
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্র চেয়েছে তাহারে ॥
এত যদি বলিল, নারদ মহামুনি।
কুবের বলিল, আমি পাঠাই এখনি ॥
আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া।
দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া ॥
প্রভাতে কহেন রঘু ব্রাহ্মণ-কুমারে।
ভাণ্ডার সহিত স্বর্ণ দিলাম তোমারে ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছুঁইল দুই কান।
চৌদ্দ কোটি মাত্র লব না লইব আন ॥
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ তাঁরে দিলেন গণিয়া।
শত শত জনে বোঝা দিলেন বান্ধিয়া ॥
ধন লইয়া গুরুকে করিল সমর্পণ।
গুরু বলে, এত ধন দিল কোন্ জন ॥
শিষ্য বলে, রঘুরাজা বড় পুণ্যবান।
করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ দান ॥
মুনি বলে, বসি আমি গহন কাননে।
ধনবাদে দস্যুগণ বধিবে জীবনে ॥
এই ধন রাখ লয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডারে।
যজ্ঞকালে যেন ধন আনি দেন মোরে ॥
কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে।
সম্ভ্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণে ॥
দ্বিজ বলে, গুরু হেথা পাঠান আমারে।
রঘুরাজা স্বর্ণ দান দিল ভারে ভারে ॥
সে মহামুনির ধন রাখহ ভাণ্ডারে।
এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে ॥
বাসব বলেন, বাপু সত্য কহ কথা।
উঞ্ছবৃত্তি তিনি সোনা পাইলেন কোথা ॥
দ্বিজ বলে, দক্ষিণা চাহিল স্বর্ণ গুরু।
আমাকে দিলেন রঘুরাজা কল্পতরু ॥
রাম রাম বলি ইন্দ্র কানে দিল হাত।
রঘু নাম না করিহ আমার সাক্ষাৎ ॥
নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে।
অযোধ্যানগরে সদা ভ্রমি ক্ষেতে ক্ষেতে।
স্থানান্তরে নিয়া প্রভু রাখ এই ধন।
ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন ॥
ধন লৈয়া বরদত্ত গেল গুরুপাশে।
গুরু বলে, রাখ নিয়া পর্ব্বত-কৈলাসে ॥
নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে।
গিয়াছে যাহার ধন, আইল তার পাশে
রঘু-ভূপতির যশ ত্রিভুবনে ঘোষে।
রচিলেন আদিকাণ্ড পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

—

অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের জন্ম-বিবরণ

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর।
অজ নামে তনয় তাঁহার মনোহর ॥
পুত্রের দেখিয়া রাজা প্রথম যৌবন।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
পুত্রের সমান পালে সমস্ত প্রজারে ॥
মাথর রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম।
পরমা-সুন্দরী সেই লাবণ্যের ধাম ॥

ইচ্ছাবরী হইতে কন্যার গেল মন।
কহিল পিতার অগ্রে না করি গোপন॥
স্বয়ম্বরা হইতে আমার আছে মন।
সকল রাজারে আন করি নিমন্ত্রণ॥
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে বৈসে।
মাথরের নিমন্ত্রণে সকলে আইসে॥
প্রথম যৌবন কিবা দেখিতে সুন্দর।
সকলে আইসে কেহ না রহিল ঘর॥
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন।
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন॥
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী।
বসিল সকল রাজা অজ মধ্যে করি॥
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি।
পৃথিবীমণ্ডলে যার এক দণ্ড ছাতি॥
বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ।
তখন মাথর রাজা করে নিবেদন॥
এক কন্যা দানযোগ্যা আছে মম ঘরে।
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে॥
পরিণামে দ্বন্দ্ব যেন না হয় ঘটন।
তবে শীঘ্র আনি কন্যা কৈলে নিবেদন॥
মম কন্যা বরমাল্য দিবেক যাঁহারে।
সবারে বিদায় দিয়া রাখিব তাঁহারে॥
ভাল ভাল কহিল সকল নৃপগণ।
শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন॥
কেশ আঁচড়িয়া তার বাঁধিল কুন্তল।
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল॥
কপালে সিন্দূর দিল নয়নে কজ্জল।
চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমল॥
সুচিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি।
বিধাতা গড়েছে যেন কনক-পুত্তলী॥
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল ঘেরিয়া।
মত্তগজগতি রামা চলিল সাজিয়া॥
যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ।
রূপের মোহেতে হরে তাহার চেতন॥
চেতন পাইয়া উঠে বলে নৃপগণ।
এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন॥
কেহ বলে, কন্যা মোরে করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে, কন্যার আমাতে আছে মন॥
যারে পাছু করি কন্যা করয়ে গমন।
ভূমিতে পড়িয়া তেঁহ জুড়িল রোদন॥
কন্যা কি কুৎসিত রূপ দেখিল আমারে।
আমারে এড়িয়া সে ভজিবে কোন্ বরে॥
একে একে দেখিয়া যতেক রাজগণ।
অজের নিকটে আসি দিল দরশন॥
ধন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম পতি॥
বরমাল্য দিয়া যদি কন্যা ঘরে গেল।
লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল॥
বনেতে আসিয়া সবে হয়ে একমন।
অজকে মারিতে যুক্তি করিল তখন॥
এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া।
অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া॥
লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে স্থান।
হেথায় মাথর রাজা করে কন্যাদান॥
কন্যাদান করে রাজা করিয়া কৌতুক।
নানা রত্ন অশ্ব হস্তী দিলেন যৌতুক॥
তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরে।
আর দিন যান রাজা অযোধ্যানগরে॥
ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ।
কত সেনা সঙ্গে, রঙ্গে চলে অগণন॥
নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ।
এই কালে রাজগণ আগুলিল পথ॥
মার মার বলি, সবে আগুলিল তথা।
ইন্দুমতী দেখিয়া করিল হেঁটমাথা॥

নিদ্রাতে বিহ্বল পতি জাগান কেমনে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর ক্রন্দনে॥
রাজগণ ডাকে তাতে ভীত নহে মন।
মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন॥
ইন্দুমতী বলে, নাথ কি ভাব এখন।
দেখিছ না তোমাকে ঘেরিল নৃপগণ॥
তিন কোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া।
আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া॥
অজ বলে, প্রসন্ন করহ প্রিয়ে মুখ।
এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক॥
এক বাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি।
রঘুর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি॥
এত বলি, ধনু লৈয়া দাণ্ডাইল রথে।
অজে দেখি রাজগণ লাগিল ডাকিতে॥
তিন কোটি ভূপতিরে করি তৃণ জ্ঞান।
এড়িলেন অজ সে গান্ধর্ব্ব নামে বাণ॥
এক বাণে গন্ধর্ব্ব হইল তিন কোটি।
আপনা আপনি মরে ক'রে কাটাকাটি॥
গান্ধর্ব্ব বাণেতে রণে নাহি যায় আঁটা।
এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা॥
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া।
অযোধ্যাতে গেল অজ ইন্দুমতী লৈয়া॥
অজ রাজা তনু, তার প্রাণ ইন্দুমতী।
হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী॥
দশ মাস গর্ভ হইল প্রসব-সময়।
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয়॥
রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম।
দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম॥
আমি দশরথের কি কব গুণগ্রাম।
যাঁর পুত্র হইলেন আপনি শ্রীরাম॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গান দশরথের উৎপত্তি-বিবরণ॥

দশরথের রাজা হওন বিবরণ

এক বর্ষ বয়স্ক যখন দশরথ।
পুত্রে শোয়াইয়া দোঁহে সাধে মনোরথ॥
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাস্য পরিহাসে।
নারদ চলিয়া যান উপর-আকাশে॥
পারিজাত-মালা ছিল তাঁহার বীণায়।
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতী গায়॥
পারিজাত যখন হইল পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন॥
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে।
কাঁদে অজ, লোচন ভরিল তাঁর নীরে॥
কত বা কহিব সেই রাজার বিলাপ।
না পারে সহিতে ইন্দুমতীর সন্তাপ॥
সেই পারিজাত মারে আপনার গায়।
দুই জন মুক্ত হ'য়ে স্বর্গপুরে যায়॥
নর্ত্তক নর্ত্তকী ছিল দোঁহে স্বর্গপুরে।
শাপভ্রষ্ট জন্মিয়াছিলেন ভূমি'পরে॥
দুইজন যখন গেলেন স্বর্গপথ।
এক বর্ষ বয়স্ক তখন দশরথ॥
অল্পকালে পিতা মাতা মরিল দু'জন।
দেখিয়া চিন্তিত যে বশিষ্ঠ তপোধন॥
সেই পুত্র লৈয়া গেল ঘরে আপনার।
পড়াইল নানা শাস্ত্র, শাস্ত্র অনুসার॥
হইলেন পঞ্চবর্ষ বয়স্ক যখন।
লইলেন আপনি পৈতৃক সিংহাসন॥
ভৃগুরাম মুনি তাঁরে অস্ত্র দিল দান।
যত্ন করি শিখাইল শব্দভেদী বাণ॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
পুত্রতুল্য পালে প্রজা মহাধনুর্দ্ধর॥
রাজার বয়স হৈল পনর বৎসর।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস কবিবর॥

নারদের পারিজাতমালা স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু।

৺রাজা রবিবর্ম্মা

রাজা দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ

দশরথ মহারাজ জন্ম সূর্য্যবংশে।
সর্ব্বগুণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সবার উপর।
বিবাহ না হয় বয়ঃ ত্রিংশৎ বৎসর॥
দৈবের ঘটনে রাজা হইল নির্ব্বন্ধ।
হেনকালে ঘটে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ॥
কোশলের রাজা সে কোশল দণ্ডধর।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তাঁর ঘর॥
কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মূর্চ্ছিত।
কারে কন্যা দিব বলি রাজা সুচিন্তিত॥
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে কহিল সত্বর।
দশরথে আনিবারে যাহ দ্বিজবর॥
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা সমর্পিব তাঁরে॥
তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী॥
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যা-নগর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস্ করিয়া কহে আপনার নাম॥
কোশল দেশেতে ঘর রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি নিয়োজিত॥
পরমা সুন্দরী কন্যা আছে তাঁর ঘরে।
কৌশল্যা নামেতে, তাকে দিবেন তোমারে॥
তব তুল্য রূপ আর নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন তাঁরে, মনের আবেশে॥
রাজার সংবাদ এই জানানু তোমারে।
বিবাহ করিতে চল কোশলের ঘরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদ-বচন।
পাত্রবর্গ লয়ে রাজা করেন মন্ত্রণ॥
যাবৎ বিবাহ করি নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ পালিহ রাজ্য অযোধ্যানগরে॥
রথ লৈয়া যোগাইল রথের সারথি।
সেনাগণ সঙ্গে রাজা চলে শীঘ্রগতি॥
নানা বাদ্য বাজে, নাচে বিদ্যাধরীগণ।
তূরী ভেরী ঝাঁঝরী তা না যায় গণন॥
পাখোয়াজ পঞ্চাশ সহস্র পরিমাণ।
তিন কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরসান॥
বাজে শত কোটি শঙ্খ আর ঘণ্টাজাল।
ভোরঙ্গ সহস্রকোটি শুনিতে রসাল॥
সহস্র সানাই বাজে ডম্প কোটি কোটি।
ত্রিশ সহস্র দামামায় ঘন পড়ে কাটি॥
তবল বিশাল বাদ্য বাজে জয় ঢোল।
মহাপ্রলয়ের কালে যেন গণ্ডগোল॥
বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড করিল প্রচুর।
রথবেগে গেল রাজা কোশলের পুর॥
পাইয়া তাঁহার বার্ত্তা কোশলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে নরপতি-পূজা॥
রাজা কন্যাদান করে শাস্ত্র-ব্যবহারে।
আমোদ করিল রামাগণ স্ত্রী-আচারে॥
শুভক্ষণে দুই জনে শুভদৃষ্টি করে।
উভয়ের রূপে ধরা কত শোভা ধরে॥
নানা রত্ন দিয়া রাজা করে কন্যা-দান।
শাস্ত্রের বিহিত রাজা করিল সম্মান॥
আপনি অর্দ্ধেক রাজ্য দিলা অধিকার।
বিলাইতে দিল রাজা অনেক ভাণ্ডার॥
কৌশল্যা লইয়া রাজা আসিলেন বাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

দশরথের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ

গিরিরাজ নগরেতে কেকয়ের ঘর।
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর॥

কৈকেয়ী নামেতে কন্যা পরমা-সুন্দরী।
তার রূপে আলো করে সেই রাজপুরী॥
স্বয়ম্বরা হবে কন্যা হেন আছে মন।
পৃথিবীর রাজাকে করিল নিমন্ত্রণ॥
দূত যায় দশরথে আনিতে সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দূত অযোধ্যা-নগর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
আশিস্ করিয়া দ্বিজ কহিতে লাগিল॥
গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি।
রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবে নরপতি॥
রাজগণ আসিয়াছে তথায় প্রচুর।
চল শীঘ্র রাজা তুমি গিরিরাজপুর॥
স্বয়ম্বর স্থান যে করিল সুশোভন।
সম্বাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন॥
রথবেগে দশরথ গেল সভাস্থানে।
সভা ক'রে রাজগণ বসেছে যেখানে॥
স্বয়ম্বর-স্থানে আইল কৈকেয়ী সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী॥
কৈকেয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান।
আইল কি বিদ্যাধরী স্বয়ম্বর-স্থান॥
কিম্বা রম্ভা উর্ব্বশী আইল তিলোত্তমা।
ত্রিভুবনে নিরুপমা কি দিব উপমা॥
পূর্ব্বে রাজকন্যা যেন ছিল ইন্দুমতী।
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতি॥
তাঁহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে।
বিবাহার্থে রাজগণ এলেন হরিষে॥
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজে।
সব রাজা গেল দেশে পড়িয়া সে লাজে॥
পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
দশরথতুল্য নাহি ভূমিতে ভূপতি॥
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনে।
এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে॥
প্রত্যেকে দেখিল কন্যা সব রাজগণে।
সবারে ভুলিল দশরথ দরশনে॥
ধন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে তুমি মম পতি॥
দশরথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে।
লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে॥
রাজগণ বলে, কন্যা বড় বিচক্ষণা।
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনা॥
রাজগণ পরস্পর করিয়া সম্মান।
বিদায় হইয়া গেল নিজ নিজ স্থান॥
কন্যাদান করে রাজা পরম কৌতুকে।
মন্থরা নামেতে চেড়ী দিলেন যৌতুকে॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের, নড়িতে নারে বুড়ী।
ক্ষতি করে তার, যার কাছে থাকে চেড়ী॥
মাণিক মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর।
অশ্ববেগে নিজদেশে চলিল সত্বর॥
কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজ দেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

রাজা দশরথের সহিত সুমিত্রার বিবাহ ও রাজার সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকাতে রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য ইন্দ্রের নিকট রণ যাচ্ঞা

কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয়।
উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয়॥
সিংহল রাজ্যের যে সুমিত্র মহীপতি।
সুমিত্রা তনয়া তাঁর অতি রূপবতী॥
কন্যারে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন॥
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ লোকে জানে।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কাঁপে যাঁর নাম শুনে॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা কহিল সত্বর।
দশরথে আন গিয়া অযোধ্যানগর॥

রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস্ করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম ॥
সিংহল দেশের আমি রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত ॥
রাজকন্যা সুমিত্রা সে পরমা সুন্দরী।
তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী ॥
তত রূপ রাজকন্যা নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা হৃষ্ট দশরথ।
হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা জানে দুইজন।
মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥
নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতূহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥
বার্ত্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিলেক পূজা ॥
দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর।
লোকে বলে বিধি দিল কন্যাযোগ্য বর ॥
নান্দীমুখ করি দোঁহে বিশেষ হরিষে।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দুইজনে করে অবশেষে ॥
গোধূলিতে দুইজনে শুভদৃষ্টি করে।
দোঁহাকার রূপে আলো বসুমতী করে ॥
কুসুমশয্যায় রাজা শয়ন করিল।
নিদ্রার অলসে প্রায় অচেতন হৈল ॥
শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর।
শয্যার উত্থান কৌড়ি দিলেন বিস্তর ॥
বাসি বিয়ে সেই স্থানে কৈল দশরথ।
যৌতুক পাইল ধন বহু মনোমত ॥
বিদায় হইল রাজা, রাজার সাক্ষাতে।
সুমিত্রা সহিতে রাজা চড়ে নিজ রথে ॥

সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল পরম হরিষে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুইজন।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন ॥
নিরবধি সেবে তাঁরা পার্ব্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভাগা হউক এই মাগে বর ॥
তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে।
সুখে রাজ্য করে বহুকাল ভূমণ্ডলে ॥
পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখদাহ।
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ ॥
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা তিন গণি।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী সতিনী ॥
তার মধ্যে সুমিত্রা সে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী ॥
হেন স্ত্রী দুর্ভাগা হৈল, রাজার বিষাদ।
সতিনীর ঈর্ষায় হৈল এতেক প্রমাদ ॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
রাত্রি দিবা দশরথ তার কাছে থাকে ॥
এতিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি।
যা সবার গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি ॥
সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে।
দৈবে অনাবৃষ্টি হৈল অযোধ্যানগরে ॥
রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন।
তেকারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ ॥
কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্য্যা-সম্ভাষণে।
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে ॥
সকল অযোধ্যা রাজ্যে হইল আপদ।
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন।
মুনির করিয়া পূজা বসিল রাজন্ ॥
নারদ বলেন, নৃপ করি নিবেদন।
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন ॥

ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার।
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার॥
অন্তঃপুরে থাকি রাজা করিতেছ সুখ।
নরকে ডুবিলা, প্রজাগণ পায় দুঃখ॥
রাজা বলে, কার আমি নাহি করি দণ্ড।
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড॥
দুঃখ পায় প্রজাগণ নিজ কর্ম্মফলে।
কোন্ দোষে প্রজাগণ মোরে মন্দ বলে॥
নারদ বলেন, শুন নৃপচূড়ামণি।
রোহিণী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি॥
এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে।
প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে॥
এত বলি করিলেন নারদ গমন।
রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন্॥
গেলেন উত্তর দিকে গহন-কানন।
জলজন্তু দেখে রাজা পশুপক্ষিগণ॥
নদ নদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল।
দীঘি সরোবর দেখে শুষ্ক সে-সকল॥
বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে।
শারি শুক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে॥
শেষ-রাত্রি হইল পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে।
পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষিরাজ-সঙ্গে॥
বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসী।
কত আর পাব কষ্ট নিত্য উপবাসী॥
সূর্য্যবংশ রাজ্যে কভু দুঃখ নাহি জানি।
চৌদ্দ বর্ষ অনাহার নাহি পাই পানি॥
অনাবৃষ্টি-হেতুতে বৃক্ষের নাহি ফল।
নদ নদী সরোবর তাহে নাহি জল॥
ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে।
রাত্রিদিন রাজ্য ভুলি থাকে অন্তঃপুরে॥
কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে।
অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে॥

পক্ষিরাজ বলে, প্রিয়ে শুন মোর বাণী।
তোমার বচনে কি ছাড়িব অরণ্যানী॥
সত্যযুগ হইতে মোর এই বনে বাস।
গোঁয়াইনু এই বনে পুরুষ-পঞ্চাশ॥
মোর দুঃখ নহে দুঃখ হয়েছে সংসারে।
এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ।
তোর বোলে ছাড়িতে নারিব এই বন॥
পক্ষিণী বলয়ে পক্ষী শুন বিবরণ।
পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন॥
জল বিনা শ্বাসগত ব্যাকুলিত প্রাণ।
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান॥
এই কথাবার্ত্তা তারা করে দুই জনে।
বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শুনে॥
রাজা বলে নারদের বচন প্রত্যক্ষ।
পক্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ॥
বুঝিলাম ইন্দ্ররাজা বড়ই চতুর।
মুখে এক কহে সে অন্তরে করে দূর॥
মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে।
ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে॥
তবে আজি হয় মম দশরথ নাম।
ইন্দ্রেরে বাঁধিয়া আনি যদি নিজ ধাম॥
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদুঃখে।
প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে॥
পক্ষী বলে, পাপিনী পক্ষিণী শুন বাণী।
রাজারে নিন্দিলা কেন হইয়া পক্ষিণী॥
সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কানে।
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে॥
পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া।
ডিম্ব লয়ে ঠোঁটেতে আকাশে উঠে গিয়া॥
পক্ষী যায় পলাইয়া পাইয়া তরাস।
উর্দ্ধবাহু করি রাজা করেন আশ্বাস॥

দশরথ বলে, পক্ষী না পলাও ডরে।
ফিরিয়া আসিয়া বৈস বাসার উপরে॥
স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার।
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার॥
এই বনে যত আম্র কাঁঠালের ভার।
আজি হৈতে তোমায় দিলাম অধিকার॥
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাখি বাসাঘরে।
আপনি গেলেন পরে ইন্দ্রের নগরে॥
স্বর্গেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে।
কোথা ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন দেবরাজে॥
তর্জ্জন করেন দশরথ মহারাজ।
রণং দেহি রণং দেহি, কোথা সুররাজ॥
দেবেরা বলেন, রাজা ক্রোধ কি কারণ।
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ॥
ভূপতি বলেন, মম রাজ্যে নাহি বৃষ্টি।
অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হইল সৃষ্টি॥
মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন্ কাজে।
অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে॥
চৌদ্দ বর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান।
প্রজাগণ দুঃখে মরে, করে অপমান॥
সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি।
নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী॥
এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ।
ইন্দ্রকে কহেন তাঁরা সব বিবরণ॥
বাসব বলেন, রাজা এল কি কারণে।
মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাহি মনে॥
দেবেরা বলেন, ইন্দ্র ত্যজ অহঙ্কার।
রাজার যুদ্ধেতে কার নাহিক নিস্তার॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে।
তার সনে যুদ্ধ ক'রে মরিবে আপনে॥
যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ।
রাজার সহিত কর মধুর আলাপ॥

দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করেন সম্মান॥
কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ॥
বাসব বলেন, রাজা শুন এক চিত্তে।
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে॥
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি।
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি॥
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে।
রথ চালাইয়া যান শনির সদনে॥
শনি ঘরে বলি রাজা ডাকিলেন তায়।
বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায়॥
শনির দৃষ্টিতে রাজার ছিঁড়ে রথ-দড়া।
আকাশ হইতে পড়ে তার অষ্ট ঘোড়া॥
ছিঁড়িয়া রথের দড়া নাহি পায় স্থল।
পাকে পাকে পড়ে রথ করে টলমল॥
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন-উপরে।
হেন জন নাহি যে রাজায় রক্ষা করে॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে।
আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথ যে নিরীখে॥
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইবে স্থল।
রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল॥
হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার।
ঘুষিতে থাকিবে যশ অপার আমার॥
দশরথ মহারাজ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিদ্যমান॥
কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে।
ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে॥
পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর।
হইলেন তাহার উপরে রাজা স্থির॥
স্থির হৈয়া দশরথ রথে জোড়ে ঘোড়া।
ধ্বজা আর পতাকা বান্ধেন জোড়া জোড়া॥

সারথি ঘোড়ার গায় মারিলেক ছাট।
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট॥
রাজা বলিলেন, রথ রাখ এই খানে।
রাখিল আমার প্রাণ দেখি কোন্ জনে॥
রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা।
এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা॥
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে।
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে॥
আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে।
করিলা আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে॥
কোন্ দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন।
পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন্ জন॥
পক্ষিরাজ বলিলেন, আমি পক্ষী জাতি।
মম জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষী ভূপতি সম্পাতি॥
জটায়ু আমার নাম গরুড়নন্দন।
অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি উপর-গগন॥
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন।
পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন॥
দশরথ বলিলেন, তুমি মোর মিত্র।
প্রাণদান দিলা মম, কি কব চরিত্র॥
তারপর রথকাষ্ঠ খসাইয়া আনি।
জ্বালিলেন হুতভুক্ নৃপতি আপনি॥
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী।
হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু পক্ষী॥
জটায়ু পক্ষীর কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্বত্র তাহারে রাখে দেব-নারায়ণ॥
বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

রাজা দশরথের পুনর্ব্বার শনির নিকট গমন ও শনি কর্ত্তৃক গণেশের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে।
রাজারে দেখিয়া শনি অতি ভীত মনে॥
শনি বলে, দশরথ আইলা আর বার।
তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলা নিস্তার॥
দশরথ তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ।
নিবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলা নিস্তার॥
মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে।
সম্মুখ ছাড়িয়া আইস মোর পৃষ্ঠমূলে॥
কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহার পানে চাই।
শরীরের কাজ থাক হৈয়া যায় ছাই॥
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাতে দেহ মন।
যেমত শিবের পুত্র হৈল গজানন॥
জন্মিলেন গজপতি গৌরীর নন্দন।
দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ॥
দেবগণ বলে, দেবী, তোমার আদেশে।
আইল সকল দেব, শনি না আইসে॥
দূত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর।
দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাস-শিখর॥
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুখপানে চাই।
সবে বলে, গণেশের মুণ্ড দেখি নাই॥
তা দেখিয়া দেবগণ হইল বিস্মিত।
পার্ব্বতীর মনোদুঃখ, মহেশ চিন্তিত॥
পার্ব্বতী বলেন, হেথা আছে দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্ জন॥
দেবগণ বলেন, শুনহ বিশ্বমাতা।
শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা॥

দেবতার বাক্য শুনি রুষিয়া ভবানী।
আমারে বধিতে যান হ'য়ে শূলপাণি॥
পলাইয়া যাই আমি স্থান নাহি পাই।
দেবতার আড়ালেতে তখনি লুকাই॥
শূলহস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে।
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে॥
সকল দেবতাগণ করিছে স্তবন।
আপনি সৃজিয়া শনি মার কি কারণ॥
তুমি আদ্যাশক্তি মাতা জগতের গতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি॥
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে।
শনি যারে দেখে তার মাথা নাহি থাকে॥
পাইয়া তোমার বর তোমাতে পরীক্ষা।
তুমি যদি মার তারে কে করিবে রক্ষা॥
শনিকে মারহ কেন বিধাতা-কথন।
স্থির হও জিয়াইব তোমার নন্দন॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তর-শিয়রে॥
গঙ্গা-নীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত।
উত্তর শিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত॥
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন।
রক্তমাংসে জিয়াইল, হৈল গজানন॥
শরীর নরের মত, বদন করীর।
দেখিয়া হইল বড় দুঃখ পার্ব্বতীর॥
সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর।
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর॥
বিরিঞ্চি বলেন, করি গণেশেরে রাজা।
আগে গণেশের পূজা পিছে অন্য পূজা॥
গণেশ থাকিতে যেবা অন্য দেব পূজে।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তার হয় কাজে কাজে॥
ঐরাবত-মুখে জিয়াইল লম্বোদর।
হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর॥
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া আর ঐরাবত হাতী।
এ-সব সম্পদে মম নাম সুরপতি॥
আজ্ঞা করিলেন চতুর্ম্মুখ পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম-শিয়রে॥
পশ্চিম-শিয়রে শুয়ে শ্বেত হস্তী যথা।
পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা॥
প্রাণ পাইয়া ঐরাবত গেল নিজ ঘরে।
হেলায় আলস্য নাই পশ্চিম শিয়রে॥
দেবীরে বিদায় করি গেল দেবগণে।
গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে॥
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই।
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই॥
মনুষ্য হইয়া তুমি আইস বারে বার।
সূর্য্যবংশে জন্ম হেতু পাইলে নিস্তার॥
সূর্য্যবংশজাত আমি সূর্য্যের কুমার।
এক বংশে জন্ম তেঞি পাইলা নিস্তার॥
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মম পাশ।
বর চাহ, তোমার পূরাব অভিলাষ॥
তখন বলেন দশরথ যশোধন।
রোহিণীতে তব দৃষ্টে নহে বরিষণ॥
শনি বলে, আজি হৈতে ছাড়িব রোহিণী।
অবিলম্বে দেশে চলি যাহ নৃপমণি॥
আজি হৈতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ।
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন॥
রোহিণী বৃষভ রাশি হবে যেই জন।
সেই রাজ্যে হবে না আমার আগমন॥
হইয়া রাজারে তুষ্ট শনি দিল বর।
চলিলেন রাজা ইন্দ্র-নিকটে সত্বর॥
সভাতে বসিয়া ইন্দ্র লয়ে দেবগণে।
দশরথ বসিলেন তাঁর একাসনে॥
কহিলেন সে-সব বৃত্তান্ত পুরন্দরে।
শনিকে প্রসন্ন করিলেন যে প্রকারে॥

শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাষে।
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি তুমি যাও দেশে॥
সাত দিন বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব।
তোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব॥
বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

——

মৃগজ্ঞানে রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুর বধ-বিবরণ

অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জলধরে।
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যানগরে॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুষ্কর।
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী-উপর॥
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জল।
অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হৈল ফল॥
জীবন পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি।
তপস্যার অন্তে যেন মনোরথ সিদ্ধি॥
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ।
সুখে রাজা রাজ্য করে সম্পদভাজন॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর॥
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতি-রমণী।
কারু পুত্র নাহি রাজা বড় অভিমানী॥
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন।
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন॥
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখে তার নাম হেমলতা॥
লোমপাদ নামে রাজা দশরথ-সখা।
অঙ্গ দেশে ঘর সম্পদের নাহি লেখা॥
জন্মিয়াছে সুতা দশরথের শুনিয়া।
লোমপাদ আনে তারে লোক পাঠাইয়া॥
সত্য ছিল পূর্ব্বেতে করিতে নারে আন।
মহা পুণ্যবান রাজা ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান॥
কন্যা চলে লোমপাদ ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজত্ব করেন নিজ পুরে॥
দৈবের নির্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন॥
হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে॥
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে॥
কলসীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে জল পান করিছে হরিণী॥
লতা পাতা খাইয়ে পশেছে সরোবর।
ইহা ভাবি বধিতে জুড়েন ধনুঃশর॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে।
মুনি-পুত্রোপরে বাণ পড়ে সেইক্ষণে॥
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে, মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি॥
দেখেন সিন্ধুর বুকে বিদ্ধ আছে বাণ।
অতি ভীত দশরথ উড়িল পরাণ॥
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে।
জল দেহ বলে মুনি হস্ত অনুসারে॥
অঞ্জলি পুরিয়া রাজা আনিয়া জীবন।
মুখে দিবা মাত্র মুনি পাইল চেতন॥
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ॥

মুনি বলে, দশরথ ভয় কি কারণ।
তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন ॥
কপালে যা থাকে তা না হয় খণ্ডন।
পূর্ব্ব জনমের কথা হইল স্মরণ ॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার।
মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার ॥
কপোত কপোতী পক্ষী ছিল এক ডালে।
কপোতেরে মারিলাম একই বাঁটুলে ॥
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ।
পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ ॥
ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন।
হইল তোমার বাণে আমার মরণ ॥
লইলা আমার প্রাণ কোন্ অপরাধে।
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে ॥
অন্ধ পিতা মাতা মম শ্রীফলের বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে ॥
এই বড় দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা না হইল দোঁহা সনে ॥
আমি অন্ধকের প্রাণ হইয়া ছিলাম।
তৃষ্ণায় সলিল, ফল ক্ষুধায় দিতাম ॥
আর কেবা ফল জল দিবেক দোঁহাকে।
অনাহারে মরিবেন আমা-পুত্রশোকে ॥
এই সত্য দশরথ করহ আপনে।
আমা লৈয়া যাও পিতা-মাতার সদনে ॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতীকার।
নহে সৃষ্টি নাশ হবে মজিবে সংসার ॥
মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে ॥
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান।
খসাইলেন তাঁর বুক হইতে বাণ ॥
ভূপতি ভাবেন আসি মৃগ মারিবারে।
ঘটিল তপস্বীহত্যা আমার উপরে ॥

মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে।
অন্ধকের বনে গেল কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী।
বামনেত্র-ভুজ-স্পন্দে অমঙ্গল দেখি ॥
গৃহিণী বলেন, নাথ একি কুলক্ষণ।
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ ॥
অন্ধক বলেন, শুন পাগলী গৃহিণী।
আর দিন নিকটে পাইত ফল পানি ॥
আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন।
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥
এই কথাবার্ত্তা তাঁরা কহেন দুজন।
মড়া কোলে করি রাজা গেলেন তখন ॥
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মচ্ মচ্ করে।
অন্ধক বলেন, এই পুত্র আইল ঘরে ॥
চক্ষু নাই মুনির যে দেখিতে না পায়।
আইস পুত্র বলিয়া ডাকিছে উভরায় ॥
কালি হৈতে উপবাসী করিব পারণ।
ফল জল দেহ বাপু রাখহ জীবন ॥
দুই জন ডাক ছাড়ে রাজার তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

—

দশরথ রাজার প্রতি অন্ধকের শাপ-বিবরণ

দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে।
যাইতে নারেন অগ্রে পাছু যান ধীরে ॥
কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিশ্বাস।
কিবা মাতা পিতা সঙ্গে কর উপহাস ॥
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে ॥
চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে।
বলে, রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে ॥
মুনি বলে, আইস দশরথ ন[illegible]তে।
মৃত পুত্রে আনিলে আমা[illegible]খাইতে ॥

আর কিবা দশরথ শাপিব তোমাকে ।
এইমত তব প্রাণ যাক পুত্রশোকে ॥
পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী ।
পুত্রশোকে যে যন্ত্রণা জানিবা আপনি ॥
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর ।
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল অন্তর ॥
শুভমস্তু মুনিবাক্য না হইবে আন ।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যাউক প্রাণ ॥
তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান ।
তোমার বচন সত্য হউক, নহে আন ॥
তব শাপে মুনি মম হরিষ অন্তর ।
শাপ নহে, হইল আমার পুত্রবর ॥
অন্ধ বলে, দশরথ বঞ্চিত সন্তানে ।
পুত্রশোকে শাপ দিনু বর করি মানে ॥
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন ।
ইঁহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ ॥
যাহ রাজা তোমায় দিলাম আমি বর ।
চারি পুত্র হবেন তোমার গদাধর ॥
মম শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ ।
পুত্র হৈলে একাদশ বৎসর জীবন ॥
ব্যর্থ নাহি হয় কভু মুনির বচন ।
মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন ॥
পূর্ব্ব কথা কহি রাজা তাহে দেহ মন ।
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন ॥
ত্রিজট মুনির দুই চরণ ডাগর ।
মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিতৃঘর ॥
মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন ।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন তাঁরে বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে কেন আগমন ।
মুনি কহে, আইলাম ভিক্ষার কারণ ॥
গতকল্য হতে আমি আছি উপবাসী ।
ভোজন করা[illegible]ারে তুমি মহাঋষি ॥

অতিথি বলিয়া পিতা করান ভোজন ।
বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন ॥
পিতা আসি কহেন আমারে এইকালে ।
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে ॥
গোদা পা দেখিয়া মোর ঘৃণা হইল মনে ।
এমন পায়ের ধুলা লইব কেমনে ॥
লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি ।
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি এবমস্তু বলি ॥
ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন ।
ইহাতে হইল অন্ধ আমার লোচন ॥
সেই মত করিলেক আমার গৃহিণী ।
দোঁহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি ॥
আমার শাপের রাজা পাইলে প্রমাণ ।
শাপে বর হইল, হইবে পুত্রবান্ ॥
এই সত্য দশরথ করিবে পালন ।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনি কর যজ্ঞ আরম্ভন ॥
শ্রীফল পাইয়াছিনু ভ্রমিতে কানন ।
এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ ॥
এই ফলে জন্মিবেন দেবচক্রপাণি ।
চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি ॥
পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে মৃদুস্বরে ।
কোথা আছে সিন্ধুপুত্র আনি দেহ মোরে ॥
মৃতপুত্র দশরথ দিলেন আনিয়া ।
পুত্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া ॥
নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায় ।
কোলেতে করিয়া, হস্ত শরীরে বুলায় ॥
জন্মিলা যে পুত্র তুমি তপের সঞ্চারে ।
তোমার মরণে মৃত্যু ঘটিল আমারে ॥
অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি ।
ফল দিতে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় দিতে পানি ॥
গুরুনিন্দা নাহি করি, নহে সন্ধ্যা বাদ ।
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥

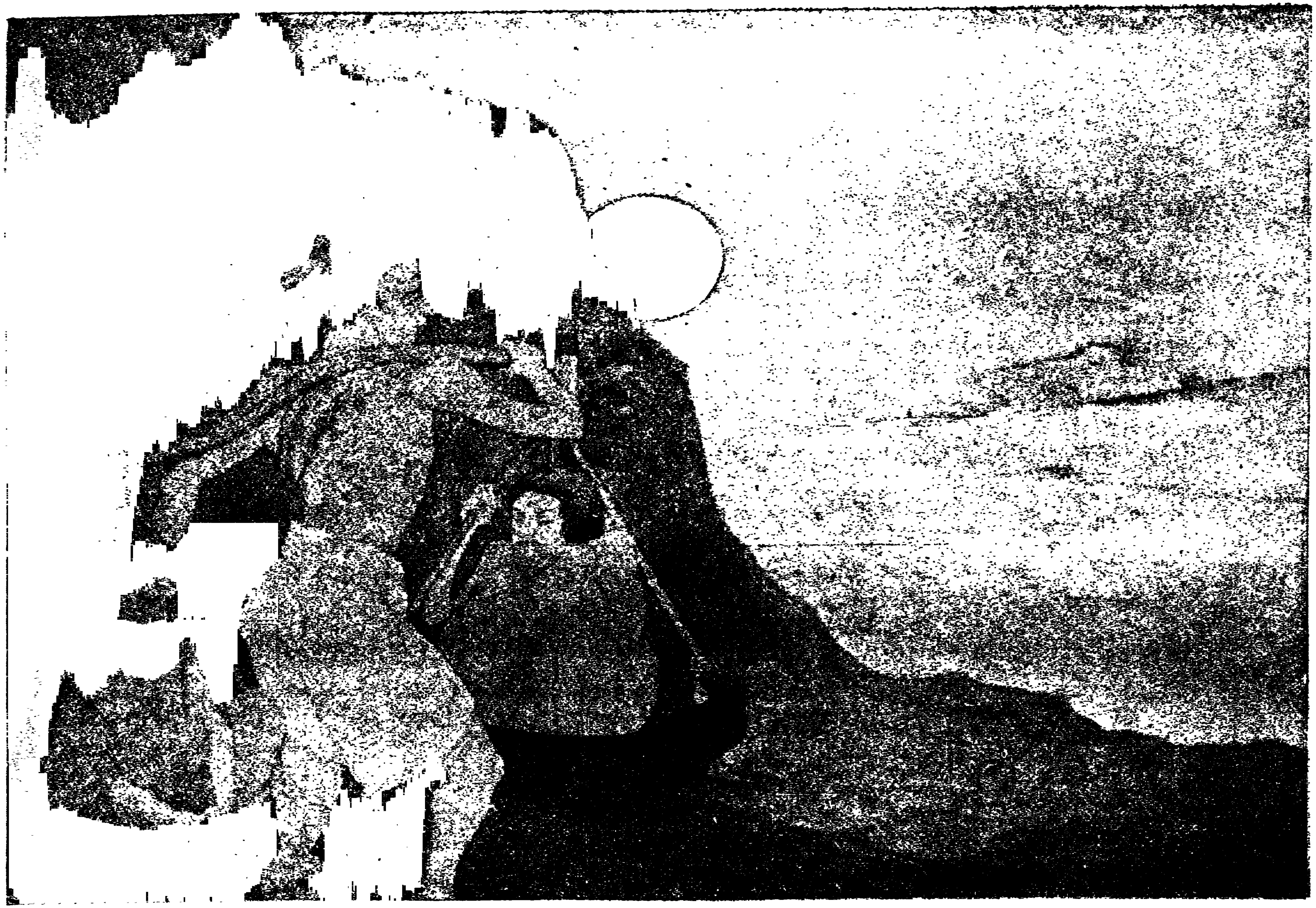

অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুর পিতৃমাতৃ ভক্তি
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক অঙ্কিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

জন্মাবধি আমি পাপ কর্ম্ম নাহি জানি।
তবে কেন সিন্ধুপুত্র ত্যজিলা আপনি॥
পূর্ব্বজন্মে কার কি করেছি বিঘটন।
গুরুনিন্দা করেছি, হরেছি স্থাপ্যধন॥
এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে॥
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে।
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে॥
তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবরে।
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনিল আদরে॥
করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে।
তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে॥
দুইজন দুইদিকে পুত্র মধ্যখানে।
পোড়াইল তিন জনে বেষ্টিত আগুনে॥
চিতা প্রক্ষালিয়া সেই সরোবর-নীরে।
কান্দিয়া গেলেন রাজা অযোধ্যানগরে॥
মুনিহত্যা করি রাজা অজের নন্দন।
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠ-সদন॥
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে।
বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে॥
সকল বৃত্তান্ত রাজা কহিলেন তাঁরে।
মুনিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে॥
প্রায়শ্চিত্ত ইহার করহ মহাশয়।
কিরূপে হইব মুক্ত কিসে পাপক্ষয়॥
মুনি বলে, অকালেতে নাহি যজ্ঞদান।
এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ॥
বিচার করিয়া মুনি আগম পুরাণ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ॥
তিনবার বলাইল সেই রামনাম।
পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম॥
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজঘর।
আইলেন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর॥
ফল মূল ভক্ষণে মুনির সুস্থ মন।
পিতা-পুত্র কথাবার্ত্তা কন দুইজন॥
পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে।
দশরথ আসিয়াছিলেন এ আশ্রমে॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু বলে যাঁরে।
মারিলেন রাজা তাঁরে শব্দভেদী শরে॥
দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন।
মুনিহত্যা-পাপ মোর কর বিমোচন॥
যোগ যাগ স্নান দান নাহি করালাম।
তিনবার রাজাকে বলানু রামনাম॥
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে।
কুপিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্র প্রতি বলে॥
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে॥
মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল।
দূর হ রে বামদেব হবি রে চণ্ডাল॥
লোটাইয়া সে ধরিল পিতার চরণ।
কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ॥
না থাকে মুনির মনে কোপ বহুক্ষণ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন॥
যেই রামনাম তুমি বলালে রাজারে।
তিনি জন্মিবেন, দশরথের আগারে॥
গঙ্গাস্নানে রঘুনাথ যাবেন যখন।
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিহ স্পর্শন।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম॥
বলিলেন এইরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি।
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিদ্যমান।
আদিকাণ্ডে গাইলেন অন্ধকোপাখ্যান॥

সম্বর অসুর বধ

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
হইল অসুরবর্গে নামেতে সম্বর ॥
হইল সম্বর সর্ব্ব দেবতার অরি।
জিনিল অমরাবতী বৈজয়ন্ত-পুরী ॥
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা বাঁচি কি প্রকারে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, আন রাজা দশরথে।
অসুর সম্বর মরিবেক তাঁর হাতে ॥
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর।
পাদ্য-অর্ঘ্যে দশরথ পূজে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ তুমি মোর মিত।
ঠেকেছি সঙ্কটে, রক্ষা কর এই হিত ॥
অসুর সম্বর নামে তাঁরে আমি হারি।
খেদাড়িয়া দেবগণ নিল স্বর্গপুরী ॥
আমার সহায় হইয়া যদি কর রণ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে।
সম্বরে মারিগে আমি, তুমি যাহ বাসে ॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে।
সম্বরে মারিতে রাজা সাজে দশরথে ॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
রাহুত মাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া ॥
মুদ্গর মুষল কেহ বাঁধিল কামান।
ধানুকী সাজিছে রণে লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
সাজিছে কটক সব নাহি দিশ্ পাশ্।
কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ ॥
গায়েতে পরিল সানা, মাথায় টোপর।
ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর ॥
দিব্য রথ জোগাইল রথের সারথি।
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি ॥
সম্বরে জিনিতে রাজা করিল গমন।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
চতুর্দ্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতূহলে।
রথ রথী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে ॥
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী।
দেখিয়া রাজার সাজ ক্রোধে দেব-অরি ॥
রাজার উপরে মারে সে জাঠি ঝকড়া।
স্বর্গপুরী ছাইল রথের ভাঙ্গে চূড়া ॥
দশরথে বাণে বিন্ধে করিল জর্জ্জর।
ভঙ্গ দিল সেনা, রাজা রহে একেশ্ব
কোপে কাঁপে দশরথ পূরিল সন্ধান
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরাণ ॥
নানা অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ।
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ ॥
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর।
ভূপতির সেনা বিন্ধে করিল জর্জ্জর ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সম্বরের সেনা।
স্বর্গপুরী ছাইয়া যেন পড়িছে ঝঞ্ঝনা ॥
পড়িল গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ভূপতির মনে।
এমত অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ॥
এক বাণ প্রসবে গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
আপনা-আপনি রিপু করে কাটাকাটি ॥
আপনা-আপনি করে বাণ বরিষণ।
এক বাণে পড়িল সকল সেনাগণ ॥
সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সাঁতার।
ত্রাহি ত্রাহি করি সবে করে হাহাকার ॥
পড়িল সকল সেনা, দৈত্য একেশ্বর।
দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তর ॥
দুইজন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥
হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার।
দৈত্যের রণেতে রাজা না দেখি নিস্তার ॥

শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনে হানে।
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন্‌খানে॥
কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট-মরণ।
দূরে থাকি দশরথ করিছে তর্জ্জন॥
সম্বরের পেয়ে শব্দ রাজা পূরে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান॥
এড়িলেক বাণ রাজা তার শুনি কথা।
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা॥
নর হৈয়া মারিলেন অসুর সম্বর।
দেব সহ সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ রক্ষা কৈলা মোরে।
বর মাগ দিব যাহা প্রার্থনা অন্তরে॥
দশরথ বলে, ইন্দ্র দেহ এই বর।
যেন মুনিহত্যা নাহি থাকে মমোপর॥
শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব হাসে।
সে পাপ তোমাতে নাই, যাও তুমি দেশে॥
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা শূদ্রাণী জননী॥
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

—

সম্বরসহ যুদ্ধে অঙ্গ ক্ষত হওয়ায় কৈকেয়ী আরোগ্য করাতে রাজার বর দিবার অঙ্গীকার

পাত্র-মিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি।
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি॥
সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে।
সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে॥
অস্ত্রসঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী।
দেখিল রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী॥
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়।
জ্বালা ব্যথা দূরে গেল শরীর জুড়ায়॥
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন।
সুস্থ হৈয়া দশরথ বলেন তখন॥
হে কৈকেয়ি, প্রাণ রক্ষা করিলে আমার।
তোমার সমান প্রিয়া কেহ নাহি আর॥
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
কোন্ ধন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার॥
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ।
কৈকেয়ী কুঁজীকে কহে বাক্য অভিমত॥
মহারাজ আমারে চাহেন দিতে বর।
কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে চেড়ী।
কুঁজ নহে তাহার সে বুদ্ধির চুপড়ী॥
কুঁজী বলে এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন।
বর ইচ্ছা হবে যবে বলিব তখন॥
কৈকেয়ী কুঁজীর বাক্য না করিল আন।
হাসিয়া কহিল রাণী রাজা বিদ্যমান॥
মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন।
যখন ঘটিবে কার্য্য মাগিব তখন॥
আমার সত্যেতে বন্দী রহিলে গোসাঞি।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই॥
নৃপতি বলেন, দিব যাহা চাবে দান।
আছুক অন্যের কাজ দিব নিজ প্রাণ॥
কৈকেয়ীর কপটে অমরগণ হাসে।
না জানিয়া মৃগ যেন বন্দী হৈল ফাঁসে॥
এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন।
বিরিঞ্চি বলেন, তবে মরিবে রাবণ॥
রাজ্য করে দশরথ হরষিত মন।
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন॥
যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে।
হইল রাজার ব্রণ নখের উপরে॥
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃতসমান।
রামনাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন॥

কৈকেয়ী দশরথের ব্রণ আরোগ্য করিলে পুনর্ব্বার বরপ্রাপ্তির বিবরণ

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর।
পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর॥
এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ।
সূর্য্যবংশে রাজা হয় নাই কোন জন॥
ধন্বন্তরি-পুত্র এক রত্নাকর নাম।
আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম॥
কহিলেন, শুন রাজা পাইবে নিস্তার।
দুই মতে আছয়ে ইহার প্রতিকার॥
শামুখের ঝোল খাও, না করিও ঘৃণা।
নহে নখদ্বারে চুম্বন দিউক এক জনা॥
রক্ত পুঁয স্রবিতেছে নখের দুয়ারে।
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্ জন পারে॥
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে।
রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে॥
রাজার শুশ্রূষা রাণী করে রাত্রিদিনে।
কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা বিদ্যমানে॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি।
ব্রণে মুখ দিব যদি পাও অব্যাহতি॥
যা়র ঘরে থাকে রাজা তার দায় লাগে।
কৈকেয়ী শুইল গিয়া দশরথ-আগে॥
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ।
মুখের অমৃত পাইয়ে গলিল তখন॥
সুস্থ হইলেন রাজা ব্যথা গেল দূরে।
রক্ত পুঁয ফেলি দেহ বলি কৈকেয়ীরে॥
কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে করহ ভক্ষণ।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ॥
কৈকেয়ী বলেন শুনি রাজার বচন।
যখন মাগিব বর পাইব তখন॥
দুই বারে দুই বর মাগ মম ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই॥
শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

দশরথের পুত্রের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়া যজ্ঞ করণের চিন্তা ও উক্ত মুনির কাহিনী

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর।
একছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর॥
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি।
বশিষ্ঠাদি আইলেন যত মুনি জ্ঞানী॥
সভা করে বসে রাজা অমাত্য সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে॥
ইহকালে না হইল আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি॥
সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
আমার মরণে বংশে নাহি এক জন॥
নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল।
এতকালে আমার সন্তান না জন্মিল॥
অপুত্রক আমি পাই মনে বড় দুখ।
প্রভাতে না দেখে লোক অপুত্রের মুখ॥
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোক আনি।
অঞ্জলি করিয়া দিই তর্পণের পানি॥
শীত জল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে।
আমা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কে সে॥
বর দিয়াছেন শ্রীঅন্ধক মহামুনি।
যজ্ঞ কর তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে।
কার্য্য সিদ্ধ হয় যদি সেই মুনি আসে॥
পরম সুন্দর সে বিভাণ্ডকের বেটা।
শাস্ত্রবেত্তা হয় সে কপালে শৃঙ্গ ফোঁটা॥
কিছুদিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলি নাম থুইল সকলে॥

যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন।
তাঁর আশীর্ব্বাদে রাজা হবে পুত্রবান॥
কৃত্তিবাস-কৃত কাব্য অমৃত সমান।
রাম-কথা বিনা যাঁর মুখে নাহি আন॥

—

লোমপাদ-রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান।
সুমন্ত্র বলেন রাজা কর অবধান॥
লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ঈশ্বর।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর॥
দশরথ বলে, পাত্র কহ বিবরণ।
লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ॥
সুমন্ত্র বলেন, দশরথ নৃপবর।
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর॥
লোমপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল॥
কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার।
কিঞ্চিৎ তোমার রাজ্য আছে দুরাচার॥
বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ যদি আসে।
পাপ দূর হয় আর দেবতা হরষে॥
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিবে কোন্ জনা॥
তাহারে আনিয়া মোরে যেবা দিতে পারে।
অর্দ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে॥
ডাকিয়া কহিল তথা বুড়ী একজন।
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন॥
স্ত্রী পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
ভুলাইয়া আনিব সেই মুনির নন্দনে॥
নৌকা এক সাজাইয়া দেহ ত আমারে।
ফলবান বৃক্ষ রোপ তাহার উপরে॥
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি।
কৌতুকেতে ভুলাইবে যতেক যুবতী॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে।
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়ীরে সম্ভাষে॥
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন।
বিচিত্র পতাকা তাহে করিল সাজন॥
নৌকার উপরে করে সোনার ছইঘর।
পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর॥
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের তারা।
চারিভিতে শোভা গজমুকুতার ঝারা॥
সন্দেশ নিলেন নানা খাইতে রসাল।
আম নারিকেল ফল আরও কাঁঠাল॥
গঙ্গাজলে শীতল শর্করা মিশ্র করি।
কর্পূরবাসিত দিল পাত্র পূরি পূরি॥
বাছিয়া বাছিয়া দিল পরমা সুন্দরী।
চিনা ভার, অপ্সরী কি অমরী কিন্নরী॥
কান্দিতে লাগিল সবে মুখে নাহি হাসি।
মুনি-কোপানলে আজি হব ভস্মরাশি॥
বুড়ী বলে, কেন ভয় করিছ যুবতী।
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি॥
নর্ম্মদা বাহিয়ে যায় পরম হরিষে।
উপস্থিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ যেই দেশে॥
যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি।
সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী॥
বিভাণ্ডকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাঁপে।
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে॥
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী॥
তরী হৈতে উত্তরিলা সকল নবীনা।
কেহ বংশী পূরয়ে, বাজায় কেহ বীণা॥
বুড়ীকে বেড়িয়া গান করে নারীগণ।
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
কামিনীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি।
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল অমনি॥

স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
স্বর্গের অমরগণ মুনি মনে মানে॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হৈতে উলে।
প্রণিপাত করিল বুড়ীর পদতলে॥
মুনিপুত্র পায়ে পড়ে, ধরি করে কোলে।
বার বার চুম্ব দিল বদনকমলে॥
এস এস, বলি মুনি তা সবাকে বলে।
আনন্দে গদ্গদ সে আসন দিতে চলে॥
একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে।
বস, বলি আনিয়া দিলেন সে বুড়ীরে॥
ফলমূল জল ঘরে ছিল যে সম্বল।
বুড়ীর ভক্ষণ-হেতু দিলেন সকল॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী ছুঁইল দুই কান।
বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জল পান॥
ইতর যেমন করে আমি কি তেমন।
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ॥
মুনি বলে, হউক মোর সফল জীবন।
এইখানে কর আজি বিষ্ণু-আরাধন॥
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে।
পূজা করিবারে বৈসে তাহার উপরে॥
চক্ষু উলটিয়া বুড়ী নাকে দিল হাত।
মুনি বলে, বিষ্ণু আজ করিল সাক্ষাৎ॥
কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল।
এ প্রসাদ লহ, বলি মুনিরে ডাকিল॥
মুনি বলে, আজি মোর সফল জীবন।
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ করিব ভক্ষণ॥
ফল বলি হাতে দিল গঙ্গাজল নাড়ু।
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু॥
মুনি বলে, এই ফল কোথা গেলে পাই।
সঙ্গে করে লয়ে গেলে তব সঙ্গে যাই॥
কন্যাগণ বলয়ে, খাইলে যে সন্দেশ।
ইহার অধিক আছে চল সেই দেশ॥
মুনি বলে, ইহার অধিক যদি পাই।
তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই॥
মুনি লৈয়া করে সবে হাস্য-পরিহাস।
দেখিয়া মুনির পুত্র হইল উল্লাস॥
বুড়ী ভাবে, আজি যদি লয়ে যাই হ'রে।
পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে॥
আজি পিতা-পুত্রেতে থাকুক এক স্থানে।
কহিবে এ কথা মুনি পিতা-বিদ্যমানে॥
পুত্র প্রতি যদি স্নেহ করে তপোধন।
তবে কালি তপস্যায় না যাবে কখন॥
পুত্র এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে।
তবে কালি লৈয়া যাব মুনির কুমারে॥
এই যুক্তি সে বুড়ী ভাবিয়া মনে মনে।
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে॥
তপোবনে বৈস হে, তোমারে ভালবাসি।
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসি॥
বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।
তোমার সেবক হয়ে তব সঙ্গে আসি॥
আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে।
ব্রহ্মহত্যা হবে তবে, মরিব হুতাশে॥
বুড়ী বলে, এইক্ষণে ঘরে যাও তুমি।
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি॥
এতেক বলিয়া তাঁরে থুয়ে নিজ ঘরে।
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে॥
দিবাকর অস্তগত হইল যখন।
মুনি বলে, না আইল কেন ঋষিগণ॥
শিরোমণি হারাইল অঞ্চলের নিধি।
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি॥
কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বৃক্ষতলে।
বিভাণ্ডক তপ করি আইল হেনকালে॥
পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
জিজ্ঞাসিল, কেন বাপু করিছ ক্রন্দন॥

ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, আগে খাও ফলজল।
আজিকার বিবরণ কহিব সকল॥
ফলজল খাইয়া হইল সুস্থ মন।
পিতা-পুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুইজন॥
তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে।
স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ আইল মম ঘরে॥
সেইমত ফল নাহি খাই এ জীবনে।
এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে॥
কত বা ছন্দেতে জটা ধরেছে মাথায়।
কত কুসুমের মালা দিয়েছে তাহায়॥
কি জাতি মৃত্তিকাফোঁটা কপালে শোভিত।
গগনমণ্ডলে যেন ভাস্কর উদিত॥
কি জাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়।
শ্বেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায়॥
তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল।
শ্বেত রক্ত পীত নীল বরণ উজ্জ্বল॥
কি জাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে।
কয়েক মানিক গাঁথা আছে ত তাহাতে॥
মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে।
স্ত্রী-পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ কভু নাহি জানে॥
বিভাণ্ডক বলে বাপু, তারা নারীগণ।
কামাচারী রাক্ষসী, বেড়ায় বনে বন॥
মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার।
পুনঃ পেলে ধ'রে খাবে, না পাবে নিস্তার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, পিতা না বল এমন।
এমন দয়ালু নাই তাহারা যেমন॥
কালি যদি বিধাতা মিলায় তা সবারে।
তখনি বিদায় আমি, কহিনু তোমারে॥
সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র লয়ে ঘরে।
বুঝাইতে তথাপি না পারিল পুত্রেরে॥
প্রভাত হইল রাত্রি, রবির কিরণ।
পুত্রের বিষয় মুনি ভাবে মনে মন॥
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্র করি সাধ।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে মোর তপঃ হবে বাদ॥
কার পুত্র কার পত্নী সব অকারণ।
সংসার অসার সব, সত্য নারায়ণ॥
পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি।
কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কহিও তুমি॥
তাম্রবাটি হাতে নিল, তুলিল তুলসী।
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি॥
বুড়ী বলে, বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর।
সবে চল আনি গিয়া মুনির কোঙর॥
তাল করতাল বীণা কেহ পুরে বাঁশী।
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী॥
দরিদ্র পাইল যেন হারান যে ধন।
ব্যস্ত মুনি কহে ধরি বুড়ীর চরণ॥
আমারে এড়িয়া কালি গেলে পলাইয়া।
সারারাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া॥
সেই জল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন॥
মর্ম্ম বুঝ সবে কৃত্তিবাসের সুবাণী।
নারীর কথায় ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥

—

ঋষ্যশৃঙ্গের লোমপাদরাজ্যে গমন ও অনাবৃষ্টি নিবারণ

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর।
বাহ বাহ, বলি বুড়ী ডাকিছে সত্বর॥
তরণী বহিয়া যায় মুনি নাহি জানে।
ঋষ্যশৃঙ্গে বলে, বৈস, ব্যাঘ্র আছে বনে॥
লোমপাদরাজ্যে মুনি দিল দরশন।
অনাবৃষ্টি ছিল, বৃষ্টি হইল তখন॥
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজে মুনির নন্দন॥

কন্যাহীন লোমপাদ, শান্তা অভিধান।
দশরথকন্যাকে মুনিরে দিল দান॥
সম্বন্ধে যে মুনি, রাজা তোমার জামাই।
তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ-ঠাঁই॥
দশরথ বলিলেন, কহ হে নায়ক।
পুত্রশোকে কেমনে বাঁচিল বিভাণ্ডক॥
যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান।
অনাবৃষ্টি ঘুচে হয় সে দেশে কল্যাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্য অনুপম।
সানন্দে বসিয়া সবে শুন রাম-নাম॥

—

ঋষ্যশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাণ্ডক মুনির খেদ

সুমন্ত্র বলেন, শুন রাজা দশরথ।
লোমপাদ নিকটে বুড়ীর বাক্য যত॥
বুড়ী বলে, লোমপাদ শুনহ বচন।
ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন॥
যদি শাপ দেন কোপে বিভাণ্ডক ঋষি।
রাজ্যসহ আপনি হইবা ভস্মরাশি॥
তাঁর ঠাঁই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ।
পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান॥
স্থানে স্থানে মহিষ গো রাখহ সত্বর।
গীতবাদ্য নৃত্যোৎসব হউক বিস্তর॥
গীতবাদ্য দেখিয়া তখনি তপোধন।
যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ॥
বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন।
পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান॥
শ্রীঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম।
সর্ব্বশস্যযুতা পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম॥
ঋষ্যশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদ-ঘরে।
বিভাণ্ডক তপ করি গেলেন কুটীরে॥

আর দিন দূর হৈতে শুনে বেদধ্বনি।
সেদিন না শুনে শব্দ ব্যস্ত হৈল মুনি॥
আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা।
কান্দিয়া বলেন, বাছা ঋষ্যশৃঙ্গ কোথা॥
তপস্যাতে শ্রান্ত হয়ে আইলাম ঘরে।
হেথা আসি কহ কথা দুঃখ যাক দূরে॥
বলিতে বলিতে গেল কুটীরের দ্বারে।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে॥
কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষতলে॥
ক্ষণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেন মুনি।
কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ, বলি ডাকয়ে অমনি॥
অপত্যের স্নেহ সম নাহিক সংসারে।
যাহারে দেখেন মুনি, জিজ্ঞাসেন তাঁরে॥
মুনি বলে, আছ বনে যত তরুলতা।
দেখেছ তোমরা মম পুত্র গেল কোথা॥
মৃগ পশু পক্ষীরে লাগিল শুধাইতে।
তোমরা দেখেছ ঋষ্যশৃঙ্গেরে যাইতে॥
কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাণ্ডক মুনি।
কত দূর গিয়া পান গ্রাম একখানি॥
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে শুধান।
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিদ্যমান॥
জোড়হাত করি প্রজাগণ কহে বাণী।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর, ইথে রাজা তিনি॥
লোমপাদ তাঁরে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে।
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে যৌতুকে॥
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ।
ক্রোধমন গেল, মুনি অতি হৃষ্টমন॥
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ।
পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ॥
ভাবে, অপুত্রক রাজা অজের নন্দন।
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভন॥

নিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্ঞেতে।
সেই কালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে ॥
এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজবাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

——

দশরথ রাজার যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ

দশরথ রাজারে সুমন্ত্র ইহা বলে।
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥
দশরথ লোমপাদ-নৃপতির ঘরে।
চতুরঙ্গ সঙ্গে যান হরিষ-অন্তরে ॥
রাজার পাইয়া বার্ত্তা লোমপাদ রাজা।
রাজ-উপচারে যত্নে করে তাঁরে পূজা ॥
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া করান ভোজন।
জিজ্ঞাসেন, কোন্ কার্য্যে তব আগমন ॥
দশরথ বলিলেন, শুন মোর বাণী।
অযোধ্যায় লয়ে চল ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনি ॥
অন্ধকের উক্তি আছে যে অতীত কালে।
পুত্রবান্ আমি হব ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে ॥
এমত কহিলে দশরথ নৃপবর।
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর ॥
প্রণাম করেন দশরথ জোড়হাতে।
লোমপাদ পরিচয় লাগিল করিতে ॥
দশরথ এই রাজা, শুনেছ আখ্যান।
তুমি কৃপা কর যদি হন পুত্রবান্ ॥
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে।
সেই কন্যা জন্মেছিল ইঁহার আগারে ॥
ইঁহার জামাতা তুমি, তোমার শ্বশুর।
অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর ॥
ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে।
এই ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে ॥

অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন।
এতেক জানিয়া মুনি করিল প্রয়াণ ॥
তনয়া জামাতা সঙ্গে চাপে নিজ রথে।
অযোধ্যা আইল রাজা লোমপাদ সাথে ॥
দেখে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ, হৃষ্ট যত প্রজা।
নির্ম্মঞ্ছন করে তাঁর সবে করে পূজা ॥
বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, কর যজ্ঞ আরম্ভন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে কর বিষ্ণু আরাধন।
যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে।
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আসে ॥
অগস্ত্য আগস্ত্য আর পুলস্ত্য পুলম।
আইলেন বৈশম্পায়ন দুর্ব্বাসা গৌতম ॥
জৈমিনী গোতম পিপীলিক পরাশর।
পুলক কৌণ্ডিন্য মুনি আইল নিশাকর ॥
মার্কণ্ডেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ।
অষ্টাবক্র মুনি ভৃগু কূর্ম্ম দক্ষরাজ ॥
গর্গমুনি দধীচি আইল শরভঙ্গ।
পূজে রাজা মুনিগণে, বাড়ে মনে রঙ্গ ॥
পাতাল হৈতে আসে কপিল রাজঋষি।
সগর-সন্তানে যে করিল ভস্মরাশি ॥
বেদবান চক্রবান আইল সাবর্ণি।
জল ভিতরের আর মুনি মৎস্যকর্ণী ॥
সনাতন সনক যে সনন্দকুমার।
সৌভরি আইল মুনি বিষ্ণু-অবতার ॥
আইল বাল্মীকি যমুনার কূলে ধাম।
কশ্যপের পুত্র আইল বিভাণ্ডক নাম ॥
কতেক আইল মুনি নাম নাহি জানি।
রাজার যজ্ঞেতে আইল তিন কোটি মুনি ॥
তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ।
সবাকার বদনে নিঃসরে হুতাশন ॥

পৃথিবীতে কেহ আছে একপদে ভর।
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর ॥
মাথায় রচিত জটা বাকল-বসন।
নারায়ণ-কথা বিনা মুখে নাহি আন ॥
এমন আইল তথা তিন কোটি মুনি।
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি ॥
মুনিগণ বাসার্থ দিলেন বাসাঘর।
পৃথিবীর রাজা আইল অযোধ্যানগর ॥
মিথিলার রাজা আইল জনক রাজঋষি।
মল্ল মহারাজ আইল রাজ্য যার কাশী ॥
অঙ্গদেশের অধিপতি লোমপাদ নাম।
রাজা বঙ্গদেশের আইল ঘনশ্যাম ॥
মরীচিপুরের রাজা ভোগ পুরন্দর।
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর ॥
আইল তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অসীমে।
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিমে ॥
মাগধ মগধ আইল গান্ধার কর্ণাট।
লক্ষ কোটি রাজা আইল ছাড়ি গুজরাট ॥
উদয়াস্ত-গিরিতে যতেক রাজা বৈসে।
দশরথ-নিমন্ত্রণে সব রাজা আইসে ॥
মেদিনীভুবনে বৈসে যত রাজগণ।
নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন ॥
প্রত্যেক কহিতে নাম নিতান্ত অশক্য।
রাজা যত আইল আটাশী কোটি লক্ষ ॥
যত রাজা গেল দশরথের গোচরে।
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ সর্ব্বোপরে ॥
আসিয়া করিল দশরথ সহ দেখা।
দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত লেখা ॥
যত ধন এনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে।
প্রত্যেক প্রত্যেক বাসা দিল সবাকারে ॥
যজ্ঞ করিলেন রাজা সরযূর তীরে।
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞঘরে ॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর ॥
চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা।
শতেক যোজন উভে সেই যজ্ঞশালা ॥
মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে যজ্ঞারম্ভ করে ॥
স্বস্তিকাদি অগ্রেতে করয়ে মুনিগণ।
সঙ্কল্প করিল তবে অজের নন্দন ॥
দাঁড়াইল দশরথ জোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাৎ ॥
ছোট বড় নাহি জানি, তুল্য সর্ব্বজন।
আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, শুন হে রাজন।
আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠে বরণ ॥
ব্রহ্মার তনয় আর কুলপুরোহিত।
উঁহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত ॥
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান।
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান ॥
ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে ॥
সকলে করিল এককালে বেদধ্বনি।
মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক তখনি ॥
সেই অগ্নি পবিত্র করিল মুনিগণ।
অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন ॥
আতপ তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি।
একে একে দিল ঘৃত সহস্র কলসী ॥
একবর্ষ যজ্ঞ করে রাজা দশরথে।
দেবতার ভয় হেথা হইল স্বর্গেতে ॥
বিশ্বশ্রবার পুত্র হয় রাজা দশানন।
হীন জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ ॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা কোন্ বুদ্ধি করি।
এই কালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি ॥

পুত্রের লাগিয়া দশরথ যজ্ঞ করে।
তাঁর পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে॥
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেল যথা নারায়ণ॥
চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়া করেন স্তবন।
কত নিদ্রা যান প্রভু দেবনারায়ণ॥
পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি।
অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন শ্রীপতি॥
সকল দেবতা গিয়ে দাণ্ডাইল কূলে।
দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে॥
শুইয়া আছেন হরি অনন্ত-উপরে।
বাসুকি সহস্র ফণা তদুপরি ধরে॥
সেবকগণের প্রতি প্রভু দেহ মন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন॥
বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুসূদন।
চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন॥
ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ।
চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ॥
বসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ।
সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ মুগ্ধ॥
হরি করিলেন চারিদিক নিরীক্ষণ।
ম্লান দেখিলেন সব দেবের বদন॥
মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ।
তোমা সবাকার শত্রু হৈল কোন্ জন॥
বিধাতা বলেন, শুন দেব-পুরন্দর।
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর॥
আমি বর দিয়াছি দুর্দ্দান্ত রাবণেরে।
তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে॥
দেবগুরু বৃহস্পতি জোড় করি হাত।
প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত॥
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান।
আপনি জানহ যত দেবতার স্থান॥
আগম নিগম তুমি ভারত পুরাণ।
অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রাণ॥
বিশ্বশ্রবা-মুনি-পুত্র রাজা দশানন।
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন॥
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
দেবের দেবত্ব হরে দুষ্ট দুরাচারে॥
ঘুচাইল যমের যতেক অধিকার।
সূর্য্যের উদয় নাই সদা অন্ধকার॥
চন্দ্রের কতেক কব নাহি তার জ্যোতি।
বহুকাল প্রভু স্বর্গে অন্ধকার রাতি॥
বরুণের ঘুচিল অগাধ যত জল।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি নাহিক প্রবল॥
কুবেরের হরে ধন পাইল তরাস।
গ্রহণের অধিকার হইল বিনাশ॥
সম্বরিল পবন পাইয়া মহাভয়।
সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয়॥
ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।
অমঙ্গল স্বর্গে যত হৈল বিপরীত॥
বসন্তাদি অধিকার ছাড়ে ছয় ঋতু।
নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু॥
ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল দুর্জ্জয়।
তারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয়॥
তাঁর বর পেয়ে লঙ্ঘে তাঁহারি বচন।
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগণ॥
কাড়িয়া লইল সে দেবের কন্যা যত।
দেবের শরীরে অপমান সহে কত॥
ত্রিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি স্থান।
যথা যাই তথা সেই করে অপমান॥
নিবেদন মহাশয় তোমার চরণে।
রাবণে বধিয়া রাখ দেবদেবীগণে॥
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল।
ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন প্রজ্জ্বলিত হৈল॥

বিনতানন্দনে হরি করেন স্মরণ।
চক্র হাতে করি, পক্ষে করি আরোহণ॥
কহিলেন, দেবগণ ভয় নাহি আর।
রাবণেরে এখনি যে করিব সংহার॥
গরুড়ে চড়িয়া চলিলেন জগন্নাথ।
একালে কহেন ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ॥
আমি বর দিয়াছি যে পূর্ব্বে রাবণেরে।
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে॥
নরের উদরে যদি লও হে জনম।
নর-বানরের হাতে তাহার মরণ॥
প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহেন এ কথা।
জন্মের নামেতে প্রভু হেঁট করে মাথা॥
বরের সময় ব্রহ্মা হন আগুয়ান।
বিপদে পড়িলে বলে, রক্ষ ভগবান॥
কত বার দুঃখ পাব ললাটে লিখন।
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যজন॥
পুনশ্চ হরিরে ব্রহ্মা কহেন বচন।
দুষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ শ্রবণ॥
হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব তাহার দুয়ারী।
ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন, চন্দ্র ছত্রধারী॥
আপনি যে অগ্নিদেব করেন রন্ধন।
মন্দ মন্দ বাতাস করেন সমীরণ॥
বরুণ বহিয়া জল দেন নিতি নিতি।
করেন মার্জ্জনা গৃহ নিজে বসুমতী॥
শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস॥
শনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হৈয়া উড়ে।
কাপড় ধুইয়া দেন শনি লঙ্কাপুরে॥
জগতের কর্ত্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি।
পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপনি॥
রাবণের আগে দেব গায়ক নারদ।
রাবণ ভুবন জিনি করেছে সম্পদ॥

জন্ম নিতে হরি যদি হইলা কাতর।
আপনার সৃষ্টি সব লহ চক্রধর॥
আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ সৃজন।
আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ণ॥
এতেক বলিল ব্রহ্মা করুণ-বচন।
প্রভু ভক্তবৎসল দিলেন তাহে মন॥
হে ব্রহ্মন্, ইহার উপায় বল মোরে।
কোন্ বংশে জন্ম লব বল কার ঘরে॥
কাহার উদরে আমি লইব জনম।
আমারে বা অপত্য বলিবে কোন্ জন॥
ব্রহ্মা বলে, জন্ম লবে দশরথ-ঘরে।
সূর্য্যবংশ-পুণ্যেতে কৌশল্যার উদরে॥
বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি।
দশরথ কৌশল্যা উভয়ে আমি জানি॥
পূর্ব্বেতে আমায় সেবা করেছে বিস্তর।
জন্মিব তোমার ঘরে, দিয়াছি এ বর॥
নরের গর্ভেতে আমি লইব জনম।
বানরীর গর্ভে জন্ম লহ দেবগণ॥
আমি নর হই, হও তোমরা বানর।
রাবণ মারিতে যেন হইও দোসর॥
ব্রহ্মাবাক্যে স্বীকার করেন নারায়ণ।
পদতলে পড়ি লক্ষ্মী জুড়িল ক্রন্দন॥
তব অবতার হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
তোমা দরশন আমি পাব কতকালে॥
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাইবে শ্রীহরি।
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আমি সহিতে না পারি॥
লক্ষ্মীর রোদনেতে কান্দেন কম্বুগ্রীব।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসে, কোথা লক্ষ্মীরে রাখিব
শুনিয়া সে বাক্য ব্রহ্মা নিবেদন করে।
উনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে॥
অদেহসম্ভবা উনি জন্মিবেন চাষে।
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে॥

এতেক বলেন যদি ব্রহ্মা তপোধন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

জনক ঋষির চাষে লক্ষ্মীর জন্ম

শ্রীহরির জন্ম-কথা থাকুক এক্ষণ।
আগেতে কহিব মাতা লক্ষ্মীর জনম॥
যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন।
সেখানে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন॥
তার রাজা হইল জনক নামে ঋষি।
পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চষি॥
স্বহস্তে লাঙ্গলে রাজা চাষ-ভূমি চষে।
চষিতে চষিতে দেখে মনের হরিষে॥
ডিম্ব এক ভূমিমধ্যে ছিল বহুকালে।
ভাসিয়া উঠিল ডিম্ব লাঙ্গল-শিরালে॥
ডিম্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান।
কন্যারত্ন দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান॥
উঙা উঙা করি কান্দে যেন সৌদামিনী।
আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী॥
চাষভূমি হৈতে এই কন্যার জনম।
তব কন্যা বটে এই করহ পালন॥
শুনিয়া জনক বড় হরিষ অন্তরে।
কন্যাকোলে করি তখন আইল ঘরে॥
দেখি কন্যা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন।
দুঃখ দিয়া কাহারে আনিলা কন্যা-ধন॥
জনক বলেন, ক্ষেত্রে কন্যার জনম।
মম কন্যা বটে তুমি করহ পালন॥
অপত্য নাহিক স্নেহ বাড়িল অন্তরে।
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে॥
ঘন কেশপাশ তাঁর যেমন চামর।
পাকা বিম্বফল তুল্য তাঁর ওষ্ঠাধর॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাঁহার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলি॥
পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
শিরালে হইল জন্ম নাম থুইল সীতা॥
লক্ষ্মীর রূপের কিবা করিব তুলন।
যার রূপে ভুলিবেন নিজে নারায়ণ॥
যেইজন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কলিতে বিচক্ষণ।
গাইল এ আদিকাণ্ডে লক্ষ্মীর জনম॥

দশরথের যজ্ঞ সাঙ্গ ও যজ্ঞের চরু তিন রাণীতে ভক্ষণ এবং তিনের গর্ভে নারায়ণের চারি অংশে জন্মবৃত্তান্ত

মিথিলায় হৈল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি।
অযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষ্মীপতি॥
দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর।
যজ্ঞস্থলে আসি দেখা দিলেন শ্রীধর॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজকলা।
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে, হৃদে বনমালা॥
এইরূপে আসি দেখা দিল নারায়ণ।
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন॥
মুনি বলে, দশরথ তুমি পুণ্যবান।
তব ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান॥
হেনকালে দৈববাণী হৈল চমৎকার।
বিষ্ণু জন্মে রাবণেরে করিতে সংহার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি॥
বিষ্ণুমন্ত্রে ঋষ্যশৃঙ্গ তাতে দিল কাটি।
তাতে ফেলে দিল অন্ধকের ফল-গুটি॥
সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ।
চরুতে মিশ্রিত হন প্রভু কমলেশ॥
তুলিলেক চরু মুনি সুবর্ণের থালে।
দশরথ-হাতে দিয়া কহে শুভকালে॥

প্রথমা নারীকে লয়ে করাহ ভক্ষণ।
এই চরু হৈতে হবে তোমার নন্দন॥
মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে মাথে।
অন্তঃপুরে গেল রাজা সুপবিত্র পথে॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁরা মুখ্যা দুই রাণী।
একভাগ ছিল চরু কৈল দুইখানি॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা-রাণীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী-দেবীরে॥
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেলে দশরথে।
হেনকালে সুমিত্রা যে লাগিলা কান্দিতে॥
উর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কোন দ্রব্য খেতে রাজা না কৈল আশ্বাস॥
আমি ত দুর্ভাগা নারী বিফল-জীবন।
আমারে বঞ্চিয়া খেয়ে কত পাবে ধন॥
শুনিয়া কৌশল্যা-রাণী হয়ে দয়াবতী।
বলিতে লাগিলা রাণী সুমিত্রার প্রতি॥
মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী।
আপন ভাগের তোমা দিব অর্দ্ধখানি॥
ইহাতে তোমার যদি জন্ময়ে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গে রহিবে সে-জন॥
সুমিত্রা বলেন দিদি এই দেহ বর।
মম পুত্র হয় তব পুত্রের নফর॥
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখি নিজ ঘরে।
শেষে শেষ ভাগ দিল সুমিত্রা-দেবীরে॥
তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ক্রূরমতি।
কপটে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি॥
তোমারে চরুর অর্দ্ধ অংশ দিব আমি।
সুমিত্রা ভগিনী এই সত্য কর তুমি॥
আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী কর সেইজন॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি করিলাম পণ।
তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন॥
এই বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে।
তিনজন খাইলেন চরু একবারে॥
এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পাইয়া॥
হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথ।
ব্রাহ্মণেরে ধন দান করে বিধিমত॥
ব্রাহ্মণে তুষিল করি নানা ধন দান।
সবে আশীর্ব্বাদ করে, হও পুত্রবান॥
বিদায় লইয়া মুনি নিজ দেশে যায়।
আদিকাণ্ডে গাইল পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সায়॥

—

শ্রীরামের জন্মবিবরণ

হেথা তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ।
কোটি সূর্য্য জিনি সেই তিনের বরণ॥
হইয়াছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ।
চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস॥
মাসে মাসে হইল সে গর্ভের বর্দ্ধন।
নয় মাস গর্ভবতী হৈল তিন জন॥
দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন।
পঞ্চামৃত দিয়া কৈল গর্ভের শোধন॥
যে ছিল প্রাক্তনে পুণ্য তাহারি কারণ।
কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ॥
স্বপ্নে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গধারী।
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি॥
পুত্রভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে।
কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা ব'লে॥
পূর্ব্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে।
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে॥
আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনম।
পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন॥
এত বলি অদর্শন হইল নারায়ণ।
কৌশল্যা বলেন, কিবা দেখিনু স্বপন॥

দশরথের ক্রোড়ে রামচন্দ্র

কৌশল্যার ক্রোড়ে রামচন্দ্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কহিল সকল কথা দশরথ-প্রতি।
মা বলিয়া আমারে যে ডাকেন শ্রীপতি॥
শুনি দশরথ রাজা হরষিত-মন।
ভাবে বুঝি সত্য হবে অন্ধক-বচন॥
দীন দ্বিজগণেরে দানিল কত স্বর্ণ।
এইরূপে দশমাস হইল সম্পূর্ণ॥
প্রসব-সময় যত নিকট হইল।
দশরথ ভূপতির আনন্দ বাড়িল॥
এখন তখন রাণী হইবে প্রসব।
প্রজা সব গান করে সদা এই রব॥
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ।
আকাশ জুড়িয়া বসিলেন দেবগণ॥
শুভগ্রহ সকল উদিত স্থানে স্থানে।
দশদিক মঙ্গল সকল তারাগণে॥
প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ॥
মধুচৈত্রমাস শুক্লা শ্রীরামনবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী॥
অন্ধকার ঘুচে যেন জ্বালিলেক বাতি।
কোটি সূর্য্য জিনিয়া তাঁহার দেহ-দ্যুতি॥
শ্যামল শরীর প্রভু চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত দীর্ঘ ভুজ সুললিত।
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকর্ণ-পূর্ণিত॥
কে বর্ণিতে হয় শক্ত, রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন॥
জয় জয় হুলাহুলি দিল নারীগণ।
সাবধানে করিলেক নাড়িকা ছেদন॥
কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ত্তা নামে।
শুভ সমাচার দিল গিয়া রাজধামে॥
শুনি দশরথ পূর্ণ পুলক শরীরে।
অষ্ট আভরণ আরো দিলেন দাসীরে॥
পরম আনন্দে রাজা পাসরে আপনা।
কত ধন দিল দ্বিজে কে করে গণনা॥
আনন্দ সাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাঁই।
পুনরপি দিল দান কত শত গাই॥
গণক আনিয়া করিলেন শুভকাল।
পুত্রমুখ দেখিবারে যান মহীপাল॥
ইন্দ্র যেন আসিয়াছে শচীর মন্দিরে।
চন্দ্র আসিয়াছে যেন রোহিণীর ঘরে॥
কৌশল্যা বসিয়া আছে নারায়ণ কোলে।
পুত্র দেখিবারে রাজা গেল হেনকালে॥
ধীরে ধীরে দশরথ পুত্র নিল বুকে।
এক লক্ষ চুম্ব তাঁর দিল চাঁদমুখে॥
দরিদ্র পাইল যেন নিধির কলস।
ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস॥
অন্ধ জন যেমন নয়ন লাভে হয়।
ততোধিক দশরথ দেখিয়া তনয়॥
এত দিনে দশরথ মনেতে উল্লাস।
রামজন্ম রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম এবং দেবগণের আনন্দ

এক অংশে জন্ম লইলেন নারায়ণ।
শুনিয়া দুঃখিত বড় কৈকেয়ীর মন॥
আজি হৈতে কৌশল্যা যে বাড়িল সোহাগে।
মোরে পুত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
মোরে পুত্র বিধি আগে কেন নাহি দিলে॥
বলিতে বলিতে হৈল গর্ভের বেদন।
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজী গা করে কেমন॥
ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পদ্মাসন।
শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ॥

কৌশল্যা রাণীর পুত্র যেরূপ লাবণ্য।
সেই নাক সেই মুখ কিছু নহে ভিন্ন ॥
কুঁজী গিয়া জানাইল ভূপতির ঘরে।
হইল তোমার পুত্র কৈকেয়ী-উদরে ॥
শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে।
পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকেয়ীর ঘরে ॥
পুত্রমুখ দেখি রাজা অতি হৃষ্টমতি।
ধন বিতরণেতে দিলেন অনুমতি ॥
সুমিত্রার হইলেক গর্ভের বেদন।
যমজ উভয় পুত্র প্রসবে তখন ॥
গৌরবর্ণ হৈল দোঁহে বিষ্ণু-অবতার।
সুমিত্রা প্রসব কৈল যমজ-কুমার ॥
যখন যমজ-পুত্র প্রসবে সুন্দরী।
জয় জয় হুলাহুলি দিল সব নারী ॥
দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে।
আর দুই পুত্র রাজা সুমিত্রা প্রসবে ॥
শুনিয়া হইল তাঁর আনন্দ অপার।
ব্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার ॥
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্রমুখ ॥
তিন দণ্ড বেলা হইল গণকের মেলা।
খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা ॥
সূর্য্যবংশে আছে বহু রাজার সুকীর্ত্তি।
সবা হইতে এই পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী ॥
ইহার কোষ্ঠীর কিবা করিব গণন।
এমন লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ ॥
যেই জন শুনে প্রভু রামের জনম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয়, ভয় পায় যম ॥
অযোধ্যায় হইল আনন্দ কোলাহল।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সবে করিল মঙ্গল ॥
গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

রামের জনম শুনি, নাচেন সকল মুনি,
দণ্ড কমণ্ডলু করি হাতে।
স্বর্গে নাচে দেবগণ, মর্ত্ত্যে নাচে মর্ত্ত্যজন,
হরিষে নাচিছে দশরথে ॥
শ্রীদেবযানীর সঙ্গে, নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে,
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি।
স্থাবর জঙ্গম আর, সবে নাচে চমৎকার,
উল্লসিত নাচে বসুমতী ॥
দিব্য দিব্য আভরণ, পরি যত নারীগণ,
চলি যায় অনেক সুন্দরী।
চলি যায় রাজপথে, শ্রীরামেরে নিরখিতে,
সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী ॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে, পুরী পূর্ণ কোলাহলে,
কৌশল্যা হইল পুত্রবতী।
গগনমণ্ডলে থাকি, দেবগণ বলে ডাকি,
জয় জয় জয় রঘুপতি ॥
জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন,
দেবের করিতে অব্যাহতি।
ইহা শুনে যেই জন, কিম্বা করে অধ্যয়ন,
ভব-মুক্ত হয় সেই কৃতী ॥
বৈকুণ্ঠ করিয়া শূন্য, প্রকাশিত নর-পুণ্য,
অবতীর্ণ পুত্র ভগবান।
রচিল যে কৃত্তিবাস, পূর্ণ করি অভিলাষ,
বন্দিয়া সে বাল্মীকি-পুরাণ ॥

শ্রীরামের জন্মে রাবণের বিপদ অনুভব ও তন্নিবারণের উপায়-করণ

অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিলেন শ্রীপতি।
লঙ্কায় আতঙ্ক দেখে সদা লঙ্কাপতি ॥
আচম্বিতে রাবণের সিংহাসন টলে।
মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে ॥

দশমুখে হায় হায় করে দশানন।
আচম্বিতে মুকুট খসিল কি কারণ॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ, আন গাণ্ডীবাণ।
পৃথিবী বাসুকী কাটি করি খান খান॥
হেনকালে কহেন ধার্ম্মিক বিভীষণ।
জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন॥
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ।
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ॥
আর কারো অপরাধ নাহি দশানন।
বাসুকী কাটিতে এবে কহ কি কারণ॥
এইকালে আকাশে হৈল দৈববাণী।
দশরথ-ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি॥
শুনিয়া চিন্তিল বড় রাজা দশানন।
ডাক দিয়া বলে, শুন শুক ও সারণ॥
একে একে দেখে আইস পৃথিবী ভুবনে।
আমার শত্রুর জন্ম হৈল কোন্‌খানে॥
এখনি মারিব তারে অতি শিশুকাল।
প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্জাল॥
রাবণের আজ্ঞা চর বন্দিলেক মাথে।
সমুদ্রের পার হৈয়া লাগিল ভাবিতে॥
পরম বৈষ্ণব দূত শুক ও সারণ।
বাসবের দ্বারী তারা জানে ত্রিভুবন॥
শুক বলে, শুন মোর ভাইরে সারণ।
অযোধ্যায় বুঝি জন্মিলেন নারায়ণ॥
আজি শুভ দিন হৈল আমা দোঁহাকার।
ভাগ্যফলে দেখি গিয়া চরণ তাঁহার॥
এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন।
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
রতন প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে।
তৈল হরিদ্রায় পথে চলিতে না পারে॥
অলক্ষিতে সান্ধাইল কৌশল্যার ঘরে।
বসেছেন কৌশল্যা শ্রীরামে কোলে ক'রে॥
যাহার মানসে থাকে যেরূপ বাসনা।
সেইরূপে প্রভুরে দেখয়ে সেই জনা॥
পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুইজন।
চতুর্ভুজরূপে দেখিলেন নারায়ণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজকলা।
কিরীট কুণ্ডল কানে, হৃদে বনমালা॥
কত কোটি ব্রহ্মা তাঁরে করিছে স্তবন।
প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন॥
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সর্ব্ব পারিষদ।
সনক-সনাতনাদি প্রহ্লাদ নারদ॥
এইরূপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া।
সহস্র প্রণাম করে ধূলি লুটাইয়া॥
ভক্তিভাবে করয়ে অনেক প্রণিপাত।
স্তবন করিছে তারা করি জোড়হাত॥
রাক্ষসের জাতি মোরা বড়ই অধম।
তোমার মহিমা জ্ঞানে আমরা অক্ষম॥
যে পদ ব্রহ্মাদি দেব নাহি পায় ধ্যানে।
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ প্রমাণে॥
এই নিবেদন করি শুন মহাশয়।
তব পাদপদ্মে যেন সদা মন রয়॥
কৃপার সাগর প্রভু তুমি গুণধাম।
এত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম॥
পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে।
একথা কহিব নাহি পাপী দশাননে॥
চক্ষুর নিমিষে তারা লঙ্কাপুরে গিয়া।
রাবণেরে কহে কথা আগে দাঁড়াইয়া॥
একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে।
তোমার কি শত্রু আছে নাহি লয় মনে॥
মুকুট খসিল রাজা পাইলে অপমান।
সকল তীর্থের জলে তুমি কর স্নান॥
সুবর্ণ করহ দান দীন দ্বিজ নরে।
অমঙ্গল ঘুচিবে, আপদ যাবে দূরে॥

দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
না বুঝিয়া কথা কহ ভাই বিভীষণ।
আমার কি শত্রু আছে হেন লয় মন॥
রাবণের কথা শুনি বলে বিভীষণ।
পরিণামে এই কথা করিবে স্মরণ॥
রাবণ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে।
আসিয়া সমুদ্র দাঁড়াইল জোড়হাতে॥
রাজা বলে, পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে।
সকল তীর্থের জল আন মোর কাছে॥
বাক্য মাত্র বলিতে বিলম্ব না হইল।
সকল তীর্থের জল সম্মুখে আইল॥
তীর্থজলে দশানন করিলেক স্নান।
দরিদ্র দুঃখীরে রাজা করে স্বর্ণদান॥
যতেক কাঞ্চন দিল নাম লব কত।
ধেনু দান, শিলা দান, করে শত শত॥
দানপুণ্য করিয়া বসিল দশানন।
ভাবিল অমর আমি নাহিক মরণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
রামের প্রীতিতে হরি বল সর্ব্বজন॥

—

বানরগণের জন্মবিবরণ

নররূপে জন্মিলেন প্রভু-নারায়ণ।
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগণ॥
হইল ইন্দ্রের পুত্র বালী কপিবর।
সুগ্রীব বীরের জন্ম দিলেন ভাস্কর॥
কিষ্কিন্ধ্যার ফল মূল খাইতে রসাল।
ফল মূল খায় দোঁহে, বিক্রম বিশাল॥
তেজ হৈতে তেজ বাড়ে, সম্পদে সম্পদ।
হইল বালীর পুত্র কুমার অঙ্গদ॥
হইল ব্রহ্মার সুত মন্ত্রী জাম্বুবান।
হইলেন পবনের পুত্র হনুমান॥
হেমকূট নামে কপি বরুণনন্দন।
পঞ্চ পুত্র যমের যে যম-দরশন॥
জন্মিল শিবের পুত্র কেশরী বানর।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শাল তরুবর॥
অগ্নিসুত হইলেন নীল সেনাপতি।
কুবেরের পুত্র হয় বানর প্রমাথী।
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
একৈক দেবের পুত্র একৈক বানর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে সুখী সর্ব্ব দণ্ডে।
বানরের জন্ম এবে গায় আদ্যকাণ্ডে॥

—

দশরথের চারি পুত্রের অন্নপ্রাশন

একৈক গণনে যে হইল চারি দিন।
পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল পর দিন॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি-জাগরণে।
দিল অষ্ট কলাই অষ্টাহে শিশুগণে॥
ডাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে।
কাপড় পূরিয়া সোনা দিল সবাকারে॥
ত্রয়োদশে রাজার হইল অশৌচান্ত।
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত॥
ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারিজন।
করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন॥
আমন্ত্রণ করিয়া সকল ক্ষত্রগণে।
আনাইল দশরথ আপন ভবনে॥
আসিল বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ-মনে।
চারি পুত্রমুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে॥
দশরথ চারি পুত্র লয়ে নিজ কোলে।
মিষ্ট অন্ন জল দিল বদনকমলে॥
বসিলেন চারি ভাই সুচারুবদন।
কৌতুকে যৌতুক দিল সবে রত্ন ধন॥
সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধাম।
বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম॥

দশরথের নিকট বিশ্বামিত্রের রাম-লক্ষ্মণ-প্রার্থনা

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

বিচারিল চারি বেদ আগম পুরাণ।
যে মন্ত্র হইতে লোক পাবে পরিত্রাণ ॥
যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিরাম।
কৌশল্যা-পুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম ॥
পৃথিবীর ভর সহিবেন অবিরত।
তেঁই হেতু তাঁর নাম হইল ভরত ॥
সুমিত্রার হইয়াছে যমজনন্দন।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ ॥
রাজা চারি নন্দনের শুনিলেন নাম।
ব্রাহ্মণেরে দিল দান কত শত গ্রাম ॥
রজত কাঞ্চন দিল, নাম লব কত।
ধেনু দান, শিলা দান করে শত শত ॥
নানা দান দিয়ে করে বশিষ্ঠের মান।
দুগ্ধবতী গাভী দিল সহস্র প্রমাণ ॥
আশীর্ব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ।
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম সঙ্কলন ॥

—

শ্রীরামলক্ষ্মণাদির বাল্যক্রীড়া

ছ মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি।
হাসিয়া মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি ॥
ক্ষণেক মায়ের কোলে ক্ষণে পিতৃকোলে।
বদনে আইসে কথা আধ আধ বোলে ॥
শ্রীরামের চন্দ্রাননে অমৃত বচন।
প্রকাশিছে মন্দ মন্দ হাসিতে দশন ॥
এক বর্ষ বয়স্ক হইলে ভাই কটি।
পীতধড়া পরিধান গলে স্বর্ণকাঁঠি ॥
কাঁঠির মধ্যেতে দিব্য সোনার কিঙ্কিণী।
রত্নের নূপুর পায় রুণু রুণু ধ্বনি ॥
করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সনে।
পরস্পর সম্প্রীতি হইল চারি জনে ॥
শ্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মণ।
ভরতের চলনে চলেন শত্রুঘ্ন ॥

যার যে চক্রর অংশ জানিল তাহাতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মিলে, শত্রুঘ্ন ভরতে ॥
যথা তথা যান রাজা রাম যান সাথে।
এক তিল অদর্শনে প্রমাদ তাহাতে ॥
ব্রহ্মা আদি যাঁর পদ না পায় মননে।
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দেন তাঁহার বদনে ॥
চন্দ্রকলা যেমন বর্দ্ধিত দিনে দিনে।
সেইরূপ লাবণ্য বাড়িল চারি জনে ॥
এক বিষ্ণু চারি ভাই মায়ার কারণ।
রাম দেখি দশরথ ভাবে মনে মন ॥
সর্ব্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহালে।
অন্ধক মুনির শাপ মনে মনে বলে ॥
শাপ দিল মুনি মোরে গৌরব কারণ।
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ ॥
ন' হাজার বর্ষ রাজ্য করি কুতূহলে।
রাম হেন পুত্র পাইলাম পুণ্যফলে ॥
পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল।
দশরথ-গৃহে রাম প্রথম প্রবল ॥
এই সব দশরথ করে অভিলাষ।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

—

শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ী।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী ॥
ক খ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি।
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রুতি ॥
কোন শাস্ত্র নাহি তাঁর হয় অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর ॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম ॥

প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মালঘরে।
মল্লবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে॥
গুলি দাঁড়া নিয়া রাম নাঠরি খেলান।
রামের বিক্রমে সব মালের পয়ান॥
রাম-সঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল।
সুমেরু পর্ব্বতে যান করিতে সাতাল॥
সূর্য্যবংশী বালক ধনুক ভাল জানে।
ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে॥
ধনুহাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ॥
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল।
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল॥
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে।
একদিন বনে গেল লক্ষ্মণ সহিতে॥
মৃগ চাহি দুইজন বেড়ান কানন।
তখন মারীচ সঙ্গে হইল মিলন॥
কোনখানে ছিল সে মারীচ নিশাচর।
মৃগরূপ হৈয়া গেল রামের গোচর॥
মৃগ দেখি রামের কৌতুক হৈল মন।
ধনুকে অব্যর্থ বাণ জুড়িল তখন॥
ছুটিল রামের বাণ তারা যেন খসে।
মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাসে॥
শ্রীরামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন।
জনকের দেশে গেল মিথিলা ভুবন॥
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাষে।
এতদিনে রাবণ মরিবে অনায়াসে॥
সূর্য্য অস্ত গেল তথা বেলার বিরাম।
রণশ্রান্ত লক্ষ্মণেরে দেখিলেন রাম॥
মলিন হইয়া গেল লক্ষ্মণের মুখ।
দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেতে দুঃখ॥
একদিন দুঃখে ভাই হইলা এমন।
কেমনে মারিয়া বৈরী রাখিবা ব্রাহ্মণ॥
আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল খান মনসুখে॥
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর।
নানা পক্ষী জলে আছে করে কলস্বর॥
এমন সময়ে ব্রহ্মা কন পুরন্দরে।
জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে॥
নররূপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি।
রাবণ মারিতে মাত্র অবতীর্ণ তিনি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বনে।
ফলমূলাহারে যুদ্ধ করিবে কেমনে॥
মৃণাল ভিতরে তুমি রাখ গিয়া সুধা।
সুধাপানে রামের না লাগিবেক ক্ষুধা॥
এই আজ্ঞা পাইলেন দেব পুরন্দরে।
রাখিয়া গেলেন সুধা মৃণাল-ভিতরে॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম।
মৃণাল তুলিয়া আন করি জলপান॥
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
দুই ভাই সুধা খান মৃণাল সহিতে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল, সুস্থ হৈল মন।
বৃক্ষপত্র পাতিয়া যে করিলা শয়ন॥
পরিশ্রমে সুনিদ্রা হইল বৃক্ষতলে।
আছেন শ্রীরাম যেন শুয়ে পিতৃকোলে॥
না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইয়া কাতর।
আস্তেব্যস্তে গেল রাণী রাজার গোচর॥
হেথা রাজা বহুক্ষণ রামে না দেখিয়া।
মনে সুখ নাহি যেন অজ্ঞান হইয়া॥
সবারে বিদায় দিয়া গেলেন আবাসে।
রামেরে দেখিবে বলি কৌশল্যার পাশে॥
দুইজন পথেতে হইল দরশন।
চিন্তিতা হইয়া রাণী জিজ্ঞাসে তখন॥
প্রস্তুত আছয়ে ঘরে খাদ্য নানাবিধি।
বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সন্নিধি॥

দশরথ বলে, রাণী কি কহিলা কথা।
দেখিতে না পাই রাম, তারা গেল কোথা ॥
বুঝি রাম আছেন কৈকেয়ীর আবাসে।
ধায়ে গিয়া কৈকেয়ীরে উভয়ে জিজ্ঞাসে ॥
আজি আমি দেখি নাই শ্রীরামের মুখ।
প্রাণ নাহি রহে মোর বিদরয়ে বুক ॥
কৈকেয়ী বলিল, আমি কিছু নাহি জানি।
আজি হেথা নাহি দেখি রাম গুণমণি ॥
আজি বুঝি ভুলিয়া রহিল কোনখানে।
লক্ষ্মণ যে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে ॥
ভরত সহিতে হেথা মিলি শত্রুঘ্ন।
অযোধ্যা নগরে ভ্রমে ভাই দুইজন ॥
যেই যেই বালক খেলায় তাঁর সনে।
তাহারে জিজ্ঞাসে, রাম আছে কোন্ খানে ॥
শুনিয়া সকলে কহে শুন রাজরাণী।
কোথা রাম কোথায় লক্ষ্মণ নাহি জানি ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী কামিনী।
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥
হৃদে হানে দশরথ ভালে মারে ঘাত।
কোথা গেলে পাব আমি রাম রঘুনাথ ॥
অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন।
রাম না দেখিয়া মম না রহে জীবন ॥
পুত্রশোকে মৃত্যু আজি সৃজিল বিধাতা।
রাম নাহি দেখি যদি মরণ সর্ব্বথা ॥
দিবসে সকল দেখি ঘোর অন্ধকার।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বুঝি না দেখিব আর ॥
এইমতে কান্দে রাণী বেলা অবশেষে।
হেনকালে দুই ভাই অযোধ্যা প্রবেশে ॥
বনপুষ্পভূষিত ধনুক বামহাতে।
নাচিতে হাসিতে যান লক্ষ্মণের সাথে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া কহে কৌশল্যারে।
হের মাতা আইলেন রাম পুরদ্বারে ॥
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে।
বাহির হইল রাণী শ্রীরামে দেখিতে ॥
ধায়ে দশরথ রাজা রামে করে বুকে।
এক লক্ষ চুম্ব দিল তাঁর চাঁদমুখে ॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্ ধুক্।
কি জানি বা হন কবে বিধাতা বিমুখ ॥
কৌশল্যা ধাইয়া গিয়া রামে কৈল কোলে।
এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন-কমলে ॥
দরিদ্রের নিধি তুমি নয়নের তারা।
পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা ॥
ভরত শত্রুঘ্ন তবে দেখেন শ্রীরাম।
দুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম ॥
মায়ের আলয়ে রাম করিল ভোজন।
রাজরাণী হইলেন সুস্থির তখন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত।
শ্রীরামের অরণ্যবিহার সুললিত ॥

সীতার বিবাহ-পণজন্য হরধনু-দেওন-বিবরণ

সাত বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে।
লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥
চাষের ভূমিতে কন্যা, পায় মহাঋষি।
মিথিলা হইল আলো পরম-রূপসী ॥
অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি।
এ সামান্য নহে কন্যা, কমলা আপনি ॥
কন্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে ॥
হরিণী-নয়নে কিবা শোভিত কজ্জল।
তিল-ফুল জিনি তাঁর নাসিকা উজ্জ্বল ॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর।
সুধাংশু জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥

মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি॥
অরুণ-বরণ তাঁর চরণ-কমল।
তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন॥
দশ দিক আলো করে জানকীর রূপে।
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে॥
জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে।
সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে॥
পুরোহিত আনি রাজা কহেন বিশেষে।
জানকীর যোগ্য বর পাব কোন্ দেশে॥
জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্ জন।
স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ॥
বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর।
রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর॥
দিনে দিনে জানকীর রূপ বৃদ্ধিমান।
পাছে অন্য বরে জনক সীতা করে দান॥
এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন।
কৈলাস-পর্ব্বতে গেল যথা ত্রিলোচন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন শিব অন্তর্য্যামী।
জনকের ঘরে সীতা রক্ষা কর তুমি॥
সে তব সেবক, আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে।
যেন রাম বিনা অন্যে না দেয় সীতারে॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল গমন।
ভৃগুরামে ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন॥
আমার ধনুক নিয়া করহ পয়ান।
জনকের ঘরে রাখ করি সাবধান॥
আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে।
কহ জনকেরে যেন সীতা দেয় তারে॥
এ তিন ভুবনে ইহা তোলে কোন্ জন।
সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ॥
পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি।
ধনুক করিয়া হাতে করিলেন গতি॥
মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তূণ।
এক হাতে কুঠার অন্যেতে ধনুর্গুণ॥
ব্রহ্মারে যেমন দেবে করেন সম্ভ্রম।
জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে দিলেন আসন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করেন পূজন॥
ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন।
কোন্ কার্য্যে মহাশয় হেথা আগমন॥
বলেন পরশুরাম, তোমার দুহিতা।
সীতা দেহ যদি রাজা করি বিবাহিতা॥
জনক বলেন, এ কি শুনি চমৎকার।
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার॥
সীতার বিবাহ-কাল হইবে যখন।
করা যাবে যুক্তিমত কহিবা যেমন॥
ভৃগু বলে, তপস্যায় করিব গমন।
দেখো যেন অন্য মত না হয় রাজন॥
এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান।
ভৃগুর চরণ ধরি জনক শুধান॥
তোমার সাক্ষাৎ আর পাব কত কালে।
কারে দিব কন্যা আমি তুমি না আইলে॥
বলেন পরশুরাম আমার ধনুক।
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক॥
ধনুক তুলিয়া যেবা গুণ দিতে পারে।
রহিল আমার আজ্ঞা কন্যা দিও তারে॥
এত বলি ভার্গব গেলেন স্থানান্তরে।
পড়িয়া রহিল ধনু জনকের ঘরে॥

হরের ধনুক সেই অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ।
সত্তর যোজন উভে ধনুক প্রমাণ॥
যোজন দশেক ধনু আড়ে পরিসর।
করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবর॥
এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে।
সেই জন জানকীরে বিবাহ করিবে॥
যতন করিয়া কৈল ধনুকের ঘর।
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর॥
এগার যোজন দ্বার আড়ে পরিসর।
ধনুক পড়িয়া রহে তাহার ভিতর॥
সেই ধনুকের কথা গেল দেশে দেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

—

সকল রাজা ও রাবণ ধনু তুলিতে অপারক
হইয়া পলায়ন-করণ-বিবরণ

ধনুকের কথা যদি গেল দেশে দেশে।
জানকী-বিবাহ-হেতু তাহারা আইসে॥
পৃথিবীতে আছে যত রাজা মহত্তর।
একে একে আসে সব জনকের ঘর॥
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে।
সবাকে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে॥
জনক বলেন, যেবা তুলিবে ধনুক।
তাঁরে সীতা কন্যা দিব পরম যৌতুক॥
ধনুক তুলিতে যত রাজপুত্র যায়।
দেখিতে সকল লোক পশ্চাতে গোড়ায়॥
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উঁকি দিয়া চায়।
তুলিবার শক্তি কোথা দেখিয়া পলায়॥
কত রাজা রাজপুত্র উদ্যত হইয়া।
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছটিয়া॥
প্রাণপণে তারা ধনু টানাটানি করে।
তুলিবার সাধ্য কিবা নাড়িতে না পারে॥

সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুখান ভারে।
দিবে কি তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারে॥
লজ্জা পাইয়া রাজা সব পলাইয়া যায়।
হাততালি দিয়া সব বালক গোড়ায়॥
পলাইয়া যায় সবে আপনার দেশে।
বিবাহ করিতে অন্য রাজগণ আসে॥
পথিমধ্যে দেখা হয় যে-সবার সনে।
ধনুকের পরাক্রম তারা সব শুনে॥
দেখিবারে কাজ নাই শুনিয়া ডরায়।
শুনিয়া শুনিয়া পথে অমনি পলায়॥
প্রত্যেক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলা-নগর॥
ধনুক তুলিতে না পারিল কোন জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ॥
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ মহোদর।
চারি পাত্র ল'য়ে রথে চড়ে লঙ্কেশ্বর॥
আইল সকলে তারা মিথিলা-ভুবন।
জনক শুনিল রাবণের আগমন॥
জনক বলেন, শুন পাত্র মিত্রগণ।
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন॥
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি না দিব রাবণে।
কাড়িয়া লইবে সীতা রাখে কোন্ জনে॥
চলিল জনক রাজা রাবণে আনিতে।
দেখিয়া রাবণ রাজা লাগিল হাসিতে॥
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে রাবণ রাজারে।
জনক আইল দেখ লইতে তোমারে॥
দেখিয়া রাবণ তাঁরে ভূমিতলে উলি।
দুই বাহু প্রসারিয়া করে কোলাকুলি॥
বসাইল রাবণেরে দিব্য সিংহাসনে।
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দুজনে॥
জনক বলেন, আজি সফল জীবন।
কোন্ কার্য্যে মহাশয় তব আগমন॥

দশানন বলে, রাজা, তব কন্যা সীতা।
আমারে করহ দান, আমি সে গ্রহীতা॥
জনক বলেন, ইহা সৌভাগ্য-লক্ষণ।
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন্ জন॥
আনিলেন ভৃগুরাম ধনু একখান।
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান॥
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ্গ গিয়া তুমি।
ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আমি॥
শুনিয়া সে দশমুখে হাসিল রাবণ।
আমার সাক্ষাতে বল ধনুক-বিক্রম॥
কৈলাস তুলেছি আমি পর্ব্বত মন্দর।
তাহাকে জিনিয়া কি সে ধনুকের ভর॥
আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান।
যাত্রাকালে ভাঙ্গিয়া যাইব ধনুখান॥
জনক বলেন, কর প্রতিজ্ঞা পুরণ।
দেখুক সকল লোকে ধনুক-ভঙ্গন॥
প্রহস্ত বলেন, শুন রাজা দশানন।
যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না কর কখন॥
ধনুক ভাঙ্গিলে রাজা জানকীরে দিবে।
ইচ্ছাধীনে নাহি দেয় বলে কাড়ি লবে॥
দশমুখে বলে, মামা রাখি তব কথা।
ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না হয় অন্যথা॥
অহঙ্কার করিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর।
দেখাইতে চলিল জনক নৃপবর॥
শুনিয়া ধাইল সবে মিথিলানগর।
সবে বলে, জানকীর আজ আইল বর॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু এক নাহি রহে ঘরে।
কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
একাদশ যোজন তাহার পরিসর॥
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে।
আসিয়া রাবণ রাজা দাঁড়াইল দ্বারে॥

দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জ্জয় ধনু অন্তরে ডরায়॥
মনে ভাবে আমার ঘুচিল জারিজুরি।
যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি॥
অন্তরে আতঙ্ক অতি মুখে আস্ফালন।
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন॥
আঁটিয়া কাপড় বীর বাঁধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে॥
আঁকড়ি করিয়া সেই ধনুখান টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে॥
নাকে হাত দিয়া বলে, কি করি উপায়।
কি হইবে মামা ধনু তুলা নাহি যায়॥
প্রহস্ত বলিল, শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
লোক হাসাইলা আসি মিথিলানগর॥
চিন্তা না করহ তুমি না করিও ডর।
গাত্রে বল করি আর-একবার ধর॥
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে।
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে॥
দশগ্রীব বলে আর নাড়িতে না পারি।
প্রাণ যায় মামা, তবু তুলিতে যে হারি॥
কৈলাস তুলিনু মামা পর্ব্বত মন্দর।
তাহারে জিনিয়া মামা ধনুকের ভর॥
এই যুক্তি মামা গো তোমার ঠাঁই মাগি।
সবাই মেলিয়া তুলি ধনুখান ভাঙ্গি॥
প্রহস্ত বলিল, শুন বীর দশানন।
তবে ত সীতার বর হবে কোন্ জন॥
পার বা না পার আর-একবার টান।
যায় প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান॥
রাবণ বলিল, মামা, শুন মোর বাণী।
তুলিতে না পারি, শীঘ্র রথ আন তুমি॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে প্রহস্ত তাহারে।
রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে॥

আর বার রাবণ ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে, চায় প্রহস্তের পানে॥
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে, পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥
বুঝিয়া প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া।
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া॥
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী।
সকল বালক দেয় তারে টিট্‌কারী॥
লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ॥
শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন্ জন।
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা।
আদ্যকাণ্ড গাইল সীতার হৈল রক্ষা॥

—

শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও গুহকের মুক্তি এবং উভয়ে
মিতালি ও ভরদ্বাজ মুনির গৃহে রামের
ধনুর্ব্বাণ প্রাপ্ত হওন-বিবরণ

একদিন দশরথ পুণ্যতিথি পেয়ে।
গঙ্গাস্নানে যান রাজা চারি পুত্র লয়ে॥
হইবেক অমাবস্যা-তিথিতে গ্রহণ।
রামের কল্যাণে রাজা দিলেন কাঞ্চন॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে।
চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথে॥
চলিল কটক সব নাহি দিশ পাশ।
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ॥
চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে।
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে॥
মুনি বলে, কোথা রাজা করেছ পয়ান।
ভূপতি কহেন, গিয়া করি গঙ্গাস্নান॥
মুনি কহে, দশরথ তুমি ত অজ্ঞান।
রাম-মুখ দেখিলে কে করে গঙ্গাস্নান॥
পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন যাঁর পদতলে॥
সেই দান, সেই পুণ্য, সেই গঙ্গাস্নান।
পুত্রভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান॥
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি।
রাজা বলে, চল ঘরে রাম রঘুমণি॥
বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম।
অনেক পাষণ্ড আছে ধর্ম্মপথে বাম॥
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি।
না শুনিও মহারাজ নারদের বাণী॥
এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার।
চলিলেন রাজা দশরথ আরবার॥
চলিছে রাজার সৈন্য আনন্দিত হৈয়া।
গুহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়া॥
তিন কোটি চণ্ডালেতে গুহক বেষ্টিত।
হুড়াহুড়ি বাধে দশরথের সহিত॥
গুহক চণ্ডাল বলে, শুন দশরথ।
ভাঙ্গিয়া আমার দেশ করিলে কি পথ॥
বারে বারে যাহ তুমি এই পথ দিয়া।
সৈন্যেতে আমার রাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
গঙ্গাস্নান করিতে তোমার থাকে মন।
আর পথ দিয়া তুমি করহ গমন॥
যদি ইচ্ছা থাকে তব যাবে এই পথে।
দেখাও তোমার আগে পুত্র রঘুনাথে॥
রাম রাম বলিয়া সে গুহক ডাকিল।
রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল॥
নিল দশরথ রাজা ধনুর্ব্বাণ হাতে।
রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে॥
চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ।
নীচ জনে জিনিলে কি হইবে পৌরুষ॥
যদি পরাজয় হই চণ্ডালের বাণে।
অপযশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে॥

আমি যদি ছাড়ি, নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল।
কি করিব, পথে এক বাধিল জঞ্জাল॥
দুই জনে বাণ বৃষ্টি করে মহাকোপে।
উভয়ের বাণেতে দোঁহার প্রাণ কাঁপে॥
এইমত বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর।
উভয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর॥
দশরথ রাজা এড়ে পাশুপত শর।
হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেশ্বর॥
গুহকে বান্ধিয়া রাজা তুলিলেন রথে।
বন্ধনে পড়িয়া গুহ লাগিল ভাবিতে॥
যাঁহার লাগিয়া আমি আগুলিনু পথ।
দেখিতে না পাইলাম সে রাম কি মত॥
এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান।
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ॥
ভরত কহিল গিয়া রামের গোচরে।
এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা নাহি চরাচরে॥
পায়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাণ।
দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান॥
যেই মাত্র গুহক দেখিল রঘুনাথে।
দণ্ডবৎ হইয়া রহিল জোড়হাতে॥
রাম বলে, পায়ে ধনু টানহ কেমন।
গুহ বলে, শুন তোমা কহিব কারণ॥
প্রাক্তন জন্মের কথা শুন নারায়ণ।
যে পাপে হইল মোর চণ্ডাল-জনম॥
অপুত্রক ছিলেন যখন দশরথ।
অন্ধক-মুনির পুত্র করিলেন হত॥
মুনিহত্যা করিয়া আসিয়া তপোবনে।
লুটাইয়া ধরিলেন আমার চরণে॥
বশিষ্ঠের পুত্র আমি বামদেব নাম।
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম॥
শুনিয়া বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল।
যাহ বামদেব পুত্র হওগে চণ্ডাল॥
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে॥
লুটায়ে ধরিনু আমি পিতার চরণে।
চণ্ডাল হইতে মুক্তি কাহার দর্শনে॥
পিতা বলিলেন, যবে শ্রীরাম-দর্শন।
তবে ত হইবা মুক্ত চণ্ডাল-জনম॥
সেই রাম জন্মিয়াছ দশরথ-ঘরে।
চরণ-পরশ দিয়া মুক্ত কর মোরে॥
অনাথের নাথ তুমি ভকতবৎসল।
করুণাসাগর হরি তুমি সে কেবল॥
চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে।
পতিতপাবন নাম তব কি কারণে॥
এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কাঁদিতে।
গুহের ক্রন্দনে কান্দেন রাম রথে॥
করপুটে দাণ্ডাইয়া পিতার সাক্ষাৎ।
ভিক্ষা দেন গুহকে, বলেন রঘুনাথ॥
রাজা বলে, প্রাণ চাও প্রাণ পারি দিতে
চণ্ডাল তোমাকে দিব বাধা নাহি ইথে॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন।
খসালেন নিজ হস্তে গুহের বন্ধন॥
শ্রীরাম বলেন, অগ্নি জ্বালাহ লক্ষ্মণ।
গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন॥
লক্ষ্মণ জ্বালেন অগ্নি, অগ্নির সাক্ষাৎ।
গুহ সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথ॥
যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম।
গুহ বলে, ঘুচাইতে নারি নিজ নাম॥
শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি।
প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালি॥
বিদায় করিয়া রাম গুহ গেল ঘরে।
পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে॥
অপূর্ব্ব অনন্ত এল.ভাস্করগ্রহণ।
স্নান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন॥

ধেনু দান শিলা দান কৈল শত শত।
রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত ॥
দানধর্ম্ম করিতে হইল বেলা ক্ষয়।
প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলয় ॥
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে।
চারি পুত্র সহ রাজা নমস্কার করে ॥
জোড়হাতে বলে রাজা মুনির গোচর।
আনিয়াছি চারি পুত্র দেখ মুনিবর ॥
আশীর্ব্বাদ কর চারি পুত্রে তপোধন।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ ॥
দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরদ্বাজ মুনি।
বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু আইলা আপনি ॥
মুনি বলে, রাজা তব সফল জীবিতা।
রাম তব পুত্র, কিন্তু জগতের পিতা ॥
ভরদ্বাজ এককালে দেখে চমৎকার।
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু পরম আকার ॥
ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশে শোভিত পদাম্বুজ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ ॥
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি যত দেবগণ।
রামের শরীরে আরো দেখেন ভুবন ॥
সমুচিত আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ।
সুখে রহিলেন সৈন্য সহ মহারাজ ॥
রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া।
শয়ন করেন দোঁহে একত্র হইয়া ॥
যখন হইল রাতি দ্বিতীয় প্রহর।
শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনুঃশর ॥
স্বপ্নে উপদেশ এই করেন মুনিরে।
অক্ষয় ধনুকতূণ দেহ শ্রীরামেরে ॥
এত বলি করিলেন বাসব পয়ান।
প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধনুর্ব্বাণ ॥
কহিলেন শ্রীরামেরে মুনি ভরদ্বাজ।
তোমারে দিলেন ধনুর্ব্বাণ দেবরাজ ॥

মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত।
আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ ॥
শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া।
আইলেন দেশে চারি কুমার লইয়া ॥
কৃত্তিবাস করে আশ পাই পরিত্রাণ।
আদিকাণ্ডে গাইল রামের গঙ্গাস্নান ॥

রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে মুনিদের যজ্ঞপূর্ণ না
হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায়

এইরূপে দশরথ চারি পুত্র লৈয়া।
সাম্রাজ্য করেন ভোগ সাবধান হৈয়া ॥
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ।
যজ্ঞপূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস-কারণ ॥
যজ্ঞের আরম্ভ যেই করে মুনিবর।
করে রক্ত বর্ষণ মারীচ নিশাচর ॥
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলা-ভুবন।
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ ॥
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি ॥
রাক্ষস-বধের হেতু ধরি রাম-বেশ।
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হৃষীকেশ ॥
বলিলেন জনক, শুন হে মহাশয়।
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয় ॥
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা-নিবাস ॥
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে ॥
ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র নাম।
চিন্তিত কহেন, বুঝি বিধি আজি বাম ॥
বিশ্বামিত্র মুনি এই বড়ই বিষম।
প্রমাদ ঘটায় কিম্বা করি কোন ক্রম ॥

সূর্য্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ।
ভার্য্যা পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ॥
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ।
শিষ্টাচার-পূর্ব্বক করেন নিবেদন॥
তব আগমনে মম পবিত্র আলয়।
আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করি মহাশয়॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুন হে দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞনাশ॥
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
যেই মাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এ কথা।
ভূপতি ভাবেন মনে হেঁট করি মাথা॥
পুত্রশোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে।
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন্ কালে॥
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক্‌ধুক্।
কখন্ মরিব আমি দেখে চাঁদমুখ॥
প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি।
একদণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি॥
অতএব রামচন্দ্রে না দিব তোমারে।
একদণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে॥
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন॥

—

শ্রীরামকে রাক্ষস সহ যুদ্ধে প্রেরণে
দশরথের অস্বীকার

যখন শুইয়া থাকি, রামকে হৃদয়ে রাখি,
ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত।
স্বপ্নে না দেখিলে তায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,
চমকিয়া চাহি চারিভিত॥
যেমতে পেয়েছি রামে, কহি সে-সকল ক্রমে,
মৃগয়া করিতে গিয়া বনে।
সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে,
তারে মারি শব্দভেদী বাণে॥
মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধকপুরী,
দেখি মুনি অগ্নির সমান।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে, মরা পুত্র দিনু তাঁকে,
পুত্রশোকে সে ছাড়িল প্রাণ॥
ছিলাম সন্তানহীন, মনোদুঃখী রাত্রিদিন,
বধিলাম সিন্ধুর জীবন।
কুপিয়া সিন্ধুর বাপ, দিল মোরে অভিশাপ,
তেঁই পাইলাম এই ধন॥
অতএব তপোধন, শুন মম নিবেদন,
আমি যাব সহিত তোমার।
বিনা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, অন্য কিছু প্রয়োজন,
যাহা চাহ দিব শতবার॥
রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি,
ঝাট দেহ তোমার কুমার।
আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ,
নহে বংশ নাশিব তোমার॥

—

রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রতারণা করিয়া ভরত ও
শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দেন। বিশ্বামিত্রের কোপ।
তৎপরে রামের গমন স্বীকার

রাজা বলিলেন, মুনি করি নিবেদন।
ধনুর্ব্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ॥
অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারি গুটি।
শিরে চুল নাহি ঘুচে, আছে পঞ্চ ঝুঁটি॥
অন্য সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন।
তাহারা করিবে নিশাচর-নিবারণ॥
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন।
কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন॥

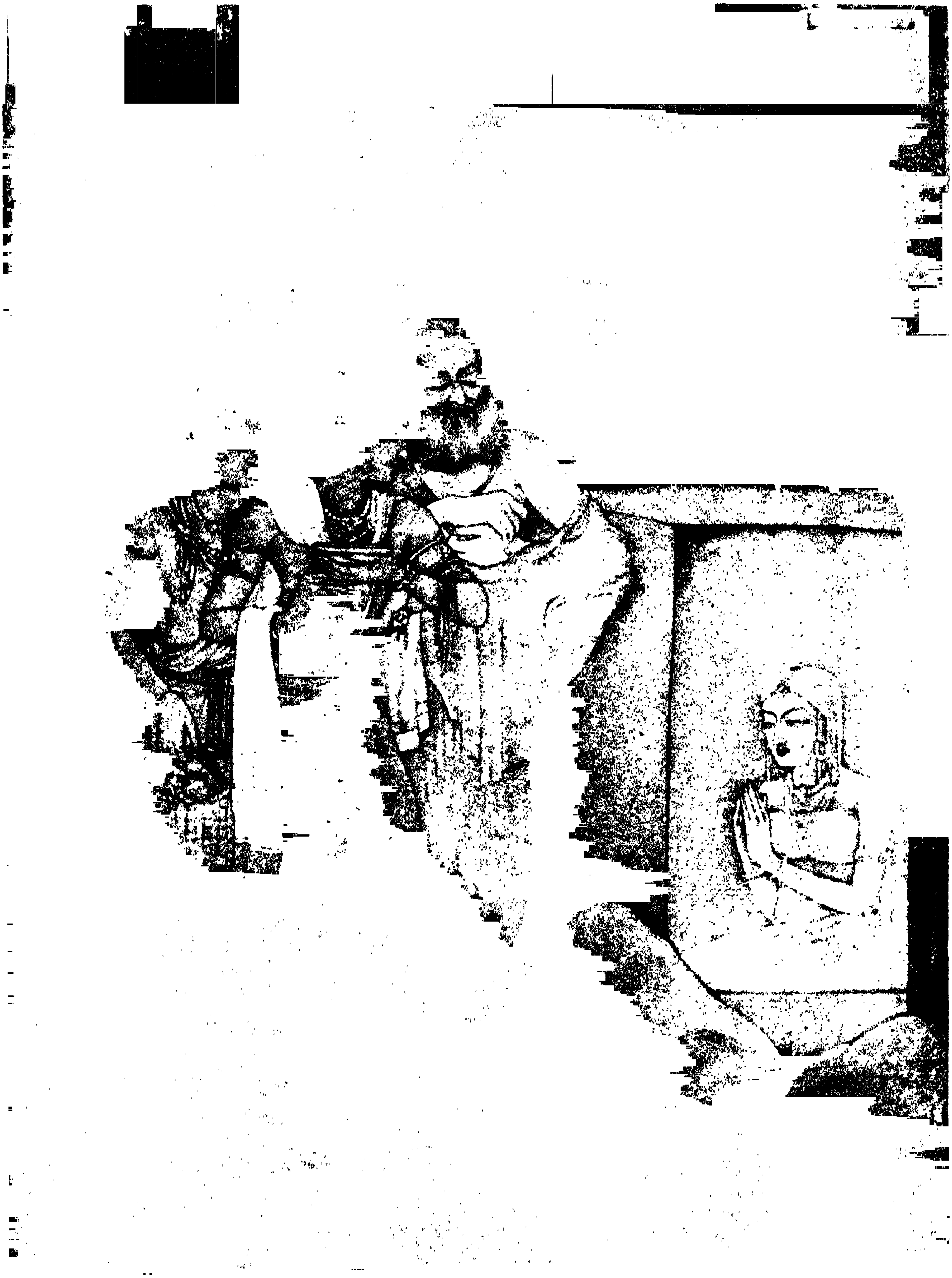

অহল্যা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক মূল চিত্র হইতে তাঁহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

একা রাম গেলে হয় কার্য্যের সাধন।
সহস্র কটকে মম নাহি প্রয়োজন॥
তব বংশে ছিলেন যে হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা॥
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা।
স্ত্রী পুত্র বেচিয়া শেষে দিলেন দক্ষিণা॥
একা রাম দিতে তুমি কর উপহাস।
সূর্য্যবংশ আজি বুঝি হইল বিনাশ॥
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
ডাকিলেন ভরত শত্রুঘ্ন দুই জনে॥
দোঁহে দাঁড়াইলেন সে মুনির সাক্ষাতে।
রাজা বলিলেন, যাহ মুনির সঙ্গেতে॥
ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রান্ত তপোধন।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
আগে যান মহামুনি পাছে দুই জন।
সরযূ নদীর তীরে দিল দরশন॥
মুনি বলে, শুন ওহে ভূপতি-কুমার।
হেথা গমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার॥
এই পথে গেলে যাই তিন দিনে ঘর।
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয়-প্রহর॥
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়।
সেই পথে রাক্ষসী তাড়কা নামে রয়॥
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগণে।
কোন্ পথে যাইতে তোমার লাগে মনে॥
বলিলেন ভরত, শুনহ তপোধন।
দুষ্ট ঘাঁটাইয়া পথে কোন্ প্রয়োজন॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষস-নিধনে॥
এক রাক্ষসের নাম শুনি এত ডর।
মারিবেন কিসে ইনি কোটি নিশাচর॥
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া মোরে দিল ভরতেরে॥
আমার সহিতে রাজা করে উপহাস।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ॥
ক্রোধে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্র ঋষি।
নির্গত হইল তাঁর নেত্রে অগ্নিরাশি॥
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যা-নগরে।
প্রজার তাবৎ ঘর-দ্বার দগ্ধ করে॥
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে।
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্ব্বনাশ করে॥
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে।
তেকারণ এ আপদ অযোধ্যানগরে॥
প্রজার করুণা শুনি রামের তরাস।
ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র-পাশ॥
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি।
প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ আপনি॥
অপরাধ যেই করে, দণ্ড কর তার।
নিরপরাধীর দণ্ড করা অবিচার॥
মুনি হৈয়া যে জন রাগে দেয় মন।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তাঁর হয় ততক্ষণ॥
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলানগর॥
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে।
অযোধ্যার পানে চান অমৃত-নয়নে॥
সকল করিতে পারে তপের কারণ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন॥
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

মিথিলায় যজ্ঞ রক্ষার্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের গমন ও মন্ত্রদীক্ষা

শিরে পঞ্চঝুঁটি রাম বিষ্ণু-অবতার।
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাঁহার॥

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে।
মুনি বলিলেন, রাম চল মোর দেশে ॥
জানিলেন মহারাজ রামের গমন।
লক্ষ্মণ সহিত রামে করেন অর্পণ ॥
বলিলেন বিশ্বামিত্র রাজার গোচর।
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর ॥
তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ।
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হৃষীকেশ ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই।
স্থির হও মহারাজ কোন চিন্তা নাই ॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ-বচন।
মুনি বলিলেন, চল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি যদি বল তুমি।
মাতৃস্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি ॥
মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলানগর।
কান্দিবেন অন্ন জল ছাড়ি নিরন্তর ॥
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দিরে।
প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে ॥
আইলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে।
মিথিলায় যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুদ্ধমনে মাতা মোরে আশীর্ব্বাদ কর।
যুদ্ধে জয়ী হই যেন প্রসাদে তোমার ॥
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি।
আমার লাগিয়া শোক না করহ তুমি ॥
কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
ভিজিল নয়ন-নীরে নেতের বসন ॥
কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে ॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-বচন।
নেত্র-নীর নেত্রেতে হইল নিবারণ ॥
মাতৃপদধূলি রাম বন্দিলেন মাথে।
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লৈয়া বিশ্বামিত্র যান।
মহারাজ নেত্র-নীরে ধরণী ভাসান ॥
এতদূরে গিয়া রাম হন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥
রাজাকে প্রবোধ করে যত পাত্রগণ।
কে করে অন্যথা যাহা বিধির লিখন ॥
রামে দেখি মুনিবর আনন্দিত-মন।
রামের বিবাহ হবে দৈবের ঘটন ॥
আগে মুনিবর যান পাছে দুইজন।
ব্রহ্মার পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজ বাসে।
রামে লয়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥
আগে মুনি যান, পিছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আতপে হইল ম্লান দোঁহার আনন ॥
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত।
এতদিনে শ্রীরামের দুঃখ উপস্থিত ॥
রবির আতপেতে হইল মুখে ঘাম।
বহুকাল কি মতে ভ্রমিবে বনে রাম ॥
বিশ্বামিত্র এই মত ভাবিয়া অন্তরে।
করাইল মন্ত্রদীক্ষা শ্রীরামচন্দ্রেরে ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ রঘুবীর।
স্নান কর গিয়া জলে সরযূ-নদীর ॥
যত রাজা পূর্ব্বে সূর্য্যবংশে হয়েছিল।
এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গবাসে গেল ॥
এই পুণ্য তীর্থে রাম স্নান কর তুমি।
তোমারে সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি ॥
শোক দুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র-বৎসরে ॥
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ ॥
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুই জন।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ ॥

অহল্যা

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মার অনুমতি অনুসারে

বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মণ।
এক কালে হবে ইন্দ্রজিতের মরণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা।
আদ্যকাণ্ডে লিখিল রামের মন্ত্রদীক্ষা॥

—

শ্রীরামকর্তৃক তারকা-রাক্ষসী-বধ ও
অহল্যার উদ্ধার

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি।
রাম লৈয়া বিশ্বামিত্র করিলেন গতি॥
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন।
পুনঃ মুনি বলিলেন, এ দুটি গমন॥
এই পথে যাই ঘর তৃতীয়-প্রহরে।
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে॥
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়ঙ্করী॥
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত জীবগণ।
কোন্ পথে যাই বল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
করিলেন রাম গুরু-বাক্যের উত্তর।
তিন দিন ফেরে কেন যাব মুনিবর॥
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে॥
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর।
ও পথের নামে মোর গায়ে হয় জ্বর॥
তোমার বাসনা রাম না পারি বুঝিতে।
মোরে নিয়া যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে॥
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া।
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পলাইয়া॥
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম।
বিফল ধনুক, ব্যর্থ ধরি রামনাম॥
এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি।
তোমার দোহাই যদি তিন বাণ মারি॥

এই মত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে॥
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই মুনির সহিত।
শীঘ্র যাহ, গুরু একা যান অনুচিত॥
লক্ষ্মণ বলেন, রামে জোড় করি হাত।
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ॥
শুনিয়া সে-সব কথা বড়ই বিষম।
একেলা কেমনে রাম করিবা বিক্রম॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই ভয় নাহি মনে।
কি করিতে পারে ভাই রাক্ষসীর প্রাণে॥
সকল রাক্ষসী যদি হয় এক মেলি।
লঙ্ঘিতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি॥
গেলেন মুনির সঙ্গে লক্ষ্মণ তখন।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন॥
বাম-হাঁটু দিয়া রাম ধনু-মধ্যখানে।
দক্ষিণ হস্তেতে গুণ দিলেন সে স্থানে॥
আঁটিয়া সুপীতবস্ত্র বান্ধিলেন রাম।
বামহাতে ধনুর্ব্বাণ দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে লাগিল চমৎকার॥
শুয়ে ছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুক-টঙ্কার শুনি চমকিয়া উঠে॥
বসিয়া রাক্ষসী সেই একদৃষ্টে চায়।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ দেখিল তথায়॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম-বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল আজি লব তোর প্রাণ॥
ব্রাহ্মণের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড়।
চলিতে তাহার বস্ত্র করে হড়মড়॥

ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডলে।
মনুষ্যের মুণ্ডমালা শোভে তার গলে ॥
বসিতে আসন নাই ভাবে মনে মন।
ইহার চর্ম্মেতে হবে বসিতে আসন ॥
রক্তমাংস মুনির শরীরে নাহি পাই।
অস্থিচর্ম্ম-সার মাত্র শুধু হাড় খাই ॥
অপূর্ব্ব ইহার মাংস দিলেন বিধাতা।
হাসিলেন রাম, শুনি তারকার কথা ॥
তাম্রবর্ণ দেখি তার গায় লোমাবলী।
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলী ॥
বদন ব্যাদান করি আইল খাইতে।
পাঠাইব তোরে আজি যমের ঘরেতে ॥
মনুষ্য খাইয়া চেড়ী দেশ কৈলি বন।
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন ॥
শুনিয়া রামের বাক্য কুপিয়া অন্তরে।
নিকটে আসিয়া সে বিকটাকার ধরে ॥
রামকে খাইতে চায় ডরে নাহি পারে।
শালগাছ উপাড়িয়া আনিল হুঙ্কারে ॥
শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক।
দুর দুর করিয়া তাড়কা দিল ডাক ॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান খান ॥
গাছকাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে।
শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে ॥
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে।
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে ॥
তথাপি তাড়িয়া যায় রাম গিলিবারে।
মহাবীর তবু ভয় নাহি করে তারে ॥
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠন্‌ঠনি।
বর্ষাকালে বিদ্যুতের যেন ঝনঝনি ॥
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ।
বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন ॥
বজ্রবাণ এড়ে রাম বজ্রের হুড়ুকে।
নির্ঘাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে ॥
বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন।
তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চাশ যোজন ॥
বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িলেক প্রাণ।
শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র হৈল হতজ্ঞান ॥
পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন।
করিলেন রাম মুনির চরণ-বন্দন ॥
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন।
তাড়কা মারিলে বাছা কৌশল্যাজীবন ॥
শ্রীরাম বলেন, গুরু কি শক্তি আমার।
তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার ॥
মুনি বলিলেন, শুন কৌশল্যানন্দন।
তাড়কারে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন ॥
তাড়কা দেখিতে মুনি করেন পয়ান।
মরেছে তাড়কা তবু মুনি কম্পমান ॥
তাড়কারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে।
এমন বিকটমূর্ত্তি না দেখি নয়নে ॥
তাড়কা মারিয়া রাম রাজীবলোচন।
পবনের জন্মভূমি করেন গমন ॥
বিশ্বামিত্র কহে, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
এইখানে হৈল উনপঞ্চাশ পবন ॥
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া ॥
মুনি বলিলেন, রাম কমললোচন।
পাষাণ-উপরে পদ করহ অর্পণ ॥
শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচনে।
পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণে ॥
মুনি বলিলেন শুন পুরাতন কথা।
সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা ॥
সৃজিলেন তা-সবার রূপেতে অহল্যা।
ত্রিভুবনে সুন্দরী না ছিল তার তুল্যা ॥

করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম।
অহল্যা ছিলেন তাঁর অতি প্রিয়তম ॥
ভ্রমে পড়ি অহল্যা সে পাপেতে মজিল।
গৌতম-মুনির প্রাণে দারুন বাজিল ॥
অহল্যাকে শাপিলেন ক্রোধে মুনিবর।
কোনমতে তোর তনু হউক প্রস্তর ॥
অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন।
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন ॥
অহল্যারে কাতরা দেখিয়া তপোধন।
কহিলেন, মম শাপ না হয় খণ্ডন ॥
জন্মিবেন যবে রাম দশরথ-ঘরে।
বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে ॥
তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন।
তখনি হইবা মুক্ত, না কর ক্রন্দন ॥
ইহা শুনি লক্ষ্মণ বলেন, শুন মুনি।
কেমনে দিবেন পদ, উনি যে ব্রাহ্মণী ॥
বিশ্বামিত্র কহিলেন, শুন রঘুবর।
ব্রাহ্মণী নহেন উনি এখন প্রস্তর ॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
তদুপরি করিলেন চরণ অর্পণ ॥
তাহাতে হইল তাঁর শাপ বিমোচন।
আহ্লাদিত শুনিয়া গৌতম-তপোধন ॥
অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহামুনি।
পুনর্ব্বার করিলেন পুষ্পের ছাউনি ॥
শুন সবে ওরে ভাই হৈয়া একমন।
আদ্যকাণ্ড গাইল অহল্যা-বিবরণ ॥

শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক তিনকোটি রাক্ষসবধ ও মুনিগণের যজ্ঞ সমাধান এবং হরধনু ভাঙ্গিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলায় গমন

নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে।
তিন জনে চলিলেন গঙ্গার কূলেতে ॥
পাষাণ হইল মুক্ত, কৈবর্ত্ত তা শুনে।
নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে ॥
কৈবর্ত্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন।
না আইলে ভস্ম আমি করিব এখন ॥
এত শুনি কৈবর্ত্তের উড়িল জীবন।
আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন ॥
মুনি বলিলেন, বলি কৈবর্ত্ত তোমারে।
গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে ॥
কাতর কৈবর্ত্ত কহে করিয়া বিনয়।
নৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রময় ॥
তবে যদি আজ্ঞা কর মোরে তপোধন।
স্কন্ধে করি করি পার যাহ তিন জন ॥
কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ সুন্দর।
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর ॥
এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর।
চরণধূলিতে মুক্ত হইল পাথর ॥
নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি।
কি দিয়া পুষিব আমি মম পোষ্যগুলি ॥
করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি।
বলিবে মুনির বোলে নৌকা হারাইলি ॥
যদি বল শ্রীরামের চরণ ধোয়াই।
নতুবা লাগিবে ধূলি, তরণী হারাই ॥
তরণীতে ত্বরায় করিতে আরোহণ।
ধোয়াইল কৈবর্ত্ত শ্রীরামের চরণ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এই তিনে।
পাটনী করিয়া পার গেল ভব জিনে ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
ইহার সমান নাহি দেখি অকিঞ্চন ॥
শুভক্ষণে শ্রীরাম চাহেন তার পানে।
হইল সুবর্ণময়ী তরণী তৎক্ষণে ॥
হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কত দূরে মিথিলা জিজ্ঞাসেন তখন ॥

মুনি বলিলেন, রাম চলহ সত্বর।
এখন মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তর॥
পার হয়ে যান রাম সহিত লক্ষ্মণ।
কহিতে লাগিল দেখি মুনিপত্নীগণ॥
দ্বাদশ বর্ষের রাম শিরে পঞ্চঝুঁটি।
মারিবেন রাক্ষস কেমনে তিন কোটি॥
কোন্ ভাগ্যবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ভে।
কতশত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্ব্বে॥
মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ।
আশিস্ করেন সবে হাতে দূর্ব্বাধান॥
শ্রীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ।
আনন্দসাগরে মগ্ন যত তপোধন॥
সেদিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন॥
যে কার্য্য করিতে আইলাম দুই ভাই।
সেই কার্য্যে অনুমতি করহ গোসাঞি॥
মুনিরা বলেন, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ॥
আমরা যখন করি যজ্ঞ আরম্ভন।
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কা-নন্দন॥
না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ব্রাহ্মণ।
যদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন॥
শ্রীরাম বলেন প্রভু করি নিবেদন।
অবিলম্বে কর যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভন॥
শুনিয়া রামের কথা তপস্বী-সকলে।
খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে॥
কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্মে বৈসে কেহ কুশাসনে।
বসিলেন পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে॥
বেদপাঠ করিতে লাগিলেন সকলে।
মন্ত্রের প্রভাবেতে আপনি অগ্নি জ্বলে॥
যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে।
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে॥
আমরা জীয়ন্তে থাকি, মুনি যজ্ঞ করে।
তিন কোটি নিশাচর সাজিয়া চল রে॥
তিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর।
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর॥
সঙ্কেতে শ্রীরামেরে জানান মুনিগণ।
আসিছে রাক্ষসগণ কর নিরীক্ষণ॥
দেখিলেন রঘুবীর নিশাচরগণ।
ব্যাপিয়াছে বসুমতী, না যায় গণন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥
পাদপ পাথর লয়ে আইল বিস্তর।
ভয়ঙ্কর-কলেবর যত নিশাচর॥
কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর।
তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর॥
এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
অন্য কোটি আইল লইয়া ধনুঃশর॥
হীরা-বাণ জীরা-বাণ অতি খরধার।
মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যা-কুমার॥
কুরূপা-সুরূপা বাণ পাশুপত আর।
রাক্ষস-উপরে পড়ে বলি মার মার॥
গলাতে নির্ম্মিত মণিমাণিক্যের কাঁঠি।
রাম-বাণে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি॥
শ্রীরামেরে আশীর্ব্বাদ করে মুনিগণ।
সবে বলে, জয়ী হউক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
ব্রাহ্মণের আশিসে না হয় হেন নাই।
মার মার করিয়া যুঝেন দুই ভাই॥
বরুণাস্ত্র পাশ বায়ু-বাণ কালানল।
এড়িলেন বহু রাম সমরে অটল॥
মারিলেন শ্রীরাম গান্ধর্ব্ব নামে শর।
রামময় দেখিল সকল নিশাচর॥
আপনা-আপনি সব কাটাকাটি করে।
সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অন্তরে॥

রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রামবর্ম্মা মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাঁপাইয়া মাটি।
রাম-বাণে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি ॥
তিন কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
রামের উপরে মারে চোখা চোখা শর ॥
নিরন্তর বাণ মারে নিশাচরগণ।
সহিষ্ণুতা কত করিবেন দুই জন ॥
হইলেন জর্জ্জর বাণেতে রঘুবীর।
শোণিত-শোভিত তাঁর শ্যামল শরীর ॥
আশীর্ব্বাদ করেন অমর দ্বিজচয়।
হউক রামের জয়, রাক্ষসের ক্ষয় ॥
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে বাড়িল যে বল।
মার মার করিয়া গেলেন রণস্থল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারেন রাঘব।
বরিষয়ে বর্ষার যেমন মেঘ-সব ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বিশিখের কি কহিব কথা।
তাহাতে কাটেন রাম দুই পাত্র-মাথা ॥
দুই পাত্র পড়ে যদি রণের ভিতর।
মারীচ রুষিল তবে তাড়কা-কোঙর ॥
কোথা গেল রাম, কোথা গেল বা লক্ষ্মণ।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, রে তাড়কাহন্তা যেই।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল রণে সেই ॥
মারীচ শুনিয়া তাহা কুপিল অন্তরে।
ঘন ঘন বাণ মারে রামের উপরে ॥
রামের উপরে বাণ পড়িতেছে নানা।
বৈশাখ মাসেতে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা ॥
মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর।
শরবৃষ্টি করেন যেমন জলধর ॥
মারীচেরে রক্ষা করে ভাবি দেবগণ।
মারীচ মরিলে নহে সীতার হরণ ॥
বজ্রবাণ বলি রাম করিল স্মরণ।
আসিয়া সে বজ্রবাণ দিল দরশন ॥
শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্র সে হুড়ুকে।
নির্ঘাত পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে ॥
বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই হেন ঘুরে।
ডানাভাঙ্গা পাখী যেন উড়ে ধীরে ধীরে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর।
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার ভিতর ॥
বহু জীব খাইয়া মারীচ লঙ্কাবাসী।
বিবেকে সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী ॥
কহে, যদি মরিতাম বালকের রণে।
কি করিত দস্যুবৃত্তি, কি করিত ধনে ॥
শিরে জটা ধরিয়া বাকল পরিধান।
শয়নে স্বপনে করে রামময় ধ্যান ॥
বটবৃক্ষ-তলে তপ কৈল আরম্ভন।
রাম বিনা মারীচের অন্যে নাহি মন ॥
হেথা যজ্ঞ মুনিগণ করি সমাধান।
আশিস্ করেন রামে দিয়া দূর্ব্বাধান ॥
যজ্ঞ-অবশেষে যেই ফলমূল ছিল।
খাইতে সে-সব ফল দুই ভায়ে দিল ॥
সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে।
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে ॥
সভাতে বসিয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন।
সামান্য মনুষ্য নহে, রাম নারায়ণ ॥
যিনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞ রাখিলেন তিনি।
দশরথ-পুণ্যফলে অবতীর্ণ ইনি ॥
রাক্ষসেরে ভয় বল কি কারণে আর।
রাক্ষস বধার্থে হরি স্বয়ং অবতার ॥
করিলেন যেই পণ জনক-ভূপতি।
রাম বিনা তাহাতে না হবে অন্যে কৃতী ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ রঘুবর।
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ম্বর ॥
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা।
হরধনু ভাঙ্গিবে যে তাকে দিবে সীতা ॥

কত শত ভূপতি আইসে আর যায়।
দেখিয়া হরের ধনু হাসিয়া পলায় ॥
দেখিলাম যে তোমারে বীর বলবান্।
মনে বুঝি ধনুক করিবা দুইখান ॥
শ্রীরাম বলেন, আজ্ঞা কর যে এখন।
তাহা করি, তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন ॥
এ কথা কহেন যদি কৌশল্যা-নন্দন।
রামেরে লইয়া যান সকল ব্রাহ্মণ ॥
হাতে ধনু করি যান শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ রঘুবর।
অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর ॥
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাঁহারে।
আগে গিয়া বার্ত্তা দেহ জনক-রাজারে ॥
বিশ্বামিত্র দেখিয়া উঠিল সর্ব্বজন।
আইস বলিয়া দিল বসিতে আসন ॥
মুনি বলিলেন, শুন জনক রাজন্।
তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
তাড়কারে মারিলেন হেলায় যে জন।
অহল্যার করিলেন শাপ-বিমোচন ॥
কৈবর্ত্তকে তারিলেন সুকৃপা-দর্শনে।
তিন কোটি রাক্ষস মরিল যাঁর বাণে ॥
সেই রাম দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই, দুই অনুপম ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা রাজ-সভাজন।
কহিল সীতার বর আইল এখন ॥
আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন।
বন্ধু-কর ধরিয়া ধাইল অন্ধজন ॥
সবে বলে, দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম।
মিথিলার সব লোক ছাড়ে গৃহকাম ॥
উচ্চ করি বান্ধিয়াছে শিরে পঞ্চঝুঁটি।
গলাতে নির্ম্মিত মণিমাণিক্যের কাঁঠি ॥

বিশ্বামিত্র লৈয়া যান জনকের ঘরে।
অনুব্রজে রামেরে লইল সমাদরে ॥
উল্লসিত কহেন জনক নৃপবর।
আইল সীতার বর এতদিন পর ॥
কৌশিক বলেন, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
জনকেরে প্রণাম করহ দুই জন ॥
গুরু-বাক্য অনুসারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
করিলেন শ্রীরাম রাজাকে সম্ভাষণ ॥
আলিঙ্গন দিলেন জনক দোঁহাকারে।
ভাসিলেন তখন আনন্দ-পারাবারে ॥
মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায়।
গোলোক ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায় ॥
ধূর্জ্জটি-দুর্জ্জয়-ধনু আছে যেইখানে।
সভাসহ গেল সেই স্বয়ম্বর-স্থানে ॥
হেনকালে জনক বলেন কুতূহলে।
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে ॥
যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে।
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তাঁরে ॥
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকের সন্নিকটে করেন গমন ॥
হেনকালে সীতাদেবী সহ সখীগণ।
অট্টালিকাপরে উঠি করে নিরীক্ষণ ॥
জানকী বলেন, সখী করি নিবেদন।
কোন্ জন রাম, লক্ষ্মণ কোন্ জন ॥
সীতারে দেখায় সখীগণ তুলি হাত।
দূর্ব্বাদলশ্যাম ঐ রাম রঘুনাথ ॥
রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে।
পাছে হে বিরিঞ্চি কর বঞ্চিত এ ধনে ॥
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
স্বামী করি দেহ রাম কমললোচনে ॥

সীতাদেবীর দেবগণের নিকটে বরপ্রার্থনা

কৃতাঞ্জলি সুচিন্তিতা, প্রার্থনা করেন সীতা,
শুনহ সকল দেবগণ।
যদি রাম গুণনিধি, স্বামী করি দেহ বিধি,
তবে হয় কামনা পূরণ ॥
শুন দেব হুতাশন, আর শুন গজানন,
শুনহ আমার পরিহার।
মহেন্দ্র বরুণ কাল, শুন সবে দিক্‌পাল,
মহাদেব করহ নিস্তার ॥
কাত্যায়নী ভগবতী, করজোড়ে করি স্তুতি,
পতি দেহ রাম গুণমণি।
তুমি শিব তুমি ধাতা, সকল দেবের মাতা,
দেবমাতা হরের ঘরণী ॥
চণ্ড মুণ্ড আদি যত, বধিলা যে শত শত,
দেবগণে করিলা নিস্তার।
শ্রীরামেরে পতি দেহ, ঘুচাও মনের মোহ,
রাম বিনা গতি নাহি আর ॥
কমঠ-কঠোর ধনু, শ্রীরাম কোমল-তনু,
কেমনে তুলিবে শরাসন।
কত শত বীরগণে, না পারিল উত্তোলনে,
পিতার দারুন এই পণ ॥
সীতার এমন মন, বুঝিলেন দেবগণ,
আকাশে হইল দৈববাণী।
শুন গো জনকসুতা, না হইও দুঃখযুতা,
স্বামী তব রাম গুণমণি ॥
ফুলের ধনুকপ্রায়, হেলায় তুলিয়া তায়,
ভাঙ্গিবেন কৌশল্যানন্দন।
দেবতাগণের কথা, কভু না হইবে বৃথা,
এই কৃত্তিবাসের বচন ॥

—

শ্রীরামকর্ত্তৃক হরধনুভঙ্গ ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের বিবাহ ও পরশুরামের শর শ্রীরামের প্রাপ্ত-হওন-বিবরণ

ধনুকের ঘরে রাম গেলেন যখন।
ধনুক তোলহ রাম, বলে সর্ব্বজন ॥
যত যত রাজা আছে ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কেমন শিশু ধনুর্ভঙ্গ করে ॥
বিস্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
ধনুক তোলহ রাম, বলে সর্ব্বজন ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ঘুচাও ধনুক ধরি সবার বিস্ময় ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন গাধির নন্দন।
আজ্ঞা কর করিব কি ধনুক ধারণ ॥
এতেক বলিয়া রাম সহাস্য-বদনে।
ধনুক ধরেন করে দেখে সর্ব্বজনে ॥
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে।
ভাঙ্গিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে ॥
ধনুকে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে।
তাহা করি যাহা আজ্ঞা করিবা আমারে ॥
মুনি বলেন, রাম দেখাও কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক ॥
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হইল দুইখান ॥
সভায় সকল লোক হারাইল জ্ঞান।
ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান ॥
হইলেন জনক ভূপতি হরষিত।
বাদ্য বাজে মিথিলানগরে অগণিত ॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
নিমন্ত্রণ একে একে সবাকারে করে ॥
সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ রামে লয়ে গেল ঘরে।
সুমন্ত্রের ব্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে ॥

কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী।
মা মা বলিয়া যারে ডাকেন শ্রীপতি॥
সুমন্ত্র মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে।
বিশ্বামিত্র গেলেন যে জনকের পুরে॥
সীতাদেবী বন্দিলেন মুনির চরণ।
আনন্দিত হইল জনক যশোধন॥
জনক বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ-জন্য কর শুভক্ষণ॥
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন।
অমনি আইল যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
মুনি বলিলেন, রাম এই আমি চাই।
বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই॥
শ্রীরাম কহেন, প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমা দোঁহে লয়ে চল অযোধ্যানগরে॥
বহুদিন আসিয়াছি তোমার সহিত।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিন্তিত॥
চারি ভাই জন্ম লইয়াছি একদিনে।
সে-সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে॥
এ চারি ভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি॥
এই বাক্য নিঃসরিল শ্রীরামের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পরে কৌশিকের মুণ্ডে॥
দুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন।
জনকের নিকটে দিলেন দরশন॥
জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ-দিন কর শুভক্ষণ॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নরপতে।
রামের মনস্থ নহে বিবাহ করিতে॥
কহিলেন, বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর।
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাতর॥
যে চারি ভাইকে চারি কন্যা সমর্পিবে।
তাঁর ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে॥
শুনিয়া ভাবেন রাজা করি হেঁট মাথা।
সীতা বিনা কন্যা নাই, আর পাব কোথা॥
এতেক ভাবিয়া রাজা বিষণ্ণ-বদন।
শতানন্দ পুরোহিত কহিছে তখন॥
কেন রাজা হইয়াছ বিচলিত মন।
তব ঘরে চারি কন্যা হইবে ঘটন॥
তোমার কনিষ্ঠ ভাই কুশধ্বজ নাম।
তাঁর দুই কন্যা আছে রূপগুণধাম॥
তোমার দুহিতা দুই পরমা সুন্দরী।
চারি ভায়ে সমর্পণ কর কন্যা চারি॥
শ্রীরামের যে বাসনা হবে সেই মত।
তাঁহারে জানাও গিয়া সমাচার যত॥
হরষিত হৈয়া মুনি গাধির কোঙর।
বার্ত্তা গিয়া দেন তবে রামের গোচর॥
শুন রাম নাহি দেখি ইহাতে বাধক।
চারি ভায়ে চারি কন্যা দিবেক জনক॥
রাম বলিলেন, প্রভু করি নিবেদন।
সব ভাই হেথা নাই, করিব কেমন॥
ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর।
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ-অগোচর॥
আমারে বিবাহ দিবে যদি আছে মন।
অযোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও একজন॥
এতেক শুনিয়া গিয়া গাধির নন্দন।
কহিলেন জনকেরে সর্ব্ব-বিবরণ॥
শুনিয়া ভাবেন রাজা ভাবে গদগদ।
বচন-মনের অগোচর এ সম্পদ॥
মুনি বলিলেন, শুন জনক রাজন্।
আনিবারে রাজারে পাঠাও একজন॥
রাজা বলিলেন, মুনি করি নিবেদন।
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যাভুবন॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যাভুবনে॥

পরশুরাম

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

এই যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন।
সিদ্ধাশ্রমে প্রথম দিলেন দরশন॥
শুধায় সকল মুনি, কি শুনি কৌতুক।
রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক॥
মুনি বলে, করিবারে সীতার কল্যাণ।
শিব-ধনু আপনি হইল দুইখান॥
বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গার কূলেতে মুনি উত্তরেন গিয়া॥
গঙ্গাপার হইয়া চলেন মুনিবর।
অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর॥
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি উত্তরেন গিয়া॥
পবনের জন্মভূমি থুয়ে কত দূর।
তাড়কার বনে যান গাধির কোঙর॥
করিলেন সরযূর নীর সংস্পর্শন।
দূরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন॥
আসিয়া যে মুনিরাজ রাম লয়ে গেল।
একা মুনি আসিতেছে, রাম না আইল॥
এ কথা কহিল গিয়া দশরথ-প্রতি।
বজ্রপাত মত জ্ঞান করেন ভূপতি॥
কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন।
রামে না দেখিয়া কহে কাতর বচন॥
একা যে আইলা মুনি, রাম মোর কোথা।
হইল প্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা॥
কোথা রাম, কোথা বা লক্ষ্মণ গুণনিধি।
দরিদ্রেরে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি॥
যজ্ঞরক্ষা হেতু লয়ে গেলা নিজ বাস।
ছলেতে করিলা মুনি মম সর্ব্বনাশ॥
রাক্ষস বধের হেতু লইয়া কুমার।
কে জানে বধিবা মুনি পরান আমার॥

বার্ত্তা পেয়ে আইল রাজার যত রাণী।
ডম্বুরে হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী॥
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী হাহাকার করে।
প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে॥
অষ্ট বৎসরের রাম, দশ নাহি পুরে।
হেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে॥
আকুল হইলা রাজা অজের কুমার।
বিশ্বামিত্র ভাবিলেন একি চমৎকার॥
রাজারে বুঝায় যত পাত্রমিত্রগণ।
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ॥
বশিষ্ঠ বলেন, কহ গাধির নন্দন।
রামের মঙ্গল শুনি জুড়াক জীবন॥
এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন।
ভাল মন্দ না শুনিয়া কান্দ কি কারণ॥
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি কহ কি আশ্চর্য্য।
রামে না দেখিয়া কারো মনে নাহি ধৈর্য্য॥
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম সে জীবন।
রাম বিনা অন্ধকার অযোধ্যাভুবন॥
লোটায়ে পড়েন রাজা মুনি-পদতলে।
কোথায় লক্ষ্মণ, কোথা রাম, সদা বলে॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ যশোধন।
পুত্রের বিক্রম-কথা করহ শ্রবণ॥
তাড়কাকে মারিলেন কৌশল্যা-নন্দন।
অহল্যাকে করিলেন শাপে বিমোচন॥
কৈবর্ত্তকে কৃতার্থ করিলেন শ্রীরাম।
রাক্ষস মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম॥
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ॥
শঙ্করের ধনুক করিয়া দুইখান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান॥
চারি কন্যা দিবেক জনক চারি ভায়ে।
চল মহারাজ, শীঘ্র দুই পুত্র লয়ে॥

এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ-বিহ্বলে।
প্রণতি করেন মুনির চরণ-কমলে॥
অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাড়া।
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া॥
নানারূপে রথ সাজে অতি সুশোভন।
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শত্রুঘ্ন॥
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ।
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন॥
অগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ।
চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ॥
বলেন কৌশল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীরে।
না পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে॥
সুমিত্রা বলেন, দিদি কেন ভাব আর।
রামের নামেতে করি মঙ্গল-আচার॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে।
চক্রবর্ত্তী চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে॥
রায়বার পড়ে ভাট, বেদ সে ব্রাহ্মণ।
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ॥
সীতারূপে লক্ষ্মী নিজে তথায় জন্মিল।
মিথিলানগর ধনে পূর্ণিত হইল॥
ঘৃতে দুগ্ধে জনক করিল সরোবর।
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর॥
চাল রাশি রাশি, সুমিষ্টান্ন কাঁড়ি কাঁড়ি।
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাঁড়ি॥
হেথা সৈন্যগণ লয়ে অজের নন্দন।
সরযূ-নদীর তীরে দিল দরশন॥
সরযূ-নদীতে রাজা করি স্নান দান।
মিষ্টান্ন ভোজন করে, মিষ্ট জল পান॥
ত্বরিতে সরযূ-নদী উত্তীর্ণ হইয়া।
তাড়কার বনে আসি প্রবেশেন গিয়া॥
কৌশিক বলেন, শুন অজের নন্দন।
এই বনে তাড়কা হইল নিপাতন॥
শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন।
তাড়কা দেখিব প্রভু, তাড়কা কেমন॥
তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ।
দেখেন পড়িয়া আছে আগুলিয়া পথ॥
তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন মনে।
ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে॥
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া।
পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া॥
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া।
অহল্যার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়া॥
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া।
গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া॥
যে কৈবর্ত্ত শ্রীরামেরে পার করেছিল।
সে রাজার নাম শুনি নৌকা সাজাইল॥
নৌকাতে হইল পার যত সৈন্যগণ।
সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন॥
ভূপতি বলেন, মুনি নিবেদন করি।
কত দূরে আছে আর মিথিলা নগরী॥
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নৃপবর।
আছে আর তিন ক্রোশ মিথিলানগর॥
মুনিপত্নী সবে বলে, রাজা পূর্ণকাম।
যাঁহার ঔরসে জন্ম লইলেন রাম॥
সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া।
মিথিলার সন্নিকটে দেখিলেন গিয়া॥
আহ্লাদিত প্রজা সব আর সৈন্যগণ।
নানাজাতি অস্ত্র খেলে বাজায় বাজন॥
দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে।
অনুব্রজে লও রাজা অজের কুমারে॥
রথ হইতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেক জনক আদরে বহু স্তুতি॥
জনক বলেন, রাজা যদি কর দয়া।
তব চারিপুত্রে দিই চারিটি তনয়া॥

দশরথ বলিলেন, শুনহ জনক।
সম্বন্ধ হইল স্থির তবে কি বাধক ॥
উভয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ।
বিদায় হইয়া রাজা করেন গমন ॥
যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধীর ॥
পিতার আদেশ পেয়ে হইয়া বাহির।
বন্দিলেন পিতৃপদদ্বয় রঘুবীর ॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া পিতার চরণ।
রামের চরণ বন্দে ভরত শত্রুঘ্ন ॥
লক্ষ্মণ বন্দিল গিয়া ভরতে তখন।
শত্রুঘ্ন আসিয়া বন্দে সোদর লক্ষ্মণ ॥
চারি ভ্রাতা পরস্পরে করে আলিঙ্গন।
সুখে পুলকিত-অঙ্গ অজের নন্দন ॥
ঘাটেতে উতরে কেহ, উতরে বা মাঠে।
কেহ পাক করি খায় সরোবর-ঘাটে ॥
গেলেন বশিষ্ঠ মুনি জনকের ঘর।
সভা করি বসিয়া জনক নৃপবর ॥
বশিষ্ঠ দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন ॥
কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন।
সীতার বিবাহ-লগ্ন কর শুভক্ষণ ॥
বশিষ্ঠ সভার মধ্যে জ্যোতিষ মিলিল।
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে কন্যালগ্ন হৈল ॥
তাহাতে বিবাহ বিধি হইলে ঘটন।
স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন ॥
সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধুজন।
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ॥
স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে
কেমনে মারিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে ॥
করহ মন্ত্রণা এই বলি সারোদ্ধার।
লগ্নভ্রষ্ট কর গিয়া শ্রীরাম-সীতার ॥
নর্ত্তক হইয়া তবে যাও শশধর।
নৃত্য কর গিয়া তুমি জনকের ঘর ॥
তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্ব্বজন।
অতীত হইবে তবে কর্কট-লগন ॥
শুভ লগ্ন করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর।
বার্ত্তা লয়ে দিলেন যে ভূপতি-গোচর ॥
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন।
আয়োজন করিলেন সর্ব্ব আভরণ ॥
ভারে ভারে দধিদুগ্ধ, ভারে ভারে কলা।
ভারে ভারে ক্ষীর ঘৃত শর্করা উজ্জ্বলা ॥
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ।
অধিবাস করিবারে চলেন ব্রাহ্মণ ॥
সভা করি বসেছেন জনক ভূপতি।
সেইখানে গেলেন বশিষ্ঠ মহামতি ॥
যতেক দ্রব্যের ভার এড়িলেক গিয়া।
বসেন বশিষ্ঠ কুশ-আসন পাতিয়া ॥
ঘট সংস্থাপন করে যেমন বিধান।
উপরেতে আম্রশাখা নীচে দূর্ব্বাধান ॥
বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন ব্রাহ্মণ।
সীতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ ॥
বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে।
বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ সীতার ললাটে ॥
চারিজনের অধিবাস করিল তখন।
বস্ত্র পরাইল আর নানা আভরণ ॥
জলধারা দিয়া কন্যা লইবেক ঘরে।
জনক ভূপতি সর্ব্ব দ্রব্য ব্যয় করে ॥
অধিবাস-দ্রব্য লয়ে চলিল ব্রাহ্মণে।
শ্রীরামের অধিবাস করে সর্ব্বজনে ॥
বশিষ্ঠ কহেন দশরথে সম্বোধিয়া।
চারি তনয়ের কর অধিবাস-ক্রিয়া ॥
রাজা বলে, শুনহ বশিষ্ঠ তপোধন।
অযজ্ঞোপবীত এই চারিটি নন্দন ॥

ক্ষৌরকর্ম্ম করিলেন চারিটি নন্দনে।
আর যজ্ঞোপবীত হইল চারিজনে॥
রামচন্দ্র বসিলেন বাপের নিকটে।
চন্দন দিলেন চারি পুত্রের ললাটে॥
চারিজনের অধিবাস করিল রাজন।
বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ॥
নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান।
নান্দীমুখ উপলক্ষে করিলেন দান॥
কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত দাসী নিয়া।
আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়া॥
হরিদ্রা মাখায় চারি বরে কুতূহলে।
অঙ্গেতে পিঠালি দিল সখীরা সকলে॥
তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে।
মঙ্গলসূতা বান্ধি দিল তাহাদের করে॥
মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারিজন।
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন॥
বান্ধিল অপূর্ব্ব পাগ মস্তকমণ্ডলে।
মনোহর মুক্তাহার শোভে বক্ষস্থলে॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরি, করে অঙ্গদ বলয়।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল শোভে অতিশয়॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভাই চারিজন।
অপরে অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ॥
ক্ষত্রিয় বিবাহ করে চতুর্দ্দোলাপরে।
সাজাইতে চতুর্দ্দোল কহে নৃপবরে॥
চতুর্দ্দোল সাজাইল অতি সে রূপস।
উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণ-কলস॥
চারিদিকে দিল নানা সুবর্ণের ধারা।
ঝলমল করে গজমুকুতার ঝারা॥
গঙ্গাজল মারীচ দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।
চতুর্দ্দোল সাজাইল হেন আর নাই॥
আপনার সুসাজ করেন দশরথ।
পরিধান পরিচ্ছদ যত মনোমত॥

রথোপরে চড়িলেন হাতে ধনুঃশর।
শুভযাত্রা করিলেন সানন্দ অন্তর॥
ভাটে রায়বার পড়ে, নাচে নটগণ।
বাজনা বাজায় কত না যায় গণন॥
দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা।
চতুর্দ্দোল আরোহণ করে চারি জনা॥
ঢাক ঢোল বাজিতেছে ডম্ফ কোটি কোটি।
চারিদিকে উঠিল বীণার ছটছটি॥
কত ঠাঁই বাজাইছে জোড়া জোড়া সানি।
কাঁসী বাঁশী যত বাজে নিয়ম না জানি॥
ঢালি পাইক যার সে খোঁড়ার চিকিমিকি।
কত শত অশ্বারোহী, কত বা ধানুকী॥
চন্দ্র-নৃত্য করিছেন জনকসভায়।
হেনকালে দশরথ গেলেন তথায়॥
তাঁরে অনুব্রজিয়া সে লয়েন জনক।
দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক॥
প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি॥
চন্দ্র-নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্ব্বজন।
তাহে মগ্ন, কোথা লগ্ন কে করে গণন॥
আগে আইলেন রাম পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
শতানন্দ বলে, কন্যা কর সমর্পণ॥
ভাল মন্দ কেহ কারো না শুনে বচন।
অতীত হইল লগ্ন সবে বিস্মরণ॥
লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে।
চারি ভাই বৈসে ছায়া-মণ্ডপের তলে॥
প্রণাম করেন সবে সকল ব্রাহ্মণে।
বরণ করিল রামে বসন চন্দনে॥
নারীগণ করিলেক বরণ বিধান।
পায়ে দধি দিলেন, মাথায় দূর্ব্বাধান॥
বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ।
দুই পুরোহিত করে কথোপকথন॥

শতানন্দ বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
সূর্য্যবংশ কি প্রকার দেহ পরিচয় ॥
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি হোক বুঝাবুঝি।
কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি ॥
শতানন্দ মুনি বলে সভার ভিতর।
শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার মুনিবর ॥
দেবাস্থরে মন্থন করিল সিন্ধুনীর।
তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা হইল বাহির ॥
সাগর-মথনেতে জন্মিল শশধর।
চন্দ্র নাম হইল তাঁহার মনোহর ॥
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ মতিমান।
পুরুরবা নামে তাঁর হইল সন্তান ॥
পুরুকুৎস নামে হৈল তাঁহার কুমার।
শতাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার ॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে হৈল তাঁহার তনয়।
সেপদী নামেতে তাঁর পুত্র মহাশয় ॥
বাণ নামে পুত্র হৈল জানে সর্ব্বজন।
রেতে নামে তাঁর পুত্র অতি বিচক্ষণ ॥
ধ্রুব নামে পুত্র তাঁর বিদিত ভূতলে।
স্বর্গ নামে তাঁর পুত্র সর্ব্বলোকে বলে ॥
স্বর্গ রাজার পুত্র সে সর্ব্ব নাম ধর।
হৈহয় নামেতে তাঁর পুত্র মনোহর ॥
হৈহয়ের নন্দন অর্জ্জুন নাম ধরে।
নিমি নামে তাঁর পুত্র তুলনা অমরে ॥
নিমির কীর্ত্তিতে ব্যাপ্ত সকল সংসার।
মিথি নামে তাঁহার হইল যে কুমার ॥
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর ॥
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
জনক কুশধ্বজ তাঁহারই কোঙর ॥
বশিষ্ঠ বলেন, শুনিলাম বিবরণ।
আমি কথা কহি তবে তাহে দেহ মন ॥
আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥
তিন পুত্র হইল, তনয়া এক জানি।
সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী ॥
জরৎকারু-মুনিপুত্র নারদ বীণাপাণি।
তাঁহাকে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥
সবে গীত গায়, নারদ বাজায় বেণু।
তাহাতে জন্মিল এক কন্যা তার ভানু ॥
তাহাকে বিবাহ দিল জামদগ্ন্য বরে।
এক অংশে নারায়ণ জন্মিল সে ঘরে ॥
ব্রহ্মার কাছেতে আসি বর সে মাগিল।
মরীচ নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
মরীচের পুত্র হৈল নামেতে কশ্যপ।
তাঁহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড প্রতাপ ॥
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তাঁর।
মনুর নামেতে সর্ব্ব ব্যাপিল সংসার ॥
মনুর হইল পুত্র সুষেণ নামেতে।
প্রষেণ তাঁহার পুত্র বিদিত জগতে ॥
প্রষেণের পুত্র যুবনাশ্ব নাম ধরে।
রাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যানগরে ॥
যুবনাশ্ব রাজার বা কহিব কি কথা।
তাঁহার জন্মিল পুত্র নাম সে মান্ধাতা ॥
মান্ধাতার পুত্র হৈল মুচকুন্দ নাম।
তাঁর পুত্র হৈল ধুন্ধুমার গুণধাম ॥
তাঁহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত অযোধ্যানগরে ॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে তাঁর হইল নন্দন।
ভরত তাঁহার পুত্র জানে সর্ব্বজন ॥
ভরত রাজার আর কি কব বাখান।
যাঁর নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ ॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ পুরোধা যাঁর, সুমন্ত্র সারথি

তাঁহার ভূধর নামে হইল নন্দন।
খাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অযোধ্যাভূষণ॥
হইল খাণ্ডের বেটা মণ্ড নাম ধরে।
প্রজার উপরে নানা অত্যাচার করে॥
তাঁর পুত্র হইল হারীত নাম ধরে।
হরিবীজ তাঁর পুত্র বিদিত সংসারে॥
পরম-আনন্দে হরিবীজ রাজ্য করে।
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে॥
যাঁর দান লইলেন গাধির নন্দন।
বিকাইয়া আপনা যে শুধিল কাঞ্চন॥
হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ।
তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস॥
সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্র যিনি তপোময়॥
তাঁর পুত্র রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যা-নিবাসী।
দ্বাদশ বৎসর কাল করে একাদশী॥
রুক্মাঙ্গদ জন্মাইল ধর্ম্মাদ তনয়।
তাঁর পুত্র হইল মরুত মহাশয়॥
অনরণ্য তাঁর বেটা জানে সর্ব্বজন।
তাঁহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ॥
তাঁহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর।
শিবভক্ত নাম তাঁর হইল সগর॥
অসমঞ্জ নামে তাঁর হইল নন্দন।
তাঁর বেটা অংশুমান ধর্ম্মপরায়ণ॥
অংশুমান রাজা রাজ্য করিয়া কৌতুকে।
মরিলেন তাঁর বংশ আর নাহি থাকে॥
ভগীরথ তাঁর বেটা অযোধ্যানগরে।
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব দৈত্য নরে॥
বিতপত নামে তাঁর হইল নন্দন।
বিকর্ণ তাঁহার পুত্র অযোধ্যাভূষণ॥
তাঁহার হইল বেটা অমর্ষি রাজন।
দিলীপ তাঁহার বেটা জানে সর্ব্বজন॥

দিলীপের সুত রঘু বড় বলবান।
রঘুবংশ বলি যাঁর বংশের বাখান॥
রঘুর তনয় অজ পিতার সমান।
তাঁর পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমান॥
দশরথ রাজা শৌর্য্যবীর্য্য গুণধাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এ ধার্ম্মিক শ্রীরাম॥
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে।
শুনি শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে॥
গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ॥
দশরথ বলিলেন জনক রাজারে।
শরণ লইনু দিয়া এ চারি কুমারে॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ॥
হেন বেশ-ভূষণ করায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী॥
চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ॥
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দুর।
বালসূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর॥
নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি॥
উপর-হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ॥
সুন্দর বসন তারে পরায় প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর॥

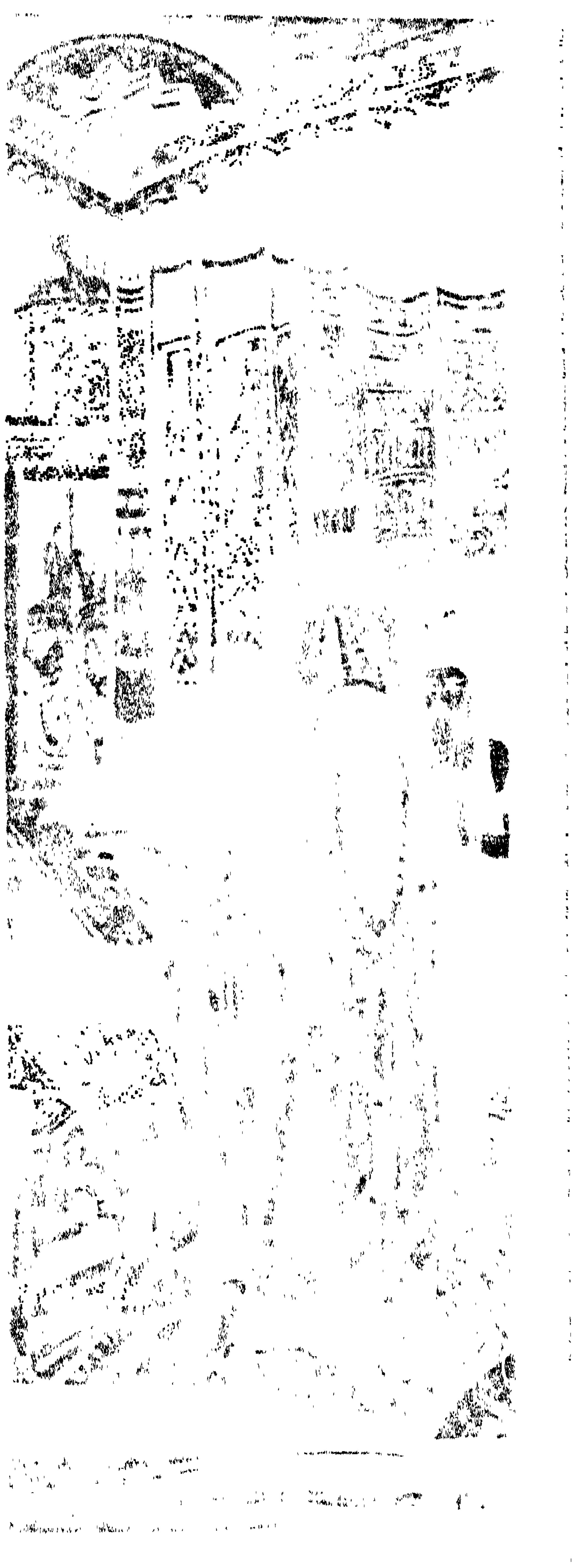

হরধনুর্ভঙ্গের পর সীতার রামচন্দ্রকে
মাল্য দান

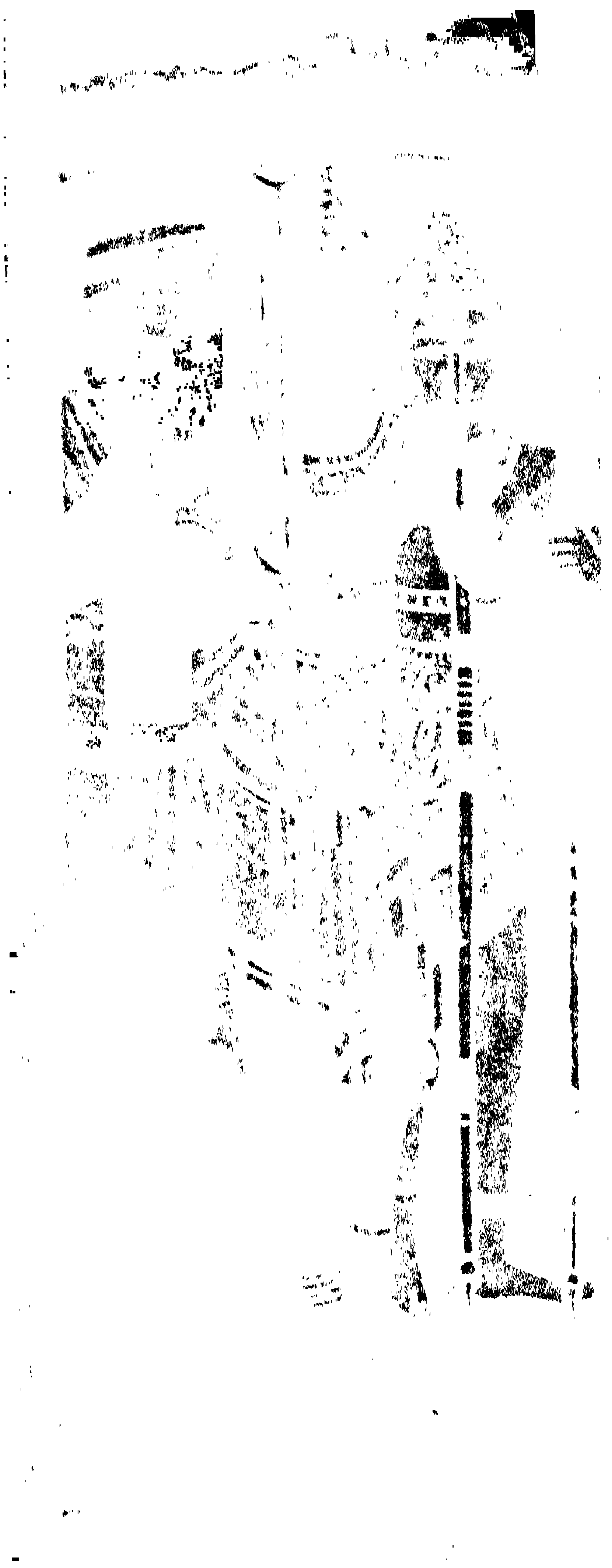

বিশ্বামিত্র সহ রামলক্ষ্মণের
তাড়কাবধে যাত্রা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

সুবর্ণ-আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি॥
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে॥
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা রামে পরস্পর হৈল দরশন॥
জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে॥
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ।
আসিয়া করুন রাম ষষ্ঠীর পুজন॥
হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন।
সীতা তোল হাত ধরি, বলে বন্ধুগণ॥
তখন ভাবেন মনে সীতাঠাকুরাণী।
পায়ে হাত দেন পাছে রাম-গুণমণি॥
করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি।
হাতে ধরে সীতারে তোলেন রঘুমণি॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পা'য়ে।
কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে॥
পূর্ব্বাপর বরকন্যা আইল দুইজনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে॥
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে॥
বহু দাস-দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা-বর লইল ঘরে॥
রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন।
বরকন্যা দুইজনে করিল ভোজন॥
সাজায় বাসর-ঘর যত সখীগণ।
রাম-সীতা তাহাতে বঞ্চেন দুইজন॥
উর্ম্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ।
মাণ্ডবীর সহিত ভরত বিচক্ষণ॥
শ্রুতকীর্ত্তি সহিত আছেন শত্রুঘ্ন।
এইরূপে বাসর বঞ্চিল চারিজন॥
আনন্দিত হৈল সব মিথিলাভুবন।
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ॥
পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকী-পতি এ নহে উচিত॥
এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল
সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল॥
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর॥
যেখানে বসিয়া আছে অনুজ লক্ষ্মণ।
সেখানে চলিয়া যায় যত সখীগণ॥
অগ্রজ যেমন তাঁর অনুজ তেমন।
ভুলিল রামেরে তারা হেরিয়া লক্ষ্মণ॥
এইরূপে চারি স্থানে করি দরশন।
মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন॥
চারি ভাই তার তুল্য চারি এ সুন্দরী।
সুনিদ্রায় সকলে বঞ্চেন বিভাবরী॥
প্রভাত হইল রাত্রি উদিত তপন।
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ॥
বাজিল আনন্দবাদ্য জনকভুবনে।
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে॥
জনক বলেন অতি হইয়া কাতর।
রাম-সীতা রাখি যাও একটি বৎসর॥
হাসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন।
শরীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন॥
বলেন জনক রাজা, শুন হে রাজন্।
সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন॥
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি।
আয়োজন করিলেন জনক-ভূপতি॥
রাজ-রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন।
সূক্ষ্ম অন্ন সহ আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥

স্নান করি আসিয়া সকল প্রজাগণ।
আনন্দিত হৈয়া সবে করেন ভোজন ॥
ভোজন করেন রাম পরম হরিষে।
দধি দুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে ॥
সুতৃপ্ত হইয়া রাম করেন আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে করেন মুখের শোধন ॥
সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ।
প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ ॥
রামসীতা চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে করেন বিতরণ ॥
দিব্যবস্ত্র পরিধান মাথায় টোপর।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর ॥
পরে তিন ভ্রাতা চাপিলেন চতুর্দ্দোলে।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে ॥
দেবরথে চড়িলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
কিন্তু চতুর্দ্দিকে রাজা দেখে অলক্ষণ ॥
রাজা বলিলেন, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
চারিদিকে দেখি কেন এত অলক্ষণ ॥
কি জানি কেমন হবে বিপদ ঘটন।
বশিষ্ঠ বলেন শুন অজের নন্দন ॥
চারিদিকে চারি পুত্র দেখ বিদ্যমান।
কে করিতে পারে তব অশুভ বিধান ॥
বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ।
পরশুরামের চিত্তে লাগিল তরাস ॥
মিথিলাতে শুনি কেন বাদ্যের বাজন।
সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোনজন ॥
মনে মনে যুক্তি করে সেথা মুনিবর।
হেথা রাজা বিদায় করেন কন্যা-বর ॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন-কমলে।
জনক করিয়া কোলে জানকীরে বলে ॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিও স্মরণ ॥

শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অসূয়া না কর কার প্রতি ॥
সুখ দুঃখ না ভাবিও যে আছে কপালে।
স্বামিসেবা সতী না ছাড়িও কোনকালে ॥
ঝিয়ারী বহুড়ী যত আসিয়া তখন।
গলায় ধরিয়া সবে জুড়িল ক্রন্দন ॥
আমা সবা এড়িয়া কি চলিলা জানকী।
আর কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখী ॥
রাম-সীতা বিদায় করিয়া জনক।
দ্বিজেরে দিলেন দান সহস্র-সংখ্যক ॥
হেনকালে জামদগ্ন্য হাতেতে কুঠার।
রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার ॥
খড়্গ চর্ম্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত।
ভীম-বেশে ভার্গব হৈল উপস্থিত ॥
মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির।
দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর ॥
এক হাতে ধরি রামে অপরে লক্ষ্মণে।
মুনির চরণে রাজা দিল সেইক্ষণে ॥
মুনি বলে, দশরথ বলি হে তোমারে।
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে ॥
দশরথ কহে ত আমার পুত্র রাম।
গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুখান ॥
মহাকোপে জ্বলিয়া বলেন ভৃগুরাম।
মম সম করি রাখিয়াছ পুত্রনাম ॥
আমি ত পরশুরাম বিদিত ভূতলে।
হেন জন আছে কে যে রামনাম বলে ॥
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন বচন।
দোষ ক্ষমা কর প্রভু তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
বলেন পরশুরাম আরক্ত-নয়ন।
তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
নিঃক্ষত্রিয় ভূমি করি তিন সাত বার।
রক্তে নদী বহাইল আমার কুঠার ॥

সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান।
তপস্বী ব্রাহ্মণ বলি কর অপমান॥
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই।
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই॥
ভূপতি বলেন, ভয়ে কম্পিত শরীর।
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর॥
রুষিয়া কহেন শক্ত সুমিত্রা কুমার।
কথায় কি ফল, কর বীরের আচার॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি করেছ যখন।
তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এতেক বলিল যদি সুমিত্রানন্দন।
কুপিত পরশুরাম কহেন বচন॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ।
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ॥
এতেক কহিয়া ধনু দিলেন তখন।
জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন॥
একবার ধনুক ভাঙ্গিল অকস্মাৎ।
করিলেন বিবাহ আমারে রঘুনাথ॥
আর-বার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী॥
ধনুখান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে।
মরে ত মরুক রাম ধনুকের চাপে॥
ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন-অন্তরে।
হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম করে॥
শ্রীরাম বলেন, হে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
ধনুকের গরিমা করেন মুনিবর॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ওহে বীরবর।
ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর॥
সুবুদ্ধি পরশুরামের কুবুদ্ধি লাগিল।
তখন রামের হাতে শর যোগাইল॥
যেই শ্রীরামের হাতে মুনি শর দিল।
আপনার তেজ রাম সকল হরিল॥
আপনার তেজ রাম লইল যখন।
হইল মুনির পুত্র সামান্য ব্রাহ্মণ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ॥
তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পারি।
তোমার ধনুক-বাণে তোমারে সংহারি॥
লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে।
ধনুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয়॥
এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া কৌতুকে।
ধনু নোয়াইয়া গুণ দিলেন ধনুকে॥
ধনুর টঙ্কার গিয়া লাগিল গগন।
পাতালে বাসুকী কাঁপে স্বর্গে দেবগণ॥
পাতালে বাসুকি বলে, দেব রঘুবীর।
ধনুখান তোল, মোর বুক হোক স্থির॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন অগ্রজ শ্রীরাম।
ধনুখান তোল যে বাসুকী পায় ত্রাণ॥
এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ।
তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন।
তোমারে না মারি ব্রহ্মবধের কারণ॥
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন।
স্বর্গ রোধ করি কিম্বা পাতালভুবন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া বলে মুনির নন্দন।
চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ॥
ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ পায় নাহি হয় আন।
স্বর্গপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান॥
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ।
পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ॥
জোড়হাতে বলে, আমি হৈলাম ব্রাহ্মণ।
তপস্যা করিতে মুনি করিল গমন॥

দশরথ পাইলেন যেন হারাধন।
আনন্দিত তেমনি হইল তাঁর মন ॥
পুত্র পুত্র বলিয়া করেন রামে কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন-কমলে ॥
ভূপতি বলেন, শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
বাজনায় আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
চতুর্দ্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ।
অযোধ্যাতে দ্রুততর করেন গমন ॥
সিদ্ধাশ্রমে শ্রীরাম দিলেন দরশন।
প্রণাম করেন সবে মুনির চরণ ॥
মুনিপত্নী আইল শ্রীরামে দেখিবারে।
রামসীতা দেখে তাঁরা হরিষ-অন্তরে ॥
তথা হৈতে চলিলেন পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া সব আপনার দেশে ॥
অযোধ্যার যে শোভা তা বর্ণিতে না পারি।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন বালক বৃদ্ধ নারী ॥
ইহার জননী ধন্যা ধন্য এর পিতা।
যেমনি গুণের রাম তেমনি এ সীতা ॥
নানা বর্ণ পতাকা উড়িছে নানা স্থলে।
উপরে চাঁদোয়া শোভে গগনমণ্ডলে ॥
কুলবধূ আর যত প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি ॥
সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভে দিল আম্রসার।
গুবাক কদলী নারিকেল রাখে আর ॥
গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন।
গ্রামের নিকটে গিয়া বাজায় বাজন ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রমণী।
চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী ॥
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাসী নারী।
সানন্দ সকল পুরী বাজে তুরী ভেরী ॥
দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি।
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লসি ॥
চারি বধূ কক্ষে দিল সুবর্ণ কলসী।
ব্যবহার মত কর্ম্ম করে পুরবাসী ॥
কক্ষে দিল কলসী মস্তকে দিল ডালা।
ছড়াইয়া ফেলে সেইখানে খই কলা ॥
শুভক্ষণে রাণীরা দেখিল বধূমুখ।
নিরখিয়া চন্দ্রমুখ জুড়াইল বুক ॥
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্ব্বজন।
মণিময় আভরণ বসন ভূষণ ॥
যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার।
তাহাতে হইল পূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার ॥
পাইলেন সীতা দেবী যতেক যৌতুক।
নিজে লক্ষ্মী তিনি, তাঁর এ নহে কৌতুক ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
বন্দিলেন গিয়া সবে মাতার চরণ ॥
চারি পুত্রে আশীর্ব্বাদ করে নারীগণ।
চিরজীবী হও পাও বহু পুত্র ধন ॥
চারি পুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর ॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান।
এত দূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

—:—:—

অযোধ্যাকাণ্ড

শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হইবার প্রস্তাব

দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড শুন সর্ব্বজন।
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন॥
বৃদ্ধ রাজা দশরথ শিরে শুভ্র কেশ।
আসন বসন শুভ্র শুভ্র সর্ব্ব বেশ॥
রাজত্ব করেন রাজা বসি সিংহাসনে।
আইল সকল রাজা রাজ-সম্ভাষণে॥
হস্তী ঘোড়া নানা রত্ন নানা আভরণ।
বিবাহ-যৌতুক রামে দেন রাজগণ॥
নমস্কার করি বলে জোড় করি হাত।
মহারাজ দশরথ তুমি লোকনাথ॥
এক নিবেদন করি শুন নৃপবর।
শ্রীরামেরে রাজা কর সর্ব্বগুণাকর॥
বালক শ্রীরাম চুলে পঞ্চঝুঁটি ধরে।
মারীচ রাক্ষস পলাইল যাঁর ডরে॥
রামতুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে।
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্ব্বজনে॥
অন্তরে সানন্দ রাজা শুনিয়া বচন।
বাক্যছলে সবার বুঝেন রাজা মন॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার সন্তোষ।
বৃদ্ধকালে আমি করিলাম কিবা দোষ॥
পুত্রবৎ পালি প্রজা করি দুষ্টে দণ্ড।
কোন্ দোষে আমার ঘুচাও রাজদণ্ড॥
আনন্দিত অন্তরে, বাহিরে ওষ্ঠ চাপে।
ভূপতির কোপ দেখি সর্ব্ব রাজা কাঁপে॥
সবারে সভয় দেখি দশরথ কয়।
পরিহাস করিলাম, না করিহ ভয়॥
বশিষ্ঠেরে ডাকি আনি কুলপুরোহিত।
রামে রাজা কর সবে হয়ে হরষিত॥
ভূপতির অনুজ্ঞা পাইয়া সর্ব্বজন।
করিল সকলে তাঁর চরণ-বন্দন॥
ভূপতি বলেন, শুন পাত্রমিত্রগণ।
রামে রাজা করিব করহ আয়োজন॥
নানা পুষ্প বিকাশ বসন্ত চৈত্র মাস।
কালি রাম রাজা হবে আজ অধিবাস॥
অধিবাস করিতে যতেক দ্রব্য লাগে।
সে-সকল দ্রব্য আহরণ কর আগে॥
শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই।
সে-সকল আনি দেহ বশিষ্ঠের ঠাঁই॥
সুমন্ত্র সারথি তুমি চলহ সত্বর।
রথে করি আন রামে আমার গোচর॥
আজ্ঞা পেয়ে সুমন্ত্র চলিল শীঘ্রগতি।
শ্রীরামেরে আনিল যেখানে মহীপতি॥
কতদূরে রথ হইতে উঠিলেন রাম।
পিতার চরণে পড়ি করিল প্রণাম॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে।
সিংহাসনে বসাইলা হরিষ-অন্তরে॥

পিতা-পুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্র মিত্র সকলে বেষ্টিল নৃপবরে॥
নক্ষত্রে বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর॥
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা-বিদ্যমান।
রাজনীতি ধর্ম্ম আর বিবিধ বিধান॥
প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন॥
লোকের আদেশ তুমি শুনহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্ব্বত্র বাখানে॥
রাজনীতি ধর্ম্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা যশ বাড়ে দিনে দিনে॥
পরের দেখহ যদি পরমা-সুন্দরী।
না দেখিও সে সবারে উর্দ্ধদৃষ্টি করি॥
রাজা যদি পরদার করে ব্যবহার।
আপনি সে মজে পাপে মজায় সংসার॥
পরহিংসা পরপীড়া না করহ মনে।
কভু না করিহ রাম লোভ পরধনে॥
শরণ লইলে শত্রু কর পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ॥
জপ তপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে বিহিত।
না হইও তুমি দ্বিজে ভক্তিতে রহিত॥
যজ্ঞাদিতে নানা যশ করিহ সঞ্চয়।
সর্ব্বলোকে দয়ালু হইও সদাশয়॥
পরদার পরপীড়া করে যেইজন।
শাস্ত্র-অনুসারে তার করিহ শাসন॥
অপরাধ মত দণ্ড কর সাবধানে।
দোষ নাহি রাজার সে শাস্ত্রের বিধানে॥
দুঃখিত অনাথ রাম যদি কেহ হয়॥
তাহারে পালিলে পুণ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
দেব গুরু ব্রাহ্মণে তুষিহ ভক্তিমনে।
দে'খ সর্ব্ব লোকে যেন দুঃখ নাহি জানে॥
রাজনীতি ধর্ম্ম রাজা শিখান রামেরে।
শুনিয়া কৌশল্যা-রাণী হরিষ অন্তরে॥
শ্রীরামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান।
স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র সহস্র-প্রমাণ॥
মুনি ব্রহ্মচারী যত ভট্ট বিপ্রগণ।
সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন॥
যত যত লোক আছে যত যত স্থানে।
সবারে আনিয়া রাণী তোষে নানা ধনে॥
আইল যতেক লোক রাজ-বিদ্যমানে।
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে॥
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিশেষ।
রাম রাজা হইলে না হবে কারো ক্লেশ॥
যত যত লোক আছে অযোধ্যানগরে।
রামের নিকটে যায় হরিষ অন্তরে॥
সমাদরে সকলেরে করিয়া সম্মান।
জননী দর্শনে রাম করেন প্রয়াণ॥
মাতৃগৃহে উপস্থিত মনে কুতূহলী।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে গান প্রথম শিকলি॥

—

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ ও অধিবাস

সুখেতে বঞ্চিয়া রাত্রি উদিত অরুণে।
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃ-সম্ভাষণে॥
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ।
রামেরে কহিল রাজা শুভাশীর্ব্বচন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা শ্রীরামেরে।
পিতা-পুত্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে॥
রাজা বলিলেন, রাম কর অবধান।
যত কর্ম্ম করিয়াছি কহি তব স্থান॥
যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে।
তুষিলাম পিতৃলোক শ্রাদ্ধ ও তর্পণে॥
রাজা হয়ে করিলাম লোকের পালন।
তোমা হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারণ॥

কৈকেয়ী (পরিশিষ্ট দেখ)

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

পালিলাম রাজনীতি ধর্ম্ম অনিবার।
তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার॥
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব এখন।
তোমারে করিব রাজা পাল সর্ব্বজন॥
আজি হতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার।
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার॥
কিন্তু আজি কুস্বপন দেখেছি উৎপাত।
আকাশ হইতে ভুমে পড়ে উল্কাপাত॥
পূর্ণিমার চন্দ্র গ্রাস শাস্ত্রের বিহিত।
দেখি অমাবস্যায়, এ অতি বিপরীত॥
ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে।
গন্ধর্ব্বের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে॥
কুস্বপ্ন দেখিনু আজি নিকট-মরণ।
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন॥
কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশয়।
তারে রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয়॥
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
তুমি রাজা হও রাম, কর অঙ্গীকার॥
কত শত শত্রু তব আছে কত স্থানে।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র কেবা তাহা জানে॥
আমি বিদ্যমানে ধর ছত্র নব দণ্ড।
কি জানি আসিয়া কেহ হয় বা পাষণ্ড॥
আজি অধিবাস পুনর্ব্বসু সুনক্ষত্র।
পুষ্যা কল্য হইবে ধরিবে দণ্ডছত্র॥
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন তথায়॥
বসেছেন কৌশল্যা বেষ্টিত সখীবৃন্দে।
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে॥
দেবপূজা করে রাণী নানা উপহারে।
হেনকালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে॥
রামেরে দেখেন রাণী সহাস্য-বদন।
মায়ের চরণ রাম করেন বন্দন॥
মায়ের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া রঘুনাথ।
কহেন সকল কথা করি জোড়হাত॥
আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড।
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড॥
আমা রাজা করিতে সবার অভিলাষ।
শুভ-বার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ॥
নানা উপহারে মাতা কর ইষ্ট-পূজা।
মম প্রতি যেন তুষ্ট হন দশভুজা॥
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত-মন।
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন।
কৌশল্যা বলেন, রাম হও চিরজীব।
তোমার সহায় হউন শ্রীপার্ব্বতী শিব॥
অনেক কঠোরে আমি পূজিয়া শঙ্করে।
তোমা হেন পুত্র রাম ধরিনু উদরে॥
শুভক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে।
রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে॥
সুমিত্রা সপত্নী সে আমাতে অনুরক্ত।
তার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত॥
তোমার কুশল সেই চাহে অনুক্ষণ।
অতি হিতকারী তব সুমিত্রানন্দন॥
এতেক কৌশল্যাদেবী কহিলেন কথা।
হেনকালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ।
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ জোড়হাত॥
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল।
বলেন সহাস্য-বদনেতে মিষ্ট-বোল॥
মম ভক্ত ভাই তুমি পরম সুন্দর।
তুমি আমি ভিন্ন নহি এক কলেবর।
আমার হিতৈষী তুমি, যদি পাই রাজ্য।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য॥
এতেক বলিয়া রাম হইলা বিদায়।
আশীর্ব্বাদ করিল সকল রাণী তায়॥

গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রাজা বলে, রাম এল হৈল শুভক্ষণ॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সে স্থানে।
আজ্ঞা পেয়ে আয়োজন করে সর্ব্বজনে॥
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ।
রাম রাজা হবেন সকলে হৃষ্টমন॥
বিদ্যাধরী নাচে গায় গন্ধর্ব্বে সঙ্গীত।
চতুর্ভিতে জয়ধ্বনি শুনি সুললিত॥
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে।
রাজগণ আইল কটক সব সঙ্গে॥
নানা রথ রথী হস্তী আর ঘোড়া সাজে।
নানা জাতি বাদ্য শুনি নানা দিকে বাজে॥
অধিবাস করিতে আইল ঋষিমুনি।
রামজয় বলিয়া করিছে বেদধ্বনি॥
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে প্রজার কুমারী॥
নানা রত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর।
বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর॥
পৃথিবীতে আছে যত নানা উপহার।
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ ভরিল ভাণ্ডার॥
নানা রত্নে শোভিত বসন পরিহিত।
অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত॥
আইল দেশের লোক অযোধ্যানগরে।
কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ-অন্তরে॥
অধিবাস দেখিতে আইল দেবগণ।
অন্তরীক্ষে রহে সবে চাপিয়া বাহন॥
ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেবগণ।
ভগবতী আদি করি দেবী অগণন॥
অধিবাস দেখিতে বসিল সর্ব্বজন।
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন॥
ঋষিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজে করি প্রণিপাত॥

বশিষ্ঠ বলেন, রাম শাস্ত্রের বিহিত।
তব অধিবাস আমি করি যে উচিত॥
পিতৃ-বিদ্যমানে ধর দণ্ড আর ছাতি।
নহুষ রাজার যেন তনয় যযাতি॥
বশিষ্ঠ করেন সুমঙ্গল বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি॥
অধিবাস রামের হইল সমাপন।
আনন্দে দেখিয়া স্বর্গে গেল দেবগণ॥
জয় জয় হুলাহুলি করে বামাগণ।
নৃত্য গীতে আনন্দিত অযোধ্যাভুবন॥
রাম সীতা উপবাসী রহে দুইজন।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সকৌতুক মন॥
নানা রত্ন ধন সবে দিলেন যৌতুক।
নিজালয়ে গেল সবে দেখিয়া কৌতুক॥
বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে॥
শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে।
নানা রত্ন দানে রাজা তুষিল ব্রাহ্মণে॥
বেলার হইল শেষ নক্ষত্র গগনে।
অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্ব্বজনে॥
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহে চতুর্ভিত।
দেবতুল্য বেশে সবে শুইয়া নিদ্রিত॥
রাত্রি অবসান হয় সূর্য্যের উদয়।
শয়ন ত্যজিল সবে আনন্দ-হৃদয়॥

—

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তিতে সকলের আনন্দ

রথ রথী ঘোড়া সাজে, নানারঙ্গে বাদ্য বাজে,
মুনি সব করে জয়ধ্বনি।
জয় জয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
সর্ব্বলোক কি দুঃখী কি ধনী॥

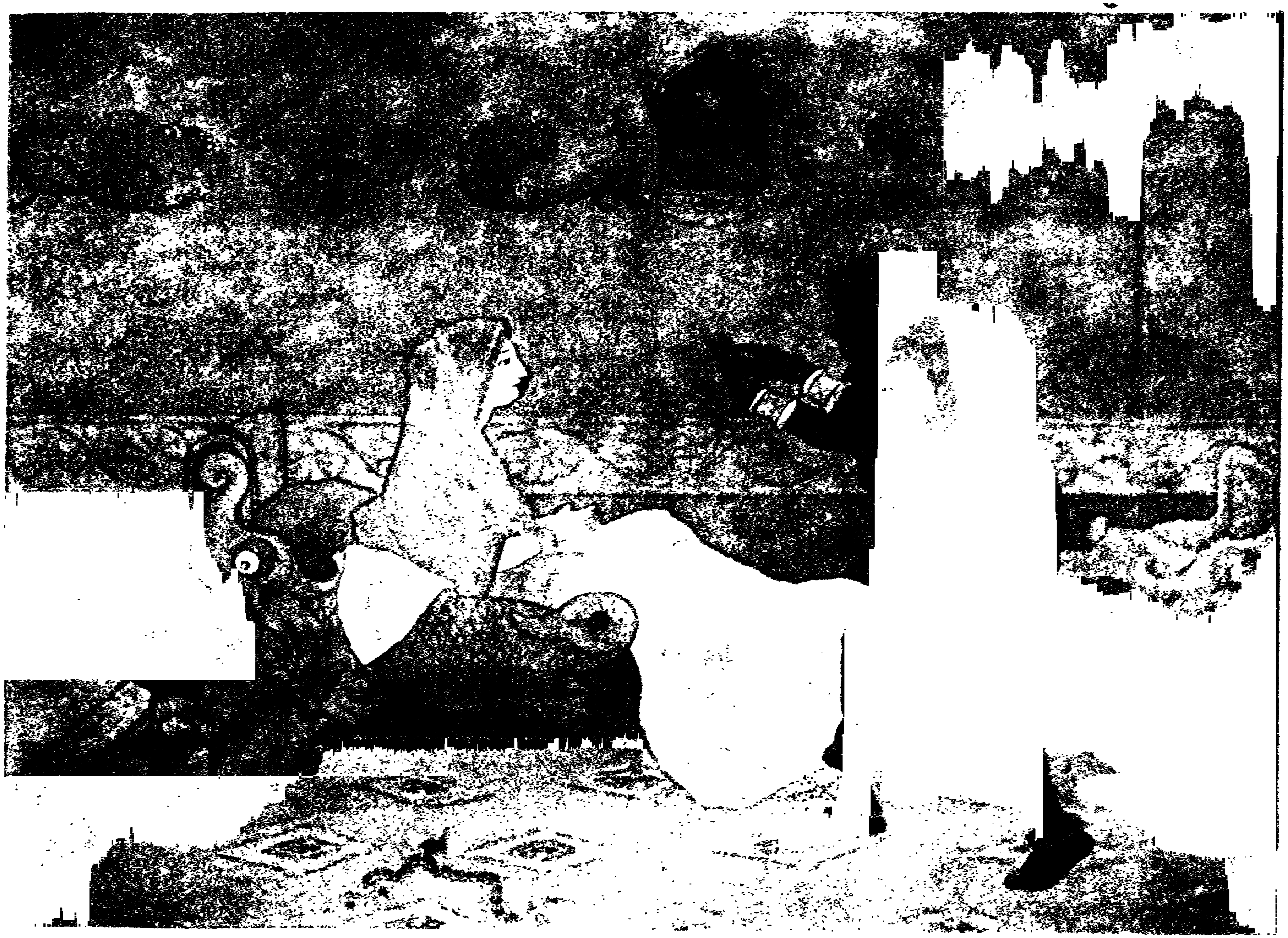

কৈকেয়ী-মন্থরা-সংবাদ

দশরথের নিকট কি কি দুই বর লইতে হইবে, মন্থরা তাহাই বলিতেছে

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অঙ্কিত মূল ছবি হইতে

শিশু নারী জয়ান্বিত, পুষ্প গন্ধে সুশোভিত,
আমোদ প্রমোদ সব ঘরে।
স্বর্গপুরী তুল্য বেশ অযোধ্যার, সর্ব্বদেশ
নাচে গায় হরিষ অন্তরে॥
সবে ভাবে রঘুপতি, হইবেন মহীপতি,
ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ।
না হইবে দুঃখ শোক, আনন্দিত সর্ব্বলোক,
নিস্তার পাইল সর্ব্বদেশ॥
ঘুচিল সকল ভয়, সবাই আনন্দময়,
রামনামে পাইবে নিষ্কৃতি।
রাম বিষ্ণু অবতার, লবেন সবার ভার,
বৈকুণ্ঠেতে করিবে বসতি॥
এতেক ভাবিয়া মনে আনন্দিত সর্ব্বজনে,
আনন্দেতে পাসরে আপনা।
অযোধ্যায় যত লোক ভুলিল সকল শোক,
আনন্দে পূরিত সর্ব্বজনা॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান সবাকার,
রূপে বেশে দেব-অবতার।
আনন্দে বিহ্বলপ্রায় রামগুণ সবে গায়,
জয় জয় করে বারে বার॥
অযোধ্যানগরবাসী বলে সব দাসদাসী
মনে হয় অতি হরষিত।
ঘুচিবে সবার দুঃখ, ভুঞ্জিব বিবিধ সুখ,
এত বলি সবে আনন্দিত॥
মধুর অযোধ্যাকাণ্ড শুনিতে অমৃতভাণ্ড,
যাতে হয় পাপের বিনাশ।
রামায়ণ আকর্ণনে, ইহা কৃত্তিবাস ভণে,
হয় অন্তকালে স্বর্গে বাস॥

ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কুঁজী কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দেয়

পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভের উপর আম্রসার।
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল-আচার॥
নানারত্নে নির্ম্মাইল টুঙ্গী শতে শতে।
নানা বর্ণে পতাকা উড়িছে প্রতি পথে॥
প্রতি ঘরে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা।
নানা রত্নে শোভে লক্ষ লক্ষ চবুতারা॥
নানা রত্নে নির্ম্মিত আগার সারি সারি।
জিনিয়া অমরাবতী রম্যবেশধারী॥
ইন্দ্রপুরে যেমন সভার রম্য বেশ।
তেমন মঙ্গলযুক্ত অযোধ্যার দেশ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
কে জানে পড়িবে আসি প্রমাদ কখন॥
পূর্ব্বজন্মে ছিল নামে দুন্দুভি অপ্সরা।
জন্মিল সে কুঁজী হয়ে নামেতে মন্থরা॥
তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।
কুটিল কুরূপা কুঁজী ক্রূরকর্ম্মকারী॥
কৈকেয়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রী-মাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।
রাম রাজা হন দেখি করে ধরফড়ী॥
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে।
সর্ব্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে॥
রামের দুঃখের হেতু তার উপাদান।
রাজার মরণ কৈকেয়ীর অপমান॥
মরিবে রাবণ, যাতে বিধাতা সে জানে।
বিধাতা সৃজিল তারে এই সে কারণে॥
আচম্বিত কুঁজী চেড়ী আইল বাহিরে।
প্রজা আনন্দিত সব, দেখিল নগরে॥
টুঙ্গীর উপরে উঠি কুঁজী তাহা দেখে।
রাম রাজা হবে মহা হরষিত লোকে॥

চেড়ী চেড়ী এক ঠাঁই টুঙ্গীর উপরে।
কুঁজী চেড়ী জিজ্ঞাসিল ইতর চেড়ীরে॥
কি কারণ হরষিত অযোধ্যানগর।
কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরিষ-অন্তর॥
কি জন্য রামের মাতা করে বহু দান।
সবে মেলি তোমরা কি কর অনুমান॥
আর চেড়ী বলে, তুমি জান না মন্থরা।
রামেরে করিতে রাজা ভূপতির ত্বরা॥
রাজার নিকটমৃত্যু গণিয়া অসার।
এই হেতু রামেরে দিলেন রাজ্যভার॥
এমত শুনিল কুঁজী সে চেড়ীর মুখে।
বজ্রাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে॥
বিধাতার বাজী কেবা করয়ে খণ্ডন।
কৈকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন॥
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে।
সত্বর মন্থরা গিয়া কহিল সেখানে॥
নির্ব্বুদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছ কোন্ লাজে।
তো হেন পুত্রের সনে কেহ নাহি মজে॥
মানেতে মরিবি তুই শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে॥
ভরতেরে রাজা কর রাখ নিজ পণ।
রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন॥
রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার।
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার॥
একে ত রাজার হও তুমি মুখ্যা রাণী।
ভরত হইলে রাজা রাজার জননী॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম ধার্ম্মিক তনয়।
কোন্ দোষে রামেরে করিব অপচয়॥
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়।
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়॥
গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইতে উচিত॥
রাম রাজা হইলে সন্তুষ্ট সর্ব্বজনে।
তুষিবেক সবাকারে রাম বহু ধনে॥
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি।
রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী॥
রাম রাজা হইলে আমার বহু মান।
শুভবার্ত্তা কহিলি, কি দিব তোরে দান॥
রাম রাজা হবেন হরিষ সর্ব্বজন।
হরিষে বিষাদ কুঁজী কর কি কারণ॥
যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে।
মন্থরাকে দান দিতে চিন্তে মনে মনে॥
অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলি শশব্যস্তে।
আদরে কৈকেয়ী দেন মন্থরার হস্তে॥
কৈকেয়ী কহেন, কুঁজী না কর উত্তর।
রাম রাজা হৈলে ধন দিব ত বিস্তর॥
কুপিয়া মন্থরা চেড়ীর দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে॥
হাত হইতে অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলে।
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেয়ীরে বলে॥
কৈকেয়ী তোমার দুঃখ আমার অন্তরে।
বলি হিত, বিপরীত বুঝাও আমারে॥
সপত্নী-তনয় রাজা, তুমি আনন্দিতা।
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা॥
নিজ পুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে।
থাকিবা দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে॥
থাকিল কৌশল্যা রাণী সীতার সম্পদে।
দাঁড়াইতে নারিবি সীতার পরিচ্ছদে॥
কৌশল্যা জিনিলে তুমি সোহাগের দাপে।
নিজ পুত্রে রাজা করে সেই মনস্তাপে॥
ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ-ঘরে।
রাজার কি দোষ দিব না দেখি তাহারে॥
সতীনের আনন্দেতে আনন্দ সতিনী।
হেন অপরূপ কভু না দেখি না শুনি॥

লালিয়া পালিয়া বড় করিনু ভরতে।
মাতা-পুত্রে পড়িলা সে কৌশল্যার হাতে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই একই শরীর।
উভয়ে করিবে রাজ্য ভরত বাহির ॥
তবে ত ভরত তোর হইল বঞ্চিত।
হিত-কথা বলিলাম বুঝিস্ অহিত ॥
ভরত না পা'য়ে রাজ্য না আসিবে দেশে।
না দেখিবে তব মুখ থাকিবে প্রবাসে ॥
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন ॥
শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হইল নাশ ॥
দেব দৈত্য আদি লোক রাম হেতু সুখী।
প্রমাদ পাড়িল চেড়ী কোথাও না দেখি ॥
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজী তুমি হিতৈষিণী।
রাম মম মন্দকারী কিছুই না জানি ॥
ভরত প্রবাসে, রাম রাজা হবে আজি।
কেমনে অন্যথা করি যুক্তি বল কুঁজী ॥
নৃপতির প্রাণ রাম গুণের সাগর।
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর ॥
ঘরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব।
কোন্ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠাইব ॥
চারি পুত্র আছে তাঁর ভরত বিদেশে।
অংশ অনুসারে ভাগ পাইবেন শেষে ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আছে তার কর বিবেচনা।
কহ দেখি কুঁজী তুমি কর কি মন্ত্রণা ॥
সবে তুষ্ট শ্রীরামের মধুর বচনে।
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বনে ॥
ভরত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায়।
যুক্তি বল, ভরত কিরূপে রাজ্য পায় ॥
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পুরাইব আশ ॥

কুঁজী বলে, যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব যে ভরতে রাজা করি ॥
পূর্ব্বকথা সকল আমার আছে মনে।
সে সকল কথা কহি শুন সাবধানে ॥
পূর্ব্বে যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর।
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষত-কলেবর ॥
তাহাতে করিলা তাঁর তুমি সেবা পূজা।
সুস্থ হৈয়া বর দিতে চাহিলেন রাজা ॥
আর-বার রাজার যে হইল বিস্ফোট।
তাপ দিতে মুখেতে ঠেকিল দুই ঠোঁট ॥
রক্ত পুঁজ যতেক লাগিল তব মুখে।
তব যত দুঃখ রাজা দেখিল সম্মুখে ॥
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমায় পুনর্ব্বার ॥
তখন বলিলে তুমি রাজার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিও বর ॥
দুইবারে দুই বর থাক তব ঠাঁই।
কুঁজী যবে বর চাহে তবে যেন পাই ॥
এই কথা কহিলা আসিয়া মোর স্থানে।
তুমি পাসরিলে, মোর সব আছে মনে ॥
আজি রাম রাজা হবে বেলা-অবশেষে।
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে ॥
পট্টবস্ত্র এড়ি পর মলিন বসন।
খসাইয়া ফেল যত গায়ের ভূষণ ॥
ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার।
রাজা জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার ॥
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ।
না দিও উত্তর তুমি করিও রোদন ॥
বিবিধ প্রকারে তোমায় করিবে সান্ত্বনা।
যাচিবে তোমায় বস্ত্র অলঙ্কার নানা ॥
তবে পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধ কহিবা তাঁর স্থান।
আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগ দান ॥

পূর্ব্বকথা রাজার অবশ্য হবে মনে।
দুই বর মাগিহ রাজার বিদ্যমানে॥
এক বরে করাইবা রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবা অরণ্যে রামেরে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে।
পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে॥
তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দেয়।
রাম হেন প্রিয়পুত্র বনে উপেক্ষয়॥
এমনি আসক্ত রাজা তোমার উপর।
সত্যে বদ্ধ আছে, কেন নাহি দিবে বর॥
ফিরিল কৈকেয়ী রাণী কুঁজীর বচনে।
অধর্ম্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে॥
ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে॥
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে॥
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে দিল ব্রহ্মশাপ॥
দেখিয়া করিস্ ব্যঙ্গ কহিস্ কর্কশ।
সর্ব্বলোকে গায় যেন তব অপযশ॥
ব্রহ্মশাপ কৈকেয়ীর না হয় খণ্ডন।
সেই হেতু ঘটিলেক এ-সব ঘটন॥
অনন্তর কৈকেয়ীর প্রসন্ন-বদন।
করে ধরি কুঁজীরে করিল আলিঙ্গন॥
কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে॥
যত বল সকলি সে নহে ত কুৎসিত।
সকলি অহিত মম তুমি মাত্র হিত॥
গৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চন্দ্রকলা।
গলায় তুলিয়া দেহ দিব্য পুষ্পমালা॥
রত্নহার লও, পর কুঁজের উপর।
ভরত হইলে রাজা দিব ত বিস্তর॥
যেমন বিস্তর সেবা করিলি আমার।
যদি দিন পাই তবে শুধিব সে ধার॥
যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন।
তবে সে করিব স্নান করিব ভোজন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে।
কাননে পাঠাই রামে দেখ এইক্ষণে॥
কৈকেয়ীর কথা শুনি কুঁজীর উল্লাস।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

ভরতকে রাজ্য দিতে ও শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইতে দশরথের নিকট কৈকেয়ীর প্রার্থনা

কুঁজী বলে, কৈকেয়ী বিলম্ব নাহি সাজে।
রাম রাজা হইলে নহিবে কোন কাজে॥
যাবৎ না দেয় রাজা রামে সিংহাসন।
তাবৎ রাজার ঠাঁই কর নিবেদন॥
এক্ষণে আসিবে রাজা তোমা সম্ভাষণে।
যেরূপ কহিবা তাহা চিন্তা কর মনে॥
শুনিয়া কুঁজীর বাক্য কৈকেয়ী সেকালে।
আভরণ ফেলাইয়া লোটে ভূমিতলে॥
হেথা দশরথ রাজা হরষিত মনে।
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী-সম্ভাষণে॥
ভাবিলেন, সম্ভাষিয়া আসিয়া সত্বর।
শ্রীরামে করিব আমি ছত্রদণ্ডধর॥
নাহি গেলে কৈকেয়ী করিবে অনুযোগ।
ধন জন বিফল আমার রাজ্যভোগ॥
দশরথ নৃপতির নিকট-মরণ।
ঘরে ঘরে কৈকেয়ীরে করে অন্বেষণ॥
যে ঘরে কৈকেয়ীদেবী লোটে ভূমিপরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ, রাজা গেল সেই ঘরে॥
পূর্ব্বজ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদ।
গড়াগড়ি যায় রাণী করিছে বিষাদ॥

সরল-হৃদয় রাজা এত নাহি বুঝে।
অজগর সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে ॥
দশরথ অতি বৃদ্ধ, কৈকেয়ী যুবতী।
কৈকেয়ী বিহনে তার আর নাহি গতি ॥
কৈকেয়ী যুবতী নারী, দশরথ বুড়া।
বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া ॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
প্রাণ উড়ে যায় তাঁর কৈকেয়ীর দুঃখে ॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে ॥
কি হেতু করিলা ক্রোধ বল কার বোলে।
কোন্ ব্যাধি শরীরে লোটাও ভূমিতলে ॥
ব্যাধি পীড়া হয় যদি তোমার শরীরে।
বৈদ্য আনি সুস্থ করি বলহ আমারে ॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি বসুমতীপতি।
আমার সমান রাজা নাহি, গুণবতি ॥
শুনিয়া আমার নাম দেব ডরে কাঁপে।
ত্রিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে ॥
সকল পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার।
ধন জন যত আছে সকলি তোমার ॥
কোন্ কার্য্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান।
আজ্ঞা কর তাহাই তোমারে করি দান ॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ।
পূর্ব্বকথা তার আগে করিল প্রকাশ ॥
রোগ পীড়া নহে মোর, পাই অপমান।
আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান ॥
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে ॥
মহাপাশ লাগি যেন বনে মৃগ ঠেকে।
প্রমাদে পড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে ॥
ভূপতি বলেন, প্রিয়ে নিজ কথা বল।
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল ॥
যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান।
আছুক অন্যের কাজ দিতে পারি প্রাণ ॥
কৈকেয়ী বলেন, সত্য করিলা আপনি।
অষ্টলোকপাল সাক্ষী, শুন সত্য বাণী ॥
নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার।
রাত্রি দিবা সাক্ষী হও সকল সংসার ॥
একাদশ রুদ্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিত্য।
স্থাবর জঙ্গম সাক্ষী যারা আছে নিত্য ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল শুনহ বাপ ভাই।
সবে সাক্ষী রাজার নিকট বর চাই ॥
স্মরণ করহ রাজা যে আমার ধার।
পূর্ব্বে ছিল তাহা শোধি সত্য হও পার ॥
যুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত কলেবর।
সেবিলাম, তাহে দিতে চেয়েছিলে বর ॥
করিলাম পুনর্ব্বার বিস্ফোটে তারণ।
তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাহিলা রাজন ॥
তবে যদি বলিলাম তোমার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিও বর ॥
দুইবারে দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা এইক্ষণে চাই ॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
তত কাল ভরত বসুক সিংহাসনে ॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত।
অচেতন হইলেক নাহিক সম্বিত ॥
কৈকেয়ী-বচন যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে ॥
মুখে ধুলা, উঠে রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে ॥
পাপীয়সী আমারে বধিতে তব আশা।
স্ত্রীপুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা ॥

রাম বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল দুর্ম্মতি ॥
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ ॥
স্বামী যদি থাকে তবে নারীর সম্পদ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ ॥
স্বামিবধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য।
চণ্ডালহৃদয়া তুই করিলি কি কার্য্য ॥
এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে।
আপনি মরিবে কি মারিবে সেইক্ষণে ॥
মাতৃবধ ভয়ে যদি না লয় পরান।
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান ॥
বিষদন্তে দংশিল এ কালভুজঙ্গিনী।
তোরে ঘরে আনিয়া মজিলাম আপনি ॥
কোন্ রাজা আছে হেন কামিনীর বশ।
কামিনীর কথাতে কে ত্যজিবে ঔরস ॥
দশ হাজার বর্ষ লোক জীয়ে ত্রেতাযুগে।
নয় হাজার বর্ষ রাজ্য করি নানা ভোগে ॥
আর এক হাজার বৎসর আয়ু আছে।
পরমায়ু থাকিতে মজিনু তোর কাছে ॥
পরমায়ু থাকিতে মজিল মম প্রাণ।
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী করহ প্রাণদান ॥
কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে ॥
প্রভাতে বসিব কল্য সভা বিদ্যমানে।
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে ॥
অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে ॥
ক্ষমা কর কৈকেয়ী করহ প্রাণরক্ষা।
নিজ সোহাগের তুমি বুঝিলা পরীক্ষা ॥
স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এবংশে।
তোর দোষ নাই আমি মজি নিজ দোষে ॥
স্ত্রীবশ যেজন তার হয় সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

—

বিমাতার নিকট পিতৃসত্য পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমনোদ্যোগ

কৈকেয়ী বলেন, সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা ॥
সত্য ধর্ম্ম তপ রাজা করি বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে ॥
সত্য লঙ্ঘে যে তাহার হয় সর্ব্বনাশ।
সত্য যে পালন করে স্বর্গে তার বাস ॥
যত রাজা হইলেন চন্দ্র-সূর্য্যবংশে।
সে সবার যশঃ গুণ সকলে প্রশংসে ॥
যযাতি নামেতে রাজা পালিল পৃথিবী।
দেবযানি নামেতে তার মুখ্যা মহাদেবী ॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হইল কনিষ্ঠ সবার।
পত্নীর বচনে রাজা দিল রাজ্যভার ॥
শিবি নামে রাজা ছিল পৃথিবীর পাতা।
অসম সাহসী বীর নহে বড় দাতা ॥
এক দ্বিজ ছিল তার অন্ধ দুই আঁখি।
অত্যন্ত দরিদ্র কিছু উপায় না দেখি ॥
ঐ অন্ধ শিবিরাজে সত্য করাইল।
নিজ দুই চক্ষু শিবি তাঁরে দান দিল ॥
আপনি হইল অন্ধ চক্ষে নাহি দেখে।
সত্য পালি সেই রাজা গেল স্বর্গলোকে ॥
ইক্ষ্বাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
ইক্ষ্বাকুর বংশ বলি সকলে প্রশংসে ॥
পিতৃসত্য করিলেন ইক্ষ্বাকু পালন।
কনিষ্ঠ ভায়ের তরে দিল রাজ্যধন ॥
পৃথ্বী ডুবাইতে পারে সাগরের নীরে।
সাগর না পারে পূর্ব্ব সত্য পালিবারে ॥

কৈকেয়ী, দশরথ ও কৌশল্যা

(রামকে বনে পাঠাইবার বর দিবার পর) দশরথ আর কৈকেয়ীর মুখ দেখিবেন না

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

দিব্য সত্য করিলা আমারে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর ॥
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়।
দশরথ পড়িলেন কৈকেয়ী-মায়ায়॥
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে।
এতেক প্রমাদ-কথা কেহ নাহি জানে ॥
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্ব্বজন।
সবে বলে, বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ ॥
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস।
আজি কেন বিলম্ব না জানি সে আভাস ॥
রাজার প্রতাপে হয় ত্রিভুবন বশ।
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস ॥
পাত্রমিত্র বলে শুন সুমন্ত্র সারথি।
তোমাবিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি ॥
ঝাট যাহ সুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরে।
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে ॥
রাম-অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ ॥
সুমন্ত্র সারথি গেল সকলের বোলে।
দেখে, রাজা অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে ॥
সুমন্ত্র বলিছে, কেন লোটাও রাজন।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ ॥
শত শত রাজগণ আসিয়াছে দ্বারে।
বিলম্ব না কর রাজা চলহ বাহিরে ॥
রাজা বলিলেন, পাত্র না জান কারণ।
মম বধ করিতে কৈকেয়ীর যতন ॥
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবাণী।
তায় দুই সত্যে বন্দী হয়েছি আপনি ॥
শীঘ্র রামে আন গিয়া আমার বচনে।
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিনজনে ॥
কৈকেয়ী বলেন, যাহ সুমন্ত্র ত্বরিত।
শীঘ্র রামে আন, নহে বিলম্ব উচিত ॥

শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি।
উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি ॥
বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে।
জোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে ॥
কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে।
আমারে পাঠাইলেন লইতে তোমারে ॥
মুখ্য পাত্র সুমন্ত্র, শ্রীরাম তাহা জানি।
গৌরবে দিলেন তাঁরে আসন আপনি ॥
শ্রীরাম বলেন, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর চল যাত্রা করি ॥
যাত্রাকালে বলেন শ্রীরাম, শুন সীতা।
আমি রাজ্য পাইব বিমাতা চিন্তান্বিতা ॥
কোন্ যুক্তি কুঁজী দিল বিমাতার তরে।
না জানি বিমাতা আজি কোন্ যুক্তি করে ॥
রাজা সহ কৈকেয়ী কি করে অনুমান।
জানি আসি পিতা কি করেন সম্বিধান ॥
সীতা-স্থানে হইলেন শ্রীরাম বিদায়।
প্রকোষ্ঠ তিনেক সীতা অনুব্রজি যায় ॥
বাটীর বাহির হইলেন রঘুনাথ।
চারিভিতে ধায় লোক করি জোড়হাত ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে।
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইলেক নারী গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় নাহি মানে কুলের যুবতী ॥
কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে।
ঘুচিবে সকল পাপ রাম-দরশনে ॥
সারি সারি লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায়।
শ্রীরামের যত গুণ সর্ব্বলোকে গায় ॥
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পূজা ॥
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন।
সর্ব্বলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরণ ॥

ঘরে গিয়া সবাকার মন নহে স্থির।
পিতৃ-কাছে প্রবেশ করেন রঘুবীর॥
এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ রহেন লক্ষ্মণ।
ভিতর নিবাসে রাম করেন গমন॥
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে।
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা কহ ত কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত ভূমেতে শয়ন॥
কোপ যদি করেন হাসেন আমা দেখে।
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে॥
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে।
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভাই নাহি দেশে।
মাতুলের আলয়েতে রহিল প্রবাসে॥
বহু দিন গত, না আইল দুইজন।
সেই মনোদুঃখে বুঝি বিরস বদন॥
কোন্ জন কিবা করিয়াছে অপরাধ।
ভূমে লোটাইয়া তেঁই করেন বিষাদ॥
তুমি বুঝি পিতারে কহিলা কটু বাণী।
সত্য করি কহ গো বিমাতা-ঠাকুরাণী॥
কি করিবে রাজ্যভোগে পিতার অভাবে।
আমারে কহ গো সত্য, প্রাণ পাই তবে॥
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন।
সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ॥
আছুক পিতার কার্য্য তোমার বচনে।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ ছাড়ি, কি ছাড় জীবনে॥
শ্রীরাম সরল সে কৈকেয়ী পাপ-হিয়া।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া॥
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জর।
তাতে সেবিলাম, দিতে চাহিলেন বর॥
বিস্ফোট হইল পুনঃ করি সেবা পূজা।
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধর।
আর বরে রাম তুমি হও বনচর॥
দুইবারে দুই বর আছে মম ধার।
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার॥
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবা বাকল।
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবা ফুল ফল॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদনে।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে॥
করিয়াছ কোন্ কাজে পিতারে মূর্চ্ছিত।
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহে ত উচিত॥
আছুক পিতার কাজ তুমি আজ্ঞা কর।
তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর॥
তব প্রীতি হবে, রবে পিতার বচন।
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন॥
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ॥
কোন দোষ নাই মাতা তাহার শরীরে।
ধন জন রাজ্য ভোগ দেহ ভরতেরে॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম আগে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন॥
আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে।
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে॥
হেঁট মাথা করিয়া শুনেন মহারাজ।
কি কহিব কৈকেয়ীরে নাহি ভয় লাজ॥
কৈকেয়ীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহিক আজি যাব বনবাস॥
যাবৎ মায়েরে সীতা করি সমর্পণ।
তাবৎ বিলম্ব মাতা সহিবা এখন॥
ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে।
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে॥
রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে॥

পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
হা রাম বলিয়া রাজা হলেন মূর্চ্ছিত ॥
মুখে নাহি শব্দ তাঁর নাহিক চেতন।
হইলেন বাহির যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে ॥
করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা পূজন।
ধূপ ধূনা ঘৃতদীপ জ্বালিল তখন ॥
নানা উপহারে রাণী পুরিয়াছে ঘর।
সাত শত সপত্নী সে ঘরের ভিতর ॥
সবে মাত্র কৈকেয়ী নাহিক একজন।
সাত শত রাণী আর বহু নারীগণ ॥
কৌশল্যার কাছে থাকে সাত শত রাণী।
রামজয়, এই মাত্র শব্দ সদা শুনি ॥
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে ॥
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্যদান।
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ ॥
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ হও চিরজীবী।
চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী ॥
সেবিলাম শিব-শিবা-চরণ কমলে।
তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণ্যফলে ॥
শ্রীরাম বলেন মাতা হর্ষ হও কিসে।
হাতেতে আইল নিধি গেল দৈবদোষে ॥
তুমি আমি সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ।
শোকসিন্ধুনীরে আজি মজি চারিজন ॥
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পাড়িল মাতা, বিমাতা কৈকেয়ী ॥
বিমাতার বচনে যাইতে হইল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন ॥
শুনিয়া পড়িল রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া।
ত্বরিতে ডাকেন রাম মা মা মা বলিয়া ॥
মা মা বলিয়া রাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।
মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরকে ॥
কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে।
সকল বৃত্তান্ত সত্য বলহ আমারে ॥
মোর দিব্য লাগে যদি ভাঁড়াও আমায়।
কি দোষে কৈকেয়ী বনে তোমারে পাঠায় ॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা দৈবের ঘটন।
বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন ॥
পিতৃসেবা বিমাতা করিল বারেবার।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার ॥
আজি আমি রাজা হব সকলের আগে।
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে ॥
এক বরে ভরতেরে করিতে দণ্ডধর।
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি।
বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি ॥
তুমি যদি সেবা মাতা করিতে পিতার।
তবে কেন এত তাপ ঘটিবে তোমার ॥
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা-অন্তরে ॥
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
'হা পুত্র' বলিয়া রাণী রাম প্রতি বলে ॥
গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন ॥
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী।
চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী ॥
ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী।
রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী ॥
সূর্য্যবংশ রাজ্যে নাই অকাল মরণ।
এই সে কারণে মম না যায় জীবন ॥

পূজিলাম কত শত দেবদেবীগণে।
তার কি এ ফল বাছা তুমি যাও বনে॥
যত যত সূর্য্যবংশে রাজা জন্মেছিল।
বল দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল॥
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে।
স্ত্রীবাধ্য পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে॥
স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুত্রে পাঠান কাননে।
এমত পিতার কথা না শুনিও কানে॥
লক্ষ্মণ বলেন, সত্য তব কথা পূজি।
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে।
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে॥
আগে রাজ্য দিয়া পরে পাঠান কাননে।
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে॥
যাবৎ এ-সব কথা না হয় প্রচার।
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্যভার॥
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল।
করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কৈকেয়ী কেবল॥
যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই॥
আমি এই আছি রাম তোমার সেবক।
আজ্ঞা কর ভরতের কাটিব কটক॥
তুমি যদি হস্তে প্রভু ধর ধনুর্ব্বাণ।
তব রণে কোন্ জন হবে আগুয়ান॥
কৌশল্যা বলেন, রাম কি বলে লক্ষ্মণ।
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন॥
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার।
ভরতের তরে দেহ সব রাজ্যভার॥
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন।
দেশে থাক রাম তুমি না যাইও বন॥
মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃবাক্য ধর।
পিতা হইতে মাতা তব অতি মহত্তর॥
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিয়া পোষে।
হেন মাতৃ-আজ্ঞা রাম লঙ্ঘ তুমি কিসে॥
বাপের বচন রাখ লঙ্ঘ মাতৃবাণী।
কোন্ শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা শুন এক কথা।
পিতা অতিশয় মান্য তোমার দেবতা॥
দেখহ পরশুরাম পিতার কথায়।
অস্ত্রাঘাত করিলেন মায়ের মাথায়॥
পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবক্রের গোবধ।
সগর জন্মায় পুত্রগণের আপদ॥
সত্য না লঙ্ঘেন পিতা সত্যেতে তৎপর।
মম দুঃখে পিতা কত হবেন কাতর॥
পিতৃসত্য আমি যদি না করি পালন।
বৃথা রাজ্য ভোগ মম বৃথাই জীবন॥
কৌশল্যা বলেন, মতৃবধ মহাপাপ।
মাতৃবধ পাপে রাম বড় পাবে তাপ॥
পিতৃসত্য পালিবা সে মায়ের মরণে।
কোন্ পাপ বড় রাম ভাব দেখি মনে॥
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন অতিশয়।
শ্রীরাম বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয়॥
যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে।
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে॥
বিমাতার দোষ নাহি দোষী নহে কুঁজী।
সকল দেখিবা ভাই বিধাতার বাজী॥
বিমাতা জানেন ভাল আমার চরিত।
জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত॥
ভরত হইতে তাঁর আমা প্রতি আশা।
বিমাতার দোষ নাই আমার দুর্দ্দশা॥
যেদিন যে হবে তাহা বিধি সব জানে।
দুঃখ না ভাবিও ভাই ক্ষমা দেহ মনে॥
দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
দুঃখ সুখ দেখ ভাই ললাটে লিখন॥

প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জ্জে।
সুমিত্রাকুমার শিশু ঘন ঘন তর্জ্জে॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া ফিরে চারিভিতে।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী।
রাজ্যভোগ ত্যজি ফল-মূল-অভিলাষী॥
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ সেই তার ধর্ম্ম॥
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ॥
সবে জানে বিমাতা শত্রুর মধ্যে গণি।
তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি॥
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন।
তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিবেন প্রাণ॥
তোমা বিনা রাজা যাইবেন পরলোকে।
প্রাণ ত্যজিবেন মাতা তোমা পুত্রশোকে॥
এই শোকে মাতাপিতা ত্যজিবে জীবন।
মাতৃ-পিতৃ-হত্যা তুমি কর কি কারণ॥
অকারণে ধর এ আজানুবাহুদণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড॥
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্ম্মূল॥
সকল হইল ব্যর্থ এ-সব সম্পদ।
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ॥
শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এ-সব প্রমাদ॥
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ।
বিধির নিবন্ধ উহা, তাহার কি দোষ॥
রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা-লক্ষ্মণ।
দয়াময় রাম নাহি শুনেন বচন॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আজি যাই আমি বন॥
কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে।
না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে॥
যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে।
সেই মন্ত্র দিল রাণী শ্রীরামের কানে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে থাকিবে কুশলে।
অষ্টপাল লোক রাখ আমার ছাওয়ালে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্ত্তিক গণপতি।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্ব্বতী॥
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ যে রবি।
জলে স্থলে রক্ষা করুন আর যে পৃথিবী॥
চৌদ্দবর্ষ যদি রহে আমার জীবন।
পুনর্ব্বার তোমা সনে হবে দরশন॥
বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা-সম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা নিজ কর্ম্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥
বিবাহ করিয়া এক বর্ষ আছি ঘরে।
হেনকালে বিধাতা ফেলিল মহাফেরে॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি-দিনে॥
জানকী বলেন সুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরমগুরু, তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জিয়ে, মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব, সঙ্গে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে॥

যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন জনকদুহিতা।
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সীতা ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস ॥
অন্তঃপুরে নানা ভোগে থাক মনসুখে।
ফল মূল খাইয়া কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে ॥
তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ-কমল ॥
তুমি আমি দোঁহে হব বিকৃত-আকৃতি।
দোঁহে দোঁহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ গেলে, দেখ বুঝি মনে।
এই কাল গেলে সুখে থাকিব দুজনে ॥
চিন্তা না করিও কান্তে, ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে ॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে ॥
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায় ॥
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন্ ধীর জনে ॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশকাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥
তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূলি গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায় ॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গগৃহ নহে তার সমতুল ॥
তব দুঃখে দুঃখ মম, সুখে সুখভার।
আহারে আহার সার, বিহারে বিহার ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে যদি ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ ॥
বহু তীর্থ দেখিব অনেক তপোবন।
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ ॥
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে।
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুনি সবে ॥
শুন হে জনকরাজ তোমার দুহিতা।
করিবেন বনবাস পতির সহিতা ॥
ব্রাহ্মণের কথা কভু না হয় খণ্ডন।
বনবাস আছে মম ললাটে লিখন ॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন ॥
শ্রীরাম বলেন, বুঝিলাম তব মন।
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥
বনে বাস হেতু হইয়াছে তব মন।
খসাইয়া ফেলহ গায়ের আভরণ ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ-অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার যে ছিল শরীরে ॥
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা-সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ ॥
আভরণ অর্পিয়া বলেন সীতা বাণী।
ভূষণ পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী ॥
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধন।
সে-সকল করিলেন তিনি বিতরণ ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন ॥
দাসদাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা।
রাজ্য লইবারে ভাই না করিহ আশা ॥
পিতা-মাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে ॥
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ।
একেরে দেখিলে হয় শোক পাসরণ ॥

লক্ষ্মণ বলেন, আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর॥
যেই তুমি সেই আমি বিধাতা তা জানে।
যদি আমি থাকি, তুমি কি করিবে বনে॥
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবক ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে॥
রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে।
সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুক-বাণ লহ রে লক্ষ্মণ॥
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্ব্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর॥
শ্রীরাম বলেন, বলি লক্ষ্মণ তোমারে।
তল্লাস করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে॥
ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ-সজ্জনে দেহ যত আছে ধন॥
মুনি ঋষি আদি করি কুল-পুরোহিত।
তা-সবারে ধন দিয়া তোষহ ত্বরিত॥
বাছিয়া বাছিয়া আন কুলীন ব্রাহ্মণ।
যেবা যত চাহে তাঁরে দেহ তত ধন॥
যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়।
তা-সবারে দেহ ধন যেবা যত চায়॥
মম দুঃখে যত লোক হইবেক দুখী।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যেন হয় তারা সুখী॥
পাইলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশ।
তাঁহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ॥
ভাণ্ডার করেন শূন্য ধন বিতরণে।
সবারে তোষেন রাম মধুর বচনে॥
আমা লাগি তোমরা না করিহ ক্রন্দন।
করিবে ভরত ভাই সবার পালন॥
কোন দোষ নাই ভাই ভরত-শরীরে।
বড় তুষ্ট আছি আমি তার ব্যবহারে॥
নানা রত্ন রাম করিলেন পরিহার।
দানে শূন্য করিলেন শতেক ভাণ্ডার॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য আর নাহি ধন।
হেনকালে বার্ত্তা পায় ত্রিজটা ব্রাহ্মণ॥
বড়ই দরিদ্র সে ত্রিজটা নাম ধরে।
দান-কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে॥
চলিতে শকতি নাই, চক্ষুহীন হয়।
ব্রাহ্মণী তাঁহাকে হিত উপদেশ কয়॥
দীনেরে করেন ধনী, রাম দিয়া ধন।
তুমি আমি বুড়া বুড়ী মরি দুই জন॥
তুমি বৃদ্ধ, আমি নারী, দুঃখ যে অপার।
কে আর পুষিবে, কোথা মিলিবে আহার॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ি ভর ক'রে।
অতি কষ্টে গিয়া কহে রামের গোচরে॥
আমি দ্বিজ দরিদ্র ত্রিজটা নাম ধরি।
বৃদ্ধকালে ব্রাহ্মণীকে পুষিতে না পারি॥
পুত্র নাই আমারে কে করিবে পালন।
অনাহারে বুড়া বুড়ী মরি দুইজন॥
নড়ি ভর করিয়া আইলাম সম্প্রতি।
তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি॥
শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ আসিয়াছ শেষে।
ধন নাই, লক্ষ ধেনু লয়ে যাও দেশে॥
ধেনু দান পাইয়া দ্বিজ হরিষ-অন্তরে।
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে॥
দৃঢ় করি চুল বান্ধি নড়ি করি হাতে।
পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে॥
বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্ব্বজনে।
ধেনুতে মারিবে নাকি এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে॥
হাসিয়া বিহ্বল কেহ, কেহ বা বিষাদ।
ব্রহ্মবধ হেতু রাম পাড়িলা প্রমাদ॥

শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ কহিতে ডরাই।
না পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই ॥
এক ধেনু লইতে তোমার এ সঙ্কট।
মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট ॥
ধেনুর সহিত দান দিলাম গোয়াল।
গোয়ালে রাখিবে ধেনু থাকে যতকাল ॥
অনুমানে জানি তুমি বড়ই নির্ধন।
আজ্ঞা কর দিতে পারি আর কিছু ধন ॥
দ্বিজ বলে, প্রভু নাহি চাহি আর ধন।
ধেনু ধন বিনা নাহি অন্য প্রয়োজন ॥
বুড়া বুড়ী ধেনু-দুগ্ধ খাইব অপার।
কত দুগ্ধ বিকি দিয়া পূরিব ভাণ্ডার ॥
অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
কহিতে তোমার গুণ কাহার শকতি ॥
এক লক্ষ ধেনু লইয়া দ্বিজ গেল দেশে।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥

—

শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের বনগমন

রামের প্রসাদে বাড়ে সবার ঐশ্বর্য্য।
দরিদ্র হইল ধনী শুনিতে আশ্চর্য্য ॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে ॥
মাঝে সীতা, আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিনজন হইলেন পুরীর বাহির ॥
স্ত্রী-পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী।
জানকীর পাছে যায় অযোধ্যার নারী ॥
যে সীতা না দেখিতেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্ব্বজন ॥
যেই রাম ভ্রমেন সোনার চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে ॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী ॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে ॥
বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তাঁর কিসে বাঁচে প্রাণ ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্র হায় কৈল বনবাসী ॥
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ ॥
জানকী সহিত যান রাম তপোবন।
রাজ্যসুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ ॥
পুরীসুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দ বর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে ॥
অযোধ্যার ঘরদ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া ॥
শৃগাল ভল্লুক রহুক অযোধ্যানগরে।
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে ॥
এইরূপে শ্রীরামেরে সকলে বাখানে।
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে ॥
প্রকোষ্ঠ বাহিরে এক রহে তিন জন।
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন ॥
ভূপতি বলেন, রে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনী।
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি ॥
রঘুবংশ-ক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী ॥
কেমনে দেখিব আমি রাম যায় বন।
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
প্রাণ যাক্ তাতে মম নাহি কোন শোক।
আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক ॥
বড় বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মোর বাণে ॥

যেই রাজা জিনিলেক দৈত্য যে সম্বর।
যারে অর্দ্ধাসনে স্থান দেন পুরন্দর॥
হেন দশরথ রাজা স্ত্রী লাগিয়া মরে।
এই অপকীর্ত্তি মম থাকিল সংসারে॥
স্ত্রীর বশ না হইবে অন্য কোন নর।
আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর॥
বর্জ্জিবে ভরত তোরে এই অনাচারে।
আমি বর্জ্জিলাম তোরে, আর ভরতেরে॥
আজি হৈতে তোরে আমি করিনু বর্জ্জন।
ভরতের না লইব শ্রাদ্ধ বা তর্পণ॥
থাকি অন্য প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিন জন।
শুনেন রাজার সর্ব্ব বিলাপ-বচন॥
রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দনেতে কান্দেন দুই জন॥
আবাস ভিতরে দেখে কাঁন্দেন ভূপতি।
হেনকালে উপনীত সুমন্ত্র-সারথি॥
জোড়হাতে বার্ত্তা কহে রাজার গোচর।
নিবেদন অবধান কর নৃপবর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যান আজি বনে।
বিদায় হইতে আইসেন তিন জনে॥
ভূপতি বলেন; মন্ত্রী নাহি মম জ্ঞান।
সাতশত মহারাণী আন মোর স্থান॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সুমন্ত্র-সারথি।
সাতশত মহাদেবী আনে শীঘ্রগতি॥
সাতশত মহারাণী চারিদিকে বৈসে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রমা প্রকাশে॥
সুমন্ত্র রাজাজ্ঞামতে চলিল তখন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আনে তিন জন॥
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর বনে যাই এই তিন জনে॥
কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর॥
এথা না রহিব আমি, না রবে জীবন।
তোমার সহিত রাম যাব তপোবন॥
শ্রীরাম বলেন, পিতা এ নহে বিহিত।
পুত্র সঙ্গে পিতা যায় এই কি উচিত॥
ভূপতি বলেন, রাম থাক এক রাতি।
এক রাতি একত্র করিব নিবসতি॥
ভালমতে দেখিব তোমার সুবদন।
পুনর্ব্বার না হইবে চন্দ্র-দরশন॥
শ্রীরাম বলেন, যদি নিশ্চিত গমন।
এক রাত্রি লাগি কেন সত্য উল্লঙ্ঘন॥
আজি আমি বনে যাব আছে এ নির্ব্বন্ধ।
নতুবা বিধাতা মনে ভাবিবেন মন্দ॥
আজি হতে অন্ন করিলাম বিবর্জ্জন।
বনে গিয়া ফল মূল করিব ভক্ষণ॥
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃ-সত্য পালিয়া শোধয়ে পিতৃধার॥
ভূপতি বলেন, শুন সুমন্ত্র বচন।
অশ্ব হস্তী সঙ্গে দেহ বহুমূল্য ধন॥
অরণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যস্থান।
ব্রাহ্মণ তপস্বী দেখি করিহ প্রদান।
যদি ধন দিতে রাজা করেন আশ্বাস।
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল শুষ্ক, ম্লান হইল মুখ।
রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুখ।
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার।
কুটিল-হৃদয় কর অন্যথা তাহার॥
তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয়।
অসমঞ্জ পুত্রে বর্জ্জে প্রধান তনয়॥
রামেরে বর্জ্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা।
আপনি করিয়া সত্য করিলা অন্যথা॥
এত যদি ভূপতিরে বলিল কৈকেয়ী।
নৃপতি বলেন, শুন পাপীয়সি কহি॥

সগরের পুত্র অসমঞ্জ দুরাচার।
গলা চাপি বালকেরে করিত সংহার॥
তার মাতা পিতা দুঃখ পায় পুত্রশোকে।
জানাইল সগর রাজারে প্রজালোকে॥
তব রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব অন্য দেশ।
অসমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ॥
কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশ এমন।
প্রজা যদি চাও, পুত্রে করহ বর্জ্জন॥
অসমঞ্জে বর্জ্জে রাজা লোক-অনুরোধে।
শ্রীরামেরে বর্জ্জি আমি কোন্ অপরাধে॥
জগতের হিত রাম জগৎ জীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন॥
তখন বলেন রাম পিতৃ-বিদ্যমানে।
ভাল যুক্তি মাতা বলেন তব স্থানে॥
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন।
অশ্ব হস্তী ধনে তার কোন্ প্রয়োজন॥
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে॥
বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে॥
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে॥
লক্ষ্মণের সীতার বাকল তিনখানি।
রোদন করেন দেখি সাতশত রাণী॥
অশ্রুজল সবাকার করে ছলছল।
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল॥
হরি হরি স্মরণ করয়ে সর্ব্বলোকে।
বজ্রাঘাত হয় যেন ভূপতির বুকে॥
সবে বলে, কৈকেয়ী পাষাণ তোর হিয়া।
তিলেক না হয় দয়া রামেরে দেখিয়া॥
একজনে দংশিয়া দংশিল তিন জনে।
লক্ষ্মণ সীতারে কেন পাঠাইলি বনে॥

পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যান বন।
জানকী লক্ষ্মণ যান কিসের কারণ॥
বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র বলে, সীতা পরুন বসন॥
পিতৃসত্য পুত্র পালে বধূর কি দায়।
পতিব্রতা সীতা দেবী পশ্চাতে গোড়ায়॥
নানা রত্নে পূর্ণিত যে রাজার ভাণ্ডার।
সুমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলঙ্কার॥
জানকী পরেন তাড় তোড়ন নূপুর।
মকর-কুণ্ডল হার অপূর্ব্ব কেয়ূর॥
মণিময় মালা আর বিচিত্র পাশুলি।
হীরক অঙ্গুরীতে শোভিত কি অঙ্গুলি॥
দুই হাতে শঙ্খ তাঁর অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
করিলেন ইত্যাদি ভূষণ পরিধান॥
পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর॥
যেমন ভূষণ তাঁর তেমনি আকার।
শ্বশুরে জানকী দেবী করে নমস্কার॥
বিদায় হইয়া সীতা শ্বশুর-চরণে।
রহে জোড়হাতে শাশুড়ীর বিদ্যমানে॥
কৌশল্যা বলেন, সীতা শুন সাবধানে।
স্বামিসেবা সতত করিবা রাত্রি-দিনে॥
রাজার বহুয়ারী তুমি, রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী॥
নির্ধন হউন স্বামী অথবা সধন।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নহে মন॥
জানকী বলেন, গো কৌশল্যা ঠাকুরাণী।
স্বামিসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি॥
স্বামিসেবা করি মাত্র এই আমি চাই।
তেকারণে ঠাকুরাণী বনবাসে যাই॥
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি পিতৃঘরে।
আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না কর আমারে॥

মায়ের অধিক যে আমার ভাব ব্যথা।
হিত উপদেশ তেঁই শিখাইলে মাতা॥
তাঁর কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী।
তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য করি মানি॥
বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে।
সতর্ক থাকিহ রাম মুনির আশ্রমে॥
জানকীর রূপে চমৎকৃত ত্রিভুবনে।
সাবধান হইও রাম ভয়ানক বনে॥
সুমিত্রা বলেন, শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞান রামেরে করিহ সর্ব্বক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমিত্রা সতাই।
আশীর্ব্বাদ কর আমি বনবাসে যাই॥
বনেতে তিনেতে তিন থাকিব দোসর।
ত্রিভুবনে আমার কাহারে নাই ডর॥
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরাণী।
সবাকার ঠাঞি রাম মাগেন মেলানি॥
নমস্কার করিলেন কৈকেয়ী-চরণে।
অনুমতি কর মাতা আমি যাই বনে॥
ভাল মন্দ বলিয়াছি দুরক্ষর বাণী।
মনে কিছু না করিহ, দেহ গো মেলানি॥
পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী তাহে অতি ক্রূরমতি।
ভালমন্দ না বলিল শ্রীরামের প্রতি॥
মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়।
যাবৎ না আসি পিতা পালিহ মাতায়॥
রাজা বলিলেন, যদি রহে এ জীবন।
তবে ত তোমার মায়ে করিব পালন॥
আমার এ আজ্ঞা রাম না কর লঙ্ঘন।
তিন দিন রথে চড়ি করিহ গমন॥
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুমন্ত্র সারথি।
তিনদিন রথে যাইবেন রঘুপতি॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে।
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে।
পাছে পাছে কত ধায় স্ত্রীপুরুষগণে॥
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যানগরী।
শ্রীরামের পানে ধায় সব অন্তঃপুরী॥
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্ব্বজন।
রথ রাখ দেখি শ্রীরামের চন্দ্রানন॥
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা উর্দ্ধশ্বাসে ধান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কত দূরে যান॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি।
দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি॥
রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন।
পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন॥
সুমন্ত্র বলিল, আজ্ঞা না করিব আন।
একবাক্য বলি আমি কর অবধান॥
ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী।
রথের পশ্চাতে এই দেখ সর্ব্বপুরী॥
রাজার সহিত যদি হয় দরশন।
তবে না দেশেতে লোক করিবে গমন॥
শ্রীরাম বলেন, বলি সুমন্ত্র তোমারে।
প্রয়োজন নাহি মোর রাজ্য করিবারে॥
মম বাক্য আপনি না পার লঙ্ঘিবারে।
ঝাট রথ চালাহ, না দেখা দিব কারে॥
শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি।
রথখান চালাইল পবনের গতি॥
কত দূরে গিয়া রথ হইল অদর্শন।
ভূমিতে পড়েন রাজা হয়ে অচেতন॥
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্য-সকল।
শরীরের ধূলি ঝাড়ে মুখে দেয় জল॥
একদিন শোকে তাঁর মূর্ত্তি হইল ম্লান।
রাজার জীবন নাই করে অনুমান॥

রাজাকে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ।
অন্তঃপুর মধ্যে তাঁরে করায় প্রবেশ ॥
গড়াগড়ি দশরথ যান ভূমিতলে।
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে ॥
নরপতি বলেন, না ছুঁস পাতকিনী।
স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনী ॥
প্রথমে যখন ছিলি কৈকেয়ী যুবতী।
রাত্রিদিন থাকিতিস্ আমার সংহতি ॥
তাহার কারণ এই হইল প্রকাশ।
রাম-ছাড়া করিয়া করিলি সর্ব্বনাশ ॥
গেলেন শোকার্ত্ত রাজা কৌশল্যার ঘর।
দোঁহার হইল শোক একই সোসর ॥
রাত্রিদিন নাহি ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন।
এক শোকে কাতর হলেন দুইজন ॥
মুনি বেদ ছাড়িলেন, যোগী ছাড়ে যোগ।
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ ॥
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে, ঘোড়া ছাড়ে ঘাস।
প্রজার ভোজন নাই, করে উপবাস ॥
যামিনীতে কামিনী না যায় পতিপাশ।
সংসার হইল শূন্য সকলে নিরাশ ॥
রাত্রিদিন কান্দে লোক করে জাগরণ।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
নানা বনফুল দেখি সে নদীর কূলে।
রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার জলে ॥
সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম।
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম ॥
রথ-অশ্ব স্নান করাইল তার জলে।
জল পান করাইয়া বান্ধে তার কূলে ॥
অস্তগিরি-গত রবি, বেলার বিরাম।
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম ॥
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইলা পাতা।
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম-সীতা ॥
কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ।
রামসীতা প্রক্ষালন করেন চরণ ॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিল জাগরণে।
প্রীতি পাইলেম রাম লক্ষ্মণের গুণে ॥
তমসার কূলেতে বঞ্চেন এক রাতি।
প্রভাতে যোগান রথ সুমন্ত্র সারথি ॥
প্রাতঃস্নান আদি করি নিয়ম আচার।
হইলেন শ্রীরাম তমসা নদী পার ॥
যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ রয়।
তথাকার লোক আসি দেয় পরিচয় ॥
বৃদ্ধকালে দশরথ বাধ্য বনিতার।
হেন পুত্র পুত্রবধূ পাঠায় কান্তার ॥
যেখানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন।
করেন সেস্থান হতে ত্বরিত গমন ॥
তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি।
নদী পার হইলেন রাম মহামতি ॥
জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন।
দেখি আপ্যায়িত হন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতে সর্ব্বত্র বিদিত।
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই দেখ সুশোভিত ॥
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্র-দণ্ড।
মম পূর্ব্বপুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড ॥
যথা যথা যান রাম প্রসন্ন-হৃদয়।
সে দেশের যত লোক আসি নিবেদয় ॥
তোমার বিহনে রাম রাজ্যের বিনাশ।
কোন্ বিধি সৃজিল তোমার বনবাস ॥
সবাকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি।
ভালবাস আমারে তোমরা ভাল জানি ॥
করিয়া রাজার নিন্দা সবে যায় ঘরে।
পিতৃনিন্দা শুনি রাম গেলেন অন্তরে ॥
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ।
কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ ॥

চণ্ডালরাজ গুহকের আমন্ত্রণে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের গঙ্গা উত্তরণ

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর-কর্তৃক অঙ্কিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারীর অনুমত্যনুসারে

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী সুন্দরী।
মম মাতামহের আছিল এই পুরী॥
পুত্রবৎ করিলেন প্রজার পালন।
গঙ্গাতীরে স্থাপিলেন ব্রাহ্মণ-শাসন॥
নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতূহলে।
সারি সারি যজ্ঞকুণ্ড তার দুই কূলে॥
কদলী গুবাক নারিকেল আম্র আর।
দুই তীরে রোপিয়াছে শোভিত অপার॥
দুই কূলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি॥
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম॥
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ দোঁহে দিলা অনুমতি।
রথ হৈতে উঠিলেন চারি মহামতি॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ বৈসেন বৃক্ষমূলে।
সুমন্ত্র চালায় অশ্ব জাহ্নবীর কূলে॥
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা-অবশেষে।
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে॥
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি।
লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি॥
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিতে।
আমারে পাইলে লবে হরষিত চিতে॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুমন্ত্র সারথি।
মিত্রের বাটীতে আমি থাকি এক রাতি॥
কহিব শুনিব বাক্য দোঁহে দোঁহাকার।
বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার॥
নানাবিধ ফল খাব কদলী কাঁটাল।
সুরঙ্গ নারাঙ্গী আদি পাইব রসাল॥
রাম বনে যাইতে রহে সেই দেশে।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

—

শ্রীরামের সহিত গুহকের সন্দর্শন

জোড় হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি।
আমাকে কি আজ্ঞা কর করি অবগতি॥
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন।
রথ লৈয়া দেশে তুমি করহ গমন॥
তিন দিন রথে আসি পিতার আদেশে।
তিন দিন অতীত হইল যাও দেশে॥
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যানগর।
সকল কহিবা গিয়া পিতার গোচর॥
বৃদ্ধপিতা ছাড়ি আইলাম দেশান্তরে।
এমন দারুণ শোক কিমতে পাসরে॥
পিতৃসেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে।
কোথাও না দেখি হেন কোনজনে ঘটে॥
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে।
ভরতে আনিয়া রাজ্য করিবা হরষে॥
যতদিন ভরত এ কথা নাহি শুনে।
ততদিন রবে মাতামহের ভবনে॥
মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার।
আমা হেতু শোক যেন না করেন আর॥
রাত্রি-দিন সেবা যেন করেন পিতার।
মোরে পাসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার॥
পরিহার জানাইবে কৈকেয়ীর প্রতি।
তাঁর কিছু দোষ নাই, এই দৈবগতি॥
পিতার চরণে জানাইহ সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার॥
তুমি হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র-সারথি।
ইষ্ট-কুটুম্বের ঠাঞি জানাবে মিনতি॥
রামেরে সুমন্ত্র কহে করিয়া ক্রন্দন।
আর কতদিনে রাম পাব দরশন॥
বিদায় হইয়া যায় সুমন্ত্র কান্দিয়া।
অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া॥

সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত।
মন্ত্রণা করেন সীতা-লক্ষ্মণ-সহিত॥
হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভরত॥
সুমন্ত্র কহিবে রাখি শৃঙ্গবের পুরে।
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে॥
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে।
গঙ্গাপার হৈয়া চল যাই বনবাসে॥
গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
চিত্রকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম॥
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ।
ঝাট পার কর যেন সত্যে নহে ভঙ্গ॥
সাত কোটি নৌকা তার গুহক চণ্ডাল।
আনিল সোনার নৌকা সোনার কেরাল॥
গুহ বলে, করিলাম তরণী সাজন।
এক রাত্রি হেথায় বঞ্চহ তিন জন॥
এক রাত্রি থাকি রাম তোমার সহিত।
শ্রীরাম বলেন, মিত্র এ নহে উচিত॥
এখানে রহিতে আজি মনে শঙ্কা পায়।
ভরত আসিয়া পাছে প্রমাদ ঘটায়॥
ঝাট পার কর বন্ধু না কর বিলম্ব।
গুহ বলে, ঝাট পার করিব আরম্ভ॥
গুহের বাড়ীতে রাম করি অবস্থিতি।
বিদায় হইয়া যান চলি শীঘ্রগতি॥
প্রাতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন।
পার হইয়া কূলেতে উঠেন তিন জন॥
মাঝে সীতা, আগে পাছে দুই মহাবীর।
দুই ক্রোশ পথ বাহি যান গঙ্গাতীর॥
শ্রীরাম বলেন, ভরদ্বাজের নিকটে।
আজি বাসা করি গিয়া থাকি নিঃসঙ্কটে॥
মুনিগণে বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ॥
হেনকালে সেখানে গেলেন তিন জন।
তিন জনে বন্দিলেন মুনির চরণ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনি মহাশয়।
তিন জন তব ঠাঁই কহি পরিচয়॥
শ্রীদশরথের পুত্র মোরা দুই জন।
শ্রীরাম আমার নাম, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ॥
পিতৃসত্য পালিতে হয়েছি বনবাসী।
জনককুমারী সীতা সহিত প্রেয়সী॥
রাম-কথা শুনি মুনি উঠেন সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন শ্রীরামে॥
মুনি বলিলেন, তুমি বিষ্ণু-অবতার।
বিষ্ণু আরাধনে তপ করয়ে সংসার॥
যাঁর তপ আরাধন করে মুনিগণে।
সেই বিষ্ণু আইলেন আমার ভবনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লক্ষ্মী দেখি তিন জনে।
আপনারে ধন্য করি মানি এতদিনে॥
গঙ্গা-যমুনার মধ্যে আমার বসতি।
বনবাস বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি অযোধ্যা সন্নিধি।
অযোধ্যার লোকেরা আসিবে নিরবধি॥
এথা হৈতে কোন্ স্থান হয়ত নির্জ্জন।
যমুনার পারে সে অদ্ভুত হয় বন॥
কহ মুনি কোথায় করিব নিবসতি।
শুনি ভরদ্বাজ কহে শ্রীরামের প্রতি॥
যথা মুনিগণ বৈসে বটবৃক্ষ-তলে।
মৃগ পক্ষী বনজন্তু আছে কুতূহলে॥
নানা ফল মূল পাবে বড়ই সুস্বাদ।
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে বিষাদ॥
মুনি-সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ।
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ॥
এই দেশে নাহি রাম নৌকার সঞ্চার।
ভেলা বান্ধি যমুনায় হও তুমি পার॥

ত্রিশ হস্ত যমুনা আড়েতে পরিসর।
নিম্নেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর॥
এক রাত্রি রাম হেথা বঞ্চ তিন জন।
কালি তুমি যাইও মুনির তপোবন॥
এথা হৈতে তপোবন উভয় যোজন।
দুই প্রহরের মধ্যে যাবে তিন জন॥
সেইখানে শ্রীরাম বঞ্চেন এক রাতি।
বিদায় হইয়া রাম যান শীঘ্রগতি॥
উভয় বীরের হাতে দিব্য ধনুঃশর।
মধ্যে সীতা, দুই পার্শ্বে দুই বীরবর॥
অগ্রে রাম যান, পাছে শ্রীরাম-রমণী।
সজল জলদ সহ যেন সৌদামিনী॥

—

দশরথ রাজার মৃত্যু

দিবাকর-কিরণ-উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিল কাতরা অতি জনকদুহিতা॥
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তাঁর পায়ের অঙ্গুলি।
আতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলী॥
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন।
দেখিতে আইল পথে মুনিপত্নীগণ॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি।
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী॥
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম অগ্রে অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ, রক্ত ওষ্ঠাধর॥
সুন্দর বদন দেখি অতি মনোহর।
ধনুর্ব্বাণ করে উনি কে হন তোমার॥
নবীন কমল-মুখ ভ্রূভঙ্গ-রচিত।
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকশিত॥
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান, স্বামী ইনি যে আমার॥

কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে।
তবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে॥
তাহার গভীর জল পাতাল প্রমাণ।
রামের প্রভাবে হয় হাঁটুর সমান॥
না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মণ।
হাঁটুজল পার হয়ে অক্লেশে গমন॥
মুনির চরণ রাম বন্দেন তখন।
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত মন॥
বলিলেন, হে রাম, আপনি নারায়ণ।
তপস্বীর বেশে কেন আইলেন বন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি পিতার আদেশে।
বিপিনে করিব বাস তপস্বীর বেশে॥
তিনজন তথায় রহিলেন অক্লেশে।
এদিকে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে॥
ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগর।
জোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচর॥
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার ক'রে।
রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবের-পুরে॥
সেথা হৈতে আইলাম, রাজা তিন দিনে।
রাম সীতা লক্ষ্মণ রহেন সেই স্থানে॥
বিদায় দিলেন রাম মধুর বচনে।
প্রণিপাত জানালেন তোমার চরণে॥
রামের যেমন শীল তেমন বচন।
গর্জ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরি গর্জ্জে যেন ফণী।
কিছুমাত্র না বলিল সীতা-ঠাকুরাণী॥
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন।
পুরীর সহিত সবে করিল ক্রন্দন॥
সাত শত মহাদেবী রাজার রমণী।
কান্দিয়া বিকল সবে পোহায় রজনী॥
কেহ কারে না সান্ত্বায়, সবে অচেতন।
পূর্ব্বকথা রাজার যে হইল স্মরণ॥

কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্ব্বকথা।
মহাজন যা বলেন না হয় অন্যথা॥
মৃগয়া করিতে যাই সরযূর তীরে।
অন্ধ মুনির পুত্র কলসে জল ভরে॥
মম জ্ঞান, মৃগ-সব করে জলপান।
পূরিলাম শব্দমাত্র পাইয়া সন্ধান॥
ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বুকে।
প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে॥
কোন্ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্ জনে।
এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সে স্থানে॥
মুনিপুত্র বলে, রাজা পাড়িলা প্রমাদ।
আমারে মারিলে কি পাইয়া অপরাধ॥
অন্ধ মাতা-পিতা আমি পুষি রাতি দিনে।
বুড়াবুড়ী মরিবেক আমার মরণে॥
অন্ধ পিতা-মাতা আছে শ্রীফলের বনে।
আমা কোলে করি রাজা চল সেই স্থানে॥
যাবৎ আমার পিতা নাহি দেন শাপ।
আমা লইয়া চল তুমি যথা বৃদ্ধ বাপ॥
ইহা বিনা তব আর নাহি প্রতিকার।
এতেক বলিলা মোরে মুনির কুমার॥
অন্ধ বুড়াবুড়ী বসি আছে যেইখানে।
শিশুকোলে করি আমি গেলাম সে বনে॥
মুনি বলিলেন, রাজা বড়ই নির্দ্দয়।
কি দোষে মারিলে বল আমার তনয়॥
আমারে লইয়া চল সরযূর কূলে।
পুত্রের তর্পণ আমি করি সেই জলে॥
মুনিরে ধরিয়া নিলাম সরযূর নীরে।
পুত্রের তর্পণ করি শাপিল আমারে॥
পুত্রশোকে মরিয়া করিল স্বর্গবাস।
দেশে আইলাম আমি পাইয়া তরাস॥
সে মুনির বাক্য কভু না হয় খণ্ডন।
আজিকার রাত্রে রাণী আমার মরণ॥

সে অন্ধ মুনির শাপ ফলে অতঃপরে।
ছটফট করে রাজা মুখে বাক্য হরে॥
হাহাকার করি রাজা ত্যজিল জীবন।
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন॥
পুরীর সহিত কান্দি পোহায় রজনী।
রাজারে চিয়াতে গেল সাতশত রাণী॥
দুই দণ্ড বেলা হয় সূর্য্যের উদয়।
এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয়॥
অনন্তরে রাজারে করিল মৃত জ্ঞান।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তাঁর প্রাণ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি।
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রাণী॥
একে পুত্রশোকে রাণী পরম দুঃখিতা।
পতিশোকে ততোধিক হইলা মূর্চ্ছিতা॥
সত্যবাদী রাজা তুমি সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গে গেলে ত্যজিয়া শরীর॥
সত্য না লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুণ্যশ্লোক।
স্বর্গবাসী হয়ে এড়াইলে পুত্রশোক॥
রাজা স্বর্গে গেল আর রাম গেল বন।
দুই শোকে প্রাণ মোর থাকে কি কারণ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা তাপিনী।
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি॥
তোমারে বুঝাব কত নহে ত উচিত।
মৃত-হেতু কান্দ যত সব অনুচিত॥
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী।
তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম কর তুমি মহাদেবী॥
রাজাকে রাখহ করি তৈল-মধ্যগত।
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত॥
বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ।
প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্য-সমাজ॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
অরাজক হৈল রাজ্য বড় পাই ত্রাস॥

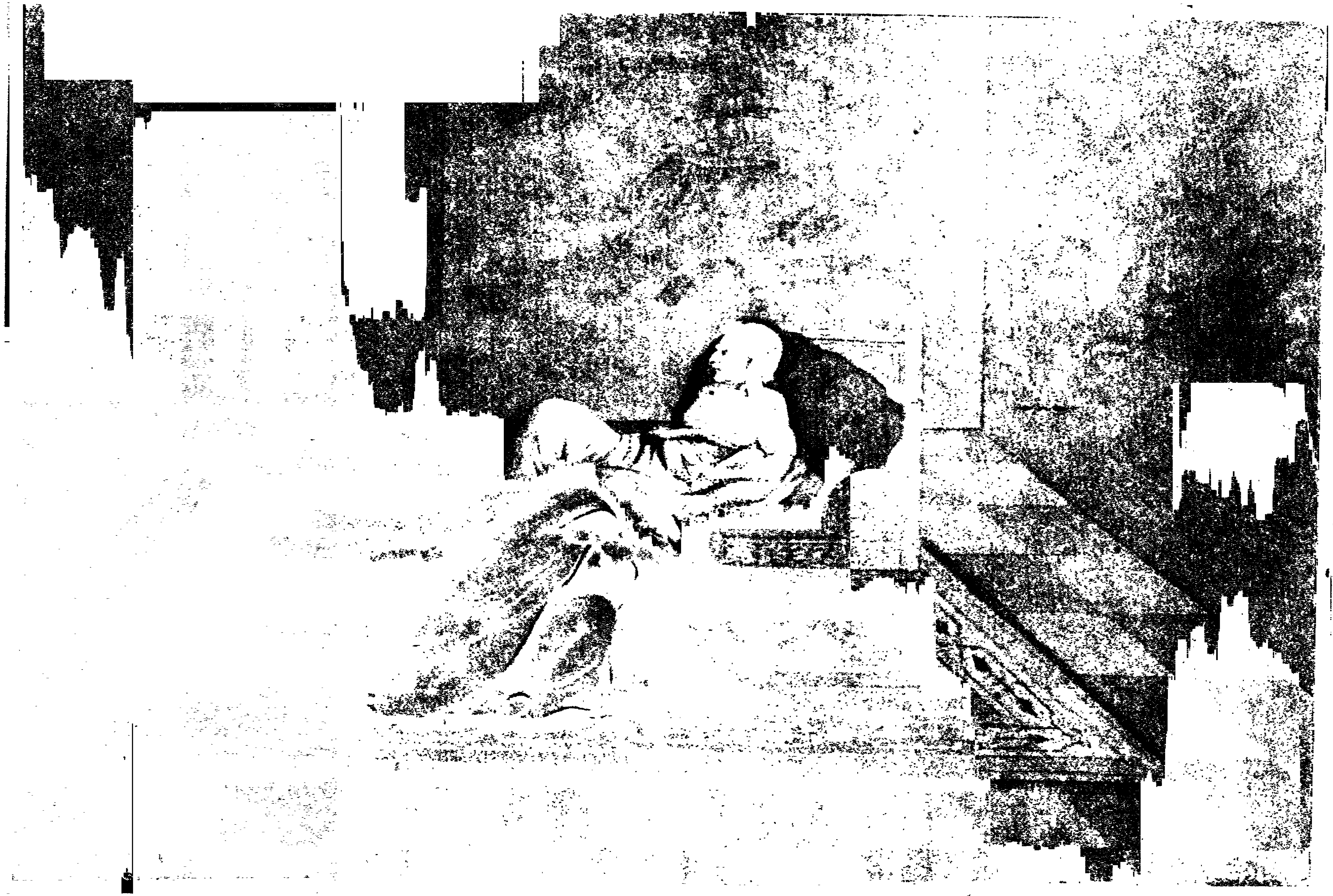

রাজা দশরথের অন্তিম শয্যা

অরাজক রাজ্যের সর্ব্বদা অকুশল।
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল ॥
অরাজক রাজ্যে বৃক্ষে নাহি ধরে ফল।
অরাজক রাজ্যে ধর্ম্ম সকলি বিফল ॥
অরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি হয়।
অরাজক রাজ্যে সর্ব্বক্ষণ দস্যুভয় ॥
অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হস্তী ছোটে।
অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোঠে ॥
অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা-চুরি।
অরাজক রাজ্য দেখি বড় ভয় করি ॥
অরাজক রাজ্যে অন্য নৃপতি গরজে।
অরাজক রাজ্যে প্রজালোক দুঃখে মজে ॥
অরাজক রাজ্যে না বরিষে পুরন্দর।
অরাজক রাজ্যের অশুভ বহুতর ॥
অরাজক রাজ্যে সদা হিতে বিপরীত।
অরাজক রাজ্যে থাকা অতি অনুচিত ॥
রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয়।
তাঁহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিত তাঁর ডরে।
রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে ॥
হেন রাজা বিনা রাজ্য করে টলমল।
রাজা হৈতে রাজ্যরক্ষা প্রজার কুশল ॥
রাজ্য দিতে ভরতেরে সর্ব্ব অঙ্গীকার।
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার ॥
ভরত আছেন মাতামহের বসতি।
দূত পাঠাইয়া তাঁরে আন শীঘ্রগতি ॥
রাজা স্বর্গগত, রাম গিয়াছেন বনে।
এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥
ভরতেরে না কহিবে এ-সব ঘটন।
তবে না করিবে সেহ দেশে আগমন ॥
মাতৃদোষ শুনিলে ভরত না আসিবে।
পিতৃশোকে মনোদুঃখে দেশান্তরী হবে ॥
ভরত মাতুলগৃহে অযোধ্যাপাসরা।
চারি পুত্র সত্ত্বে দশরথ বাসিমড়া ॥
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা বিশেষে।
চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে ॥
করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ভরতে আনিতে সবে চলিল ত্বরিত ॥
হস্তিনা নগরে গেল তৃতীয় দিবসে।
পরদিন গেল তারা কুরঙ্গের দেশে ॥
নীহারের রাজ্যে গেল ত্বরিত গমনে।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে ॥
রাত্রি-দিন সবে পথে চলিল সত্বর।
পুনবের রাজ্যে গেল দেখে মনোহর ॥
আড়িকূল দেশে গেল যেন সুরপুর।
কুকর্ম্মবর্জ্জিত লোক সুকর্ম্ম প্রচুর ॥
বলরেণু নদী পার হৈল সর্ব্বজন।
যার দুই কূলে বৈসে অনেক ব্রাহ্মণ ॥
নদ নদী কন্দর হৈল বহু পার।
বহু দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার ॥
গিরিরাজ দেশেতে কেকয় রাজা বৈসে।
উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে ॥
রাত্রিদিন পথশ্রমে হইয়া বিকল।
রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যস্থল ॥
ভরতের সঙ্গে নাহি হয় দরশন।
পথশ্রমে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী অধিষ্ঠান।
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড অমৃত সমান ॥

ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ করণানন্তর রামকে বন হইতে গৃহে আনিবার জন্য গমন এবং অযোধ্যায় পুনরাগমন

নিদ্রাগত ভরত পালঙ্কের উপর।
উঠেন কুস্বপ্ন দেখি সশঙ্ক অন্তর ॥

প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেওয়ানে।
আইল অমাত্যগণ তাঁর সম্ভাষণে॥
যথাযোগ্য নমস্কার করে পাত্রগণ।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করে শুভাশীর্ব্বচন॥
মিত্রগণ আসিয়া আলাপ করে কত।
ইতরে সন্তোষ করে ব্যবহার মত॥
ভরত বিষণ্ণ অতি মুখে নাহি শব্দ।
নিশ্বাস প্রবল বহে, রহে অতি স্তব্ধ॥
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ।
শুনিয়া ভরত বাক্য বলেন তখন॥
কুস্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি অবশেষে।
যেন চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়িল আকাশে॥
স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বন॥
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর।
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর॥
চারি ভাই আর পিতা এই পাঁচজন।
পাঁচের মধ্যেতে দেখি পিতার মরণ॥
ভরতের কথা শুনি সবাকার ত্রাস।
পাত্রমিত্র ভরতেরে করিছে আশ্বাস॥
দেখিয়াছ কুস্বপন নৃপতিকুমার।
শুনহ ভরত কহি তার প্রতীকার॥
দেবতার পূজা তুমি কর সাবধানে।
ব্রাহ্মণ দরিদ্রে তুষ্ট কর নানা দানে॥
ইহা বিনা ভরত নাহিক উপদেশ।
দান দ্বারা তোমার ঘুচিবে সর্ব্ব ক্লেশ॥
পাত্রমিত্র করিলেক এতেক মন্ত্রণা।
স্নান করি ভরত আনেন দ্রব্য নানা॥
পূজিলেন আগে দেব দিয়া উপহার।
করেন ভরত দান সকল ভাণ্ডার॥
ভরতের যত ছিল ধনের ভাণ্ডার।
দিলেন সকল দ্বিজে সীমা নাহি তার॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য, নাহি আর ধন।
তথাপি তাঁহার কিছু স্থির নহে মন॥
প্রবল প্রতাপশালী কেকয় ভূপতি।
দেওয়ানে বসিল গিয়া যেন সুরপতি॥
ভরত বসেন গিয়া ভূপতির পাশে।
অযোধ্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে॥
কেকয় রাজার প্রতি নোঙাইয়া মাথা।
ভরতের আগে দূত কহে সব কথা॥
আইলাম তোমাকে লইতে সর্ব্বজন।
ভরত ঝটিতে দেশ কর আগমন॥
রাজার নিশান দেখ হাতের অঙ্গুরী।
ঝাট চল, আমরা রহিতে না পারি॥
এক দণ্ড না রহিব আছে বড় কাজ।
ভরতেরে পাঠাও কেকয় মহারাজ॥
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ।
দেখিতে তোমায় বাঞ্ছা রাজার অশেষ॥
শুনিয়া ভরত কিছু না হন প্রতীত।
যত স্বপ্ন দেখিলাম সব বিপরীত॥
ভরত বলেন, বল পিতার মঙ্গল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল॥
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি॥
দূত বলে, রাজপুত্র সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল॥
প্রণাম করিয়া মাতামহের চরণে।
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে॥
হাতী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন।
অশন বসন আর নানা আভরণ॥
শত্রুঘ্ন ভরত দোঁহে চড়িলেন রথে।
কতশত সৈন্য চলে তাঁদের সহিতে॥
সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অবশেষে।
হেনকালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে॥

শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যায় সর্ব্বলোক বিরস বদন॥
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত।
প্রজালোক কান্দে কেন নহে হরষিত॥
অনেক দিনের পর আইলাম দেশে।
কাছে না আইসে কেহ, কেহ না সম্ভাষে॥
এত শুনি দূতগণ হেঁট করি মাথা।
কেহ নাহি কহে কোন ভালমন্দ কথা॥
অযোধ্যার সর্ব্বলোক আছে এ নিয়মে।
অশুভ সম্বাদ নাহি কহে কোনক্রমে॥
ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিস্ময়।
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয়॥
দেখিল নাহিক পিতা শূন্য নিকেতন।
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ॥
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে।
তথা তাঁর মৃতদেহ তৈলের ভিতরে॥
ভরত পিতার গৃহ শূন্যময় দেখি।
মায়ের আবাসে যান হয়ে মনোদুঃখী॥
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্ন-সিংহাসনে।
পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গণে॥
পুত্রের রাজত্বলাভে আছে মনসুখে।
ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে॥
ভরতেরে দেখিয়া ত্যজিল সিংহাসন।
ভরত করেন তাঁর চরণ-বন্দন॥
মুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র কৈল কোলে।
কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁরে কুতূহলে॥
কেকয় ভূপতি পিতা আছেন কুশলে।
কুশলে আছেন মম সোদর-সকলে॥
মঙ্গলে আছেন ভাল বিমাতা-সকল।
পিতৃরাজ্য রাজগিরি দেশের মঙ্গল॥
ভরত বলেন, মাতা না হও বিকল।
মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল॥
তোমার বান্ধব যত কেহ নাহি মরে।
সকল মঙ্গল তব জনকের ঘরে॥
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর।
আমি যে জিজ্ঞাসি তাহা কহ ত সত্বর॥
অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত।
সকলে বিষণ্ণ কেহ নহে হরষিত॥
চতুর্দ্দিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন।
আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন॥
পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে।
অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে॥
যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে।
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে॥
সত্যবাদী তব পিতা সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর॥
শূন্যরাজ্য আছে তব পিতার মরণে।
ভরত আছাড় খায়ে পড়েন সেক্ষণে॥
কাটিলে কদলী যেন ভূমেতে লোটায়।
ধূলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায়॥
মূর্চ্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে।
কান্দিয়া বিকল তাঁরে দেখি অন্যলোকে॥
কৈকেয়ী বলিল, পুত্র কর অবধান।
তোমার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি ভরত অন্তরে।
পিতা মাতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য করে।
ভরত বলেন, শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুইজন॥
মহারাজ রামেরে অর্পিয়া রাজ্যভার।
করিবেন আপনি কেবল সদাচার॥
এই সব যুক্তি পূর্ব্বে ছিল আমি জানি।
তাহার অন্যথা কেন কহ ঠাকুরাণী॥
অযুত বৎসর জানি পিতার জীবন।
নয় হাজার বর্ষে তাঁর মৃত্যু কি কারণ॥

রাজার মরণে তব নাহিক বিষাদ।
অনুমানে বুঝি তুমি করেছ প্রমাদ॥
রাজকন্যা কৈকেয়ী বাড়িছে নানা সুখে।
কত শত কথা বলে, যত আসে মুখে॥
রাম বনে গেলেন, লক্ষ্মণ তাঁর সাথে।
মনে কি করিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে॥
ভরত বলেন, কেন রাম যান বনে।
পরাণ বিদরে মাতা তোমার বচনে॥
হরিলেন কার ধন, কার বা সুন্দরী।
কোন্ দোষে হইলেন রাম বনচারী॥
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে॥
ভকতবৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
জনকজননী-প্রাণ গুণের সাগর॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ॥
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মাতৃঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
রাজা হয়ে রাজ্য কর বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে॥
ঘায়েতে লাগিলে ঘাত যেন বড় জ্বলে।
ভরত তেমতি জ্বালাতন হয়ে বলে॥
নিজ গুণ কহ মাতা আপনার মুখে।
আপনি মজিলে মাতা ডুবিলে নরকে॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন্‌খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে॥
তোর পিতা মাতামহ করে ধর্ম্মকর্ম্ম।
সে বংশেতে কেন হৈল রাক্ষসীর জন্ম॥
নিশাচরী হয়ে তুই হইলি মানুষী।
রঘুবংশ-ক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী॥
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুই কেন শ্রীরামে পাঠাইলি বন॥
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
পূর্ব্ব-জন্মে করিলাম কত কদাচার।
সেই পাপে তোর গর্ভে জনম আমার॥
মা হইয়া তনয়েরে দিলি এত শোক।
ইচ্ছা হয় কাটিয়া পাঠাই পরলোক॥
এমত রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথা।
তো হেন মাতায় বধি নাহি কোন ব্যথা॥
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে।
তেমনি করিতে বাঞ্ছা, কিন্তু মরি ডরে॥
রাম পাছে বর্জ্জেন বলিয়া মাতৃঘাতী।
তবে ত নরকে মম হবে নিবসতি॥
ভরত জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অন্য স্থলে॥
যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ॥
আইলেন শত্রুঘ্ন করিতে সম্ভাষণ।
ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন দুইজন॥
ভাই ভাই বলিয়া ভরত নিলেন কোলে।
দুজনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে॥
অনুমানে বুঝিলেন কুঁজীর এ ক্রিয়া।
কহিতে লাগিল দোঁহে কুপিত হইয়া॥
রামেরে দিলেন রাজা নিজ ছত্রদণ্ড।
কোথা হতে কুঁজী চেড়ী পড়িল পাষণ্ড॥
পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কুঁজী আইল সেইক্ষণ॥
শোভা পায় পট্টবস্ত্রে আর আভরণে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতা কুঁজী সুগন্ধ চন্দনে॥

মুক্তাহার শোভে তার কুঁজের উপর।
শ্রীরামের বনবাসে প্রফুল্ল-অন্তর ॥
এতেক প্রমাদ হবে কুঁজী নাহি জানে।
ভরতের নিকটে আইসে হৃষ্ট মনে ॥
হেনকালে দ্বারী বলে, শুনহ শত্রুঘ্ন।
এই কুঁজী হেতু বৃদ্ধ রাজার মরণ ॥
এই কুঁজী মজাইল অযোধ্যানগরী।
এই কুঁজী মরিলে সকল দুঃখে তরি ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, ভাই ইচ্ছা করে মন।
এখনি কুঁজীর আমি বধিব জীবন ॥
শত্রুঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে ফেলে ভূমিতলে ॥
হিঁচড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক হেন ঘুরাইয়া ফেলে ॥
মরি মরি বলে কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল, সে কৈকেয়ী-ঘরে ঢোকে ॥
কুঁজী বলে কৈকেয়ী করহ পরিত্রাণ।
ভরত শত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ ॥
শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকেয়ীর ঘরে।
চুল ধরি কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে ॥
তবু তার হার আছে কুঁজের শোভন।
ছিঁড়িয়া পড়িল যেন দীপ্ত তারাগণ ॥
তোর লাগি পিতা মরে, ভাই বনবাসী।
সৃষ্টিনাশ করিলি হইয়া তুই দাসী ॥
কৈকেয়ীর মুখ্যা দাসী, ধাত্রী ভরতের।
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল রক্তে এই কর্ম্মফের ॥
চুলে ধরি লয়ে যায় কুঁজে যায় ছড়।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড় ॥
চেড়ীরে মারিয়া পাছে প্রহারে আমায়।
এই ত্রাস মনে করি কৈকেয়ী পলায় ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, শুন কৈকেয়ী বিমাতা।
পলাইয়া নাহি যাও, কহি এক কথা ॥
সাতশত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ।
তুমি যে বলিতে তাই করিতেন বাপ ॥
রাজার মহিষী তুমি রাজার নন্দিনী।
তোমা সম দুর্ভাগা স্ত্রী না দেখি না শুনি ॥
শচীর অধিক সুখ বলে সর্ব্বলোকে।
আমি কি মারিয়া মাতা ডুবিব নরকে ॥
দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতল।
দোষ অনুরূপ আমি কি বলিব ফল ॥
যদি তোমা বধি প্রাণে দুঃখ নাহি ঘুচে।
মাতৃ-বধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে ॥
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মর এই শোকে ॥
চুলে ধরি চেড়ীর মাটিতে মুখ ঘষে।
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে ॥
বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা।
মুদ্গরের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পা'র মলা ॥
একে ত কুৎসিতা কুঁজী তায় হৈল খোঁড়া।
সর্ব্ব গায়ে ছড় গেল যেন রক্তবোড়া ॥
অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাসমাত্র আছে।
ভরত ভাবেন নারীহত্যা হয় পাছে ॥
বারে বারে ভরত বলেন সুবচন।
নারীহত্যা হয় পাছে শুনরে শত্রুঘ্ন ॥
রক্তচর্ম্ম নাহি আর অস্থিমাত্র সার।
নারীবধ হয় পাছে, না মারিহ আর ॥
নারীহত্যা মহাপাপ শুনহ শত্রুঘ্ন।
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জ্জন ॥
মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে।
এত শুনি শত্রুঘ্ন ছাড়িল সে কুঁজীরে ॥
লইলেন কুঁজীরে কৈকেয়ী-বিদ্যমান।
এতেক প্রহারে তার রহিল পরাণ ॥
ভরত বলেন, ভাই দেব-সব জানে।
এতেক হইবে ভাই জানিব কেমনে ॥

রামেরে দিলেন পিতা রাজসিংহাসন।
কে জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ ॥
সংসারের সার ভুঞ্জে তবু নাহি আঁটে।
রাজার মহিষী কভু চেড়ীবাক্যে খাটে ॥
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন, তিনি না করিবেন রোষ।
আপনি জানেন মাতা যার যত দোষ ॥
ভরত শত্রুঘ্ন হেথা করেন রোদন।
কৌশল্যা বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ ॥
ভরত শত্রুঘ্ন গিয়া, ভাই দুই জন।
করিলেন কৌশল্যার চরণ বন্দন ॥
পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে ॥
কৌশল্যা কহেন, শুন কৈকেয়ী-নন্দন।
মায়ে-পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন ॥
কালি রাজা হবে রাম, আজি অধিবাস।
হেনকালে তব মাতা দিল বনবাস ॥
হরিল কাহার ধন রাম, কার নারী।
কোন্ দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী ॥
আমারে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা।
পাঠাও রামের কাছে, শিরে ধরি জটা ॥
দুঃখভাগী যেই জন সেই পায় দুখ।
মায়ে-পোয়ে ভরত ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ ॥
কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে।
রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে ॥
মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে।
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ॥
রাজা যদি প্রজা পীড়ে না করে পালন।
আমারে করুন বিধি সে পাপ-ভাজন ॥
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে।
সেই পাপে পাপী হয়ে ডুবিব নরকে ॥
বিদ্যা পাইয়া গুরুকে যে না করে সেবন।
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেয় যেই জন ॥
আপনা বাখানে যেবা পরনিন্দা করে।
সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে ॥
স্থাপ্যধন হরণেতে যে হয় পাতক।
তত পাপে পাপী হয়ে ভুঞ্জিব নরক ॥
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই।
ইহ-পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ॥
শপথ করেন এত ভরত তখন।
কৌশল্যা বলেন, পুত্র জানি তব মন ॥
রামের হৃদয় ধর্ম্মে যেমন তৎপর।
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর ॥
চৌদ্দ বর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ।
ততদিন মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ ॥
মৃতদেহ আছে ঘরে বড় পাই লাজ।
শীঘ্র কর ভরত পিতার অগ্নিকাজ ॥
পিতৃশোকে ভ্রাতৃশোকে মায়ের কুযশ।
ভরত করেন খেদ রজনী-দিবস ॥
আমা হেতু পিতা মরে, ভ্রাতা বনবাসী।
এতেক জানিলে কি দেশেতে আমি আসি ॥
বশিষ্ঠ বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কত এ নহে উচিত ॥
সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
তাঁহার কারণে কান্দ, হয় পুণ্য নাশ ॥
রাম হেন পুত্র যাঁর গুণের নিধান।
কে বলে মরিল রাজা, আছে বিদ্যমান ॥
এইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি।
ভরত না কহে কিছু, কহে খেদবাণী ॥
কিমতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে।
কিমতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে ॥
কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি।
দুই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি ॥

শশধর যেমন হইল মেঘাচ্ছন্ন।
বিবর্ণ ভরত অতি তেমনি বিষণ্ণ ॥
পাত্র মিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরোহিত।
পিতার নিবাসে যান বশিষ্ঠ-বেষ্টিত ॥
সাতশত রাণী তারা শোকেতে নিরাশ।
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার নিবাস ॥
ভরত বলেন, পিতা এই সব গতি।
উঠিয়া সম্ভাষা কর ভরতের প্রতি ॥
তোমারে দেখিতে আসিয়াছে পুরীজন।
উঠিয়া সবারে কহ প্রবোধ বচন ॥
মাতৃদোষে আমা সহ না কহ বচন।
যদি থাকে অপরাধ কর বিমোচন ॥
বশিষ্ঠ বলেন, ত্যজ ভরত ক্রন্দন।
পিতৃ-অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ ॥
পিতৃকার্য্যে জ্যেষ্ঠ তনয়ের অধিকার।
রাম দেশে নাহি, তুমি করহ সৎকার ॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভারে।
ঘৃত মধু কুম্ভ পূরি আনিল সত্বরে ॥
মুকুতা প্রবাল আনে বহুমূল্য ধন।
চতুর্দ্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
চতুর্দ্দোলে চড়াইল রাজারে সত্বর ॥
অযোধ্যানগরে যত স্ত্রী পুরুষ আছে।
শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের কাছে ॥
তৈলের ভিতরে আছিলেন মহারাজা।
সরযুর তীরে লয়ে যায় বন্ধু প্রজা ॥
তাঁরে স্নান করাইল সরযূর জলে।
দেখিয়া কাতর অতি হইল সকলে ॥
শুক্ল বস্ত্র পরাইল সুন্দর উত্তরী।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিল সুগন্ধি কস্তূরী ॥
নানাবিধ কুসুমের মাল্য মনোহর।
যথাস্থানে দিল তাঁর গলার উপর ॥
চিতার উপর লয়ে করায় শয়ন।
হেঁটে ঊর্দ্ধে কাষ্ঠ দিল অগুরু চন্দন ॥
তিন লক্ষ ধেনু দান করেন ভরত।
রাজার সম্মুখে আনি যথাশাস্ত্র মত ॥
পিতারে করেন দাহ ঘৃতের অনলে।
করিলেন তর্পণাদি সরযুর জলে ॥
তর্পণ করিয়া পিণ্ড দিয়া নদী-পাড়ে।
ভরত মূর্চ্ছিত হয়ে মৃত্তিকাতে পড়ে ॥
ভরত বলেন, সবে যাহ নিজ দেশ।
পিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ ॥
পিতা পরলোকগত ভ্রাতা গেল বনে।
দেশেতে যাইব আমি কোন্ প্রয়োজনে ॥
বশিষ্ঠ বলেন, হে ভরত যুক্তি নয়।
জন্মিলে মরণ আছে এ কথা নিশ্চয় ॥
মরণকে এড়াইতে না পারে সংসার।
মরিলে আবার জন্ম হয় আরবার ॥
সকলে মরেন, কেহ নহে ত অমর।
ক্রন্দন সম্বর হে ভরত চল ঘর ॥
শূন্যরূপা আছে অদ্য অযোধ্যানগরী।
ভরতেরে নিলেন বশিষ্ঠ রাজপুরী ॥
কান্দিয়া ভরত পোহাইলেন রজনী।
বিলাপ করেন সদা কোথা রঘুমণি ॥
ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ দান।
নানা দান করেন সে শাস্ত্রের বিধান ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর পুরী ভূমি গ্রাম।
বিবিধ বসন শাল আর শালগ্রাম ॥
বিপ্রে দান দেন সোনা সাত লক্ষ তোলা।
ধেনু দান করিলেন সোনার মেখলা ॥
ত্রি-অশীতি লক্ষ মণ সোনার ভাণ্ডার।
বিতরণ করিলেন, ধন নাহি আর ॥
অষ্টাশীতি লক্ষ ধেনু করিলেন দান।
পৃথিবীতে দাতা নাহি ভরতসমান ॥

যত যত রাজা হৈল চন্দ্রসূর্য্যকুলে।
হেন দান কেহ কোথা না করে ভূতলে॥
সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ নিবারিল দান।
পাত্র মিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান॥
আসমুদ্র রাজ্য আর অযোধ্যানগরী।
দিয়া রাজা তোমারে গেলেন স্বর্গপুরী॥
পিতৃদত্ত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ।
রাজা হৈয়া কর তুমি প্রজার পালন॥
তোমা বিনা রাজকর্ম্ম অন্যে নাহি সাজে।
তুমি রাজা না হইলে পিতৃরাজ্য মজে॥
ভরত বলেন, পাত্র না বলিবা আর।
জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥
রাজা হৈয়া আমি যদি বসি রাজপাটে।
মায়ের যতেক দোষ আমাতে সে ঘটে॥
রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই।
রামেরে করিব রাজা চল তথা যাই॥
যত অভিষেকদ্রব্য লহ রাজ্যখণ্ড।
তথা গিয়া রামেরে অর্পিব ছত্রদণ্ড॥
রামে রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে।
রামের বদলে আমি যাই বনবাসে॥
সমান করাহ যত উচ্চ নীচ বাট।
সুখে পথে যায় যেন ঘোড়া হাতি ঠাট॥
ভরতের আজ্ঞায় সকলে পড়ে তাড়া।
ভরতে বলেন সবে হাত করি জোড়া॥
তোমার যতেক দোষ ঘুষিবে সংসারে।
কৈকেয়ীর অপযশ ভারত-মাঝারে॥
ভালমন্দ সকলি হেথায় বিদ্যমান।
মায়ের হইল নিন্দা, পুত্রের বাখান॥
ভরত বলেন, আর তোমরা না বল।
হাতি ঘোড়া কটক সমেত সবে চল॥
ঘোড়া হাতি রথ চলে সাজায়ে সারথি।
ভরত আনিতে রামে যায় শীঘ্রগতি॥
দাস দাসী চলিল রাজার যত নারী।
ছোট বড় সকল চলিল অন্তঃপুরী॥
শ্রীরামে আনিতে যায় সকল কটক।
বাল বৃদ্ধ কেহ কার না মানে আটক॥
অনন্ত সামন্ত চলে বৃদ্ধ সেনাপতি।
ভরতের মতে চলে বহু রথ রথী॥
কৌশল্যা সুমিত্রা যান উভয় সতিনী।
আর সবে চলিল রাজার যত রাণী॥
বশিষ্ঠাদি করিয়া যতেক মুনিগণ।
রাজ্যসুদ্ধ চলিল সকল পুরীজন॥
কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে॥
কতদূর গিয়া পথ হইল দেয়ান।
বলিলেন, বশিষ্ঠ ভরত-বিদ্যমান॥
যত্ন করি আপনি বিধাতা যদি আইসে।
রামেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে॥
রামেরে আনিতে কেন করিলা উদ্যোগ।
না পারিবে আনিতে কেবল দুঃখভোগ॥
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
পিতা দিল রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ॥
ভরত বলেন, মুনি তুমি পুরোহিত।
পুরোহিত হয়ে কেন করহ অহিত॥
তোমার চরণে মোর শত নমস্কার।
হেন অমঙ্গল বাক্য না কহিও আর॥
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর।
রামেরে আনিয়া আমি দিব রাজ্যভার॥
প্রবোধিয়া ভরতেরে না পারে রাখিতে।
শ্রীরাম স্মরিয়া যান ভরত ত্বরিতে॥
আছেন যমুনা-পারে রাম বনবাসে।
ভরত গেলেন তথা শৃঙ্গবের দেশে॥
পৃথিবী জুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়।
গঙ্গাতীরে বসি গুহ করে অভিপ্রায়॥

কোন্ রাজা আইসে সমর করিবারে।
আপনার ঠাট গুহ এক-ঠাঁই করে॥
চিনিলেক বিলম্বে সে অযোধ্যার ঠাট।
আপন কটকে গুহ আগুলিল বাট॥
গুহ বলে, দেখি ভরতের সেনাগণ।
শ্রীরামের সহিত করিতে আসে রণ॥
পরাইয়া বাকল সে পাঠাইল বনে।
রাজ্যখণ্ড নিল তবু ক্ষমা নাহি মনে॥
সাজ রে চণ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চড়া।
বিষম শরেতে মুই কাটি হাতি ঘোড়া॥
সর্ব্ব সৈন্য কাটিয়া করিব ভূমিগত।
দেশে বাহড়িয়া যেন না যায় ভরত॥
মার মার বলিয়া দগড়ে দিল কাটি।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি॥
শুন রে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হও নাই।
আসিয়াছে ভরত রামের ছোট ভাই॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসী কলসী।
অমৃতসমান ফল আন রাশি রাশি॥
নারিকেল গুবাক কদলী আম্র আর।
দ্রাক্ষা-ফল পনস আনহ ভারে ভার॥
ভাল মৎস্য আন সবে রোহিতা চিতল।
শিরে বোঝা কান্ধে ভার বহ রে সকল॥
যদ্যপি ভরত করে শ্রীরামেরে রাজা।
ভালমতে কর তবে শ্রীরামের পূজা॥
ভরত আসিয়া থাকে শত্রুভাবে যদি।
ভরতের ঠাট কাটি বহাইব নদী॥
সাতপাঁচ গুহক ভাবিছে মনে মন।
হেনকালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন॥
আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভরত।
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন্ পথ॥
গুহ বলে, হেথা দেখা না পাবে ভরত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বহুদূর গত॥
ভরতেরে তবে গুহ নোঙাইল মাথা।
ভেট দিয়া গুহ তাঁরে কহে সব কথা॥
গুহ বলে, ঠাট তব বনের ভিতরে।
আজ্ঞা কর থাকুক অতিথি-ব্যবহারে॥
ভরত বলেন, ঠাট আছে অনশন।
যাবৎ রামের সনে নহে দরশন॥
যে দেখি গঙ্গার ঢেউ পড়িনু প্রমাদে।
তুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে॥
গুহ বলে, আমার কটক পথ জানে।
কটক সহিত আমি যাই তব সনে॥
তোমার বচনে আমি না পাই প্রতীত।
মনে তোলপাড় করি দেখি বিপরীত॥
কোন্ রূপ ধরি আইলা ভাই দরশনে।
সাজন কটক দেখি ভয় হয় মনে॥
ভরত বলেন, মন না জান আমার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
রাম বিনা রাজত্ব লইতে অন্যে নারে।
রাজ্যসহ আইলাম রামে লইবারে॥
গুহ বলে, ধন্যবাদ তোমারে আমার।
তব যশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
তোমা হেন ধন্য ভাই রঘুনাথ মিত্র।
রঘুবংশ ধন্য তুমি করিলা পবিত্র॥
ভরত বলেন, শুন চণ্ডালের রাজা।
কতদিন শ্রীরামের করিলা হে পূজা॥
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে।
বল গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন্ দেশে॥
গুহ বলে, এখানে ছিলেন দুই রাতি।
দুই রাতি এক ঠাঞি ছিলাম সংহতি॥
লক্ষ্মণ রামের ভক্ত সেবে রাত্র-দিনে।
ধনুঃশর হাতে করি থাকে সর্ব্বক্ষণে॥
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া চিন্তিলেন মনে।
হেথা ভরতের হাত এড়াব কেমনে॥

হেথা হৈতে যাই আমি অন্য কোন স্থলে।
ভরত না দেখা পাবে যেখানে থাকিলে ॥
এই পথে তাঁহারা গেলেন মহাবনে।
গঙ্গাপার করিয়া রাখিনু তিন জনে ॥
গুহ-স্থানে পাইয়া সকল সমাচার।
সেই পথে গমন হইল সবাকার ॥
তাহা এড়ি ভরত কতক দূরে গেলে।
তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে ॥
তদুপরি শুইলেন রাম বনবাসী।
তৃণ-লগ্ন আছে পট্ট কাপড়ের দশী ॥
কাপড়ের দশীতে স্খলিত আভরণ।
ঝিকিমিক করে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥
তাহা দেখি ভরত চিন্তেন সকাতরে।
কেমনে শুইলা প্রভু খড়ের উপরে ॥
কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা, কেমনে জানকী।
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভরত ভূতলে।
সুমন্ত্র ধরিয়া তাঁরে লইলেক কোলে ॥
ভরত উভয় শোকে হইল অজ্ঞান।
ভরতের ক্রন্দনেতে বিদরে পাষাণ ॥
অনেক প্রবোধবাক্যে উঠেন ভরত।
শ্রীরামের শোকে দুঃখ পান অবিরত ॥
ঘোড়া হাতি পদাতিক সাতশত রাণী।
উপবাসে সেইখানে বঞ্চিল রজনী ॥
প্রভাতে ভরত যান মহাকোলাহলে।
কটক সমেত রহে জাহ্নবীর কূলে ॥
গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে।
নৌকা আনি পার করে গঙ্গার তরঙ্গে ॥
বহু কোটি নৌকার গুহক অধিপতি।
আনাইয়া তরণী ছাইল ভাগীরথী ॥
তরণী মানুষে গঙ্গা পূর্ণ দুই কূলে।
হইল কটক গঙ্গা-পার এক তিলে ॥
হইল সামন্ত সৈন্য শীঘ্র নদী পার।
তার পর ঘোড়া হাতি কটক অপার ॥
সাজন নৌকায় পার হন যত রাণী।
পরে পার হইলেন সাত অক্ষৌহিণী ॥
গুহ বলে, আমার সেখানে নাহি কার্য্য।
বিদায় করহ আমি যাই নিজ রাজ্য ॥
ফিরিয়া যখন দেশে করিবা গমন।
আমারে আপন জ্ঞানে করিবা স্মরণ ॥
ভরত বলেন, গুহ শ্রীরামের মিত।
করিতে তোমার পূজা আমার উচিত ॥
যাঁরে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম।
তাঁহারে উচিত হয় করিতে প্রণাম ॥
আপনি ভরত তাঁরে দেন আলিঙ্গন।
সুগন্ধি চন্দন দেন বহুমূল্য ধন ॥
প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের উদ্দেশে ॥
মাধব তীর্থের কাছে আছে সেই পথ।
তাহারে দক্ষিণ করি চলেন ভরত ॥
হস্তী ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া সেই স্থানে।
অল্প লোকে গেলেন ভরত তপোবনে ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি আছেন বসিয়া।
ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়া ॥
আমি রাজতনয়, ভরত মম নাম।
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ মম, জ্যেষ্ঠ হন রাম ॥
রামের উদ্দেশে আমি আসিয়াছি বন।
কহ মুনি কোথা তাঁর পাব দরশন ॥
জিজ্ঞাসেন মুনি তাঁরে, কোথা আগমন।
একেশ্বরে আসিয়াছ, না বুঝি কারণ ॥
কটক-সকল তুমি রাখিয়াছ পথে।
কোন্ ভাবে আসিয়াছ না পারি বুঝিতে ॥
ভরত বলেন, আমি কপট না জানি।
ধ্যান করি মুনি সব জানহ আপনি ॥

সর্ব্বসুদ্ধ আইলে আশ্রমে হবে ক্লেশ।
তেকারণে সৈন্য মম বাহিরে অশেষ॥
সকল কটক মম সাত অক্ষৌহিণী।
কোন্‌খানে রবে ঠাট ভয় করি মুনি॥
তোমার পীড়াতে মুনি করি বড় ভয়।
অন্য সব বাহিরে আছয়ে মহাশয়॥
রাজ্যসুদ্ধ আসিয়াছে অযোধ্যানগরী।
রামেরে লইয়া যাব এই বাঞ্ছা করি॥
অতিশয় শ্রান্ত সৈন্য পথ-পরিশ্রমে।
কোন্‌খানে রবে ঠাট তোমার আশ্রমে॥
ভরতের কথা শুনি আজ্ঞা দেন মুনি।
আপন ইচ্ছায় আন যত অক্ষৌহিণী॥
দিব্যপুরী দিব আমি, দিব দিব্য বাসা।
অতিথি সবায় আমি করিব জিজ্ঞাসা॥
ভরত বলেন, দেখি খান-কত ঘর।
কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর॥
ভরতের কথাতে কহেন হাসি মুনি।
প্রয়োজন যত ঘর পাইবা আপনি॥
কটক আনিতে যান ভরত আপনি।
এথা চমৎকার করে ভরদ্বাজ মুনি॥
যজ্ঞশালে গিয়া মুনি ধ্যান করি বৈসে।
যখন যাহারে ডাকে তখনি সে আইসে॥
বিশ্বকর্ম্মা প্রথমতঃ হয় আগুয়ান।
অপূর্ব্ব পুরীতে হয় আশ্রম নির্ম্মাণ॥
মুনি বলে, বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন।
নির্ম্মাণ করহ যেন মহেন্দ্র-ভুবন॥
অশীতি যোজন করে পুরীর পত্তন।
সোনার আবাস-ঘর করিল গঠন॥
সোনার প্রাচীর আর সোনার আওয়ারী।
সোনার বান্ধিল ঘাট দীঘি সারি সারি॥
পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবর।
শ্বেতপদ্ম নীলপদ্ম শোভে নিরন্তর॥
করিল সোনার বাটা সোনার ডাবর।
কস্তূরী কুঙ্কুম রাখে গন্ধ মনোহর॥
যত যত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
যোগবলে মুনি আনাইল সেই স্থলে॥
সাতশত নদী আর নদ যত ছিল।
সেখানে প্রভাস আদি যমুনা আইল॥
আইল নর্ম্মদা নদী কৃষ্ণা গোদাবরী।
আইল ভৈরব সিন্ধু গোমতী কাবেরী॥
সরযু-তনয়া নদী আর মহানদ।
তর্পণে যাঁহার জলে পায় মোক্ষপদ॥
কালিন্দী পুষ্কর নদী আইল গণ্ডকী।
শ্বেতগঙ্গা স্বর্গগঙ্গা আইল কৌশিকী॥
ইক্ষুরস নদী আইল সুগন্ধি সুস্বাদ।
মধুরস নদী আইল ঘুচে অবসাদ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি রহে চারিভিতে।
ঘৃতনদী বহিয়া আইসে শুধু ঘৃতে॥
সাতশত নদী তথা অতি বেগবতী।
আইলেন আশ্রমে আপনি ভাগীরথী॥
ভরদ্বাজ ঠাকুরের তপস্যা বিশাল।
আইলেন সর্ব্বদেব দশদিক্‌পাল॥
দেবকন্যা লইয়া আইল পুরন্দরে।
যে কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে॥
হেমকূট দেখি যেন সূর্য্যের কিরণ।
আছুক অন্যের কাজ ভুলে মুনিগণ॥
আইলেন কুবের ধনের অধিকারী।
সোনার বাসন থালে আলো করে পুরী॥
সুমেরু পর্ব্বত হৈতে আইল পবন।
মলয়ের বায়ুতে সবার হরে মন॥
আইলেন সুধাকর সুধার নিধান।
পরম কৌতুকে সবে করে সুধাপান॥
আইলেন অগ্নি আর জলের ঈশ্বর।
শনি আদি নবগ্রহ সঙ্গে দিবাকর॥

মরুদ্গণ বসুগণ কেবা কোথা রয়।
আইল সকল দেব মুনির আলয়॥
তুম্বুরু নারদ আদি স্বর্গের গায়ক।
আইল নর্ত্তকী কত, কত বা নর্ত্তক॥
দেবতুল্য হইল যে ইন্দ্রের নগরী।
ভরদ্বাজ-আশ্রম হইল স্বর্গপুরী॥
হেনকালে সৈন্যসহ ভরত আইসে।
এতেক করিল মুনি চক্ষুর নিমিষে॥
নিরখিয়া ভরতের লাগিল বিস্ময়।
তখন মন্ত্রণা করে স্বর্গে দেবচয়॥
ভরতের সঙ্গে যদি রাম যান দেশে।
দেবগণ মুনিগণ মরিবেন ক্লেশে॥
রাম দেশে গেলে নাহি মরিবে রাবণ।
সাধুলোক-সকলের নিতান্ত মরণ॥
যেরূপে না যায় রাম অযোধ্যাভুবন।
তেমন করহ যুক্তি মরুক রাবণ॥
দেবগণ মুনিগণ করেন মন্ত্রণা।
ভুবনমণ্ডল ঘেরে রহে সর্ব্বজনা॥
যার যোগ্য যে-আবাস যায় সেই জন।
যে-দিকে যে চাহে তার তাহে রহে মন॥
মাখিয়া সুগন্ধি তৈল স্নান করিবারে।
কেহ যায় নদীতে, কেহ বা সরোবরে॥
কোন পুরুষেতে গঙ্গা যে-জন না দেখে।
করে স্নান তর্পণ সে পরম কৌতুকে॥
হস্তী ঘোড়া কটক চলিল সুবিস্তর।
জলকেলি করে সবে গিয়া সরোবর॥
ভরদ্বাজ মুনির কি অপূর্ব্ব প্রভাব।
কত নদী আশ্রমে আপনি আবির্ভাব॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন॥
বহুবিধ পরিচ্ছদ পরে সৈন্যগণ।
যার যাতে বাসনা পরিল আভরণ॥
সবার সমান বেশ সমান ভূষণ।
কেবা প্রভু কেবা দাস নাহি নিরূপণ॥
ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটি।
স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটি॥
স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি।
স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি॥
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায়॥
নির্ম্মল কোমল অঙ্গ যেন যূথীফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হইল ভুল॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ॥
কণ্ঠাবধি পেট হৈল, বুক পাছে ফাটে।
আচমন করি ঠাট কষ্টে উঠে খাটে॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত।
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় কুহু গীত॥
মধুকর মধুকরী ঝঙ্কারে কাননে।
অপ্সরারা নৃত্য করে আনন্দিত মনে॥
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেথাই॥
এত সুখ কেহ নাহি পায় এ সংসারে।
যে যায় সে যাক, আমি না যাইব ঘরে॥
এত সুখ করে ঠাট ভরত না জানে।
রামের চরণ বিনা অন্য নাহি জ্ঞানে॥
এতেক করেন মুনি ভরত কারণ।
ভরত ভাবেন মাত্র রামের চরণ॥
প্রভাতে ভরত গিয়া মুনিরে জিজ্ঞাসে।
ছিলাম পরম সুখে তোমার নিবাসে॥
কহ মুনি কোথা গেলে পাইব শ্রীরাম।
উপদেশ দিয়া পুরাও হে মনস্কাম॥

চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎকার
কাশীনরেশের সম্পত্তি একখানি পুরাতন তুলসীকৃত রামায়ণ হইতে

মুনি বলে, জানিলাম ভরত তোমারে।
তব তুল্য ভক্ত আমি না দেখি সংসারে ॥
বর মাগ ভরত, আমি হে ভরদ্বাজ।
যারে যেই বর দিই সিদ্ধ হয় কাজ ॥
ভরত বলেন, মুনি অন্যে নাহি মন।
বর দেহ শ্রীরামের পাই দরশন ॥
মুনি বলে, শ্রীরামেরে জানি সবিশেষ।
দেখা পাবে কিন্তু রাম না যাবেন দেশ ॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে আছেন রঘুবীর।
তথা গেলে দেখা পাবে এই জান স্থির ॥
অন্য অন্য মুনিগণ দিল তাহে সায়।
ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূটে যায় ॥
দশদিক্ হইল ধূলায় অন্ধকার।
হইল ভরতসৈন্য যমুনায় পার ॥
রামের সন্ধান পেয়ে প্রফুল্ল কটক।
বায়ুবেগে চলে সবে না মানে আটক ॥
যত হয় চিত্রকূট পর্ব্বত নিকট।
তত তথাকার লোক ভাবয়ে বিকট ॥
চিত্রকূটপর্ব্বতনিবাসী মুনিগণ।
শ্রীরামের সহবাসে সদা হৃষ্টমন ॥
সৈন্য-কোলাহল শুনি সভয় অন্তরে।
রক্ষা কর রামচন্দ্র, বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন উপনীত।
সবার তপস্বী-বেশ অযোধ্যা সহিত ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা ॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে, লক্ষ্মণ বাহির ॥
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে ॥
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথপর্য্যটনে অতি মলিনশরীর ॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে ॥
পরস্পর সম্ভাষা করেন সর্ব্বজন।
যথাযোগ্য আলিঙ্গন পদাদি বন্দন ॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ॥
বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার ॥
চল প্রভু অযোধ্যার লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা-অনুসার ॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত ॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যায় যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ ॥
থাকুক সে-সব কথা শুনিব সকল।
বলহ ভরত আগে পিতার কুশল ॥
বশিষ্ঠ কহেন রাম না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয় ॥
শুনি মূর্চ্ছাগত রাম জানকী লক্ষ্মণ।
ভূমিতে লুঠিয়া বহু করেন রোদন ॥
বশিষ্ঠ বলেন, বলি ব্যবস্থা ইহাতে।
তিন দিন তোমার অশৌচ শাস্ত্রমতে ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে জ্যেষ্ঠের অধিকার।
তিন দিন গেলে শ্রাদ্ধ করিবা রাজার ॥
সকল ভাণ্ডার আছে ভরতের সাথে।
লহ ধন, কর ব্যয় প্রয়োজন-মতে ॥

সম্বর সম্বর শোক রাম মহামতি।
তোমা বুঝাইতে পারে আছে কোন্ কৃতী॥
সত্য হেতু ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
রোদন করিয়া কেন পুণ্য কর নাশ॥
ছিলেন তৈলের মধ্যে মৃত মহারাজ।
ভরত আসিয়া করিলেন অগ্নিকাজ॥
আরো যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া ভরত।
কত শত দান করিলেন অবিরত॥
তাঁহার দানের কথা শুনি পরিপাটী।
একৈক ব্রাহ্মণে দেন ধন এক কোটী॥
যত যত রাজা হইলেন চরাচরে।
ভরতসমান দান কেহ নাহি করে॥
শ্রীরাম বলেন, হে বশিষ্ঠ পুরোহিত।
আজ্ঞা কর পিতৃশ্রাদ্ধ করি যে বিহিত॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা চলেন ত্বরিত।
হইলেন ফল্গুনদী-তীরে উপনীত॥
সকলে সলিলে স্নান করিল তখন।
করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ॥
স্নান করি তীরেতে বসেন তিন জন।
তখন বলিল সবে আত্মবন্ধুগণ॥
যথা রাম তথা হয় অযোধ্যা নগরী।
রামচন্দ্রে বেড়িয়া বসিল সব পুরী॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
আয়ু-সত্ত্বে পিতা মরিলেন কি কারণ॥
অযুত বৎসর লোক সূর্য্যবংশে জীয়ে।
কাল পূর্ণ না হইতে মৃত্যু কি লাগিয়ে॥
বশিষ্ঠ বলেন, রাজা গিয়া পরলোকে।
রক্ষা পাইলেন রাম তোমা পুত্রশোকে॥
সুমন্ত্র কহিল গিয়া তুমি গেলা বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
পিতৃ-কথা শুনিয়া কান্দেন তিন জন।
এদিকে শ্রাদ্ধের দ্রব্য হয় আয়োজন॥
তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগণ।
পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রীরাম করেন নিমন্ত্রণ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্গুনদী-তীরে।
পিতৃপিণ্ড সমর্পণ করেন সে নীরে॥
মুনিগণ কহে, কি রাজার পরিণাম।
তিনি পিণ্ড দেন যিনি নিজে মোক্ষধাম॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি॥
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্য ভাব।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোন্ ক্ষণে॥
তোমারে জানাব কত আছ যে বিদিত।
বিবেচনা করিবা সর্ব্বদা হিতাহিত॥
চতুর্দ্দশ বৎসর জানহ গতপ্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়॥
জোড় হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য্য নয়॥
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
কারে ডরি ত্রিভুবনে আমার কি করে॥
শ্রীরাম বলেন, হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক॥
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য।
সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য॥

শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥
যাত্রাকালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল।
কোনজন শুনিতে না পায় কার বোল॥
কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে।
বসন ভিজিল তাঁর নয়নের জলে॥
সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে ক্রন্দন করে সীতার কারণে॥
ভরতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর।
চিত্রকূটে কিছুদিন রহিলেন স্থির॥
সৈন্যগণ সহিত ভরত অতঃপরে।
তিন দিনে আইলেন অযোধ্যানগরে॥
বিশ্বকর্ম্মে পাঠাইয়ে দেন ভগবান।
নন্দীগ্রামে অট্টালিকা করিল নির্ম্মাণ॥
রত্নসিংহাসনেতে ভরত পট্টি পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার-চর্ম্মে।
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্ম্মে॥
কৃত্তিবাস কবির সঙ্গীতসুধাভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড॥

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

—:—:—

আরণ্যকাণ্ড

চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান

করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিন জন॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভালমন্দ যখন যে রামেরে জিজ্ঞাসে॥
মুনিগণ একদিন করে কানাকানি।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ধনুর্ব্বাণপাণি॥
কহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণা।
আমারে না কহ কেন বাড়াও যন্ত্রণা॥
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি॥
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত॥
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে॥
যে মন্ত্রণা করিতেছিলাম রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর॥
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর, দূষণ অপর॥
তাহার সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে॥
যজ্ঞ-আরম্ভন মাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নষ্ট করে, দ্বিজ পলায় সঙ্কটে॥
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফল মূল কাড়ি খায়, ভাঙ্গয়ে কলসী॥
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।
কানাকানি করিলাম এই সে কারণ॥
মুনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।
শূন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন॥
সীতা অতি রূপবতী এই বন-মাঝে।
কেমনে রাখিবা রাম রাক্ষস-সমাজে॥
বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে।
কত সম্বরিয়া রাম থাকিবা কাননে॥
আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই॥
স্ত্রী পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি-ঘর॥
উঠে গেল মুনিগণ শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
গাইল আরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি॥

—

বনবাসে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ

অত্রি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরাধ বধ

আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার॥
চিত্রকুট অযোধ্যা নহে ত বহু দূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর॥
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে॥
কতদূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম॥
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ॥
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে॥
আপনার পত্নী-ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
পালন করহ যেন আপন দুহিতা॥
দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান, শুক্ল সর্ব্ব বেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ॥
তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা॥
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা॥
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে॥
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলে রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিয়া গুণে শীলে॥
এ-সব সম্পদ ছাড়ি পতি-সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়॥
সীতা কহিলেন, মা, সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্বগুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি॥
ধন-জন-সম্পদ না চাহি ভগবতি।
আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি॥
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনিদারা।
আপনার যেমন সীতার সেই ধারা॥
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন॥
তুষ্টা হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতী॥
জানকী বলেন, দেবী কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান॥
মিথিলায় জন্ম মোর হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে॥
অদেহসম্ভবা মম জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে।
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী॥
দেবগণ ডাকি বলে, জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার এই কন্যা রূপবতী॥
অদেহসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত-মন।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন॥
প্রধান দেবীর ঠাঁঞি দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে॥
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে॥

যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে ॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা এক ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বর আইল রাজার কুমার ॥
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া ॥
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন ॥
ধনুকেতে দিতে গুণ সর্ব্বলোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বাম হাতে তোলে ॥
গুণ-যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ, তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে ॥
ধনুকের শব্দে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা ॥
শিরে পঞ্চঝুঁটি তাঁর বিক্রম বিস্তার।
চূড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার ॥
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে ॥
রাজ্য সহ দশরথ আসিয়া সংবাদে।
রামেরে বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে ॥
শ্রীরাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম উর্ম্মিলার সহ ॥
কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল ॥
ভগবতি, পূর্ব্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম ॥
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতোষ পাইলেন মুনির গেহিনী ॥
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দূর।
কণ্ঠে মণিময় হার, বাহুতে কেয়ূর ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল, করে কাঞ্চন-কঙ্কণ।
নূপুরে শোভিত হয় কমলচরণ ॥
নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায় ॥
প্রদোষ হইল গত প্রবেশে রজনী।
রামের নিকটে যান শ্রীরামরমণী ॥
উমা রামা নাহি পান সীতার উপমা।
চরাচরে জনকদুহিতা নিরুপমা ॥
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী ॥
প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী ॥
শুন রাম, রাক্ষসপ্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে, দেয় বহু ক্লেশ ॥
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান ॥
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি ॥
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনক-তনয়া মধ্যে কি শোভা তখন ॥
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কতশত কমল প্রচুর ॥
বন-মধ্যে অনেক মুনির নিবসতি।
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি ॥
রাজ্যে থাকা বনে থাকা তোমার সমান।
যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান ॥
রম্য জল, রম্য ফল, মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ ॥

দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিন জন মনসুখে করেন ভ্রমণ ॥
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥
হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট-আকারেতে সম্মুখে উপস্থিত ॥
রাঙ্গা দুই আঁখি তার খোঁখর হৃদয়।
বনজন্তু ধরে মারে কারে নাহি ভয় ॥
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বতসমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান ॥
শিরে দীর্ঘজটা কটা, দীর্ঘ সর্ব্বকায়।
লম্বোদর অস্থিসার শিরা গণা যায় ॥
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংসভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে ॥
মেঘের গর্জ্জন ন্যায় ছাড়ে সিংহনাদ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ ॥
সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকি অন্তরীক্ষে ॥
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন ॥
তপস্বীর বেশে রাম ভ্রমিস্ কাননে।
দেখাইয়া মুনিবেশ ভুলাস্ মুনিগণে ॥
বলিল, মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ।
ঝাট্ পরিচয় দেহ তোরা কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, আমি ক্ষত্রিয়কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ, জায়া জানকী আমার ॥
দেখি হে তোমার কেন বিকৃত আকৃতি।
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্ জাতি ॥
রাক্ষস বলিল, আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই ॥
বিরাধ আমার নাম, থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা ॥
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মম ভয় করি কারে ॥
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।
সীতারে খাইবে আজি দারুণ রাক্ষসে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দাদা না ভাবিহ তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ ॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে ॥
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে ॥
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল দুইখান ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি, নিশাচর উঠিল আকাশ ॥
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথসুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত ॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে।
মরি মরি করি যায় শ্রীরামের পাশে ॥
আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়েতে ব্যগ্রতা।
ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা ॥
জোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণ স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি ॥
শাপে মুক্ত করিলা আমার এ শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর ॥
ধন্য ধন্য সীতা দেবী রাম যাঁর পতি।
তোমা পরশিয়া হয় শাপে অব্যাহতি ॥
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপেতে আমার এ দুর্গতি ॥
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর।
আমাপ্রতি সদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর ॥

কোপে শাপ আমাকে দিলেন ধনেশ্বর।
দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর॥
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে শাপ বিমোচন॥
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়াইলে পাইব নিষ্কৃতি॥
লক্ষ্মণের উদ্‌যোগে দানব-দেহ পুড়ে।
দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে॥
রাম-দরশনে চর গেল স্বর্গবাস।
রচিল আরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস॥

—

শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ব্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন

শ্রীরাম বলেন, চল জানকী লক্ষ্মণ।
গোমতীর পারে শরভঙ্গ-নিকেতন॥
এথা হৈতে সেই স্থান দশেক যোজন।
অদ্ভুত দেখিবা সে মুনির তপোবন॥
তপের প্রতাপে যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল॥
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি-দরশনে॥
হেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ।
করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ॥
রথোপরে পুরন্দর আইসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণবেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে॥
রথ শোভা করে মণি-মুকুতার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা॥
চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তাঁয়॥
অনুজেরে বলেন, থাকহ এইক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্ জন॥
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।
নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার॥
শুন মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ॥
রাক্ষস-বধের হেতু তাঁর অবতার।
ত্রিকালজ্ঞ আপনি জানাইব কি আর॥
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবে প্রদান॥
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর॥
প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে।
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে॥
অনাথ ছিলাম বনে হইলা হে নাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ॥
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস॥
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লও ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ॥
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ॥
ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখানে।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে॥
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল॥
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনির সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন॥
রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধ-তুণ্ডে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে॥
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হতে উঠে এক পুরুষ-আকার॥

গোলোকে গেলেন মুনি পুণ্যফলোদয়।
দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়॥
রাম-দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল আরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস॥

দশবৎসরকাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে ভ্রমণান্তর পঞ্চবটী বনে তাঁহার অবস্থিতি ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ রাক্ষস বধ

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কেহ কেহ ফল খান, কেহ উপবাসী॥
অনাহারী কেহ বা বরিষা চারি মাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস॥
গাছের বাকল পরে, শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম ধরে কেহ, কমণ্ডলু করে॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি হয়ে জোড়হাত॥
মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু না করিহ ডর॥
তপোবনে না থুইব রাক্ষস-সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস-সংহার॥
মুনিগণ-সঙ্গে রঙ্গে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তপোবন-দরশনে করেন গমন॥
ধনুকে টঙ্কার দিল রাম রঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির॥
বনে প্রবেশিল রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম-বিদ্যমান॥
রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ।
অকারণ প্রাণিবধে ঘটিবে প্রমাদ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম কর অবধান॥
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা, পূর্ব্ব আখ্যান আমারে॥
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তাঁর স্থানে স্থাপ্য খড়্গ রাখে একজনে॥
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন।
তেঁই যত্নে খড়্গখানি রাখেন ব্রাহ্মণ॥
এক বৃদ্ধপাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে॥
মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।
সে খড়্গের চোটে বধে পাখীর জীবন॥
হাতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে॥
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন॥
সরলা জনকবালা কহিলে এমতি।
বুঝান প্রবোধ-বাক্যে তাঁরে সীতাপতি॥
কনক-কমলমুখী জনককুমারী।
আমার নাহিক ভয় কি ভয় তোমারি॥
মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে।
তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে॥
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর॥
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত কেন মুনি শুনি॥
মুনি বলিলেন, হেথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী॥
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর॥
আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মোহের সঙ্কটে॥
সে স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যাপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া॥

লক্ষ্মণ বলেন, রাম আপনি প্রধান।
কোন্ স্থানে বান্ধি ঘর কর সন্নিধান॥
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী-তীরে।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে॥
নিকটে প্রসর ঘাট, তাতে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল॥
শ্রীরাম বলেন, হেথা বান্ধ বাসাঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বান্ধেন দিব্য ঘর।
এক দিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর॥
পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি।
অগ্নিপূজা করি হইলেন গৃহবাসী॥
পাতালতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া॥
জটায়ু বলেন, রাম আসি হে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন॥
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি গেল আপনার দেশে॥
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবরী-জলে॥
সুগন্ধ সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্যক্রিয়া॥
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
অযত্নসুলভ গোদাবরীর জীবন॥
ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস।
করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস॥
সীতার কখনও যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম দরশনে॥
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।
আত্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্লেশ॥
লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী॥

রহেন এরূপে পঞ্চবটী তিন জন।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন॥
রাবণের ভগ্নী সেই নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।
শ্রীরামে দেখিয়া তার লাগে ভাল মনে॥
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান॥
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী।
নররূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি॥
জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র ধার্ম্মিক-শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মচারিণী॥
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা॥
সম্মুখেতে উপস্থিত হইয়া কামিনী।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্যবদনী॥
রাজপুত্র বট, কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ॥
দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস॥
বহুদূর নহে তারা, আইল নিকটে।
জেন রূপবান তুমি পড়িলে সঙ্কটে॥
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার॥
সরল-হৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয়॥
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ, প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী॥
শুনিলে, আমারে দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি, কোথা তোমার আলয়॥
পরমা সুন্দরী তুমি লোকে নিরুপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কি হইবে তিলোত্তমা

পঞ্চবটীতে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ

জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল-হৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়॥
লঙ্কাতে বসতি, আমি রাবণভগিনী।
নানা দেশ ভ্রমি আমি হৈয়া একাকিনী॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি, কারে নাহি ভয়।
তোমার বনিতা হই হেন বাঞ্ছা হয়॥
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা॥
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন॥
অতি আহ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য করি মানি॥
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর॥
তথা যাব যথা নাই মনুষ্য-সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার॥
মনসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষ-গতি।
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী॥
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য, করিব ভক্ষণ॥
আমার দেখহ রাম কেমন সুবেশ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ॥
কুবেশ তোমার সীতা, বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত॥
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বসতি করিব গিয়া দিবসরজনী॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসীর সহিত করিব পরিহাস॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর॥
আমার হইলে জায়া পাবে সে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও এই বড় গুণী॥
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
জীবন সফল কর, কহি উপদেশ॥
লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই, তুমি কর বর॥
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে।
আমা হেন রূপবতী পাবে কোন্ স্থলে॥
লক্ষ্মণ বলেন, আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অধিক অন্তর॥
শুনহ সুন্দরী তুমি আমার বচন।
শ্রীরামের সন্নিধানে করহ গমন॥
উপহাস না বুঝে বচন মাত্রে ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়॥
পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে॥
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা॥
যেই দিকে যান সীতা সেদিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে বিনাশ॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক কান॥
খান্দা নাকে ধান্দা লেগে রক্ত পড়ে স্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে॥
সূর্পণখা যায় খর দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে গাত্র রক্তে ভাসে॥

কহে খর-দূষণ রাক্ষস-সেনাপতি।
কোন্ বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি॥
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোঘের বসতি।
মরিবার ওষধি কে বান্ধিল দুর্ম্মতি॥
দূষণ-খরের থানা যমের সদন।
যোদ্ধা চৌদ্দহাজার যাহার নিরূপণ॥
রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন্ জনে॥
বসিয়া ত সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে॥
মুনিতুল্য বেশ ধরে, কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী॥
এক কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ।
মনের বাসনা সে কহিতে বাসে লাজ॥
গেলাম মনুষ্য-মাংস খাইবার সাধে।
নাক কান কাটে মোর এই অপরাধে॥
ছিল চৌদ্দ জন যে প্রধান সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি॥
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত।
গৃধ্র আর কাক খাক্ তাহার শোণিত॥
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্ত-মাংস সবে কর গিয়া পান॥
লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর॥
মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগন্তর॥
সকলে আইল যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন॥
ফল মূল খাই মাত্র বাস করি বনে।
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে॥
এই মত বিনয়ে কহিল রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর॥
তপস্বীর মত থাক, কে করে বারণ।
ভগিনীর নাক কান কাট কি কারণ॥
যেই কর্ম্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।
কোন্ মুখে বলিস্ না করি অপরাধ॥
তোরা দুই মনুষ্য, আমরা বহুজন।
আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন॥
এইমত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস॥
এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্গর মুষল॥
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেন সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরান॥
নেউটিয়া বাণ আইল শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে॥

—

খর ও দূষণের যুদ্ধে আগমন

চৌদ্দজন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পাইয়া কহে গিয়া খরের সম্মুখে॥
যুঝিবারে পাঠাইল ভাই চৌদ্দ জন।
অযশ করিল, না সাধিল প্রয়োজন॥
যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলে রণস্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ॥
খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥
লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশাণ।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান॥
প্রবাল-প্রস্তর-ছটা তাহে নানা মণি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি॥
রথগুলা চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবাল-মুক্তার হার করে ঝলমল॥

সূর্পণখার নাক কান কাটা

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে

কনক-রচিত রথ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান ॥
অস্ত্রশস্ত্র তাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর ॥
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া চলে মন্দতেজে ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ ॥
রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনস্সুখে ॥

—

শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে দূষণ ও খরের মৃত্যু

শ্রীরাম বলেন, শুন সৈন্য-কলকলি।
সীতা লয়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী ॥
থাকিয়া আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সীতা ডর ॥
বিলম্ব না করহ ভাই চলহ সত্বর।
সীতারে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর ॥
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রামে।
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন সম্ভ্রমে ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ ॥
একা রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস ॥
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ ॥
দূষণের বচন শুনিয়া খর হাসে।
রাক্ষস হাজার ছয় সহিতে আইসে ॥
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খর-সৈন্য যত, তত দূষণের বশ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী ॥
বেষ্টিত রাক্ষসগণ-মধ্যে রাম একা।
শৃগালবেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা ॥
সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া ॥
সন্ধান পূরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
তার বাণ কাটিয়া করিল খান খান ॥
দুইজনে বাণ বর্ষে, দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর ॥
উভয়ের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
উভয়ে গায়ের রক্তে দুই বীর তিতে ॥
জুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে ॥
নিশাচরগণের উঠিল কলকলি।
মরি মরি বলিয়া পলায় কতকগুলি ॥
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
জোড়েন গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ধনুকের গুণে ॥
সকল রাক্ষস হইল যেন রক্তময়।
আপনা আপনি কারো নাহি পরিচয় ॥
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার ॥
সকলে পড়িল, বীর খর মাত্র আছে।
দূষণের সেনাপতি দেখে তার কাছে ॥
আপনি নিকট হইয়া প্রবেশে সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে ॥
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে, কিছু করিতে না পারে ॥
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই বর অন্যথা কে করে ॥
বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে ॥
দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।
কাটা গেল, পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত ॥

জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরান।
দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান॥
দূষণ পড়িল, খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইয়া বীর নেত্রজলে তিতে॥
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া আগুসরে।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে॥
রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর।
ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর॥
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
দেবগণ নাহি পারে তুই কোন্ ছার॥
কত বাণ মারিস্ অগ্রেতে যাক্ দেখা।
আমার হস্তেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা॥
শ্রীরাম বলেন, খর লব তোর প্রাণ।
মুনিস্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ব্বাণ॥
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তূণ।
যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যূন॥
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার॥
ত্রাস বুঝি খরেরে এড়েন রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুখান॥
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হয়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর॥
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
চতুর্দ্দিকে জলস্থল ছাইল গগন॥
নানা অস্ত্রে দশদিক করিল প্রকাশ।
জিনিলাম রামেরে, বলিয়া মনে হাস॥
যে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন॥
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পূরেন রঘুবর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পূরিল সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ॥
রথধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড॥
অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া।
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া॥
রামের দুর্জ্জয় বাণ তারা যেন ছোটে।
আর বার খরের হাতের ধনুক কাটে॥
মন্ত্র পড়ি খর বীর মহাগদা এড়ে।
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে॥
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
আলো করি আসে গদা গগনমণ্ডলে॥
অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে॥
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে।
পৃথিবীতে কত ধরে অন্তরীক্ষে জোড়ে॥
অগ্নিসম বাণ জ্বলে পর্ব্বত-আকার।
অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার॥
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।
খরের শরীর বাণে করেন জর্জ্জর॥
সর্ব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারিভিতে॥
হাতে অস্ত্র নাহি আর, উঠি দিল রড়।
রামেরে রুষিয়া যায় খাইতে কামড়॥
রামেরে কামড় দিতে যায় মহা রোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে॥
বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খর বীর॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাম কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ॥

আইলেন শঙ্কর তোমায় হয়ে সুখী।
মহেন্দ্র তোমায় তুষ্ট তব রণ দেখি॥
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।
অষ্ট লোকপাল আসি করেন স্তবন॥
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে।
যথা তথা দেবদেবী রহিবে আনন্দে॥
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকীলক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্ট-সম্ভাষণ॥
অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর ঝর্ ঝর্ ঝরে॥
তাঁহারে কহেন রাম রণ-বিবরণ।
দেখি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ॥
রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে॥
রাবণে কহিতে যায় আত্মসমাচার।
নাক কান কাটা তার বীভৎস আকার॥
যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায়।
খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে যায়॥
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ-সহিত যেমন সুরপতি॥
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রিগণ।
হেনকালে সূর্পণখা দিল দরশন॥
নাক কান কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালি।
সভা-মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি॥
আপন কৌতুকে রাজা থাক রাত্রি দিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম আইল বনে॥
স্ত্রী মাত্র তাহার সহ কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার॥
হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
কতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর॥
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন॥
কতেক কটক তার, কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ॥
কাহার নন্দন রাম, কেমন সম্মান।
কেমন বিক্রমী সে, কেমন ধনুর্ব্বাণ॥
সূর্পণখা বলে, দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ান বনে বন॥
তপস্বীর বেশ ধরে নহে কোন মুনি।
সঙ্গে করি লয়ে ভ্রমে সুন্দরী রমণী॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল॥
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির॥
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরম কামিনী॥
সীতার রূপের সম আর নাহি নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি॥
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ-সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে॥
রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণীরত্ন যত্নে এইক্ষণে॥
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে॥
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে॥
যুক্তি করে রাবণ আসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে॥
রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কে পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে॥
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল আরণ্যকাণ্ড-গীত কৃত্তিবাসে॥

সীতা-হরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ

আর দিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে ॥
আনিল পুষ্পকরথ অপূর্ব্ব-গঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ ॥
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে ॥
মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বদ্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য্য ॥
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর ॥
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন ॥
শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল ॥
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া ॥
তপ করে বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ-উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ ॥
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
মারীচ আইল ভয়ে রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড় নিরখি ॥
ত্রাস পায় লোক যেন যম দরশনে।
পাইল মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে ॥
রাবণ বলিল, তুমি মারীচ প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান ॥
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে ॥
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর।
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতর ॥
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিল রাম একেশ্বর ॥
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই ॥
ধিক্ ধিক্ আমারে তোমারে ধিক্ ধিক্।
তুমি আমি থাকিতে কলঙ্ক কি অধিক ॥
সূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কান।
হইয়া মনুষ্য-কীট করে অপমান ॥
আপনি রাবণ আমি, পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ ॥
না করি ইহার যদি আমি প্রতীকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার ॥
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্রকার্য্য কর পাত্র, শুনহ বচন ॥
শুনি তার পরমা সুন্দরী এক নারী।
তার রূপগুণ-কথা কহিতে না পারি ॥
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায় ॥
অবোধ রাবণ একি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি ॥
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কি রহিবে যমপুরী ॥
রাম-সহ বিবাদে যাইবে লঙ্কাপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী ॥
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ হবে সর্ব্বনাশ ॥
লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ, চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর লঙ্কার বসতি ॥
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ ॥

সীতা ও স্বর্ণ মৃগ

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মার অনুমতি-অনুসারে

কুমন্ত্রীর বচনেতে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে॥
যেমন ছুটিলে হস্তী না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে॥
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিলেঁ দশরথ রাম-পুত্রশোকে॥
সীতা বিনা রামের না যায় অন্যে মন।
সীতার শ্রীরামপদে মন সমর্পণ॥
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতূহলে॥
বহু ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী।
আনিতে না কর মনে শ্রীরামের দেবী॥
রাম বিনা সীতা দেবী অন্যে নাহি ভজে।
তবে তারে রাবণ হরিবে কোন্ কাজে॥
পরস্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।
সবংশে মরিবে রাজা পাছু নাহি দেখি॥
রাজা বলে, মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥
মারীচ বলে, মৃগবেশে যাব তার কাছে।
আগেতে আমার মৃত্যু, তব মৃত্যু পাছে॥
কার্য্য সিদ্ধি না হইবে পড়িবে সঙ্কটে।
অপরাধ না করিহ রামের নিকটে॥
পরিণাম ভালমন্দ বিভীষণ জানে।
জিজ্ঞাসা করিহ সে ধার্ম্মিক বিভীষণে॥
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।
যদি বলে আনিতে সে, তবে আন সীতা॥
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ।
নতুবা অন্যের কার এত পরাক্রম॥
মনে না করিও সূর্পণখার অবস্থা।
মারিল রাক্ষস বহু না কর মনে ব্যথা॥
দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুঃখ।
আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত সুখ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে।
সবংশে মরিবে রাজা নাড়িয়া তাহারে॥
তোমার বিক্রম জানি শুন লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরামে তোমায় দেখি অনেক অন্তর॥
আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি॥
ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
তপস্বী হইয়া তবু শ্রীরামেরে ডরি॥
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান।
পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ॥
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতা-লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর॥
যত বলে মারীচ, রাবণ তত রোষে।
রচিল আরণ্যকাণ্ড পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

—

রাবণকে মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান

ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ তা না শুনে রাবণ॥
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুন রে দুর্ম্মতি॥
নরের গৌরব রাখ মন্দ বল মোরে।
আমি তোরে মারিলে কে রাখিবারে পারে॥
আমার প্রতাপে সদা কম্পিত মেদিনী।
মনুষ্যের কিবা কথা দেব দৈত্য জিনি॥
আইলাম আমি ঘরে কর তিরস্কার।
আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার॥
বলবুদ্ধিহীন রাম হয় নরজাতি।
নিশাচরকুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি॥
নিষেধ করেন যদি দেব-পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন॥
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।
হরিয়া আনিব সীতা পা'য়ে শূন্য পুর॥

আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি দেখহ নিশ্চয়॥
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ॥
হরেছ অনেক নারী, পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার॥
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার॥
এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী।
এই লোভে ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী॥
সাগরের দর্প কর, সাগর কি করে।
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে॥
আগেতে মরিব আমি রাম-দরশনে।
পশ্চাতে মরিবে তুমি পরে পুরজনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাব কি মায়ায়।
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায়॥
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।
একা না থাকিবে সীতা, থাকিবে দোসর॥
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রা-নন্দন।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন॥
যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর॥
হরিতে গেলাম সীতা না পাইলাম তায়।
দেশে গিয়ে এই কথা জানাও সবায়॥
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ॥
রাজা পাত্র করে যুক্তি হইয়া এক-মতি।
রথে চাপি উত্তরেতে চল শীঘ্রগতি॥
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড॥

—

মারীচের মৃগরূপ ধারণ

তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রীরাম-মাহাত্ম্য।
আর তিনকাণ্ড শুন রাবণ-চরিত্র॥
সূর্পণখা বলে, ভাই এই পঞ্চবটী।
এই স্থানে কাটা গেল নাক কান দুটি॥
রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুই জনে॥
মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর।
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর॥
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচরে।
বিচিত্র সুচিত্র তার সুবর্ণ শরীরে॥
নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণ চারিখুর দেখিতে সুন্দর॥
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রস্তর।
সোনার বিম্বকি গলে যেন দিবাকর॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণমৃগ মনোহর।
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন দিবাকর॥
স্থানে স্থানে রাঙ্গা, মধ্যে কজ্জলের রেখা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলীঝলকা॥
লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলি।
রত্নের কিরণ যেন পড়েছে বিজলী॥
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
গাইল আরণ্যকাণ্ড-গীত কৃত্তিবাসে॥

—

মায়ামৃগরূপধারী মারীচ বধ

গাছের আড়ে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি মায়া-মৃগ করিল গমন॥
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে॥

রাম সীতা বসিয়া আছেন দুই জন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন॥
রাক্ষসবংশের ধ্বংস করিবার তরে।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদ-সাগরে॥
দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ।
বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্ম্মাণ॥
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন॥
এই মৃগ-চর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি॥
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন॥
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখি বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ॥
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী॥
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি॥
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ॥
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মর্ম্ম॥
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ-বচন॥
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনিমুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে॥
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্তমাংস করিবে আহার॥
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলি।
আমা-সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী॥
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার॥
ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয়।
মারীচের মায়া, কি স্বরূপ মৃগ হয়॥
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে।
যত যুক্তি বলেন সকলি সেই ঘটে॥
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির॥
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি॥
সে না হয়ে যদ্যপি রাক্ষস অন্যজন।
মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন॥
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি।
রত্নমৃগ ধরিলে পাইব মনঃপ্রীতি॥
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে॥
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে॥
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হয়ো সাবধান॥
বৃক্ষ-আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিবে এক্ষণে॥
যখন যা হবে তাহা বিধির লিখন।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ॥
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর॥
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে॥
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ॥
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল॥
মারীচ সশঙ্ক হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে॥

ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দূর।
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর॥
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে পলায় সে দূরে॥
প্রাণে মরিবেক মৃগ না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি তুই কান॥
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
স্বরূপত মৃগ নহে হবে দুষ্ট জন॥
ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী॥
ঐষিক বিশিখ রাম পূরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে॥
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত॥
আইস লক্ষ্মণ ঝাট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ॥
মারীচ ভাবিল ইহা, ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে॥
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ লয়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে॥
মারীচের বুকে বাণ খসে টান দিতে।
কৃত্তিবাস মারীচ-বধ গায় অরণ্যেতে॥

রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি॥
হেথা শুনিলেন সীতা করুণ-বচন।
বলিলেন, ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ॥
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে॥
লক্ষ্মণ বলেন, নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়॥
শ্রীরামের মুখে নাই কাতর-বচন।
এত ব্যস্ত হও মাতা কিসের কারণ॥
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন্ জন।
তুমি কি জান না সীতা ধনুক-ভঞ্জন॥
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী॥
কারে রাখি তোমার নিকটে কেবা রহে।
শূন্য ঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে॥
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি॥
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন॥
ভরত লইল রাজ্য, তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে তব আছে সারি ভারী॥
মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা॥
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন॥
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলে করেন সাক্ষী পেয়ে মনস্তাপ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর।
সবে সাক্ষ্য হও সীতা বলে দুরক্ষর॥
প্রবোধ না মানে সীতা আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে॥
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ, তাঁর পত্নী সীতা।
শূন্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা॥

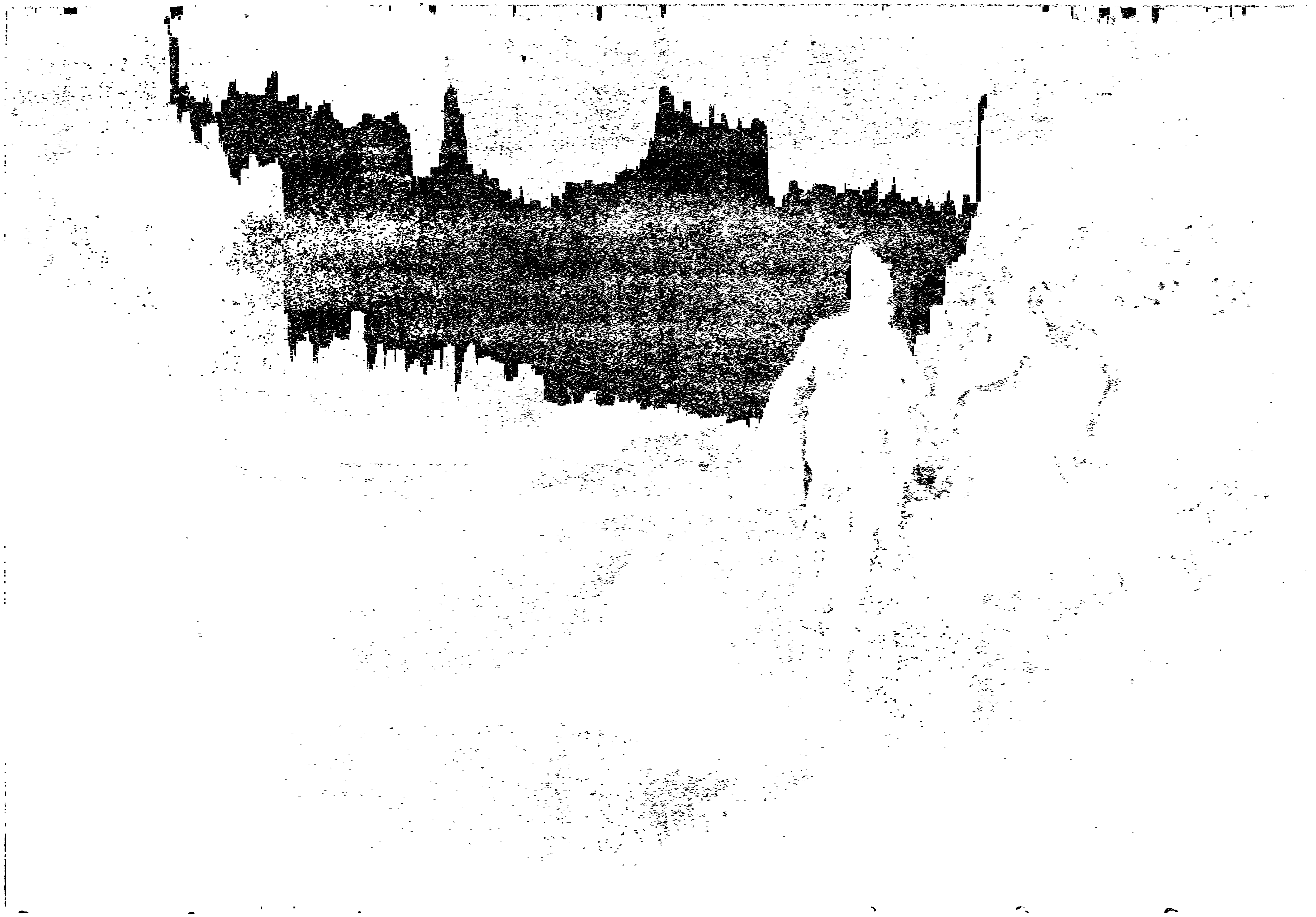

সীতার রাবণকে ভিক্ষাদান

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের অনুমতি অনুসারে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

আমারে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলহ দুরক্ষর বাণী॥
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে॥
হইল বিমুখ বিধি, চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ॥
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতাপাশ॥
ভিক্ষাঝুলি করি কান্ধে করে ধরি ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা, ধরে নানা গতি॥
রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি থাক কোন্ দেশে॥
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা।
মনুষ্য নহ ত তুমি সোনার প্রতিমা॥
বিষম দণ্ডক বনে হিংস্র ব্যাঘ্র বৈসে।
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে॥
পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেচিল যেন মধুর বচনে॥
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা।
দশরথ-পুত্রবধূ রামের বনিতা॥
রহ দ্বিজ, ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ॥
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে॥
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি শিরে ধর শিখা।
কি জাতি কি নাম ধর কেন কর ভিক্ষা॥
এতেক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি॥
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে॥
ফল মূল দিয়া করি উদর পূরণ।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন॥
তোমার সহিত আজ অপূর্ব্ব দর্শন।
ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন॥
হইল অনেক বেলা কর যে বিধান।
তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নানদান॥
শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি।
হইল স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখী॥
জানকী বলেন, দ্বিজ করি নিবেদন।
পঞ্চফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ॥
রাবণ বলেন, সীতা ব্রত করি বনে।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে॥
জানকী বলেন, দ্বিজ এক কথা কহি।
আজ্ঞা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি॥
রাবণ বলেন, ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর॥
জানকী বলেন, ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা।
বিধির লিখন মত ঘটিলেক তথা॥
ফল হাতে বাহির হইল জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী॥
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন, হায় একি বিপরীত
দুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ॥
রাবণ বলিল, সীতা শুনহ বচন।
আত্মপরিচয় কহি, আমি দশানন॥
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন॥
তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন।
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন॥

ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি লঙ্কাপুরী।
জগৎ দুর্ল্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরী॥
তোমার রূপেতে আমি বড় ভালবাসি।
অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী॥
সর্ব্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী।
তুমি অন্ন দিলে অন্ন পাবে অন্য রাণী॥
হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান।
সুবর্ণ-মাণিক্যময় রবে তব স্থান॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুখে।
করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে॥
ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান।
মনুষ্যরামেরে আমি করি কীট-জ্ঞান॥
অল্প বুদ্ধি সে রামের অত্যল্প জীবন।
যুগে যুগে চিরজীবী আমি দশানন॥
সীতে, তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে॥
কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে।
রাবণেরে গালি দেন যাহা আসে মনে॥
অধর্ম্মিষ্ঠ অগণ্য অধন্য দুরাচার।
করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার॥
শ্রীরাম কেশরী, তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস্ কুবচন॥
বিষ্ণু-অবতার রাম, তুই নিশাচর।
রামে আর তোয় দেখি অনেক অন্তর॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ॥
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ॥
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।
প্রকাশে রাক্ষসমূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর॥

কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন॥
দেখিবে কেমন করি করিব পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন॥
জানকী বলেন, ওরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলি বেটা আমার কারণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন॥
যিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি॥
আপনি ত্রিলোক-মাতা লক্ষ্মী-অবতার।
তাঁহারে রাক্ষসে ধরে অতি চমৎকার॥
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেল প্রভু রাম গুণের সাগর॥
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্যঘর পাইয়া মোরে হরিল রাবণ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
ঝাট আইস দেবর করহ পরিত্রাণ॥
অত্যন্ত চিন্তিয়া সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন্ জন॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন॥
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
সীতা লইয়া রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম আইল বলিয়া দেখেন চারিভিতে॥
জানকী বলেন, শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে॥
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা॥

য়ামৃগ বধ ও সীতাহরণ

মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন ক্রন্দন॥
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির॥
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়॥
রাবণ বলিল, সীতা ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্ জন॥
জানকী বলেন, শোন দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর॥
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন॥
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায়॥
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর॥
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট॥
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শোন্ নিশাচর।
আপনা অজ্ঞাত তুই অধম পামর॥
কোন্ দোষে হরিলি রে রামের সুন্দরী।
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী॥
সূর্পণখা গিয়াছিল নিজ মনসাধে।
নাক কান কাটে তার সেই অপরাধে॥
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুত্রবধূ হরি নিস্ নাহি তোর ডর॥
কি করি, হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা॥
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী॥
আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহু দূর।
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ হইল চূর॥
আকাশে উড়িয়া পক্ষী ছোঁ মারিয়া পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠ-মাংস থাকে থাকে ফাড়ে॥
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে॥
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে॥
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত॥
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা॥
যুঝে পক্ষীরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষডালে বৈসে, তার ঘন বহে শ্বাস॥
বলে টুটা পক্ষীরাজে দেখিয়া রাবণ।
মায়া করি রথখান করিল সাজন॥
চলিল সে মহাবলী পূর্ণ মনোরথে।
আরবার রাবণ সীতারে তোলে রথে॥
আরবার জটায়ু সাহসে করে ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর॥
রাবণ বলিল, পক্ষী শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ॥
অতঃপর পক্ষীরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ।
যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ॥
দুইজনে ঘোররবে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ করে, দোঁহে মহাবলী॥
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ॥
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান॥

পূর্ব্বপুণ্যে রাবণের রহে দশ মাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা॥
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিষ্কেশ হইল রাবণের দশ মুণ্ড॥
পক্ষী-যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে, কেমনে ছাড়ে বাণ॥
আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রথসুদ্ধ রাবণ উঠিল নভস্তলে॥
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া পক্ষী কাতর হইল॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরানে॥
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর॥
রাবণ দেখিল, পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে॥
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট॥
শ্বশুর আমার লাগি হারালে জীবন।
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ॥
আমার হইল জন্ম রাবণ-কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন॥
যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবে তুমি মম বিবরণ॥
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিহ, তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর॥
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে লয়ে গেল তোমার সুন্দরী॥
জটায়ু বলেন, সীতা নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ॥
আমার বচন শুন, না কর ক্রন্দন।
তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥

উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে॥
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে॥
অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতি কৃশা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল॥
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী॥
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে॥
রাবণ পাখীর যুদ্ধে হৈল লণ্ডভণ্ড।
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড॥
এই ভয়ে রাবণ পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে॥
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগন॥
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিত হইল পৃথিবী॥
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণিমুক্তার সে ঝারা।
হিমালয়শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা॥
'শ্রীরাম' বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ॥
জানকী বলেন, কোথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
এ অভাগিনীরে দেখা দেহ এইক্ষণ॥
ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর॥
নল নীল গবাক্ষ ও পবননন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন॥
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা, শুন মহারাজ॥
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলেন গলার উত্তরী॥

রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ॥
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনুমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান॥
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা লয়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে॥
সীতা লৈয়া দক্ষিণেতে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন॥
সম্পাতির নন্দন সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পাতি-নন্দন।
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ॥
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সেদিন সেইক্ষণে॥
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে॥
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ জল তারে আচ্ছাদন করে॥
এক ভাগ সাগরের জলমাত্র রয়।
এমন বৃহৎকায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়॥
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি॥
পাখসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি উর্দ্ধে চাহে॥
'শ্রীরাম' বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শুনিল সে পক্ষীরাজ উপর-গগন॥
পাখসাট মারে পাখী তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে॥
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতাকে হরিয়া লয়ে যায় দশানন॥
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথসুদ্ধ গিলিবারে দুই ঠোঁট মেলে॥
রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে, নারীহত্যা করি হব কি নারকী॥
রথখান বন্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া॥
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়।
তোমার না আছে কোন শত্রুতা আমায়॥
করিয়াছে রাঘব আমার অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কান॥
ভাই খর দূষণের রাম মহা অরি।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই পক্ষীরাজ মানি পরাজয়॥
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ লয়ে চলিল রাবণ॥
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূর্চ্ছিতা॥
দেখিয়া সমুদ্রতীর রাবণে উল্লাস।
জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস॥
ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।
কৃপার আধার রাম করিবেন পার॥
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়॥
রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব, বলি চিন্তিত অন্তর॥
শত্রুতা হইল রাম-লক্ষ্মণের সনে।
নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুইজনে॥
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর॥
কেমনে যুঝিব রাম-লক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা বীর যত জনে॥
রাজা বলে, শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর।
সাগরের পারে থাক সতর্ক-অন্তর॥

রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তো-সবারে যা রে স্থানান্তরে ॥
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে ॥
রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্ব্বক্ষণ ॥
সীতারে প্রবোধ-বাক্য কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন ॥
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে ॥
চারিভিতে সাগর, মধ্যেতে লঙ্কা গড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড় ॥
দেব-দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে ॥
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতা দেবী সকলি তোমার ॥
তোমার সেবক আমি তুমি ত ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর সীতা, লয়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা ॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে ॥
রামধ্যান রামপ্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্যজনে নাহি জানে সীতা ॥
শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তাঁর কাছে নিযুক্ত করিল চেড়ীগণ ॥
সীতারে রাখিল লয়ে অশোক-কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে ॥
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।
গলে নখ দিয়া বেটীর বধিব জীবন ॥
কাটিল দেবর তোর মোর নাক-কান।
সেই কোপে তোর আজি বধিব পরান ॥
খান্দা মুখে গর্জ্জে খান্দি সভয় অন্তরে।
রাবণের ভয়ে কিছু বলিতে না পারে ॥
সশোকা থাকেন সীতা অশোক-কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম, সলিল নয়নে ॥
জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন ॥
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশমাস।
এতদিন কেমনে করেন উপবাস ॥
জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ দেবরাজ ॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।
জানকী আছেন যথা অশোক-কানন ॥
বাসব বলেন, সীতা না ভাবিহ চিতে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।
হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্য-ঘরে ॥
সাগর বাঁধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণেরে মারিয়া করিবেন উদ্ধার ॥
শোক পরিহর সীতে স্থির কর মন।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ ॥
জানকী বলেন, লঙ্কা নিশাচরময়।
ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয় ॥
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
সহস্রলোচন হইলেন ততক্ষণে ॥
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন।
তাঁহার প্রতীতি মনে জন্মিল তখন ॥
দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমান্ন সুধা।
যাহা ভক্ষণেতে হরে তৃষ্ণা আর ক্ষুধা ॥
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে ॥
পায়স ভক্ষণে তৃপ্তি কি হবে তাঁহার।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার ॥

রাবণ-কর্ত্তৃক জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মা-কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও তাঁহার পুত্র রামবর্ম্মা মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে মুদ্রিত

মহেন্দ্র বলেন, সীতা না হও বিকল।
প্রতিদিন আমি যোগাইব সুধা ফল॥
সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর॥
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক-কাননে।
বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান।
আরণ্যেতে গান রামশোকের নিদান॥
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥

—

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে॥
বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসেন পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা॥
বলেন শ্রীরাম, শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা॥
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী॥
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্যধন॥
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই॥
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে॥
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতলি।
শূন্যঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি॥
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর।
হিংস্রজন্তু কতমত কত নিশাচর॥
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ॥
এই বনে দুই জন রাক্ষসের থানা।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা॥
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমাকে আছে জানা।
তথাপি লক্ষ্মণ করিলে না বিবেচনা॥
তোমারে কি দিব দোষ মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল॥
আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধি-বল।
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল॥
মায়ামৃগছলে আমা লইল কাননে।
হের সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে॥
ভয়ঙ্কর বিকট মূষল ডানি হাতে।
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে॥
এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ু-বেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই॥
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
'সীতা' 'সীতা' বলিয়া ডাকেন বারে বারে॥
শূন্যঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম-ধানুকী॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই এ কি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর॥

তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
পাতি পাতি করিয়া খোঁজেন দুই বীর।
উলটিপালটি যত গোদাবরী-তীর॥
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শত বার।
শ্রীরাম না দেখা পান তথাপি সীতার॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশুপাখী॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন যত প্রবোধ-বচন॥
উপদেশ-বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে॥
রঘুবীর নাহি স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বারেবার করে দেবলোকে॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনি-পত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমল মুখী করেন ভ্রমণ॥

পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনকলতার প্রায় জনক-দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্য স্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন শুন মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষলতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেন কানন।
দেখিলেন পথিমধ্যে সীতার ভূষণ॥

দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্ন রথ-চাকা।
কনক রচিত আছে পতিত পতাকা॥
রথচূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি।
মণিমুক্তা পড়িয়াছে স্থবর্ণের কাঁঠি॥
শ্রীরাম বলেন, দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতারে করহ অন্বেষণ॥
সম্মুখে পর্ব্বত বড় অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া পর্ব্বত রাখিল চন্দ্রমুখী॥
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খান খান॥
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।
লক্ষ্মণ লক্ষণ তার দেখ বিদ্যমান॥
লক্ষ্মণ বলেন, ইহা নহে কোনমতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে॥
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ।
সীতা লইয়া অন্তরীক্ষে গেল কোন জন॥
নানা মতে শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ।
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন॥
ধনুকে দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোন্ কার্য্যে॥
বিশ্ব পুড়াইতে রাম পূরেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান॥
লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি॥
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর॥
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যকে নাহি বধি॥
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার॥
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার॥
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বতশিখর।
নদ নদী দেখি আর দীঘি সরোবর॥
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিহ চেষ্টা যেবা লয় মন॥
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুইজনে॥
ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক।
উন্মত্তের প্রায় রাম বলেন অনেক॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার॥
হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥
এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেন চারিদিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই, বধি তোর প্রাণ॥
পক্ষীরূপে আছিস্ রে তুই নিশাচর।
পাঠাইব এক বাণে তোরে যমঘর॥
সন্ধান পূরেন রাম তাকে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ॥
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ॥
দুভাই তোমরা যবে নাহি ছিলা ঘর।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর॥
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায়॥

দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ॥
তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি॥
প্রাণ আছে তোমার করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি এককক্ষণ॥
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয়॥
জটায়ু বলেন যত লিখিব তা কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত॥
শ্রীরাম বলেন, পক্ষী তুমি মম বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ॥
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা॥
কোন্ বংশে জন্ম তার বৈসে কোন্ পুরে।
কোন্ দোষে হরিলেক বল জানকীরে॥
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্ব্ব কথা॥
সংহারিলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখা অপযশ॥
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে।
রাখিল লঙ্কায় লয়ে সমুদ্রের তীরে॥
বিশ্বশ্রবার পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা॥
কোন চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ॥
তব পাদোদক রাম দেহ মোর মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে॥
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত বহে।
কাতরে সীতার বার্ত্তা শ্রীরামেরে কহে॥
মৃত্যুকালে বন্দি পক্ষী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দিব্যরথে চড়ি স্বর্গে করিল গমন॥
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞান।
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ॥

জটায়ুর উদ্ধার

শ্রীরাম বলেন, পক্ষী পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ॥
বন্যজন্তু খাইলে অপযশ কলুষ।
অগ্নিকার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ॥
তবে ত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি॥
তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষীরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ॥
সৎকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী-জলে তার করেন তর্পণ॥
রাম-দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।
আরণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গমন

রজনী আইল, স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই॥
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত॥
শ্রীরাম বলেন, শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী-সলিলেতে ত্যজিব জীবন॥
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে॥
রজনীতে নিদ্রা নাহি, ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস॥
সীতার বিচ্ছেদে রাম যে পাইল ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ॥

অরুণ উদিত হয় রজনী প্রভাতে।
সীতা লাগি যান রাম দক্ষিণ দিকেতে ॥
ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশর-বনেতে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে ॥
বুদ্ধিতে বিক্রম বড় চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন ॥
কেন রাম হয় হস্ত লোচন স্পন্দন।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন ॥
বিষম কুশর-বন দেখি করি ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি, না জানি কি হয় ॥
দুই ভাই করেন চলিতে অনুবন্ধ।
পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ ॥
পেটের ভিতর নাক কান চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন দীর্ঘ অপূর্ব্ব সে কথা ॥
রাম-লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জ্জন।
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুই জন ॥
কবন্ধ বলিল, তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলে কি পাইবি নিস্তার ॥
এ বিষম বনে তোরা আলি কি কারণ।
পরিচয় দেহ শুনি তোরা কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই হইল সংশয়।
প্রাণরক্ষা কর ভাই দেহ পরিচয় ॥
লক্ষ্মণ বলেন, ভাই বুদ্ধি কেন ঘাঁটি।
রাক্ষসের দুই হাত দুই ভাই কাটি ॥
কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম।
খড়্গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম ॥
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছট্‌ফটি ॥
ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।
কোন্ দেশে বৈস তুমি হও কোন্ জন ॥

লক্ষ্মণ বলেন, রাম জগতের রাজা।
রাজা দশরথের পুত্র সবে করে পূজা ॥
শ্রীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন ॥
তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃত আকৃতি।
বনের ভিতরে থাক, হও কোন্ জাতি ॥
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্বকথা কবন্ধের হইল স্মরণ ॥
কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর ॥
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজ রূপে।
কোন মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে ॥
যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।
বিরূপ হউক সব, রূপ হোক নাশ ॥
যখন হবেন বিষ্ণু রাম-অবতার।
তাঁর বাণস্পর্শে মুক্তি হইবে তোমার ॥
আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত ॥
বজ্রাঘাত প্রবেশিল আমার উদরে।
চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ পদ না রহে বাহিরে ॥
গতিশক্তি নাই কিসে মিলিবেক ভক্ষ্য।
তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ ॥
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত।
দুই হস্তে জুড়ি আমি বহু দূর পথ ॥
দুই প্রহরের পথে যত বনচর।
দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর ॥
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন।
তোমা দরশনে মোর শাপ বিমোচন ॥
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস।
কেন রাম বনে ভ্রম কোন্ অভিলাষ ॥
শ্রীরাম বলেন, সীতা হরিল রাবণ।
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন ॥

কবন্ধ বলিল, রাম কহি উপদেশ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ॥
যাবৎ আমার তনু না হয় সংহার।
তাবৎ না দেখি কিছু সব অন্ধকার॥
রাক্ষস-শরীর গেলে পাব অব্যাহতি।
তবে ত বলিতে পারি ইহার যুকতি॥
তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটি॥
শরীর পুড়িয়া তার হইল আঙার।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার॥
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন॥
পুরুষ বলেন, শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন॥
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমূকে।
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে॥
রাম-দরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস।
কুশর-বনেতে রাম করেন প্রবাস॥
প্রভাত হইল নিশা উদয় মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পানদী-তীর॥
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ-মৃগী বিচ্ছেদবঞ্চিত॥
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ পাখী।
দেখিয়াছ তোমরা কি মম চন্দ্রমুখী॥
পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।
সুগ্রীব-উদ্দেশে রাম করেন গমন॥
প্রবেশ করেন রাম মতঙ্গ-আশ্রমে।
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে॥
শবরী আনন্দবারি বারিতে না পারে।
শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে॥
মতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল।
বৈকুণ্ঠে গেলেন মুনি হয়ে প্রাপ্তকাল॥
কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি।
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি॥
শবরী যখন পাবে রাম-দরশন।
তখনি হইবে তব পাপ বিমোচন॥
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি।
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি॥
শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ক কাঠে॥
করে অগ্নি প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ।
তাহার চরিতে রাম চমকিত মন॥
অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার।
তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তার॥
যাঁহার স্মরণমাত্রে মুক্তি সঙ্গে ধায়।
তাঁহারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়॥
শ্রীরাম-প্রসাদে তার হয় পাপনাশ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস॥
শ্রীরাম-চরিত্র-কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল আরণ্যকাণ্ড॥

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

—:—:—

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দণ্ডকে ভ্রমণ ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুগ্রীবাদি বানরের পরস্পর তর্ক-বিতর্ক

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেন দণ্ডকে।
সহায় করিতে যান বানর-কটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত-শিখরে।
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে ॥
সুগ্রীব বলিল, দেখ আইসে দুই নর।
মনে করি বালিরাজা পাঠাইল চর ॥
বুদ্ধির সাগর বালি বুদ্ধি ধরে নানা।
তত্ত্ব কর সত্য মিথ্যা, তথ্য যাবে জানা ॥
সুগ্রীবের বচনে বানর পালে পালে।
লাফে লাফে উঠে সব বড় বড় ডালে ॥
সে গাছ সহিতে নারে সবার আস্ফাল।
ফল ফুল ভাঙ্গে কত শাল তাল ডাল ॥
বনজন্তু যত ছিল পর্ব্বতশিখরে।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ পলায় উচ্চস্বরে ॥
হনুমান বলে, রাজা না হও চিন্তিত।
না দেখি বালিরে হইয়াছ কেন ভীত ॥
বানর চঞ্চল জাতি লোকে উপহাসে।
চঞ্চল হইলে রাজা লোকে আরো দোষে ॥
আমি গিয়া জেনে আসি কোথাকার বীর।
তথ্য না জানিয়া কেন হইলে অস্থির ॥
সুগ্রীব বলিল, দেখি তপস্বী উভয়।
কিন্তু ধনুর্ব্বাণ ধরে, মনে লাগে ভয় ॥
হইবে তপস্বীবেশ রাজার কুমার।
ঝাট যাহ হনুমান আন সমাচার ॥
যান হনুমান বীর তপস্বীর বেশে।
পরম গৌরবভরে উভয়ে সম্ভাষে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
রচেন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥
রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি।
অনায়াসে মুক্তি পাবে মুখে বল হরি ॥

—

সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রতা-বন্ধন ও সুগ্রীবের প্রাপ্ত সীতার ভূষণ শ্রীরামকে প্রত্যর্পণ

মুনিবেশে হনুমান দেখে দুইজন।
তপস্বীর বেশ ধরি করে সম্ভাষণ ॥
হনুমান বলে, প্রভু যে দেখি আকার।
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি রূপ ভ্রমে ভূমিতলে।
গগনমণ্ডল ছাড়ি কেন বনস্থলে ॥
কোথা ঘর, কি কারণে হেথা আগমন।
বিশেষিয়া কহ প্রভু সব বিবরণ ॥
সুগ্রীব বানর-রাজা লোকে খ্যাতিমান।
তাঁহার সচিব আমি নাম হনুমান ॥
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
পাঠাইল সুগ্রীব আমারে তব পাশ ॥

শ্রীরাম বলেন, শুন লক্ষ্মণ বচন।
সুগ্রীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ॥
মহারাজ দশরথ পৃথিবীভূষণ।
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
আইলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন।
শূন্যঘরে সীতা পেয়ে হরিল রাবণ॥
কোন সিদ্ধপুরুষে কহিল উপদেশ।
সুগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ॥
ভ্রমিতেছি আমরা সুগ্রীবের উদ্দেশে।
দোঁহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে॥
হনুমান বীর বলে, উভ দরশনে।
পরস্পর তুষ্ট হবে উভয়ের মনে॥
সুগ্রীবের রাজ্য নাহি, নাহি তব নারী।
বালি রাজ্য হরিল, করিল দেশান্তরী॥
সুগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার।
সুগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার॥
হারাইয়া রাজ্য, ভ্রমে সুগ্রীব কাননে।
রাজ্যসুখ পাবে সে তোমার দরশনে॥
শ্রীরাম বলেন কপি করহ গমন।
সুগ্রীবের সহ মোর করাহ মিলন॥
শুনিয়া রামের বাক্য যান হনুমান।
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উঠিয়া সেইক্ষণে।
হনুমান কহেন সুগ্রীব রাজা শুনে॥
ছাড়হ বানরমূর্ত্তি কুৎসিত আকার।
ধরহ মনুষ্যরূপ দেখিতে সুসার॥
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া করহ শিষ্টাচার।
আইলেন রাম দশরথের কুমার॥
তাঁহারে সহায় যদি কর মহারাজ।
ইহ পরকালে তব সিদ্ধ হবে কাজ॥
রামের অনুজ সে লক্ষ্মণ সুলক্ষণ।
সুবর্ণ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ॥
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ।
সেই হেতু তোমাকে তাঁহার প্রয়োজন॥
সুগ্রীব তোমাতে আজি অনুকূল বিধি।
কোথা হৈতে মিলাইলা রাম-গুণনিধি॥
এত দিনে তোমার দুঃখের বিমোচন।
তোমারে সহায় রামরূপী জনার্দ্দন॥
চারিবেদে না হয় কিঞ্চিৎ তত্ত্ব যাঁর।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত যাতে বাঞ্ছিত শঙ্কর॥
যোগে যাগে যোগিগণ না পায় যাঁহারে।
সেই রাম রমানাথ উপস্থিত দ্বারে॥
শুনিয়া সুগ্রীব রাজা আপনা পাসরে।
ফল পুষ্প লয়ে গেল রামের গোচরে॥
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধির লিখন।
শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম-দরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে।
প্রেমানন্দে সুগ্রীবের নেত্রনীর ঝরে॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ।
হইয়াছি জ্ঞাত রাম তোমার যে কাজ॥
কহিলেক সকল আমারে হনুমান।
সীতার উদ্ধার হেতু আইলে এ স্থান॥
মিত্রতা করিবে রাম পশুর সহিত।
এই হনুমান বাক্য না হয় প্রতীত॥
পশু প্রতি যদি রাম হয় অনুগ্রহ।
মিত্র বলি রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ॥
দাসযোগ্য নহি আমি জাতিতে বানর!
করুণা প্রকাশ রাম করুণাসাগর॥
পাষাণের উপরে অর্পিয়া নিজ পদ।
অনায়াসে দিলা তারে মনুষ্যের পদ॥
চণ্ডালেরে সখ্যভাবে করিলে উদ্ধার।
নীচের নিস্তার হেতু তব অবতার॥

দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমললোচন।
বানরের হাতে হাত দেন নারায়ণ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ পূর্ব্বপুণ্য সুগ্রীবের ছিল।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদ প্রত্যক্ষ পাইল॥
পরম দয়ালু রাম গুণের নাহি সন্ধি।
যাঁর গুণে বনের বানর হয় বন্দী॥
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ॥
মুনিবেশ ছাড়ি হয়ে কপি হনুমান।
কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর দুইখান॥
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে মিত্র মিত্র বলে॥
পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী।
অগ্নিসাক্ষী এই সত্য হইল দোঁহারি॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন।
বানরের সঙ্গে সত্যে বদ্ধ নারায়ণ॥
সবা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
মিতালি করেন রাম পরম দয়াল॥
উভয়ে কহেন কথা শুনেন উভয়।
উভয়ে উভয় প্রতি প্রীতি অতিশয়॥
উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিম্বা কয়।
সুগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয়॥
সুগ্রীব বলেন, রাম কহি অবশেষ।
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ॥
আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ব্বতে।
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে॥
হাত পা আছাড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি।
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী॥
গলার উত্তরীয় গায়ের আভরণ।
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ॥
অনুমানে বুঝি তিনি তোমারি সুন্দরী।
যত্ন করি রাখিয়াছি ভুষণ-উত্তরী॥
যদি আজ্ঞা হয় তব আনি তা এখন।
হয় নয় চিন মিত্র সীতার ভূষণ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র কর সে বিধান।
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ॥
আভরণ আনেন সুগ্রীব সেই স্থলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে॥
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জলে॥
বিলাপ করেন, কোথা রহিলে সুন্দরী।
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী॥
জানাইতে আমারে ফেলিয়াছেন পথে।
কোন্ দিকে গেল প্রিয়া জানিব কি মতে॥
কহ কহ সুগ্রীব আমার তুমি সখা।
পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা॥
জানকীর রূপ মনে হইলে উদয়।
জ্ঞানহত হই, দেখি বিশ্ব তমোময়॥
স্থির নহে মন দহে দিবস রজনী।
কোথা গেলে পাইব সে সুধাংশুবদনী॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে রাবণ বৈসে যথা।
ঘুচাইব সর্ব্বত্র রাক্ষসজাতি-কথা॥
ত্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা।
মারিব রাক্ষসগণে রক্ষা করে কেটা॥
লক্ষ্মণ উদ্যোগ কর আন ধনুর্ব্বাণ।
অরি বধ করি, করি শোকাগ্নি নির্ব্বাণ॥
সুগ্রীব বিবিধরূপে রামকে বুঝান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অদ্ভুত নির্ম্মাণ॥
রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রাম নাম বিনা মিছে॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলে ডাকে।
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে॥
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা॥

পাপী জন হয় মুক্ত বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে॥
রামনাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা॥
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিত লীলা।
বনের বানর বান্ধে জলে ভাসে শিলা॥
রামজন্ম-পূর্ব্বে ষষ্টি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ॥
রামনাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম-পদ-তরী॥

—

সুগ্রীবের সীতা উদ্ধারের অঙ্গীকার

সুগ্রীব বলেন, সখে না জান বিশেষ।
কি জানি কেমন বীর গেল কোন্ দেশ॥
যথায় যাউক তার নাহিক এড়ান।
বানর লইয়া তার বধিব পরান॥
সম্বর সম্বর মিত্র মনে দেহ ক্ষমা।
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা॥
যথা তথা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ।
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতিবন্ধুজন॥
বিলাপ সম্বর রাম শোকে বাড়ে শোক।
শোকেতে কাতর নাহি হয় বিজ্ঞ লোক॥
রাজ্য হারাইলাম, হারাইলাম নারী।
পশু আমি তথাপি তা মনে নাহি করি॥
তুমি রাম হইয়াছ ভুবন-পূজিত।
ভার্য্যা লাগি কর খেদ অতি অনুচিত॥
মিথ্যা না বলিব মিত্র অগ্নি সাক্ষী করি।
উদ্ধার করিব আমি তোমার সুন্দরী॥
অশেষ প্রকারে রাজা জন্মায় প্রবোধ।
তথাপি বিষম শোক নাহি হয় রোধ॥
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব-ভূপতি।
প্রত্যুত্তর করেন আপনি রঘুপতি॥
জ্ঞাতি-গোত্র-পুত্র-মিত্র শোক পায় লোক।
তা সবার হইতে অধিক ভার্য্যাশোক॥
কলত্রে গৃহীর সুখ কলত্রে সংসার।
কলত্র হইতে হয় পুত্রপরিবার॥
গয়াশ্রাদ্ধ করে পুত্র বংশের উদ্ধার।
পুত্রদ্বারা পারত্রিক ঐহিক নিস্তার॥
অশেষ প্রকারে মিত্র বুঝাও আমায়।
তথাপি কলত্র-শোক পাসরা না যায়॥
সুগ্রীব বলেন, রাম কি কহিতে পারি।
করিব আজ্ঞার মত আমি আজ্ঞাকারী॥
করিব তোমার কার্য্য আমি যথাজ্ঞান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতসমান॥

—

বালিকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য-দানে শ্রীরামের অঙ্গীকার

শ্রীরাম বলেন, মিত্র বিনা প্রয়োজন।
হেনকালে হেন কথা কহে কোন্ জন॥
আপনি দেখিলে মিত্র আমার যে ক্লেশ।
অবশ্য করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ॥
আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন।
অকপটে সেই কর্ম্ম করিব সাধন॥
সুগ্রীব বলেন, স্থির কর তুমি মন।
সম্প্রতি করিব কিছু আত্ম-নিবেদন॥
বসিতে আসন রাজা দেখে চারিভিতে।
আনিলেন শাল-বৃক্ষ ফলের সহিতে॥
তদুপরি আনন্দে বসেন দুইজন।
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রমে প্রধান।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান॥
এ পর্ব্বতে থাকি রাম না দেখি উপায়।
অনুকূল হয়ে বিধি তোমারে মিলায়॥

আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর।
বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর॥
তব ভার্য্যা তব রাজ্য যেই জন হরে।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যমঘরে॥
উভয় ভ্রাতার কেন হইল বিবাদ।
বিশেষ শুনিতে চাহি কার অপরাধ॥
সুগ্রীব বলেন, আমি বিবাদ না জানি।
বিশেষ করিয়া কহি শুন রঘুমণি॥
ছিলেন অক্ষয় নামে রাজা মহামতি।
আমরা উভয় ভ্রাতা তাঁহার সন্ততি॥
কিছুকাল পরে পিতা পাইলেন স্বর্গ।
রাজ্য দিতে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বালিরাজা বিক্রম-সাগর।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সদা রত সমরে তৎপর॥
মন্ত্রিগণ তাঁহারে দিলেন রাজ্যভার।
পরে বালি দিল মোরে রাজ্য-অধিকার॥
পরস্পর পরম সৌহৃদ্যে করি বাস।
না জানি বিরোধ, সদা হাস্যপরিহাস॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বিবাদের কথা শুন কমললোচন॥
প্রীতিরূপে দোঁহে করিলাম রাজ্যভোগ।
হেনকালে করিলেন বিধাতা দুর্য্যোগ॥
মায়াবী দুন্দুভি নামে দুই সহোদর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দানব দুর্দ্ধর॥
দুই ভাই মায়ায় মহিষরূপ ধরে।
মায়াবী নিশিতে আসে জিনিতে তাঁহারে॥
যুঝিবারে যায় বালি সবার নিষেধে।
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই অনুরোধে॥
পলাইল দানব দেখিয়া দুইজনে।
আমরা ভ্রমণ করি তার অন্বেষণে॥
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখাদেখি।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী॥
বালি বলে, ভাই থাক সুড়ঙ্গের দ্বারে।
যাবৎ দানব মারি নাহি আসি ফিরে॥
আমি কহিলাম দৈত্য হৈল নিরুদ্দেশ।
সংশয় স্থানেতে তুমি না কর প্রবেশ॥
পায়ে পড়ি বলিলাম তবু নাহি মানে।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে॥
বারে বারে নিষেধিনু না শুনে বচন।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল-ভুবন॥
দৈত্য অন্বেষণে ভ্রমে সে এক বৎসর।
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর॥
মহাবীর দানব সে করিল আঘাত।
আমি ভাবি, বালি রাজা হইল নিপাত॥
বালিকে মারিয়া দৈত্য পাছে মোরে মারে।
দিলাম পাথর চাপা সুড়ঙ্গের দ্বারে॥
সম্বৎসর না দেখিয়া হইল সংশয়।
সবে বলে বালির সে মরণ নিশ্চয়॥
কান্দিলাম ভ্রাতৃশোকে আপনি বিস্তর।
কোথা গেল বালি রাজা জ্যেষ্ঠ গুণধর॥
অন্ত্যক্রিয়া করিলাম তাঁহার বিধানে।
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে॥
তারপর দৈত্য মারি ঘরে আইল বালি।
মোরে রাজা দেখিয়া করিল গালাগালি॥
পাত্র মিত্র বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে।
সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিয়া সুড়ঙ্গ-দ্বারে সুগ্রীব-চণ্ডালে॥
সুগ্রীব পাথর দিয়া তার দ্বার রোধে।
রাজ্য মহাদেবী হরে সুখভোগ-সাধে॥
ছত্রদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেবী।
হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী॥
বৎসরেক দৈত্য মারি দেশে আসিবারে।
সুগ্রীব বলিয়া ডাকি সুড়ঙ্গের দ্বারে॥

বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর।
পদাঘাতে ঘুচাইনু সুড়ঙ্গ-পাথর ॥
সহোদর ভাই হয়ে করিল অন্যায়।
মাথা কাটি ইহার তবে ত দুঃখ যায় ॥
দূর হ রে অধর্ম্মিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার।
এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
পায়ে পড়ি করিলাম বহু স্তুতিবাদ।
সেবক হইয়া থাকি ক্ষম অপরাধ ॥
আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা।
মন্ত্রিগণ করিলেক পালিবারে প্রজা ॥
বহু স্তব করিলাম না শুনে বচন।
বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥
পায়ে পড়ি যত বলি বালি নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে যা রে দুষ্ট যেখানে সেখানে ॥
বারে বারে বলি তবু না শুনিস্ কথা।
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আয় তোর মাথা ॥
দেখিয়া বালির কোপ ভয় হয় মনে।
পলাইয়া আইলাম এই অপমানে ॥
এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী।
বনে বনে ফিরি দুঃখে আমি তদবধি ॥
বলিল সুগ্রীব পূর্ব্ব-বিবাদ-কথন।
এক চিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র পড়েছ সঙ্কটে।
কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥
সুগ্রীব কহেন কথা শ্রীরামের পাশ।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শুন ইতিহাস ॥
মায়াবীর কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ।
অগ্রজের বার্ত্তা শুনি ক্রূর অহর্নিশ ॥
বিক্রমে মহিষাসুর কারে নাহি গণে।
সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুঝিবার মনে ॥
সমুদ্র বলিল, মম যুদ্ধ না আইসে।
যাহ হিমালয়াচলে রণের উদ্দেশে ॥
হিমালয় পর্ব্বত শঙ্করের শ্বশুর।
তাঁর ঠাঁই গেলে তব দর্প হবে চূর ॥
ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে।
চক্ষুর নিমেষে গেল পর্ব্বত-নিকটে ॥
শৃঙ্গাঘাতে পর্ব্বতেরে করে খান খান।
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ॥
পর্ব্বত জানিল তবে চিন্তিয়া সংসার।
যাহাতে মহিষাসুর হইবে সংহার ॥
বলিল, মহিষাসুর তুমি মহাবলী।
কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ তুমি যথা আছে বালি ॥
বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ।
বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ ॥
রাজভোগ মধুবন রাজার ভাণ্ডার।
বন ভাঙ্গি মধু খাইয়া করহ সংহার ॥
বালিরাজা না সহিবে মধু অপচয়।
প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি-মহাশয় ॥
তোর জ্যেষ্ঠ মায়াবী ছিল যে মহাবলী।
তাহারে মারিল সে বানররাজা বালি ॥
শুনিয়া জ্যেষ্ঠের কথা কুপিত অন্তরে।
তখনি চলিল বালি-ভূপতির পুরে ॥
শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড।
কুপিত হইল বালি সংগ্রামে প্রচণ্ড ॥
বীরধড়া পরে বীর কাঁকালে বেড়িয়া।
দ্বিগুণ ইন্দ্রের মালা পরিল তুলিয়া ॥
স্ত্রীগণ-বেষ্টিত বালি আইল নির্ভয়।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয় ॥
রুষিল মহিষাসুর আরক্তলোচন।
স্ত্রীগণ-সম্মুখে করে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥
মধুপানে মত্ত তুমি ঘূর্ণিত-লোচন।
মত্তজন মারি নাহি মোর প্রয়োজন ॥
প্রাণদান দিনু তোরে আজিকার তরে।
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া আপনার ঘরে ॥

সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যুষ বিহানে।
বল বুদ্ধি চূর্ণ করি বধিব পরাণে॥
স্ত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অন্তঃপুর।
বীরদাপ করি বলে, শুন রে অসুর॥
রণে প্রবেশিলে বুঝি রণের পরীক্ষা।
পড়িলে বালির হাতে তোর নাহি রক্ষা॥
যমরাজা যদি ধরে আছে প্রতিকার।
বালির স্থানেতে কার নাহিক নিস্তার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক বীরগণ।
আইলে আমার যুদ্ধে অবশ্য মরণ॥
কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে।
সে কথা থাকুক আজি যাও যমঘরে॥
কুবুদ্ধি পাইল তোর মোর সঙ্গে রণ।
তোর দোষ নাহি, তোর ললাটে লিখন॥
পলাইয়া যা রে তুই লইয়া পরাণ।
আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান॥
কোপেতে মহিষাসুর কাঁপে থর থর।
পুনশ্চ বলিছে তারে বালি কপীশ্বর॥
আগে মোরে হান তোর বুঝিব বিক্রম।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম॥
যত তোর শক্তি থাকে তত শক্তি হান।
এই দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ॥
রুষিয়া দুন্দুভি দৈত্য দুই শৃঙ্গ মারে।
খান খান করিয়া বালির অঙ্গ চিরে॥
সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ বালি তবু নাহি হটে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তেতে ফুটে॥
দৈত্যের বিক্রম দেখি বালিরাজা হাসে।
গাইল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

—

বালির সহিত যুদ্ধে সুগ্রীবের পরাভব

শমনদমন রাবণ রাজন্ রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥
সুকৃত-জনন দুষ্কৃত-দমন
শ্রুতিসুখ রামায়ণ।
শ্রবণ মনন করে যেই জন,
তারে তুষ্ট নারায়ণ॥
মহিষ বালির সঙ্গে যুঝে চমৎকার।
পাদপ-পাথরে বালি করে মহামার॥
মারে গাছ পাথর সে মহিষ-উপর।
পরাভব নহে দৈত্য যুঝে নিরন্তর॥
দুই শৃঙ্গ নত করি বালিরে বধিতে।
বালির সম্মুখে দৈত্য গেল আচম্বিতে॥
দুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে।
শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে॥
দুই শৃঙ্গ ধরি তার ঘন দেয় পাক।
ঘন পাকে ফেরে যেন কুমারের চাক॥
পাথর-উপরে তারে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
পড়িল মহিষাসুর হয়ে অচেতন।
পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন॥
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
মতঙ্গ মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে॥
মুনি বলে, কোন্ বেটা করিল এমন।
গায়ে রক্ত দেয় সে যে পাপিষ্ঠ কেমন॥
রক্ত পাখালিয়া করিলেন আচমন।
পবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ॥
মহাক্রোধ করি মুনি জল নিল হাতে।
অভিশাপ দিল তারে মনের কোপেতে॥
মুনি বলে, হেন কর্ম্ম করিল যে জন।
এ পর্ব্বতে আ'লে তার অবশ্য মরণ॥
পরস্পর শুনে বালি শাপবাক্য তাঁর।
দূর হৈতে মুনি-পদে করে নমস্কার॥
দূরে থাকি মুনি-স্থানে যাচে পরিহার।
সঙ্কটসাগরে প্রভু করহ নিস্তার॥

মতঙ্গ বলেন, মম শাপ অখণ্ডন।
এ পর্ব্বতে কভু তুমি না কর গমন॥
সেই শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমূকে।
দেশদেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে॥
ঋষ্যমূকে আইলে সে হারাবে পরাণ।
বালিকে মুনির শাপ, তেঁই মম ত্রাণ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র কহিলে সকল।
বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল॥
সুগ্রীব বলেন, বালি বিক্রমসাগর।
বালির বিক্রম-কথা শুন রঘুবর॥
যখন রজনী যায় অরুণ উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্ব্বতশিখর।
দুই হাতে লোফে তাহা বালি কপীশ্বর॥
উপাড়িয়া পর্ব্বত আকাশোপরে ফেলে।
আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সে নিমিষে বেড়ায়।
কি কব পবন তার সঙ্গে না গোড়ায়॥
বালিকে মারিতে যদি না পার একবাণে।
তবে বালিরাজা মোরে বধিবে পরাণে॥
মহাবীর বালিরাজা এ তিন ভুবনে।
সর্ব্ব বীর পরাভব পায় তার রণে॥
সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মণ।
কোন্ কর্ম্মে তোমার প্রতীতি হয় মন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কোথায় হেন বীর।
শ্রীরামের এক বাণে কে রহিবে স্থির॥
হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি হও হরষিত॥
সুগ্রীব বলেন, দেখ দুন্দুভি-পাঁজর।
পায়ে করি ফেলাইল বালি কপীশ্বর॥
নেত্রনীরে সুগ্রীবের তিতিল বদন।
আশ্বাসিয়া তুষিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥

সুগ্রীবের প্রত্যয়-নিমিত্ত রঘুবর।
পদাঘাতে ফেলিলেন দুন্দুভি-পাঁজর॥
ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন।
ফেলেন যোজন শত কমললোচন॥
সুগ্রীব বলিল, শুন রাম রঘুবর।
যখন ফেলিয়া ছিল বালি সে পাঁজর॥
রক্তে চর্ম্মে ছিল ভারি আছিল দুর্ব্বার।
এখন হয়েছে শুষ্ক নহে তত ভার॥
ইহাতে কেমনে রাম করি অনুমান।
বালিরাজা হইতে যে তুমি বলবান॥
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন।
বালির বিক্রম শুন করি নিবেদন॥
দিগ্বিজয় করিতে চলিল দশানন।
বালির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটন॥
সন্ধ্যা করে বালিরাজা সাগরের জলে।
হেনকালে দশানন চৌদিকে নেহালে॥
তপ করে বালিরাজা মুদিত-নয়ন।
পশ্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশানন॥
যুদ্ধ নাহি করে বালি তপ নাহি ত্যজে।
পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল ল্যাজে॥
লাঙ্গুলে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে।
একবার ডুবাইয়া আরবার তোলে॥
এইরূপে তপ করে চারি পারাবারে।
জল খাইয়া রাবণ বাঁচিতে না পারে॥
চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন।
উঠিলেন বালি, লেজে বান্ধা দশানন॥
রজনী হইল বালি চলি গেল ঘর।
কাতরে রাবণ বলে, ক্ষম কপীশ্বর॥
বহুস্তবে ক্ষমে বালি তার অপরাধ।
রাবণ হইল মুক্ত, পরম আহ্লাদ॥
এক যুক্তি শুন প্রভু কমললোচন।
বালি-সঙ্গে মিলন করহ এইক্ষণ॥

মিলন হইলে রাম দুই সহোদরে।
দোঁহে মিলি মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
ভ্রাতা দুইজনে যদি করহ মিলন।
কোন্ ছার গণি তবে রাজা দশানন॥
পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালিরাজে আঁটে।
রাবণে আনিবে বালি ধরে তার জটে॥
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব তখন।
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহেন বচন॥
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে অগ্নি সাক্ষী করি।
বালি বধি তোমারে করিব অধিকারী॥
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন।
পিতৃবাক্যক্রমে কেন আইলাম বন॥
এতেক বলিল যদি কমললোচন।
সুগ্রীবেরে ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ॥
সাত তাল-গাছ আছে একই সোসর।
প্রত্যয়েতে তোমার বিন্ধেন রঘুবর॥
সুগ্রীব বলেন, তবে শুন নরবর।
নখের চাপনে তাল বিন্ধে কপীশ্বর॥
সাত তাল-গাছ যদি বিন্ধে একশরে।
তবে সে বালিকে তুমি জিনিবে সমরে॥
হাসেন শ্রীরঘুনাথ আলো দশদিকে।
তালগাছ বিন্ধি মাত্র কোন্ কাজে লাগে॥
সুচিত্র বিচিত্র বাণ কনক-রচিত।
তূণ হৈতে লইলেন শ্রীরাম ত্বরিত॥
দৃঢ়মুষ্টি করি নিল দক্ষিণ হস্তেতে।
ছুটিল রামের বাণ সে সাত তালেতে॥
সপ্ততাল ভেদ করি বাণ হইল পার।
ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিন্ধিয়া আগুসার॥
এক বাণ শৈলে বিন্ধে সপ্ত গাছ তাল।
বজ্রাঘাত শব্দে বাণ সান্ধায় পাতাল॥
রাজহংস মূর্ত্তিমান আসিবার কালে।
পুনর্ব্বার আসিলেক শ্রীরামের কোলে॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি বাণ তূণ-মধ্যে ঢোকে।
রামের বিক্রমে সবে হাত দিল নাকে॥
সকল বানর নিল রাম-পদধূলি।
তুমি পার মারিবারে শত শত বালি॥
সুগ্রীব বলেন, তব বিক্রমেতে জানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু এসেছ আপনি॥
তোমা হেন মিত্র মোরে দিলেন বিধাতা।
তোমার প্রসাদে পাব রাজদণ্ড ছাতা॥
শ্রীরাম বলেন, কি বিলম্বে প্রয়োজন।
বালির সহিত ঝাট করাহ দর্শন॥
দেখিলে শত্রুকে মারি ঘুচাইব ডর।
সুখে রাজ্য করিবে তোমরা মিত্রবর॥
সুগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস-বচন।
সাত জন কিষ্কিন্ধ্যায় করেন গমন॥
রাজদ্বার নিকটে চলেন রাম ধীরে।
বৃক্ষ-আড়ে লুকাইয়া থাকি দুই বীরে॥
বালি-দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িবে সিংহনাদ।
তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ॥
করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরব্ধ।
একবাণে বালিকে করিব আমি স্তব্ধ॥
বালি-দ্বারে সুগ্রীব ছাড়িল সিংহনাদ।
বাহির হইল বালি দেখিয়া প্রমাদ॥
বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর।
বিক্রমে আক্রম করে সুগ্রীব-উপর॥
হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর।
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে বহুতর॥
ক্ষণে হেঁটে পড়ে বালি ক্ষণেক উপরে।
ক্ষিতি টলমল করে উভয়ের ভরে॥
দুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ॥
দেখেন শ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান।
উভয়ের বেশভূষা বয়স সমান॥

চিনিতে নারেন রাম সুগ্রীব বানরে।
বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে॥
সুগ্রীবেরে মারে বালি বজ্রসম চড়।
সহিতে না পারি তাহা উঠি দিল রড়॥
মহাবল বালিরাজা অতুল-প্রতাপ।
তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ॥
বড় বড় বীরগণে করে যে সংহার।
যুদ্ধারম্ভে সুগ্রীব বানর কোন্ ছার॥
তখনি সে সুগ্রীবের বধিত পরাণ।
সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণদান॥
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় সুগ্রীব।
আগে যায় ফিরে চায় প্রায় সে নির্জীব॥
ঋষ্যমূকে তিষ্ঠিতে সুগ্রীব পলাইল।
মুনিশাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল॥
না পারিয়া সুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে।
ঘরে যায় বালিরাজা গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে॥
ভাল পলাইয়া গেলি লইয়া জীবন।
কি জোরে করিস রে আমার সঙ্গে রণ॥
ভাল হৈল পলাইল, হয় মোর ভাই।
প্রাণেতে মারিব যদি পুনঃ দেখা পাই॥
সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোদুঃখে।
সুগ্রীব জর্জ্জর ঘায়ে রহে ঋষ্যমূকে॥
আছে হেঁট মুণ্ডেতে সুগ্রীব অপমানে।
চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে॥
মাথা তুলি সুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে।
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে॥
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে।
কে করিত রাজ্যভোগ, কি করিত রামে॥
মারিতে নারিবে আগে না বলিলে কেনে।
বালি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে॥
তখনি বলেছি বালি বিষম দুর্জ্জয়।
তাহারে সংহার করা ক্ষুদ্র কর্ম্ম নয়॥
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর।
বালিকে মারিতে পারে হেন কোন্ বীর॥
আছুক যুদ্ধের কাজ দরশনে ভাগে।
কোন্ জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে॥
কেন বা গেলাম পাইলাম অপমান।
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত নিকটে ছিল যেই।
এ সঙ্কটে রক্ষা আমি পাইলাম তেঁই॥
বালিকে মারিবে বলি করিলে আশ্বাস।
আমাকে ফেলিয়া রণে হৈলে এক পাশ॥
এক্ষণি মারিবা বাণ হেন মোর মনে।
কোথা বাণ কোথা রাম, ভাগ্যে আছি প্রাণে
শ্রীরাম বলেন, মিত্র না বল বিস্তর।
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর॥
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্রবধভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ॥
চিহ্ন দিয়া মিত্র তুমি রণে গেলে চিনি।
বালিকে মারিব, রাজা হইবা আপনি॥
পুনঃ যুদ্ধে গেলে যবে আসিবেক বালি।
ঘুচাইব তখনি মনের যত কালি॥
বঞ্চিল সুগ্রীব রাত্রি রামের আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

—

বালিবধ

চিহ্ন বিনা নাহি চিনা যায় সুগ্রীবেরে।
চিহ্ন দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষ্মণেরে॥
লক্ষ্মণ দিলেন, পুষ্প-মালা তার গলে।
করিলেন সাত বীর যাত্রা শুভকালে॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব মারিতে সহোদরে।
আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যান হাতে ধনুঃশর।
তাহার পশ্চাতে চলে ইতর বানর॥

বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে

মৃগ পক্ষী বনচর দেখে স্থানে স্থান।
লক্ষ লক্ষ হস্তী দেখে পর্ব্বত-প্রমাণ॥
বনের ভিতর দেখে অতি বিচক্ষণ।
মুনির আশ্রম-মাঝে কদলীর বন॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র অদ্ভুত কদলী।
কাহার সৃজন এই আশ্রমমণ্ডলী॥
সুগ্রীব বলেন, হেথা ছিল সপ্ত মুনি।
করিত কঠোর তপ লোক-মুখে শুনি॥
তারা দশ হাজার বৎসর অনাহারে।
করি তপ সশরীরে গেল স্বর্গপুরে॥
সকলে বন্দেন গিয়ে আশ্রমমণ্ডল।
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল॥
সুগ্রীব বলিল, রাম হও সাবধান।
কালিকার মত যেন না হয় বিধান॥
আপন শপথে মিত্র আজি হও পার।
অবশ্য করিব আমি সীতার উদ্ধার॥
আমার বচন মিথ্যা না ভাবিহ মনে।
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়া রাবণে॥
শ্রীরাম বলেন, তুমি ভূষিত মালায়।
বালিকে বধিব আজি, বাঁচাব তোমায়॥
বালিকে দেখিবামাত্র চালাইব শর।
পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর॥
সপ্ততাল বিন্ধিলাম আমি যেই বাণে।
সেই বাণ স্মরিয়া নিশ্চিন্ত হও মনে॥
মিথ্যা না বলিব, সত্য না করিব আন।
বালিরাজা নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ॥
সিংহনাদ ছাড়িল সুগ্রীব বালি-দ্বারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে॥
পাইয়া রামের বল সুগ্রীব প্রবল।
সিংহনাদে কাঁপাইল ধরা রসাতল॥
সিংহনাদে রুষিল বানর রাজা বালি।
সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গালি॥

মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারা।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা॥
সত্তর যোজন তনু আড়ে পরিসর।
তিন শত যোজন দীঘল কলেবর॥
যদি বাঞ্ছা হয়, তবে নকুল প্রমাণ।
কখনও আকাশ-যোড়া হয় পরিমাণ॥
লাঙ্গুল করিতে পারে যোজন পঞ্চাশ।
উভ যদি করে তবে পরশে আকাশ॥
তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে।
বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে॥
কোপ সম্বরহ, রণে না কর গমন।
আমার বচন শুন জীবন-কারণ॥
একদিন যুদ্ধে যার বৎসর বিশ্রাম।
কি সাহসে আইসে সে করিতে সংগ্রাম॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হাঁকারে।
হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে॥
আপনা পাসর তুমি মত্ত হও কোপে।
ভাবিতে তোমার কর্ম্ম ভয়ে প্রাণ কাঁপে॥
যুদ্ধে না যাইহ প্রভু শুন মোর বাণী।
আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি॥
কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়া।
কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া॥
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল।
নতুবা আসিবে কেন নিজে সে দুর্ব্বল॥
যুদ্ধে না যাইহ তুমি থাক অন্তঃপুরে।
ডাকিছে সুগ্রীব, ডাকে ডাকুক বাহিরে॥
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম।
রাজপুত্র দুই ভাই লক্ষ্মণ-শ্রীরাম॥
পিতৃসত্য পালিতে হইল বনবাসী।
বল্ক পরিধান শিরে জটা সে সন্ন্যাসী॥
রাজ্য হারাইয়া তারা ভ্রমে বনে বনে।
মিলিয়াছে তারা বুঝি সুগ্রীবের সনে॥

রাজ্যভ্রষ্ট সুগ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে।
সহায় করিয়া বুঝি আইল রামেরে॥
যদ্যপি এমত হয় তবে বড় ভার।
নাহি দেখি অদ্য যুদ্ধে মঙ্গল তোমার॥
ভালমন্দ হউক সে তবু সহোদর।
সহোদর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর॥
ক্ষান্ত হও মহারাজ কাজ নাই রাগে।
সুগ্রীব সহিত রাজ্য কর একযোগে॥
সকলে রাজত্ব করে সুগ্রীব বঞ্চিত।
সহিতে না পারে দুঃখ ভাবে বিপরীত॥
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা।
অহঙ্কারে না যাইহ সংগ্রামের বেলা॥
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন।
পিতৃসত্য হেতু রাম আইলেন বন॥
কৈকেয়ী বিমাতা তাঁরে দিল সত্যভার।
কনিষ্ঠেরে রাজ্য রাম দেন অধিকার॥
শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে।
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে॥
তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠ সোদর।
দুই ভাই রাজ্য কর হৈয়া একত্তর॥
বালি বলে, না ভাবিহ তারা চন্দ্রমুখী।
সুগ্রীব লাগিয়া যত বল নহি দুঃখী॥
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে।
রাখিলাম সুড়ঙ্গের দ্বারে সে চণ্ডালে॥
বৃক্ষ-প্রস্তরেতে সে সুড়ঙ্গ-দ্বার ঢাকে।
আমার মহিলা হরে জাতি নাহি রাখে॥
তোমার কথায় তারে না মারিয়া প্রাণে।
হাতে গলে বান্ধি দিব তোমা-বিদ্যমানে॥
তারা বলে, শুন রাজা করি নিবেদন।
সুগ্রীবের দোষ নাই, দোষী পাত্রগণ॥
পাত্রগণে রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ।
সুগ্রীব হইল রাজা তার নাহি দোষ॥
করহ আমারে ক্ষমা রাখহ বচন।
আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ॥
ক্ষিতি খান খান হয় পর্ব্বত উপাড়ে।
চন্দ্র সূর্য্য আদি শ্রীরামের বাণে পোড়ে॥
রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে।
তবে বল প্রাণনাথ রক্ষা পাবে কিসে॥
বালি বলে, বল কেন অসত্য বচন।
মারিবেন শ্রীরাম আমারে কি কারণ॥
পরের কথায় কি করিবেন অধর্ম্ম।
রামকে না ভয় করি শুন তার মর্ম্ম॥
সত্যবাদী রাম বড় সত্যধর্ম্মে মন।
সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন॥
কখন রামের সঙ্গে মোর নাহি বাদ।
তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিসম্বাদ॥
আমি দোষী নহি রাম রুষিবেন কিসে।
পুনঃ পুনঃ কহ কেন রাম বুঝি আসে॥
তবে যদি সুগ্রীব-সাহায্যে আসে রাম।
তবু নাহি দিব ভঙ্গ, করিব সংগ্রাম॥
রুষিয়া চলিল বালি সিংহের গর্জ্জনে।
না রহিল তারা মহাদেবীর বচনে॥
যাত্রাকালে তারাদেবী করিল মঙ্গল।
কিন্তু তার নেত্রজল করে ছলছল॥
অন্তরে জানিয়া তারা কান্দিল বিস্তর।
এবার নিস্তার নাহি সমর দুস্তর॥
বাহির হইয়া বালি চতুর্দ্দিকে চায়।
একা সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায়॥
বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ লাগে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি॥
বেড়াবেড়ি দুইজনে করে জড়াজড়ি।
জড়াজড়ি দুইজনে করে মারামারি॥
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ একটি প্রহর॥

সুগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রখর।
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর॥
বালি বজ্রমুষ্টি যে মারিল তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব শোণিত উঠে মুখে॥
সুগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়েন ধনুকে॥
সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ॥
দশদিক আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত সম বাণ বালি-বুকে ফুটে॥
বুক ধরি বালিরাজা করে হাহাকার।
কোন্ জন করিল এ দারুণ প্রহার॥
বুকে পৃষ্ঠে ভার সে নাড়িতে নারে পাশ।
এক বাণে পড়ে বালি, ঘন বহে শ্বাস॥
পড়িলেক বালিরাজা ইন্দ্রের নন্দন।
গায়ের ভূষণ খসে অঙ্গের বসন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
ধার্ম্মিক রামের কেন হইল প্রমাদ॥

—

বালি কর্ত্তৃক শ্রীরামের ভর্ৎসনা

ভূমে পড়ি বালিরাজা করে ছটফট।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে॥
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহি বালি।
দন্ত কড়মড় করে দেয় গালাগালি॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে রাম এ কোন্ বিধান॥
শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চ নখী॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি শাখামৃগে কোন্ প্রয়োজন॥
নির্দ্দোষী বানর আমি মার কোন্ কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে॥
কোন্ দেশ লুটিয়া দিলাম কারে ক্লেশ।
কোন্ দোষে করিলে আমার আয়ু শেষ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে॥
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনা বিনাশিলে মম প্রাণী॥
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ॥
তপস্বীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিব প্রাণ ভাব এই মনে॥
সর্ব্বলোকে বলে রাম ধর্ম্ম-অবতার।
ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলে সুখ॥
কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি।
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হানি॥
মুখামুখি যদি রাম মারিতে হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ॥
সম্মুখ-সংগ্রামে বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর॥
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির॥
সুগ্রীব আমার বাদী সাধি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ॥
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালিরাজে॥

দশরথ রাজা তিনি ধর্ম্ম-অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার ॥
মহারাজা দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন ॥
ধর্ম্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ॥
বানর হইতে কার্য্য করিতে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥
এক লাফে পারাবার হইতাম পার।
একদিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥
রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী সহ করিলে মন্ত্রণা ॥
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন্ ছার ॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবাইলাম চারি পারাবারে ॥
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে।
পায়ে পড়ি আমার উঠিল সে আকাশে ॥
ত্রিলোকবিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব।
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব ॥
যদি হয় হইবে বিলম্বে বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর ॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায় ॥
এ হেন বিচিত্র ভাব আমি বালিরাজ।
আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ ॥
বিস্তর ভর্ৎসিল রামে রণস্থলে বালি।
কৃত্তিবাস বলে কেন রামে দেহ গালি ॥

বালির বিনয়

শ্রীরাম বলেন, বলি শুন হয়ে স্থির।
বানর জাতির মধ্যে তুমি বড় বীর ॥
আমারে করিলে তুমি অনেক ভর্ৎসন।
আর যদি থাকে কিছু কহ কুবচন ॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে ॥
ঘাস খায় বনে চরে নাহি অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজারা হয় ব্যাধ ॥
মৎস্যগণ জলে থাকে তারা হিংসে কাকে।
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে ॥
সর্ব্ব বনে পশুপক্ষী থাকে সর্ব্ব স্থানে।
ব্যাধগণ অবিরত কেন তারে হানে ॥
আমার রাজ্যেতে থাকি কর কদাচার।
সেই পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার ॥
মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ।
স্বর্গে যাহ বালি কেন করহ সন্তাপ ॥
ভক্ত হেন সুগ্রীবেরে করিব পালন।
তাহার যে শত্রু তার বধিব জীবন ॥
করিয়াছি মিত্রতা পাবক সাক্ষী করি।
কোথাও না রাখি আমি সুগ্রীবের অরি ॥
সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভাই তুমি ত গর্ব্বিত।
তোমায় অধিক বলা না হয় উচিত ॥
তোমার সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে।
ক্ষমা কর কপিরাজ কেন পাড় লাজে ॥
ক্ষমা কর বীর তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাও মহেন্দ্র-ভুবন ॥
ইন্দ্রপুত্র তুমি হও মহেন্দ্রের বেশ।
অমরাবতীতে যাও আপনার দেশ ॥
বালি বলে, ত্রিভুবনে তুমি ত পূজিত।
ব্যথিত হইয়া বলিলাম অনুচিত ॥

ক্ষমা কর ধরি রাম তোমার চরণ।
সুগ্রীব অঙ্গদে তুমি করহ পালন ॥
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার।
অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন্ অধিকার ॥
তুমি দাতা তুমি কর্ত্তা তুমি ত বিধাতা।
সুগ্রীব অঙ্গদের ধর্ম্মতঃ হও পিতা ॥
সুষেণ-দুহিতা তারা আছে গৃহ-মাঝে।
সুগ্রীব না দেয় দুঃখ তারে কোন কাজে ॥
শ্রীরাম বলেন, গতি চিন্ত কপিরাজ।
পবিত্র হইলে তুমি কথায় কি কাজ ॥
শ্রীরামে বিনয়ে কহে বালি জোড়হাত।
বিরূপ বচন ক্ষমা কর রঘুনাথ ॥
বালির বচন শুনি রামের উল্লাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

—

বালির সৎকার্য্য

রণে পড়ে বালিরাজ শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে ॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আলুয়িত কেশে।
অঙ্গদেরে লয়ে যায় বালির উদ্দেশে ॥
পথে দেখে মন্ত্রিগণ পলাইছে ত্রাসে।
অশ্রুমুখী তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাসে ॥
তোমরা রাজার পাত্র ছিলে তাঁর সাথী।
তবে ছাড়ি যাও কেন রাখিয়া অখ্যাতি ॥
কপিগণ বলে, শুন তারা ঠাকুরাণী।
দুই ভাই বিস্তর করেন হানাহানি ॥
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
শ্রীরামের বাণে বালি হারাইল প্রাণ ॥
চারিভিতে সৈন্য নিয়া রাখ অন্তঃপুরী।
অঙ্গদেরে রাজা কর শোক পরিহরি ॥
তারা বলে, রাজ্য নিয়ে থাকুক অঙ্গদ।
স্বামিসঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ ॥

শিরে করে করাঘাত বস্ত্র না সম্বরি।
রণস্থলে চারিদিকে চাহে কপীশ্বরী ॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া বসিয়া রঘুনাথ।
লক্ষ্মণ সম্মুখে তাঁর করি যোড়হাত ॥
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোন কথা।
সকলে বসিয়া হেথা হেঁট করি মাথা ॥
বালির নিকটে তারা চলিল সত্বরে।
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে ॥
মেঘের গর্জ্জনতুল্য তোমার গর্জ্জন।
বড় বড় বীর নাহি সহে তব রণ ॥
শ্রীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে।
একি অসম্ভব কর্ম্ম বিধি দেখাইলে ॥
মম বাক্য না শুনিলে দেখালে স্বরূপ।
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিরূপ ॥
মুদিলে নয়ন নাথ ত্যজিয়া আমায়।
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায় ॥
চন্দ্র যান অস্ত তাঁর সঙ্গে যায় তারা।
তোমা হৈল অস্ত, আর রহে কেন তারা ॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব করিল হেন কাজ।
কান্দাইল কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট সমাজ ॥
এতেক বলিয়া কান্দে তারা কৃশোদরী।
তাহার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যানগরী ॥
বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকা-শয়নে।
পশুপক্ষী আদি কান্দে বালির মরণে ॥
থাকুক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে বিরসবদন ॥
তারা বলে, রাম তব জন্ম রঘুকুলে।
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ।
লুকাইয়া মারিয়াছ পাই বড় তাপ ॥
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান।
ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ ॥

একেবারে আমার করিলে সর্ব্বনাশ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥
বিচ্ছেদ-যাতনা যত জান ত আপনি।
তবে কেন আমারে দিলে হে রঘুমণি ॥
প্রভু শাপ না দিলেন সদয়হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয় ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে ॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস ॥
কান্দাইলা যেইরূপ কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী ॥
আমি যদি সতী হই ভারত-ভিতরে।
কান্দিবে সীতার হেতু, কে খণ্ডিতে পারে ॥
আমি শাপ দিলাম, না হইবে খণ্ডন।
সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন ॥
সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে।
এ জন্মের মত দুঃখে কাল কাটাইবে ॥
বানরী হইয়া তারা রামেরে গরজে।
এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মজে ॥
ইহা মনে না করিহ 'আমি নারায়ণ'।
কর্ম্মমত ফল ভোগ করে সর্ব্বজন ॥
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে ॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা বলি তাহা হবে, নাহি বিমোচন ॥
খেদে তারা কান্দে কোলে করিয়া বালিরে।
তারার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধীরে ॥
শুন তারা সুবদনি, তোমারে যা বলি।
শ্রীরামে দিয়াছি আমি বহু গালাগালি ॥
আমার বচনে বড় পাইলেন লাজ।
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন্ কাজ ॥
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
রাবণের অপরাধে আমার মরণ ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ।
গালি দিলে শ্রীরাম হবেন অসন্তোষ ॥
তারা প্রতি দিল বালি প্রবোধবচন।
মৃত্যুকালে সুগ্রীবেরে করে সম্ভাষণ ॥
বালি বলে, সুগ্রীব তুমি যে সহোদর।
তব সঙ্গে বিসম্বাদ হইল বিস্তর ॥
তোমার বিবাদে মোর এই ফল হয়।
তুমি রাজ্য কর আমি মরি হে নিশ্চয় ॥
তব দোষ নাহি মোরে বিধাতা বিমুখ।
একত্র না হইল দোঁহার রাজ্যসুখ ॥
রাজভোগে বাড়াইলাম অঙ্গদ সুন্দর।
পদতলে লোটে পুত্র ধূলায় ধূসর ॥
অঙ্গদেরে ভাই তুমি নাহি দিও তাপ।
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ ॥
অঙ্গদেরে ভয়েতে অভয় দিও দান।
পালন করিও এরে পুত্রের সমান ॥
আমি যদি থাকিতাম হইত পালন।
এই লহ অঙ্গদেরে করি সমর্পণ ॥
দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শরীর।
ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির ॥
ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশ।
সুগ্রীবেরে দিই যে দেখুক এই দেশ ॥
শ্রীরামের ঠাঁই বালি লয় অনুমতি।
সুগ্রীবের গলে দিল ধরে নানা জ্যোতি ॥
সুগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্রপানে চাহে।
মৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে ॥
বাড়িলে যেমন পুত্র আমার গৌরবে।
সেইমত বাড়াইবে তোমারে সুগ্রীবে ॥
অহঙ্কার না করিও আমার কথনে।
খুড়ার করিহ সেবা বিবিধ বিধানে ॥

সুগ্রীবের বিপক্ষ যে জানিও বিপক্ষ।
সুগ্রীবের যেই পক্ষ সেই তব পক্ষ ॥
অধর্ম্ম না করিহ করিহ সেবা-কর্ম্ম।
খুড়ার করিহ সেবা, পরাপর ধর্ম্ম ॥
এত বলি বালি রাজা ত্যজিল পরাণ।
প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি বিমান ॥
কালের কুটিল গতি কে বুঝিবে স্থির।
রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর ॥
বিমানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে।
হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে ॥
শিরে করি করাঘাত ত্যজে আভরণ।
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে অচেতন ॥
ছিঁড়িল মুক্তার মালা খসিল কবরী।
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী ॥
পতি হারাইয়া তারা নেত্রে ধারা বহে।
বলে, প্রভু তোমার বিহনে প্রাণ দহে ॥
কোথায় রহিল তব রাজ্যপাট ধন।
কোথায় তোমার দিব্য রত্নসিংহাসন ॥
সুগ্রীব হইল তব প্রাণের আপদ।
কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙ্গদ ॥
কোথায় রহিল তব এ রাজ্যসংসার।
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার ॥
ত্রিভুবন কম্পমান তোমার বিক্রমে।
তোমার এমন দশা মম ভাগ্যক্রমে ॥
রামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে।
সুগ্রীবের যত পাপ আমার তা ফলে ॥
বুক হৈতে সুগ্রীব তুলিয়া নিল বাণ।
বালির রক্তেতে নদী বহে খরশাণ ॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল কাতর।
পাত্রমিত্র মিলি দেয় প্রবোধ-উত্তর ॥
কান্দে মহাদেবী তারা না মানে প্রবোধ।
হনুমান বলে কত করি অনুরোধ ॥

শোক পরিহর রাণী সম্বর ক্রন্দন।
এমনি কালের ধর্ম্ম কে করে খণ্ডন ॥
সুগ্রীব ধার্ম্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান।
রামের প্রস্থানে যাইলেন পিতৃস্থান ॥
অঙ্গদেরে পালহ, পালহ সবাকারে।
সকলি তোমার রাণী যে আছে সংসারে ॥
অঙ্গদ হইবে রাজা দেখিবে নয়নে।
পরিত্যাগ কর শোক, ধৈর্য্য ধর মনে ॥
নেত্রনীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা।
না কহিলে নহে তেঁই কহে রাণী তারা ॥
শুন বীর, রাজা যদি অঙ্গদ হইবে।
শ্রীরামের কি সাহায্য সুগ্রীব করিবে ॥
ভাল মন্দ পুত্রের যা নাহি মনে করি।
স্বামী সহ মরিলে সকল দায় তরি ॥
নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে ॥
পুত্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোষে।
স্বামীরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বামী নারীর বিধাতা।
কামিনীর স্বামী হয় সুখমোক্ষদাতা ॥
স্বামিসেবা করিবেক যদি হয় সতী।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি ॥
স্বামী দাতা স্বামী কর্ত্তা স্বামীমাত্র ধন।
স্বামী বিনা গুরু নাই বলে জ্ঞানিজন ॥
শত পুত্রবতী যদি স্বামিহীনা হয়।
তথাপি সকলে তারে অভাগিনী কয় ॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল।
তারার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল ॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র না কর বিষাদ।
কার দোষ নাহি, দৈব পাড়িল প্রমাদ ॥
সম্বরহ শোক তুমি বানরের রাজ।
ত্বরা করি করহ বালির অগ্নিকাজ ॥

শুষ্ককাষ্ঠ আন মিত্র অগুরু চন্দন।
রাজ-আভরণ আন বসন ভূষণ॥
বৃহৎ শরীর তার করিতে বহন।
বাছিয়া কটক আন বালির বাহন॥
লক্ষ্মণ বলেন, হনুমান হও স্থির।
সর্ব্ব আয়োজন তুমি আনহ বালির॥
হনুমান সান্ধাইল ভাণ্ডার-ভিতরে।
নানা রত্ন আভরণ আনিল বাহিরে॥
রাজচতুর্দ্দোলে আনে বিচিত্র বসন।
বিলাইতে আনে আরো বহুমূল্য ধন॥
রাজচতুর্দ্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে।
সকলে লইয়া গেল পম্পানদী-তীরে॥
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে॥
রাজযোগ্য চিতা করে নানা পুষ্পজাতি।
তারা মহাদেবী করে বৈশ্বানরে স্তুতি॥
অগ্নিকার্য্য বালির করিল বন্ধুগণ।
তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥
রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ॥
রামনাম স্মরিলে যমের দায় তরি।
শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি॥

—

সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি

সকল বানর গেল রাম-বিদ্যমান।
সুগ্রীবের ইঙ্গিতে বলেন হনুমান॥
তোমার প্রসাদে সুগ্রীব হইল রাজা।
বাঞ্ছা করে সুগ্রীব তোমারে করে পূজা॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা যায় অন্তঃপুরে
অন্তঃপুরে শ্রীরাম আইস রাজপুরে॥
শ্রীরাম বলেন পুরে না করি প্রবেশ।
বনবাস করিবারে পিতার আদেশ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর ভ্রমি বনে বন।
নগরে কেমনে আমি করিব গমন॥
সুগ্রীবেরে শ্রীরাম বলেন লও ভার।
রাজা হৈয়া তুমি রাজ্য কর অধিকার॥
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ।
এই বার অঙ্গদেরে কর যুবরাজ॥
মহাদেবী তারার করিহ পুরস্কার।
তারার মন্ত্রণায় করিহ ব্যবহার॥
আইল শ্রাবণ মাস বরিষা প্রবেশ।
শাখামৃগ কটক থাকুক নিজ দেশ॥
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলে বড় দুখ।
বরিষার কিছুদিন কর রাজ্যসুখ॥
বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে এক দণ্ড।
তাহার করিব মিত্র সমুচিত দণ্ড॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সে গেল অন্তঃপুর।
নানা বস্ত্র রত্ন দান করিল প্রচুর॥
সুগ্রীবে করিতে রাজা আইল রাজ্যখণ্ড।
সিংহাসন বাহির করিল ছত্রদণ্ড॥
শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সাগরের জলে তার করে অভিষেক॥
ছত্রদণ্ড দিল আর কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
অভিষেক করি দিল তারা কৃশোদরী॥
শ্রীরামের অলঙ্ঘিত বচন প্রমাণে।
অঙ্গদেরে অভিষেক করে অবসানে॥
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ।
রামজয় বলি ডাকে সব কপিগণ॥

সীতার লাগিয়া রাম সদা ক্ষুণ্ণ-মনে।
বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবানে॥
দুই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রঘুবীর।
যথা বহে পর্ব্বতেতে সুগন্ধ সমীর॥
বাসা করি থাকিবেন পর্ব্বত-শিখর।
স্থানে স্থানে পর্ব্বতের দিব্য সরোবর॥
নানাবিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল।
ধবল রজনী পূর্ণচন্দ্র সুশীতল॥
রামের সুখের হেতু না হয় কিঞ্চিৎ।
সীতা বিনা সর্ব্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত॥
শয়ন ভোজন তাঁর কিছু নাহি মনে।
দিন যায় রোদনেতে রাত্রি জাগরণে॥
রাজ্যভোগ সুগ্রীবের বাড়ে দিন দিন।
রাত্রিদিন শ্রীরাম সীতার শোকে দীন॥
সুবর্ণ-পালঙ্কে শোয় সুগ্রীব ভূপতি।
তরুতলে শ্রীরাম করেন নিবসতি॥
দিব্য সুখভোগে সুগ্রীবের অভিলাষ।
সীতা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম হইল কাতর।
তাঁহারে লক্ষ্মণ দেন প্রবোধ বিস্তর॥
তুমি বীর হও স্থির ত্যজহ প্রমাদ।
মহাপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ॥
কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে।
শোকে বুদ্ধি নাশ হয় ক্ষিপ্ত হয় শোকে॥
শোকেতে আচ্ছন্ন হয় যে-জন অজ্ঞান।
শোক কর কেন রাম হ'য়ে জ্ঞানবান॥
তুমি বীর, কাম ক্রোধ কর পরাজয়।
শোক-স্থানে পরাভব তব কেন হয়॥
ক্ষান্ত হও রঘুবীর চিন্তা কর দূর।
লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর॥
আজ্ঞা কর বীরবর সেবক লক্ষ্মণে।
জানকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে॥
কোন্ ছার লঙ্কা সে রাবণ কোন্ ছার।
একা আমি রাম করি সকল সংহার॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাস।
রামের ক্রন্দনে গীত গায় কৃত্তিবাস॥

—

সীতার শোকে রামের অনুতাপ

নীর অষ্ট মাসের বরষাকালে পোষে।
মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরিষে॥
বরিষার ধারাতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ।
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ॥
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ আরতি।
দুরন্ত বরষা ঋতু স্থির নহে মতি॥
সূর্য্য চন্দ্র দোঁহে বরিষার মেঘে ঢাকে।
আমি ত মরিব ভাই জানকীর শোকে॥
সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন॥
চতুর্দ্দিকে জল স্থল সব একাকার।
কেমনে হইবে কপিসৈন্য আগুসার॥
জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে।
জলমগ্না ধরণী, ধরণীধর ভাসে॥
এ সময়ে সুগ্রীবেরে কহিব কি মতে।
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে॥
নদ নদী শুকাইবে শুষ্ক হবে পথ।
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ॥
তত্ দিনে সীতা হবে অস্থিচর্ম্মসার।
কি জানি ত্যজে বা প্রাণ বিরহে আমার॥
একাকিনী অনাথিনী শত্রু-মধ্যে বাস।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস॥
আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন।
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত।
কি করিবে ভাই তুমি, কি করিবে মিত॥

পক্ষী হইয়া উড়ে যাই সাগরের পার।
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার॥
কান্দেন সর্ব্বদা রাম করিয়া হুতাশ।
রামের ক্রন্দন রচে কবি কৃত্তিবাস॥

——

সীতা-উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের প্রতি তাড়না

বরিষা হইল গত শরৎ প্রবেশ।
তথাপি না হইল জানকীর উদ্দেশ॥
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গর্জ্জন।
নির্ম্মল চন্দ্রমা তারা প্রকাশে গগন॥
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে।
মরিলেন সীতা বুঝি দিন গেল ব'য়ে॥
কি করিবে ভাই তুমি, কি করিবে মিতে।
সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে॥
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ধরেছে সংসার।
ভার্য্যাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার॥
স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার।
পুত্র না হইলে তার গতি নাহি আর॥
পিণ্ড দেয় গয়ায় সে করয়ে তর্পণ।
সংসারের মধ্যে ভাই পুত্র বড় ধন॥
স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নহে ছাড়া।
পুত্র না থাকিলে লোক বলে আঁটকুড়া॥
তার মুখ দেখি শ্রাদ্ধ যে করিতে যায়।
শ্রাদ্ধক্রিয়া বৃথা তার শাস্ত্রে হেন কয়॥
অতএব শুন ভাই ভার্য্যা বড় ধন।
তাহাতে সন্ততি হয় সংসার পালন॥
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক।
সবার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক॥
সুগ্রীব আমাকে নাহি ভাবে, সে নির্দ্দয়।
আনন্দে সে রাজ্য করে আপন আলয়॥
তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালি।
আমারে না স্মরে কপি রাজ্যভোগে ভুলি॥
বালিকে বধিয়া অতি পাইলাম লাজ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ॥
কিষ্কিন্ধ্যা পাইল কপি আমার কারণে।
এখন আমার কর্ম্ম নাহি করে মনে॥
এইক্ষণে যাও ভাই কিষ্কিন্ধ্যানগর।
সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর॥
লক্ষ্মণ বলেন, যাই কিষ্কিন্ধ্যানগরে।
দেখিব কেমন আজি সুগ্রীব-বানরে॥
জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর।
পাঠাইব সবাকারে শমনের দ্বার॥
নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে।
সুগ্রীবে মারিয়া আজি পাড়ি এক বাণে॥
তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কান্দিয়া।
কৌতুকে সুগ্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া॥
বুঝাইয়া লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর।
মিত্র-বধ না করহ, দেখাইও ডর॥
লক্ষ্মণ বিদায় হয় শ্রীরামের স্থান।
বাম হস্তে ধনুক, দক্ষিণ হস্তে বাণ॥
মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিতলোচন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
কিষ্কিন্ধ্যানগর-পথে যান রড়ারড়ি।
গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি॥
কিষ্কিন্ধ্যানগরে বীর হয়ে উপনীত।
দ্বারে দেখে অঙ্গদেরে কটক-বেষ্টিত॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি হইয়া ফাঁফর।
প্রণতি করিল তাঁরে সকল বানর॥
হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির।
লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর-বাহির॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন বালির নন্দন।
সুগ্রীবেরে জানাও আমার আগমন॥
বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া।
সুগ্রীব থাকেন সিংহাসনেতে শুইয়া॥

সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে।
নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্ন-সিংহাসনে॥
বালিরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব।
সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত্ত॥
অতি দুষ্ট মিষ্টবাক্যে আছে আশ্বাসিয়া।
কোন্ লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া॥
পিঁপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
রাজ্যসহ পোড়াইব আজি এক শরে॥
সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার।
এখন না মনে করে তাহা একবার॥
বালি-ভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে।
সে-সকল সুগ্রীবের নাহি কিছু মনে॥
সুগ্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার।
রামের অনুজ ভাই আসিয়াছে দ্বার॥
মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াসে।
সুগ্রীব তাঁহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে॥
পশুজাতি বানর সুগ্রীব দুরাচারী।
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ দয়ার সাগর।
তাঁর যোগ্য মিত্র কি এ সুগ্রীব-বানর॥
কত যোগী জিতেন্দ্রিয় মুনি ব্রহ্মঋষি।
অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি॥
হেন রাম কোল দেন সুগ্রীব-বানরে।
সুগ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে॥
অঙ্গদ বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
স্থির হও মহাশয় করি নিবেদন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিল তাঁরে বসিতে আসন।
জোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে।
অন্তঃপুর-মধ্যে যায় পরম সম্ভ্রমে॥
সুগ্রীবে প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ।
জোড়হাতে বলে প্রভু দ্বারেতে লক্ষ্মণ॥

ঘূর্ণিতলোচন রাজা ঐশ্বর্য্যের মদে।
শোভা পায় শরীর কুঙ্কুম মৃগমদে॥
মদ্যপানে বিহ্বল সুগ্রীব অন্যমন।
কিছু নাহি শুনিলেন অঙ্গদ-বচন॥
জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাঁচি।
অনেক বানর মিলি করে কিচিমিচি॥
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে।
কার সাধ্য স্থির থাকে এ ঘোর চীৎকারে॥
শব্দেতে সুগ্রীব শয্যা ছাড়িয়া উঠয়।
পাত্রমিত্র দেখি রাজা ক্রোধভরে কয়॥
অন্তঃপুরে গোল কেন কর ঘোরতর।
অঙ্গদ-সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর॥
পাঠাইয়া দেন রাম আপন ভ্রাতারে।
সুমিত্রানন্দন বীর উপস্থিত দ্বারে॥
মহাকোপান্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বলিব কতেক যত করিল ভৎর্সন॥
সাধিলে আপন কর্ম্ম করিয়া মিত্রতা।
রামের কর্ম্মের কালে করিলে খলতা॥
সুগ্রীব বলেন রাম করিয়া মিতালি।
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে দেন গালাগালি॥
অপরাধ নাহি করি, কারে মোর ডর।
কেন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
করিয়াছি মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ।
রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইব প্রাণ॥
ত্রিলোকবিজয়ী সে রাবণ মহাবীর।
যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির॥
তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর।
আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়া কি ঘর॥
এখন ফিরিয়া যাউক স্বস্থানে লক্ষ্মণ।
আগু পাছু যাহা হবে লিখিব তখন॥
মহামন্ত্রী হনুমান অতি তীক্ষ্মমতি।
কহেন হিতোপদেশ সুগ্রীবের প্রতি॥

স্বয়ং বিষ্ণু রমানাথ কমললোচন।
হেন বাক্য বল কেন না বুঝি কারণ॥
যাঁহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব।
তাঁহাকে এমত বল হয়েছ কি মত্ত॥
রাত্রিদিন কর তুমি আমোদ বিলাস।
না দেখ রামের দুঃখ, নাহি যাও পাশ॥
কুপিত লক্ষ্মণ বীর আইলেন দ্বারে।
অবিলম্বে যাও রাজা সাধ গিয়া তাঁরে॥
যাঁর বাণ ত্রিভুবনে কেহ নাহি আঁটে।
তাঁর আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সঙ্কটে॥
আমি তব মন্ত্রী যেই শুন মহাশয়।
হিত উপদেশ বলি হইয়া নির্ভয়॥
বালি হেন মহাবীর পড়ে যাঁর বাণে।
তাঁহার শরণ লও বাঁচিবে পরাণে॥
রামের দুর্দ্দশা শুনি বুক হয় চির।
শোকেতে কাতর অতি নহেন সুস্থির॥
রাবণের ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবে।
লক্ষ্মণের হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবে॥
রাবণ সাগরপারে, দ্বারেতে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণাগ্নিতে মরিবে এখন॥
লক্ষ্মণের বাণে কার নাহিক নিস্তার।
বধিতে বানরগণে কি তাঁহার ভার॥
আমার বচন রাখ হবে তব হিত।
রামের শরণ লহ নহে বিপরীত॥
সত্য করিয়াছ তুমি অগ্নিসাক্ষী করি।
শ্রীরামের কার্য্য কর, চল ত্বরা করি॥
সত্যবাদী লোক করে সত্যের পালন।
সত্যের কারণে রাম আইলেন বন॥
যেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে।
তেঁই সে রামের বাণে বালিরাজা মরে॥
তেঁই সে পাইলে তুমি ছত্র নবদণ্ড।
তেঁই প্রজাগণ লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড॥

চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
যাঁর বাণে, তাঁরে কি সামান্য ভাব মনে॥
ভোগ ছাড় রাম ভজ, পাইবে নিষ্কৃতি।
রঘুনাথ বিনা রাজা আর নাহি গতি॥
হনুমান নিরপেক্ষ সুগ্রীবে সম্ভাষে।
মধুর বচনে রাজা হনুমানে তোষে॥
লক্ষ্মণেরে আনাইতে করেন আদেশ।
লক্ষ্মণ ভিতর-গড়ে করেন প্রবেশ॥
ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিব্য পুরী।
দেখিয়া বানরীসজ্জা লজ্জা পায় সুরী॥
চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর।
চলিলেন লক্ষ্মণ দেখিয়া অন্তঃপুর॥
গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর-আবাসে।
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে॥
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে।
ডাহিনে উঠিল তারা উমা উঠে বামে॥
জোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন॥
কুপিত লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন।
সুগ্রীবেরে কহিলেন আরক্ত-নয়ন॥
তুমি যে করিলে সত্য অগ্নিসাক্ষী করি।
উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলে চাতুরী॥
রাত্রিদিন ক্লেশ পাই দুই ভাই বনে।
বারেক না কর তত্ত্ব, মত্ত রাত্রিদিনে॥
পাইলে কাহার গুণে কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
পাইলে হে কার গুণে তারা কৃশোদরী॥
পাইলে কাহার গুণে উমা নিজ নারী।
কাহার প্রসাদে তুমি রাজ্য-অধিকারী॥
সরল-হৃদয় রাম, তুমি হে নিষ্ঠুর।
সাধিয়া আপন কার্য্য সত্য কর দূর॥
তোমার মিত্রতা হেন ত্রিভুবনে থাকে।
আর যেন হেন কর্ম্ম নাহি করে লোকে॥

তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার।
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার॥
অধর্ম্মী বানর রে লঙ্ঘিলি সত্যপথ।
দেখ ধনুর্ব্বাণ, করি পূর্ণ মনোরথ॥
এক বাণে মারি তোরে রাখে কোন্ জনে।
খণ্ড খণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা করিব আজি বাণে॥
বাণে কাটি সবারে করিব খণ্ড খণ্ড।
অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
বালি-বধে শুনিয়াছ ধনুক-টঙ্কার।
সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার॥
বালিরাজা কেবল মরিল একজন।
তোর মরণেতে মরিবেক কপিগণ॥
দেখিয়াছ বালিরাজা গেল যেই বাটে।
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকটে॥
মারিব অধর্ম্মী তোরে তাহে নাহি পাপ।
হের বাণ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ॥
প্রাণ লব আজি তোর বজ্রসম বাণে।
একত্র হইয়া থাক ভাই দুইজনে॥
আরে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার।
এখনি পাঠাই তোরে দেখ যমদ্বার॥
পৃথিবীতে হেন কার্য্য কে কোথায় করে।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে॥
কত পুণ্য করেছিলি জন্ম-জন্মান্তরে।
রাম মিতা বলিয়া দিলেন কোল তোরে॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া।
তেঁই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়া॥
গুণের সাগর রাম দয়ার নাই সন্ধি।
বালি মারি রাজ্য দিল সত্যে হৈয়া বন্দী॥
লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল।
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল॥
ত্বরা করি কাতরা উঠিয়া তারা রাণী।
লক্ষ্মণেরে পায়ে ধরি বলে মৃদুবাণী॥
জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ব্বিত।
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত॥
সুগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত।
এত তিরস্কার প্রভু না হয় উচিত॥
ক্ষমা কর রাজপুত্র হও তুমি স্থির।
রামকার্য্য করিবে সকল কপি বীর॥
দূরদেশে পর্ব্বতেতে সমুদ্রের পারে।
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে॥
সম্বাদ করিয়া শীঘ্র আনি সে-সবারে।
সম্বর সম্বর ক্রোধ লক্ষ্মণ আমারে॥
তথাপি শ্রীলক্ষ্মণের কোপ নাহি টুটে।
বসাইল যত্ন করি তারা স্বর্ণখাটে॥
তারার বিনয়বাক্যে সুস্থির লক্ষ্মণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥

—

সুগ্রীবের সহিত লক্ষ্মণের কথোপকথন

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে।
সেই মালা সুগ্রীব ফেলিল ভূমিতলে॥
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ।
জোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন॥
হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে।
তোমার প্রসাদেতে বাড়িলাম সম্পদে॥
হেন রঘুনাথ স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার।
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে।
যাইব কেবল আমি তাঁহার সহিতে॥
না করিয়া রামকার্য্য বসে আছি ঘরে।
বানর-জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে॥
পশুজাতি কপি আমি কত করি দোষ।
সেবক-বৎসল রাম না করেন রোষ॥
লক্ষ্মণ বলেন, শুন সুগ্রীব রাজন।
রামকার্য্য করি কর পুণ্য উপার্জ্জন॥

রামকার্য্য করিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
না করিলে ধর্ম্মলোপ অধর্ম্ম সঞ্চয়॥
সত্যবাদী হইলে করে সত্যের পালন।
মনে কর করিয়াছ সত্য দুইজন॥
শ্রীরাম আপনি সত্যে হয়েছেন পার।
তুমি সত্যে বদ্ধ আছ অধর্ম্ম অপার॥
রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ।
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ॥
ক্ষমা কর কপীশ্বর করি পরিহার।
তোমাকে দুর্ব্বাক্য বলা অতি দুরাচার॥
মান্য লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত।
মান্য সহ আলাপ করিবে ধর্ম্মযুক্ত॥
ধর্ম্ম রাখ কর্ম্ম কর যে হয় বিহিত।
রামকার্য্য করিলে হইবে সব হিত॥

সাগর অপার কে হইবে পার
তার মাঝে লঙ্কাপুরী।
কে যাবে তথায়, কি করে কথায়,
উপায় তাহে না হেরি॥
সুগ্রীব রাজন, কর আগমন
শ্রীরামের সন্নিধান।
করিয়া নির্দ্ধার্য্য কর মিত্রকার্য্য,
কর রামে ধৈর্য্যবান॥
রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার,
কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্য্যোগ,
কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃপ্রকাশ।
গীত রামায়ণ করিল রচন
ভাষা কবি কৃত্তিবাস॥

—

সুগ্রীবের কটক-সঞ্চয়

বলিল সুগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান।
বানর কটক ঝাট আন হনুমান॥
হিমালয় সুমেরু মন্দর আদি করি।
বিন্ধ্যাচল রৈবত উদয় অস্ত গিরি॥
সর্ব্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায়॥
পাঠাও হে দূতগণে দেশ-দেশান্তর।
দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর॥
ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে।
প্রহারিয়া আনিবে তাহার চুলে ধরে॥
অন্যমত করিবে ইহাতে যেই জন।
আনিবে তাহারে করি নিগূঢ় বন্ধন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমার অধিকার।
কোথাও না থাকে যেন বানর সঞ্চার॥
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে।
কটক আনিতে চলে অতুল-প্রতাপে॥
হনুমান বাহিরে হইয়া উপনীত।
ত্রিকোটি বানর পাঠায় চারিভিত॥
মেদিনী আকাশ জুড়ি চলে কপিসেনা।
যেন পঙ্গপাল যায় না যায় গণনা॥
চলিল বানরগণ দেশদেশান্তর।
পূর্ব্বদিকে চলি গেল নীল-নামধর॥
পশ্চিমে চলিয়া গেল নল মহামতি।
দক্ষিণ দিকেতে গেল আপনি সম্পাতি॥
হনুমান মহাবীর মহাপরাক্রম।
উত্তর দিকেতে যান করিয়া বিক্রম॥
একৈক জনার সঙ্গে চলে দশ লাখ।
মহাশব্দে চলে সবে করে হাঁক ডাক॥
দুপহাপ লম্ফে ঝম্ফে কম্পে বসুমতী।
অতি কষ্টে ধরে ধরা কূর্ম্ম নাগপতি॥

তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলে বালির কুমার।
যাত্রা কর কপিগণ আজ্ঞা-অনুসার॥
দশ দিবসের মধ্যে আসিবে সকলে।
প্রাণদণ্ড করিব হে বিলম্ব হইলে॥
বাঁচিবে বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে।
ত্বরা করি আসিবে সকল কপিগণে॥
পাঠাইল সকলেরে বালির নন্দন।
একলা রহিল রাজবাটীর রক্ষণ॥
হইলেক দশকোটি কপি আগুসার।
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার॥
জুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দশদিনে আইসে সকল থাকে থাকে॥
কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল।
সুগ্রীবেরে ভেট আনি দিল ফুল ফল॥
সৈন্য দেখি সুগ্রীব ভাবেন মনে মনে।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক বুঝি অনুমানে॥
আইল কটক সব কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতর।
অগণিত বানর দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে।
চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্র-সম্ভাষণে॥
সুগ্রীব আপন ঠাটে বলিল বচন।
মিত্র-সম্ভাষণে আজি করিব গমন॥
সুগ্রীব করিতে যান শ্রীরাম-দর্শন।
লক্ষ্মণের প্রতি বলে বিনয়-বচন॥
বিষ্ণু-অবতার তুমি রামের সোদর।
আপনি চড়হ প্রভু চতুর্দ্দোল 'পর॥
তবে চতুর্দ্দোলে আমি চাপিবারে পারি।
মিত্র-দরশনে চল যাই ত্বরা করি॥
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে যেন সদা থাকে মন॥
চতুর্দ্দোলে চড়েন তখন দুইজন।
চারিভিতে চামর ঢুলায় দাসগণ॥
পঞ্চ শব্দ বাদ্য বাজে করে শঙ্খধ্বনি।
কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি॥
কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘুমণি।
আমা সম্ভাষিতে আসে সুগ্রীব আপনি॥
নিকট হইল আসি সুগ্রীব রাজন।
মনে মনে ভাবে বীর মিত্র-দরশন॥
চতুর্দ্দোল হৈতে নামে রাম-বিদ্যমান।
চলি যায় সুগ্রীব পর্ব্বত মাল্যবান॥
রামের চরণে বন্দে করিয়া প্রণতি।
জোড় হাতে দাঁড়াইল সুগ্রীব-ভূপতি॥
আদরে শ্রীরাম তারে করে আলিঙ্গন।
নিকটে বসিতে দিব্য দিলেন আসন॥
করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রঘুবর।
সুগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর॥
হরিয়াছ রাম মম বিপদ সকল।
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল॥
বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার।
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি ধারি তার ধার॥
তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড।
সকল বানর মিলি ধরে ছত্রদণ্ড॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপনার গুণে।
উপলক্ষ্য কেবল থাকিব তব সনে॥
যতেক বানর থাকে পৃথিবী-উপরে।
যতেক বসতি করে পর্ব্বত-শিখরে॥
সে-সকল আসিয়াছে আমার সম্বাদে।
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে॥
দুরন্ত বানর-সৈন্য না যায় গণন।
ইহারা যে মনে করে কে করে লঙ্ঘন॥
তিনকোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন।
প্রবেশিবে সর্ব্বত্রে সকল কপিগণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজন বিধাতার।
যেখানে থাকুক সীতা করিব উদ্ধার॥

তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার।
কোন্ কার্য্য গণি আমি সীতার উদ্ধার॥
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে।
উদ্ধার আপনি সীতা আপনার গুণে॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায়।
গগনে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায়॥
তোমার সৃজন সৃষ্টি এ তিন ভুবন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন॥
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল।
তবু তব পাদপদ্ম হেরিতে নারিল।
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে।
আপনারে ধন্য করি মানি এত দিনে॥
আমি ত বানর-জাতি কি বলিতে পারি।
মিত্র বল আমারে সে দয়া আপনারি॥
যাবৎ না হয় প্রভু সীতা-উদ্ধারণ।
তাবৎ আমার নাহি শয়ন ভোজন॥
সীতারে আনিয়া দিলে তোমার গোচরে।
তবে ত করিব রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাম কমললোচন।
সুগ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
সুগ্রীবের ভাগ্যকথা কে কহিতে পারে।
শ্রীনাথ দিলেন কোল বনের বানরে॥
সবা-হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল।
যার প্রতি সদা রাম পরম দয়াল॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
তোমা বিনা আমার কে করিবেক হিত॥
অপূর্ব্ব না মানি সূর্য্য হরে অন্ধকার।
অপূর্ব্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার॥
অপূর্ব্ব না গণি মেঘ বরিষয়ে জল।
তোমারে অপূর্ব্ব মিত্র মানি হে কেবল॥
দুই মিত্র পর্ব্বতে করেন সম্ভাষণ।
আকাশ মেদিনী জুড়ি আসে কপিগণ॥

সহস্র কোটি বানরে আসে শতবলী।
যার সৈন্য চলিলে গগনে লাগে ধূলি॥
গবাক্ষ সরভ গয় সে গন্ধমাদন।
বানর পঞ্চাশ কোটি সঙ্গে আগমন॥
অঞ্জনিয়া বড় ধূম আইল ধূম্রাক্ষ।
ত্রিশকোটি কপি লয়ে আইল নীলাক্ষ॥
বানর সহস্র কোটি সহিত প্রমাথী।
আইল আপন সৈন্যে আচ্ছাদিয়া ক্ষিতি॥
প্রমাথী বানর বলী ক্ষণে যদি নড়ে।
দশ প্রহরের পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে॥
সত্তরি যোজন বীর আড়ে পরিমাণ।
সকলে করয়ে যার শরীর বাখান॥
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের হিঙ্গুলিয়া রঙ্গ।
বানর সহস্র কোটি সহিত বিভঙ্গ॥
বানর সত্তরি কোটি লইয়া কেশরী।
যাহার বসতিস্থান সে মলয়গিরি॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি।
বানর সহস্র কোটি তাহার সংহতি॥
ধূম্রাক্ষ আইল ধূম্র সুগ্রীবের শালা।
গগন জুড়িয়া ঠাট যেন মেঘমালা॥
সম্পাতি বানর আইল গৌরবর্ণ ধরে।
দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে॥
আইল সুষেণ বৈদ্য রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর॥
ভল্লগণ সহিত আইল জাম্বুবান।
আইল দুর্জ্জয় মহাবীর হনুমান॥
যুবরাজ আইল সে বালির কুমার।
বানর সহস্র কোটি যার পরিবার॥
শতলক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি॥
শত কোটি বৃন্দে এক অর্ব্বুদ গণন।
শত কোটি অর্ব্বুদেতে খর্ব্ব নিরূপণ॥

শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব জানি।
শত কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ গণি ॥
শত কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন।
শত কোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপণ ॥
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি।
শত কোটি মহাপদ্ম সাগর বাখানি ॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী ॥
শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥
নদ নদী বাপী ঠাট ভাঙ্গিল পর্ব্বত।
সর্ব্ব ঠাট জুড়ে গেল মাসেকের পথ ॥
পৃথিবী জুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ।
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস ॥
শ্রীরাম বলেন, মিতা সৈন্য নানা দেশে।
পাঠাইয়া দেহ শীঘ্র সীতার উদ্দেশে ॥
তুমি যদি জানকীর করহ উদ্ধার।
তবে ত আমার ঠাঁই সত্যে হও পার ॥
শ্রীরামের ঠাঁই রাজা লয়ে অনুমতি।
নানাদিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কপি ওর নাহি পাই।
পর্ব্বতের উপরে বসিতে নাই ঠাঁই ॥
সুগ্রীব বিনোদ-সেনাপতি প্রতি ভণে।
পূর্ব্বদিকে যাও তুমি সীতা-অন্বেষণে ॥
বানর সহস্র কোটি তোমার ভিড়ন।
সীতা অন্বেষিয়া তুমি করহ গমন ॥
নদ নদী মিলিবে মিলিবে কত দেশ।
সেই সেই স্থানে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥
যত যত পুণ্যদেশ দেখ পুণ্য স্থান।
সকল বানর লৈয়া করিবে পয়ান ॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে।
গঙ্গাদেবী পার হইও কটক সহিতে ॥
তরিহ সরযূ নদী পুণ্য তরঙ্গিণী।
কৌশিকী তরিহ বিশ্বামিত্রের ভগিনী ॥
দুই কূলে গরু চরে মধ্যেতে গোমতী।
গোমতী হইয়া পার পাবে সরস্বতী ॥
অপূর্ব্ব মলয় দেশ, দেশ কোকনদ।
কশ্যপের দেশে যাও পাণ্ডব মগধ ॥
ব্রহ্মপুত্র তরি রঙ্গে করিহ প্রবেশ।
মন্দর-পর্ব্বতে যাইও কিরাতের দেশ ॥
যাইবে কর্ণাট দেশ আর শাকদ্বীপে।
কিরাত জানিবা আছে অত্যদ্ভুত রূপে ॥
কনক-চাঁপার মত শরীরের বর্ণ।
উঠানখানার মত ধরে দুই কর্ণ ॥
কালা হেন মুখখান, তাম্রবর্ণ কেশ।
এক পায়ে চলে পথ, বলেতে বিশেষ ॥
জলের ভিতরে বৈসে মৎস্যবৎ মুখ।
মানুষ ধরিয়া খায় আইলে সম্মুখ ॥
বলিয়া মানুষ-ব্যাঘ্র তাহাদের খ্যাতি।
আতপ সহিতে নারে কিরাতের জাতি ॥
সীতা লইয়া থাকে যদি কিরাতের ঘরে।
যত্ন করি চাহিও তথায় লঙ্কেশ্বরে ॥
ঋষভ পর্ব্বত যাইও কিরাতের পার।
দেবগণ করে কেলি নিত্য অবতার ॥
সর্ব্বকালে আইসে তথায় পুরন্দরে।
যত্ন করি চাহিও তথা সীতা-লঙ্কেশ্বরে ॥
তার পূর্ব্বদিক যাইও ক্ষীরোদসাগর।
শ্বেতগিরি দেখিবা সে ক্ষীরোদ-উপর ॥
শ্বেত নাগ ধরে তথা সহস্র শেখর।
সহস্র ফণায় আছে যেন মহেশ্বর ॥
সহস্র ফণায় আছে সহস্রেক মণি।
মণির আলোতে তুল্য দিবস-রজনী ॥
ক্ষীরোদ-সাগর করে পৃথিবী ধবল।
শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগনমণ্ডল ॥

শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহস্রেক ফণা।
পূর্ব্বদিক ধন্য করে সেই তিনজনা॥
সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ।
মহেশ্বর বন্দি গেলে সিদ্ধ হবে কাজ॥
উভয় পর্ব্বতে যাইও তার পূর্ব্বভাগে।
স্বর্ণ তালবৃক্ষ তথা আছে চারিযুগে॥
মণি-মাণিক্যেতে বান্ধিয়াছে তার গুঁড়ি।
কনক-রচিত তার শোভিত বাগুড়ি॥
দেখিও বানরগণ শিখরে শিখর।
অন্বেষণ কর তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
কালোদর পর্ব্বতেতে করিহ প্রবেশ॥
সে পর্ব্বতে আছে সরোবরে কাল জল।
তিন কোটি সর্পী সর্প থাকে সেই স্থল॥
সর্পী যদি হাই ছাড়ে সর্ব্বলোক মরে।
তার কাছে দেবদৈত্য নাহি যায় ডরে॥
নদ নদী গিরি গুহা খুঁজহ বিস্তর।
সেখানে মিলিতে পারে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ।
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
সে পর্ব্বতে আছে এক বড় চমৎকার।
ত্রিযোজন নদী তাহে বিষম পাথার॥
তার পূর্ব্বদিকে আছে লোহিত-সাগর।
দুরন্ত রাক্ষস আছে জলের ভিতর॥
অগাধ সলিল তার রক্তবর্ণ ধরে।
চারিযুগ এক বৃক্ষ আছে তার তীরে॥
সোনার শিমূলগাছ সর্ব্ব গায় কাঁটা।
সুবর্ণের ফল ফুল ধরে গোটা গোটা॥
জল হৈতে রাক্ষসেরা চড়ে তদুপরে।
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
পূর্ব্ব সাগরের তীরে করিহ প্রবেশ॥
আড়ে দীর্ঘে সে সাগর দ্বাদশ যোজন।
সাবধানে পার হইও সব কপিগণ॥
উদয়গিরির অঙ্গ সর্ব্ব স্বর্ণময়।
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সূর্য্যের উদয়॥
তিন লক্ষ দুই শত যোজনের পথ।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করে গতায়াত॥
মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান।
বালখিল্য নামে মুনি বিঘত প্রমাণ॥
উদয়গিরির পূর্ব্ব নাই সূর্য্যোদয়।
অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয়॥
সে দেশ কখন নহে আমার গোচর।
দেখিয়া উদয়গিরি ফিরিবে বানর॥
যাইতে উদয়গিরি লাগে একমাস।
মাসেকের বাড়া হৈলে সবার বিনাশ॥
মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে॥
বানরকটক সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়।
সীতার উদ্দেশে তারা পূর্ব্ব দিকে যায়॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী।
অদ্ভুত রচিল পূর্ব্বদিকের পাঁচনি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী॥

সীতা-অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বানর-প্রেরণ

শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥
চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ॥
শ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য করে, নৌকা করে সোনা॥
রাম নাম লইতে ভাই না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা॥

শ্রীরাম স্মরিয়া যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায়॥
দক্ষিণে রাবণ বৈসে সুগ্রীব তা জানে।
বড় বড় বীর পাঁচে সেই ত দক্ষিণে॥
বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জাম্বুবান।
পবননন্দন পাঁচে বীর হনুমান॥
ঋষভ কুমুদ পাঁচে রম্ভা যোদ্ধাপতি।
নল নীল পাঁচিলেক মুখ্য সেনাপতি॥
সুগ্রীব বলেন, সৈন্য শুন সাবধানে।
সীতার উদ্দেশে যাহ তোমরা দক্ষিণে॥
যত নদ নদী দেখ যত দেখ দেশ।
যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ॥
উত্তম অধম স্থানে করিবে প্রবেশ।
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ॥
কৃষ্ণবেণী নদী যে নর্ম্মদা গোদাবরী।
যাবে অশ্বমুখ গিরি নদী যে কাবেরী॥
পাইবা পর্ব্বত বিন্ধ্য সহস্র শিখর।
নানা ফল ফুল তথা দিব্য সরোবর॥
পরেতে কলিঙ্গ দেশ যাইবে উৎকল।
মলয় পর্ব্বতে গিয়া দেখিবে কেবল॥
মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাবে অত্যুচ্চ শিখর।
সর্ব্বক্ষণ তথায় থাকেন পুরন্দর॥
তাহার দক্ষিণে যাইও সাগরের তীর।
চন্দনের বন তথা সুগন্ধি সমীর॥
সুগন্ধি চন্দন নিরখে সারি সারি।
সাগরের পার যাইও স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী॥
মৈনাক পর্ব্বত আছে সাগর ভিতর।
সলিল হইতে উঠে সহস্র শেখর॥
সোনার পর্ব্বত দশদিকের প্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ॥
পবনের পিতা সে সূর্য্যের হয় সখা।
যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা॥

সাগরের মধ্যে আছে সিংহিকা রাক্ষসী।
বিষমা রাক্ষসী সেই সর্ব্বলোকে ঘুষি॥
বিষমা রাক্ষসী সেই ছায়া পাইলে ধরে।
বার শত জীবজন্তু গিলে একেবারে॥
সত্তরি যোজন তনু আড়ে পরিসর।
তুই শত যোজন দীর্ঘ উভে কলেবর॥
অর্দ্ধ তনু জলে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ।
তাহা দেখি বীরগণ না পাইও ত্রাস॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
এক লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ॥
সাগর তরিবা সবে শতেক যোজন।
সাগরের পারে লঙ্কা তথায় রাবণ॥
চারিদিকে সাগর মধ্যেতে লঙ্কাগড়।
দেবগণের গতি নাই লঙ্কার নিয়ড়॥
খুঁজিবে লঙ্কার মধ্যে সীতা-লঙ্কেশ্বর।
যত্ন পুরঃসর তথা সকল বানর॥
সুগ্রীব বলেন, শুন পবননন্দন।
তুমি সে সাধিবে কার্য্য লয় মম মন॥
অগ্নি জল নাহি মান পবনের গতি।
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি॥
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার।
তব যশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
তুমি যদি সীতা দেখ তবে আমি সুখী।
আর কে দেখিবে সীতা ইহা নাহি দেখি॥
সুগ্রীব রামের প্রতি বলিল বচন।
জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন॥
হনুমান সহ তাঁর নাহি পরিচয়।
কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয়॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব সুহৃৎ।
অঙ্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত॥
দিলেন অঙ্গুরী রাম নিজ নিদর্শন।
হাত পাতি নিল তাহা পবননন্দন॥

বিদায় হইয়া বীর হনুমান নড়ে।
পতঙ্গ-শরীর যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃত্তিবাসে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥

পশ্চিমদিকে সীতা-অন্বেষণে বানরগণের প্রেরণ

যেখানে দেখিবে যত নদ নদী দেশ।
সাবধানে সে সবেতে করিবে প্রবেশ॥
সুস্থান কুস্থান না করিহ বিবেচনা।
অন্বেষিবে জানকীকে করিয়া মন্ত্রণা॥
সিন্ধুদেশ মলয়দেশ কাবেরীর তীর।
ক্রিমিজীব দেশ যাইও অতি যে গভীর॥
তাহার নিকটে আছে কেতকী-কানন।
দিশপাশ নাহি তার অনেক যোজন॥
দুই পার্শ্বে কেয়াবন দেখিবে অপার।
কেয়াবনে কাঁটা যেন করাতের ধার॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
শীঘ্র শীঘ্র গেলে তথা পাইবে হে ত্রাণ॥
কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তালবনে।
দুঃখ পাসরিবে সবে সে তাল ভক্ষণে॥
তাহার পশ্চিমে যাইও পাটনে পাটন।
হিঙ্গুলিয়া গিরি তথা অদ্ভুত গঠন॥
তার পূর্ব্ব সিন্ধুনদী পশ্চিমে সাগর।
মধ্যে তার হিঙ্গুলিয়া অত্যুচ্চ শিখর॥
অন্বেষণ করিবে সেখানে সর্ব্ব ঠাঁই।
তোমরা করিলে যত্ন অসাধ্য কি তাই॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
চন্দ্রবান পর্ব্বতে হে করিবে প্রবেশ॥
পশ্চিমে সাগর-তীরে একই যোজন।
যত্ন করি সেখানে করিও অন্বেষণ॥
চন্দ্রবান গিরি করে আলো দশদিকে।
সাবধানে খুঁজিও সকলে একযোগে॥
বিষ্ণুচক্র সেখানে অদ্ভুত তার ধার।
অসুরের হাড়ে চক্র অদ্ভুত আকার॥
হয়গ্রীব অসুর মারেন গদাধর।
অসুরের হাড়ে চক্র দেখিতে সুন্দর॥
সেই অসুরের হাড়ে চক্র সৃষ্টি করি।
সেই অসুরের হাড়ে হরি চক্রধারী॥
সে পর্ব্বতে আরোহিবে সকল বানর।
যত্ন করি অন্বেষিহ সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ।
বরাহ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
চন্দ্রবান ছাড়াইয়া পঞ্চাশ যোজন।
বরাহ পর্ব্বতে যাইও, নির্ম্মল কাঞ্চন॥
বিশ্বকর্ম্মা সৃজিলেন বরুণের ঘরে।
হীরক মাণিক্যময় তথা মনোহরে॥
পুরী আলো করে জ্যোতি অন্ধকার দূর।
অসুর নরক নাম বিক্রম প্রচুর॥
বরুণের সহিত সে বৈসে সেই দেশে।
তেকারণে বরুণ তাহারে নাহি নাশে॥
সেখানে হইও সবে অতি সাবধান।
তার হাতে পড়িলে নাহিক পরিত্রাণ॥
অপ্রমত্ত রূপ তনু করিবে তথায়।
আমারে করিবে মুক্ত এই প্রতিজ্ঞায়॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
দেখিবে পর্ব্বত সেই কনকরচিত।
সদা ষাটি সহস্র পর্ব্বতে সে বেষ্টিত॥
তথা ষাটি সহস্র পর্ব্বতের উদয়।
সেই ষাটি সহস্র পর্ব্বত স্বর্ণময়॥

সোনার খর্জ্জুর বৃক্ষ সুমেরু উপরে।
দশদিক আলো করে দশ মাথা ধরে॥
তথা আসি করে কেলি শঙ্কর-শঙ্করী।
দিবা অস্ত যায় তথা আইসে শর্ব্বরী॥
এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে।
নানামত ফুল ফল আছে যূথে যূথে॥
গীতবাদ্য নিত্য করে পরম কৌতুকে।
নর্ত্তকী করয়ে নৃত্য দেখে দেবলোকে॥
পরিসর তিন লক্ষ দুশত যোজন।
চক্ষুর নিমেষে সূর্য্য করয়ে গমন॥
অপূর্ব্ব পর্ব্বত সেই দেব-অধিষ্ঠান।
সুমেরুর উপরে সকল রম্যস্থান॥
নিমেষেতে সূর্য্যদেব করয়ে গমন।
সুমেরু বেড়িয়া সূর্য্য করেন ভ্রমণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সুমেরু-গোচর।
দেবগণে কেলি তথা করে নিরন্তর॥
সুমেরু ঘিরিয়া সূর্য্য নিত্য করে গতি।
এক দিক দিন হয় আর দিক রাতি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব্যতীত নাহি স্থান।
সুমেরুর উপরে সকল অধিষ্ঠান॥
সুমেরুর পশ্চিমে সূর্য্যের নাহি গতি।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি॥
তাহার পশ্চিমে নহে গমন আমার।
সুমেরু পর্ব্বত দেখি না যাইবে আর॥
সুমেরু যাতায়াতে লাগিবে একমাস।
মাসের হইলে বাড়া সবার বিনাশ॥
যেই মাসেকের মধ্যে নাহিক আইসে।
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে॥
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব-আদেশে।
পশ্চিমদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে॥

—

উত্তরদিকে সীতা-অন্বেষণে বানরগণের প্রেরণ

সুগ্রীব বলেন, শুন বীর শতবলী।
তব সৈন্য চলিতে গগনে লাগে ধূলি॥
বানরের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি।
চলিবে উত্তরদিকে আমার আরতি॥
কুমুদ দ্বিবিধ দধিবদন ভূধর।
আর আর আছে তব প্রধান বানর॥
শতবলী বলি হে উত্তর তব দেশ।
যাত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদেশ॥
যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান।
তথা সীতা অন্বেষিহ হয়ে সাবধান॥
ইহার উত্তরে পাবে দেশ যে বর্ব্বর।
হিমালয় গিরি যাবে যথা হিমঘর॥
সূর্য্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে।
ভাগীরথী গঙ্গাদেবী তথা হৈতে আসে॥
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি।
তথা হৈতে ভগীরথ আনে ভাগীরথী॥
এমন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে।
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে॥
নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া ভুবনে।
পাপীরে করেন মুক্ত নিজ দরশনে॥
কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা।
চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা॥
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়া।
গেল সে বৈকুণ্ঠপুরী গঙ্গাজল পাইয়া॥
সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে মহীপাল।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল বহুকাল॥
আরাধন ব্রহ্মার করিল বারে বারে।
তার পর বিষ্ণুর তপস্যা অনাহারে॥
ভগীরথ নানাবিধ তপস্যা করিল।
গঙ্গার জন্মের তত্ত্ব কেহ না বলিল

শিব-সেবা করে দশ হাজার বৎসর।
তবে শিব আইলেন তারে দিতে বর॥
ভগীরথ বলে, শুন দেব পঞ্চানন।
গঙ্গা দিয়া রক্ষা কর এই নিবেদন॥
মম পিতৃলোক ভস্ম হয়েছে পাতালে।
গঙ্গা দরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে॥
গঙ্গাধর বলেন, না জানি সে গঙ্গায়।
কি জাতি ধরেন গঙ্গা থাকেন কোথায়॥
ভগীরথ শুনিয়া ভাবেন দুঃখ মনে।
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে॥
অষ্টাবক্র মুনি কহিলেন মোর স্থান।
আপনি কহিবে প্রভু গঙ্গার বিধান॥
বসিলেন ধ্যানে শিব মুদ্রিত নয়নে।
গঙ্গার জনম-তত্ত্ব জানিলেন মনে॥
ভক্ত জ্ঞানে মহাদেব তুষ্ট হয়ে তায়।
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করেন বিদায়॥
আগে যান ভগীরথ করি শঙ্খধ্বনি।
হিমালয়ে উঠিলেন দেবী তরঙ্গিনী॥
সবে বলে, সাধু সাধু ভাল ভগীরথ।
গঙ্গা আনি করিলেন তরিবার পথ॥
ভুবনের মধ্যে ভগীরথ পুণ্যবান।
ত্রিভুবনে কেবা ভগীরথের সমান॥
সংসার পবিত্র হৈল পরশে গঙ্গার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকের উদ্ধার॥
আইলেন গঙ্গা ভগীরথের কারণে।
মহাপাপী স্বর্গে যায় গঙ্গা-দরশনে॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
গঙ্গার মাহাত্ম্য-গীত রচে কৃত্তিবাস॥
হেন হিমালয় গিরি বহু আয়তন।
তথা যত্নে অন্বেষিহ জানকী-রাবণ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
তাহার উত্তর দেশে করিহ প্রবেশ॥
বিষম দুর্গম অতি ভয়ানক স্থল।
বৃক্ষ নাহি গিরি নাহি নাহি তাতে জল॥
দুই শত যোজনের পথ সেই দেশ।
পাইবে অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ॥
সকল বানর তথা হবে সাবধান।
ঝাট যাবে আসিবে তবে সে পরিত্রাণ॥
যাইবে কৈলাস গিরি তাহার উত্তর।
যেই দিক আলো করে সহস্র শিখর॥
যোজন সহস্র নয় তার আয়তন।
উভয়ে পর্ব্বত লক্ষ গণিত যোজন॥
তাহাতে অপূর্ব্ব পুরী পশুপতি যায়।
সতত করেন লীলা পার্ব্বতী-সহায়॥
আর-এক অদ্ভুত অলকা নামে পুরী।
ধনেশ্বর কুবের তাহার অধিকারী॥
তাহার উপর নদী নামেতে বিমলা।
তার জল রাঙ্গা বর্ণ যেন রত্নকলা॥
ধনেশ্বর কুবের করেন পান তায়।
সুগন্ধি চন্দনবৃক্ষ তীরে শোভা পায়॥
সীতা লৈয়া যদি থাকে তথা দশানন।
চতুর্দ্দিকে তাহার করিও অন্বেষণ॥
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সেই তিন মূর্ত্তি ধরে।
চমৎকার হবে তথা সকল বানরে॥
একশৃঙ্গ-রূপ তার যেন চন্দ্রকলা।
দ্বিতীয় শৃঙ্গের রূপ যেন মণিপলা॥
অন্য শৃঙ্গ রাঙ্গা বর্ণ সর্ব্বত্র প্রকাশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গিয়া জুড়েছে আকাশ॥
সেখানে করিও তত্ত্ব শিখরে শিখর।
যত্ন করি অন্বেষিহ সকল বানর॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা-লঙ্কেশ্বর।
তাহার উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর॥

তাহার উত্তর এক অদ্ভুত আকার।
জম্বুবৃক্ষ দেখিবে সে অতি চমৎকার॥
স্বর্ণজম্বুবৃক্ষ সেই সোনার আকার।
তার নামে জম্বুদ্বীপ হইল প্রচার॥
সকলের মুখ্য সেই জম্বুদ্বীপ কয়।
অন্য যত জম্বুদ্বীপ তার তুল্য নয়॥
তার তলে দেবগণ নিত্য করে কেলি।
তাহার কারণে এই জম্বুদ্বীপ বলি॥
চারি ডাল ধরে তার পর্ব্বতের চূড়া।
লক্ষ যোজনের বেড়া সে গাছের গোড়া॥
সীতা লয়ে যদি থাকে তথায় রাবণ।
চারিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা-লঙ্কেশ্বর।
করিবে গমন আরো তাহার উত্তর॥
মন্দন পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের উত্তর।
এক হ্রদ আছে তথা পরম সুন্দর॥
সর্ব্বস্থলী বলিয়া সে হ্রদের খেয়াতি।
আইসেন দেখিতে সে হ্রদ প্রজাপতি॥
স্বর্গ হৈতে সেই হ্রদে পড়ে গঙ্গানীর।
কৌশিকী নামেতে নদী বহে সেই তীর॥
আমার বচন শুন সর্ব্ব কপিগণ।
সাবধানে অন্বেষিবে সীতা-দশানন॥
তথা যদি নাহি পাও সীতা-লঙ্কেশ্বর।
তাহার উত্তর যাবে মহেশ সাগর॥
মহেশ সাগরে জন্মে বহুমূল্য ধন।
আড়ে দীর্ঘে সাগর সে শতেক যোজন॥
অস্তাচল পর্ব্বত সাগরের ভিতর।
জল হৈতে গিরি উঠে সহস্র-শিখর॥
দেখিয়া হইবে সবে সভয় অন্তর।
অন্বেষিহ সাবধানে মহেশ সাগর॥
সোনার পর্ব্বতে দশদিক সুপ্রকাশ।
সহস্র শিখর উঠে জুড়িয়া আকাশ॥
সোনার গঠিত গোড়া দেখিতে সুঠাম।
শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম॥
রাবণ সে মহেশ্বর পূজে সর্ব্বক্ষণ।
মহেশের কাছে গিয়া থাকেন রাবণ॥
অন্বেষণ করিও হে শিখরে শিখর।
পাইতে পারিবে তথা সীতা-লঙ্কেশ্বর॥
কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিল ত্রিভুবন॥
সেবিয়া শিবের পদ দিগ্বিজয় করে।
ত্রিভুবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে॥
দেবগণ যার ডরে এক পাশ হয়।
সবেমাত্র বালিস্থানে তার পরাজয়॥
তথা যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ।
মহীধর ক্রৌঞ্চে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত দেখি লাগিবেক ভয়।
বিষম পর্ব্বত সেই অন্ধকারময়॥
দূর হৈতে পর্ব্বত করিবে দরশন।
তাহার মধ্যেতে গেলে অবশ্য মরণ॥
সে পর্ব্বত রাখি দক্ষিণে কিম্বা বামে।
তাহার উত্তরে যাবে গিরি দ্রোণ নামে॥
দ্রোণগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী।
দেব গন্ধর্ব্বের আছে যত চন্দ্রমুখী॥
বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর।
বাস করে সকলে সে পর্ব্বত উপর॥
চন্দ্র-তেজ নাহি তথা সূর্য্যের প্রকাশ।
নক্ষত্র নাহিক দেখি না দেখি আকাশ॥
কামিনীগণের তেজে তথা আলো করে।
পুণ্যদা নামেতে নদী তাহার উপরে॥
দুই কূলে আছে তার বংশ অগণন।
উত্তর তীরেতে বংশ উপরে মিলন॥
ম্লেচ্ছজাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর।
নদী পার হয় তারা বাঁশে করি ভর॥

তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে।
সেই দেশে বহু লোক হরষিতে বৈসে॥
যাহা চাবে তাহা পাবে মিষ্ট বৃক্ষফল।
স্বর্ণদ্রব্য জন্মে তথা সোনার উৎপল॥
নানা রত্ন মাণিক সে জলেতে উপজে।
রক্তবর্ণ নদীজল মাণিকের তেজে॥
নানা রত্ন অলঙ্কার পুরুষেতে পরে।
কি বর্ণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোকে যা ধরে॥
অহঙ্কারে নারীগণ ইন্দ্রে না মানিল।
ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল॥
অহঙ্কারে যেমন না মানিলি আমায়।
জীবিত হইবে দিনে রাত্রে মৃতপ্রায়॥
সেই পাপে মৃত থাকে সকল রজনী।
প্রভাত হইলে বাঁচে সকল সজনী॥
রজনীতে থাকে তারা হয়ে অচেতন।
প্রভাতে উঠিয়া করে সঙ্গীত নর্ত্তন॥
বহুরত্না পৃথিবী বলেন সর্ব্বজন।
কত ঠাঁই কত সৃষ্টি না হয় গণন॥
সাবধান হৈয়া যাবে যত কপিগণ।
যত্নেতে খুঁজিবে তথা জানকী-রাবণ॥
তাহার উত্তরে যাবে অনন্তসাগর।
তথা হৈতে হেমগিরি নাম গিরিবর॥
সকল পর্ব্বত মধ্যে হেমগিরি সার।
সকল পর্ব্বত যিনি শিখর তাহার॥
আকাশেতে যার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি।
হেমগিরি সম গিরি জগতে না হেরি॥
তাহার উত্তরে নাই ভাস্করের গতি।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি॥
তাহার উত্তরে নাই আমার গমন।
সে পর্য্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিবে সর্ব্বজন॥
এই কহিলাম জম্বুদ্বীপের উৎপত্তি।
এ অবধি আছে জীব-জন্তুর বসতি॥

হেমগিরি আসিতে যাইতে একমাস।
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ॥
মাসেকের মধ্যে যেই ফিরে না আইসে।
সবংশে মজিবে সেই আপনার দোষে॥
সকল দেশের কথা কহিনু সবাকে।
যে দেশে থাকেন সীতা উদ্ধারিবে তাঁকে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে এই তিন স্থান।
ইহা বিনা সৃষ্টি নাহি শাস্ত্রের বিধান॥
যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে।
সীতাদেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে॥
আনিতে না পার যদি সীতাঠাকুরাণী।
আমি গিয়া তাহার করিব হানাহানি॥
মাসেকের মধ্যেতে আসিবে বীরগণ।
অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ॥
অগ্নি সাক্ষী করিয়া করেছি অঙ্গীকার।
প্রাণপণে আমি সীতা করিব উদ্ধার॥
সর্ব্বস্থানে যাব আমি যতদূর সংখ্যা।
তারপর প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
মালসাট মারে বহু দেয় করতালি।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে বীর শতবলী॥
কি কার্য্যে পাঠাও রাজা এত সেনাগণ।
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ॥
পাতালে থাকেন সীতা পাতালে প্রবেশি।
সাগরে থাকেন যদি তাহা আমি শুষি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে কন, হও বিস্ময়মান।
সীতা উদ্ধারিব আমি হয়ে যত্নবান॥
কি হেতু শ্রীরাম তুমি মনে ভাব আন।
একেলা রাবণ মোর না ধরিবে টান॥
আসিতে যাইতে মোর যে হউক ব্যাজ।
অবিলম্বে দেখা দিব সিদ্ধ করি কাজ॥
শুনি শতবলীর সে বিক্রম-বচন।
ভরসা পাইল মনে সুগ্রীব রাজন॥

চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে।
উত্তরদিকের যাত্রা রচে কৃত্তিবাসে॥

পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম দিকে সীতার উদ্দেশ না হওয়ার বার্ত্তা

নদনদী পর্ব্বতের শুনিয়া ত নাম।
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা যে করিলেন রাম॥
সাগর পর্ব্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
কেমনে জানিলে মিত্র কহ সে বৃত্তান্ত॥
কহেন সুগ্রীব, শুন রাম গুণাধার।
বালি-ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার॥
সপ্তদ্বীপা মহী বালি নিমিষেকে যায়।
কোন্ দেশে যাব আমি না দেখি উপায়॥
যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে।
মুহূর্ত্তেকে পা'লে দেখা তখনি মারিবে॥
বালি সম বীর নাই এ তিন ভুবনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ফিরি সে কারণে॥
এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায়।
বড় ভয়, বালিরাজা যদি দেখা পায়॥
দেখা পা'লে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর।
সে কারণে পলাইয়া ভ্রমি বহু দূর॥
সাগর পর্ব্বত নদী দেশ-দেশান্তর।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরন্তর॥
স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন সংসার।
প্রতি স্থানে ভ্রমণ করি হে শতবার॥
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত।
সে কারণে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত॥
পূর্ব্ব কথা কহিলাম তোমার গোচরে।
সর্ব্ব-তত্ত্ব জানিলাম সে বালির ডরে॥
ঋষ্যমূক-কথা যে কহিল হনুমান।
সে কারণে করিলাম হেথা অবস্থান॥
চারি পাত্র ভ্রমিতাম হয়ে সঙ্কুচিত।
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পুজিত॥
এইরূপে দুই মিত্রে প্রত্যহ সম্ভাষ।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ একমাস॥
একদিন পূর্ব্বদিক হইতে সুমতি।
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি॥
না শুনি সীতার বার্ত্তা আর্ত্ত রঘুবীর।
আইল পশ্চিম দেখি সুষেণ সুধীর॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব তিন দিক দেখে।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে॥
নানা গিরি চাহিনু খুঁজিনু বহু দেশ।
কোন দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ॥
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
তাঁহারে প্রবোধ দেয় সুগ্রীব সুহৃৎ॥
দক্ষিণ দিকেতে প্রভু রাবণের ঘর।
সেদিকে গিয়েছে যত প্রধান বানর॥
অঙ্গদ গিয়েছে আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্যসম্পাদক সঙ্গে বীর হনুমান॥
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান।
অবশ্য সাধিবে কার্য্য কিছু নহে আন॥
তব কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর॥
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয়।
হনুমান পাবে সীতা না করিহ ভয়॥
স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্বাসে।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

শ্রীরামের গুণ কথন

এই রামনাম ভাই বল বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল পাবে রামায়ণ শুনে॥

এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা।
পাদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা॥
পার কর রামচন্দ্র পার কত মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লৈয়া গেল দূরে॥
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে।
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার কর তবে জানি রাম॥
যোগযাগ তন্ত্রমন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম, তরে নিজগুণে॥
মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে॥
আপনি সে ভাঙ্গ তুমি আপনি সে গড়।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হৈয়া ঝাড়॥
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
হাকিমে হুকুম দেও পেয়াদা হয়ে মার॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব দেব পারে।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে॥
অহল্যা পাষাণ হৈয়া ছিল দৈববশে।
মুক্তিপদ পাইল তব চরণপরশে॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তারিবারে ছুটি পদ করেছ তরণী॥
তুমি যদি ছাড় দয়া, আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হৈয়া চরণে বাজিব॥
রাম নদী বহে যায় দেখহ নয়নে।
গঙ্গা গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে॥
দেখরে পামর লোক পার হবে যদি।
মন ভরি পান কর, বয়ে যায় নদী॥
মৃত্যুকালে রাম বলি একবার ডাকে।
সেই স্বর্গে যায়, যম দাঁড়াইয়া দেখে॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি॥

দক্ষিণ পাতালে সীতার অন্বেষণে বিফলতার বিবরণ

তিন দিকে বিফল হইল অন্বেষণ।
দক্ষিণদিকের কথা শুনহ এখন॥
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াস।
বিন্ধ্যগিরি অন্বেষিতে গেল একমাস॥
মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর।
জীবনের আশা ছাড়ে সকল বানর॥
বিষম গণ্ডক বন নাহিক উদ্দেশ।
তাহাতে বানরসৈন্য করিল প্রবেশ॥
পূর্ব্বে তথা ছিল এক ব্রাহ্মণ-তনয়।
দশবর্ষ বয়স্ক সুন্দর অতিশয়॥
ঐ বনের বনজন্তু তাহারে মারিল।
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণ বনেরে শাপ দিল॥
তদবধি ফল জল নাহিক প্রচার।
কোন জীব-জন্তু তথা নাহিক সঞ্চার॥
হেন বনে বানরেরা করিল প্রবেশ।
তথা না পাইল তারা সীতার উদ্দেশ॥
অন্য বন দেখিলেক তাহারা সম্মুখে।
জানকীর অন্বেষণে সেই বনে ঢুকে॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
দেখে এক রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
ধাইয়া আইল সে বানর খাইবারে।
রুষিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে হাঁকারে॥
আরে বেটা বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ।
আমরা ভ্রমিয়া করি তোর অন্বেষণ॥
অঙ্গদে রাক্ষসেতে লাগিল হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি হইয়া উভয়ে জড়াজড়ি॥

কেহ কারে নাহি জিনে উভয়ে সোসর।
আঁচড়ে কামড়ে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
ক্ষণে হেঁটে অঙ্গদ, সে ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে॥
অঙ্গদ মুকুটি মারে রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হইল সে রক্ত উঠে মুখে॥
রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে।
কিন্তু সীতা না পাইয়া সবে দুঃখী মনে॥
বিষাদেতে কপি সব বৈসে গাছতলে।
অঙ্গদ উঠিয়া সব বানরেরে বলে॥
আইলাম জানিতে জানকীর বিশেষ।
হইল মাসেক ঊর্দ্ধ না যাইব দেশ॥
সীতা না দেখিয়া যাব সুগ্রীবের পাশ।
জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ॥
অঙ্গদের বাক্যে সবে হয়ে এক মতি।
বন ডাল উটকিল করি পাতি পাতি॥
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদকথা।
খুঁজিলাম সর্ব্ববন আর পাব কোথা॥
সত্য করিয়াছেন যে খুড়া-মহাশয়।
সীতা উদ্ধারিতে আমি করিনু নিশ্চয়॥
চারিদিকে বীরগণ গেছে দূর দেশে।
দেখদেখি কোন্ বীর কি করিয়া আসে॥
যে হউক সে হউক ভাবি আপন কল্যাণ।
সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম-স্থান॥
সীতা না পাইলে হবে সবার মরণ।
আগে মরিবেন রাম শেষে অন্য জন॥
তারপর লক্ষ্মণ মরিবে তাঁর শোকে।
অনন্তর সুগ্রীব যাইবে যমলোকে॥
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল।
জল নাই পক্ষী তথা করে কিল কিল॥
খাল জোল না দেখি নিকটে নাহি জল।
নানা পক্ষী কলরব শুনি যে কেবল॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে॥
কেহ বলে, দেখদেখি হয় কি কারণ।
দাণ্ডাইয়া ভাবে তথা সব কপিগণ॥
বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে।
লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে॥
চারিদিকে চাহে নাহি হয় দরশন।
শাখায় শাখায় ফিরে শাখামৃগগণ॥
গাছে থাকি দেখে তারা সুড়ঙ্গের দ্বার।
চন্দ্র সূর্য্য দীপ্তি নাই, মহা অন্ধকার॥
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে॥
যে হউক সে হউক সাহসে করি ভর।
সকল বানর যায় সুড়ঙ্গ-ভিতর॥
হাতাহাতি করি যায় সকল বানর।
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর॥
দৈবে হয় হউক আমা-সবার মরণ।
বুঝিব ইহার মর্ম্ম জানিব কারণ॥
সুড়ঙ্গে প্রবেশি এই করেন বিচার।
সুড়ঙ্গে চলিল সবে মহা অন্ধকার॥
অন্ধ লোক যায় যেন হাতে করি নড়ি।
হুড়াহুড়ি করে কেহ কার গায় পড়ি॥
হাতাহাতি যায় সবে না পায় সঞ্চার।
সকল বানর তবে ভাবিল অসার॥
দেখিতে না পাই কিছু, যাইব কেমনে।
ফিরে চল উঠি গিয়া, মরি কি কারণে॥
কেহ বলে, নামিয়াছি যা হবার হবে।
এসেছ সুড়ঙ্গ-পথে, কেন ফিরে যাবে॥
অন্ধকারে চলি যায় নাহি দেখে বাট।
পিপাসায় সকলের গলা হইল কাঠ॥
অন্ধকারে যায় সবে আগে হনুমান।
হাতে নড়ি করি যেন সকলেতে যান॥

আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে।
অন্ধ লোক চলে যেন পড়ে আশেপাশে ॥
বীরগণ বলে, শুন পবননন্দন।
প্রকাশ হইব গেলে কতেক যোজন ॥
আর কত পথ গেলে যাইব প্রকাশ।
হনুমান কহে, কেহ না করিহ ত্রাস ॥
আমি সঙ্গে যাব তবে বিষম কি আছে।
সকল বানরগণ আইস মোর পাছে ॥
যোজন সাতেক গেলে তবে হব পার।
এক গৃহ আছে তথা অদ্ভুত-আকার ॥
হনুমানের বাক্যে সাহসে করি ভর।
ধীরে ধীরে চলে তথা সকল বানর ॥
হনুমান মহাবীর বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সবারে করিল পার করি হাতাহাতি ॥
ধর্ম্মে ধর্ম্মে সকলে সঙ্কটে হয়ে পার।
দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত-আকার ॥
সোনার প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ।
স্বর্ণপদ্ম জলে দেখে স্বর্ণময় মাছ ॥
পুরীখান দেখিল সকল স্বর্ণময়।
দেখিয়া বানরগণ হইল বিস্ময় ॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা স্বর্ণ সবিশেষ।
সবে বলে, হনুমান এই কোন্ দেশ ॥
নানা ফুল ফল আছে সুগন্ধ বাতাস।
ক্ষুধাতুর সকলে খাইতে করে আশ ॥
অন্ন জল পেটে নাই ক্ষুধায় দুঃখিত।
ফল ফুল দেখি মনে বড় হরষিত ॥
পুরীর ভিতর মাত্র এক কন্যা আছে।
সকল বানর গেল সে কন্যার কাছে ॥
ত্রিশত প্রকোষ্ঠ গেল ভিতর আবাস।
কন্যার রূপেতে করে জগৎ প্রকাশ ॥
সুন্দরী সে কন্যা বুঝি হরের ঘরণী।
রম্ভা তিলোত্তমা কিম্বা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভ্রূযুগ উপরেতে উদয় অর্দ্ধ-ইন্দু ॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভা করে অতি।
অলকাতিলকা-রেখা অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাতি ॥
রতন-রঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব ॥
করে শঙ্খ কঙ্কণ, কিঙ্কিণী কটি-মাঝে।
রতন-নূপুর পায় রুণুঝুনু বাজে ॥
পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ চাঁপা ॥
ছড়া ছড়া বাহুবন্দ শঙ্খের উপর।
যেখানে যা শোভা করে পরেছে বিস্তর ॥
পুরীর ভিতর কন্যা আছে একেশ্বরী।
কন্যা-রূপে আলো করে রসাতল-পুরী ॥
তাহারা সকলে বন্দে কন্যার চরণ।
জোড়হাতে বলে বীর পবননন্দন ॥
আমরা বানর পশু, বনে করি বাসা।
ক্ষুধায় না দেখি পথ লাগিয়াছে দিশা ॥
রাজভার গছিয়াছে জীবন অসার।
খাল জোল বন আদি চাহিনু সংসার ॥
দুর্জ্জয় পাতালেতে আমরা সবে আসি।
তোমা দেখি বাঁচিলাম, মনে হেন বাসি ॥
হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া।
পরিচয় দেহ কন্যে তুমি কার প্রিয়া ॥
বড়ই কাতর মোরা হয়েছি এখন।
পরিচয় দেহ কন্যা তুমি কোন্ জন ॥
কাহার বসতি ঘর, কার সরোবর।
কৃপা করি কহ কন্যে শুনি অবান্তর ॥
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা দিব্য সরোবর।
কার পুরী আইলাম বড় বাসি ডর ॥
কন্যা বলে, শুন বীর মম পরিচয়।
সুমেরু পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মম পিতা হয় ॥

সম্ভবা আমার নাম হেমা মোর সখী।
হেমার বচনে আমি গৃহপুরী রাখি ॥
এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে।
আমা অগোচরে কেহ আসিতে না পারে ॥
ময় নামে দানবের রচিত আবাস।
হেমা সহ ময় করে এখানে নিবাস ॥
নৃত্যেতে নর্ত্তকী হেমা গানেতে গায়নী।
রূপে বেশে গুণে হেমা ত্রিভুবন-জিনি ॥
বড়ই দুরন্ত সে দানব দুষ্টজন।
এখান হইতে যাহ সব কপিগণ ॥
কোন্ জন হইতে পাইলে উপদেশ।
দুর্জ্জয় পাতালে কেন করিলা প্রবেশ ॥
শীঘ্র যাহ, বিলম্ব কি হেতু কর আর।
দানব আইলে কার নাহিক নিস্তার ॥
হনুমান বলে, কন্যা শুন বিবরণ।
আমরা রামের দূত সব কপিগণ ॥
রামচন্দ্র দশরথ-রাজার কুমার।
সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার ॥
আইলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন।
তাঁর সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম-রমণী সীতা পরমাসুন্দরী।
স্বভাবতঃ সতত রামের সহচরী ॥
বনে বাস করিয়াছিলেন তিন জন।
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ ॥
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর।
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর ॥
দৈবযোগে সুগ্রীবের সহিত মিলন।
হইলেক উভয়ের সখ্য সংঘটন ॥
বালি বধি রাম রাজ্য দিলেন সুগ্রীবে।
সুগ্রীব করিল সত্য সীতা উদ্ধারিবে ॥
সুগ্রীবের আদেশে বেড়াই নানা দেশ।
অদ্যাপি না পাইলাম সীতার উদ্দেশ ॥

মাসেকের তরে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হৈল বড় বাসি ভয় ॥
গাছ হৈতে দেখিয়া আমরা এ-সকল।
জলের উদ্দেশে আইলাম এই স্থল ॥
মুখে কথা কহে তারা, ফল পানে চায়।
মনে তোলাপাড়া করে কন্যারে ডরায় ॥
বানর দেখিয়া ফল হইল বিকল।
সাধ হয় পেড়ে খায় কাঁচা পাকা ফল ॥
বানরের ইচ্ছা বুঝি কন্যা মনে গণে।
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে ॥
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত দেখি হইল মমতা।
কন্যা বলে, ফল খাও দিলাম সর্ব্বথা ॥
ইচ্ছামত ফল খাও যত আইসে মনে।
শুনিয়া হরিষ-চিত যত কপিগণে ॥
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া গাছের উপর ॥
দুই হাতে ফল খায় ভাঙ্গে আর ডাল।
মদগন্ধে পাতা খায় পূর্ণ করি গাল ॥
স্বর্ণথাল লইয়া বসিয়া পিঠোপরে।
ক্ষুধায় কাতর খায় যত পেটে ধরে ॥
কতগুলো পাকা ফল নিঙ্গুড়িয়া খায়।
আধ খাওয়া করি কত টানিয়া ফেলায় ॥
কত ফল কামড়ে খায় কত ফল চুষি।
উদর পূরিয়া রসে মনে মনে খুসি ॥
ফল ফুল খাইয়া করিল মাথা হেঁট।
নড়িতে চড়িতে নারে নেউয়া হৈল পেট ॥
করিয়া বানরগণ উদর পূরণ।
নিবেদন করি বন্দে কন্যার চরণ ॥
তোমার প্রসাদেতে খণ্ডিল সব ক্লেশ।
কোন্ পথে বাহিরাব কহ উপদেশ ॥
যাবৎ এখানে কন্যে দানব না আসে।
তাবৎ বাহির হৈয়া যাই অন্য দেশে ॥

বড় ভয় হয় কন্থে দানবের তরে।
ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে ॥
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি চলিল।
সকল বানর তার পাছে গড়াইল ॥
পলায় বানরগণ পিছুপানে চায়।
দানব আসিয়া পাছে পশ্চাতে খেদায় ॥
পরানে মারিবে তবে কার নাহি রক্ষা।
উপায় কেবল দেখি এ-কন্যা সপক্ষা ॥
সুড়ঙ্গের দ্বারে কন্যা হইয়া বাহির।
দেখায় বানর প্রতি সাগর গভীর ॥
এই জলে দেখ সবে সাগর দক্ষিণ।
বিন্ধ্যাদ্রি মলয়গিরি দেখহ প্রবীণ ॥
শ্রীরামের আগে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ ॥
অসীম রামের গুণ কি বলিতে জানি।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হইল মুনি ॥
তারকব্রহ্ম রামনাম অনন্ত-মহিমা।
চারি বেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা ॥
চণ্ডালে করিল দয়া বড়ই করুণ।
পাষাণেতে নিশান রহিল তাঁর গুণ ॥

—

সীতা-অন্বেষণার্থ অঙ্গদ-হনুমানাদির মন্ত্রণা

পাতাল হইতে উঠি সকল বানর।
জোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদ-গোচর ॥
পাতালে প্রবেশি মোরা সকল বানর।
কোথাও না দেখিলাম সীতা-লঙ্কেশ্বর ॥
বলেন অঙ্গদ বীর, হে বানরগণ।
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন ॥
সীতা-বার্ত্তা জানিতে হৈল এক মাস।
মাসের অধিক হইলে সবার বিনাশ ॥
অন্যের যে হউক মম সংশয় জীবন।
সুগ্রীব মারিতে মোরে করিয়াছে পণ ॥
পিতারে মারিতে যার না হৈল মমতা।
পুত্রেরে মারিবে সে যে, এ বা কোন্ কথা ॥
দক্ষিণ হস্তেতে রাম অগ্নি সাক্ষী করে।
যত হিত করিবেন সকল পাসরে ॥
আমি যুবরাজ নহে পিতা বিদ্যমানে।
সে পদ দিলেন রাম আমারে বিধানে ॥
খুড়ার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ।
আমাকে মারিতে খুড়া করেন প্রবন্ধ ॥
আমারে মারিবে খুড়া না হয় খণ্ডন।
আমার নিস্তার নাই শুন কপিগণ ॥
জোড়হাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী।
জীবনের আশা নাই ত্যজিব পরাণী ॥
তারক বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি।
অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি ॥
সুগ্রীবের ভয় হেতু না যাইব দেশ।
সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ ॥
রাজযোগ্য আছে তথা সোনার আবাস।
পরম আনন্দে তথা করিব নিবাস ॥
ফুল ফল পাব তথা জল সুবাসিত।
সুগ্রীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিত ॥
কি করিবে সুগ্রীব শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ।
কোন ভয় না করিহ শুন মিত্রগণ ॥
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল-ভুবনে।
কি করিবে সুগ্রীব রাজা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
তারকের বাক্যে সবে দিল অনুমতি।
মনে মনে হনুমান করেন যুকতি ॥
প্রমাদ-বচনে ভাবে হনুমান বীর।
আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির ॥
মোর বিদ্যমানে নহে রামকার্য্যে হানি।
সভামধ্যে হনুমান কহে এই বাণী ॥

হনুমান বলেন, অঙ্গদ যুবরাজ।
এক কার্য্যে আসি তুমি কর অন্য কাজ॥
কোন্ যুক্তি কর তুমি লয়ে কপিগণ।
তোমার উচিত নয় এসব কথন॥
পলাইয়া যাবে তুমি পাতাল-ভুবনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে॥
পলাইবা কোথায় সুগ্রীব সব জানে।
পলাইয়া বাঁচিতে নারিবে কোনখানে॥
উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর।
তোমার সহিত কেবা পলাবে বানর॥
স্ত্রী-পুত্র লইয়া করে কিষ্কিন্ধ্যায় বাস।
তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রী-পুত্রের আশ॥
তোমা হেন স্ত্রী-পুত্র ছাড়িবে কোন্ জন।
একাকী কেবল তুমি ফের বনে বন॥
মনে কর পলাইয়া পাব অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি॥
তোমার বাপেরে রাম মারে এক বাণে।
তাঁর হাত ছাড়াইবা গিয়া কোন্খানে॥
সুগ্রীব বলেন যদি শ্রীরামের প্রতি।
পাতালে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি॥
নির্ভয়ে কেমনে তুমি পাইবা উদ্ধার।
রামবাণে মুক্ত হবে সুড়ঙ্গের দ্বার॥
বিষ্ণু-অবতার রাম জগতে পূজিত।
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত॥
নির্বুদ্ধি তোমারে বলি শুন যুবরাজ।
বীর হয়ে পলাইবা, মুখে নাহি লাজ॥
যত দূর যাবে তার চৌটি নাহি আসি।
গৃহপাছু যুক্তি কর ভাল নাহি বাসি॥
সর্ব্ব দেশ দেখি যদি নহে দরশন।
সুগ্রীবের ঠাঁই গিয়া লভিব শরণ॥
ধার্ম্মিক সুগ্রীব রাজা ধর্ম্মের চরিত।
দোষ গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত॥
ভয় করি পলাইলে বড় হবে দোষ।
হইলে শরণাপন্ন রামের সন্তোষ॥
যে দেশ বলিল রাজা যাইবা সে দেশে।
তার পর যে হবার হইবেক শেষে॥
তোমারে প্রধান করি সে সুগ্রীব বৈসে।
তোমার প্রসাদে আমাদের ভয় কিসে॥
কুপিল অঙ্গদ হনুমানের বচনে।
লজ্জা দিল হনুমান সবা বিদ্যমানে॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃরমণী রাজার বিবাহিতা।
শাস্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা॥
ইতর পুরুষ পিতা পুত্রে হেন গণি।
অপরঞ্চ পরজায়া যেমন জননী॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সম পিতা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
তার পত্নী কেবল মায়ের তুল্য হয়॥
জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়া হরে কিসের বাখান।
জানিতে সীতার বার্ত্তা পাঠায় কুস্থান॥
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী।
সর্ব্বথা আমার মৃত্যু হনুমান দেখি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার দেখি বীর হনুমান।
কোন কার্য্যে ভাল নহে সুগ্রীবের জ্ঞান॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কার্য্য করিলেন যত।
চোরা-যুদ্ধে আমার পিতারে করে হত॥
সম্মুখসমর যদি করিতেন পিতা।
কে কেমন বীর তুমি তবে ত জানিতা॥
রাম কেন না বলিল আমার বাপেরে।
গলে ধরি আনিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
যেখানে থাকিত সীতা আনিত রাবণ।
তবে কেন সীতা লাগি দুঃখী কপিগণ॥
তুমি কিবা নাহি জান বীর হনুমান।
পিতা চারি সাগরে করেন সন্ধ্যাস্নান॥
দিগ্বিজয় করিয়া সে বেড়াত রাবণ।
পিতারে জিনিতে আইল কিষ্কিন্ধ্যাভুবন॥

রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে।
আহ্নিক করেন তিনি সাগরের তীরে॥
পাছু বাটে রাবণ ধরিল মোর বাপে।
সাপটিয়া ধরিল সে অতুল প্রতাপে॥
ধ্যান ভঙ্গ না হইল, লেজেতে বান্ধিয়া।
সাগরেতে রাবণে ফেলেন ডুবাইয়া॥
দীঘল পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
রাবণে তোলেন পিতা উপর আকাশ॥
বারেক আকাশে তুলি পুনঃ দেন নীরে।
নাকানি চুবানি খেয়ে বেটা শেষে মরে॥
চারি সাগরের তপ হয় অবশেষ।
সন্ধ্যাকালে মম পিতা আইলেন দেশ॥
রাবণের দশ মাথা করে নড়বড়।
কিষ্কিন্ধ্যায় আসি বেটা দাঁতে করে খড়॥
দয়া করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে।
লঙ্কায় পলায়ে গেল রাবণ তৎপরে॥
সে রাবণ আসিয়া সীতারে করে চুরি।
ইহারি কারণেতে আমরা সবে মরি॥
যদি রাম লইতেন পিতার শরণ।
কোন্ তুচ্ছ পিতার সে পাপিষ্ঠ রাবণ॥
পিতাকে মারিয়া রাম করিল কুকর্ম্ম।
রাজা হৈয়া করিলেন সম্পূর্ণ অধর্ম্ম॥
আপন অধর্ম্মে রাম এত দুঃখ পান।
ধর্ম্মমত ভাব তুমি বীর হনুমান॥
কার্য্য না করিলে রাম হইবেন দুঃখী।
সব কার্য্যে হনুমান মোর মৃত্যু দেখি॥
সুগ্রীবের হবে যশ আমার মরণ।
সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন॥
হনুমান বলে, যত কিছু মিথ্যা নয়।
জ্যেষ্ঠের রমণী হৈলে মাতৃতুল্য হয়॥
আমরা বানর পশুজাতি ইহা পারি।
যে শাস্ত্র কহিলা সে কেবল মনুষ্যেরি॥
যত দেশ বলে রাজা খুঁজি একবার।
পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
যে নাম শ্রবণে হয় সর্ব্ব ভয় নাশ॥
এতেক বলিল যদি বীর হনুমান।
পুনশ্চ অঙ্গদ বলে সভা-বিদ্যমান॥
পুনঃ পুনঃ বল তুমি পবননন্দন।
যে বল সে বল মোর অবশ্য মরণ॥
শ্রীরাম সুগ্রীব এরা কভু নহে ভাল।
নিশ্চয় জানিহ অঙ্গদের প্রাণ গেল॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ-সম মারিল হেলায়।
তার পুত্রে মারিবে সুগ্রীবে নহে দায়॥
নমস্কার জানাইও মায়ের চরণে।
প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার কারণে॥
দোসর বানরগণ পরস্পর বন্দে।
অঙ্গদে বেড়িয়া সব বানরেরা কান্দে॥
অঙ্গদ কুমার বই আর নাহি গতি।
মরিব অঙ্গদ-সঙ্গে করিল যুকতি॥
সকল বানর যুক্তি এই করি সার।
জীবনের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার॥
স্নান করি কপিগণ বৈসে পূর্ব্ব-মুখে।
উপবাস করিয়া রহিল মনোদুঃখে॥
মরিবারে বানর করিল উপবাস।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

হনুমানকর্ত্তৃক শ্রীরামের বার্ত্তা কথন, শ্রীরামের বৃত্তান্ত কথনে সম্পাতির পক্ষলাভ, সম্পাতিকর্ত্তৃক অশোক-বনে সীতার উদ্দেশ কথন ও বানরদিগের সাগর পার হইবার মন্ত্রণা

গরুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষিজাতি।
বৈসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরে সম্পাতি॥
বানর-কটক মাথা তুলি ঊর্দ্ধে দেখে।
অনুমান করে এই খাইবে সবাকে॥

অঙ্গদ উঠিয়া বলে, শুন হনুমান।
আমার বচন তুমি কর অবধান॥
সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্ব্বজন।
সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন॥
কোন্ জন না করিল শ্রীরামের কাজ।
সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষিরাজ॥
প্রাণ দিয়া পক্ষিরাজ করিয়া সমর।
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড়কোঙর॥
রাম-বনবাস-হেতু সীতার হরণ।
সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ॥
সম্পাতি বলেন কে জটায়ু-মৃত্যু কহে।
সোদরের মৃত্যু শুনি মম প্রাণ দহে॥
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশ।
উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশ॥
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু-বিনাশ।
আজি শোকে হইলাম নিতান্ত নিরাশ॥
কপিগণ বলে, পক্ষী বড়ই সেয়ান।
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরান॥
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে দুর্ব্বল।
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল॥
হনুমান বলে, ভাই অবশ্য মরণ।
এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ॥
হনুর বচনে সবে দিল অনুমতি।
আনিলেন ধরাধরি করিয়া সম্পাতি॥
পক্ষিরাজে বসাইল বানর-সমাজ।
জোড়হাতে কহিল অঙ্গদ যুবরাজ॥
বালি সুগ্রীবেরে জান দুই সহোদর।
কতকাল কোন্দল করিল পরস্পর॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন।
সঙ্গে গোড়াইল তাঁর জানকী লক্ষ্মণ॥
সীতা সহ দুই ভাই ভ্রমে বনে বন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ॥
সীতা লাগি ভ্রমেন যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
পথে সুগ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন॥
সুগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয়।
আপন দুঃখের কথা দুই জনে কয়॥
অগ্নি সাক্ষী করি দুইজনে সত্য করে।
পরস্পর উপকার করে পরস্পরে॥
দুইজনে সত্যে বদ্ধ হইল মিলন।
সেই হেতু করি মোরা সীতা-অন্বেষণ॥
রাম সত্য পালেন মারিয়া মোর বাপে।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দেন দুর্জ্জয় প্রতাপে॥
পিতা মরিলেন মনে হইলাম দুঃখী।
বনে বনে ভ্রমি আমি দেখ তার সাক্ষী॥
বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে।
রামকার্য্য সাধিবারে সুগ্রীব আদেশে॥
একমাস নিয়ম করিল মহাশয়।
মাসেকের বাড়া হইলে না জানি কি হয়॥
পরিচয় দিলাম আমরা কপিগণ।
এখন শুনহ জটায়ুর বিবরণ॥
জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা।
রাবণ হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন।
পর্ব্বত হইতে শুনি সীতার ক্রন্দন॥
হাত পা আছাড়ে সীতা রথের উপরে।
'শ্রীরাম-লক্ষ্মণ' বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
পক্ষী বলে, এই বেটা লঙ্কার রাবণ।
সীতারে হরণ করি করিছে গমন॥
অনেক কালের পক্ষী হইয়াছে জরা।
দুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা খরা॥
সীতার ক্রন্দন পক্ষী তথা হইতে শুনি।
ভাবিতে লাগিল সে প্রমাদ মনে গণি॥
আকাশে উড়িয়া পক্ষী চারিদিকে চায়।
রাবণের রথে সীতা দেখিবারে পায়

জটায়ু বলেন, সীতা এসেছেন বনে।
সেই সীতা লয়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবণে ॥
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি পারে মারে পাখসাট ॥
আকাশে থাকিয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড় কামড়ে তার রথ কৈল চূর ॥
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর।
জটায়ুর শরীর সে করিল জর্জ্জর ॥
রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর।
তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর ॥
বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল।
দুই পাখা কাটিয়া পড়িল ভূমিতল ॥
আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ।
রাম দরশনে মুক্ত হৈল পক্ষিরাজ ॥
কহিলাম জটায়ুর মৃত্যুর কাহিনী।
জটায়ুর কে হও আপনি কহ শুনি ॥
সম্পাতি শুনিয়া জটায়ুর বিবরণ।
'ভাই ভাই' করিয়া কান্দিল বহুক্ষণ ॥
আমার ভাইকে মারি বেটা থাকে সুখে।
পাখা নাই কি করিব মরি মনোদুঃখে ॥
যৌবনে যখন ছিল পাখা সে আমার।
শুনহ বানরগণ বলি সারোদ্ধার ॥
জটায়ু-সম্পাতি এই দুই সহোদর।
বলে মহাবলী মোরা গরুড়কোঙর ॥
দুই ভাই প্রতিজ্ঞা যে করিলাম এই।
সূর্য্য যে ছুঁইতে পারে বীর বটে সেই ॥
প্রভাত হইল তবে অরুণ উদয়।
সূর্য্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয় ॥
জ্ঞাতি বন্ধু সকলে দেখিয়া সবিস্ময়।
এক লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্যোদয় ॥
সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিয়া আকাশে।
দিবাকরে ধরিতে গেলাম তাঁর পাশে ॥
চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য্য মহাশয়।
দিক্ ও বিদিক্ নাই সব অগ্নিময় ॥
প্রভাত হইতে দুই-প্রহর উড়িয়া।
দুই ভাই মরি সূর্য্য-তেজেতে পুড়িয়া ॥
তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর।
মৃতপ্রায় হেন দেখি ভাই সহোদর ॥
রাখি জটায়ুর পাখা নিজ পাখা দিয়া।
আমার উভয় পাখা গেল ত পুড়িয়া ॥
এ পর্ব্বতে পড়িলাম দৈবের নির্ব্বন্ধ।
এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ ॥
সাত দিন নাহি খাই সলিল ওদন।
হেন কালে সর্ব্বজ্ঞ আইল একজন ॥
স্নান করে সর্ব্বজ্ঞ সে সরোবর-জলে।
সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার চরিছে তার কূলে ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ দেখি জন্তু সে-সকল।
ধরিয়া খাইবে মোরে গায়ে নাহি বল ॥
দূরে গিয়া রহিলাম বটবৃক্ষতলে।
সিংহ-মহিষাদি জন্তু গেল হেনকালে ॥
স্নান করি সে সর্ব্বজ্ঞ সরোবর-জলে।
আমার সম্মুখে সেই আইল হেনকালে ॥
প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম।
পথে দেখা পাইয়া সে করিনু প্রণাম ॥
ব্যথায় কাতর আমি শব্দ নাহি মুখে।
আমাকে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে ॥
সর্ব্বজ্ঞ বলেন, পক্ষিরাজ প্রাণ রক্ষ।
হারাইয়া পাবে তুমি আপনার পক্ষ ॥
দশরথ রাজ্য করিবেন বহুদিন।
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম হবেন প্রবীণ ॥
পিতৃসত্য পালিতে যাবেন তিনি বন।
শূন্য ঘরে তাঁর সীতা হরিবে রাবণ ॥
কপিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ।
তাঁর দরশনে তব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥

থাক এই পর্ব্বতে পাইবে তাঁর দেখা।
রামনাম বলিতে উঠিবে দুই পাখা॥
বিংশতির সমধিক পঞ্চাশ বৎসর।
তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর॥
এতকাল রাম লাগি আছে হে জীবন।
এতদিনে তব সনে হৈল দরশন॥
অঙ্গদ বলেন, তোমা দেখে পাই ভয়।
সত্য কহ পক্ষিরাজ বৃত্তান্ত নিশ্চয়॥
রাবণের কোন্ দেশ, কোথা তার ঘর।
তার দেশে যেতে কত যোজন সাগর॥
পক্ষিরাজ বলে, আমি হই গৃধ্রজাতি।
পূর্ব্বেতে দক্ষিণ দিকে ছিল মোর গতি॥
কহিব শুনিবে যত জানি বিবরণ।
সম্প্রতি জুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ॥
রামের প্রসঙ্গে পুনঃ হবে পক্ষোদয়।
পক্ষোদয়ে লক্ষ্যলাভ প্রাণরক্ষা হয়॥
হনুমান বলে, শুন গরুড়নন্দন।
মন দিয়া শুন বলি রামের কথন॥
পূর্ব্বকথা কহি শুন তাহে দেহ মন।
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ॥
সৃষ্টি করিলেন পিতামহ বহু ক্লেশে।
ভাবেন সতত লোক প্রাণ পাবে কিসে॥
নারদেরে বিরিঞ্চি পাঠান পৃথিবীতে।
আপনার পুত্রকে দিলেন তার সাথে॥
দুইজন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়া।
দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল গিয়া॥
বাল্মীকি ছিলেন পূর্ব্বে ব্যাধ-অবতার।
দস্যুবৃত্তি করিতেন অতি দুরাচার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যার দেখা পায়।
ফাঁসি দিয়া মারে সে যে, কে কোথা পলায়॥
এইরূপে দস্যুকর্ম্ম করে বনে বন।
নারদের সনে হৈল পথে দরশন॥
নারদ বিধাতা তাঁরা যান দুই জনে।
হেনকালে দেখে দস্যু সে দুই ব্রাহ্মণে॥
দস্যু বলে, বিপ্র তোরা আর যাবি কোথা।
পড়িলি আমার হাতে কাটা যাবে মাথা॥
নারদ বলেন, আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমারে মারিবে তুমি কিসের কারণ॥
দস্যু বলে, নিত্য আমি এই কর্ম্ম করি।
দস্যুকর্ম্ম করিয়া উদর সদা ভরি॥
মাতা পিতা পত্নী পুত্র আছে যত জন।
ইহাতে সবার হয় উদর পূরণ॥
অবিরত দস্যুকর্ম্ম করি আমি খাই।
তেকারণে ফাঁসি হাতে বনেতে বেড়াই॥
কত গণ্ডা জিতেন্দ্রিয় যতি ব্রহ্মচারী।
যার দেখা পাই তারে সেইক্ষণ মারি॥
নারদ বলেন, শুন দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ।
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন্ জন॥
তব পাপভাগী যদি হয় পিতা-মাতা।
তবে ত আমায় বধ করহ সর্ব্বথা॥
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া আপনার ঘরে।
তোমার পাপের ভার কাহার উপরে॥
দস্যু বলে, শুন বলি তপস্বী ব্রাহ্মণ।
আমি ঘরে গেলে যে পালাবে দুই জন॥
নারদ বলেন, রাখ গাছেতে বান্ধিয়া।
পাপভাগী কেবা হয় আইস জানিয়া॥
তবে দস্যু দুইজনে করিল বন্ধন।
গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন॥
বাপেরে কহিল তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥
পিতা বলে, যাহা দেও ঘরে বসে খাব।
তুমি পাপ কর তার ভাগ কেন লব॥
যে-সে প্রকারেতে তুমি করিবে পালন।
পাপ-ভাগ লইতে না পারি কদাচন॥

বাপের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন॥
দস্যু বলে, শুন মাতা করি নিবেদন।
মনুষ্য মারিয়া করি উদর পূরণ॥
আমি আনি দেই, তুমি ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥
জননী বলিল, শুন দুর্ব্বুদ্ধি নন্দন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ॥
পুত্র হৈলে করে মাতা-পিতার পালন।
গয়া পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধ যে তর্পণ॥
সুপুত্র হইলে হয় কুলের দীপক।
মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক॥
যাহা যাহা আনি দিবে ঘরে বসে খাব।
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব॥
যত যত পুত্র জন্মে ভারতমণ্ডলে।
পুত্র-পাপ মায়ে লয় কোন্ শাস্ত্রে বলে॥
দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে।
পুত্র হৈয়া ডুবাইবে নরক-ভিতরে॥
মায়ের শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে বিবরণ॥
দস্যুকর্ম্ম করি আমি, ঘরে বসে খাও।
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও॥
স্বামীরে বলিছে বামা বিনয়-বচন।
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ॥
গৃহস্থের কর্ম্মকার্য্য সকলি করিব।
যথা হৈতে যাহা আন ঘরে বসে খাব॥
নারীর শুনিল যদি এতেক বচন।
পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল তখন॥
শুনিয়া বলিল পুত্র পিতার চরণে।
পাতকের ভাগ লব কিসের কারণে॥
আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে।
শিরে মোট বহি আনি পালিব তোমারে॥
এখন আমার কর ভরণ-পোষণ।
আমি পুত্র তোমাদের করিব পালন॥
এই মতে জিজ্ঞাসা করিল বারে বার।
পাপভাগ লৈতে কেহ না করে স্বীকার॥
দস্যু বলে, তবে আমি কোন্ কর্ম্ম করি
লোকজন মারি কেন অধর্ম্ম আচরি॥
মনে মনে দস্যু বড় হইল নিরাশ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল তপস্বীর পাশ॥
আস্তেব্যস্তে খসাইল মুনির বন্ধন।
প্রণাম করিয়া বলে বিনয়-বচন॥
জিজ্ঞাসিয়া ঘরে জানিলাম সমাচার।
আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
মুনি বলে, তবে কেন বধিবে আমায়॥
তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল।
যত পাপ করিলে সে তোমার থাকিল॥
চৌরাশি নরক-কুণ্ড আছে যমপুরে।
রৌরব নরক আদি সব তব তরে॥
গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাত বুকে।
কাতরে কহিল দস্যু মুনির সম্মুখে॥
কৃপা কর কৃপাময় ধরি হে চরণ।
কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ॥
আর আমি দস্যু-কর্ম্ম কভু না করিব।
হইয়া তোমার দাস সঙ্গেতে ফিরিব॥
তাহারে কহেন দয়াশীল মহামুনি।
সরোবরে স্নান করি আইস এখনি॥
তোমার নিমিত্তে এক করিব উপায়।
যাহাতে হইবা মুক্ত, পাপ দূরে যায়॥
আস্তেব্যস্তে গেল ব্যাধ সরোবর-তীরে।
পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে॥
স্নান করিবারে জল যদি না পাইল।
আবার দস্যু সেই মুনির কাছে গেল॥

জোড় হাত করিয়া বলিল, হে গোসাঞি।
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই॥
আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল।
শুকাইল সরোবর, তথা শুষ্ক স্থল॥
শুনিয়া নারদ মুনি করিয়া আশ্বাস।
কমণ্ডলু-জল ছিল আপনার পাশ॥
দয়া করি সেই জল দিলেন তাহায়।
সেই জল দস্যু দিল আপন মাথায়॥
ব্রহ্মাপুত্র নারদের দয়া উপজিল।
অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র তার কর্ণে দিল॥
ব্রহ্মাপুত্র আপনি করিল আদেশন।
দিবানিশি রামনাম করহ স্মরণ॥
পরম পাতকী সে বিধাতা তারে বাম।
রামনাম বলিতে বদনে আইসে আম॥
ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায়।
রামনাম বদনে নাহি যে বাহিরায়॥
সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল।
হেরিয়া মুনির মনে দয়া উপজিল॥
বুদ্ধিজীবী মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায়।
বল দেখি কোন্ বৃক্ষ ওই দেখা যায়॥
শুনিয়া কহিল ব্যাধ জোড় করি কর।
মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর॥
শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীণ।
মরা মরা মন্ত্র জপ কর রাত্রি-দিন॥
প্রণাম করিয়া দস্যু মুনির চরণে।
মরা মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশিদিনে॥
মরা মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর।
দূরে গেল দস্যুবৃত্তি সদা সদাচার॥
নারদ বলেন, মন্ত্র করহ স্মরণ।
এক বৎসরের পরে আসিব দুজন॥
ইহা বলি বিদায় হইল দুই জনে।
মরা মন্ত্র জপ করে দস্যু একমনে॥
অরণ্যে নিবাস করে মরা মন্ত্র জপি।
সর্ব্বাঙ্গে ঘেরিল তার উইচাপ-ঢিপি॥
আসিয়া দেখেন মুনি বৎসরেক পরে।
এইখানে ছিল দস্যু গেল কোথাকারে॥
ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন।
ঢিপির মধ্যেতে আছে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন।
বাসব করিল পরে বৃষ্টি বরিষণ॥
মাটি হৈতে বাহির হইল সেইক্ষণে।
একচিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনে মনে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন তুষ্ট তপোধন।
মুনিরে প্রণাম করে সে দস্যু ব্রাহ্মণ॥
দিব্যকান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি।
তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি॥
কহিলেন তারে বাক্য মুনি গুণধাম।
উলটিয়া আর বার বল রামনাম॥
কাতর হইয়া কহে জোড়হাত বুকে।
রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে॥
যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে।
রামনাম স্মরণে সকল গেল দূরে॥
রামনাম স্মরণ করিল নিরন্তর।
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর॥
মন দিয়া শুন এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
মরা মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥
নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন।
প্রকাশ করিল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ॥
শ্রীরামের আগে যাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
লোকত্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ হনুমান কয়।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল উদয়॥

আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম হৈল শুভক্ষণে।
পরম উল্লাস হৈল অযোধ্যাভুবনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
চারি পুত্র পাইয়া ভূপতি হৃষ্টমন॥
বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যানগরে।
মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্রীরামেরে॥
চারি নন্দনের দিয়া বিবাহ কৌতুকে।
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সুখে॥
রামেরে করিতে রাজা নৃপের বাসনা।
কুটিলা কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা॥
পিতৃসত্য পালিতে গেলেন রাম বন।
সঙ্গে চলিলেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ॥
আদ্যকাণ্ডে রাম-জন্ম বিবাহ নির্দ্ধার্য্য।
অযোধ্যায় বনবাস ভরতের রাজ্য॥
আরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে দুরাশয়।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালিবধ কটকসঞ্চয়॥
সুন্দরা কাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার॥
কথা সাতকাণ্ডের উত্তরাকাণ্ডে পড়ে।
গাইলে উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ নিয়ড়ে॥
কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান।
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ॥
সম্পাতি বলেন শুন, যত বীরগণ।
সীতাকে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ॥
যখন দক্ষিণ দিকে মাথা তুলি থাকি।
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী॥
নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা।
শত যোজনের পথ সাগর-পরিখা॥
এক লাফে পার হও সকল বানর।
সীতাদেবী দেখিয়া সকলে যাহ ঘর॥
মহাবল ধর সবে কি কর ভাবনা।
হইয়া সাগর পার পূরাও কামনা॥

তার বাক্যে বানর দক্ষিণ মুখে চায়।
দশ যোজন বিনা আর দেখিতে না পায়॥
একদৃষ্টে কপিগণ চাহে উর্দ্ধশ্বাসে।
দেখিতে না পায় কিছু, পক্ষীরাজ হাসে॥
জাম্বুবান উঠি বলে, বুদ্ধে বৃহস্পতি।
আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি॥
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার।
বানর হইয়া হব কি প্রকারে পার॥
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস।
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ॥
সম্পাতি বলেন, শুন সবে সাবধানে।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব এক পড়িল যে মনে॥
সুপার্শ্ব আমার পুত্র হিমালয়ে থাকে।
নিত্য নিত্য আইসে সে দেখিতে আমাকে॥
হিমালয় পর্ব্বতে আমার পরিবার।
তথা হইতে পুত্র মোর জোগায় আহার॥
নিত্য আনে আহার সে প্রভাত সময়।
একদিন আনিতে বিলম্ব অতিশয়॥
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর।
কোপে সুপার্শ্বেরে ভৎর্সিনু বহুতর॥
ধার্ম্মিক আমার পুত্র ধর্ম্মে বড় রত।
করিলেক আমারে বৃত্তান্ত অবগত॥
আহার লইয়া পিতা প্রভাতে আসিতে।
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে॥
কালবর্ণ রাবণ সে গৌরবর্ণা নারী।
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি কান্দিছে বিস্তর।
দুই পাখে আগুলিলাম দুইটি প্রহর॥
রাখিলাম রথ সহ তাহারে উদরে।
কেবল পাইল রক্ষা স্ত্রীবধের ডরে॥
সুপার্শ্বের কথা শুনিলাম মন দিয়া।
জানিলাম তখনি সে শ্রীরামের প্রিয়া॥

এখনি আসিবে পুত্র মহা বল তার।
পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার ॥
তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে দুই পাখে।
এক ভাগ মাত্র তার লঙ্ঘিবারে থাকে ॥
এক ভাগ লঙ্ঘিতে না হবে কোন শ্রম।
স্থির হও কপিগণ নাহি ব্যতিক্রম ॥
এইরূপে হইতেছে কথোপকথন।
মহাকায় সুপার্শ্ব আইল ততক্ষণ ॥
দুই ঠোঁট মেলিয়া সে গিলিবারে যায়।
সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায় ॥
সম্পাতি বলেন, বাছা না কর সংহার।
পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার ॥
করিয়াছে ইহারা আমার উপকার।
করহ প্রত্যুপকার তবে পাই পার ॥
সুপার্শ্ব বলেন, মান্য পিতার বচন।
আমার পৃষ্ঠেতে চড় সব কপিগণ ॥
অঙ্গদ বলেন, শুন বীর উপদেশ।
সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ ॥
দেবতার পুত্র মোরা দেব অবতার।
কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার ॥
সম্পাতি বলেন, আমি রামকার্য্য করি।
রামায়ণ-প্রসাদে নূতন পক্ষ ধরি ॥
হইল উভয় পক্ষ দেখিতে সুন্দর।
রামজয় বলি ডাকে সকল বানর ॥
দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার।
রামজয় স্মরণে সাগর হব পার ॥
কপি সম্ভাষিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে।
দুই পক্ষ প্রসারিয়া যায় নিজ দেশে ॥
পুত্র সহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ-সাগর ॥
কৃত্তিবাস কবি রচে অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল এই কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড ॥

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

—:—:—

সুন্দরাকাণ্ড

বানরগণের সাগর পার হওনের কথোপকথন

পিতা-পুত্রে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ-সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগনমণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সমুদ্রের জল॥
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে॥
এক এক জলজন্তু পর্ব্বত প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান॥
সাগরে দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবারে অঙ্গদবীর দিতেছে আশ্বাস॥
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচালে ভাই সর্ব্বভয়ে তরি॥
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে॥
সাগরের কূলে চাপি রহিল বানর।
রহিবারে পাতা-লতায় সাজাইল ঘর॥
সাগরের কূলে তারা বঞ্চে সুখে রাতি।
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব্ব সেনাপতি॥
জোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা, শুন বীরভাগে॥
দৈবযোগে লঙ্ঘিলাম রাজার শাসন।
কোন্ বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন॥
ব্রহ্মার হাতের সুধা ছলে কোন্ জনে।
ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন্ জন আনে॥
প্রখর সূর্য্যের রশ্মি কোন্ জন হরে।
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে॥
এ কর্ম্ম করিতে পারয়ে যে আকৃতি।
দেখাইয়া বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি॥
আনিলে সীতার বার্ত্তা সবে হই সুখী।
তাহার প্রসাদে গিয়া পত্নী-পুত্র দেখি॥
এত যদি বলিলেন কুমার অঙ্গদ।
নীরব হইয়া সবে গণিল আপদ॥
ছিল যত সৈন্য-সঙ্গে সামন্ত প্রচুর।
বার বার জিজ্ঞাসেন আপনি ঠাকুর॥
রাজপুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসেন বারে বার।
উত্তর না দাও কেন, এ কি ব্যবহার॥
অঙ্গদের বোলে সবে সাগর নেহালে।
মহা ঢেউ উঠে পড়ে আকাশ-পাতালে॥
অঙ্গদ বলেন, কেন করিছ বিষাদ।
কোন্ বীর লবে এস রাজার প্রসাদ॥
কোন্ বীর সুগ্রীবে করিবে সত্যে পার।
কোন্ বীর করিবে রামের উপকার॥
কোন্ বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি।
সীতা অন্বেষিয়া আজি রাখহ খেয়াতি॥

অঙ্গদের বচন লঙ্ঘিতে কেহ নারে।
আপন বিক্রম সবে কহে ধীরে ধীরে॥
গয় নামে সেনাপতি যমের নন্দন।
সেই বলে, ডিঙ্গাইব এ দশ যোজন॥
গবাক্ষ বানর বলে তার সহোদর।
পারি কুড়ি যোজন লঙ্ঘিতে এ সাগর॥
সরভ নামেতে বলে মুখ্য সেনাপতি।
চল্লিশ যোজন লঙ্ঘি আমি সরিৎপতি॥
তার সহোদর বলে সে গন্ধমাদন।
আমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ যোজন॥
মহেন্দ্র বানর বলে সুষেণকুমার।
লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন পাথার॥
দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে, এই সার।
সত্তরি যোজন লঙ্ঘি আমি পারাবার॥
পুত্র বিশ্বকর্ম্মার বলিছে মহাবীর।
অশীতি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর॥
অগ্নিপুত্র কপি বলে বীর অবতার।
নবতি যোজন লঙ্ঘি অকূল পাথার॥
তারক বানর বলে রাজার ভাণ্ডারী।
দ্বিনবতি যোজন সে লঙ্ঘিবারে পারি॥
ব্রহ্মপুত্র ভল্লুক করিয়া অনুমান।
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
যৌবনকালের বল টুটয়ে বার্দ্ধক্যে।
যৌবনকালের কথা শুনহ কৌতুকে॥
বলিরে ছলিতে হরি হইল বামন।
তিন পায়ে জুড়িলেন এ তিন ভুবন॥
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ।
তারা সবে তাঁর পায়ে করে প্রদক্ষিণ॥
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উড়িয়া অপার।
বিষ্ণুপদ প্রদক্ষিণ করি তিন বার॥
পূর্ব্বে যেই শক্তি ছিল না আছে এখন।
তথাপি লঙ্ঘিব পঞ্চ নবতি যোজন॥
লঙ্ঘিলে যোজন শত সিদ্ধ হয় কাজ।
লাগিয়া যোজন পাঁচ ভাবি আমি লাজ॥
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জাম্বুবান।
অভিমানে জ্বলে মহাবীর হনুমান॥
কহেন অঙ্গদ বীর, অঙ্গ কোপে জ্বলে।
সাগর তরিতে পারি আপনার বলে॥
এক লাফে পড়ি গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা।
আসিবারে নাহি পারি তাহা করি শঙ্কা॥
ভোগে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম।
তেকারণে নাহি জানি আপন বিক্রম॥
সাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি।
দেখাইয়া বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
বীর তুমি হেন কথা কহ কি আভাসে॥
বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে।
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে॥
একবার কোন্ কথা, তুমি শতবার।
আসিতে যাইতে পার সাগরের পার॥
রাজা হয়ে কেন হে করিবে এত শ্রম।
তুমি গেলে কটকের না রবে জীবন॥
তুমি কটকের মূল, মোরা সব ডাল।
সে মূল থাকিলে ফল পাবে সর্ব্বকাল॥
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়।
যদি মূল থাকে পত্র পুনরায় হয়॥
কার উপকার না করিল তব বাপ।
কোন্ বীর লঙ্ঘিবেক তোমার প্রতাপ॥
সকল বানর তব ঘরের সেবক।
সকলে হইবে তব কার্য্যের সাধক॥
বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ।
সেবক হইতে তব সিদ্ধ হবে কাজ॥
অঙ্গদ বলেন ধীরে, কি করি উপায়।
সাগর লঙ্ঘিতে কেহ স্বীকার না যায়॥

সাগর তরিতে পারি, আসিতে সংশয়।
বিলম্ব হইলে করি সুগ্রীবের ভয়॥
সংশয় জীবন মম নিশ্চয় মরণ।
সাগর লঙ্ঘিব আমি দেখ বীরগণ॥
সকল বানর কহে করি জোড়হাত।
তুমি কেন লঙ্ঘিবে হে বানরের নাথ॥
রাজপুত্র রাজা তুমি বাসবের নাতি।
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধি বৃহস্পতি॥
ভুলিয়াছি বালিকে হে তোমা দরশনে।
একতিল নাহি বাঁচি তোমার বিহনে॥
জাম্বুবান বলে, ছাড় অসার বচন।
যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ শ্রবণ॥
অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান।
কটকের মধ্যে আছে নকুল-প্রমাণ॥
কটকেতে হনুমান কেহ নাহি দেখে।
জাম্বুবান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে॥
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান।
আমার বচন বাছা কর অবধান॥
হনুমানে জাম্বুবানে উভয়ে সম্ভাষে।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাসে॥

——

জাম্বুবান কর্ত্তৃক হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত কথন

জাম্বুবান বলে, বাছা শুন মহাবল।
রামকার্য্য কর বাছা, কেন কর ছল॥
অঙ্গদ বলেন, ভাল মন্ত্রী জাম্বুবান।
কোন গুণ নাহি ধরে বীর হনুমান॥
জাম্বুবান-বাক্যে আর অঙ্গদের বোলে।
কেহ হাতে ধরে তার কেহ করে কোলে॥
জাম্বুবান বলে, বীর কর অবধান।
শুন হনুমানের যে জন্মের বিধান॥
কুঞ্জরতনয়া নামে ছিল বিদ্যাধরী।
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী॥
অঞ্জনা নামেতে তার হইল কুমারী
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী॥
মলয় পর্ব্বতোপরে কেশরীর ঘর।
বায়ু-অবতার হয় কেশরী-বানর॥
অষ্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনুমান।
অঞ্জনানন্দন আর পবনসন্তান॥
অমাবস্যা তিথিতে জন্মেন হনুমান।
সেদিনের কথা কহি কর অবধান॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান।
প্রত্যূষে উদিত রক্তবর্ণ ভানুমান॥
রাঙ্গা ফল জ্ঞান করি ধরিতে তাঁহাকে।
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে॥
পর্ব্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাস্কর।
এক লাফে উঠিলেন সে অতি দুষ্কর॥
দিবাকর ধরিবারে যান হনুমান।
দৈবায়ত্ত তথা রাহু হয় অধিষ্ঠান॥
সূর্য্যকে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত।
দেখি হনুমানেরে আপনি সশঙ্কিত॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে।
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে॥
শুন সুরপতি কহি এক সমাচার।
সূর্য্যকে গিলিতে যে আইল রাহু আর॥
শুনিয়া রাহুর কথা বাসব বিরস।
সূর্য্যকে গিলিতে অন্য কাহার সাহস॥
ঐরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর।
হনুমানে দেখে গিয়া সূর্য্যের গোচর॥
ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস।
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে মোরে করে গ্রাস॥
সিন্দূরে শোভিত ঐরাবতের বদন।
দেখিয়া কৌতুকী অতি পবননন্দন॥
সূর্য্যকে ছাড়িয়া পাছে ধরে ঐরাবতে।
ত্রাসযুক্ত দেবরাজ বজ্র নিল হাতে॥

কুপিত হইলে লোক আপনা পাসরে।
বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ্র মারে শিরে॥
অচেতন হনুমান হইলেন তাতে।
পড়িলেন তখনি সে মলয় পর্ব্বতে॥
হনু ভগ্ন পড়ে সেই মলয়-শিখরে।
হনুমান নাম তেঁই বাপ-মায়ে ধরে॥
যৌবনকালেতে আমি ছিলাম প্রবীণ।
তিন বার করিলাম হরি প্রদক্ষিণ॥
বৃদ্ধকালে বলহীন নিকট-মরণ।
আপনারে নাহি পারি করিতে পালন॥
যাহার বিক্রমে লোক করেন ভরসা।
তাহার জীবন ধন্য বিক্রম প্রশংসা॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইস হনুমান।
চিন্তিত বানরে সব কর পরিত্রাণ॥
নানাবিধ বানর, বসতি নানা দেশে।
তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়া ঘোষে॥
পৌরুষ প্রকাশ কর সাগর লঙ্ঘিয়া।
শ্রীরামেরে তুষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া॥
হনুমান কহিলেন, করহ বিচার।
আমার জন্মের কথা কহি আরবার॥
প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে।
মুনিগণ স্নান করে সেই নদীজলে॥
ধবল নামেতে হস্তী দীঘল-দশন।
দন্তাঘাতে চিরিয়া মারিত মুনিগণ॥
ভরদ্বাজ মহাঋষি ঋষির প্রধান।
দন্ত সারি যায় হস্তী নিতে তাঁর প্রাণ॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি পলায় দৌড়িয়া।
রুষিয়া গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া॥
দয়ালু আমার পিতা অতি ভয়ঙ্কর।
এক লাফে পড়িলেন হস্তীর উপর॥
দুই চক্ষু উপাড়েন নখের আঁচড়ে।
দুই হাতে টানি দুই দশন উপাড়ে॥
দন্ত উপাড়িয়া তার পেটে দেয় দন্ত।
দন্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত॥
পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ।
মুনি বলে, বর মাগ শুন কপিরাজ॥
কেশরী বলেন, যদি বর নিতে হয়।
তবে পাই যেন এক উত্তম তনয়॥
মুনিরাজ বলে, তুমি চাহিলা যে বর।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী হবে তোমার কোঙর॥
রামকার্য্য করিতে না করি বিসম্বাদ।
বিসম্বাদ করিলে হইবে কার্য্যে বাদ॥
বানর কটকে করি অভয় প্রদান।
অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইব মান॥
সাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি।
শত বার পার হই আমি মহাবলী॥
উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দরী॥
তোমা সবাকারে না ডাকিব যুদ্ধ-আশে।
একাকী আনিব সীতা শ্রীরামের পাশে॥
পরম হরিষে থাক কোন চিন্তা নাই।
সকলেতে কিবা কার্য্য, একা আমি যাই॥
সবে বলে, যত বল কিছু নহে আন।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর।
হনুমান-গলে দিল সকল বানর॥
বড় বড় বানরের দেখিয়া কাকুতি।
সাগর তরিতে হনুমান করে গতি॥
কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড গীত রামায়ণ॥

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘনোদ্যোগ

তারপর বায়ুপুত্র প্রসন্ন-হৃদয়।
উঠি দাঁড়াইলা বলি, জয় রাম জয়॥

যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সর্ব্বজনে করিলা বন্দন॥
অন্য আর কপিগণে আলিঙ্গন দিয়া।
কহিছেন সকলেরে উল্লসিত হৈয়া॥
আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লঙ্ঘিতে।
না পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে॥
অতএব চড় সবে মহেন্দ্র ভূধরে।
লম্ফ দিব থাকি ওই গিরির উপরে॥
এত শুনি অগ্রে করি পবনকোঙরে।
উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে॥
মহেন্দ্র-উপরি শোভে মারুতনন্দন।
যেন অন্য গিরি আসি কৈল আরোহণ॥
হেনকালে যাবতীয় অমর কিন্নর।
দেখিবারে আইল সবে অম্বর-উপর॥
বিদ্যাধর অপ্সর গন্ধর্ব্ব নাগগণ।
যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য মুনি তপোধন॥
সবে মিলি যাবতীয় শাখামৃগকুল।
গাঁথিলেক এক মালা তুলি নানা ফুল॥
সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে।
সমর্পিলা পবনতনয়-কণ্ঠোপরে॥
শোভিল শ্রীহনুমান সেই মালা পরি।
যেন মণিমালা-গলে ঐরাবত করী॥
তবে সব কপি-স্থানে অনুমতি লয়ে।
বসিলেন হনুমান পূর্ব্বমুখ হয়ে॥
ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি।
গণেশাদি পঞ্চদেব দিক্‌পাল প্রতি॥
বিশেষতঃ প্রণমিলা পরম-পিতারে।
কেশরী অঞ্জনা শ্রীসুগ্রীব কপিবরে॥
লক্ষ্মণ-জানকী-পদ করিয়া বন্দন।
আরম্ভিলা রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন॥
চিন্তামাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর।
দেখিয়া মারুতি মনে করেন সাদর॥

জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি।
কৃপামৃত-পারাবার অগতির গতি॥
তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয়।
তবে পিপীলিকা মেরু তুলিতে পারয়॥
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন।
পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লঙ্ঘন॥
এই ত সাহসে আমি হেন গুরু কাজ।
করিবারে সাহস করেছি রঘুরাজ॥
যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই কামে।
দোষ হবে প্রভু তব কল্পতরু নামে॥
অতএব তব পদে করি নিবেদন।
কর মোর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ অর্পণ॥
এত নিবেদন কৈলা যবে হনুমান।
কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান॥
তবে প্রভু অন্তরেই কৈলা অন্তর্দ্ধান।
প্রভু নাহি দেখি বীর ত্যজিলেন ধ্যান॥
প্রভু-অনুগ্রহ পা'য়ে আনন্দিত-মন।
কহিছেন কপিগণে পবননন্দন॥
আর নাহি করি আমি কোনই চিন্তন।
হইয়াছি রাম-কৃপাকটাক্ষ-ভাজন॥
এবে দেখি সমুদ্রেরে গোষ্পদ যেমন।
শতকোটি বার লঙ্ঘিবারে করি মন॥
সবংশে রাবণ-বধে সাহস যে করি।
লঙ্কা তুলি এখানেতে আনিতেও পারি॥
ভুজে করি ফেলাইয়া সাগরের বারি।
ইচ্ছা হলে ব্রহ্মাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি॥
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ।
শিখী যেন শুনি জলধরের গর্জ্জন॥
তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ কপি জাম্বুবানের চরণ বন্দিয়া॥
দাঁড়ায় দক্ষিণ-মুখে লঙ্ঘিতে সাগর।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর॥

হনুমানের লঙ্কায় যাত্রা ও মালঝাঁপ

সব-গুণপাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
তবে করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে॥
তবে অসাধ্বস হল দশ যোজন বিস্তার।
আর মহাবল সুদীঘল দ্বিগুণ তাহার॥
করি দরশন তারে মন করে হেন জ্ঞান।
যেন সেই গিরি-শিরোপরি আন গিরিমান॥
তাহে দুনয়ন বিরোচন সব প্রকাশয়।
কিবা নাসারব শুনি সব নির্ঘাত মানয়॥
দিব্য রোমগুচ্ছ দীর্ঘপুচ্ছ শিরোপরি লোলে।
যেন মেরুগিরি শৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে॥
সেই কপিবর-কলেবর ভরে সে ভূধর।
নাহি সহিবারে বারে বারে করে থর থর॥
তাহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘনে ঘন।
তাহে পুষ্প ঝরে বুঝি বীরে করয়ে বর্ষণ॥
আর কত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপড়ি পড়য়।
তাহে নানা পাখী ছাড়ি শাখী আকাশে উড়য়॥
তাহে কত শৃঙ্গ পাই ভঙ্গ ভূতলে পড়িলা।
তায় কত দুষ্ট পশু নষ্ট কষ্টেতে হইলা॥
তাহে পায় ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া।
করে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া॥
আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হতে পড়ে।
তাহে পশু হত হৈল কত যে ছিল নিয়ড়ে॥
ইথে হল এক পরতেক মহৎ আশ্চর্য্য।
কিবা করি স্থানে হল প্রাণে শূন্য-সিংহবর্ষ॥
কিবা জগৎপ্রাণ সুসন্তান কলেবর ভরে।
নাহি সহিবারে সে শিখরে চড় চড় করে॥
তাহে পাই চাপ যত সাপ বিবরে আছিল।
তারা পাই ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল॥
তবে মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি।
করি মহাদম্ভ দিলা লম্ফ শ্রীরাম ফুকরি॥
সেই মহারব লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল।
যেন কল্পকালে কুতূহলে জলদ গর্জ্জিল॥
সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল।
হল অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল॥
তাহে কপিগণ ঘনেঘন জয়ধ্বনি করে।
দুই শব্দে মিলি গেলা চলি দশ দিগন্তরে॥
সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি।
তার উপমান মরুত্বান্ পবনেরে লিখি॥
সেই বেগ বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে।
তারা বীরবায় পাছে যায় ব্যোম-উপরিতে॥
মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায়।
যেন বন্ধুজন দুঃখী মন অনুব্রজি যায়॥
আর কত হাতী শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল।
তারা কতদূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল॥
তবে বিনা লক্ষ্যে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিল।
করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইল॥
আহা কিবা পায় শোভা কপি আকাশ-উপরে
যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অম্বরে॥
তাঁর বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়।
যেন নাগরাজ গিরিরাজ-উপরি শোভয়॥
তাঁর উর্দ্ধদেশে কিবা ভাষে পুচ্ছ উচ্চতর।
হেন ভাদ্রমাসে সুপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর॥
তাঁর অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয়।
যার শুনি রব লোক-সব নির্ঘাত মানয়॥
সেই বেগবান্ মরুত্বান্ লাগয়ে যাহারে।
সেই কোনমতে স্বস্থানেতে স্থির হতে নারে॥
সেই সমীরণ-বেগে ঘন সব আকর্ষিত।
তার পাছে পাছে কাছে কাছে চলিল ত্বরিত॥
আর বহুতর ধরাধর সাগরে পড়িল।
কত ব্যোমচারী সিন্ধুবারি-মাঝারে ডুবিল॥
আর সিন্ধুজল কলকল করে অতিশয়।
সেই উত্তরিল জল স্থল অবধি কাঁপায়॥

তাহে সমকর জলচর যাবৎ আছিল।
তারা পাই ভয় অতিশয় দূরে পলাইল॥
তবে ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবননন্দন।
হল প্রথমেতে তারা মাথে মুকুট তপন॥
পরে সে তরণী কণ্ঠমণি সমান শোভিলা।
পরে দুই পদ কোকনদ ভূষণ হইলা॥
হেন রূপ মারুতির বীরপণা নিরীক্ষণে।
পাই মহাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥
তবে এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর।
কিবা প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর॥

—

সুরসা সাপিনী কর্তৃক হনুমানের পথ রুদ্ধ

এইমত মারুতির বিক্রম দেখিয়া।
সুরসাকে সুর সব কহেন ডাকিয়া॥
নাগমাতা তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ।
কর মো-সবার এক সন্দেহ ভঞ্জন॥
যাইছেন এই বায়ুতনয় লঙ্কাতে।
রামচন্দ্র-প্রেয়সীর তত্ত্ব সে জানিতে॥
তুমিহ তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ।
জানহ ইহার বল বুঝিবা যেমন॥
পারিবে নারিবে কিম্বা এই কপিরাজ।
সেথা হতে ফিরিবারে সাধি এই কাজ॥
ইহাই জানিতে হবে ঘোর কলেবর।
যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি-বরাবর॥
এত শুনি সর্পমাতা সুরসা সাপিনী।
প্রস্থান করিলা হয়ে রাক্ষসী-রূপিণী॥
মারুতির অগ্রে ভীমমূরতি হইয়া।
কহিছেন নাগমাতা কপট করিয়া॥
ওরে কপি, যাও তুমি আর কোন্ স্থানে।
প্রবেশ করহ আসি আমার বয়ানে॥
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধাতে পীড়িত।
এ সময়ে তোরে পেয়ে হইলাম প্রীত॥
বুঝিলাম কৃপা করি যত দেবগণ।
করি দিল মোর আগে তোরে আনয়ন॥
অতএব বিলম্ব না কর এক ক্ষণ।
শীঘ্র আসি কর মোর মুখে প্রবেশন॥
এত শুনি বায়ুপুত্র জুড়ি করদ্বয়।
কহিছেন তাঁর প্রতি করিয়া বিনয়॥
দশরথপুত্র রাম দণ্ডক কাননে।
আসি বাস করেছিলা পিতার বচনে॥
বিনা দোষে হরি আনিয়াছে তাঁর নারী।
দশানন এই লঙ্কাপুর-অধিকারী॥
যাইতেছি আমি তাঁর তত্ত্ব জানিবারে।
তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনই প্রকারে॥
সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত।
তাঁহার অহিত করা তব অনুচিত॥
যদি বল, অবশ্যই খাইব তোমারে।
তব যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে॥
সীতা দেখি বার্ত্তা দিয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
আসি প্রবেশিব আমি তোমার বদনে॥
কিছু নাহি কর তুমি ইহাতে সংশয়।
কহিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয়॥
সুরসা কহেন, তাহা আমি নাহি মানি।
মোর আগে আসি ফিরে নাহি যায় প্রাণী॥
সুরসার বাণী শুনি সমীর-নন্দন।
কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন॥
কোন্ মুখে দুষ্টা মোরে করিবি ভক্ষণ।
প্রকাশ করহ তাহা, করি প্রবেশন॥
শুনিয়া সুরসা বিংশ যোজন বিস্তার।
প্রকাশ করিলা নিজ মুখের আকার॥
তা দেখি মারুতি ত্রিশ যোজন হইলা।
চল্লিশ যোজন মুখ সুরসা করিলা॥

পঞ্চাশ যোজন হৈল পবনসন্তান।
করিলা সুরসা ষষ্টি যোজন ব্যাদান॥
সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনুমান।
সেই মুখ কৈল আশী যোজন প্রমাণ॥
হনুমান হৈল তবে নবতি যোজন।
সুরসা করিলা শত যোজন আনন॥
তাহা দেখি হনুমান চিন্তিল আশয়।
এ কি, এ ত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয়॥
এত ভাবি ক্ষণকাল মানস-মাঝারে।
জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তারে॥
তবে নিজে হয়ে শত যোজন প্রমাণ।
তাঁর মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনুমান॥
প্রবেশিবামাত্র সে সুরসা-ঠাকুরাণী।
ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি॥
তাহা দেখি হয়ে বীর অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ।
কর্ণরন্ধ্র দিয়া কৈলা বাহিরে প্রয়াণ॥
বলিছেন কপিবর জানিনু তোমায়।
নাগমাতা প্রণতি করি গো তব পায়॥
তব বাক্যে প্রবেশিনু তোমার বদন।
অনুমতি দেও এবে করি গো গমন॥
তবে সে সুরসা ধরি আপন মূরতি।
কহিবারে আরম্ভিলা বায়ুপুত্র-প্রতি॥
সুখে যাও হনুমান পরম কুশলী।
করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী॥
তব বীর্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইয়াছিলা সব অমরে আমারে॥
তাহা জানিলাম, এবে করহ গমন।
রাম-সীতা উভয়েতে করাও মিলন॥
এত কহি নাগমাতা গেলা নিজ স্থান।
পুনঃ পূর্ব্বরূপ হয়ে যান হনুমান॥
দেখি মারুতির হেন বীর্য্য বুদ্ধি বল।
প্রশংসা করেন তারে অমর-সকল॥

হেনকালে নদীপতি সুচিন্তিত মন।
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচারণ॥
সগর নৃপতি হতে মোর উপাদান।
এ লাগি সাগর বলি ভুবনে আখ্যান॥
সেই ত সগরবংশে রামের জনম।
সে রাম-কার্য্যেতে যান পবননন্দন॥
এ লাগি ইহার হিত কর্ত্তব্য আমার।
অন্যথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার॥
লঙ্ঘিছেন হনুমান এই পারাবার।
হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে ইহার॥
অতএব মধ্যপথে আলম্বন পাই।
যে রূপেতে সুখে যান করিব তাহাই॥
এত ভাবি নদীপতি মৈনাক-ভূধরে।
ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে॥
হিমালয়-তনয় মৈনাক গিরিরাজ।
করহ তুমিও মোর আজি এক কাজ॥
সাগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার।
জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে তাঁহার॥
সেই রামকার্য্যে যান সমীর-তনয়।
তাঁর হিত কিছু মোরে করিবারে হয়॥
এই লাগি কহি আমি তোহে প্রৌঢ়ি করি।
একবার উঠ তুমি সলিল-উপরি॥
ঊর্দ্ধ অধঃ আর চারি পার্শ্বে বাড়িবার।
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার॥
এই লাগি কহিতেছি তোহে বার বার।
উঠিয়া করহ তুমি মোর উপকার॥
তোমার উপরি শৃঙ্গ দুই ত লক্ষণ
মারুতি বিশ্রাম করি করুন গমন॥
এত শুনি ভাল ভাল বলি গিরিবর।
উঠিলেন সাগরের জলের উপর॥
কিবা সাজে সিন্ধু-মাঝে সুবর্ণ-শিখরী।
প্রাতের তপন যেন সমুদ্র-উপরি॥

পথ-মাঝে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত।
এ কি, আসি কোন্ বিঘ্ন হল উপস্থিত॥
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য-মূরতি।
নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি॥
বায়ুপুত্র শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈনু আগমন॥
শ্রীরামের পূর্ব্ববংশ নৃপতি সগর।
তিঁহ খাদ করেছেন এই ত সাগর॥
এই হেতু রাম-দূত তোহে সম্মানিতে।
পাঠাইলেন মোরে তেঁহ প্রীতিযুক্ত চিতে॥
তুমিহ আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম।
খাও দিব্য ফলমূল জল অনুপম॥
পরেতে হইয়া তুমি সুখযুক্তমন।
করিবে রাবণ-পুর-মধ্যেতে গমন॥
আমাতেও না করিবে তুমি শঙ্কা সব।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব॥
এ লাগিয়ে আসিয়াছি পূজিতে তোমায়।
তুমিহ সফল কর মোর বাসনায়॥
এত শুনি হনুমান থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুর ভাষে॥
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাসা করিয়াছ সিন্ধুজলের ভিতর॥
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিবরণ করি কহ কথা এই সব॥
শুনি বাণী মহীধর মুদিত হইয়া।
কহেন পবনপুত্রে প্রণয় করিয়া॥
পূর্ব্বে যাবতীয় গিরি ছিলা পক্ষবান্।
উড়িয়া করিত তারা সর্ব্বত্র পয়ান॥
তবে তাহাদের দুষ্ট বুদ্ধি উপজিল।
পড়িয়া নগর গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র-লোচন।
বজ্রে করি কৈলা পরিচ্ছেদ আরম্ভন॥
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে।
বজ্র ধরি ইন্দ্র আইল মোর পার্শ্বদেশে॥
তাহা দেখি ভয়ে আমি করি পলায়ন।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্রলোচন॥
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয়।
করুণাতে আর্দ্র হৈয়া বায়ু মহাশয়॥
তিঁহ অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া।
ফেলাইলা মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া॥
তাঁহার কৃপাতে আর সমুদ্র-আশ্রয়ে।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে॥
সে অবধি আছি আমি সাগর-ভিতর।
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক-ভূধর॥
তুমি হও মোর বন্ধু পবন-তনয়।
তোমার সম্মান মোর করিবারে হয়॥
অতএব মোর আর সিন্ধুর পীরিতে।
তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরেতে॥
গিরিবাক্য শুনি কন পবনকুমার।
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার॥
তোমার মধুর বাক্যে মন জুড়াইল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম নিবৃত্ত হইল॥
করিলে আতিথ্য তুমি দেখাইয়া প্রীত।
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত॥
কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে।
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে॥
আর শুন আসিবার কালে সিন্ধুতটে।
এসেছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব-নিকটে॥
নিরালম্বে পার হব শতেক যোজন।
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রাম-করণ॥
অঙ্গুলি মাত্রেতে করি পরশ তোমারে।
দোষ ক্ষমা করি দাও অনুজ্ঞা আমারে॥
এত শুনি সাধু সাধু বলি গিরিবর।
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর॥

৫৮· অশোক তরুতলে সীতা

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মার অনুমতি-অনুসারে

তবে কর-অঙ্গুলিতে স্পর্শিয়া ভূধরে।
পরশি পয়ান কৈলা মারুতি অম্বরে॥
মারুতির আতিথ্যেতে সন্তুষ্ট-অন্তর।
মৈনাক-ভূধর প্রতি কন পুরন্দর॥
মৈনাক তোমার আজি দেখি এই কর্ম্ম।
পাইলাম মোরা সবে অতিশয় শর্ম্ম॥
রামদূত মারুতির আতিথ্য করিয়া।
ত্রিজগতে করিলে তুমি হে তুষ্ট হিয়া॥
অতএব আমি তোমা দিলাম অভয়।
সুখে থাক তুমি হয়ে নির্ভয়হৃদয়॥
এত শুনি আনন্দিত হয় গিরিবর।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবনকোঙর॥
কত দূরে যবে তিঁহ করিলা গমন।
সিংহিকা রাক্ষসী তাঁরে করিল দর্শন॥
দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্টা নিশাচরী।
বুঝি আজি ভুঞ্জিতে পাইব পেট ভরি॥
যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী।
ইহার ছায়াকে ধরি আকর্ষিয়া আনি॥
এত ভাবি মারুতির ছায়াস্পর্শ পাই।
আকর্ষিতে আরম্ভিল মুখখান বাই॥
তার আকর্ষণে ন্যূন দেখি নিজ বেগ।
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোদ্বেগ॥
এ কি মোর গতিবেগ ন্যূন হয় কেন।
দৃঢ়রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন॥
এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে।
দেখিলেন রাক্ষসীরে নিজ অধোভিতে॥
পাতাল সমান মুখ বিস্তারিত করি।
রহিয়াছে অম্বরেতে দুষ্টা নিশাচরী॥
তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্ব্বার।
এ কি অধোভাগে দেখি বিকট আকার॥
বুঝি এই জন মোরে করে আকর্ষণ।
আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন॥
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ।
এই বটে সিংহিকা রাক্ষসী দুষ্টা জন॥
আজি আমি প্রতিকার ইহার করিব।
এ পথের কণ্টক নিঃশেষ ঘুচাইব॥
এত ভাবি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি হয়ে কপিবর।
প্রবেশিলা সিংহিকার বদন-ভিতর॥
সেহ বড় সুখী হয়ে মুদিল বদন।
যেন কেহ বিষ খায় মরণ-কারণ॥
তবে তার হৃদয়ে প্রবেশে হনুমান।
নখে করি বিদার করিল খান খান॥
সেই ছিদ্র দিয়া নিজে হইলা বাহির।
তাহে রাক্ষসীর প্রাণ ছাড়িল শরীর॥
তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্টা নিশাচরী।
পড়িল পরেতে সেই পয়োধি-উপরি॥
তাহে সুখী হল বহু কোটি জলচর।
ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর॥
বুঝিলাম বহুমাংস পূর্ব্বে খেয়েছিল।
আজি সেই-সকলের শোধন করিল॥
সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ।
করিছেন হনুমানে বহু প্রশংসন॥
সর্ব্বদা বিজয়ী হও পবনকুমার।
করুন শ্রীভগবান কল্যাণ তোমার॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি আজি আরোপণে।
ইহার সম্ভব নহে এ তিন ভুবনে॥
এক নিরালম্বে শত যোজন লঙ্ঘন।
তাহে পুনঃ সুদুর্দ্দান্ত সিংহিকা মারণ॥
এ দুষ্টা রাক্ষসী-ভয়ে যত দেবভাগ।
করেছিলা এই ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ॥
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক।
সুখে বিহারুক তবে সব বৃন্দারক॥
তোমা হৈতে রাম-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।
তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে॥

এ কি বল এ কি বল এ কি পরাক্রম।
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম ॥
ধরা ধরাধর সব যাবত থাকিবে।
তাবৎ পর্য্যন্ত তব এ যশ ঘুষিবে ॥
যাহ যাহ করিতেছি মোরা আশীর্ব্বাদ।
কৃতকার্য্য হয়ে ফিরি এস অবিষাদ ॥
এত কহি ফুলবৃষ্টি করে দেবগণ।
শুনি আনন্দিত বীর করিলা গমন ॥
কিছু দূর হৈতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন পবননন্দন ॥
হেন মহাদেহে যদি প্রবেশি এ লঙ্কা।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা ॥
অতএব ক্ষুদ্রমূর্ত্তি হয়ে প্রবেশিব।
উচিত সময়ে নিজ কার্য্য সমাধিব ॥
এত ভাবি আপনি সহজ মূর্ত্তি ধরি।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলেন সুবেল-উপরি ॥
সেই ত সুবেল গিরি ভরেতে তাহার।
কাঁপিতে লাগিল লঙ্কাদ্বীপ সহকার ॥
আর এক হল বড় সে-সময়ে রঙ্গ।
সীতা আর রাবণের নাচে বাম-অঙ্গ ॥
যদ্যপি লঙ্ঘিল সেই শতেক যোজন।
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম এক ক্ষণ ॥
সাগর-লঙ্ঘন-কথা অমৃতের ভাণ্ড।
শুনিলে পাতকরাশি হয় খণ্ড খণ্ড ॥

—

হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ ও উগ্রচণ্ডার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ এবং উগ্রচণ্ডার লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থানে কত দেখে বর্ণিতে বিস্তর ॥
কাঞ্চন রজত মণি স্ফটিকে নির্ম্মাণ।
পুরীশোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান ॥
গড়ে প্রবেশিয়া দেখে পবননন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত সে অদ্ভুত-রচন ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা।
বাম-হাতে খর্পর দক্ষিণ-হাতে খাণ্ডা ॥
দুই চক্ষু ঘোরে যেন দুই দিবাকর।
ব্রহ্ম-অগ্নি হেন তেজ অতি ভয়ঙ্কর ॥
লোল-জিহ্বা পৃষ্ঠে জটা বিকট দশন।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা।
মাণিক কুণ্ডল কর্ণে যেন চন্দ্রকলা ॥
দেখিয়া চিন্তিত অতি বীর হনুমান।
জোড়হাতে বলেন, দেবীর বিদ্যমান ॥
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথা।
শিবের প্রেয়সী তুমি কেন আছ হেথা ॥
তোমারে দেখিয়া আমি বড় পাই ডর।
কি কারণে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর ॥
চামুণ্ডা বলেন, আমি শঙ্করের সতী।
তাঁহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি ॥
সৃজেন যখন ব্রহ্মা স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
সেইকাল হৈতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি ॥
করিলাম জিজ্ঞাসা শিবের শ্রীচরণে।
থাকিব কতেক কাল রাবণভবনে ॥
শঙ্কর বলেন, থাক এই সংখ্যা তার।
যতদিন নাহি হয় রাম-অবতার ॥
জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে।
তাঁর পত্নী সীতা সতী হরিবে রাবণে ॥
সীতা-অন্বেষণে রাম পাঠাবেন চর।
তাঁর নাম হনুমান আকারে বানর ॥
যখন দেখিবে লঙ্কাগত হনুমান।
তখনি ছাড়িবে লঙ্কা, আসিবে স্বস্থান ॥
সেই হৈতে রাখি আমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
হনুমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি ॥

কাহার সেবক তুমি কোথা তব ঘর।
কিমতে তরিলে তুমি অলঙ্ঘ্য সাগর॥
হনুমান বলে, আমি রামের কিঙ্কর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর॥
সীতা-অন্বেষণে আইলাম লঙ্কাপুরী।
শ্রীরামের দূত যেই তেঁই সিন্ধু তরি॥
শুনিয়া হনুর কথা চামুণ্ডার হাস।
লঙ্কায় দেখিয়া তাকে গেলেন কৈলাস॥
হেনকালে হনুমান যায় বনে বন।
গুয়া নারিকেল দেখে অতি সুশোভন॥
কোকিলের কুহুরব ভ্রমর-ঝঙ্কার।
নানা পক্ষিকলরব লাগে চমৎকার॥
দীঘি সরোবর দেখে সলিল নির্ম্মল।
প্রস্ফুটিত কোকনদ পঙ্কজ উৎপল॥
লঙ্কাপুরী-চারিদিকে বেষ্টিত সাগর।
দেবতার গতি নাই লঙ্কার ভিতর॥
সোনার প্রাচীর মধ্যে, বাহিরে লোহার।
গগনমণ্ডলে চূড়া লাগয়ে তাহার॥
এইরূপে হনুমান ভ্রমে চতুর্ভিতে।
মনে মনে কত চিন্তা লাগিল করিতে॥
রাবণের প্রতাপ দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরে।
বানর কটক তাহে কি করিতে পারে॥
এখানে আসিতে পারে শক্তি আছে কার।
চারি ব্যক্তি বিনা আর সকলি অসার॥
সুগ্রীব আসিতে পারে বীর-অবতার।
যুবরাজ অঙ্গদ আসিতে পারে আর॥
আসিবার শক্তি ধরে নীল-সেনাপতি।
আমিও আসিতে পারি অব্যাহত-গতি॥
যেই কার্য্যে আসিয়াছি সীতা দেখি আগে।
শেষেতে করিব কার্য্য যেখানে যে লাগে॥
ভাণ্ডাইব কেমনে দুর্জ্জয় শত্রুগণে।
কেমনে চিনিব আমি রাজা দশাননে॥
বেড়াইব কেমনে কনক-লঙ্কাপুরী।
কেমনে চিনিব আমি রামের সুন্দরী॥
রামের প্রেয়সী সীতা কভু নাহি দেখি।
কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী॥
হাস্য পরিহাস কথা বচনচাতুরী।
সেখানে না থাকিবেন জানকী সুন্দরী॥
সর্ব্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু মলিনবদনা।
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা॥
সীতারে দেখিতে যদি হয় জানাজানি।
হয় হউক তাহাতে করিব হানাহানি॥
অস্ত গেল ভানুমান বেলা অবসান।
মধ্য-গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান॥
নিশাকর সুপ্রকাশ গগনমণ্ডলে।
ভালমতে হনুমান লঙ্কাতে নেহালে॥
চালের উপর শোভে সুবর্ণের বারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা॥
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে।
রাজার মন্দির সে সুন্দর সাজে সাজে॥
হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে।
নেউল প্রমাণ হয়ে ফিরে ঘরে ঘরে॥
অতি সুশোভন বিভীষণের আবাস।
দেখে মহোদরের সে অপূর্ব্ব নিবাস॥
উল্কাজিহ্ব বিদ্যুৎজিহ্ব আর বিদ্যুৎমালী।
শুক-সারণের ঘর দেখে মহাবলী॥
কুমার-সবার ঘর দেখে সারারাতি।
একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি॥
কোন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ॥
রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারী সারি সারি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব নানা অস্ত্রধারী॥
দেখিল পুষ্পের রথ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
তদুপরি লাফ দিয়া উঠে হনুমান॥

সেই রথে সারথি যে দেবতা পবন।
পিতা-পুত্রে উভয়েতে হইল মিলন॥
পুত্র সম্ভাষিয়া পিতা গেল নিজ স্থান।
রাবণের ঘরে প্রবেশিল হনুমান॥
রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে।
ঘর আলো করিতেছে দশটা মুকুটে॥
রাজদেহে আভরণ দেখিল প্রচুর।
দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর॥
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র বেড়ি যেন তারাগণ॥
শোভে এক ঠাঁই সব রমণীর গলা।
এক সূত্রে গাঁথা যেন পারিজাত মালা॥
খোল করতাল কার বীণা বাঁশী কোলে।
অচেতন নিদ্রায় লোটায় ভূমিতলে॥
মানসী গন্ধর্বী দেবী দানবী রাক্ষসী।
রাবণের ঘরে আছে পরমা রূপসী॥
নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্রধারী।
নবজলধরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি॥
রাবণের কাছে দেখে পরমা সুন্দরী।
ময়দানবের কন্যা রাণী মন্দোদরী॥
সোহাগে আগুলি সেই রত্নে বিভূষিতা।
তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি সীতা॥
রামগুণে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে।
রাবণে ভজিবে সীতা নাহি লয় মনে॥
দশরথপুত্রবধূ জনকঝিয়ারী।
ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি॥
একে একে সকলে করিলা নিরীক্ষণ।
সীতার লক্ষণ নাহি দেখে একজন॥
কুড়ি চক্ষু মুদ্রিত নিদ্রিত লঙ্কেশ্বর।
নিরখিয়া হনুমান পাইলেন ডর॥
অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
আর ঘরে গিয়া হনু করিল প্রবেশ॥
যে ঘরে রাবণরাজা করে ধূম পান।
সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান॥
ভক্ষ্য-ঘরে প্রবেশিয়া দেখে নানা ভক্ষ্য।
মনুষ্য-পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ॥
সেখানে সীতার না পাইল দরশন।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে পবননন্দন॥
সব স্থান দেখিলাম করিয়া বিচার।
ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিত আকার॥
সীতা হেতু অর্দ্ধরাত্রি করি জাগরণ।
অনেক ভ্রমণে নাহি পাই অন্বেষণ॥
বল বুদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভকতি।
করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গ সম্পাতি॥
তাঁর বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর।
সীতা হেতু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর॥
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

—

হনুমান কর্তৃক সীতার অন্বেষণ

কান্দিতে কান্দিতে বীর করে নিরীক্ষণ।
নানাবর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক-কানন॥
পিকগণ কুহরে, ঝঙ্কারে অলিগণ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন॥
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন।
এখানে যদ্যপি পাই সীতা-দরশন॥
পুঁছিয়া নেত্রের জল হইল সুস্থির।
প্রবেশিলা অশোক-কাননে মহাবীর॥
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর॥
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন॥

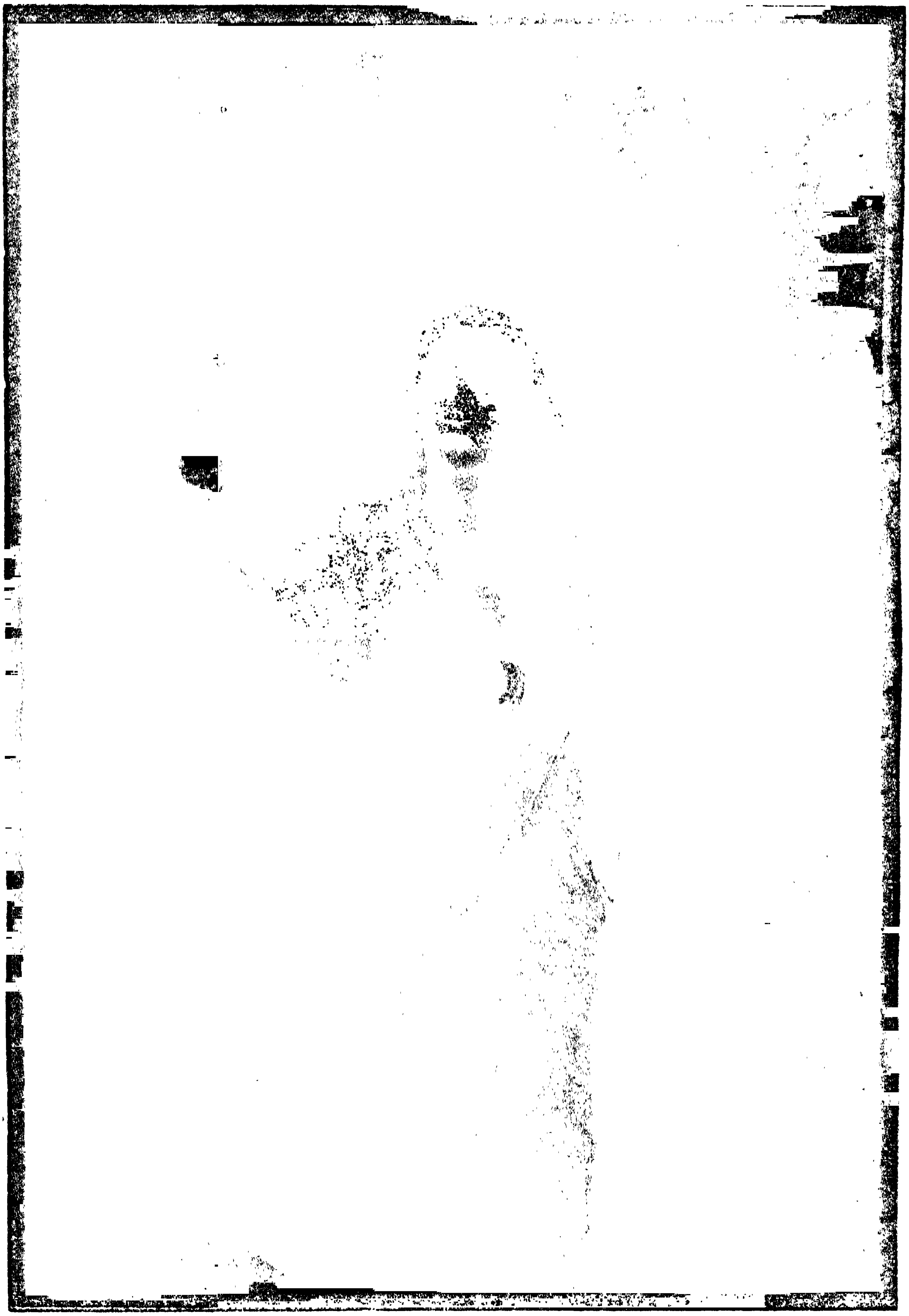

লঙ্কায় বন্দিনী সীতা

(পরিশিষ্ট দেখ)

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

রাঙ্গাবর্ণ কত গাছ দেখিতে সুন্দর।
মেঘবর্ণ কত গাছ দেখে মনোহর॥
ঠাঞি ঠাঞি দেখে তথা স্বর্ণনাট্যশালা।
দেবকন্যা লইয়া রাবণ করে খেলা॥
নানা বর্ণে বৃক্ষ দেখে নানা বর্ণে লতা।
সবে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা॥
চেড়ী সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত-প্রমাণ হাতে লোহার মুদ্গর॥
কেহ কালী, কেহ গৌরী, কোন চেড়ী ধলী।
খর্জ্জুর-তালের মত দেখে কেশাবলী॥
আউদর চুল কার, মাথা জুড়ি নাক।
কাঁকলাস-মূর্ত্তি কার সব মাথা টাক॥
হাতে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি।
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি সব রাবণের চেড়ী॥
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ীগণ ঘিরিয়াছে সুন্দরী জানকী॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন-কলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবননন্দন॥
সীতা-রূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান।
সুগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান॥
ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত।
ইহা লাগি সূর্পণখার নাক কান হত॥
ইহা লাগি চতুর্দ্দশ-সহস্র রক্ষ মরে।
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে॥
ইহা লাগি কবন্ধের ঘোর দরশন।
ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীব-মিলন॥
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর।
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগর॥
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান।
অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিদ্যমান॥
দশ দিক্ আলো করে জানকীর রূপে।
ইহা লাগি ম্লান রাম সীতার সন্তাপে॥
রাক্ষসীগণেরে মারি কি আপনি মরি।
জানকীর দুঃখ আর না দেখিতে পারি॥
রামসীতা বাখানে চড়িয়া বীর গাছে।
কৃত্তিবাসে এ-সকল রামগুণ রচে॥

অশোকবনে সীতাদেবীর নিকটে রাবণের গমন

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর-গগন॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর॥
মত্ত হেন রাবণ হইল মধুপানে।
বলে, চল যাই সবে অশোক-কাননে॥
রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী।
রূপে আলো করিছে কনক-লঙ্কাপুরী॥
চামর ঢুলায় কেহ কারো হাতে ঝারি।
দিব্য নারায়ণ তৈলে দেউটী সারি সারি॥
দশ শত নারী সহ আইল রাবণ।
অশোক-কানন হৈল দেবতা-ভুবন॥
হনু বলে, রাবণ করিল আগুসার।
দেখিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার॥
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে।
সীতার নিকটে আজি কভু ভাল নহে॥
গাছের আড়েতে গেল পাতাতে প্রচুর।
আপনি লুকায়ে দেখে বানর চতুর॥

নারীগণ সঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে।
থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান দেখে ॥
কি বলে রাবণ রাজা, কি বলে জানকী।
শুনিবারে আগুসার মারুতি কৌতুকী ॥
দুই পদ রাখিলেন ডালের উপর।
গাত্র বাড়াইয়া দেখে সীতার গোচর ॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তর।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবর ॥
রাবণ বলিল, সীতা কারে কর ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর ॥
বলে ধরে আনিয়াছি এই ত্রাস মনে।
রাক্ষসের জাতিধর্ম্ম বলে ছলে আনে ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন।
কি পদ্ম কি সুধাকর জ্ঞান করে মন ॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানা সুখে ॥
রামের অত্যল্প ধন, অত্যল্প জীবন।
ভুখে শোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ ॥
এখনো কি আছে রাম মনে হেন বাস।
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষস ॥
মোর বাণে সুমেরু নাহিক ধরে টান।
মানুষ সে রাম, তার কত বড় জ্ঞান ॥
দেবতা দানব যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
যুদ্ধে করিলাম চূর সবাকার গর্ব্ব ॥
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা।
সর্ব্বলোকে তোমারে কেন বলে পণ্ডিতা ॥
নানা রত্নে পূর্ণ আছে আমার আগার।
আজ্ঞা কর সুন্দরী, সে সকলি তোমার ॥
তোমার সেবক আমি, তুমি তো ঈশ্বরী।
তোমার আজ্ঞাতে ল'য়ে যাই অন্তঃপুরী ॥
তোমার চরণ ধরি করি হে ব্যগ্রতা।
কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা ॥
কারো পায়ে নাহি পড়ে রাজা দশাননে।
দশ-মাথা লোটাইলাম তোমার চরণে ॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে।
কহেন রাবণ-প্রতি অতি ধীরে ধীরে ॥
অধার্ম্মিকা নহি আমি রামের সুন্দরী।
জনক-রাজার কন্যা আমি কুলনারী ॥
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধমনে।
গালাগালি পারে সীতা, রাবণ তা শুনে ॥
নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত।
পণ্ডিতে কি করে, তোর মৃত্যু উপস্থিত ॥
শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ।
সবংশে মরিবি রে রামের সনে বাদ ॥
তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ ॥
অমৃত খাইয়া যদি হইস্ রে অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর ॥
লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার ॥
সাগরের গর্ব্ব যে করিস্ দুরাচার।
রামের বাণের তেজে কোথা স্থান তার ॥
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত।
আমা দিয়া রামসঙ্গে করহ পিরীত ॥
যদি বা রামের সঙ্গে না কর পিরীতি।
শ্রীরামের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি ॥
আমার সেবক তুই কহিলি আপনি।
সেবক হইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী ॥
যার পায় পড়ি, সেই হয় গুরুজন।
পায়ে পড়ি বলিস্ কেন কুৎসিত বচন ॥
পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস।
ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ ॥
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী ॥

রাম প্রাণনাথ মোর, রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥
এত যদি সীতাদেবী বলিলেন রোষে।
মনে সাত-পাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে॥
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন।
এক বর্ষ জানকীর করিব পালন॥
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস।
বৎসরের মধ্যে তোর যায় দশমাস॥
সহিবে যে আর দুই মাস দশস্কন্ধ।
এই মাস গেলে তোর থাকে যে নির্ব্বন্ধ॥
জানকী বলেন, রাজা না বল কুৎসিত।
আমা লাগি মরিবে এ দৈবের লিখিত॥
বিষ্ণু-অবতার রাম তুমি নিশাচর।
গরুড় বায়স দেখ অনেক অন্তর॥
অনেক অন্তর দেখ কাঁজি সুধা পানে।
অনেক অন্তর দেখ লোহা ও কাঞ্চনে॥
অনেক অন্তর দেখ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল।
অনেক অন্তর হয় বারিনিধি খাল॥
শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহুদূর।
রাম সিংহ তোরে দেখি যেমন কুকুর॥
এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন।
সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ॥
হাতে করি নিল বীর খাণ্ডা একধারা।
কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ আকাশের তারা॥
এ খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুইখানি।
আর যেন নাহি বল দুরক্ষর বাণী॥
অর্ব্বুদ কামিনী আছে রাবণের আড়ে।
আড়ে থাকি তাহারা সীতারে চক্ষু ঠারে॥
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী।
রাবণেরে ভর্ৎসে সেইকালে মন্দোদরী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে জাতি যে মানুষী।
কত বড় দেখ প্রভু জানকী-রূপসী॥

রাবণ সীতারে দেখি মোহে অচেতন।
খাণ্ডা ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন॥
মত্ত হেন চতুর্দ্দিকে রাবণ নেহালে।
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে॥
নলকুবরের শাপ পাসরিলে মনে।
নারীরে ছুঁইলে বলে মরিবে পরাণে॥
নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে।
চেড়ীগণে মারিবারে যায় বড় ক্রোধে॥
চেড়ীগণে ডাকে সে যাহার যেই নাম।
চেড়ীগণ দ্রুত গিয়া করিল প্রণাম॥
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা আইল প্রভাসা দুর্ম্মুখী।
পাইয়া সীতার বার্ত্তা রাঁড়ী সূর্পণখা॥
অস্ত্রমুখী বজ্রধারী আইল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মিকা ত্রিজটা আইল রাক্ষসী সরমা॥
কহিল রাবণ চেড়ীসকলের কানে।
বুঝাও সীতায় ভালমতে রাত্রিদ্দিনে॥
রুক্ষ বাক্য না বলিহ করিহ পিরীতি।
ভালমতে বুঝাইয়া লহ অনুমতি॥
ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥
চেড়ীসব বলে, সীতা শুন হিত-বাণী।
রাবণের মত স্বামী না পাইবে গুণী॥
অল্প ধন ধরে রাম, অল্পই জীবন।
চৌদ্দ যুগ রাজ্য রক্ষা করিবে রাবণ॥
সীতা বলে, অল্প ধন অত্যল্প জীবন।
সেই সে আমার স্বামী কমললোচন॥
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী।
কার হাতে খাণ্ডা আর কার হাতে বাড়ি॥
তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ পাই।
মিলিয়া সকল চেড়ী আজ তোরে খাই॥
সকলে ধাইয়া যায় সীতারে মারিতে।
শ্রীরাম স্মরণ সীতা করয়ে মনেতে॥

দেখে শুনে হনুমান থাকি বৃক্ষ-আড়ে।
চেড়ীগণে মারি বলি মনে তোলেপাড়ে॥
মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক।
চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষস-কটক॥
সবাকার বুঝি আগে বাক্য অবসান।
পিছে নহে চেড়ীগণের বধিব পরাণ॥
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা বলে প্রভাসা রাক্ষসী।
কাটি মেরে সীতারে, কিসের তরে তুষি॥
না শুনিল সীতা আমা-সবার বচন।
সীতারে কাটিয়া মাংস করিব ভক্ষণ॥
ভাল ভাল করিয়া উঠিল অশ্বমুখী।
প্রভাসার কথাতে হইল বড় সুখী॥
সূর্পণখা রাঁড়ী তবে হানে বাক্যবাণ।
গলে নখ দিয়া ইহার বধহ পরাণ॥
লক্ষ্মণ কাটিল যে আমার নাক কান।
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ॥
আর চেড়ী আইল সে নাম বজ্রধারী।
চুলে ধরি সীতারে দিল চাকভাউরী॥
মারিতে কাটিতে চাহে কারো নাহি ব্যথা।
প্রাণে আর কত সহে কান্দিছেন সীতা॥
বস্ত্র না সম্বরে সীতা, কেশ নাহি বান্ধে।
শোকেতে ব্যাকুল, ভূমি লোটাইয়া কান্দে॥
হনুমান মহাবীর আছে বৃক্ষডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে॥
কোথা গেল প্রভু রাম, কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্ব্বংশ হয় রাক্ষসের গণ॥
এত দুঃখ পাই, যদি শুনিতেন কানে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে॥
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাকে যদি চর।
মোর দুঃখ কহ গিয়া রামের গোচর॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম।
এ লঙ্কার সর্ব্বনাশ করুন শ্রীরাম॥
গৃধিনী শকুনি তুষ্ট হউক আকাশে।
শৃগাল কুক্কুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাংসে॥
জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

—

ত্রিজটার দুঃস্বপ্ন দর্শন ও সীতাদেবীর সহিত হনুমানের কথোপকথন

ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জাগিতে না পারে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে॥
শয্যায় বসিয়া বুড়ী দুঃখ পায় মনে।
সীতারে বেড়িয়া মারে যত চেড়ীগণে॥
ত্রিজটা বলেন, সীতা রামের কামিনী।
সীতারে যে মারে সেই মরিবে আপনি॥
হইল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান।
স্বপ্ন শুনিবারে আইস সবে মোর স্থান॥
সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ।
ত্রিজটা কহিছে স্বপ্ন শুনি লাগি ত্রাস॥
রক্তবস্ত্রপরিধানা কালো হেন বুড়ী।
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ি॥
দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি চূণ।
লঙ্কা দাহ করে আর রাক্ষসেরে খুন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সীতা উদ্ধারিয়া যান চড়ি পুষ্পরথে॥
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার।
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার॥
শুনিয়া গাছের ডালে হনুমান হাসে।
প্রত্যক্ষ করিব স্বপ্ন একই দিবসে॥
হনুমান দেখে সবে চেড়ী ঘরে গেল।
সীতা সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হৈল॥

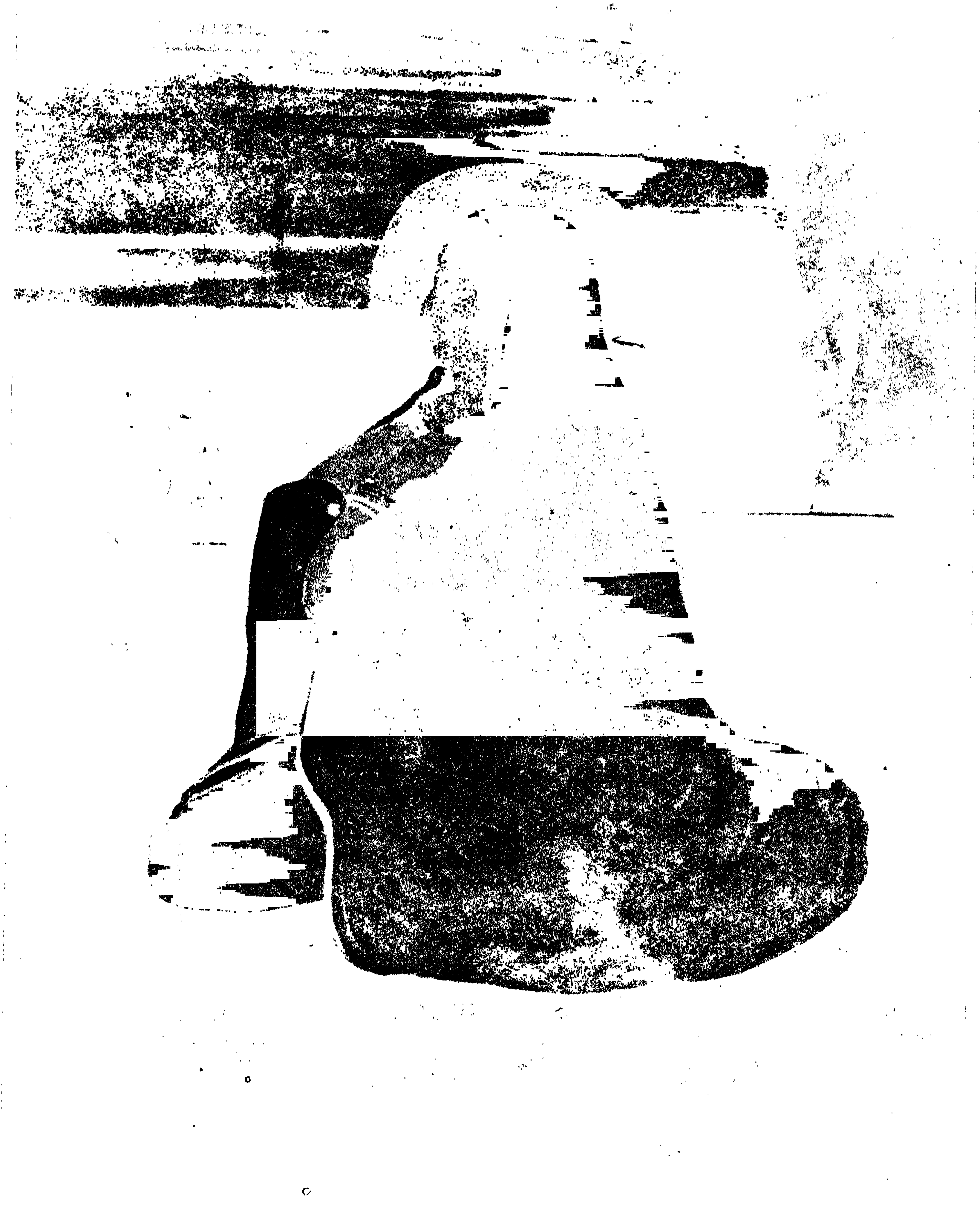

বিরহিনী সীতা

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

বৃক্ষডালে হনুমান, সীতা ভূমিতলে।
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে যুক্তি বলে॥
বলিলে রামের দূত না যাবে প্রত্যয়।
আমার কারণে হবে দুঃখ অতিশয়॥
তবে ত সকল কার্য্য হইবে নিরাশ।
অসম্ভাষে গেলে হবে রামের বিনাশ॥
সাত-পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি।
আপনা-আপনি কহে শ্রীরামকাহিনী॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের কথা কহে পবননন্দন॥
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা।
দেবলোকে নরলোকে সবে করে পূজা॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর, বধূ সীতা সতী।
হরণ করিল তাঁরে রাবণ দুর্ম্মতি॥
কাননে ভ্রমেণ রাম সীতা-অন্বেষণে।
সুগ্রীবের সহ মৈত্র করিলেন বনে॥
সে রামের বৃত্তান্ত তোমারে যায় বলা।
মাথা তুলি দেখ যদি সেবক-বৎসলা॥
মাথা তুলি সীতাদেবী সে গাছ নেহালে।
বিঘত-প্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে॥
সীতা হনুমান দোঁহে হইল দর্শন।
জোড়হাতে মাথা নোওয়ায় পবননন্দন॥
জানকী বলেন, বিধি বিগুণ আমায়।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায়॥
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
বানর-রূপেতে বুঝি করে সম্ভাষণ॥
দশমাস করি আমি শোকে উপবাস।
মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস॥
স্বরূপেতে হও যদি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর॥
অগ্নিতে পুড়িবে নাহি, অস্ত্রে না মরিবে।
রণে বনে তব রক্ষা শঙ্করী করিবে॥
তবে কণ্ঠে সরস্বতী হউন অধিষ্ঠান।
যেখানে সেখানে যাও সর্ব্বত্র সম্মান॥
বানর কি নাম ধর থাক কোন্ দেশে।
কি হেতু আইলা হেথা, কাহার আদেশে॥
বহুদিন শ্রীরামের না জানি কুশল।
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্ব্বল॥
হইবা রামের দূত হেন অনুমানি।
তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী॥
হনুমান বলেন, রাম গুণের সাগর।
আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর॥
শালগাছ যিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর॥
তিলফুল জিনি নাসা সুদৃশ্য কপাল।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্রগমন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবনমোহন॥
অনাথের নাথ রাম সকলের গতি।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি॥
রামের সেবক আমি নাম হনুমান।
বিশেষ করিয়া কহি কর অবধান॥
আপনি যে স্বর্ণমৃগ দেখিলা সুন্দর।
রাক্ষস মারীচ সেই রাবণের চর॥
তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ।
শ্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ॥
তোমার দুর্ব্বাক্যে ঘর ছাড়িল লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পাইয়া তোমা হরিল রাবণ॥
পর্ব্বত-শিখরে বসি মোরা পঞ্চজন।
ছিন্ন বস্ত্র অকস্মাৎ পড়িল তখন॥
দিলাম যে ছিন্নবস্ত্র শ্রীরামের স্থানে।
বহু কান্দিলেন রাম ভাই দুইজনে॥
আছাড় খাইয়া রাম লোটায় ভূতলে।
সুহৃদ সুগ্রীব তারে আশ্বাসিয়া তোলে॥

করিল সুগ্রীব সত্য তোমা উদ্ধারিতে।
রাজত্ব দিলেন তাঁরে শ্রীরাম ত্বরিতে॥
আইল বানর সর্ব্ব সুগ্রীব-আশ্বাসে।
চতুর্দ্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে॥
আসিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম।
মাসের অধিক হৈলে হবে ব্যতিক্রম॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মরিবারে কপি সব যুক্তি করি সার॥
সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন।
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ॥
পর্ব্বতের উপরে তাহার পাই দেখা।
রামনাম বলিতে তাহার উঠে পাখা॥
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম দুস্তর সাগর।
লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর॥
রাবণের চর বলি না করিহ ভয়।
স্বরূপে রামের দূত জানিহ নিশ্চয়॥
আমার বচন যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয়॥
অঙ্গুরী দেখায় তারে পবননন্দন।
অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ॥
রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস।
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস॥
রামের অঙ্গুরী পা'য়ে সীতাদেবী কান্দে।
বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বন্দে॥
যোগসিদ্ধ মহাতেজা জনক নামেতে রাজা,
আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী।
দশরথসুত রাম নবদূর্ব্বাদলশ্যাম
বিবাহ করেন পণে জিনি॥
শুভ বিবাহের পর গেলাম শ্বশুর-ঘর,
কতমত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের স্নেহ যত শাশুড়ীগণের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক॥
হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা,
আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড।
কুঁজি দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা,
বিলম্ব না কৈল একদণ্ড॥
আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মম রঘুবীর,
মোরে বন্দী কৈল নিশাচর।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত কৃত্তিবাস সুললিত
বিরচিল অতি মনোহর॥
বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণ-সহোদর।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর॥
অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস-মহাশয়।
আমা দিতে রাবণেরে করিছে বিনয়॥
বিভীষণ-কন্যা সে সানন্দা নাম ধরে।
তার মাকে পাঠাইল আমার গোচরে॥
তার ঠাঞি শুনিলাম এ সারোদ্ধার।
বিনা যুদ্ধে বাছা মোর নাহিক উদ্ধার॥
সুগ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ।
শ্রীরামেরে জানাইও আমার মরণ॥
হনু বলে, মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
তোমা লয়ে যাব যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
বল মৃগ হই মাতা বল হই পাখী।
কিসে আরোহিয়া যাবে বল মা জানকী॥
জানকী বলেন, তুমি বিঘত প্রমাণ।
মনুষ্যের ভার কিসে লবে হনুমান॥
শুনিয়া সীতার কথা হনুমান হাসে।
হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে॥
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর।
সত্তরি যোজন হৈল উভে দীর্ঘতর॥
করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ।
তখনি সে লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ॥
জানকী বলেন, বাছা তোমার আকার।
দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার॥

কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি হব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে হাঙ্গর-কুম্ভীর॥
পরপুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন।
কি করিব বলে ধরি আনিল রাবণ॥
রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি।
তাকে মারি উদ্ধারহ তবে বাহাদুরি॥
তোমার দুর্জ্জয় মূর্ত্তি দেখি লাগে ডর।
আপনা সম্বর বাছা পবনকোঙর॥
অশীতি যোজন অঙ্গ লাগে অন্তরীক্ষে।
আপন সম্বর বাছা কেহ পাছে দেখে॥
শুনিয়া সীতার কথা বীর হনুমান।
দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত প্রমাণ॥
জানকী বলেন, বাছা পবনকোঙর।
তোমার বিক্রম দেখে মোর লাগে ডর॥
লক্ষ্মণেরে জানাইও আমার কল্যাণ।
তা-সবার বিক্রমেতে কিসের বাখান॥
নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
এই কি আছিল মোর লিখন কপালে॥
রাম হেন স্বামী যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান॥
সুগ্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতি।
যত কিছু আছে তাঁর সৈন্য সেনাপতি॥
দুমাস জীবন তার একমাস রয়।
মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশয়॥
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান॥
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন।
যদি ঝাট আইস তবে রহিবে জীবন॥
শুনিয়া সীতার এই করুণ বচন।
নেত্র-নীরে ভিজে বীর পবননন্দন॥
হনুমান বলে, শুন জগৎবন্দিনী।
না কর ক্রন্দন মাতা সম্বর আপনি॥
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে॥
মাথা হৈতে সীতা খসাইয়া দেন মণি।
মণি দিয়া তার ঠাঁই কহেন কাহিনী॥
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার॥
রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান॥
অনন্তর মস্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি।
দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি॥
মেলানি করিয়া বীর দেশেতে আইসে।
মনে সাত-পাঁচ বীর হনুমান ভাষে॥
আচম্বিতে আইলাম যাই আচম্বিতে।
হরিষ বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে॥
রামের কিঙ্কর যাব সাগরের পার।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার॥
জন্মাই সীতার হর্ষ, রাবণের ত্রাস।
স্বর্ণলঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ॥
বান্ধিয়াছে মণিতে অশোক-বৃক্ষগুঁড়ি।
সেই বনে হনুমান যায় গুড়ি গুড়ি॥
সীতা বলিলেন, বাছা হইল স্মরণ।
অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ॥
হাত পাতি লয় বীর পরম কৌতুকে।
অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে॥
অমৃত সমান সেই অমৃতের ফল।
ফল খেয়ে হনুমান হইল বিকল॥
হনুমান কহে, ওগো জননী জানকী।
অমৃত-সমান ফল আরো আছে নাকি॥
কোথায় তাহার গাছ কহ ত বিধান।
খাইব সকল ফল দেখ বিদ্যমান॥
সীতা বলিলেন, তব বৃথা আগমন।
মম বার্ত্তা না পাবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥

তুমি একা বানর রাক্ষস বহুজন।
তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন ॥
হনুমান বলে, মাতা ভাব কেন আর।
রাক্ষস কটক আমি করিব সংহার ॥
মনে চিন্তা না করিহ শুনহ বচন।
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন ॥
দেখান অঙ্গুলি দিয়া সীতা সেই বন।
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন ॥
জাল দড়া দিয়া বান্ধা আছে চারি পাশ।
তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস ॥
খাইতে না পারে পক্ষী রাক্ষসেরা রাখে।
ধীরে ধীরে হনুমান সেই বনে ঢোকে ॥
নেউল প্রমাণ হয়ে বৃক্ষডালে আছে।
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে ॥
ফল রাখে হনুমান ডালে ডালে পাড়ি।
দেখিয়া রাক্ষস সব হেসে গড়াগড়ি ॥
রাক্ষসেরা বলে, এ বানর নাহি মারি।
রাখুক বানর ফল, নিদ্রা আগে সারি ॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় রাক্ষসের গণ।
ফল সব খায় বীর পবননন্দন ॥
ফল ফুল খায় বীর ছিঁড়ে আর পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা ॥
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়দড়ি ॥
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারিদিকে চায়।
অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি তায় ॥
নানা অস্ত্র ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
বহু অস্ত্র মারে তারা হনুর উপর ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা ফেলে অতি কোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥
কুপিলেন হনুমান পবননন্দন।
সবার উপরে করে গাছ বরিষণ ॥
গাছ লৈয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥
হনুমান যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাথি ॥
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গে কারো চূর্ণ করে হাড় ॥
প্রাণ লৈয়া কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে।
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা ঘন বহে শ্বাসে ॥
চেড়ী সব কহে, সীতা সত্য কহ বাণী।
বানরের সহিত কি কহিলে কাহিনী ॥
সীতা বলিলেন, কোন্ জন মায়া ধরে।
আমি কি জানিব, সবে শুধাও বানরে ॥
ভাঙ্গিল অশোক বন বড় বড় ঘর।
ত্রাসে বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ-গোচর ॥
আসিয়াছে কোথাকার একটি বানর।
অমৃতের বন ভাঙ্গে বড় বড় ঘর ॥
যে সীতার প্রতি তুমি সঁপিয়াছ মন।
হেন সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ ॥
সীতা নাড়ে হাতটি, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে নারিনু নরবানরের কথা ॥
ঝটিতে বান্ধিয়া আনি করহ বিচার।
বিলম্ব হইলে কারো নাহিক নিস্তার ॥
কুপিল রাবণরাজা চেড়ীদের বোলে।
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন আরো জ্বলে ॥
মার মার শব্দ করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
দশানন দশ দিক্ করে নিরীক্ষণ ॥
সম্মুখে দেখিল মূঢ় নামেতে কিঙ্কর।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা ধরিতে বানর ॥
চলিল কিঙ্কর মূঢ় যমের দোসর।
ত্বরা করি গেল হনুমানের গোচর ॥
ধেয়ে যায় রাক্ষস বধিতে হনুমান।
প্রাচীরে বসিল বীর পর্ব্বত-প্রমাণ ॥

LIBRARY.

জাঠা শেল ঝকড়া মুষল ফেলে কোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥
উপাড়ে ঘরের থাম পর্ব্বত-আকার।
থামের বাড়িতে বীর করে মহামার ॥
আথালিপাথালি মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
পড়িয়া কিঙ্কর মূঢ় যায় গড়াগড়ি ॥
পাঠাইল মারিয়া মূঢ়েরে যম-ঘর।
বাছিয়া উপাড়ে গাছ চাঁপা নাগেশ্বর ॥
যে-স্থানে থাকেন সীতা তাহা মাত্র রাখে।
আর সব চূর্ণ করে যা সম্মুখে দেখে ॥
দশ বিশ জনে ধরি মারিছে আছাড়।
মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো চূর্ণ করে হাড় ॥
সাগরের কূলে যত বালি খরশান।
তাহার উপরে মুখ ঘষে হনুমান ॥
পলাইয়া বহু জন পাইয়া তরাস।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস ॥
দেখিলাম যে-কিছু কহিতে করি ডর।
পড়িল কিঙ্কর মূঢ় শুন লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কা মজাইল আজি একটা বানর।
সহিতে না পারি আর করিল জর্জ্জর ॥
মহাযোদ্ধাপতি তার নাম জাম্বুমালী।
প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা বলে মহাবলী ॥
রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সম্মান।
আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান ॥
আদেশ পাইয়া বীর দিব্য রথে চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে ॥
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর-উপর।
কটক লইয়া গেল তাহার গোচর ॥
প্রথমে হইল দুইজনে গালাগালি।
বাণ বরিষণ করে দোঁহে মহাবলী ॥
অসংখ্যক বাণ মারে বানরের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখা চোখা শর
হনুমানে বিন্ধিয়া সে করিল জর্জ্জর ॥
হইলেন মহাক্রোধী পবননন্দন।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ ॥
বাহুবলে গাছ এড়ে বীর হনুমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হয় খান খান ॥
শালগাছ ব্যর্থ গেল হইয়া চিন্তিত।
পর্ব্বতের চূড়া বীর আনে আচম্বিত ॥
বাহুবলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
জাম্বুমালী-বাণেতে পর্ব্বত করে গুঁড়া ॥
জিনিতে নারিয়া বীর হইল চিন্তিত।
তার ঘরের মুষল পাইল আচম্বিত ॥
দুই হাতে তুলি বীর মুষল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর ॥
বাড়ি খাইয়া জাম্বুমালী গেল যমঘর।
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর ॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
জাম্বুমালী পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
ছত্রিশ কোটির যে প্রধান সেনাপতি।
সকলের তরে তারে দিলেন আরতি ॥
শুনি সত্য বিড়ালাক্ষ শার্দ্দূল প্রধান।
বীর ধূম্রলোচন সে রণে আগুয়ান ॥
নানা অস্ত্র হাতে করি ধায় রড়ারড়ি।
হনুমানে মারিতে সবার তাড়াতাড়ি ॥
নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে খরশান।
সবে বলে, আমি ত মারিব হনুমান ॥
সাত বীর আসিতেছে হনুমান দেখে।
নেউল প্রমাণ হয়ে প্রাচীরেতে থাকে ॥
সাত বীর আসিয়া প্রাচীর পানে চায়।
লুকাইল হনুমান দেখিতে না পায় ॥
প্রাণ লয়ে পলাইল আমা-সবা ডরে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥

ঘরে যাইতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি।
টান দিয়া আনে বীর বড় ঘরের কড়ি॥
নেউটিয়া ঘরে যাই সবাকার মন।
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবননন্দন॥
কড়ি তুলে মারে বীর রথের উপর।
কড়ির বাড়িতে তারা যায় যম-ঘর॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাজার গোচর॥
যুদ্ধ জিনিলেক রাজা একটা বানর।
সাত বীর পড়িল, শুনিল লঙ্কেশ্বর॥
অক্ষ নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ।
বানরে মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ॥
অক্ষ আর ইন্দ্রজিৎ তুই সহোদর।
সে ইন্দ্রজিতের তুল্য যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর॥
প্রসাদ দিলেক তারে নানা অলঙ্কার।
বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভাণ্ডার॥
পিতৃ-প্রদক্ষিণ করি রথেতে চড়িল।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত সহিতে চলিল॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ-অক্ষৌহিণী॥
হনুমান বসিয়াছে প্রাচীর-উপর।
রুষিয়া কহিছে অক্ষ, শুন রে বানর॥
অক্ষ নাম আমার যে রাবণনন্দন।
নাহিক নিস্তার আজি বধিব জীবন॥
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান।
কেমনে রাখহ প্রাণ দেখি হনুমান॥
সন্ধান পুরিয়া বাণ ধনুকেতে জোড়ে।
বাণ ব্যর্থ করে পাছে চিন্তিত অন্তরে॥
লাফ দিয়া উঠে বীর গগনমণ্ডলে।
যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলে॥
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর।
বাণ ফুটে হনুমান হইল জর্জ্জর॥
হনু বলে, রাজপুত্র দেখিতে ছাওয়াল।
বাণগুলো এড়ে যেন অগ্নির উথাল॥
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে।
রথখানা গুঁড়া করে একই চাপড়ে॥
রথের সারথি ঘোড়া হইল চূরমার।
অন্তরীক্ষে পলাইল সে অক্ষ কুমার॥
রাক্ষস পলায় উর্দ্ধে, হনুমান কোপে।
লাফ দিয়া পায়ে ধরে, চিলে যেন লোফে॥
তুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর।
কুমার পড়িল, বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর॥
শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে।
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে॥
বড় বড় বীর যায় করিয়া গর্জ্জন।
বাহুড়িয়া না আইসে আমার সদন॥
অদ্যকার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিৎ।
তোমরা থাকিতে আমি যাই অনুচিত॥
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ ভাষে।
বানরে করিব বন্দী চক্ষুর নিমিষে॥
কি ছার বানর বেটা আমি মেঘনাদ।
যুদ্ধ যিনি অদ্য লব রাজার প্রসাদ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল বীর রাজ-আভরণ॥
স্বর্ণ নবগুণ পরে, পরে স্বর্ণপাটা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা॥
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ-দাপুনি।
আর হাতে সারথিরে ডাকিল আপনি॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল।
সাজাইল রথখান করে ঝলমল॥
কনকে রচিত রথ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট-ঘোড়া রথের জোগান॥

মাতঙ্গ বিংশতি কোটি তার অর্দ্ধ ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী চলে ত্রিভুবন জোড়া ॥
কটকের পদভরে কাঁপিল মেদিনী।
রণবাদ্য বাজে কত স্বর্গে লাগে ধ্বনি ॥
এত সৈন্য লয়ে বীর চলিল সত্বর।
পাছু হৈতে ডাক দিয়া বলে লঙ্কেশ্বর ॥
বালি সুগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী।
তার পাত্র হনুমান, সর্ব্বলোকে জানি ॥
সেই বা আসিয়া থাকে বীর অবতার।
তুচ্ছ জ্ঞান না করিহ, বুঝিহ অপার ॥
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে।
বানরে বধিব আজি দেখ অনায়াসে ॥
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর-উপর।
সৈন্য সহ ইন্দ্রজিৎ গেলেন সত্বর ॥
দেখি হনুমানেরে সে জ্বলিলেক কোপে।
গালাগালি পাড়ে বীর অতুল প্রতাপে ॥
পাতা-লতা খাইস বেটা পরিস কাছুটি।
মরিবারে হেথা আসি করিস্ ছটফটি ॥
সুগ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে।
মরিবারে কি কারণে লঙ্কায় আইলে ॥
রাক্ষসের গালি শুনি হনুমান হাসে।
গালাগালি পাড়ে বীর মনে যত আসে ॥
ফল-মূল খাই মোরা মুনি-ব্যবহার।
ডালে ডালে ভ্রমি সে যে নহে অনাচার ॥
আপনার অনাচার না দেখি আপনি।
রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি ॥
করিলেক কত শত ব্রহ্মহত্যা পাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ ॥
ত্রিভুবনে তোর যে বাপের বিসম্বাদ।
কতকাল থাকে আর, পড়িল প্রমাদ ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে।
রাবণের ব্রহ্মশাপ ফলে এককালে ॥
এইরূপে দুইজনে হয় গালাগালি।
তার পর যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী ॥
নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিৎ করে বরিষণ।
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন ॥
হনুমান বলে, বেটা তোর রণ চুরি।
দেখ্ তোরে আজি রে পাঠাব যমপুরী ॥
জিনিতে না পারে কেহ উভয়ে সোসর।
দুইজনে করে যুদ্ধ দুইটি প্রহর ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, আমি পাশ-অস্ত্র জানি।
পাশ-অস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি ॥
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি।
এড়িলেক পাশ-অস্ত্র, হনু হয় বন্দী ॥
প্রাচীর হইতে বীর পড়িল ভূতলে।
কহে, পারি পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে বলে ॥
পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে।
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর পাশ নাহি ছিণ্ডে।
রাক্ষস টানিয়া বান্ধে হাতে গলে মুণ্ডে ॥
কেহ হাতে পায়ে বান্ধে কেহ বান্ধে গলে।
গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে ॥
রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দ্রজিৎ।
বাপের আগেতে লহ বানরে ত্বরিত ॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ গেল আগুয়ান।
বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হনুমান ॥
কোপে তোলপাড় করে হনু যথোচিত।
সত্তরি যোজন বীর হয় আচম্বিত ॥
সাত লক্ষ রাক্ষস যে টানাটানি করে।
তথাপি তাহার এক রোম নাহি নড়ে ॥
দেখি হনুমানের সে বিক্রম বিশাল।
চমৎকৃত হইলেক রাক্ষসের পাল ॥
হনুমান বলে, তোরা বাজা রে দামামা।
রাজসম্ভাষণে যাব, কান্ধে কর আমা ॥

বড় বড় সাঙ্গি দিয়া হনুমানে বান্ধে।
দুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে॥
রাক্ষসের কান্ধে বীর মনে মনে হাসে।
কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে॥
যেই ভিতে হনুমান কিছু দেয় ভর।
'রাখ' বলি রাক্ষস ছাড়িয়া দেয় রড়॥
সাত লক্ষ নিশাচর টানাটানি করে।
অচল হইল হনু রাবণের দ্বারে॥
নাড়িতে না পারে তারা সবে পায় ত্রাস।
সত্বরে কহিল গিয়া রাবণের পাশ॥
কষ্টেতে হইল বন্দী সে দুষ্ট বানর।
না আসে শরীর তার দ্বারের ভিতর॥
হাসিয়া রাবণ তারে কহে সন্নিধান।
দ্বার ভাঙ্গি ঝাট আন দেখি হনুমান॥
দ্বার ভাঙ্গি পথ করি আনহ তাহারে।
রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সত্বরে॥
সাত দ্বার ভাঙ্গে তারা এক দ্বার রয়।
অচল হইল হনু, নাড়া নাহি যায়॥
আপন ইচ্ছায় গেল পবননন্দন।
পাত্র মিত্র সহ যথা বসেছে রাবণ॥
রাজার কুমারগণ বসি সারি সারি।
বসিয়াছে সবে যেন অমরনগরী॥
চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ॥
রাবণ ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে।
চন্দ্র সূর্য্য ভয়ে বসে রাবণ-সদনে॥
তার দশ শিরে শোভা করে দশ মনি।
সম্মুখেতে পড়িয়াছে সর্ব্বাঙ্গ-দাপুনি॥
দেখিল বানর গিয়া রাবণ-সম্পদ।
ত্রাস পাইয়া হনুমান ভাবে রামপদ॥
রাবণের সম্পদ দেখিয়া তার ত্রাস।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস॥

হনুমান রাবণের নিকট পরিচয় দেয় ও বিভীষণ রাবণকে হিত বুঝায়

দশানন বলিছে, তোমার নাহি ডর।
সত্য করি কহ রে কাহার তুমি চর॥
স্বরূপেতে কহ যদি, খসাব বন্ধন।
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন॥
হনুমান বলে, আমি শ্রীরামের দূত।
ভাঙ্গিলাম তোমার কানন সে অদ্ভুত॥
বন্ধন মানিনু তোমা দেখিবারে মনে।
শ্রীরামের কথা কহি শুন সাবধানে॥
সবে শুনিয়াছ দশরথ মহীপতি।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম তাঁর বধূ সীতা সতী॥
অগোচরে রাবণ হরিলা তুমি সীতে।
সুগ্রীবের মিত্রভাব সীতা অন্বেষিতে॥
যে বালি-রাজার স্থানে তব পরাজয়।
সেই বালি মারিলেন রাম মহাশয়॥
তোর ব্রহ্ম অস্ত্র মোর কি করিতে পারে।
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝাবার তরে॥
রাম সুগ্রীবের যুক্তি তাহা আমি জানি।
কুম্ভকর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি॥
ইন্দ্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষস মারিবে কপিগণ॥
এই সত্য করিলেন সুগ্রীবের আগে।
আমি তোরে মারিলে তাঁহার সত্য ভাঙ্গে॥
মোর আগে ধরিয়াছ ছত্র নবদণ্ড।
লাঙ্গুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
দশ মুণ্ড ভাঙ্গিব মারিয়া এক নড়ি॥
এতেক বলিল যদি পবননন্দন।
বানরে কাটিতে আজ্ঞা করে দশানন॥
'কাট' 'কাট' বলি ঘন ডাকিছে রাবণ।
মাথা নোঙাইয়া বলে ভাই বিভীষণ॥

দূতকে কাটিলে রাজা বড় অনাচার।
আজি হতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার॥
আত্মকথা পরকথা দূত-মুখে শুনি।
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী॥
পরের বড়াই করে অপরাধী কিসে।
যাঁর বড়াই করে তারে মারিতে আইসে॥
দূতের এক শাস্তি আছে মুড়াইতে মুণ্ড।
ইহা ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড॥
এই যুক্তি-বলে হনু পাইল জীবন।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিছে রাবণ॥
লেজ পোড়াইয়া এরে পাঠাও সে দেশে।
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি-বন্ধু হাসে॥
এই আজ্ঞা করিলেন রাজা লঙ্কেশ্বর।
লেজ পোড়াইতে সবে আইল সত্বর॥
কুপিত হইল বীর পবননন্দন।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন॥
লেজ দেখি রাবণের বড় হইল ডর।
'ধর' 'ধর' ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
হয়েছিল যে দুঃখ বালির লেজ টেনে।
লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে॥
তিন লক্ষ রাক্ষস চাপিয়া লেজ ধরে।
সবে মেলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে॥
ত্রিশ মণ বস্ত্র সবে আনিল নিকটে।
এত বস্ত্র আনে এক বেড়ে নাহি আঁটে॥
লঙ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়॥
কাপড় তিতিল, লেজ পড়িল ভূতলে।
লেজে অগ্নি দিতে সব দপদপ জ্বলে॥
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান হাসে।
আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্ব্বনাশে॥
জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায়॥

রাবণ বলিছে, দুষ্ট কপি মহাবীর।
ইহারে ঝটিত কর প্রাচীর-বাহির॥
কুলি কুলি লৈয়া বেড়াও চাতরে চাতর।
স্ত্রী-পুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতর॥
লেজে অগ্নি দিলেক, কাঁকালে দিল দড়ি।
দেখিবারে সকলে আইল তাড়াতাড়ি॥
কেহ বলে, স্বামী মৈল সংগ্রাম-ভিতর।
কেহ বলে, মরিল আমার সহোদর॥
কেহ বলে, পড়িল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি।
কেহ বলে, পুত্র মোর পড়ে যোদ্ধাপতি॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব মারিল সবাকারে।
জর্জ্জর হইল সব তাহার প্রহারে॥
ইটলি পাকাল মারে যে দেখে ডাগর।
শেল শূল মারে আর লোহার মুদ্গর॥
হনুমানে দেখিয়া সকলে কাঁপে ডরে।
ইহারে কে ধরে আজি সভার ভিতরে॥
ভাগ্যেতে ইহার ঠাঁই পাইনু নিস্তার।
দেখিবামাত্রেতে সব করিবে সংহার॥
শুনিয়া সবার যুক্তি বানরের হাস।
এখন যাইবে কোথা করি সর্ব্বনাশ॥
কুলি কুলি লইয়া ফিরে নগরে নগর।
চেড়ী সব বার্ত্তা কহে সীতার গোচর॥
যে বানর সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী।
লেজে অগ্নি গলে দড়ি করে টানাটানি॥
বার্ত্তা শুনি সীতা দেবী মৃত্যু হেন গণে।
অগ্নি জ্বালি পূজে সীতা বিবিধ বিধানে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে তব ঠাঁই হনু পাবে অব্যাহতি॥
অগ্নি পূজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন।
জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, ওগো শুন দেবী সীতে।
বানরের জন্যে তুমি না হও চিন্তিতে॥

তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা।
এখনি যে হনুমান পোড়াইবে লঙ্কা॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম দেবগণ।
হরিষে বিষাদ তুমি কর কি কারণ॥
ক্রন্দন সম্বরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
রচিল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

—

হনুমান-কর্ত্তৃক লঙ্কা দগ্ধ

পর্ব্বত-প্রমাণ ছিল যেই হনুমান।
ঘুচাইতে বন্ধন সে নেউল-প্রমাণ॥
রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন।
মাথা গুঁজি বাহির হয় পবননন্দন॥
হনুমানে বেড়ি ছিল যতেক রাক্ষসে।
তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে॥
হাতে গাছ হনুমান যায় রড়ারড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি॥
কার প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি।
লেজের অগ্নিতে কার দগ্ধে গোঁপ-দাড়ি॥
পলায় রাক্ষস সব উলটি না চাহে।
হাতে গাছ হনুমান রাজদ্বারে রহে॥
মহাবীর হনুমান চারিদিকে চায়।
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায়॥
সব ঘরে জ্বলে যেন রবির কিরণ।
হেম-ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ॥
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে॥
পুত্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি মিলে।
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি জ্বলে॥
উনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান॥
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর এক ঘর জ্বলে।
কে করে নির্ব্বাণ তার, কেবা কারে বলে॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় চাল।
স্ত্রী-পুরুষের গায়ের অর্দ্ধ গেল ছাল॥
উলঙ্গ উন্মত্ত কেহ পলায় উভরড়ে।
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে॥
ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এককালে।
রাক্ষস মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে॥
কেহ বা পুড়িয়া মরে ভার্য্যা পুত্র ছাড়ি।
কাহারো মাকুন্দ মুখ, দগ্ধ গোঁপ-দাড়ি॥
লঙ্কা-মধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি।
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নারী॥
সুন্দরী নারীর মুখ নীরে শোভা করে।
ফুটিল কমল যেন সেই সরোবরে॥
দূরে থাকি দেখে হনুমান মহাবল।
লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল॥
সর্ব্বাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মুখ।
অগ্নিতে পোড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক॥
ত্রাসে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে।
জল পিয়া ফাঁপর হইয়া সবে মরে॥
স্ত্রীবধ করিয়া ভাবে পবননন্দন।
বধিলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন॥
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর অতি মনোহর।
লেখাজোখা নাই যত পোড়ে রাজঘর॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
হস্তী অশ্ব পোষা পক্ষী তাহে কত পোড়ে॥
কৌতুকেতে রাবণ ময়ূর পক্ষী পোষে।
লেজ পোড়া গেল, সে পেখম ধরে কিসে॥
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী তিলেকেতে পোড়ে।
রাজঘর পাত্রঘর কিছু নাহি এড়ে॥
অন্য অন্য ঘর বার পোড়ায় সকল।
বাঁচে কুম্ভকর্ণ বিভীষণের কেবল॥
ব্রহ্মা-বরে বিভীষণের গৃহ নাহি পোড়ে।
কুম্ভকর্ণ-গৃহ বাঁচে গাছের আওড়ে॥

রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক হনুমানের বন্ধন

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত

গৃহমধ্যে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় কাতর।
ঘরে অগ্নি লাগিলে মরিত নিশাচর॥
যুদ্ধ করি মরিবারে নির্ব্বন্ধ যে আছে।
তেঁই অন্য ঘর পোড়ে তার ঘর বাঁচে॥
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার।
লঙ্কায় সকল প্রাণী করে হাহাকার॥
হনুমান বলে, সীতা হইল বিনাশ।
হিতে বিপরীত করি এ কি সর্ব্বনাশ॥
চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলে মরে সব প্রাণী।
রক্ষা না পাইল বুঝি রামের ঘরণী॥
কি করিনু ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার অকারণ॥
ওই সীতা হেতু আমি পারাবার তরি।
হেন সীতা পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি॥
কোন্ কর্ম্ম করি পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী।
সেবক হইয়া পোড়াই রামের সুন্দরী॥
সাগরে কুম্ভীরে মোরে করুক আহার।
অগ্নিতে পুড়িয়া কিম্বা হই ছারখার॥
সাগরেতে কিম্বা করি আগুনে প্রবেশ।
এইখানে মরিব আমি না যাইব দেশ॥
দেবগণ ডাকি বলে হনুমান শুনে।
সীতাদেবী রক্ষা পায় না পোড়ে আগুনে॥
তুমি লঙ্কা দগ্ধ কর মনের হরিষে।
ভস্ম করি ফেল লঙ্কা রাখিয়াছ কিসে॥
দেববাক্যে বানর সাহসে করি ভর।
লাফে লাফে পোড়াইল শত শত ঘর॥
পুড়িয়া মরিল যত রাক্ষস-রাক্ষসী।
কৃত্তিবাস রচে লঙ্কা হয় ভস্মরাশি॥

—

হনুমানের সীতার নিকটে পুনরাগমন

দ্বিশত যোজন অগ্নি ব্যাপিল গগন।
সীতা ভাবে পুড়ি মৈল পবননন্দন॥
বিলাপ করেন সীতা মনে নাহি ক্ষমা।
তাঁহাকে বুঝায় তবে রাক্ষসী সরমা॥
বন্দী হইয়াছে সেই শুনেছ কাহিনী।
রাজারে সে বলিলেক দুরক্ষর বাণী॥
লেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি হনুমান দিল ঘরে ঘরে॥
হনুমান নাহি পোড়ে, আছে সে কুশলে।
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু এল হেনকালে॥
সীতার নিকটে গিয়া পবননন্দন।
ফেলিল লেজের অগ্নি সাগরে সেক্ষণ॥
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি আরো জ্বলে জলে।
সীতার নিকটে হনু জোড়করে বলে॥
মা-জানকী জান কি গো ইহার কারণ।
কেমনে নির্ব্বাণ হবে এই হুতাশন॥
সীতা বলে, মুখামৃত দেহ হনুমন্ত।
নির্ব্বাণ হইবে জ্বালা, না রবে একান্ত॥
তবে হনু হয়ে অতি জ্বালায় কাতর।
জ্বলন্ত লাঙ্গুল পূরে মুখের ভিতর॥
নির্ব্বাণ হইল জ্বালা পুড়ে গেল মুখ।
সিন্ধুতীরে গেল হনু মনে পায় দুঃখ॥
জলে মুখ দেখে বীর মনাগুনে জ্বলে।
পুনরপি জানকী-নিকটে আসি বলে॥
তব কার্য্যে আসি মাগো পুড়ে গেল মুখ।
জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক সে যে বড় দুঃখ॥
সীতা বলে, জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া।
মম বাক্যে সকলের হবে মুখ পোড়া।
হনুমান বলে, তবে আসি গো জননী।
আমি গেলে আসিবেন রাম রঘুমণি॥
শ্রীরামের হাতে ধ্বংস হবে দশানন।
দেখ গো জননী মম এই যে বচন॥
আসিবেন শুভক্ষণে সুগ্রীব-লক্ষ্মণ।
হইবেন লঙ্কাজয়ী রামনারায়ণ॥

ভয় না করিহ মাতা জনকনন্দিনী।
এত বলি প্রণমিল হ'য়ে জোড়পাণি॥
আনন্দিত সীতা হনুমানের আশ্বাসে।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

—

শ্রীরামের নিকট হনুমানের পুনর্ব্বার আগমন

সীতার মস্তকোপরি রামের সন্দেশ।
মেলানি পাইয়া হনু চলিলেন দেশ॥
তাহার চরণভরে শিলা বৃক্ষ ভাঙ্গে।
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্ব্বতের শৃঙ্গে॥
পর্ব্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহালে।
এক লাফে উঠে বীর গগনমণ্ডলে॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর অতিশয় সুখে।
সিংহনাদ তাহার উত্তর কূলে ঠেকে॥
ডাক দিয়া তখন বলিছে জাম্বুবান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি করি আসে হনুমান॥
যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি।
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী॥
পবনগমনে বীর আইসে সত্বর।
চক্ষুর নিমেষে আইল অর্দ্ধেক সাগর॥
দূর হৈতে পর্ব্বতেরে নমস্কার করে।
পার হৈয়া রহে বীর পর্ব্বত-শিখরে॥
হনুমানে দেখিবারে আইল বানর।
বলে, ধন্য ধন্য বীর পবনকোঙর॥
আগে মাথা নোয়াইল কুমার অঙ্গদে।
জাম্বুবান আদি বন্দে পরম আহ্লাদে॥
সোসর বানর সঙ্গে করে কোলাকুলি।
ফল ফুল জোগায় সকলে কুতূহলী॥
অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জাম্বুবান।
কেমনে দেখিলে রাবণেরে হনুমান॥
কেমনে দেখিলে তুমি স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুন্দরী॥
সীতা লৈয়া রাবণের কিবা ব্যবহার।
কেমনে দেখিলে তুমি সীতার আকার॥
হনুমান কহ সবিশেষ সমাচার।
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার॥
তোমার লাগিয়া ছিল চিন্তা অতিশয়।
তবে দেশে যাই যদি ইষ্টসিদ্ধ হয়॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল জাম্বুবান।
অঙ্গদ-গোচর বার্ত্তা কহে হনুমান॥
শতেক যোজন হয় সাগর-পাথার।
অনেক সঙ্কটে আমি হইলাম পার॥
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে।
দেখিলাম অশোক-বনেতে জানকীরে॥
আগে বহু কষ্ট, ইষ্টসিদ্ধ হয় শেষে।
চলহ রামের ঠাঁই কহিব বিশেষে॥
শুনি শুভ সমাচার হৃষ্ট যুবরাজ।
সীতা উদ্ধারিতে চাহে নাহি সহে ব্যাজ॥
জানাইতে শ্রীরামের বিলম্ব বিস্তর।
সীতা উদ্ধারিয়া চল রামের গোচর॥
একেশ্বর হনুমান লঙ্ঘিল সাগর।
তোমরা সাহস কর সকল বানর॥
অঙ্গদের কথা শুনি জাম্বুবান হাসে।
যত কিছু বল মোরে মনে নাহি বাসে॥
সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ।
তোমরা করিলে তাহা ঘটিবে কেমন॥
সীতার চরিত্রে রাম করেন বিচার।
তব বাক্যে সীতা লৈলে হবে তিরস্কার॥
দশ যোজন লঙ্ঘিতে নারিবে কপিগণ।
কোন্ জন তরিবেক শতেক যোজন॥
এত যদি জাম্বুবান অঙ্গদেরে বলে।
কুপিয়া অঙ্গদবীর অগ্নি হেন জ্বলে॥
অকারণে বুড়াটি পাকিল তোর কেশ।
নিজে বুড়া পরেরে শিখাও উপদেশ॥

আপনার মত দেখ সকল সংসার।
লেজে চাপি ধর হে হইব সিন্ধু পার।
হনুমান বলে, তুমি না হও অস্থির।
পৃথিবীমণ্ডলে নাই তোমা হেন বীর॥
সর্ব্বলোকে বলে তব মন্ত্রী জাম্বুবান।
মন্ত্রীর মন্ত্রণা কভু না করিহ আন॥
শুনিয়া অঙ্গদ বীর হাসে মহোল্লাসে।
বানর কটক সহ চলে নিজ দেশে॥
কটক জুড়িয়া যায় পৃথিবী আকাশ।
দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন-পাশ॥
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর।
কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর॥
সহস্র সহস্র কপি মধুবন রাখে।
বালির সময়াবধি মধুবনে থাকে॥
মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল।
খাইবারে নাহি পারে, হইল চঞ্চল॥
মধুপানে মন্ত্রণা করিল জাম্বুবান।
অঙ্গদের ঠাঁই আজ্ঞা মাগ হনুমান॥
আনিয়া সীতার বার্ত্তা দিয়াছ আহ্লাদ।
অঙ্গদের ঠাঁই লহ রাজার প্রসাদ॥
অঙ্গদের কাছে কহে জোড় করি হাত।
রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাথ॥
অঙ্গদ বলেন, বীর যে দিলা আহ্লাদ।
যাহা চাও তাহা লহ কি রাজপ্রসাদ॥
হনুমান বলে, মধু অমৃত সমান।
সকল বানরে খাই যদি দেহ দান॥
অঙ্গদ বলেন, মধু খাও ইচ্ছা যত।
নহিবেন সুগ্রীব ইহাতে অসম্মত॥
হরষিত সকলে পাইয়া মধু-দান।
স্বেচ্ছামত মহানন্দে করিতেছে পান॥
নিঙ্গুড়িয়া খায় কেহ পিয়ত চুমুকে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিল কটকে॥

মধু পিয়ে কপিগণ হইল পাগল।
মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কোন্দল॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত।
কেহ হারে কেহ জিনে সবে আনন্দিত॥
রুষিয়া করিল মানা মধুর রক্ষক।
খেদাড়িয়া যায় তারে অঙ্গদ-কটক॥
চুলেতে ধরিয়া কেহ ঘুরায় আকাশে।
মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে॥
তোমার আজ্ঞায় মোরা করি মধুপান।
কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ॥
কুপিল অঙ্গদবীর শুনিয়া বচন।
সাজ সাজ বলি ডাকে বালির নন্দন॥
কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে।
কুপিল সে দধিমুখ আইসে এক চাপে॥
অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন্ জন।
দধিমুখ এড়িয়া পলায় কপিগণ॥
অঙ্গদ কহিছে, ওরে শুন দধিমুখ।
তোরে আজি মারি যদি তবে যায় দুখ॥
জানিয়া সীতার বার্ত্তা আইল যে জন।
তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন।
রাজকার্য্য করি নাহি খাই পিতৃধন।
ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন॥
পিতৃধন মধুবন করিল ভক্ষণ।
মনেতে বাসনা তোরে কাটিতে এক্ষণ॥
বাপের মাতুল যে সম্বন্ধে বড় বাপ।
সেকারণে না মারিনু তোমা হেন পাপ॥
ওষ্ঠাধর কম্পমান ক্রোধেতে ব্যাকুল।
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল॥
জর্জ্জর হইল দেহ আঁচড়-কামড়ে।
শীঘ্র দধিমুখ সুগ্রীবের পায়ে পড়ে॥
পায়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান।
মধুবন নাশিছে অঙ্গদ হনুমান।

তোমরা দু'ভাই যাহা করিলে পালন।
এতকালে নষ্ট করে সেই মধুবন॥
শুনি ক্রোধে বলে রাজা বাক্যের গৌরবে।
জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি সুগ্রীবে॥
মামা হয়ে দধিমুখ ধরিল চরণ।
অপমান-কথা কহি করিছে ক্রন্দন॥
না দেহ সান্ত্বনা-বাক্য, না দেহ উত্তর।
কি হেতু মামার প্রতি এত অনাদর॥
সুগ্রীব বলেন, শুনি লক্ষ্মণের কথা।
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা॥
দক্ষিণ দিকেতে যারা করিল গমন।
লুটিয়া খাইল তারা রম্য মধুবন॥
মারি খেদাইল এরে এই মধু রাখে।
এই-সব কথা কহে মামা-দধিমুখে॥
সুগ্রীবে লক্ষ্মণ কহে অপরূপ শুনি।
কে আইল কে কহিল দক্ষিণকাহিনী॥
শ্রীরাম বলেন, যারা গিয়াছে দক্ষিণে।
তারা কি আইল জান বার্ত্তা কি এক্ষণে॥
সুগ্রীব বলেন, মিত্র না হও অস্থির।
দক্ষিণেতে গিয়াছে যে বড় বড় বীর॥
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্যের সাধক স্বয়ং বীর হনুমান॥
তব কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইয়াছে সীতা তাহার গোচর॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয়।
দেখিয়াছে সীতারে কহিলাম নিশ্চয়॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র তোমার বচনে।
যে আনন্দ পাইলাম কহিব কেমনে॥
হনুমান অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা পরান জুড়াও॥
সুগ্রীব বলেন, এস মামা দধিমুখ।
অঙ্গদের বাক্যে মামা না ভাবিহ দুখ॥
সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই যুবরাজ।
নাতি টোল করিলে তোমার নাহি লাজ॥
ঝটি চল মামা তুমি আমার বচনে।
অঙ্গদ-হনুমানে আন শ্রীরামের স্থানে॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া হরিষ দধিমুখ।
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙ্গদ-সম্মুখ॥
মাথা নোঙাইয়া তারে করে জোড়হাত।
রাজবার্ত্তা কহি শুন বানরের নাথ॥
তব দোষ কহিলাম সুগ্রীবের স্থানে।
তব অপরাধ রাজা না শুনিল কানে॥
নিজ ধন খাও তুমি বাপের অর্জ্জিত।
সেবক হইয়া কহিলাম অনুচিত॥
শ্রীরাম সুগ্রীব বসিয়াছে দুইজন।
ঝাট গিয়া কর তুমি রাজ-সম্ভাষণ॥
সেবকবৎসল বড় সুশীল অঙ্গদ।
মধুবন রক্ষা তারে দিলেন সম্পদ॥
চলিল অঙ্গদবীর হয়ে হরষিত।
কৌতুকেতে যায় বহু বানর-বেষ্টিত॥
সকল ঠাটের আগে বীর হনুমান।
শ্রীরামের ঠাঁই যায় পর্ব্বত-প্রমাণ॥
দূরে দেখিলেন রাম পবননন্দনে।
বসিয়াছিলেন, উঠিলেন ততক্ষণে॥
সশঙ্কিত শ্রীরাম করেন অনুমান।
কি জানি কেমন বার্ত্তা কহে হনুমান॥
সাত-পাঁচ ভাবি রাম জিজ্ঞাসেন তাকে।
সত্য কহ হনুমান দেখেছ সীতাকে॥
যদি সীতা দেখে থাক বীর হনুমান।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে তবে রবে প্রাণ॥
শ্রীরাম-চরণে হনু করি প্রণিপাত।
নিবেদন করে বীর জোড় করি হাত॥
লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোক-কাননে।
কহিব সকল কথা প্রভু তব স্থানে॥

এক শত যোজন সে সাগর পাথার।
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার॥
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে না পাইলাম উদ্দেশ॥
আবাসে আবাসে আমি সীতা নাই দেখি।
কান্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুখী॥
অকস্মাৎ দেখিলাম অশোক-কানন।
অশোক-বনের জ্যোতি রবির কিরণ॥
দুই প্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে।
অশোক-বনের মধ্যে দেখিনু সীতারে॥
হেনকালে তথা গেল রাজা দশানন।
দেবকন্যা সঙ্গে আর বিদ্যাধরীগণ॥
কি বলিয়া সীতারে সম্ভাষে লঙ্কেশ্বরে।
বৃক্ষ-আড়ে রহিলাম শুনিবার তরে॥
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল রাবণ।
জানকী না শুনিলেন তাহার বচন॥
তোমা বিনে জানকীর অন্যে নাহি মন।
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন॥
জানকী বলেন, মৃত্যু করিলাম সার।
রামের চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
নিরাশ হইল দুষ্ট সীতার বচনে।
বিষম রাক্ষসী চেড়ী ডাক দিয়া আনে॥
ঘরে গেল দশানন ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥
সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ প্রকারে।
কোনমতে সীতা দুষ্ট বচন না ধরে॥
ত্রিজটা রাক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন।
সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ॥
স্বপ্ন শুনিবারে গেল চেড়ী তার পাশ।
গাছে থাকি সীতা সহ করিনু সম্ভাষ॥
কোথা হতে এলে, মোরে শুধায় বৈদেহী।
সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি॥
তোমার অঙ্গুরী তাঁরে করাই দর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করেন রোদন॥
মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি।
মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি॥
ভাঙ্গিলাম মনোহর অমৃত-কানন।
কোটি কোটি রাক্ষসের বধিনু জীবন॥
ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি।
প্রাণে মারিলাম অক্ষয়কুমার প্রভৃতি॥
চক্ষুর নিমিষে সব করিনু সংহার।
ইন্দ্রজিৎ করিল সমরে আগুসার॥
দুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ।
ব্রহ্মপাশে সে আমারে করিল বন্ধন॥
ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ-গোচর।
রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্তর॥
আমাকে কাটিতে আজ্ঞা করিল রাবণ।
নিষেধ করিল তারে ভাই বিভীষণ॥
তার বাক্যে আমি তবে এড়াই মরণ।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করিল রাবণ॥
লেজে অগ্নি দিলা লেজ পোড়াবার তরে।
সেই অগ্নি দিলাম লঙ্কার ঘরে ঘরে॥
লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম ছারখার।
কতক হইল ভস্ম, কতক অঙ্গার॥
আমার বিপদ ভাবি ভাবিছেন মাতা।
হেনকালে উপস্থিত হইলাম তথা॥
আমারে দেখিয়া সীতা হর্ষিতা বিশেষ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করি আইলাম দেশ॥
দেখিলাম জানকীরে বিরহে মলিনা।
অলসের বিদ্যা বহু দিনে দিনে ক্ষীণা॥
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী।
লও রঘুমণি তাঁর মস্তকের মণি॥
রামহস্তে মণি দিল পবননন্দন।
মণি দেখে রঘুমণি করেন ক্রন্দন॥

রামের রোদন দেখি কপিগণ কান্দে
কৃত্তিবাস রচিলেন পাঁচালির ছন্দে ॥

—

সীতার উদ্দেশ হওয়াতে বানরগণের আনন্দ ও শ্রীরামের সহিত সমুদ্রতীরে বাস

শ্রীরাম বলেন, ধন্য ধন্য হনুমান
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
তোমার বিক্রমেতে আমার চমৎকার।
কি দিব তোমারে আমি আমিই তোমার ॥
অন্য কি প্রসাদ দিব, লহ আলিঙ্গন।
ইহা বলি কোল দেন কমললোচন ॥
পবন-পুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফাল্গুনী।
শুভক্ষণ শুভলগ্ন শুভফল গণি ॥
দক্ষিণে সবৎসা ধেনু হরিণ ব্রাহ্মণ।
দেখিলেন রাম বামে শব-শিবাগণ ॥
সূর্য্যবংশী নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী।
রাক্ষসগণের মূলা সর্ব্বলোকে জানি ॥
মূলা ঋক্ষ দেখিলে রোহিণী বড় রোষে।
সবংশে মরিবে তেঁই রাবণ রাক্ষসে ॥
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশপাশ।
কটক জুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ ॥
কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ চলে।
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে ॥
রহিবারে পাতালতা দিয়া করে ঘর।
অবস্থিতি করিলেন সকল বানর ॥
সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
চরমুখে নিত্য বার্ত্তা পায় ত রাবণ ॥
নিকষা নামেতে বুড়ী রাবণের মা।
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা ॥
আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীষণ-প্রতি
শুন পুত্র, তুমি ত ধার্ম্মিক শুদ্ধমতি ॥
রাবণ তপের ফলে এত সুখ ভুঞ্জে।
আনিয়া রামের সীতা সবংশে বা মজে ॥
যে মারে রাক্ষসে, করে তার সনে বাদ।
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট কতেক প্রমাদ ॥
আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট।
দেখিয়া না দেখ পুত্র এতেক সঙ্কট ॥
অবোধে বুঝাও যেন রাম না বাহুড়ে।
যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পুড়ে ॥
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর।
পাত্র-মিত্র সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর ॥
রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ।
আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ।
সভাস্থ সকলে শুদ্ধ করিছে শ্রবণ ॥
অনেক তপের ফলে এসব সম্পদ।
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ।
যতদিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর।
ততদিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গৃহচালে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের রোলে ॥
কালী হেন বুড়ী দেখি দশন বিকট।
সন্ধ্যাকালে উঁকি পাড়ে দ্বারের নিকট ॥
বিবিধ উৎপাত দেখি ভাই সদা কাল।
রামচন্দ্র অতিবীর বিক্রমে বিশাল ॥
রাবণ বলিছে, কি রামের এত ডর।
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর ॥
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কানে।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে ॥
রাবণ বলিছে মন্ত্রী যুক্তি কর সার।
কি প্রকারে রাঘবেরে করিব সংহার ॥

পক্ষিরাজ সম্পাতি ও বানরগণ

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত। তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রামবর্ম্মার অনুমত্যনুসারে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি
কি করিতে পারে সে বানর পশুজাতি।
পর্ব্বতের গুহা সার আর নদীকূলে।
বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে॥
বজ্রকণ্ঠ নিশাচর দশন বিকট।
লোহার মুষল হাতে কহে অকপট॥
লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে।
মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে, আমি আছি কিসে।
লঙ্কাতে থাকিতে আমি কোন্ বেটা আসে॥
বন ভাঙ্গে লঙ্কা দাহ করে হনুমান।
লঙ্কায় থাকিতে আমি এত অপমান॥
পাইলে তোমার আজ্ঞা আমি করি রণ।
দেখিব কেমন রাম কেমন লক্ষ্মণ॥
অকম্পন বলে, রাজা তব আজ্ঞা পাই।
অনেক দিনের সাধ কপি ধরে খাই॥
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ॥
জাঠি আর ঝগড়া মুষল শেল আর।
লইয়া সাজিল যুদ্ধে লাগে চমৎকার॥
হাতে ধরে বিভীষণ কহে জনে জনে।
স্থির হও স্থির হও শুন বীরগণে॥
এ সবার বাক্যে ভাই না করিহ ভর।
হিতবাক্য বলি ভাই শুন লঙ্কেশ্বর॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়।
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন-সংশয়॥
কোন্ কার্য্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী॥
এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে।
কুপিত রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
বিভীষণ মম জ্যেষ্ঠ, আমি ত কনিষ্ঠ।
আমি অধর্ম্মিষ্ঠ বড়, সে বড় ধর্ম্মিষ্ঠ॥

মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন।
বিভীষণে দূর কর যুক্তি বলি সার।
যুদ্ধ বিনা গতি নাই কিসের বিচার॥
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ।
আর-বার বলিতেছে সাধু বিভীষণ॥
নিশাচর-রাজার যেমন জ্ঞানবল।
কহিলে তাহারি যোগ্য বচন-সকল॥
প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞ জন।
অন্ধ যেন জানিতে না পারয়ে রতন॥
রহিয়াছে চক্ষু কিন্তু দেখিতে না পায়।
পেচক যেমন সূর্য্যমণ্ডলে দিবায়॥
ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ।
যেহেতু নিজেরে প্রভু করয়ে গোপন॥
প্রণাম করিয়ে তাঁর শকতি মায়ায়।
নয়ন-আগেও যেই ঢাকি রাখে তাঁয়॥
থাকুক সে সব কথা, এখন তোমারে।
কহি আমি না মজাও তুমি আপনারে॥
আনিয়াছ সীতা কালভুজঙ্গীরে ঘরে।
রাখিলে সসৈন্য যাবে শমননগরে॥
এ হেন সুন্দর রাজ্য এ হেন সম্পদ।
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও আপদ॥
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য।
কিছুদিন ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যায্য॥
যদি কহ, তুমি কেন কহ কুবচন।
তার অভিপ্রায় কহি করহ শ্রবণ॥
জিজ্ঞাসিলে মন্ত্রণা কহিতে হয় হিত।
অন্যথা কহিলে হয় পাপ উপস্থিত॥
অতএব কহিতেছি তোরে হিত-কথা।
কদাচিৎ ইহা নাহি করিহ অন্যথা॥
ধার্ম্মিক শ্রীরাম দেখ সর্ব্বলোকে কয়।
অধার্ম্মিক সঙ্গে থাকা জীবনসংশয়॥

দেখ, এক মত্ত হস্তী প্রবেশিলে বনে।
সকলের ক্ষতি করে ক্ষমা নাহি মানে॥
ক্ষেত্রের শস্যাদি খায় ঘর দ্বার ভাঙ্গে।
খাদ্যলোভে পোষা হস্তী মিলে তার সঙ্গে॥
দুষ্টের সঙ্গেতে হয় শিষ্টে অপরাধ।
হস্তীর বন্ধন হেতু উপযুক্ত ব্যাধ॥
স্বভাবেতে ব্যাধ-জাতি জানে নানা সন্ধি।
দশহাত দড়ি দিয়া হস্তী করে বন্দী॥
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর।
ভক্ষদ্রব্য উপহার রাখয়ে বিস্তর॥
খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল।
গলায় লাগিয়া দড়ি সবাই পড়িল॥
দুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন।
সেইমত তব পাপে মজে পুরজন॥
যেই মাত্র এ কথা কহিলা বিভীষণ।
মহাকোপে উন্মত্ত হইল দশানন॥
দন্ত কড়মড় করি ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বিকট নিনাদে কহিতেছে আরবার॥
এ কি, এ কি, এ কি রে দুর্ম্মতি বিভীষণ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে শমন॥
চৌদ্দ চতুর্যুগ হৈল আমার জনম।
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন দুর্ব্বচন॥
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেবসনে।
কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচনে॥
তাই শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয়ে মোরে।
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে॥
এত কহি খরতর খড়্গ করি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেক ভূতল-উপরে॥
তার পদাঘাতে লঙ্কা করে টলমল।
ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষস-সকল॥
তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈল বিভীষণ-বক্ষস্থলে॥

বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়।
পড়িল ধরণীতলে ছিন্নতরুপ্রায়॥
তাহা দেখি যাবতীয় নিশাচরগণ।
হাহাকার করে সবে অতি দুঃখী মন॥
তাহা দেখি দেবগণ আর সুরপতি।
পরস্পর কহিতেছে এ সব ভারতী॥
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় রাবণ।
বিভীষণ-অঙ্গে করি চরণ-অর্পণ॥
বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরস্কার।
ভক্ত-অপমান সহ্য না হয় তাঁহার॥
এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে।
সান্ত্বনা করিয়া বসাইল সিংহাসনে॥
হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল খড়্গখান।
কোষে আচ্ছাদন করি রাখে অন্য স্থান॥
বিভীষণে মন্ত্রী চারিজন নিশাচর।
তুলি বসাইল তাঁর আসন উপর॥
ক্ষণকাল পর্য্যন্ত যাবৎ সভাজন।
রহিলা নিঃশব্দ হয়ে পুত্তলি যেমন॥
বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন।
পুনর্ব্বার রাবণে কহেন এ বচন॥
মহারাজ করিলে যে কর্ম্ম আচরণ।
ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন॥
ঐশ্বর্য্য মদেতে মত্ত যারা অতিশয়।
তাহাদের এইরূপ দুঃস্বভাব হয়॥
ইহাতেও মোর নাই বড় দুঃখ আর।
চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার॥
একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে।
সমুদয় কুল গেল তোমার দূষণে॥
এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লঙ্কাপতি।
কহিতেছে পুনর্ব্বার বিভীষণ প্রতি॥
জানি জানি বিভীষণ জ্ঞাতির হৃদয়।
জ্ঞাতির বিপদ দেখি আনন্দিত হয়॥

জ্ঞাতিমধ্যে কেহ যদি হয় ধনী সুখী।
তাহা দেখি অন্য জ্ঞাতি হয় মনোদুখী॥
বরঞ্চ আপন মৃত্যু পারে সহিবারে।
জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য কিন্তু দেখিতে না পারে॥
তাহে পুনঃ কাপট্য করিয়া প্রকাশন।
নিরন্তর তার ছিদ্র করে অন্বেষণ॥
পাবামাত্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে।
আয়োজন করে সমূলেতে নাশিবারে॥
হইয়াছি আমি যে ঈশ্বর লোকপতি।
ভাল না লাগিল তোরে ওরে দুষ্টমতি॥
যাহ যাহ লঙ্কা ছাড়ি তুমি এইক্ষণে।
তুমি গেলে আমরা থাকিব সুখী মনে॥
ইহাতে প্রমাণ হয় নীতিশাস্ত্রজ্ঞান।
তার অর্থ কহি তাহা করহ শ্রবণ॥
বরঞ্চ ভুজঙ্গ কিম্বা শত্রু-সঙ্গে রবে।
শত্রুসেবীজন সহবাসী নাহি হবে॥
তুমি একে জ্ঞাতি তাহে শত্রুভক্তিমান।
তুমিহ থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ॥
অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ।
বিলম্ব করিলে পাবে অতিশয় ক্লেশ॥
এত কথা শুনি বিভীষণ মহামতি।
কহিতে লাগিলা পুনর্ব্বার এ ভারতী॥
প্রিয়বাদী জন রাজা সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথের বক্তা শ্রোতাও দুর্ল্ভ॥
নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন।
তেঁই মোর হিতবাক্য না কৈলে গ্রহণ॥
যার মৃত্যু উপস্থিত সেই লঙ্কাপতি।
না শুনে না দেখে বলে বাক্যে অরুন্ধতী॥
এ লাগি করিনু আমি তোমারে বর্জ্জন।
জ্বলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞ জন॥
করিলে তুমিই মোরে যত পরাভব।
জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম আমি তাহা সব॥
অন্য কোন জন যদি করিত এ কাজ।
দেখাতাম তারে ফল নিশাচর-রাজ॥
শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ।
চল মোর সঙ্গে যদি হয় কারো মন॥
যদ্যপি বাসনা হয় জীবন রাখিতে।
চল তবে শ্রীরামের চরণ সেবিতে॥
এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন।
উঠিয়া আকাশপথে চলে বিভীষণ॥
তাহা দেখি তাঁহার অমাত্য চারিজন।
তারাও করিল তাঁর পশ্চাতে গমন॥
অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর।
এই চারি জন মানি সন্তান সোদর॥
তাহাদের সঙ্গেতে যাইয়া বিভীষণ।
মাতার নিকটে সব কৈল নিবেদন॥
তাঁর অনুমতি ল'য়ে প্রণমিল তাঁরে।
তার পর গেল নিজ বাটীর মাঝারে॥
নিজ ভার্য্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া॥
প্রিয়ে, আমি রামচন্দ্রের শরণ লইতে।
চলিলাম এই চারি অমাত্য সহিতে॥
তুমি জানকীর কাছে থাকি নিরন্তর।
সেবন করিবে তাঁরে হইয়া তৎপর॥
তেঁই যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে।
তবে রাম অঙ্গীকার করিবে আমারে॥
সুশীলা সরমা জানকীতে ভক্তিমতী।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহে দিল অনুমতি॥
তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়া।
যাত্রা কৈল চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া॥
বিভীষণে পদাঘাত অপূর্ব্ব কথন।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ॥

—

বিভীষণের কৈলাসে গমন

লঙ্কা ছাড়ি ব্যোমপথে যাইতে যাইতে।
মন্ত্রীদিগে বিভীষণ লাগিল কহিতে॥
উপস্থিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ।
করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ॥
তাহে যদি রাম কাছে করিহে গমন;
বিগান করিবে যাবতীয় অজ্ঞ জন॥
অতএব মনে করি এবে না যাইব।
রাবণ বিনাশ পরে প্রস্থান করিব॥
এক্ষণে থাকিয়া কোন নির্জ্জন কাননে।
শ্রীরামচরণপদ্ম ধ্যান করি মনে॥
এই পরামর্শ করি কিন্তু নিজ মন।
সুস্থির করিতে নারি পাইয়া যাতন॥
রামপাদপদ্ম মন করিতে সেবন।
চঞ্চল হয়েছে বড়, না মানে বারণ॥
অতএব কি করিব না হয় নিশ্চয়।
তোমা সবে কহ ইথে কর্ত্তব্য কি হয়॥
করিতেছি আমি ইথে পরামর্শ আর।
তাহাও কহি যে শুনি করহ বিচার॥
মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি।
সুশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি॥
কি করিব আর তার গুণের বিস্তার।
সখা হয়েছেন শম্ভু গুণেতে যাঁহার॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলে যে করিবে আজ্ঞার্পণ।
করিব তাহাই এই হয় মোর মন॥
বিভীষণ-কথা শুনি চারি মন্ত্রী কয়।
করেছেন এই যুক্তি সুন্দর নিশ্চয়॥
অতএব সেই স্থানে চলহ এক্ষণ।
করিবে পরেতে তিনি কহেন যেমন॥
এতেক বচন শুনি আনন্দিত-মন।
ব্যোমপথে কৈলাসে চলিলা বিভীষণ॥
এখানেতে নিজ স্থানে থাকি পশুপতি।
সকল বৃত্তান্ত জানি কন শিবা-প্রতি॥
প্রিয়ে, শুন রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে সখার নিকটে আগমন॥
সীতা ফিরি দিয়া রাম সঙ্গে মিলিবারে।
বলিয়াছে ইহা রাবণেরে বারে বারে॥
সেহ তাহা না শুনি করেছে অপমান;
এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান॥
হইয়াছে তার মন শ্রীরামে ভজিতে।
কিন্তু করিতেছে পুনঃ নানা শঙ্কা চিতে॥
সেই সে সংশয়চ্ছেদ করিবার আশে।
আসিতেছে মোর প্রিয় সুহৃদের পাশে॥
যদি সখা না পারয় তাহাকে বুঝাইতে;
তবে পড়িবেক সেই সঙ্কট-নদীতে॥
অতএব চল যাব আমিহ সেথায়।
রাম কাছে পাঠাইতে হইবে তাহায়॥
যদি কেহ রামচন্দ্রের করয়ে আশ্রয়।
তবে মোর কতই পরমানন্দ হয়॥
দেখ দেখ সংসার অসংখ্য জীবময়।
তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয়॥
তার কোটি মধ্যে একজন ধর্ম্মপর।
তার কোটি মধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর॥
তার কোটি মধ্যে একজন হয় মুক্ত।
তার কোটি মধ্যে এক রামভক্তিযুক্ত॥
হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন।
তাঁর গুণে কত লোক পায় বিমোচন॥
অতএব সতত বাসনা মোর মনে।
ভজুক সকল লোক শ্রীরামচরণে॥
তাহে বিভীষণ গেলে রাম সন্নিকটে,
হইবে তাঁহার কত হিত যে সঙ্কটে॥
অতএব খণ্ডি তার সকল সংশয়।
পাঠাইব প্রভু কাছে অতই নিশ্চয়॥

এত কহি নন্দীরে কহেন ত্রিলোচন।
শীঘ্র সাজাইয়া বৃষ কর আনয়ন॥
তবে নন্দী গিয়া বৃষে করিয়া সাজন।
করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন॥
তবে মহাদেব উঠি শিবা-করে ধরি।
আরোহণ করিলেক বৃষের উপরি॥
হইল যেরূপ শোভা সেকালে তাঁহার।
তাহা ভাবি মন সুখী না হয় কাহার॥
এইরূপে পার্শ্বদ সহিতে পঞ্চানন।
গমন করিল নিজে সখার ভবন॥
দূর হৈতে তাঁরে নিরখিয়া ধনপতি।
অগ্রসর হইয়া আইলা শীঘ্রগতি॥
পশুপতি বৃষ হইতে নামিয়া ভূতলে।
আলিঙ্গন করিলা কুবেরে কুতূহলে॥
তবে দুই জনে কর ধরাধরি করি।
বসিলা যাইয়া দিব্য আসন-উপরি॥
শিব আর যাবতীয় শিবভক্তগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিলা সুখী-মন॥
তবে পশুপতি নিজ সখার সহিত।
করিলেন প্রেমে আলাপন যে উচিত॥
হেনকালে চারি মন্ত্রী সাথে বিভীষণ।
করিলেন কৈলাস-ভূধরে আগমন॥
দিব্য মণি সুবর্ণে রচিত সে নগর।
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিল পরম সুন্দর॥
সে নগরী মাঝে প্রবেশিয়া বিভীষণ।
করিলেন কুবেরের সভাতে গমন॥
দূর হৈতে বিভীষণে দেখি পশুপতি।
কহিলেন সুখী-মনে কুবেরের প্রতি॥
সখে, দেখ রাবণ অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে তোমার নিকটে আগমন॥
এহ কহেছিল রাবণেরে ন্যায় রীতে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম সহিত মিলিতে॥
তাহা না শুনিয়া সে করেছে অপমান।
এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এখান॥
ইচ্ছা রহিয়াছে রামে করিতে আশ্রয়।
কিন্তু হৃদয়েতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয়॥
এই লাগি আসিতেছে তোমা জিজ্ঞাসিতে।
পাঠাও ইহারে রাম নিকটে ত্বরিতে॥
এহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার।
হইবেক শ্রীরামচন্দ্রের উপকার॥
এহ যাবামাত্র সখা করি রঘুবর।
ইহারে করিবে রাজা রাক্ষস-উপর॥
এইরূপ কুবেরে কহেন পঞ্চানন।
দেখিল দূরেতে থাকি তাঁরে বিভীষণ॥
তাহে হয়ে অতিশয় আনন্দিত-মতি।
কহিতে লাগিল নিজ মন্ত্রীদের প্রতি॥
এ কি এ কি দেখিয়াছ মোর ভাগ্যোদয়।
সভামাঝে বসিলা কৃপালু মৃত্যুঞ্জয়॥
যাঁহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
যোগী-সব ধ্যান করে যাঁহার চরণ॥
মুনিগণ পরমার্থতত্ত্ব জানিবারে।
ভক্তিভাবে নিরবধি সেবা করে যাঁরে॥
হেন প্রভু দেখিতে পাইনু অযতনে।
মনোরথ পরিপূর্ণ হল এতদিনে॥
এইরূপে কহিতে কহিতে আগাইয়া।
পড়িলেন তাঁহাদের পদে লোটাইয়া॥
মহাদেব আশীর্ব্বাদ কৈলা তার প্রতি।
আলিঙ্গন করিলা সাদরে ধনপতি॥
তবে আজ্ঞা লয়ে বসিলেন বিভীষণ।
কুবের তাঁহার প্রতি কহেন বচন॥
আসিয়াছ পথে সুখে ভ্রাতা বিভীষণ।
কুশলে আছয়ে তব সব বন্ধুগণ॥
দেখিতেছি কিছু ম্লান তোমার বদন।
কহ কহ কি কারণে চিন্তাযুক্ত মন॥

কুবেরের এত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিবেদন করিতে লাগিলা বিভীষণ॥
প্রভু, করিয়াছি পথে সুখে আগমন।
সম্প্রতি আছয়ে সুখে সব বন্ধুজন॥
কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত।
এই লাগি আইলাম এখানে ত্বরিত॥
দশানন-দাদা রামচন্দ্রের ভার্য্যারে।
হরিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার ভিতরে॥
তাঁর দূত হয়ে আসিছিলা হনুমান।
সীতা ভেটি গিয়াছে দহিয়া লঙ্কাখান॥
সম্প্রতি সে রামচন্দ্র লয়ে কপিগণ।
করেছেন সাগরকূলেতে আগমন॥
তাহা জানি কহিলাম আমিও দাদারে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম-সঙ্গে মিলিবারে॥
তাহা না শুনিয়া মোর কৈল অপমান।
এ লাগি ত্যজিয়া লঙ্কা আইনু এখান॥
সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ।
যাহা আজ্ঞা কর আমি লইনু শরণ॥
এত বিভীষণ-বাণী শুনি ধনপতি।
কহিবারে আরম্ভ করিলা তার প্রতি॥
ভ্রাতা, ইহা মোরা জানিয়াছি পূর্ব্ব হৈতে।
তবু জিজ্ঞাসিনু তব বদনে শুনিতে॥
করিয়াছ যাহা তুমি এ অতি উচিত।
না হইবে ইথে কোন প্রকার চিন্তিত॥
যাহ যাহ এইক্ষণে করহ গমন।
যেখানে আছেন রাম সুগ্রীব লক্ষ্মণ॥
তুমি যাবামাত্র রামচন্দ্র-বরাবর।
সখা করিবেন তোমা প্রভু রঘুবর॥
আর সেই নিশাচর-রাজ্য-অধিকারে।
করিবেন অভিষেক অদ্যই তোমারে॥
সবান্ধবে রাবণে করিয়া বিনাশন।
তোমা রাজ্য দিয়া রাম যাইবেন বন॥
অতএব ত্যজি তুমি সকল সন্দেহ।
শ্রীরাম-নিকটে যাইবারে মন দেহ॥
রাম-সঙ্গে মিলিয়া সকল নিশাচর।
সংসার করহ গিয়া ত্যজি সব ডর॥
রাবণ অধর্ম্মী দেবদ্বিজ-দ্রোহকারী।
ত্রিভুবন সুখী কর তাহারে সংহারি॥
হইবেক তবে এই বিশ্বের মঙ্গল।
তোমাপ্রতি তুষ্ট হবে অমর-সকল॥
আশীর্ব্বাদ করিবে তোমারে ঋষিগণ।
গাইবে তোমার যশ এ তিন ভুবন॥
কুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন।
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ॥
তাহা দেখি পরম দয়ালু শূলপাণি।
কহিতে লাগিল তার অভিপ্রায় জানি॥
ভাবিতেছ অকারণে কিবা বিভীষণ।
কর নিজ অগ্রজের বচন পালন॥
যাহ যাহ শ্রীরামের নিকটে ত্বরিত।
করহ নিজের আর সংসারের হিত॥
বিরূপাক্ষ-বাণী এত শুনি বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন॥
যে আজ্ঞা করেছ প্রভু তোমা দুইজন।
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন॥
আমিও শ্রীরাম-কাছে যাইব বলিয়া।
আসিয়াছি গৃহ-ধন-বান্ধব ত্যজিয়া॥
কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন।
অনুগ্রহ করি তাহা করহ খণ্ডন॥
আমি যদি রাম-কাছে যাই এইক্ষণ।
করিবেক সব লোক আমারে নিন্দন॥
কহিবেক রাবণের বিপদ দেখিয়া।
বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল দুষ্ট হৈয়া॥
তাহে পুনঃ যদি মোরে রাজ্য দেন রাম
তবে দোষ ঘুষিবে সংসার অনুপম॥

বলিবে সকলে বিভীষণ রাজ্যলোভে।
বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে॥
এই হেতু এক্ষণে যাইতে নহে মন।
পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপন॥
এত কহি বিভীষণ বিরত হইল।
হাসি হাসি শিব তারে কহিতে লাগিল॥
এ কি এ কি বিভীষণ বড় চমৎকার।
হইতেছে এ সংশয় কিরূপে তোমার॥
কহিতেছি মোরা যারে করিতে আশ্রয়।
তাঁহার ভজনে নাহি সময় নির্ণয়॥
বুঝি রামে আছে তব নর বলি জ্ঞান।
এই লাগি করিতেছ সংশয়-বিধান॥
ইহা বোধ অতিশয় অনুচিত হয়।
শুন শুন কিছু তাঁর স্বরূপ নির্ণয়॥
সত্য সুখ জ্ঞান ধন তনু রঘুপতি।
পরমাত্মা ভগবান কহে শ্রুতি যতি॥
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্ত্য শক্তিধর।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা জগত-ঈশ্বর॥
কেহ তাঁরে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন।
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন॥
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট।
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট॥
সময়-নির্ব্বন্ধ নাহি তাঁহার ভজনে।
করিবে তখনি, হবে ইচ্ছা যবে মনে॥
সেই ত তাঁহারে ভক্তি হেন গুণ ধরে।
ইচ্ছা হবামাত্র সংসারেরে ত্যাজ্য করে॥
তুমি ত ত্যজিয়া আসিয়াছ বন্ধুজনে।
ইথে জানিতেছি ইচ্ছা হইয়াছে মনে॥
অতএব সংশয় করহ কি কারণ।
যাহ যাহ কর গিয়া শ্রীরামে সেবন॥
যাঁরে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে।
তিনি ভাগ্যগুণে রয়েছেন নেত্রপথে॥

ইহাতে সাক্ষাৎ-দেখা-সুখ পরিহরি।
কেন ক্লেশ পাইবে অন্যত্র ধ্যান করি॥
এ লাগিয়া কহিতেছি আমি বার বার।
যাহ রাম-নিকটেতে ত্যজিয়া বিচার॥
তবে যে বলিলে, গালি দিবে লোকাবলী।
বিবাদ-সময়ে বন্ধু ত্যাগ কৈল, বলি॥
এ কথা ত কভু শুনিবার যোগ্য নয়।
ভকতি জন্মিলে কেবা কোথা গৃহে রয়॥
তাহে প্রভু রয়েছেন প্রকট হইয়া।
কিরূপে থাকিবে তাঁরে নেত্রে না দেখিয়া॥
আর দেখ রতি জন্মে তাহার ভজনে।
সেই ত্যাগ করে গুণবান বন্ধুজনে॥
রামসেবা লাগি ত্যজি দুষ্ট বন্ধুজন।
তুমিহ কিরূপে হবে নিন্দার ভাজন॥
বরঞ্চ তোমার এই যশ ত্রিভুবনে।
গান করিবেক সর্ব্বস্থানে বিজ্ঞজনে॥
আর যে কহিলে, যদি রাজ্য দেন রাম।
তব দোষ ঘুষিবে সংসারে অনুপম॥
এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার।
যেহেতু রাজ্যের আশা নাহিক তোমার॥
যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে।
বরঞ্চ তোমারে সবে পারিত নিন্দিতে॥
তিনি যদি বলে রাজা করেন তোমারে।
ইথে কেন অপযশ গাহিবে সংসারে॥
দেখ দেখি বধ করি প্রহ্লাদ-পিতারে।
নৃসিংহ করিলা বলে রাজা প্রহ্লাদেরে॥
ইথে তার বিগান করয়ে কোন্ জন।
বরঞ্চ করয়ে সবে যশঃ প্রশংসন॥
তেন বধ করি দশাননে শার্ঙ্গপাণি।
রাজ্য দিবে তোমা, তাহে কি দোষ না জানি॥
মিতা যে কহিলা বধিবারে দশাননে।
তাহাতেও কিছু দোষ নাহি লয় মনে॥

শাস্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ যাবতীয় মুনিগণ।
তাঁহারাও দুষ্ট-বধে করে আয়োজন ॥
দেখ বেণ নামে রাজা অধার্ম্মিক ছিল।
মুনিগণ তারে নানামতে শিখাইল ॥
সেহ যবে না শুনিল তাদের বচন।
হুঙ্কারে করিল তারে তাঁহারা নিধন ॥
তুমিও রাবণ-বধে কর আয়োজন।
না হইবে কোনমতে অধর্ম্মভাজন ॥
তাহে পুনঃ হবে ইথে রাম-অবতার।
জন্মিবে রামের প্রীতি সংসারের সার ॥
রাম লাগি যদি কেহ করে পাপকর্ম্ম।
সেহ হয় সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ মহাধর্ম্ম ॥
অতএব সকল সংশয় পরিহরি।
যাহ রাম-নিকটেতে তুমি ত্বরা করি ॥
রামকার্য্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ।
হরিবে সকল দুঃখ, পাবে প্রেমধন ॥
মহেশের মুখে শুনি এতেক বচন।
অতি-আনন্দিত-চিত হৈল বিভীষণ ॥
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন।
গদগদ-ভাষেতে করেন নিবেদন ॥
প্রভু, অনুগ্রহদৃষ্টি-বলেতে তোমার।
সকল সংশয় দূর হইল আমার ॥
জানিতেছি কৃতার্থ যে করিলা আমারে।
আজ্ঞা দাও যাই এবে রাম দেখিবারে ॥
এত কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়া।
প্রদক্ষিণ কৈল তাঁরে ভকতি করিয়া ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত কবিরত্ন ভণে ॥

বিভীষণ সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা

এইরূপে প্রণাম করিয়া পঞ্চাননে।
পরে প্রণমিল শিবা আর বৈশ্রবণে ॥
তবে চারিজন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়া।
চলিল শ্রীরাম-কাছে আনন্দিত হৈয়া ॥
আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ।
সাগরকূলেতে থাকি দেখে কপিগণ ॥
সম্ভ্রমে বানর-সৈন্য করে তোলাপাড়া।
পাদপ পাথর লয়ে সবে হয় খাড়া ॥
মহাবল পরাক্রম দেখিতে ভীষণ।
সবে বলে, মার মার এই ত রাবণ ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বলে, আমি বিভীষণ।
রামের চরণে আমি লভিব শরণ ॥
বলে বিভীষণের সংবাদ দূতগণ।
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রিগণ ॥
সুগ্রীব বলেন, শুন এ নহে উচিত।
ছল করে যদি কিছু করে বিপরীত ॥
জাম্বুবান পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মতি ॥
হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান।
এই বিভীষণ মোরে দিল প্রাণদান ॥
মিত্রতা যদ্যপি হয় রাম-বিভীষণে।
বিভীষণ-সহায়ে সংহারিব সে রাবণে ॥
শ্রীরাম বলেন, শুন সুগ্রীব ভূপতি।
অন্য মত না ভাবিহ বিভীষণ-প্রতি ॥
আপনার দোষ মিত্র না দেখি আপনি।
তোমাতেই মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি ॥
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ।
পরলোকে ইষ্ট যদি না করে পালন ॥
পুরাণের কথা কহি কর অবধান।
শিবি নামে রাজা ছিল ধর্ম্মে অধিষ্ঠান ॥
পলায় কপোত পক্ষী সাচাঁনের ডরে।
ত্রাসেতে পড়িল শিবি নৃপতির ক্রোড়ে ॥
যত্ন করি নরপতি ঘুঘু পক্ষী রাখে।
প্রাচীরে সাচাঁন পক্ষী নৃপতিরে ডাকে ॥

আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার।
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা নহে ব্যবহার॥
রাজা বলে, পক্ষী মম লভিল শরণ।
তোমারে স্বমাংস দিয়া করাব ভোজন॥
সার্চান বলিল, যদি কর পরিত্রাণ।
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান॥
রাজভোগ মাংস তব অতীব সুস্বাদ।
এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ॥
শুনি সার্চানের কথা রাজার উল্লাস।
তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া নিজ গায়ে কাটে মাস॥
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান, সর্ব্ব অঙ্গ কাটে।
ভোজন করায় তারে যত ধরে পেটে॥
বহিয়া শিবির গাত্র রক্ত বহে স্রোতে।
আপন গায়ের রক্তে সিংহাসন তিতে॥
সেই ত পুণ্যেতে রাজা গেল স্বর্গবাস।
শরণাগতেরে না রাখিলে সর্ব্বনাশ॥
বিভীষণ থাক্ যদি আইসে রাবণ।
হইলে শরণাগত করিব পালন॥
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে।
বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে॥
সুগ্রীব রাজার আগে করে সম্ভাষণ।
পরম আনন্দে কোল দিল দুইজন॥
বিভীষণ সুগ্রীব চলিল রাম-স্থানে।
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরামচরণে॥
রাবণের ভাই আমি নাম বিভীষণ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ॥
শ্রীরাম বলেন, বলি শুন বিভীষণ।
মন্ত্রণা করিয়া বুঝি পাঠায় রাবণ॥
শুনিয়া রামের কথা কহে বিভীষণ।
তোমার চরণে মাত্র লইব শরণ॥
ইহা ভিন্ন যদি অন্য দিকে ধায় মন।
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ॥
হইব কলির রাজা, সহস্র তনয়।
এই তিন দিব্য প্রভু করিনু নিশ্চয়॥
তিন দিব্য করিলেক রাক্ষস বিভীষণ।
ওই তিন দিব্য শুনি হাসেন লক্ষ্মণ॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
বহুদিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব কথন॥
এক পুত্র হেতু লোক করে আরাধন।
সহস্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ॥
রাজা হইবার তরে তপ করি মরে।
হেন দিব্য করে রাম তোমার গোচরে॥
শ্রীরাম বলেন, অল্পবুদ্ধি রে লক্ষ্মণ।
বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ॥
এই দিব্যে লক্ষ্মণ আমার পরিতোষ।
কলির ব্রাহ্মণ শুন ভাই তার দোষ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ।
এই-সব পাপে বিপ্র পায় বড় তাপ॥
প্রতিগ্রহ করিবেক উদর-কারণ।
প্রতিগ্রহ মহাপাপ নাহিক তারণ॥
এই-সব পাপে যেবা করে অনাচার।
সে বিপ্রের পাপে সব মজিবে সংসার॥
কলির রাজা প্রজা যদি না করে পালন।
সে পাপে রাজার হয় অকাল মরণ॥
আর-সব দোষ আছে তাহা কব পাছে।
বিভীষণে রাজা করি আগে রাখ কাছে॥
সর্ব্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি।
লঙ্কার রাজত্ব দিই বিভীষণোপরি॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ।
সেই স্থলে বিভীষণে করে অভিষেক॥
শ্রীরামের বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
বিভীষণ রাজা হৈল জগতে ঘোষণ॥
ছত্রদণ্ড দিল তাঁরে স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রাণী-মন্দোদরী॥

সুগ্রীব বলেন, সিন্ধু তরিতে উপায়।
বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসিতে সে জুয়ায়॥
শ্রীরাম বলেন, বিভীষণ বল সার।
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার॥
বিভীষণ বলে, যে সাগর মহীপতি।
সাগর খনিলা, তুমি তাঁহার সন্ততি॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরা সাগর প্রকাশে।
সাগর দিবেন দেখা, থাক উপবাসে॥
সাগরের কূলে শয্যা করিলেন কুশে।
তদুপরি রহিলেন রাম উপবাসে॥
তিন উপবাস গেল না দেখি সাগরে।
কহিলেন লক্ষ্মণেরে ক্রোধিত-অন্তরে॥
আজ আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা।
ধনুর্ব্বাণ আন ভাই কিসের অপেক্ষা॥
অধমে করিলে স্তব নাহি ফল দেখে।
মারিব সাগরে আজি কার বাপে রাখে॥
তিন উপবাস করি তার আরাধনে।
সাগর শুষিব আজি অগ্নিজাল-বাণে॥
আজি সাগরের আমি লইব পরাণ।
অগ্নিজাল বাণ রাম পূরেন সন্ধান॥
অগ্নিবাণ-প্রভাবেতে শুকায় সাগর।
পুড়িয়া মরিল মৎস্য কুম্ভীর মকর॥
চলিল পাতাল সপ্ত সাগরের পাশ।
বাণ দেখি সাগরের লাগিল তরাস॥
ভয় পেয়ে সাগর কাঁপয়ে থর থর।
মাথায় ধবল ছত্র চলিল সত্বর॥
বাণ গিয়া প্রবেশিল শ্রীরামের তূণে।
সাগর পড়িল আসি রামের চরণে॥
এত ক্রোধ মোরে কেন শুন গদাধর।
তব পূর্ব্ব বংশ এই করিল সাগর॥
তুমি মোরে নষ্ট কর এ নহে বিচার।
কোন্ অপরাধ আমি করিনু তোমার॥

শ্রীরাম বলেন, শুন নৃপতি সাগর।
তিন দিন উপবাসী আছি তব পার॥
মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ।
লঙ্কায় যাইব তার উদ্দেশ কারণ॥
বানর কটক সব হইবেক পার।
উপবাস দিয়ে দেখা না পাই তোমার॥
এই হেতু অগ্নিবাণ জলেতে ছাড়িনু।
তুমি না আসাতে আমি সে বাণ মারিনু॥
আড়ে দশ যোজন দীর্ঘে দশগুণ তার।
জল ছাড়ি দেহ বানর হউক পার॥
এত শুনি জোড়হস্তে বলেন সাগর।
মোর জল মিশিয়াছে পাতাল-ভিতর॥
কেমনে হইবে পথ না দেখি উপায়।
এক যুক্তি আছে রাম কহিব তোমায়॥
তোমার কটকে আছে নল বীরবর।
নলের পরশে জলে ভাসয়ে পাথর॥
গাছ-পাথর জোড়া লাগে পরশে তাহার।
জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাম হয়ে যাও পার॥
তোমার কারণে আমি হইব বন্ধন।
পার হয়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবণ॥
আপনা না জান তুমি দেব গদাধর।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি ত ঈশ্বর॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি।
নিদান সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয়॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
তুমি নিরাকার সাকার রূপে তুমি।
তোমার মহিমা-সীমা কি জানিব আমি॥
না জানি ভকতি স্তুতি শুন রঘুবর
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর॥

তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সব খণ্ড বিনাশন॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যা-নন্দন॥
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক কত সংখ্যা নাহি তার॥
বিদায় করহ আমি যাই নিজ স্থান।
এত বলি পদতলে করিল প্রণাম॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড গীত রামায়ণ॥

—

নল কর্ত্তৃক সাগর-বন্ধন

সাগর চলিয়া গেল আপনার স্থান।
নল বলি ডাক দিল দেব-নারায়ণ॥
ধাইয়া আইল নল রাম-বিদ্যমান।
ভূমি লুটি পদতলে করিল প্রণাম॥
শ্রীরাম বলেন, নল, কহি যে তোমারে।
তুমি হেন বীর আছ কটক-ভিতরে॥
সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান।
এত দুঃখ পাই আমি তোমা-বিদ্যমান॥
নল বলে, প্রভু রাম নিবেদন করি।
ক্ষুদ্র বানর আমি, জ্ঞাতিলোকে ডরি॥
বড় বড় বানর আছে বীর-অবতার।
কেমনে তাহার আগে করি অঙ্গীকার॥
যখন ছিলাম আমি জনকের ঘরে।
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে॥
মান সরোবরে ব্রহ্মা ছিপ কুশী ল'য়ে।
সেই স্থানে আসি সন্ধ্যা করেন বসিয়ে॥
ছিপ কুশী রাখি যান সরোবর-তীরে।
তাহা আমি তুলি ল'য়ে ফেলিলাম নীরে॥
নিত্য ছিপ কুশী ব্রহ্মা করেন সৃজন।
আমারে দেখিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন॥
নিত্য মোর ছিপ কুশী ফেলি দিস্ জলে।
সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা মোর প্রতি বলে॥
আমি বর দিব তোরে শুন রে বানর।
তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর॥
গাছ-পাথর জোড়া লাগে তোরই পরশে।
তুই ছুঁলে গাছ-পাথর জলে যেন ভাসে॥
ব্রহ্মার বরেতে আমি বান্ধিব সাগর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর॥
এক মাসে বান্ধি দিব শতেক যোজন।
গাছ-পাথর আনি যোগাউক কপিগণ॥
সাগর বান্ধিতে নল করে অঙ্গীকার।
হরিষ হইল রাজা সুগ্রীব বানর॥
রামজয় বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ।
সাগর বান্ধিতে চলে হরষিত মন॥
শ্রীরামে প্রণাম করি নলবীর চলে।
সাগর বান্ধিতে বীর বৈসে গিয়া জলে॥
আছিল নলের বন সাগরের তীরে।
তাহা ভাঙ্গি ফেলে দিল জলের উপরে॥
তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়া।
উপরে পাথর সব দিল চাপাইয়া॥
প্রস্থে দশ যোজন করয়ে সে বন্ধন।
গাছ-পাথর জোগাইয়া দেয় কপিগণ॥
দীর্ঘে এক যোজন বান্ধিল এক দিনে।
উত্তরে আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে॥
বসিলেন নলবীর জাঙ্গাল-উপরে।
পর্ব্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে॥
মুদ্গরের বাড়ি পড়ে মহাশব্দ শুনি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে বানর রামজয় ধ্বনি॥
পর্ব্বত আনিয়া যোগায় পবননন্দন।
নলবীর বসি করে সাগর বন্ধন॥
দশ যোজন সাগর যে হইল বন্ধন।
কৃত্তিবাস গাইলেন গীত রামায়ণ॥

নলের উপর হনুমানের ক্রোধ ও শ্রীরামকর্ত্তৃক সান্ত্বনা

সাগর বান্ধয়ে নল, হনুমান মহাবল
আনি দেয় শিলা বৃক্ষচয়।
জাঙ্গালের দুই ভিতে সুন্দর পাথর গাঁথে,
কপিগণ আনন্দে নাচয়॥

জাঙ্গালের মাঝে মাঝে রজত পাথর সাজে,
নল করে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
গঠিছে আওয়াস ঘর, থাকিবেন রঘুবর,
হেনমতে গঠে স্থানে স্থান॥

মাথায় পর্ব্বত ল'য়ে হনুমান দেয় বয়ে
বাম হাতে ধরে বীর নল।
মহাক্রোধ হনুমান পর্ব্বত আনিতে যান,
বুঝি বেটা কত ধরে বল॥

ধায় বীর মনোদুঃখে, চলিল উত্তর মুখে
যথা গিরি সে গন্ধমাদন।
দেখি পর্ব্বতের চূড়া লাথি মারি করে গুঁড়া,
লোমে লোমে করয়ে বন্ধন॥

দুই হাতে দুই গিরি লইয়া মস্তকোপরি
অমনি পবনবেগে ধায়।
যায় বীর মহাতেজে, এক গিরি বান্ধি লেজে,
শূন্যের উপরি চলি যায়॥

রবির কিরণ নাই, অন্ধকার সর্ব্ব ঠাঁই,
চমকিয়া চাহে বীর নল।
ক্রোধে আইসে হনুমান, নলের উড়িল প্রাণ,
উঠিয়া পলায় মহাবল॥

শ্রীরামের কাছে গিয়া ভূমি লুটি প্রণমিয়া,
বন্দিয়া কহেন জোড়হাত।
হনুমান আনে গিরি, বাম হাতে আমি ধরি,
কর্ম্মীর স্বভাব রঘুনাথ॥

ক্রোধ করি মোর তরে আইসে পবনভরে
পর্ব্বত লইয়া বহুতর।
কুপিয়াছে হনুমান, লইবে আমার প্রাণ,
উদ্ধার করহ রঘুবর॥

নলের ক্রন্দন শুনি, দুঃখ হৈল রঘুমণি,
পথমাঝে দাণ্ডাইল গিয়া।
রামের উপর দিয়া যাইবারে না পারিয়া
চলে বীর ভূমেতে নামিয়া॥

কহিছেন প্রভু রাম, শুন বীর হনুমান,
নলে ক্রোধ কর কি কারণ।
হনুমান কহে বাণী জোড় করি দুই পাণি,
শুন রাম কমললোচন॥

করি আমি প্রাণপণ আনিতে পর্ব্বতগণ,
বাম হাতে নল তাহা ধরে।
এই হেতু ক্রোধ করি আনিনু অনেক গিরি
চাপা দিতে এ নল বানরে॥

এত শুনি কহে রাম, ত্যাজ বাপু অভিমান,
কর্ম্মীর স্বভাব এই কাজ।
বাম হাত আগে চলে, ক্রোধ না করিহ নলে,
তোমারে নাহিক ইথে লাজ॥

শুন বাছা হনুমান, মোর কার্য্যে দেহ মন,
নল বীরে কর প্রীতি মনে।
নলের ধরিয়া হাত কহিছেন রঘুনাথ,
সমর্পিয়া দিনু হনুমানে॥

কোলাকুলি দুইজন, হয়ে হরষিত মন,
জাঙ্গালে উঠিল গিয়া নল।
কৃত্তিবাস কহে রাম, জপিব তোমার নাম,
এই ভক্তি হউক অচল॥

—

বানরসহ শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ

যে পর্ব্বত এনেছিল পবন-নন্দন।
দশ যোজন তাহাতে যে হইল বন্ধন॥

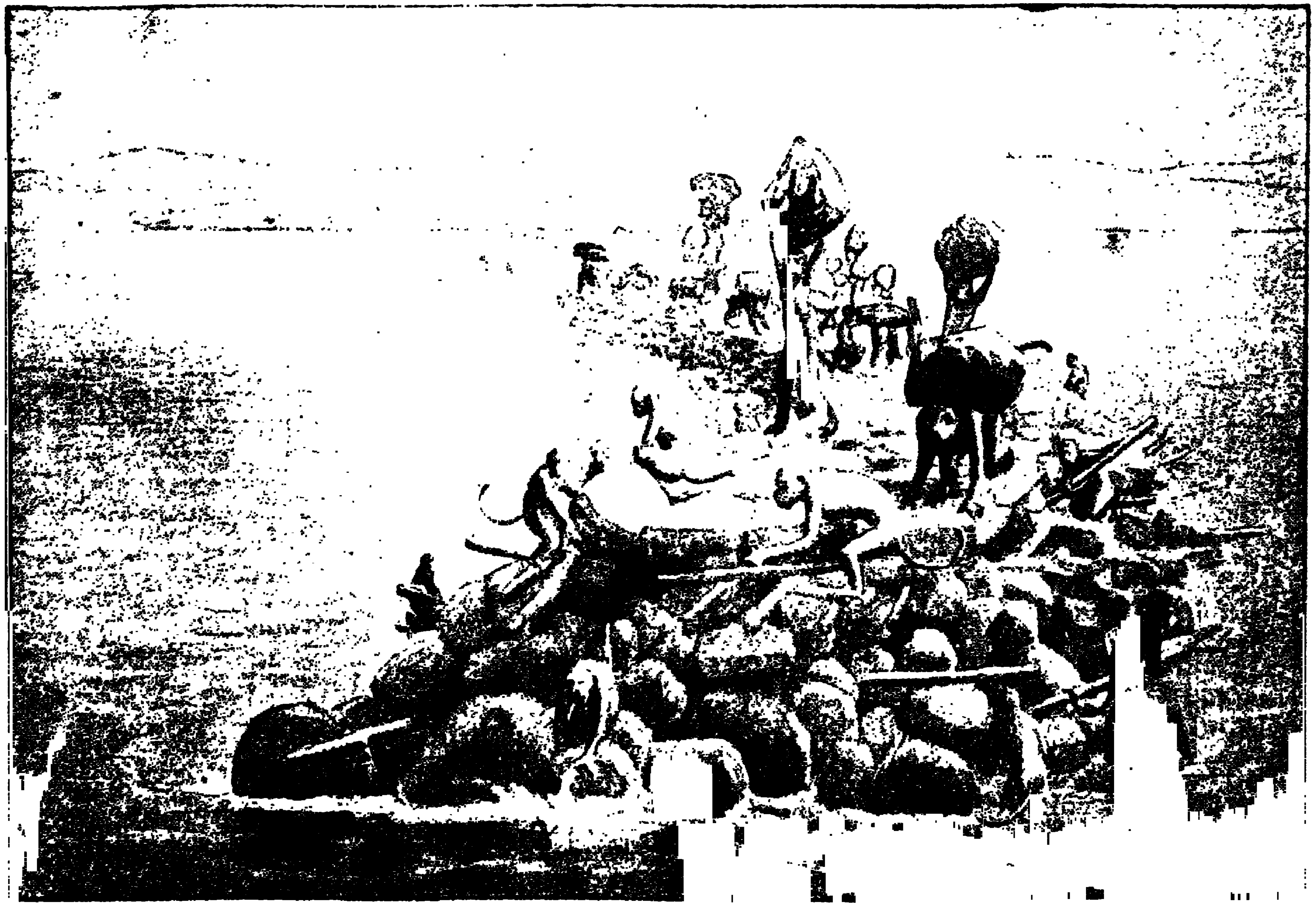

বানরগণ-কর্ত্তৃক সমুদ্র বন্ধন

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

কুড়ি যোজন বান্ধা গেল অলঙ্ঘ্য সাগর।
আসিয়া দেখিয়া যায় যত নিশাচর॥
কাষ্ঠবিড়াল সব আইল তথাকারে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে॥
অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।
ফাঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে॥
যাতায়াত করে সদা বীর হনুমান।
বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টান॥
কান্দিয়া কহিল সব রামের গোচর।
মারিয়া পাড়য়ে প্রভু পবনকোঙর॥
হনুমানে ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম।
কাষ্ঠবিড়ালের কেন কর অপমান॥
যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর।
শুনিয়া লজ্জিত হইল পবনকোঙর॥
সদয়হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ।
কাষ্ঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বুলাইল হাত॥
চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল-উপর।
হনুমান বলে শুন সকল বানর॥
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছু না বলিবে।
সাবধান হ'য়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন।
কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সত্তরি যোজন॥
লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া বীর হনুমান।
প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান খান॥
বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর।
নবতি যোজন বান্ধে প্রবল সাগর॥
লাফ দিয়া যায় তায় কপি জোড়া জোড়া।
লঙ্কার ভাঙ্গিয়া আনে দেউলের চূড়া॥
আড়ে-ওড়ে থাকিয়া রাক্ষস দেয় উঁকি।
মালসাট মারে কপি দেখায় ভাব্‌কি॥
আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধন।
এক মাসে বান্ধা গেল শতেক যোজন॥

উত্তর-জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিণ কূলে।
রামজয় বলিয়া বানর সব বুলে॥
জাঙ্গাল বান্ধিল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
সকল দেবতা করে পুষ্প-বরিষণ॥
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি নলবীর চলে।
প্রণাম করিল গিয়া রামপদতলে॥
ভূমি লুটি ঘন ঘন করি প্রণিপাত।
জোড়হস্ত করি বলে শুন রঘুনাথ॥
জাঙ্গাল সমাপ্ত করি বান্ধিনু সকল।
রক্ষক রহিল হনুমান মহাবল॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইল রঘুনাথ।
নলে আশীর্ব্বাদ করি পৃষ্ঠে দেন হাত॥
ধন নাই নল কিবা করিব প্রসাদ।
এখন লহ রে বাপু মোর আশীর্ব্বাদ॥
সীতার উদ্ধার করি যাব অযোধ্যায়।
অমূল্য রতন নানা দিব হে তোমায়॥
নল বলে, তাহে কার্য্য নাহি নারায়ণ।
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত দেহ অমূল্য রতন॥
কমলা যাঁহার সদা করেন সেবন।
যাঁহা লাগি যোগী হৈল দেব পঞ্চানন॥
মোর শিরে দেহ রাম চরণ তোমার।
ইহা হৈতে অমূল্য রতন নাহি আর॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট রাম কমললোচন।
নলের মাথায় দেন দক্ষিণ-চরণ॥
প্রসাদ লইল নল ভূমি লোটাইয়া।
রামজয় বলি সবে বেড়ায় নাচিয়া॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র কপিরাজ।
জাঙ্গাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ॥
রামজয় বলি উঠে সূর্য্যের নন্দন।
আগে আগে চলিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীব চলিল আর রাজা বিভীষণ।
অঙ্গদ চলিল সঙ্গে যত বীরগণ॥

চিত্র-বিচিত্র দেখি জাঙ্গাল-বন্ধন।
ধন্য ধন্য নল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন॥
দেবতা অসুর নাগ দেখি চমৎকার।
হেন বুঝি সাগর পরিল গলে হার॥
শ্রীরাম বলেন নল শুনহ বিশেষ।
দেউল গঠিয়া দেহ পূজিতে মহেশ॥
এত শুনি নল বীর হইয়া সত্বর।
দেউল গঠিল সেই জাঙ্গাল-উপর॥
পর্ব্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন।
চিত্র-বিচিত্র করে দেউল গঠন॥
শ্বেতবর্ণ শিব গঠি তাহার ভিতর।
নল জানাইল গিয়া রামের গোচর॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবনকুমার।
শ্বেতপদ্ম সহস্র আনিয়া দেহ আর॥
এত শুনি চলে বীর পবননন্দন।
কৈলাসেতে যথা কুবেরের পদ্মবন॥
তাহার মধ্যেতে আছে এক সরোবর।
ফুটিয়াছে পুষ্প-সব জলের উপর॥
সহস্রেক পদ্ম তুলি পবননন্দন।
আনিয়া দিলেন বীর যথা নারায়ণ॥
শিবপূজা করিতে বসিলা ভগবান।
কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈলা অধিষ্ঠান॥
শ্রীরামের দুই হাত ধরি ত্রিলোচন।
হরিষে উভয়ে করে প্রেম-আলিঙ্গন॥
মহেশ বলেন প্রভু পূজা কর কার।
রাম তুমি ইষ্টদেব হও যে আমার॥
শ্রীরাম বলেন তুমি মোর ইষ্ট হও।
রাবণ বধিতে তুমি পুষ্প জল লও॥
শিব বলেন মোর সেবক দশানন।
সীতা চুরি কৈল, তার হউক মরণ॥
তোমার বাণেতে হবে সবংশে সংহার।
বড় প্রিয় সেবক আছিল লঙ্কেশ্বর॥
না চিনিল ইষ্টদেব প্রভু রঘুবর।
আপন মরণ সেই কৈল সারোদ্ধার॥
আয়ুশেষ হৈল ধরি জানকীর চুলে।
শাপ দিল সীতা তারে মনের আকুলে॥
এই হেতু হবে তার সবংশে সংহার।
শীঘ্র চলি যাহ রাম সাগরের পার॥
এত বলি দুইজনে করিয়া প্রণাম।
কৈলাসে গেলেন শিব বলি রামনাম॥
শ্রীরাম চলিলা তবে সহিত লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ॥
দক্ষিণ চাপিয়া চলে মন্ত্রী জাম্বুবান।
আগে আগে ধাইয়া চলিল হনুমান॥
চলিল অঙ্গদ বীর ল'য়ে সেনাগণ।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জ্জন॥
রামজয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ॥
রাবণেরে কহে গিয়া যত নিশাচর।
আইলা শ্রীরাম পার হইয়া সাগর॥
শুনিয়া রাবণ রাজা চারিদিকে চায়।
ভস্মলোচনেরে দেখি আজ্ঞা দিল তায়॥
শ্রীরাম আইসে লঙ্কা বানর লইয়া।
বানরগুলা ভস্ম করি দেহ উড়াইয়া॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্বর।
চক্ষে ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর॥
চর্ম্মে ঢাকা রথখানা আইসে ধাইয়া।
জাঙ্গাল-উপরে রথ লাগিল আসিয়া॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি করি নিবেদন।
যুঝিবার তরে আইল এ ভস্মলোচন॥
ঘুচায়ে চর্ম্মের ঠুলি যার পানে চাবে।
চক্ষেতে দেখিবামাত্র ভস্ম হ'য়ে যাবে॥
শ্রীরাম বলেন মিতা বলহ উপায়।
কেমনে বানরগণ ইথে রক্ষা পায়॥

এত শুনি বলিতেছে রাক্ষস বিভীষণ।
ধনুকের গুণে রাম জুড়হ দর্পণ ॥
দর্পণে দেখিতে পাবে আপনার মুখ।
আপনি হইবে ভস্ম দেখহ কৌতুক ॥
এত শুনি রঘুনাথ আনন্দিত-মন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে কোটি কোটি সৃজিল দর্পণ ॥
রথ আগুলিয়া তার রহিল দর্পণে।
ঘুচায়ে চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে ॥
আপনার মুখ দেখে দর্পণ-ভিতর।
ভস্ম হ'য়ে উড়ে গেল সেই নিশাচর ॥
দেখিয়া রাক্ষসগণে মনে লাগে ভয়।
হইল প্রথম রণে শ্রীরামের জয় ॥
পার হ'য়ে লঙ্কায় উঠিল নারায়ণ।
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ ॥
দূরে ছিল সীতাদেবী দূরে ছিল রাম।
দুইজনে আসিয়া হইল একস্থান ॥
পোহাতে রয়েছে রাত্রি প্রহরেক দেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরী কৈল বেড় ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন।
সুন্দরাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

—

গ্রন্থকারের প্রার্থনা

তোমার চরণে এই নিবেদন রাম।
ধন পুত্র লক্ষ্মী দিয়া পূর মনস্কাম ॥
ইহা বিনা কিছু মম নাহি প্রয়োজন।
মনের মানসে পূর্ণ কর নারায়ণ ॥
তব পদে ভক্তি সদা মাগি এই বর।
মরণে চরণ দিও রাম গদাধর ॥
এ সাহায্য কর রাম দয়াল ঠাকুর।
পাপে মুক্ত করি মোরে লবে নিজপুর ॥
রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
কৃপা কর রামচন্দ্র লইনু শরণ ॥
তোমা বিনা অকিঞ্চন নাহি চাহে আর।
চরমে ও-পদে মতি রেখহে আমার ॥
এই নিবেদন মোর শুন নারায়ণ।
গঙ্গাজলে রাম ব'লে ত্যজিব পরাণ ॥

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

—:*:—

লঙ্কাকাণ্ড

শুক সারণ কর্ত্তৃক সৈন্যাদি দর্শন ও রাবণের নিকট তাহার বার্ত্তা কথন

আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম, বিবাহ সীতার।
অযোধ্যাতে বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব-মিলন॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগর-বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ॥
এই সপ্তকাণ্ড সুধাভাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন॥
বান্ধা গেল সাগর, কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার॥
ফাঁফর হইল রাজা গাণ মনে মনে।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে॥
শুন শুক সারণ তোমরা বুদ্ধিমান।
চর্চ্চ গিয়া রামের কটক সপ্রমাণ॥
পাথরেতে বান্ধা গেল সাগর গভীর।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ বীর॥
ভালমতে জান বিভীষণের যে মতি।
একে একে জান সব যোদ্ধা সেনাপতি॥
বল বুদ্ধি জান সব রামের মন্ত্রণা।
প্রথমে জানিহ সব প্রধান যে জনা॥
রামের সহিত থাকে কোন্ মহাবীর।
লঙ্কায় আসিয়া কেবা রণে হবে স্থির॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজপ্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে॥
কপিরূপে সান্ধাইল বানর-ভিতর।
লেখা জোখা নাই যত দেখিল বানর॥
কত পার হৈল, কত হৈতে আছে পার।
লিখিবার শক্তি কার, দেখিতে অপার॥
কটক চর্চ্চিয়া ভ্রমে চর দুই জন।
দূরে থাকি দেখে তাহা মিত্র বিভীষণ॥
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস ভাল জানে।
বিভীষণ দুই চরে চিনে সেই ক্ষণে॥
ঘরের সেবক বলি না করিল আস্থা।
বানর হাতাইয়া কৈল পঞ্চম অবস্থা॥
আপনারে প্রত্যয়িত জানাবার তরে।
রথ হইতে নামিয়া সে দুই চরে ধরে॥
বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া।
দূরে থাকি সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া॥
শালগাছ উপাড়িয়া আনে আচম্বিতে।
মহাকোপে ধায় বীর রাক্ষসের ভিতে॥
এড়িলেক শালগাছ মেঘের সমান।
রাক্ষসের বাণে গাছ হৈল খান খান॥
আর গাছ আনে তার দশ ক্রোশ গোড়া।
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুঁড়া॥

পড়িল সারথি ঘোড়া নাহিক দোসর।
গদা হাতে দুই জন যুঝে ঘোরতর॥
বাণের উপরে করে বাণ বরিষণ।
গদার বাঁড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন॥
গদার বাড়িতে সব করে চুরমার।
সুগ্রীব বলে, গর্ব্ব করিস্ কি গদার॥
মার দেখি গদা, বুক পেতে দিনু তোরে।
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেই যমঘরে॥
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক।
মার দেখি গদা, সবে দেখুক কৌতুক॥
পাতিয়া দিলেন বুক সুগ্রীব ভূপতি।
গদা মারে শুক আর সারণ দুর্ম্মতি॥
বজ্রসম বুক তার বজ্রেতে নির্ম্মাণ।
তাহাতে লাগিয়া গদা হৈল খান খান॥
গদা মারি দুই জন হইল ফাঁফর।
দুই চর বান্ধি নিল রামের গোচর॥
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
ডানদিকে মিত্র তাঁর সুগ্রীব-বানর॥
বামদিকে উপবিষ্ট অনুজ লক্ষ্মণ।
জোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ॥
হেনকালে দুই চর ধেয়ে আগুসরে।
প্রণাম করিল সবে রাজ-ব্যবহারে॥
ভয়েতে ছাড়িল তারা জীবনের আশ।
কহিতে লাগিলা কিছু গদগদ ভাষ॥
কটক চর্চ্চিতে মোরে পাঠায় রাবণে।
কে জানে এমন দায় ঘটিবে এখানে॥
লুকাইয়া পশিয়া হইলাম বিদিত।
বুঝিয়া করহ প্রভু যে হয় উচিত॥
শুনিয়া চরের কথা শ্রীরামের হাস।
উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস॥
বিভীষণ ধরিলেক কাটিবার মনে।
বারণ করেন রাম তারে সেইক্ষণে॥
ক্ষান্ত হও, চর-হত্যা নহে রাজধর্ম্ম।
সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন্ কর্ম্ম॥
গোপনে আইলে চর, ভ্রমে সর্ব্ব স্থানে।
দুই চারি কথা এই বলিহ রাবণে॥
হরিয়া আনিল সীতা মম অগোচরে।
সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

ত্রিভুবন সে জিনিয়া, সুন্দরী সব আনিয়া,
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজে।
তা সবার প্রাণনাথ ডরে নাহি বহে বাট,
অনাথ হইয়া তায় ভজে॥
সীতার সে শাপানলে, আমার এ কোপানলে,
রাবণের নাহিক নিস্তার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ, এ কনক লঙ্কাখান
পুড়িয়া হইল ছারখার॥
রাজা হ'য়ে চর মারে অপযশ এ সংসারে,
কহ গিয়া তোর লঙ্কেশ্বরে।
দেখুক সে দশস্কন্ধ সাগরেতে সেতুবন্ধ,
লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে॥
কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খণ্ড,
মার্ত্তণ্ড ধরিতে পারে বলে।
সাগর না সহে টান, রণে নাহি পরিত্রাণ,
হনুমান বধিবে সকলে॥

—

শুক ও সারণের কটক চর্চ্চিয়া গমন

শূন্যঘরে সীতা হ'রে আনিল আমার।
ভয়ে পলাইয়া গেল সাগরের পার॥
সেই ত সাগর আমি হইলাম পার।
জিজ্ঞাস রাবণ রাজা কি বলিবে আর॥
শুনিয়াছ খর-দূষণের যে প্রকার।
প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তোমার॥

যে-সে প্রকারেতে আজি পোহাউক রাতি।
এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥
দিয়া রাজপ্রসাদ পাঠান রাম চর।
রাবণেরে ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর ॥
দাণ্ডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ।
উর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন উর্দ্ধশ্বাস ॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু কটক-ভিতরে।
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥
বিভীষণ ধরি নিল কাটিবার মনে।
প্রাণদান করিলেন রাম নিজগুণে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ কপিরাজে।
দেখিলাম চারিজনে আনন্দে বিরাজে ॥
রামের যেমন ধনু শর তুল্য তারি।
আছুক অন্যের কাজ একা রামে নারি ॥
ভুবন সহায়ে যদি অষ্টলোকপাল।
তবু জিনিবারে নারে বিক্রমে বিশাল ॥
শতেক যোজন সেতু হইল সাগরে।
বান্ধিল যোজন শত বৃক্ষ ও পাথরে ॥
উত্তর কূলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে।
পার হৈল রামসৈন্য যুঝিবার মনে ॥
পালে পালে কপিগণ পর্ব্বত-আকার।
দেখিয়া ডরাই যেন মহাঅন্ধকার ॥
কেহ বা পিঙ্গলবর্ণ, কেহ বা শ্যামল।
রক্তবর্ণ কেহ, কেহ বরণ-উজ্জ্বল ॥
উভে পরিমাণ দেখি পর্ব্বত-সমান।
রণে প্রবেশিতে চাহে কিন্তু কাঁপে প্রাণ ॥
এক চাপ করি সেনা যায় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে।
ওর নাই পাই যত চাহি একদৃষ্টে ॥
গণিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা।
দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকাশের তারা ॥
নির্ণয় করিতে পারি সাগরের পানি।
তথাপি বানরসৈন্য নিশ্চয় না জানি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি ॥

—

শুক ও সারণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা ও কটকের কথা

হইল শুকের বাক্য যদি অবসান।
সারণ বলিছে দশানন-বিদ্যমান ॥
আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কি না হয় ॥
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময়।
চর সহ উঠিল রাবণ দুরাশয় ॥
চতুর্দ্দিক জল স্থল ব্যাপিত বানর।
দেখিয়া রাবণরাজা সভয়-অন্তর ॥
সহস্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর।
তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর ॥
বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন।
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ ॥
বানর সহস্রকোটি যাহার সংহতি।
ঐ দেখ নীলবর্ণ নীল-সেনাপতি ॥
নীল সেনাপতি সে হেলায় যদি নড়ে।
দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্যে আড়ে জোড়ে ॥
বানর সত্তরি কোটি যার পাছে লাগে।
সুগ্রীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে ॥
বিশ কোটি কপিসহ ওই সে গবাক্ষ।
ত্রিশকোটি বানরেতে দেখহ ধূম্রাক্ষ ॥
সম্পাতি বানর দেখ গৌর বর্ণ ধরে।
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে ॥
হিঙ্গুলি পর্ব্বতের হিঙ্গুলি যেন অঙ্গ।
পঞ্চাশৎ কোটি কপি সঙ্গে স্বরভঙ্গ ॥
মলয় পর্ব্বতের বানর বর্ণে গেরি।
সহিত সত্তরি কোটি দেখহ কেশরী ॥

শরভের বানর সহস্রকোটি সহ।
রণেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ॥
সম্পাতি বানর ঐ হেলায় যদি নড়ে।
শরীর যোজন দশ তার আড়ে জোড়ে॥
একাদশ কোটিতে বানর মহাপতি।
সহস্র কোটিতে ঐ কুমুদ সেনাপতি॥
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী।
যাহার চলনেতে গগনে উড়ে ধূলি॥
দেখ ধূম ধূমাক্ষ রাজার দুই শ্যালা।
বানর কটক মধ্যে যেন মেঘমালা॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণনন্দন।
আশী কোটি বীর দুই ভায়ের ভিড়ন॥
ভল্লুক কটক দেখ মন্ত্রী জাম্বুবান।
আশী কোটি বানরেতে দেখ হনুমান॥
দেখ গয় গবাক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন।
পঞ্চাশৎ কোটি দুই ভায়ের ভিড়ন॥
বৈদ্যরাজ সুষেণ ঐ রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ বীর যাহার প্রচুর॥
দেখহ সুগ্রীব রাজা বানরাধিপতি।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে যাহার সংহতি॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালমত।
তার ভাই সুগ্রীব লঙ্কাতে উপগত॥
নলবীর দেখ বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
যে বান্ধিল পারাবার শতেক যোজন॥
গাছ-পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এই মাত্র হেতু॥
যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার।
কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার॥
রামের বানর-সংখ্যা কি কব কাহিনী।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি॥
শত কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়।
শত কোটি মহাবৃন্দে অর্ব্বুদ নিশ্চয়॥
শত কোটি অর্ব্বুদে মহার্ব্বুদ লেখা।
শত কোটি মহার্ব্বুদে এক খর্ব্ব শিক্ষা॥
শত কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব হয়।
শত কোটি মহাখর্ব্বে শঙ্খ যে নিশ্চয়॥
শত কোটি শঙ্খে এক মহাশঙ্খ জানি।
শত কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম গণি॥
শত কোটি পদ্মে হয় মহাপদ্মদল।
শত কোটি মহাপদ্মদলেতে সাগর॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী॥
শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর॥
হেথা বিভীষণ বলে শ্রীরাম-গোচর।
হের রাজা দশাননে প্রাচীর-উপর॥
ঝাট বাণ মারি তুমি কাটহ সত্বর।
ঘুচুক মনের দুঃখ জুড়াক অন্তর॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান।
তাহা দেখি সত্বরে পলায় দশানন॥
শুক সারণ বলে, ছাড় জীবনের আশ।
কটকের চাপ দেখি লাগয়ে তরাস॥
জীবনের বাসনা যদ্যপি থাকে মনে।
সীতা দেহ রামেরে রাবণ এইক্ষণে॥
সীতা দিয়া রামেরে না কর যদি প্রীত।
শ্রীরামের হাতে রাজা মরিবে নিশ্চিত॥
গরুড় পাইলে সর্প গিলে যতক্ষণে।
অব্যাহতি নাহি তব শ্রীরামের বাণে॥
শুক আর সারণ কহিল এইরূপ।
কোপে দুই চরে ভর্ৎসে দশানন ভূপ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া নারায়ণে।
লঙ্কাকাণ্ড গীত গাইলেন রামায়ণে॥

শুক-সারণের প্রতি রাবণের কোপ

কোপে কহে লঙ্কেশ্বর, মৃত্যুরে নাহিক ডর,
শত্রুর প্রশংসা বারে বারে।
কি ছার মিছার নর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
সদা খাটে আমার দুয়ারে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, দেবতা গন্ধর্ব্বগণে,
যক্ষ কি কিন্নর বিদ্যাধর।
কম্পিত আমার ডরে, কি ভয় বানর নরে,
কি বলিলি হীনবুদ্ধি চর॥
কপি দেখ লক্ষ লক্ষ, রাক্ষস জাতির ভক্ষ্য,
তারে ভয় করি কি কারণে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে, বলে সমতুল্য নহে,
ইঙ্গিতে বধিব এক বাণে॥
কুপিলে কুমারভাগে, কে আসি যুঝিবে আগে,
ভয় কর মানুষ বানরে।
কৃত্তিবাস রচে গীত, দশানন ক্রোধান্বিত,
বারে বারে ভর্ৎসে দুই চরে॥

কটক চর্চ্চিতে শার্দ্দূলের গমন

পরসৈন্য চর্চ্চিতে পাঠাইলাম তোরে।
পরের বড়াই করিস্ আমার গোচরে॥
যাহার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে।
মারিতে আইসে বৈরী তার গুণ বন্দে॥
পূর্ব্বে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে।
আজি কোপ এড়াইলি সেই সে কারণে॥
দূর বেটা চর আর না কর বাখান।
আপনার দোষে পাছে হারাস পরাণ॥
এত যদি দশানন বলিলেন রোষে।
প্রাণ লইয়া পলায় সারণ শুক ত্রাসে॥
জোর হাত করি বলে বীর মহোদর।
যে না জানে কিছুই পাঠাও হেন চর॥
কহিতে না জানে কথা সভা বিদ্যমানে।
হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে॥
রাবণ ডাকিয়া আনে শার্দ্দূল রাক্ষসে।
পঞ্চজন সঙ্গে সে আইল তার পাশে॥
পঞ্চজন মধ্যে তার শার্দ্দূল প্রধান।
দশানন দিল তার হাতে গুয়া পাণ॥
কোন্‌খানে রামসৈন্য পোহায় রজনী।
কোন্ বাটে কপিগণ করিল উঠানি॥
চরের প্রসাদে রাজা সর্ব্ব বার্ত্তা জানে।
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে॥
লক্ষ্মণ সুগ্রীব রামে জান ভালমতে।
পরচক্র জানিয়া সে আইস ত্বরিতে॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
গত মাত্র ঠেকিলেক বিভীষণ-হাতে।
বিভীষণ বলে, কোথা গেলি রে বানর।
হেথা আসিয়াছে দেখ রাবণের চর॥
সেই বাক্যে বানর চরের চুল ধরে।
চারিদিকে বেড়িয়া তাহারে কীল মারে॥
পরের সেবক বলি খুন না করিল।
বানর হাতাইয়া কষ্ট পুনঃ পুনঃ দিল॥
আপন প্রত্যয় রামে জানাবার তরে।
পঞ্চ চর লইয়া গেল রামের গোচরে॥
দাণ্ডাইতে নারে চর, নাহি নাড়ে পাশ।
উর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন উর্দ্ধশ্বাস॥
চর্চ্চিতে তোমার সৈন্য পাঠায় রাবণে।
বিভীষণ ধরে প্রভু কাটিবার মনে॥
শ্রীরাম বলেন, আমি চর নাহি মারি।
রাবণে বলিহ মোর কথা দুই-চারি॥
সর্ব্বদা পাঠাও চর কোন্ প্রয়োজনে।
তোমায় আমায় দেখা হইবেক রণে॥
আপনি দেখিবা এই কটক দুর্ব্বার।
কিমতে রাবণ তুমি পাইবা নিস্তার॥

কিমতে রাবণ তোরে করি খণ্ড খণ্ড।
বিভীষণ-উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥
আমার বিক্রম ঘুষিবেক ত্রিভুবনে।
রাবণে মারিয়া রাজা করি বিভীষণে ॥
প্রসাদ পাইয়া চর বিদায় হইল।
লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল ॥
দাণ্ডাইতে নারে চর, পড়ে আশপাশ।
উর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস ॥
তোমার আজ্ঞায় গেনু সৈন্য চর্চ্চিবারে।
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥
রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেনু রামের গোচরে।
রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে ॥
কহিল সারণ-শুক সৈন্য যতোধিক।
দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক ॥
কি কব রামের রূপ অতি সে সুঠাম।
জ্ঞান হয় দেখিলে মানুষ নহে রাম ॥
প্রকাণ্ড পুরুষ রাম সুদৃশ্য শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর ॥
সুদীর্ঘ নাসিকা তাঁর শ্রীগণ্ড কপাল।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল ॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর ॥
আকার-প্রকার তাঁর হেরি হয় জ্ঞান।
ত্রিভুবনে বীর নাই রামের সমান ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম গুণের সদন।
বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয়-জ্বলন ॥
না মারেন রাম তারে যার নম্র বাণী।
যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি ॥
আছুক অন্যের কাজ দেবে যারে নারে।
রাক্ষস হাজার দশ একা রাম মারে ॥
পাত্রমিত্র বুঝায় না লয় তব চিতে।
বিধির নির্ব্বন্ধ বুঝি হৈল বিপরীতে ॥

পাঁচালী প্রবন্ধে গীত কৃত্তিবাস গায়।
সীতা লাগি রাবণ মরিল হায় হায় ॥

—

শ্রীরামের মাহাত্ম্য বর্ণন

শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ॥
রামনাম জপ ভাই, অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রামনাম বিনা মিছে ॥
মৃত্যুকালে যেই নর রাম বলে ডাকে।
বিমানে চড়িয়া সেই যায় দেবলোকে ॥
শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা ॥
পাপী জন মুক্ত হয় বাল্মীকির গুণে।
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
রামনাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা ॥
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা।
বনের বানর বন্দী, জলে ভাসে শিলা ॥
রামজন্মপূর্ব্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥
রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম-পদ তরী ॥
চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ।
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥
শ্রীরাম-নামের গুণে কি দিব তুলনা।
পাষাণ মনুষ্য হয়, নৌকা হয় সোনা ॥
রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা ॥
শ্রীরাম স্মরণে যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥
রামনাম বল ভাই এই বার বার।
ভেবে দেখ রাম-বিনা গতি নাহি আর ॥

করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে॥
এমন রামের গুণ কি দিব তুলনা।
পাদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা॥
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লৈয়া গেলা দূরে॥
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে।
কড়ি-বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে॥
ধ্যান-পূজা তন্ত্র-মন্ত্র জ্ঞান নাহি যার।
তবে জানি রাম তুমি যদি কর পার॥
যোগ-যাগ তন্ত্র-মন্ত্র যেই জন জানে।
তুমি কি তরাবে তারে, তরে নিজগুণে॥
মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে॥
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে॥
কারে ভাঙ্গ কারে গড় এই তব কাজ।
কারো মুণ্ডে ছত্রদণ্ড কারো মুণ্ডে বাজ॥
কারো দাও শত পুত্র অমর করিয়া।
কারে দিয়া এক পুত্র লও হে হরিয়া॥
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হৈয়া ঝাড়॥
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
হাকিমে হুকুম দাও, পেয়াদা হয়ে মার॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিত-পাবন নাম কি গুণে ধরিবে॥
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব দেব পারে।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে॥
অহল্যা পাষাণ হয়েছিল দৈবদোষে।
মুক্তিপদ পায় তব চরণ-পরশে॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি।
তরিবারে দুটি পদ করেছ তরণী॥
যদি মোরে ছাড় প্রভু আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব॥
রাম-নদী বহি যায় দেখহ নয়নে।
তাহে গিয়া স্নান কর, কূলে বসি কেনে॥
হেদেরে পামর লোক পার হবে যদি।
মন ভরি পান করে বয়ে যাও নদী॥
মৃত্যুকালে যেই জন রাম বলি ডাকে।
সেই স্বর্গে যায়, যম দাণ্ডাইয়া দেখে॥
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি॥

—

মায়ামুণ্ড দর্শন

শার্দ্দিল বলিছে রাজা কর অবধান।
রামের বিক্রম-কথা শুন বিদ্যমান॥
খর আর দূষণ ত্রিশিরা তিন জন।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের মিলন॥
একে একে সংহারিলা একা রঘুনাথ।
কেমনে দাঁড়াবে রণে তাঁহার সাক্ষাৎ॥
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি।
বুঝিয়া করহ কার্য্য লঙ্কা-অধিকারী॥
শুক আর সারণ কহিল তব হিত।
অপমান করিলে তাদেরে যথোচিত॥
আপনি সুবুদ্ধি রাজা বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত॥
শার্দ্দূলের কথাতে রাবণ রাজা হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে॥
বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক রতন।
পঞ্চশব্দ বাদ্য দিল রাজার বাজন॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল হার ও কেয়ূর।
নানা রত্ন মণি দিল চরণে নূপুর॥
চরের বচন যেই হৈল অবসান।
অন্তরে হইল চিন্তা, উড়িল পরান॥

দশানন পাত্র-মিত্রে দিলেন মেলানি।
বিদ্যুৎজিহ্ব নিশাচরে ডাকিল তখনি ॥
তোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্ব মায়ার সাগর।
তুমি ত অলঙ্ঘ্য পাত্র লঙ্কার ভিতর ॥
মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ-আশে।
অদ্যাপি না হয় সুখ হইবে কি শেষে ॥
এতদিনে সীতা না হইল অনুগতা।
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরষিতা ॥
পাত্রকার্য্য কর মোর কুলাও আরতি।
রামের ধনুক মুণ্ড করহ সম্প্রতি ॥
ধনু মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ত্রাস।
স্বামী দেবরের তরে হউক নৈরাশ ॥
এত যদি বিদ্যুৎজিহ্ব রাজ-আজ্ঞা পায়।
রামের ধনুক মুণ্ড গঠিবারে যায় ॥
বসিল বিদ্যুৎজিহ্ব করিয়া ধেয়ান।
গুরুর চরণ বন্দি জোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান ॥
বসিল বিদ্যুৎজিহ্ব ধ্যান নাহি টুটে।
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে ধনুক মুণ্ড উঠে ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ সেই ধনুকের গুণে।
কুণ্ডল নির্ম্মিত রত্ন শোভয় শ্রবণে ॥
মুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি।
বিম্বফল অবিকল ওষ্ঠাধর-দ্যুতি ॥
চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া বাঁধিলেক চূড়া।
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া ॥
শ্রীরামের মুণ্ড সে করিলেক নির্ম্মাণ।
যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান ॥
রামের সমান ধনু করিয়া নির্ম্মাণ।
রাবণের আগে নিয়া করিল জোগান ॥
শ্রীরামের মুখ দেখে দশানন হাসে।
রাজার প্রসাদ দেয় যত মনে আসে ॥
বিদ্যুৎজিহ্ব নিশাচরে থুইলেক দ্বারে।
প্রবেশিল আপনি অশোক বনান্তরে ॥
মিথ্যা সত্য করি পাতে কথার পাতন।
যে প্রকারে সীতার প্রতীত হয় মন ॥
মোর বাক্য নাহি শুন বাড়াও জঞ্জাল।
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এতকাল ॥
হেন মনে করি তোরে কাটি এই দণ্ডে।
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে ॥
মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ।
আজিকার রণকথা মন দিয়া শুন ॥
বহিল পাথর গাছ যত কপিগণ।
হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন ॥
নিদ্রায় বানরগণ গড়াগড়ি যায়।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি মূর্চ্ছিতের প্রায় ॥
এই সব বার্ত্তা আমি শুনি চরমুখে।
রাত্রিযোগে গেলাম যে কেহ নাহি দেখে ॥
বানর উপরে আগে করি হানাহানি।
বাণেতে কাটিয়া করিলাম দুইখানি ॥
বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান।
খড়্গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি দুইখান ॥
পড়িল তোমার রাম, লক্ষ্মণ কাতর।
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর ॥
বানরের মধ্যে এক সুগ্রীব প্রধান।
প্রহারে জর্জ্জর অতি আছে মাত্র প্রাণ ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কপি এক জোড়া।
কাটিলাম দুই পা তাহারা দোঁহে খোঁড়া ॥
বানরের মধ্যে যার করিস্ বাখান।
হাত-পা কাটিলাম, পড়িল হনুমান ॥
এই মত করিলাম বানরের দণ্ড।
এই দেখ জানকী রামের কাটামুণ্ড ॥
কোথা গেলি বিদ্যুৎজিহ্ব নাম নিশাচর।
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর ॥
দেখিয়া রামের মুখ জানকী দুঃখিতা।
বিলাপ করেন বহু ধরণীপতিতা ॥

কুক্ষণে পোহাল প্রভু আজিকার রাতি।
অভাগিনী হারালাম তোমা হেন পতি॥
আপদ পড়িলে প্রভু সহোদর ছাড়ে।
লক্ষ্মণ বানরসৈন্য লয়ে দেশে নড়ে॥
বিদেশে আসিয়া প্রভু হারাল জীবন।
লক্ষ্মণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ॥
সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি।
রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি॥
শুনিয়া কৌশল্যা দেবী তোমার মরণ।
ত্যজিবেন প্রভু তব শোকেতে জীবন॥
জনকের ঘরে ছিলাম অভাগিনী সীতা।
জনমত্বঃখিনী আমি নাহি মাতা পিতা॥
তোমার চরণ সেবি আইলাম বনে।
আমারে ত্যজিয়ে কোথা গেলে হে এক্ষণে॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
একবার দেখা দেহ কমললোচন॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিলেক পরে।
কেন বিধি বিড়ম্বিল রাম হেন নরে॥
সর্ব্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা কৈলা কেমন দেবতা॥
অকারণে আছ রে রাবণ মোর আশে।
গলায় কাটারী দিয়া যাব প্রভুপাশে॥
যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুইখান।
সেই খড়্গে কাট মোরে যাউক পরান॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বাখান।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড করিলেন গান॥

—

মায়ামুণ্ডদর্শনে সীতার বিলাপ

এমনি বাণের শিক্ষা, মুনিগণে কৈলে রক্ষা,
তাড়কা মারিলে এক বাণে।
সুবাহু রাক্ষস মারি মুনি-যজ্ঞ রক্ষা করি
গেলা প্রভু জনক-ভবনে॥
শিবের ধনুকভঙ্গে, লোকে চমৎকার লাগে,
করেছিলে এ পাণিগ্রহণ।
পরশুরামে জিনি পরে গেলা প্রভু অযোধ্যারে,
জয় জয় সকল ভুবন॥
আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী, হারালাম হেন পতি,
কান্দে সীতা মায়ামুণ্ড লৈয়া।
দৈব-ঘটনা-কারণে এলে প্রভু তপোবনে,
কোথা গেলে আমারে ত্যজিয়া॥
পরে নিল রাজাখণ্ড, বিধি মোরে কৈল দণ্ড,
ভাগ্যে মোর দৈবের লিখন।
দারুণ কৈকেয়ী তাতে বাদ সাধে বিধিমতে,
এবে হারাইনু রামধন॥
ত্যজিয়া রাজ্যের আশ, করিলে হে বনবাস,
পঞ্চবটী এলে তিন জন।
সূর্পণখা-নাক-কান কেটে কৈলে অপমান,
রাক্ষস বিপক্ষ তেকারণ॥
করিলে বিষম রণ, মারিলা খর দূষণ,
চৌদ্দ হাজার নিশাচর জিনি।
মারীচ রাক্ষসে মারি পাঠাইলা যমপুরী,
হেন প্রভু লোটায় ধরণী॥
বালি বানরেরে মারি সুগ্রীবেরে মিত্র করি
সাগর শুষিলে এক বাণে।
করিলা বিষম রণ বধি কত শত জন,
কার বাণে হারাইলা প্রাণে॥
স্মরিতে সেসব কথা অন্তরে লাগিছে ব্যথা,
সহনে না যায় এই দুখ।
ধন জন রাজ্যপদ কিছু নহে চিরপদ,
আর না দেখিব চাঁদমুখ॥
অনলে প্রবেশ করি কলেবর পরিহরি,
আমার জীবনে নাহি কাম।
কৃত্তিবাসের এই বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী
পাইবে আপন প্রভু রাম॥

নিকষাকর্ত্তৃক রাবণের প্রতি উপদেশ

কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন।
বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন॥
করিতে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ।
রামজয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ॥
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
মুণ্ড লৈয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী॥
দশানন গিয়া শীঘ্র বৈসে সিংহাসনে।
তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্রমিত্রগণে॥
কান্দেন অশোক-বনে শ্রীরাম-প্রেয়সী।
হেনকালে আইল সে সরমা রূপসী॥
সীতা বলিলেন, এস সরমা বহিনী।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী॥
বিষপানে মরি কিম্বা অনলে প্রবেশি।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি॥
যাহ দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা।
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা॥
জানাইয়া স্বরূপে আমারে কর রক্ষা।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা॥
সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাখী।
রাবণ-নিকটে গেল চতুর্দ্দিক দেখি॥
রাবণ কহিছে, মন্ত্রিগণ কহ সার।
কেমনে রামের সৈন্য করিব সংহার॥
মন্ত্রী বলে, সীতা দিলে হবে অপমান।
স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া রামের লহ প্রাণ॥
হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী।
রাবণের কাছে গেল করি তাড়াতাড়ি॥
আশেপাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে।
রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগণে॥
সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরান।
কহিতে লাগিলা বুড়ী হয়ে আগুয়ান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে সীতা ত মানুষী।
কত বড় দেখিয়াছ তাহারে রূপসী॥
রাক্ষস হইয়া কেন মনুষ্যেতে সাধ।
এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রমাদ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যার বাণে।
ত্রিশিরা দূষণ আর খর পড়ে রণে॥
সে রাম কৃতান্তদণ্ড তুল্য দণ্ডধারী।
কি বুঝিয়া আন তুমি সে রামের নারী॥
আমার বচন শুন পুত্র লঙ্কেশ্বর।
সীতাদেবী দেহ গিয়া রামের গোচর॥
সীতা দিয়া রামসহ করহ পিরীতি।
নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি॥
এত যদি বলে বুড়ী মনের সন্তাপে।
শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে॥
মায়ের গৌরব রাখি, সহি তেকারণে।
অন্যজন হৈলে তারে মারিতাম প্রাণে॥
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লঙ্কেশ্বর।
নড়ী ভর করি বুড়ী উঠি দিল রড়॥
বুড়ী যদি পলাইল পেয়ে অপমান।
রাবণেরে বুঝায় তখন মাল্যবান॥
এতদিন নাতি তব বিক্রম বাখানি।
বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্যকুলে।
কোন্ রাজা ভাসাইল পাষাণ সলিলে॥
সাগর হইল পার হইয়া মানব।
হেন রামে ঘাঁটাইলা, এ কি অসম্ভব॥
এতদিন শুনিতেছ রামের বিক্রম।
সুজনের বন্ধু রাম, দুর্জ্জনের যম॥
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ।
মাল্যবান রহিল হইয়া ভীতমন॥
রাবণ রাক্ষসগণে ডাক দিয়া আনে।
দিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কার রক্ষণে॥

মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন।
এক লক্ষ রাক্ষস যে দ্বারেতে ভিড়ন ॥
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিৎ যে প্রধান।
রাক্ষস অর্ব্বুদ কোটি পর্ব্বত-প্রমাণ ॥
পূর্ব্বদ্বারে রাখিল প্রহস্ত সেনাপতি।
তিন কোটি রাক্ষস যে তাহার সংহতি ॥
অক্ষৌহিণী সত্তরি সহিত সে রাবণ।
সতর্ক সশঙ্ক সদা সবে পুরজন ॥
সরমা জানিয়া ইহা চলিল সত্বর।
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর ॥
রাবণ কহিল মিথ্যা, না করে সংগ্রাম।
সর্ব্বদা কুশলে তব আছেন শ্রীরাম ॥
তোমা দিতে নিকষা বলিল রাবণেরে।
কতমত বুঝাইল রামে ভজিবারে ॥
মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কানে।
সেইমত তাড়াইল বুড়া মাল্যবানে ॥
কারো যুক্তি না শুনিয়া যুদ্ধ করে সার।
বিনা যুদ্ধে সীতা তব নাহিক উদ্ধার ॥
বহু কষ্ট গেল সীতা অল্পমাত্র আছে।
দেখিবে রামের মুখ, সুখ হবে পিছে ॥
ক্রন্দন সম্বর সীতা ত্যজ অভিমান।
দিন দুই চারি বাদে যাবে প্রভু-স্থান ॥
সরমার বাক্যে সীতা সম্বরি ক্রন্দন।
চিন্তেন শ্রীরামপাদপদ্ম অনুক্ষণ ॥
'শ্রীরাম' বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড গায় কৃত্তিবাস ॥

—

বানরকর্ত্তৃক লঙ্কার দ্বার রক্ষাকরণের নির্ণয়

সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে।
সেইমত উচ্চ গিরি শোভা পায় আগে ॥
গড়ের বাহির গিরি তিরিশ যোজন।
তাহাতে উঠিলে হয় লঙ্কা-দরশন ॥
পর্ব্বতে চড়েন রাম সহ সেনাগণ।
সঙ্গেতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ ॥
পর্ব্বত-উপরে রাম করেন দেওয়ান।
দেখেন সে লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ ॥
স্বর্ণ রৌপ্য ঘরে সব দেখিতে রূপস।
চালের উপরে শোভে কনক কলস ॥
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুর্দ্দিক।
রাজগৃহ পাত্রগৃহ শোভিত অধিক ॥
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান।
পৃথিবী-মণ্ডলে নাহি হেন রম্য স্থান ॥
এ পুরীর রাজা কেন হয়েছে রাবণ।
তবে শোভে যদি রাজা হয় বিভীষণ ॥
রঘুবংশে যদি আমি রামনাম ধরি।
বিভীষণে করিব লঙ্কার অধিকারী ॥
বিভীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল সাজে।
বিভীষণে রাজা করি লোকে যেন পূজে ॥
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাসে।
গিরি হৈতে উলেন সকলে রাত্রি-শেষে ॥
পর্ব্বত-উপরে রাম বঞ্চি কত রাতি।
নামিলেন সত্বর সহিত সেনাপতি ॥
পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী।
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি ॥
পাইয়া সুগ্রীব শ্রীরামের অনুমতি।
চারি দ্বারে রাখিল বানর-সেনাপতি ॥
নীল-সেনাপতি বলি ঘন ঘন ডাকে।
একেরে ডাকিতে সবে ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
সুগ্রীব বলেন নীল তুমি সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তব প্রথম আরতি ॥
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রধান।
ভালমত রাখ গিয়া পূর্ব্বদ্বারখান ॥
নীলবীর পূর্ব্বদ্বারে যায় হরষিত।
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত ॥

সুগ্রীব বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার অধীন সর্ব্ব বানরসমাজ॥
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাৎসার।
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিণের দ্বার॥
চলে অঙ্গদের ঠাট সবে বাছা বাছ।
এক হাতে পর্ব্বত, অপর হাতে গাছ॥
ধূলা উড়াইয়া তারা করে অন্ধকার।
মার মার শব্দে ধায় দক্ষিণের দ্বার॥
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হয়ে হরষিত।
ডাক দিয়া হনুমানে আনিল ত্বরিত॥
সুগ্রীব বলেন শুন বীর হনুমান।
সবা হৈতে রাখি আমি তোমার সম্মান॥
শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাস্কর।
সাহস করিয়া বাছা ডিঙ্গালে সাগর॥
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা কর সাবধান॥
যেখানে থাকেন রাম লক্ষ্মণ দুভাই।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে তথাই॥
ধায় হনুমানের কটক মহাবল।
কিলকিল শব্দেতে ব্যাপিল নভঃস্থল॥
ধূলা উড়াইয়া যায় করি অন্ধকার।
মার মার করি গেল পশ্চিমের দ্বার॥
পূর্ব্বে নীলবীর দিয়া না হয় প্রত্যয়।
ডাকিয়া কুমুদ বীরে আনিল তথায়॥
সুগ্রীব বলেন, হে কুমুদ সেনাপতি।
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি॥
সে-সব বানর লয়ে পূর্ব্বদ্বারে চল।
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল॥
তোমা সত্ত্বে যদ্যপি নীলের সৈন্য ভাগে।
তার ভালমন্দ যে তোমারে দায় লাগে॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
নীলের কাছেতে করে কুমুদ গমন॥
দক্ষিণে অঙ্গদে দিয়া প্রতীত না যায়।
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে তথায় পাঠায়॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুষেণ-নন্দন।
আশী কোটি কপি তুই ভায়ের ভিড়ন॥
সে-সকল লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল।
অঙ্গদ-কটকে গিয়া হও অনুবল॥
তোমা বিদ্যমানে যদি সেই সৈন্য ভাগে।
ভদ্রাভদ্র তাহার তোমার প্রতি লাগে॥
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্ জনা।
অঙ্গদ-পশ্চাতে গেল মহেন্দ্রের থানা॥
পশ্চিমে হনুকে দিয়া না হয় প্রতীত।
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল ত্বরিত॥
সুগ্রীব বলেন শুন সুষেণ সুহৃৎ।
তিন কোটি বৃন্দ কপি তোমার সহিত॥
সে-সব লইয়া যাহ পশ্চিমের দ্বার।
বায়ু-তনয়ের কর সাহায্য এবার॥
আপনি থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে।
অপযশ তোমারি সে লোকে ধর্ম্মে রটে॥
সুগ্রীবের আদেশে সুষেণ মহাবীর।
হনুর পশ্চাতে গিয়া হইলেক স্থির॥
উত্তরে কাহারে দিয়া না হয় প্রতীত।
আপনি সুগ্রীব রহে বানর-সহিত॥
সাগরের কূলেতে যে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পলায় বানর॥
বহু কোটী সেনাপতি পাত্রমিত্র লয়ে।
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়ে॥
ঔষধ আনিতে রহে বীর হনুমান।
মন্ত্রণা করিতে থাকে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ।
চারি দ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘন॥
যেই দ্বারে সুগ্রীব দেখেন হীনবল।
দুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল॥

চারি দ্বারে সুগ্রীব দিতেছেন আশ্বাস।
চারি দ্বার রক্ষা যে রচিল কৃত্তিবাস॥

—

দেবগণের আগমন ও হরপার্ব্বতীর কোন্দল

সাজিছে যতেক বীর বাজিছে বাজনা।
অন্তরীক্ষে অমরগণের হয় থানা॥
আইল গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর চারণ।
আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ॥
ঐরাবত আরোহণে আইলা পুরন্দর।
মকর-বাহনে আইলা জলের ঈশ্বর॥
আসিলেন কার্ত্তিক ময়ূরে আরোহণ।
সিদ্ধিদাতা আসিলেন মূষিকবাহন॥
বৃষভবাহনে আইলেন পশুপতি।
কেশরীবাহনেতে আইলেন পার্ব্বতী॥
বসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী॥
দৃষ্টি দিয়া পার্ব্বতী বসেন একদিকে।
ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে॥
তুমি ত ভাঙ্গড় সদা বেড়াও শ্মশানে।
কোন্ গুণে পূজে তোমা লঙ্কার রাবণে॥
ধনে প্রাণে মজিল লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে আছহ স্থির বুঝিতে না পারি॥
আপনার মাথা কাট আপনার করে।
দুঃখ নাহি হয় কেন সেবকের তরে॥
আর কোন্ সেবক লইবে তব ছায়া।
রাবণ-সেবকে তব নাহি কিছু দয়া॥
এত যদি বলিলেন ক্রোধে ভগবতী।
পার্ব্বতীর বচনে কুপিল পশুপতি॥
বামাজাতি তোমার তিলেক নাহিক শঙ্কা।
আপনি রাখহ গিয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর।
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর॥
এখন মরণ-পথ চিন্তিল রাবণ।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন দশরথ-ঘরে।
আপনি দিলেন পৃষ্ঠ অলঙ্ঘ্য সাগরে॥
দ্বারে রাম, রাবণের জীবন-সংশয়।
বল দেখি রাবণের কিসে রক্ষা হয়॥
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
শ্রীরামের হাতে কেন পাবে পরিত্রাণ॥
মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্ব্বতী।
রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে নারি ঘুচাইতে।
আপনি যে আছি আমি আপনার মতে॥
শঙ্কর শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল।
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতাসকল॥
ধূর্জ্জটির কোপ দেখি হাসে দেবগণ।
আজিকালি রাবণের হইবে মরণ॥
রাবণ মরিবে, সর্ব্ব দেবতার হাস।
দেবদেবী-কোন্দল রচিল কৃত্তিবাস॥

—

অঙ্গদ রায়বার

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ॥
শ্রীরাম বলেন তত্ত্ব জান বিভীষণ।
কি কারণ নাহি রণ করে দশানন॥
বিভীষণ বলে প্রভু কর অবগতি।
উভয় সৈন্যের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি॥
তেঁই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও এক জনা॥
বিভীষণ সহ রাম যুক্তি করি সার।
হনুমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার॥

অঙ্গদ রায়বার

কাশীনরেশের সম্পত্তি একখানি পুরাতন তুলসীকৃত রামায়ণের জন্য অঙ্কিত

আইস বাছা হনুমান পবননন্দন।
লঙ্কাতে জানিয়া এস কি করে রাবণ ॥
সভামধ্যে উঠিয়া বলিছে জাম্বুবান।
একবার গিয়াছিল বীর হনুমান ॥
যেই যাইবেক হনু লঙ্কার ভিতর।
হনুমানে দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বর ॥
মনেতে করিবে এই আসে বারেবার।
ইহা বিনা রামসৈন্যে বীর নাহি আর ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
তাহারে আনিতে দূত যাউক এক জনা ॥
হনুমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়।
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড় ॥
রামের আজ্ঞায় চলে সুষেণ সত্বর।
মাথা নোঙাইয়া কহে অঙ্গদ-গোচর ॥
বলি শুন তোমারে অঙ্গদ যুবরাজ।
রামের আজ্ঞায় চল বানর-সমাজ ॥
অঙ্গদ বলেন আমি যাব কি একাকী।
কিবা থানা সহ যাব তুমি বল দেখি ॥
থানা ভাঙ্গিবারে নাহি কোন প্রয়োজন।
একা গিয়া কর তুমি রাম-সম্ভাষণ ॥
দূতবাক্যে চলিল অঙ্গদ যুবরাজ।
আসিয়া মিলিল বীর রামের সমাজ ॥
রামেরে প্রণাম করি কহে করপুটে।
আজ্ঞা কর মহারাজ এসেছি নিকটে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন হে অঙ্গদ বলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়ে এস গালি ॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু যুক্তি নাহি হয়।
বালিপুত্র আমি সে আমাতে কি প্রত্যয় ॥
শ্রীরাম বলেন সত্য হেতু বালি বধি।
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি ॥
অঙ্গদ বলেন প্রভু এবা কোন্ কথা।
নখে ছিঁড়ি আনিব তাহার দশ মাথা ॥
বালির বিক্রম তুমি জান ভালে ভালে।
বিক্রম জানিবা মম সংগ্রামের কালে ॥
পশিব রাক্ষসমধ্যে করিব উঠানি।
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি ॥
সুগ্রীব বলেন বাছা প্রাণের দোসর।
বিক্রমে বিশাল তুমি প্রাণের সোসর ॥
এতকাল পালিলাম যে হাতীর ভোগে।
দেখাও বাহুর বল শ্রীরামের আগে ॥
লঙ্কামধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবণে।
আসিয়া শরণ লউক শ্রীরাম-চরণে ॥
নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
খণ্ড খণ্ড করিবেন, রাখে কোন্ জন ॥
অঙ্গদ করিল যাত্রা হয়ে হৃষ্টমন।
হেনকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ ॥
কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্কেশ্বরে।
নিজ দুরাচার কর্ম্ম যেন মনে করে ॥
সভামধ্যে বলিলাম হিত যে বচন।
তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন ॥
মূঢ় বিভীষণ নাহি বুঝে কোন কাজ।
ভাল মন্ত্রী লয়ে তিনি হউন মহারাজ ॥
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ।
কহিও এ-সব কথা বালির নন্দন ॥
বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে ভর্ৎসিতে যায় বালির নন্দন ॥
সুগ্রীব রাজারে বন্দে বাপের সোসর।
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর ॥
করিছে মঙ্গলধ্বনি সর্ব্ব কপিগণ।
আনন্দে দেখেন চেয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকাবুকা।
বায়ুভরে উড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা ॥
লঙ্কাপুরে গেল বীর ত্বরিত গমন।
পাত্রমিত্র লয়ে যথা বসেছে রাবণ ॥

দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মহোদর মহোল্লাস দুর্জ্জয় শরীর॥
হস্তিপৃষ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন।
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিয়া সে ধূম্রলোচন॥
রথ সাজাইল দিয়া মণি-মুক্তা-হীরা।
আসিয়া প্রণাম করে কুমার ত্রিশিরা॥
আইল নিষট্ যট্ যেন যমদূত।
অজয় বিজয় আদি যুদ্ধে মজবুত॥
কুম্ভকর্ণ-সুত কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন।
আর বজ্রদন্ত মাথা নোঙায় তখন॥
আইল খরের পুত্র সত্বরে সভায়।
তপন স্বপন আর বীর মহাকায়॥
যার ভয়ে ত্রিভুবন হয় ত কম্পিত।
পিতারে প্রণাম করে বীর ইন্দ্রজিত॥
আইল সামন্ত সৈন্য বীর নানা বর্ণ।
সবে মাত্র না আইল বীর কুম্ভকর্ণ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার মনে।
লঙ্কাতে অনর্থ এত কিছুই না জানে॥
সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে।
কপি নর আসিয়াছে আমা মারিবারে॥
শিশু রাম, শিশু কপি, না জানে আমায়।
তেঁই সে আমার সনে যুঝিবারে চায়॥
বাটা ভরি গুয়া দিব আড়নে আড়ন।
যেইজন মারিবেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এতেক বলিল যদি বীর লঙ্কাপতি।
বীরদাপ করি উঠে সব সেনাপতি॥
নর বানর এসেছে, তারে ভয় কিসে।
আপনা আপনি নিধি গৃহেতে প্রবেশে॥
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে।
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্যফলে॥
আজি যদি কুম্ভকর্ণ উঠেন জাগিয়া।
খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানর বসিয়া॥
ইন্দ্রজিৎ আছে এক মহাধনুর্দ্ধর।
তার বাণে শত শত মরিবে বানর॥
আগে গিয়া বানরের গলে দিব ফাঁস।
ঘাড়ের রক্ত খাব, কাম্‌ড়ে খাব মাস॥
মনুষ্য দুটার মাংস বড়ই সুস্বাদ।
সবাকার ঘুচাব মাংসের অবসাদ॥
জাঠি ও ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর॥
রাজার সম্মুখে কহে যত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তব কিসের দুর্গতি॥
সীতা লয়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত মনে
আমরা বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
ত্রিভুবন সহায় করি যদি রাম আনে।
সীতা নিতে নারিবে আমরা বিদ্যমানে॥
বানরে করো না ভয় বন্য পশু তারা।
মুহূর্ত্তেকে মেরে দিব আসুক ঘরপোড়া॥
সেই বেটা প্রধান তার কটকের সার।
সে থাকিতে মহারাজ রক্ষা নাহি আর॥
লঙ্কাদগ্ধ করে গেল রাত্রে এসে পড়ে।
সেই ভয় করি পুনঃ আসে কি বাহুড়ে॥
সেই আসি দেখে গেল অশোকবনে সীতা।
সেই করা'ল রামের সনে সুগ্রীবের মিতা॥
সেই ভুলালো বিভীষণে নানা কথা কয়ে।
সেই সাগর বেঁধে দিল গাছ-পাথর বয়ে॥
যত দেখ মহারাজ সব চক্র তারি।
সে থাকিতে রাখিতে নারিব রামের নারী॥
রাবণ বলে, যা বলিলে মোর মনে তাই মিলে।
জন্মে যে দুঃখ না পাই, ঘরপোড়া তা দিলে॥
ধর ত মোর পূত বাণ, কোন্ কালকে আর।
রাম-লক্ষ্মণ থাকুক, আগে ঘরপোড়াকে মার॥
এই যুক্তি রাবণরাজা করিতেছিল বসে।
এমনকালে অঙ্গদবীর উত্তরিল এসে॥

প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন এল দিনপতি ॥
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকেছে তার গগনমণ্ডলে ॥
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা ॥
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক।
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মূষক ॥
দুয়ারে দুয়ারী ছিল, উঠে দিল রড়।
লাথি মেরে দ্বার ভেঙ্গে প্রবেশিল গড় ॥
যেখানে রাবণরাজা বসেছে দেওয়ানে।
লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বৈসে মধ্যখানে ॥
বসেছে রাবণরাজা উচ্চ সিংহাসনে।
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে ॥
কুণ্ডলী করিয়া লেজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বার যেন দিল ঐরাবতে ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা বলে, বাপ এটা এলো কেহ ॥
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করে আছে ॥
অঙ্গদকে দেখে রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে ॥
যেদিকে অঙ্গদ চাহে সেদিকে রাবণ।
দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন ॥
সবাই রাবণ, ভেদ নাই এক জনে।
বলে বীর কথা কব কোন্ রাবণ-সনে ॥
সবে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে।
পুত্র হয়ে পিতৃ-মূর্ত্তি ধরে কোন্ লাজে ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞশেষ ফোঁটা ॥
অঙ্গদ বলে, বুঝিলাম এই বেটা মেঘনাদ।
আকার-ইঙ্গিতে তারে কহেন সংবাদ ॥
অঙ্গদ বলে, সত্য করে কও রে ইন্দ্রজিতা।
এই সবাকার মধ্যে কেবা হয় তোর পিতা ॥
কোন্ রাবণ দিগ্বিজয়ে গেছিল কোথাকে।
কোন্ রাবণ কোথা গেছিল পরিচয় দে মোকে ॥
চেড়ীর উচ্ছিষ্ট খেল কোন্ রাবণ পাতালে।
কোন্ রাবণ বান্ধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে ॥
কোন্ রাবণ গেছিল দক্ষিণে জিনিতে যমেরে।
কোন্ রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে তৃণ করে ॥
কোন্ রাবণ ধনুক ভাঙ্গিতে গেছিল মিথিলা।
তুলিতে কৈলাস-গিরি কোন্ রাবণ গেছিলা ॥
কোন্ রাবণ সুরা-পানে সদা থাকে মত্ত।
কোন্ রাবণের ভগিনী হ'রে নিল মধুদৈত্য ॥
একে একে কয়ে দিলাম সকল রাবণের কথা।
এই সবেতে কাজ নাইক,যোগী রাবণটি কোথা ॥
সূর্পণখা ভগ্নী যারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডক কাননে যে মাগি খাইল ভিক্ষা ॥
শঙ্খের কুণ্ডল কানে, রক্তবস্ত্র পরে।
ডম্বুরা বাজায়ে ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে ॥
তপস্বীর বেশ ধরে, মুখে মাখে ছাই।
এ সবাতে কাজ নাই, সেই যোগী বাপটি চাই ॥
সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা।
লজ্জা পায়ে রাবণ ভয়ে হেঁট করিল মাথা ॥
দুঃখিত হইয়া রাবণ করিল মায়া ভঙ্গ।
দুইজনে বেধে গেল বাক্যের তরঙ্গ ॥
রাবণ বলে, শুন ওরে বানরা তোরে বলি।
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি ॥
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে।
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে ॥
কি নাম, কাহার বেটা, কোন্ দেশে বসিস্।
ভয় কি, মারিব নাই, সত্য করে কহিস্ ॥
অঙ্গদ বলে, তোর ভয়েতে থর্থরাতে কাঁপি
এখন এমন ধর্ম্মকথা মর্ রে বেটা পাপী ॥

তুই কোন্ ঠাকুরের বেটা, তোরে ভয় কি।
আমি কে জানিস্ নাই, শোন্ পরিচয় দি॥
বালি আর সুগ্রীব দুই বীর অবতার।
যাহা জিনিতে কিষ্কিন্ধ্যায় গেছিলি একবার॥
পড়ে কি না পড়ে মনে হৈল অনেক দিন।
হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন॥
সেই বালি-সুত আমি সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিঙ্কর॥
রাম কে জানিস্ নাই, আনিলি সীতা হরে।
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস কেমন করে॥
এই তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িল এসে।
বেরোনা রাবণ কেন ঘরে রইলি বসে॥
অরুণ নয়, বরুণ নয়, রামের সঙ্গে বাদ।
বংশে কেহ যে থাকিবে, না করিস্ সাধ॥
রাবণ বলে, কি বল্লি, রাম লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝিবা রামের ডরে রৈতে নারি দেশে॥
এই কি ভেবেছে গুহক-চণ্ডালের মিতা।
বনের বানর সহায় করে উদ্ধারিবে সীতা॥
রামের যোগ্যতা যত সব দেখ্তে পাই।
নৈলে কেন দেশ থেকে দূর করে দেয় ভাই॥
নারীসঙ্গে লইয়া সে বনে কেন প্রবেশে।
ভাইকে মেরে রাজ্য লয়ে রয় না কেন দেশে॥
রাম যা পারে করুক্ এসে, তোর সনে মোর কি।
সূর্পণখার নাক কাটে, বৃথা আমি জী॥
এনেছি রামের সীতা, বল্‌গে তার তরে।
করুক্ এসে রাম-তপস্বী প্রাণে যত পারে॥
গরুড়ের ধন যদি হরে লয় কাকে।
খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে॥
খদ্যোত-উদয়ে যদি চন্দ্র হয় পাত।
রাবণ জিতে সীতা নিতে নারিবে রঘুনাথ॥
বল্ গিয়া বানরা রে তোর রঘুনাথে।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিউক আপনার হাতে॥
যেখানে পর্ব্বত ছিল সেখানে তা থোবে।
উপাড়িল যত বৃক্ষ পুনর্ব্বার রোবে॥
বিভীষণ এসে মোর পায়ে ধরুক্ কেঁদে।
ঘরপোড়াকে এনে দিবি হাতে গলে বেঁধে॥
দ্বিতীয় প্রহর যখন রাত্রি নিশাভাগে।
দুয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি জাগে॥
লঙ্কা দগ্ধ করে গেছে রাত্রে এসে পড়ে।
তার শাস্তি করে লব তবে দিব ছেড়ে॥
ধনুক বাণ ফেলে রাম খত দিউক নাকে।
সর্ব্বদোষ মার্জ্জনা করে কৃপা করি তাকে॥
অঙ্গদ বলিছে, রাবণ আমরা তাই চাই।
কচ্‌কচিতে কাজ কি, মোরা দেশে ফিরে যাই॥
রামকে গিয়া বলি ইহা না করিলে নয়।
সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়॥
যা বলিলি তা করিতে মুস্কিল কি আছে।
যথা যে পর্ব্বত ছিল থোব তার কাছে॥
বিভীষণকে বেঁধে এনে দিব তোর হাতে।
বুঝে পড়ে শাস্তি কর্ ভাল লাগে যাতে॥
নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখার নাক কান কেম্‌নে যাবে জোড়া॥
ঘরপোড়াকে এনে দিতে বল্লি বটে হয়।
সেই দিন তারে দূর করেছেন খুড়ামহাশয়॥
অঙ্গদের কথা শুনে রাবণরাজা হাসে।
ঘরপোড়াকে দূর করিল তার কোন্ দোষে॥
অঙ্গদ বলে, হনু যখন আসিতেছিল হেথা।
বলেছিলেন খুড়া তারে গোটাচারেক কথা॥
যাও লঙ্কায় হনুমান পবনকুমার।
পালন করিয়া কথা আসিহ আমার॥
কুম্ভকর্ণের মাথাটা আনিবে নখে ছিঁড়ে।
সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়ে॥
অশোকবন সহ সীতা আনিবে মাথায় করে।
বামহস্তে আনিবে রাবণের জটে ধরে॥

পাঠায়েছিলেন খুড়া তারে চারি কার্য্যের তরে।
চারি কার্য্যের এক কার্য্য কিছু নাহি করে॥
কোপেতে সুগ্রীব-রাজা কাটিতেছিলেন তায়।
আমরা সকল বানর ধরে রেখেছি তাঁর পায়॥
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর।
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা দিলেন, না মার বানর॥
না মারিল সুগ্রীব শুনিয়া রামের কথা।
দূর করে দিল তার মুড়াইয়া মাথা॥
কোন্ দেশে পলায়েছে আছে কিবা নাই।
তার তত্ত্ব করে মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই॥
অঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসেরা চায়।
সে করে নাই চারি কর্ম্ম এই বা করে যায়॥
অঙ্গদ বলে, বুঝিলাম তোর এ-সব কিছু নয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয়॥
যে থাকে বাসনা তোর এই বেলা তা কর্।
রাজ-আভরণ লয়ে তুই সর্ব্বাঙ্গেতে পর্॥
তুই মরিলে এ-সব আর ভোগ করিবে কে।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন দরিদ্রদের দে॥
হস্তী হয় রথ আদি মহিষ গোধন।
নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ॥
স্বপ্নগত লোকে যেন নিধি পায় হাতে।
আঁখি কচালিয়া উঠে রজনী প্রভাতে॥
এ-সব সম্পদ তোর দেখি সেই মত।
চৈতন্য থাকিতে কর আপনার পথ॥
স্ত্রী-সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর্ কথা।
কেবা যাবে তোর সনে হয়ে অনুমৃতা॥
আপনি কুঠার মারি আপনার পায়।
অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায়॥
বুদ্ধিমান্ হয়ে জ্ঞান হারালি হতভাগা।
শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধবি তাগা॥
বিভীষণের কথা তুই না শুনিলি কানে।
সুখে শয্যা কর্ গিয়া শ্রীরামের বাণে॥
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে বেটা হলি হতমুখ।
বল্লে কথা বুঝিস্ নাক এই ত বড় দুখ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম রঘুমণি।
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা অবনী॥
মত্ত নিশাচর তুই পাপিষ্ঠ রাবণ।
মজিবি সবংশে তার উঠেছে লক্ষণ॥
রাম বিষ্ণু, সীতা লক্ষ্মী, না শুনিলি কানে।
দশরথের ঘরে জন্ম দুষ্টের দমনে॥
মত্ত হয়ে ধরিলি বেটা জানকীর কেশে।
সেই অপরাধে তুই মজিলি সবংশে॥
বিধাতা বিমুখ তোরে শুনরে অভাগে।
আনিলি রামের সীতা মরিবার লেগে॥
সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি দশরথ রাজা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি করে যাঁর পূজা॥
তাঁর ঘরে রঘুনাথ জন্মিলা আপন।
এত দিনে নির্ব্বংশ হলি রে দশানন॥
যে রাম তাড়কা বধে পঞ্চবর্ষকালে।
হরের ধনুক রাম ভাঙ্গে অবহেলে॥
তাঁহার বনিতা সীতা আনলি বেটা হরে।
কালকূট বিষ খেলি ডান-হাতে করে॥
অহল্যা পাষাণী হয়ে ছিল দৈবদোষে।
মুক্ত হয়ে গেল রামের চরণ-পরশে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তৃণ করায়েছিল দাঁতে।
তার দর্প চূর্ণ হলো পরশুরামের হাতে॥
পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের ঠাঁই।
তাঁর সঙ্গে তোর দ্বন্দ্ব আর রক্ষা নাই॥
গেলি রে রাবণা তুই গেলি এতদিনে।
উপায় না দেখি তোর রামনাম বিনে॥
যদি জীতে বাসনা থাকে গলবস্ত্র হয়ে।
কান্ধে দোলা করে সীতা বয়ে দিবি লয়ে॥
তবে যদি জানকীনাথ তোরে করে রোষ।
শ্রীচরণে ধরি মোরা মেগে লব দোষ॥

রাবণ বলে, বানর তোর মুখে পড়ুক ছাই।
আমার জন্যে দুঃখ পেয়ে মর্‌বি কেন ভাই॥
আমার তরে তোরা কেন ধর্‌বি রামের পায়।
যুদ্ধ করে মর্‌ব আমি, তোর বাপের কি দায়॥
অঙ্গদ বলে, যা বলি তা তোর মনে না লয়।
রঘুনাথের হাতে তোর মরণ নিশ্চয়॥
হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোন্‌রে বেটা গরু।
তুই বাঁচিলে আমার বাপের কীর্ত্তিকল্পতরু॥
নৈলে তোরে বেঁচে থাকৃতে সাধ করে কি বলি।
লোকে বল্‌বে এই বেটাকে বেঁধেছিল বালি॥
নিত্য ঘুষিবে আমার বাপের কীর্ত্তি জগন্ময়।
অতএব বলি দিনকতক বাঁচলে ভাল হয়॥
রাবণ বলে, শোন বানরা ধিক্ জীবনে তোর।
রাজার বেটা হয়ে হলি মানুষের নফর॥
অঙ্গদ বলে, রাবণা তোর নিতান্ত মরণ।
নইলে কেন ছাড়িল তোরে ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
আপ্ত ছিদ্র না জানিস্ পরকে দিস্ খোঁটা।
বারে বারে কহিস্ কথা মর রে অধম বেটা॥
তার আগে বড়াই কর্ যে না তোরে জানে।
দাঁতে কুটা করে এলি পরশুরামের স্থানে॥
অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ উঠে জ্বলে।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল জ্বেলে॥
দশানন বলে, বসে করিস্ কি রে দূত।
পলাবে বানর বেটা, ধর তো মোর পুত॥
অঙ্গদবীর স্থির বড় দর্প করে কয়।
আর কে ধরিবে, আপনি আইস নয়॥
কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে।
কোপে গালি দেয় সে, রাবণ তাহা শুনে॥
অঙ্গদ বলিল মর্ পাগল রাবণ
কিসের বড়াই তুই করিস্ এখন॥
তার আগে দর্প কর যে-জন না জানে।
তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে॥
কার্ত্তবীর্য্য যখন সে কেলি করে জলে।
তার আগে গেলি তুই নর্ম্মদার কূলে॥
এইমত বীরদর্প করিলি সে স্থলে।
লুকায়ে থুইল তোরে বাম-কক্ষতলে॥
চক্ষে নীর বহে তোর মুখে ঘনশ্বাস।
তাঁর ঠাঁই প্রায় তুই হইলি বিনাশ॥
আসিয়া পৌলস্ত্য মুনি করি স্তবস্তুতি।
তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্যাহতি॥
তাঁর ঠাঁই হয়েছিল সংশয়জীবন।
ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা তোর মুনির কারণ॥
আবার গিয়াছিলি পিতার নিকট।
শঠতা করিলি বহু তুই বেটা শঠ॥
সন্ধ্যা হেতু মম পিতা না করেন রণ।
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ॥
সন্ধ্যা সাঙ্গ করে পিতা তোরে বান্ধি লেজে।
ডুবাইল তোরে চারি সাগরের মাঝে॥
লেজে বান্ধি ডুবাইল জলের ভিতর।
জল খেয়ে রাবণা রে হইলি ফাঁফর॥
আমার পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ।
জলমধ্যে রাখি তোরে উঠিল আকাশ॥
স্বীকার করিলি তুই নিজ পরাজয়।
তবে সে পিতার ঠাঁই পাইলি বিদায়॥
লেজের বন্ধন তোর কিষ্কিন্ধ্যায় ঘোষে।
বন্দিয়া পিতাকে মোর আইলি তরাসে॥
বহুদিন গিয়াছে না জানে কোন্ জন।
বুঝিনু বড়াই তোর এই সে কারণ॥
মনে কর্ রাবণা তোরে হারায় অর্জ্জুন।
বলির দ্বারে চেড়ীর এঁটো খেয়ে হলি খুন॥
অন্য কে আমার পিতা বান্ধিলেন লেজে।
পরিচয় দেহ কিবা আছে এর মাঝে॥
যদ্যপি রাবণ নাহি দিলি পরিচয়।
সেই সে রাবণ তুই বুঝিনু নিশ্চয়॥

সেই সব কাল গেল হাস্য-পরিহাসে।
এ-সব সময় এল ধন-প্রাণে নাশে॥
সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভারিভুরি।
রামে ঘাঁটাইয়া যে মজালি লঙ্কাপুরী॥
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্নি হেন জ্বলে॥
দূতেরে কাটিতে নাই রাজ-ব্যবহার।
তেকারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার॥
জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিদ্যাধর।
অনরণ্য মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর॥
বালি অর্জ্জুনের সনে তুল্য গেল রণে।
কি করিতে পারে রাম মনুষ্য-পরাণে॥
অঙ্গদ বলিছে মর্ পাগল রাবণ।
ভাগ্যে তোরে বর্জ্জিল রাক্ষস বিভীষণ॥
রামের বাণের সনে নাহি তোর দেখা।
কাটা নাক কান দেখ ঘরে সূর্পণখা॥
ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিন্ন।
বিদ্যমান দেখহ রামের বাণচিহ্ন॥
রামের বাণের সনে হইলে দর্শন।
এক বাণে সবংশেতে মরিবি রাবণ॥
যত বাণ ধরে শ্রীরাম গুণধাম।
অবোধ রাবণ শোন সে-সবার নাম॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল॥
উল্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরশাণ।
গ্রহপতি নক্ষত্র গগন রুদ্রবাণ॥
শূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
কালদন্ত ঐষিক দেখহ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার॥
বিকট সঙ্কট বাণ সপ্তধারাধার।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপা আশুগ ক্ষুরধার॥
পশু পক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখ বাণ।
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বর্দ্ধমান॥
যমজ দুর্জ্জয় বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বায়ব্য আতঙ্ক॥
বজ্রবাণ গরুড় ময়ূর সুসন্ধান।
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক বাণ॥
বিষ্ণুচক্র ষটচক্র বাণ হুতাশন।
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন॥
গজাঙ্ক সন্ধান বাণ চারিদিকে আঁটা।
সিংহ-শার্দ্দূল তার চারিদিকে কাঁটা॥
এত বাণ রঘুনাথ করেন সন্ধান।
যার এক বাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ॥
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয়।
সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয়॥
বাল্যক্রীড়া যাঁহার শিবের ধনুর্ভঙ্গ।
কি সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ॥
ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক শরে।
তাঁর তুল্য বীর কি আছয়ে চরাচরে॥
কি হেতু দেখিস্ রে পাকল করি আঁখি।
মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি॥
তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্কা।
উপাড়িয়া লইতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া॥
হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান।
একই চাপড়ে তোর লইব পরান॥
অপমানে রাবণ করিল হেঁট মাথা।
পাত্রমিত্র সহিত না কহে কোন কথা॥
রাবণ অঙ্গদে বলে, গঞ্জিলি বিস্তর।
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসি রে অবগতি কর্॥
যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী।
অক্ষয়কুমারে যে মারিল বলে ধরি॥

ভাঙ্গিল অশোকবন অতি সুশোভন।
তার মত বীর আছে বল্ কত জন॥
অঙ্গদ বলিছে তারে ভৎর্সিয়া বচনে।
তোর বল বিক্রম বুঝিলাম এতদিনে॥
সেবকের সনে যদি পাইলি পরাজয়।
কেমনে রাখিবি লঙ্কা কহ রে নিশ্চয়॥
তার ছোট বীর নাই বানর-কটকে।
নির্ব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে॥
সে মরিলে দুঃখ শোক নাহিক বানরে।
তেঁই পাঠাইয়াছিলাম লঙ্কার ভিতরে॥
বীরমধ্যে তাহারে না গণে কোন জন।
ঘরের সেবক বেটা পবননন্দন॥
হনুমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহঙ্কার।
পড়িলি আমার হাতে যাবি যমদ্বার॥
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়া দড়ি।
দশমাথা ভাঙ্গিব মারিয়া লেজের বাড়ি॥
তোর সর্ব্বনাশ হেতু উৎপত্তি সীতার।
নির্ব্বংশ করিতে তোর রাম-অবতার॥
কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যানগরী।
কোথা আইলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী॥
এতদূরে আসি রাম বান্ধিল সাগর।
সে রামের সনে দুষ্ট তোর পাঠান্তর॥
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ।
এক সীতা জন্যে তোর হবে সর্ব্বনাশ॥
বংশে কেহ যে রহিবে না করিহ সাধ।
আপনা-আপনি তুই পাড়িলি প্রমাদ॥
খাটে পাটে শুয়ে থাক দিন দুই চারি।
হাস্য-পরিহাস কর ল'য়ে নিজ নারী॥
পরিবারগণে দেখ্ দিনে দুইবার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দেখহ ঘর দ্বার॥
স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখ্ এ ঘর নির্ম্মাণ।
অঙ্গদ-বিক্রম যত কৃত্তিবাস গান॥

তুই অতি দুরাচারী, হরিলি পরের নারী,
পরলোকে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা, দেবলোকে করে পূজা,
শ্রীরাম যে তাঁহার তনয়॥
যাঁহার দুর্জ্জয় বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পমান,
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
দেবরাজ করে পূজা, হেলে মারে বালিরাজা,
তাঁর সনে তোর পাঠান্তর॥
সুগ্রীবের বল যত তাহা বা কহিব কত,
সে-সকল হইবি বিদিত।
তোরে এক লাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত॥
শোন রাজা লঙ্কেশ্বর, আমার বচন ধর
আইলাম দিতে সমাচার।
শ্রীরাম সাগর পার, নাহিক নিস্তার আর,
নিকটে যে তোর যমদ্বার॥
রাজা হয়ে পরদার হরিলি রে দুরাচার,
বোধমাত্র নাহি তোর ঘটে।
কেবল ব্রহ্মার বরে জিনিলি যে পুরন্দরে,
রামনামে তোর বল টুটে॥
রাখ্ রে আপন প্রাণ, কর্ সীতা প্রতিদান,
ভজ্ গিয়া রামের চরণ।
ঘাটি মান্ তাঁর ঠাঁই, ইহা ভিন্ন গতি নাই,
তবে তোর রহিবে জীবন॥
তোরা জাতি নিশাচর, না চিনিস্ আত্মপর,
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
শ্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী সবে করে কানাকানি,
এ লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
কোপে উঠে লঙ্কেশ্বর, বলে রাজা ধর্ ধর্,
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার॥

দেখি সব সেনাপতি মনে যুক্তি করে ইতি,
আমাদের রক্ষা নাহি আর।
রামপদ করি আশ সরস্বতী পরকাশ
কৃত্তিবাস নাচাড়ি সুসার ॥

—

রাবণের মুকুট লইয়া অঙ্গদের শ্রীরামচন্দ্রের
নিকট গমন

অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর।
রুষিয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর ॥
অন্য কপি নহি আমি বালির নন্দন।
তোর ক্রোধে কিবা মোর ভয় রে রাবণ ॥
না করিস বড়াই রাবণ মোর আগে।
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে ॥
রাম-সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে বধিবেন তিনি ॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে বধিবে লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ ॥
কোন্ বেটা ধরিবে আসুক ত্বরা করি।
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যমপুরী ॥
ক্রোধাকুল চারিদিকে চাহে দশানন।
অঙ্গদের হাতে পায় ধরে চারিজন ॥
চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার।
অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার ॥
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে ॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ॥
সে চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গিল প্রাচীর।
অঙ্গদ-বীরের ডরে কেহ নহে স্থির ॥
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কোঙর।
কোন্ দ্রব্য লয়ে যাব রামের গোচর ॥
হনুমান এসেছিল লঙ্কার মাঝারে।
আনিয়া সীতার মণি দিলেন রামেরে ॥
মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি।
তদবধি মহাতুষ্ট হনুমান প্রতি ॥
এই স্থির করিলেক অঙ্গদ অন্তরে।
রতন-মুকুট আছে রাবণের শিরে ॥
এ মুকুট লয়ে যাব রাম-সম্ভাষণে।
প্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে ॥
প্রাচীরে বসিয়া ছিল বালির কোঙর।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ উপর ॥
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে।
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে ॥
উভয়ের ভরে ধরা টলমল করে।
গগন-উপরে যুঝে ইন্দ্র ও গরুড়ে ॥
দুই সিংহ যুঝে যেন করে সিংহনাদ।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ হইল প্রমাদ ॥
রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন ॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥
রাবণের কাছে ছিল সব সেনাপতি।
এত বীর থাকিতে তাহার এ দুর্গতি ॥
রাবণ বলিছে সবে আছ কোন্ কাজে।
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে ॥
বীরগণ বলে শুন লঙ্কা-অধিকারী।
আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি ॥
তব সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন।
মোরা ভাবি পাছে লয় সবার জীবন ॥
চারি বীর ধরেছিল তারে সাবধানে।
আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সবে প্রাণে ॥
পাত্রমিত্র সহিত চিন্তিত দশানন।
বৈরী কাঁপাইয়া গেল বালির নন্দন ॥

এক লাফে পড়ে গিয়া বানর-ভিতর।
শ্রীরামে ভেটিল যথা সুগ্রীব-বানর ॥
শত্রুর মুকুট দিল রাম-বিদ্যমান।
দেখিয়া বানর সব করিছে বাখান ॥
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্যবদন।
তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন ॥
চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি।
অঙ্গদেরে পুষ্প দেয় অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
শ্রীরাম বলেন বীর কহ ত কুশল।
কি মতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল ॥
রঘুপতি অনুমতি করিল তৎপর।
অঙ্গদ কহিছে বার্ত্তা যথা পূর্ব্বাপর ॥

—

শ্রীরামের সহিত অঙ্গদের কথোপকথন

শ্রীরামে নোঙায়ে মাথা অঙ্গদ কহিছে কথা,
হরষিত সকল বানর।
রঘুমণি হরষিত, সুগ্রীবও আনন্দিত,
লক্ষ্মণের হর্ষ বহুতর ॥
তোমার আরতি পেয়ে লঙ্কায় গেলাম ধেয়ে,
প্রবেশিলাম গড়ের ভিতর।
সুবর্ণের আওয়াস, যেন চন্দ্র পরকাশ,
তথি শোভে প্রবাল পাথর ॥
বিশ্বকর্ম্মাকৃত ঘর দেখি অতি মনোহর,
চারিভিতে কাঞ্চন-দেয়াল।
শ্বেত রক্ত নীল পীত প্রস্তরেতে সুশোভিত,
তাহে শোভে রতন মিশাল ॥
গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈন্য বহুতর,
খাওা জাঠি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সোনার পাটের পড়া, নানাবর্ণে দেখি ঘোড়া,
হস্তী সব পর্ব্বত-প্রমাণ ॥
দেখিলাম সরোবরে হংসহংসী কেলী করে,
ঘাট সব বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
কমল কুমুদোপরে কেলি করে মধুকরে,
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান ॥
দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন,
দুই কর্ণে রত্নের কুণ্ডল।
পারিজাতমালা হারে, শোভে নানা অলঙ্কারে,
যেন চন্দ্র গগনমণ্ডল ॥
বীণা বাঁশী বাজে তায়, কেহ বা সঙ্গীত গায়,
গানে করে মোহিত সংসার।
নানা আভরণ পরি, যেন স্বর্গবিদ্যাধরী,
রূপে যেন দেব-অবতার ॥
দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ুর-ময়ুরীগণ
ক্রীড়া করে মনের হরষে।
প্রতি গাছে পিকধ্বনি বড়ই মধুর শুনি,
ভ্রমর-ভ্রমরী রসে ভাসে ॥
গেলাম রাজার পাশ, চতুর্দ্দিকে মহোল্লাস,
রাবণেরে ভর্ৎসিনু বিস্তর।
যতেক বলিলে তুমি, দ্বিগুণ শুনাই আমি,
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর, ধরে চারি নিশাচর,
লাফ দিনু প্রাচীর-উপর।
চারিজনে সংহারিয়া, রাবণেরে গালি দিয়া,
শূন্যপথে আইনু সত্বর ॥
শুনিয়া অঙ্গদ-বাণী হরষিত রঘুমণি,
অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ।
সরস্বতী পরকাশ বিরচিল কৃত্তিবাস,
বানরের জয় জয় নাদ ॥
শ্রীরাম বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার পিতারে মারি পাইলাম লাজ ॥
সে-সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে।
তোমাকে বাড়াব আমি অশেষ সম্মানে ॥

দক্ষিণ-দুয়ারে যাও আপনার থানা।
তব কোপে দশানন পাছে দেয় হানা॥
বিদায় হইয়া যায় দক্ষিণ-দুয়ার।
কৃত্তিবাস রচিল অঙ্গদ-রায়বার॥

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন

অঙ্গদের ভর্ৎসনে ক্রোধিত দশমুখ।
অপমানে লজ্জায় হইল অধোমুখ॥
বহু কোটি সেনাপতি তাহার প্রধান।
যুঝিবারে সবাকারে করে সন্বিধান॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল।
মম ডরে দেবগণ কাঁপে সদাকাল॥
ইন্দ্র যম সূর্য্য মম ডরে নাহি আঁটে।
এতদূরে আসিয়া বানর-বেটা ঠাটে॥
ইন্দ্রজিৎ বলি তোরে সবার প্রধান।
রাম-লক্ষ্মণেরে মারি রাখহ সম্মান॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি লহ ত অপার।
আজিকার যুদ্ধে মার তার চারি দ্বার॥
সাবধান হয়ে বাপু কর গিয়া রণ।
আগে মার অঙ্গদেরে শেষে অন্য জন॥
বাপের দুলাল বেটা বীর মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ॥
সাজিল সে মেঘনাদ বাপের আরতি।
লেখাজোখা নাহি যত সাজে সেনাপতি॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন।
মনোহর রথখান করিল সাজন॥
কনকরচিত রথ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের জোগান॥
পার্ব্বত্য ঘোড়ার মুখে হীরার বিম্বকী।
ক্ষণে রথখান দেখি ক্ষণে হয় লুকি॥
স্বর্ণরৌপ্য-সাজে রথ করে ঝিকিমিকি।
অষ্ট অক্ষৌহিণী ঠাট যুঝায় ধানকী॥
দশ কোটি হাতী চলে বিশ কোটি ঘোড়া।
পঁচাশীতি কোটি চলে শেল ও ঝাকড়া॥
নানামত রথ লয়ে জোগায় সারথি।
নানা অস্ত্র লয়ে চলে সব যোদ্ধাপতি॥
পিতা প্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে॥
কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনী।
কটকের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
সহস্র দগর বাজে সহস্র কাহাল।
কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল॥
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া।
কাংস করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া॥
ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা।
দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীমা॥
সহস্র ভোড়ঙ্গ বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।
দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি॥
বহু লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরশান।
কত কোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুয়ান॥
বিরানই কোটি বাজে ধুসরী মহরী।
ত্রিশ কোটি শানাই বাজে আর যে ঝাঁঝরী॥
খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার।
বিশ কোটি বাজিছে পাখোয়াজ উরমার॥
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর।
মালসাট মারে কেহ শব্দ যায় দূর॥
বাজে স্বরমঙ্গল সাতাইশ লক্ষ কাঁসী।
মৃদুস্বরে বাজে আটাইশ লক্ষ বাঁশী॥
বাদ্য-শব্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস।
সহস্র সহস্র বাজে রুদ্রক পিনাশ॥
ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সকল পৃথিবী জুড়ে উঠে গণ্ডগোল॥

রাক্ষস-কটক-ভরে পৃথিবীর কাঁপ।
হাতী ঘোড়া রথ নড়ে হৈয়া এক চাপ॥
কটকের ধূলায় পৃথিবী অন্ধকার।
প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্ব্বকার দ্বার॥
এক চাপে করে বীর বাণ বরিষণ।
গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ॥
রাক্ষস বানরেতে হইল মিশামিশি।
কৌতুক দেখিছে দেবগণ তথা আসি॥
বাণ জুড়ে রাক্ষস ধনুকে দিয়া চাড়া।
বানরের উপরে পড়িছে জোড়া জোড়া॥
বানর পাথর গাছ করে বরিষণ।
কোটি কোটি রক্ষ রণে ত্যজিছে জীবন॥
চাপড় মুকুটি বানরের মাত্র তাড়া।
মুকুটির ঘায়ে কার মাথা হৈল গুঁড়া॥
বাঘের যেমন রূপ বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ॥
উভয় কটকে যুঝে রক্তে হৈল রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা॥
ঘোড়া হাতী বীর আদি রক্তরসে ভাসে।
হরিষে বানরসৈন্য মনে মনে হাসে॥
তার তুল্য ঢেউ উঠে রক্ত কলকলি।
যুদ্ধের নাহিক সীমা অধিক কি বলি॥
কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয়।
জ্ঞান হয় অসময়ে প্রলয় উদয়॥
পূর্ব্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত।
চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিত॥
অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্দ্রজিৎ হাসে।
গালাগালি দেয় তায় যত মনে আসে॥
মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে।
আয় দেখি কেবা তোরে আজি রক্ষা করে॥
যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ।
ধিক্ তোরে অধম করিস্ তার কাজ॥
খাইব ঘাড়ের মাংস কামড়াইব মাস।
মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ॥
দেশেতে জীয়ন্ত যাবি না করিস্ সাধ।
অন্যজন নহি আমি বীর মেঘনাদ॥
অঙ্গদ বলিছে, রে গর্জ্জিস অকারণ।
পদাঘাতে তোর আজি লইব জীবন॥
মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর।
সে কোপ পড়িল চারি রাক্ষস উপর॥
কিষ্কিন্ধ্যায় তোর বাপ সীতাদেবী হরে।
তার পাপে মোর বাপ মরে এক শরে॥
তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবন্ধ।
তোর বাপের পাপে সাগরে সেতুবন্ধ॥
তোর বাপ নারীচোরা, তোর রণ চুরি।
আজি তোরে অবশ্য পাঠাব যমপুরী॥
চোরপুত্র চোর তুই চুরি কর রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন॥
এত শুনি ইন্দ্রজিৎ পূরিল সন্ধান।
কোটি কোটি বানরের লইল পরান॥
অঙ্গদে এড়িয়া সব পলায় বানর।
রণ-মধ্যে অঙ্গদ রহিল একেশ্বর॥
মহাক্রোধে অঙ্গদ কাঁপিছে থর থর।
ইন্দ্রজিৎ 'পরে ফেলে পাদপ পাথর॥
কুপিল অঙ্গদ বীর রথে মারে লাথি।
লাথির চোটে চূর্ণ করে রথ ও সারথি॥
অঙ্গদ-বিক্রমে ইন্দ্রজিৎ কাঁপে ত্রাসে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশে॥
আকাশে থাকিয়া দেখে দুই সৈন্যে রণ।
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ॥
প্রচণ্ড রাক্ষস আইল হয়ে আগুয়ান।
সম্পাতি বানরে মারে তিন শত বাণ॥
বাণ খায়ে সম্পাতি যে হইল বিবর্ণ।
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ নামে অশ্বকর্ণ॥

অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক॥
এড়িলেন গাছ গোটা করিয়া হুঙ্কার।
বৃক্ষাঘাতে প্রচণ্ড হইল চূরমার॥
সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া।
অসংখ্য রাক্ষসে মারে লেজে জড়াইয়া॥
চারি বীরে লেজে বান্ধি মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হৈল হাড়॥
তপন নামে নিশাচর আইল গজস্কন্ধে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ নীলবীরে বিন্ধে॥
বাণ খাইয়া নীল বীর উঠে দিল রড়।
চড়িয়া হাতীর স্কন্ধে তারে মারে চড়॥
চড়ে চাপড়েতে গেল দুই আঁখি উড়ে।
সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল পড়ে॥
রথে চড়ে আইল বিদ্যুৎমালী নাম।
বানরের সঙ্গে করে দুর্জ্জয় সংগ্রাম॥
হেনকালে হনুমানে দেখিল সম্মুখে।
তিন শত বাণ মারে হনুমানের বুকে॥
বাণ খেয়ে হনুমান চিন্তিত না চিতে।
লাফ দিয়া উঠিল বিদ্যুৎমালী-রথে॥
রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চুলে।
টানাটানি করে তার মাথা ছিঁড়ে ফেলে॥
রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষস।
একেবারে মদ খায় সাতাশ কলস॥
সোনার পৈতা পরে সোনার উপর সোনা।
বানর কটকেতে আসিয়া দিল হানা॥
খাঁড়া ধরে কখন, কখন ধনুর্ব্বাণ।
বানর কটক কেটে কৈল খান খান॥
ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণস্থলে।
বানর কটক সব ধরে ধরে গিলে॥
রণস্থলে বানরের দেখিয়া দুর্গতি।
আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি॥
কুপিয়া যে নীল বীর চারিদিকে চায়।
বিদ্যুৎমালীর রথচক্র ধরে এক পায়॥
উপাড়িয়া চাকাগোটা তুলে নিল হাতে।
দানবে রুষিলা যেন দেব-জগন্নাথে॥
এড়িলেক চাকা গোটা তুলে বাহুবলে।
অন্তরীক্ষে ফিরে চাকা গগনমণ্ডলে॥
বায়ুবেগে আইসে চাকা কি কহিব কথা।
চাকার ধারে কাটি পড়ে সুবর্ণের মাথা॥
সুষেণ বানররাজ রাজার শ্বশুর।
দুই পুত্রে লয়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ।
লাফ দিয়া উঠে যেন বয়সে তরঙ্গ॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গেল ভোলে।
দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে॥
বুড়ার চাপড়ে চড়ে কর্ণে তালি লাগে।
নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কা-মধ্যে ভাগে॥
যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রানন্দন।
অবসাদ নাহি বীরের প্রথম যৌবন॥
রঘুবংশে উদ্ভব লক্ষ্মণ মহামতি।
সূর্য্যের কিরণ বীর শশধর-জ্যোতি॥
উদয়-অস্ত যুঝে বীর নাহি অবসান।
ধন্য শিক্ষা বীরের যে ধন্য ধনুর্ব্বাণ॥
মারে লক্ষ নিশাচর চক্ষুর নিমিষে।
কোটি কোটি রক্ষ মারে বেলা-অবশেষে॥
লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি দেবতার ধন্ধ।
তিন লক্ষ রাক্ষসের কাটি পাড়ে স্কন্ধ॥
রক্তে নদী বহে বাট রক্তে উঠে ফেনা।
লক্ষ্মণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থানা॥
বাদ্যভাণ্ড ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে।
ইন্দ্রজিৎ তাহা দেখে থাকিয়া আকাশে॥
পিতা মোর কটক সঁপিল হাতে হাতে।
রাখিতে নারিলাম ঠাট যাইব কি মতে॥

অগ্নিকেতু ভস্মকেতু বিক্রমে বিশাল।
বজ্রদন্ত বীর পড়ে লঙ্কার কোটাল ॥
পড়ে ষট্ নিষট্ সাক্ষাৎ যমদূত।
অক্ষয় রাক্ষস পড়ে সমরে অদ্ভুত ॥
বজ্রমুষ্টি পড়ে শব্দে কানে লাগে তালি।
পনস রাক্ষস পড়ে লয়ে সৈন্যগুলি ॥
হাতী ঘোড়া পড়িল অনেক রাজ্যখণ্ড।
মাহুত পড়িল রণে সমরে প্রচণ্ড ॥
দেবমুষ্টি পড়িল সকল সেনাপতি।
তিন লক্ষ পড়ে রাজার প্রধান পদাতি ॥
হাতীর পৃষ্ঠে পড়ে সৈন্য দেউলের চূড়া।
পড়িল অর্ব্বুদ কোটি পার্ব্বতীয় ঘোড়া ॥
রাজ্যের মহাপাত্র পড়ে রাজ্য শূন্য করি।
কোন্ মুখে প্রবেশ করিব লঙ্কাপুরী ॥
আদর করিয়া পিতা দিল গুয়াপান।
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান ॥
কটকের ভালমন্দ মোরে সব লাগে।
কোন্ লাজে গিয়া দাণ্ডাইব পিতৃ-আগে ॥
দেখাদেখি যুদ্ধ করি জিনিবারে নারি।
অদেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে পারি ॥
মহাযুদ্ধ করিব মায়াতে করি ভর।
মেঘের আড়ে থেকে মারি নর আর বানর ॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে মেঘনাদ।
জীয়ন্তে যাইতে দেশে না করিহ সাধ ॥
নির্ব্বল রাক্ষস মারি হরিষ অন্তর।
আজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যমঘর ॥
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিল চড়া।
দেউল-দেহার যেন ভাঙ্গি পড়ে চূড়া ॥
সোনার ধনুকে বীর জোড়ে তীক্ষ্ণ শর।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী কাঁপিছে থর-থর ॥
ধনুকেতে দিয়া গুণ তিনবার লোফে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ থরহরি কাঁপে ॥

রাম-লক্ষ্মণ বলি বীর ঘন ডাক ছাড়ে।
সম্বর আমার বাণ, ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে ॥
এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর।
ছুটিল দুর্জ্জয় বাণ সম্বর সম্বর ॥
এত বলি করে বীর বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
নানা বর্ণে বাণ এড়ে জানে নানা ছলা।
রাম-লক্ষ্মণের কাটি পড়িল মেখলা ॥
তিলার্দ্ধ নাহিক স্থান রক্ত পড়ে স্রোতে।
দুই ভায়ের রক্তধারে বসুমতী তিতে ॥
হেথা ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
উত্তর দ্বারে বার্ত্তা পাইলা সুগ্রীব রাজন ॥
উত্তর দ্বারেতে তখন নাহি হানাহানি।
রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি ॥
পশ্চিম দ্বারে মহাযুদ্ধ করে ইন্দ্রজিত।
চলিল সুগ্রীব রাজা বাঁচাইতে মিত ॥
ধাইল সুগ্রীব রাজা অতি শীঘ্রগতি।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল সংহতি ॥
পুর্ব্বদ্বারে থানায় আসিয়া শীঘ্রগতি।
সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি ॥
নীল ও কুমুদ ধায় কটক যুঝাবারে।
থানা ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিম দুয়ারে ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তাহে আছে দুইজনা ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে যত সেনাগণ।
আশী কোটি বানর আছে তাহার ভিড়ন ॥
ধাওয়াধাই বার্ত্তা তার কহে জনে জন।
সবেমাত্র না জানে রাক্ষস বিভীষণ ॥
বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জ্ঞানে।
এই হেতু সংবাদ না পায় বিভীষণে ॥
চারি দ্বারে কটক হইল এক ঠাঁই।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে দুই ভাই ॥

লাফ দিয়া বানর কটক উঠয়ে আকাশ।
কোথায় থাকিয়া যুঝে না পায় তল্লাস॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে হইলাম নিরাশ।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ করে উপহাস॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তোরা মানুষের জাতি।
আজি বুঝি তোদের পোহাল কাল রাতি॥
সহস্রলোচনে না দেখিল পুরন্দর।
দুই চক্ষে কি দেখিবে নর আর বানর॥
মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই।
জীবনের বাসনা ছাড়িল দুই ভাই॥
এত বাণ মারি বেটা ক্ষমা নাহি মানে।
নাগপাশ বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে॥
নাগপাশ বাণ এড়ে বড়ই দারুণ।
যার নামে যম ইন্দ্র কাঁপয়ে বরুণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশের দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এক বাণে হইল চৌরাশী লক্ষ সাপ॥
সাপ হয়ে বাণ আকাশেতে ধরে ফণা।
সাপের মুখে জ্বলে যেন আগুনের কণা॥
মুখেতে দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি।
আছয়ে অন্যের কাজ কাঁপয়ে বাসুকী॥
চলিল সে বাণগোটা দুর্জ্জয়-প্রতাপ।
অগ্নির সমান যেন এক এক সাপ॥
বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জ্জনে।
হাতে পায়ে বান্ধে বাণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
কোন সাপ গলায় জড়ায়, কেহ পায়।
পাক দিয়া ভুজঙ্গ জড়ায় সর্ব্ব-গায়॥
হাত-পা নাড়িতে নারে, গলায় লাগে ফাঁস।
যমের দোসর হৈল বন্ধন নাগপাশ॥
সাপের বিষের জ্বালায় অধৈর্য্য শরীর।
উত্তর শিয়রে ঢলে পড়েন দুই বীর॥

লক্ষ্মণ পড়িল আর রাম রঘুমণি।
চন্দ্রসূর্য্য খসে যেন পড়িল অবনী॥
লোটায় কমল-অঙ্গ আলুথালু বেশ।
লোটায় ধনুক তূণ, আলুয়িত কেশ॥
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে সিংহনাদ।
পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ॥
বানরের শুন এখন ক্রন্দনের রোল।
লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল॥
আগে পাছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া।
তাহার উপড়ে পাতে নেতের পাছড়া॥
হাতের প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত।
সৌরভেতে পূর্ণিত শীতল বহে বাত॥
পিতৃ-আগে দাণ্ডাইল করি জোড় করে।
তিনবার মাথা নোড়ায় রাজ-ব্যবহারে॥
রাবণ জিজ্ঞাসা করে রণের সংবাদ।
জোড়হাতে কহিছে কুমার মেঘনাদ॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব দেবতা চরাচর।
সবার কঠিন যুদ্ধ নর আর বানর॥
প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর-সংহতি।
চূর্ণ কৈল রথছত্র, মারিল সারথি॥
আপনা রাখিতে আমি হইলাম কাতর।
প্রাণভয়ে পলাইলাম আকাশ-উপর॥
দাণ্ডাইয়া দেখিলাম রাক্ষস-দুর্গতি।
এক দণ্ডে পড়িল সকল সেনাপতি॥
পড়িল সকল সেনা পাই অপমান।
রাম-লক্ষ্মণ বিন্ধিয়া করিলাম খান খান॥
খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর।
রক্ত মাত্র না রাখিলাম শরীর-ভিতর॥
বাণে বিন্ধে দুই ভায়ে করিলাম জর্জ্জর।
পড়িল অনেক ঠাট অসংখ্য বানর॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাপ।
একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ॥

সাপ হয়ে চলে বাণ আকাশে ধরে ফণা।
হাত পায় গলায় বান্ধিল দুই জনা॥
ত্রিভুবন মিলি যদি করে আকিঞ্চন।
তবু না খসিবে নাগপাশের বন্ধন॥
হস্তী ঘোড়া রত্ন দিল ভাণ্ডার প্রচুর।
অমূল্য রতন হার দিলেক কেয়ুর॥
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য করে লণ্ডভণ্ড।
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড॥
পিতৃস্থানে বিদায় হয়ে গেল ইন্দ্রজিত।
ত্রিজটা রাক্ষসী বলি ডাকিল ত্বরিত॥
রাবণ বলে, ত্রিজটা গো যাহ একবার।
চূর্ণ করে আইসহ সীতার অহঙ্কার॥
পুষ্পক বিমানে লহ সীতারে তুলিয়া।
ক্ষণেক আইসহ তুমি আকাশ ভ্রমিয়া॥
রাম-লক্ষ্মণ পড়েছেন বন্ধন নাগপাশে।
স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া আকাশে॥
রাম-লক্ষ্মণ মলে সীতা হইবে নৈরাশ।
আমারে ভজিবে সীতা মনে পেয়ে ত্রাস॥
রাবণের আজ্ঞা যদি ত্রিজটা পাইল।
রাম-লক্ষ্মণের কথা সীতাকে কহিল॥
রাম-লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতের বাণে।
স্বামী দেবর দেখ যদি আইস মোর সনে॥
চলিলেন সীতা দেবী ত্রিজটা-সংহতি।
রথে চড়ি দুইজন যান শীঘ্রগতি॥
রাম-লক্ষ্মণ পড়ে নাগপাশের বন্ধনে।
মাথায় হাত সীতাদেবী কহিছে রোদনে॥
মোর পোহাইল বুঝি আজি কালরাতি।
অভাগিনী হারাইলাম তোমা হেন পতি॥
শিশুকালে ছিলাম যখন জনকের ঘরে।
অবিধবা বলে লোকে কহিত আমারে॥
সকলের বাক্য মোর হৈল বিপরীত।
ধুলাতে পড়িয়া প্রভু হৈয়া অসম্বিত॥

বধিয়া তাড়কাসুর তুষ্ট কৈলে তিন পুর
জনকের পণ পূর্ণ করি।
হরের ধনুকখান ভাঙ্গি কৈলা খান খান,
ধন্য কৈলা জনকের পুরী॥
বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গুণ স্মরি,
কান্দে সীতা, নহে নিবারণ।
কৈকেয়ী সতাই দোষে, আসিয়া কাননবাসে,
বিপাকেতে হারালে জীবন॥
ভরত করিল স্তুতি, না করিলে অনুমতি,
বনে আইলে সত্যে করি ভর।
রত্নময় সিংহাসন পরিহরি কি কারণ
কোমলাঙ্গ ধূলাতে ধূসর॥
অযোধ্যায় ছত্রধর, আজ্ঞাকারী চরাচর,
সাগর বান্ধিয়া হৈলে পার।
আমি কি অভাগ্যবতী, হারালাম রাম-পতি,
তব মুখ না দেখিব আর॥
আমা অন্বেষণ করি এস প্রভু লঙ্কাপুরী,
দুঃখ মোর না হল মোচন।
দুরাচার ইন্দ্রজিত কৈল যুদ্ধ বিপরীত,
তাহে প্রভু হারালে জীবন॥
ত্রিজটার হাতে ধরি বিস্তর বিনয় করি,
বলিতেছে করুণ বচন।
তোমার সহায়গুণে, যাব আমি স্বামী সনে,
রথ রাখ না কর গমন॥
সীতার রোদন শুনি, হইল আকাশ-বাণী,
কভু রামের নাহি বিনাশ।
তোমারে উদ্ধার করি, যাবেন অযোধ্যাপুরী,
রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ হইতে মুক্তি

কাতর হইয়া কান্দে সে সীতা রূপসী।
সীতারে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষসী॥

পুষ্পরথ দেখ সীতা দেব অবতার।
কখন না সহে ইহা অশুচির ভার॥
একান্ত শ্রীরাম যদি হারাতেন প্রাণ।
অচল হইত তবে এই রথখান॥
না কর রোদন সীতা না কর রোদন।
প্রাণ না ত্যজেন তব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
বহুকাল গেল দুঃখ অল্প দিন আছে।
ভাবি আমি ক্ষণে সীতা মরে যাহ পাছে॥
এত বলি ত্রিজটা বিস্তর বুঝাইয়া।
গেল অশোকের বনে সীতারে লইয়া॥
অশোকের বৃক্ষতলে বসিলেন সীতে।
স্বর্ণবেত ঘুরে সব চেড়ীর হাতেতে॥
নাগপাশে বন্দী আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শিরে হাত দিয়া কান্দে যত কপিগণ॥
বড় বানরেরা কান্দে বলে হায় হায়।
নীল সেনাপতি কান্দি গড়াগড়ি যায়॥
সকল কটক কান্দে হইয়া অজ্ঞান।
পিতা-পুত্রে কান্দিছে কেশরী হনুমান॥
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা কটকের আড়ে।
মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে॥
লঙ্কাতে যদ্যপি প্রভু রঘুনাথ মরে।
কি বলিয়া যাব আমি কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
কিষ্কিন্ধ্যার রাজপাট সব পোড়াইয়া।
পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয়া॥
সুগ্রীব বলেন সবে এক ঐক্য করি।
যাব দুই ভায়ে লয়ে কিষ্কিন্ধ্যানগরী॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে যদি পারি বাঁচাইতে।
আনিব ঔষধ যথা পাব সংসারেতে॥
বাঁচাইয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুইজনে।
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে॥
সবংশে মারিব যবে লঙ্কার রাবণ।
তবে সে জানিবা মোর স্বদেশ গমন॥
দূর হতে ক্রন্দন শুনিয়া বিভীষণ।
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে মন॥
কোন্ বীর লইয়া পড়েছে আথান্তর।
মাথে হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর॥
কান্দিতেছে সুগ্রীব অঙ্গদ যুবরাজ।
সকল বানর কান্দে ছোট নহে কাজ॥
এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্বর।
বিভীষণে দেখে ভাগে যতেক বানর॥
বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ অভেদ রূপেতে।
বিভীষণে দেখে বলে এল ইন্দ্রজিতে॥
সুগ্রীব ডাকিয়া বলে অঙ্গদের আগে।
তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে॥
অঙ্গদ বলেন শুন বানরের পতি।
বিভীষণে দেখে ভাগে যত সেনাপতি॥
ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ।
কারে দেখে পলাও, মুণ্ডে পড়ুক বাজ॥
হানা দিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল লঙ্কাপুরে।
বিভীষণে দেখে কেন পলাইছ ডরে॥
দেশে পলাইয়া যাবে পুত্র-দারা-আশে।
এক গাড়ে গাড়িবে সুগ্রীব রাজা দেশে॥
যদি দেশে যাবে মনে করহ বাসনা।
উলটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা॥
অঙ্গদের দেখিয়া দন্তের কড়মড়ি।
আপন থানায় সবে যায় তাড়াতাড়ি॥
বিভীষণ বলে শুন রাজীব-লোচন।
জীয়ন্তে মরিনু আমি তোমার কারণ॥
পলাইতে ঠাঁই নাই যাব কোন্ দেশ।
বিশেষ সাগরে গিয়া করিব প্রবেশ॥
ধিক্ ধিক্ রাজ্যভোগ ধিক্ ধিক্ সুখ।
জনম গোঙাব আমি দেখে কার মুখ॥
এতেক শুনিয়া তবে বিভীষণ-বাণী।
ধীরে ধীরে কহিছেন রাম রঘুমণি॥

সব ছাড়ি বিভীষণ আমা কৈল সার।
শুধিতে নারিনু মিতা বিভীষণের ধার॥
নাগপাশে বন্দী হৈয়া মরণ আমার।
মরা লাগি জীয়ন্তেতে কেবা মরে আর॥
শুন হে সুগ্রীব মিতা কহি তব স্থানে।
সৈন্য লয়ে যাহ তুমি আপন ভবনে॥
আমা স্থানে মিত্র তুমি সত্যে হৈলে পার।
তুমি কি করিবে দৈব বিপক্ষ আমার॥
নূতন ভূপতি তুমি দেখহ বিচারি।
তোমা বিনা লণ্ডভণ্ড হবে রাজপুরী॥
করহ রাজ্যের চর্চ্চা গিয়া নিজ রাজ্যে।
আমার নিকটে আর আছ কোন্ কার্য্যে॥
নাগপাশ অস্ত্র এল আমা দোঁহা তরে।
ভাগ্যেতে যা ছিল হৈল তুমি যাহ ফিরে॥
অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াছি লাজ।
প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ॥
গয় গবাক্ষ সরভাদি ও গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এই সুষেণনন্দন॥
শরভঙ্গ বানর যে কুমুদ সেনাপতি।
দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পিরীতি॥
দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল।
গালাগালি না দিও না বলো মন্দ বোল॥
অযোধ্যানগরে তুমি যাহ হনুমান।
সমাচার কহিও সবার বিদ্যমান॥
জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ।
যেন কার সঙ্গে নাহি করে বিসম্বাদ॥
ধর্ম্মেতে পালিবে প্রজা রাখি ধর্ম্মপথ।
এইরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত॥
কৌশল্যা মায়েরে জানাইবে নমস্কার।
কৈকেয়ী মাতারে এই কহিও সমাচার॥
প্রণাম করিব গিয়া মনে ছিল সাধ।
বিধাতা সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ॥
জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে।
নাগপাশে বন্দী রাম-লক্ষ্মণ দুজনে॥
সুমিত্রা মাতারে মোর দিও নমস্কার।
যথাযোগ্য সবারে জানাবে সমাচার॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল নিজ পুরী।
সুখভোগ ছাড়ি ভাই হৈল বনচারী॥
প্রাণসম লক্ষ্মণ হাতের ছিল নড়ি।
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি॥
নাগপাশে কাতর হইল রঘুবীর।
ব্রহ্মাদি দেবতা ভেবে হইল অস্থির॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন॥
ইন্দ্র বলে, সমাচার না জান পবন।
নাগপাশে বাঁধা আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
অরুণ বরুণ যম সব কাঁপে ডরে।
ভয়ে কেহ না আইসে লঙ্কার ভিতরে॥
আমি ইন্দ্র রাজা ত্রিভুবন-অধিপতি।
রাবণের বেটা মোর করিল দুর্গতি॥
লঙ্কাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত।
আমারে জিনিয়া তার নাম ইন্দ্রজিত॥
বড় নিদারুণ বেটা বিখ্যাত ভুবনে।
নাগপাশে বান্ধিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
নাগপাশে অচৈতন্য দুই সহোদর।
বল-বুদ্ধি হারায়েছে সকল বানর॥
রঘুনাথ-স্থানে যাহ আমার বচনে।
কহ রামে, মুক্ত হবে গরুড়-স্মরণে॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় ধরে বিষ্ণুতেজ।
নাগপাশ ঘুচাইতে সেই মহাবেজ॥
ইন্দ্রের বচন মানি দেবতা পবন।
কহিল রামেরে কর গরুড়ে স্মরণ॥
পবন-শ্রীরামে যদি হৈল কানাকানি।
গরুড় স্মরণ করে রাম রঘুমণি॥

গরুড়ে স্মরেন রাম বিষ্ণু-অবতার।
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার॥
কুশদ্বীপে চরে গরুড় সাগরের কূলে।
গিলেছিল অজগর, উগারিয়া ফেলে॥
শূন্যভরে গরুড় আইল উভরড়ে।
পাকসাটে পর্ব্বত কন্দর যায় উড়ে॥
দিগ্ দিগন্তরে গাছ আনে পাকে টেনে।
ঝঞ্জনা পড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে॥
সাগরের জলজন্তু লুকাইল জলে।
ভয় পায় নাগগণ কম্পিত পাতালে॥
উপাড়িয়া পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে।
থাকিতে যোজন দশ অহি ভাগে ত্রাসে॥
দূর হতে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাস।
খসে পড়ে রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ॥
পদ্মহস্ত বুলাইল বিনতানন্দন।
সচৈতন্য হয়ে উঠে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
গরুড় পক্ষীরে কন রাম রঘুমণি।
প্রাণদান দিলে সখা ছিলে হে আপনি॥
গরুড় বলেন শুন সবিশেষ কই।
শ্রীচরণে ভৃত্য আমি, সখাযোগ্য নই॥
তুমি বিষ্ণু-অবতার জগতের পতি।
পতিব্রতা-শাপে আছে আপনা বিস্মৃতি॥
আমি হে গরুড় পক্ষী তোমার বাহন।
পূর্ব্বকথা প্রভু কেন হও বিস্মরণ॥
শ্রীরাম বলেন পক্ষী কৈলে উপকার।
বর মাগ পক্ষীবর যে বাঞ্ছা তোমার॥
গরুড় বলেন বাঞ্ছা আছে এই মনে।
দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ গলে বনমালা।
শিখিপুচ্ছবন্ধ চূড়া অর্দ্ধ বামে হেলা॥
অলকা-আবৃত শশী শ্রীমুখমণ্ডল।
শ্রুতিযুগে মনোহর মকর-কুণ্ডল॥
গলে বনমালা পরিধান পীতাম্বর।
সেই রূপ দেখিতে বাসনা নিরন্তর॥
শ্রীরাম বলেন হব সেরূপ কেমনে।
ধনুর্দ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে॥
না বলিহ কৃষ্ণমূর্ত্তি করিতে ধারণ।
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ॥
গরুড় বলেন কি জানিবে কপিগণে।
করিয়া পাখার ঘর বসাব গোপনে॥
এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত-রচন॥
ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনুমান দেখে বসি ভাবিতেছে দূরে॥
হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভুর হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত॥
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী॥
হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনুক খসাইয়া বাঁশী দিলে আরবার॥
যদি ভৃত্য হই, মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোরি বিদ্যমানে॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে॥
এতেক শুনিয়া তবে বিনতানন্দন।
ঈষৎ হাসিয়া পাখা করে সম্বরণ॥
রামেরে প্রণাম করি যায় শূন্যপথে।
দাণ্ডাইল রঘুনাথ ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠে অনুজ লক্ষ্মণ।
আনন্দসাগরে মগ্ন যত কপিগণ॥
গরুড়ের পাখা-শব্দ যত দূরে যায়।
তত দূর কপিগণ উঠিয়া দাঁড়ায়॥

নাগপাশে মুক্ত হৈল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ॥
একেবারে যত কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
বানরের শব্দ নিশি তৃতীয় প্রহরে।
শয্যা হৈতে উঠে বৈসে রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
প্রাচীরে উঠিয়া সেহ চাহে চারিভিতে।
দাণ্ডায়েছেন লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
বলে রাবণ যে বাণ বন্ধন নাগপাশ।
নাগপাশে মুক্ত হৈল লঙ্কার বিনাশ॥
মরিলে না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
অনুমানে বুঝিনু মজিল লঙ্কাপুরী॥
দৈবনির্ব্বন্ধে রাবণ দেখয়ে বিপাক।
ধূম্রাক্ষ বলি রাবণ ঘন পাড়ে ডাক॥
আজ্ঞামাত্র আইল ধূম্রাক্ষ মহাবীর।
রাজার চরণে আসি নোঙাইল শির॥
রাবণ বলে তুমি হে প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি॥
রাজ-ব্যবহারে তাঁর বাড়ায় সম্মান।
যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়া-পাণ॥
রাজ-আজ্ঞামাত্র বীর রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য চলে মুড়ে মুড়ে॥
হস্তী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট।
ধূলা উড়াইয়া চলে নাহি দেখি বাট॥
লঙ্কাতে ধূম্রাক্ষ-বীর পরম সুজ্ঞানী।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি॥
আউদড় চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী।
রথধ্বজে উড়ে বৈসে শকুনি গৃধিনী॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার।
কিছুই না মানে বীর বলে মার মার॥

—

ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন

দুই দলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ-পাথর করে বরিষণ॥
রুষিয়া ধূম্রাক্ষ বলে কোথায় তপস্বী।
উখাড়িয়া মরে কে এতেক দূরে আসি॥
ছাড়িয়া সীতার আশা ফিরে যাহ ঘর।
মনুষ্য হইয়া বেটা লঙ্কার ভিতর॥
বানরেরা বলে বেটা চক্ষু থেকে অন্ধ।
মনুষ্য কি সাগর করিতে পারে বন্ধ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধিলেন সেতু।
অবতার রাক্ষসের বংশনাশ-হেতু॥
গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশমুণ্ড।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
কুপিল ধূম্রাক্ষ বীর জ্বলন্ত আগুনি।
মুষল লইয়া এক কপিগণে হানি॥
মুষলের ঘায়ে কারো ভাঙ্গে মাথার খুলি
কারো মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে মহাবলী॥
খাণ্ডাখান কাহার মস্তকে তুলে হানে।
ভঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে॥
হনুমান দেখিল বানরগণ ভাগে।
দাঁড়াইল হনুমান ধূম্রাক্ষের আগে॥
হনুমান বলে বেটা কি নাম তোমার।
আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার॥
রাক্ষস বলিল, যদি তোরে আমি পাই।
অন্যেরে কি প্রয়োজন, তোর রক্ত খাই॥
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি॥
দুই বীর যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥
হনুমান আনিল পাথর দুইখান।
রথের উপরে ফেলি ডাকে হান হান॥
রথ ঘোড়া সারথি করিল চূরমার।
রথ এড়ি ধূম্রাক্ষ ধাইল আরবার॥

ধূম্রাক্ষের হাতে ছিল এক মহা গদা।
তার আশেপাশে বাজে জয়ঘণ্টা সদা॥
দেব-দৈত্য গন্ধর্ব্বগণের ভয় লাগে।
গদা হাতে করি গেল হনুমান-আগে॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে।
হনুমানের বুকে যেন বজ্র হেন ঠেকে॥
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হৈল খানখান।
কোপ করি আপনি পাসরে হনুমান॥
হনুমান বলে গদা গেল রসাতল।
এখন আইস আমি বুঝি তোর বল॥
এক বজ্র চাপড় মারিল তার শিরে।
কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
হনুমান মহাবীর সংগ্রামেতে শূর।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের কায় করে চূর॥
পড়িল ধূম্রাক্ষ বীর সমরে তুর্জ্জয়।
সকল বানর ডাকি করে জয় জয়॥
ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল তুই অক্ষৌহিণী।
পলাইল সকলে লইয়া নিজ প্রাণী॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥

—

অকম্পনের যুদ্ধ ও পতন

ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা পাইল রাবণ।
অকম্পন ব'লে ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন॥
আজ্ঞামাত্র উপনীত অকম্পন বীর।
রাজার নিকটে আসি নোঙাইল শির॥
রাবণ বলে শুন অকম্পন সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি॥
বীরমধ্যে বীর তুমি সকলেতে জানে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে তুমি পার এক দিনে॥
তোমার সম্মুখে যুঝে আছে কোন্ জন।
হাতে গলে বেন্ধে আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
মধুর বচনে রাজা অকম্পনে তোষে
যুঝিতে চলিল বীর রাজার আদেশে॥
সারথি জোগায় রথ বিচিত্র গঠন।
সসৈন্যে সাজিয়া চলে বীর অকম্পন॥
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
উখাড়িয়া পড়ে ঘোড়া যায় মন্দতেজে॥
অকম্পন নাম তার কম্পে না কখন।
যাত্রাকালে হস্তপদ কাঁপে ঘনে ঘন॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার।
মার মার শব্দে গেল পশ্চিম তুয়ার॥
তুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ॥
তুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল অপার।
রণের ধূলাতে দশ দিক অন্ধকার॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্মপর।
রাক্ষসে রাক্ষস মারে, বানরে বানর॥
রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট ধূলা নাহি উড়ে।
দেখাদেখি যুদ্ধ করে তুই দলে পড়ে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর কুমুদ সেনাপতি।
রণ দেখি তিন বীর এল শীঘ্রগতি॥
তিন বীর করে আসি গাছ বরিষণ।
সম্মুখ-সমরে স্থির নহে তিনজন॥
ভঙ্গ দিয়া তিন বীর পলাইল ত্রাসে।
হাতে ধনু দাণ্ডাইয়া অকম্পন হাসে॥
নীল বীর বড় ধীর সকলে বাখানে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকম্পন-রণে॥
নীল বীর করেছিল একা সেতুবন্ধ।
অকম্পন-বাণে তার চক্ষু হৈল অন্ধ॥
স্বরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান।
রণেতে প্রবেশ করে বীর হনুমান॥
হনুমান বলে বেটা পালাবি কোথায়।
এক চড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায়॥

পাইক মারিয়া বেটা জিনে যাহ রণ।
অবশ্য আমার হাতে তোমার মরণ॥
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
আশি কোটি বাণ এড়ে বীর অকম্পন।
বাণে অচেতন হৈল পবননন্দন॥
সম্বিত পাইয়া উঠে বীর হনুমান।
ক্রোধে আনে শালগাছ দিয়া এক টান॥
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান।
অকম্পনের বাণে গাছ হৈল দুইখান॥
জিনিতে না পারে হনু ভাবয়ে অন্তরে।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপরে॥
চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হইল হাড়॥
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
সকল বানর বলে রাম রাম জয়॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর॥

—

বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ ও পতন

অকম্পন-মৃত্যু শুনি চরের বদনে।
কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে॥
হৃদয়ে করিয়া বিবেচনা বহুতর।
যুদ্ধ বিনা হিত নাহি দেখিল অপর॥
তবে আগে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে।
কহিতে লাগিলা তারে অতি সমাদরে॥
বজ্রদংষ্ট্র তুমি হও সুপণ্ডিত রণে।
তোমার সমান বীর না দেখি ভুবনে॥
ধনুক ধরিয়া তুমি দাঁড়ালে সমরে।
নিজে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইতে নারে ডরে॥
তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে।
পরাজয় করিয়াছি অনায়াসে রণে॥
অপর কি কব সর্ব্বনাশক শমনে।
তোমার সাহায্যে জিনিয়াছি অযতনে॥
তুমিই সমরে যাও সসৈন্য হইয়া।
সুগ্রীব লক্ষ্মণ রামে আইস বধিয়া॥
এত বাণী শুনি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর।
প্রণমিয়া কহিতেছে রাবণ-গোচর॥
মহারাজ এই আমি চলিলাম রণে।
আপনি পরমানন্দে থাকুন ভবনে॥
বধিব তোমার শত্রু সেই দুই নরে।
সুগ্রীব মারুতি আর মুখ্য কপিবরে॥
আপনি মঙ্গল-চিন্তা করিয়া আমার।
গৃহে থাকি সীতা লয়ে করহ বিহার॥
তবে বলাধ্যক্ষ করি সেনার সাজন।
দশানন-আগে আসি কৈল নিবেদন॥
তাহা শুনি প্রণাম করিয়া দশাননে।
বজ্রদংষ্ট্র বীর যাত্রা করিলেক রণে॥
করিল বিবিধমতে মঙ্গলাচরণ।
বান্ধিলেক নিজ অঙ্গে অনেক রক্ষণ॥
পরিলেক অঙ্গে নানা, মাথায় টোপর।
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল তূণ পুরি তীক্ষ্ণ শর॥
আর নানা অস্ত্রশস্ত্র করিলা বন্ধন।
রথের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ॥
কিবা তার রথ অতি মনোহর হয়।
অলঙ্কৃত দিব্য, দিব্য ঘোটকে বহয়॥
তার রথ দুই দিকে যায় মনোরম।
দ্বিসহস্র-সপ্ততি-সংখ্যক তুরঙ্গম॥
ঘোড়ার পশ্চাতে দুই সহস্র সপ্ততি।
যাইতেছে মদমত্ত হাতী মন্দগতি॥
মধ্যেতে যাইছে বজ্রদংষ্ট্র দিব্যরথে।
এক লক্ষ ধনুর্দ্ধর যায় অগ্রপথে॥
আর কত ঢালী শূলী তোমরী খর্পরী।
যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চড়ি॥

বাজিতেছে সহস্র সহস্র রণভেরী।
নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া হাতী বেরি বেরি॥
সেই-সব শব্দে লঙ্কা করি দলমাল।
রণে যায় বজ্রদংষ্ট্র যেন মহাকাল॥
যাইতে যাইতে দেখে নানা অমঙ্গল।
অগ্রেতে পড়য়ে তার উল্কা ঝলমল॥
মুখ দিয়া অগ্নিশিখা করিয়া বমন।
শিবা সব করিতেছে অশিব নিঃস্বন॥
রথের ঘোড়ার নেত্রে পড়ে অশ্রুজল।
পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করে তারা মূত্রমল॥
তা দেখেও বজ্রদংষ্ট্র হয়ে অশঙ্কিত।
কহিতেছে সৈন্যদিগে অত্যন্ত গর্ব্বিত॥
অমঙ্গল দেখি কেহ না কর চিন্তন।
অতি মন্দ শুভকরী কহে সর্ব্বজন॥
আর শুন কি করিবে এই অমঙ্গলে।
সব অমঙ্গল বিনাশিব বাহুবলে॥
দেখিবি সকল তোরা বিক্রম আমার।
বধিব সকল আমি শত্রুকে রাজার॥
আজি মোর বাণহত কপির আমিষে।
নিশাচর পিণ্ড দিবে বান্ধবে হরিষে॥
আমিহ বধিয়া সুগ্রীবাদি কপিগণে।
ভক্ষণ করিব নিজে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
বজ্রদংষ্ট্র নাম মোর বজ্র হেন দাড়।
চর্ব্বণ করিব আমি তাহাদের হাড়॥
সবে তোরা ভয় ত্যজি চলহ সমরে।
শত্রুবধ করি শীঘ্র ফিরে যাব ঘরে॥
এত কহি বজ্রদংষ্ট্র সৈন্য হুহুঙ্কারে।
উপনীত হৈল আসি উত্তরের দ্বারে॥

—

(নর্ত্তক ছন্দ)

তবে, দেখি তাহারে, সেইমত দ্বারে,
প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরুশিখরী করেতে ধরি
রহে সুখী মন॥
তাহা নিরখি তারা মেঘের ধারা
হেন বর্ষে বাণ।
তাহে বানরগণে বিন্ধি সঘনে
কৈলা খান খান॥
তবে, কুপিত-মতি বানর অতি,
বৃক্ষশিলা মারি।
করে কুলিশ দন্ত সোথার অন্ত,
গভীর হাঁকারি॥
তাহে, ত্রাসিত-মন কৌণপগণ
পলায়ন করে।
তাহে দেখি দুরন্ত, বজরদন্ত
বরিষয়ে শরে॥
তার রাবণের তূণে, ধনুক-গুণে,
কর্ণে বারে বারে।
কর ভ্রমণ করে, একে তাহারে
লক্ষ্যিতে না পারে॥
তার শর-নিকরে, যত বানরে
জর্জ্জর করিল।
তাহে রুধির-ধারে, রণ-ভিতরে
তটিনী হইল॥
তাহে, প্রাণ ছাড়িয়া যায় ভাগিয়া,
ভয়ে কপিগণ।
তাহে কাক শৃগালী টানিয়া তুলি
করয়ে ভক্ষণ॥

সেই বজ্জরদন্ত- শরেতে শান্ত,
দেখি অন্ধকূলে।
যত বানরবৃন্দ ত্যজিয়া দ্বন্দ্ব
ভাগে সিন্ধুকূলে ॥
তাহা করিয়া দৃষ্ট, হইয়া রুষ্ট,
কপিচূড়ামণি।
নিজে চলিলা রণে, করি সঘনে
ঘোর সিংহধ্বনি ॥
শুনি সেই ত রব, কৌণপ সব
মূর্চ্ছিত হইল।
কত ঘোটক করী ভূমিতে পড়ি
চীৎকার করিল ॥
পরে, তারে দেখিয়া ত্রাস পাইয়া
বজ্রদংষ্ট্র-সেনা।
তারা পলায়ে যায়, পাছে না চায়,
বারণ শুনে না ॥
তবে, তাহা নিরখি মনেতে রোখি
বজ্রদংষ্ট্র-বীর।
সেই তপনস্থতে অতি বেগেতে
বিন্ধে বহু তীর ॥
তাহে কুপিত মতি কপির প্রতি
চাপট প্রহারে।
তার বাম ডাহিনে, ঘোটকগণে
নিলা যমদ্বারে ॥
আর, দুই পাশেতে সারি ক্রমেতে
যত করী ছিল।
মারি গাছের বাড়ি যমের বাড়ী
তাদিগে প্রেরিল ॥
পরে, শাল উপাড়ি ঘূর্ণিত করি
তপনকুমার।
সেই বজ্রদশন প্রতি ক্ষেপণ
কৈলা সহুঙ্কার ॥

সেই রজনীচর ছাড়িয়া শর
শত-পরিমাণ।
সেই শাল-তরুরে কাটিয়া পাড়ে
করি খান খান ॥
তাহা নিরখি সূর্য্য- তনয়-শৌর্য্য
করি প্রকাশন।
এক বৃহৎ শিলা তুলিয়া নিলা,
পর্ব্বত যেমন ॥
তারে বজরদন্ত রথের অন্ত
করিতে ছাড়িল।
তাহা সেহ দেখিয়া রথ ছাড়িয়া
ভূমিতে নামিল ॥
সেই ঘোর পাষাণে তাহার যানে
সুগ্রীব ভাঙ্গিলা।
আর ঘোটক সাতে ধ্বজ-সহিতে
সারথি নাশিলা ॥
পরে, এক তরুরে ধরিয়া করে
করিয়া ঘূর্ণিত।
সেই বজরদন্ত- সেনার অন্ত
কৈল রামমিত ॥
তেঁই, গিরির শৃঙ্গ করিয়া ভঙ্গ,
ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বজ্র-দশন বীরে মারিতে পরে
হৈলা আগুসার ॥
তাহা নিরখি সেহ বিকট-দেহ
গদা ঘুরাইয়া।
বীর তপনস্থতে মারিল মাথে,
গর্জ্জন করিয়া ॥
কিবা সুগ্রীব-শিরে ঠেকিয়া ভরে
সেই গদা-দণ্ড।
এ কি অশ্রুত কথা, কর্কটী যথা,
হৈল শত খণ্ড ॥

LIBRARY.

তবে, কপি ভূপতি তাহার প্রতি
সেই গিরিচূড়া।
নিজ বাহুর জোরে মারিয়া শিরে
করিলেন গুঁড়া॥
তাহে রুধিরধার বদনে তার
বহে অনিবার।
সেহ পড়িল ভূমে দেখিতে যমে,
গেল প্রাণ তার॥
তবে, বজ্রদশন পাইল মরণ,
দেখি তার সেনা।
তায় ত্রাসিত হয়ে যায় পলায়ে,
ফিরিয়া চাহে না॥
তবে, সমর জিতি বানরপতি
করি সিংহনাদ।
দিল আপন সখা- নিকটে দেখা,
মনেতে আহ্লাদ॥
শুনি তাহার বাণী শ্রীরঘুমণি
করি প্রশংসন।
দিলা বাহু পসারি হৃদয় ভরি
তারে আলিঙ্গন॥

—

প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন

এখানেতে ভগ্নদূত যাইয়া লঙ্কায়।
বজ্রদংষ্ট্র-মৃত্যু-কথা কহিল রাজায়॥
বজ্রদংষ্ট্র পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
প্রহস্ত মামা বলিয়া ডাকিল ত্বরিত॥
রাবণ বলে মামা তুমি রাজ্যের ঠাকুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট তোমার প্রচুর॥
তুমি আমি নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত।
এই কয়জন আছি সমরে পণ্ডিত॥
বিশেষ অধিক তুমি জানি চিরদিন।
করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ প্রবীণ॥

প্রতাপে প্রচণ্ড তাহে বহু সন্ধি জান।
হাতে গলে বান্ধি রাম-লক্ষ্মণেরে আন॥
রাবণের কথা শুনি প্রহস্তের হাস।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে আজি করিব বিনাশ॥
আমি আছি, রণে কেন যায় অন্যজনে।
এখনি মারিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
আগে আমি তোমারে বলেছি যুক্তি সার।
সীতা নাহি দিব, যুদ্ধ করিব অপার॥
অবানরা অরামা করিব ধরাতল।
দশানন বলে মামা জানি তব বল॥
অষ্ট অঙ্গে পর মামা রত্ন-অলঙ্কার।
যুদ্ধ জিনে এলে মামা সকলি তোমার॥
রাবণের কথা কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
সসৈন্যে প্রহস্ত যায় যুদ্ধ করিবারে॥
চারি বীর অগ্রে যায় হাতে ধরে ধনু।
যজ্ঞধূম মহানাদ কোপন মহাহনু॥
দেবগণ স্থির নহে যাহার বিবাদে।
হেন সব বীর ধায় সংগ্রামের সাধে॥
সাজিয়া আইল সৈন্য প্রহস্তের পাশ।
সবারে প্রহস্ত বীর দিতেছে আশ্বাস॥
রাম-লক্ষ্মণের আজি অবশ্য মরণ।
শকুনি গৃধিনী উড়ে ছাইল গগন॥
প্রহস্তের সৈন্যে দশ দিক অন্ধকার।
মার মার করিয়া চলিল পূর্ব্বদ্বার॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র বৃক্ষ-শিলা করে বরিষণ॥
প্রহস্তের সেনাপতি সেরা চারিজন।
হাতে ধনু আইল যে করিবারে রণ॥
যুঝিবারে কাজ থাকুক, দেখে চারি বীর।
ভঙ্গ দিল বানর, সংগ্রামে নাহি স্থির॥
পূর্ব্বদ্বারে দৃঢ়তর হইল গণ্ডগোল।
তিন দ্বারে থাকি শুনে কটকের রোল॥

তিন দ্বারে চারি বীর আছিল প্রধান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র যে অঙ্গদ হনুমান॥
পূর্ব্বদ্বারে চারি বীর আইল শীঘ্রগতি।
নীলের সপক্ষ হৈল চারি সেনাপতি॥
চারি বীর আসি করে গাছ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস, সহিতে নারে রণ॥
প্রহস্তেরে চারি বীর দেখে দূরে হৈতে।
রণেতে প্রবেশ করে ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ও অঙ্গদ হনুমান।
চারি বীরে ধনু কাড়ি নিল চারিখান॥
হাঁটুর চাপান দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়ে গেল চারি বীর আগে॥
কুপিয়া অঙ্গদ বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
লাথি দিয়া মারিল রাক্ষস মহানাদ॥
মহাহনু হনুমানে দোঁহে বাজে রণ।
মহাহনু চেপে ধরে পবননন্দন॥
করিয়া পাথালিকোলা লয়ে গেল দূর।
কপটে কহিছে হনু বচন মধুর॥
তোর নাম মহাহনু, আমি হনুমান।
মিতালি করিব, নাম মিলিল সমান॥
দুই মিতা ছোট বড় কে হয় কেমন।
বারেক করিয়া যুদ্ধ বুঝিব দুজন॥
শুনিয়া ত মহাহনু বলয়ে তরাসে।
মিত্রসনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইসে॥
হনুমান বলে, কর বাঁচিবার আশ।
তিলেক বিলম্ব নাই, করিব বিনাশ॥
রাক্ষসের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি।
বজ্রমুষ্টি মারিয়া ভাঙ্গিব মাথার খুলি॥
এত বলি হনুমান কসে মারে চড়।
ভূমে পড়ি মহাহনু করে ধড়ফড়॥
মহাহনু পড়িল, রুষিল যজ্ঞধূম।
প্রবেশিল রণে যেন কালান্তক যম॥
কুপিল মহেন্দ্র বীর সুষেণনন্দন।
দীর্ঘ এক শালগাছ উপাড়ে তখন॥
এড়িলেক শালগাছ দিয়া হুহুঙ্কার।
রথ সহ যজ্ঞধূম হৈল চূরমার॥
যজ্ঞধূম পড়ে রণে, রুষিল কোপন।
রুষিল দেবেন্দ্র বীর সুষেণনন্দন॥
জুড়িল কোপন বীর তিন শত শর।
বিন্ধিয়া দেবেন্দ্র বীরে করিল জর্জ্জর॥
কুপিয়া দেবেন্দ্র বীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি॥
দুই হাতে উপাড়িল গাছ ও পাথর।
গাছ-পাথর লৈয়া বীর ধাইল সত্বর॥
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন বৃক্ষ-শিলা হানে।
পাড়িল রাক্ষস বীর দুর্জ্জয় কোপনে॥
চারি সেনাপতি পড়ে প্রহস্ত তা দেখে।
সন্ধান পূরিয়া চারি বীরের সম্মুখে॥
প্রহস্তের রণে দেবগণ কম্পমান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় অঙ্গদ হনুমান॥
পূর্ব্বদ্বারখান সেই নীল বীর রাখে।
ভাঙ্গিল কটক সব নীল তাহা দেখে॥
নীল বলে প্রহস্ত তোর বাড়িয়াছে আশ।
অবশ্য তোমারে আজি করিব বিনাশ॥
রুষিয়া প্রহস্ত বলে ওরে বেটা নীল।
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল॥
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
তিন শত বাণ বীর জুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে নীল-বীর-বুকে॥
বাণ খেয়ে নীল-বীর করিল উঠানি।
পর্ব্বতের চূড়া ধরি করে টানাটানি॥
দশ যোজন আনে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
প্রহস্তের মাথায় মেরে মাথা কৈল গুঁড়া॥

প্রহস্ত পড়িল রণে লাগে চমৎকার।
ভগ্নদূত রাবণেরে দেয় সমাচার ॥
প্রহস্ত পড়িল রণে শুন লঙ্কেশ্বর।
রাবণ বলে কাল হৈল নর ও বানর ॥
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
মোর সনে চল সবে করিতে সমর ॥
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥

—

রাবণের প্রথম যুদ্ধে গমন

ছত্রিশ কোটি রাবণের সেরা সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সবে রাবণ-সংহতি ॥
ভাই ভাইপো আদি কুমার ভাগে নড়ে।
হাতী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে ॥
যুঝিবার তরে নড়ে রাজা সে রাবণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে নানা আভরণ ॥
মেঘেতে চপলা যেন গলায় উত্তরী।
মৃগমদে লেপিলেক সুগন্ধি কস্তুরী ॥
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি শোভে কর্ণের কুণ্ডল ॥
রাবণের রথখান সাজায় সারথি।
নানা রত্ন মণি মুক্তা নির্ম্মাইল তথি ॥
কনকে রচিত রথ মাণিকেতে ঢাকা।
রত্নের কলসে সাজে নেতের পতাকা ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ রথ সাজায় সুন্দর।
রথের উপরে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
খাণ্ডা টাঙ্গী শেল শূল মুষল মুদ্গর।
নানাজাতি অস্ত্র তুলে রথের উপর ॥
গদা শাবল লয় কেহ, কাছেতে কামান।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ করে লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলে মুড়ে মুড়ে।
বিংশতি যোজন পথ সৈন্য আড়ে জোড়ে ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণের বাদ্যভাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী ॥
একলক্ষ দগড়, দুই লক্ষ করতাল।
দুই সহস্র ঘণ্টা বাজে, মৃদঙ্গ বিশাল ॥
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে, তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক, ছয় লক্ষ পড়া ॥
বাজিল চৌরাশি লক্ষ শঙ্খ আর বীণে।
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে দুই লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ, বিস্তর মাদল ॥
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
পাখোয়াজ তবলা বাজে ত্রিভুবনে কম্প ॥
বাজিল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি ডম্বুর শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার ॥
খঞ্জনী খমক বাজে সেতারা তবোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল ॥
তুরি ভেরী রণশিঙ্গা বার লক্ষ বাঁশী।
দগড়ে রগড় দিতে দশ লক্ষ কাঁসী ॥
টিকারা টঙ্কার আর চৈতোরা মোচঙ্গ।
বাদ্য শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥
তিন কোটি বৃন্দ ঠাটে সাজিল রাবণ।
শত কোটি রবি জিনি রথের কিরণ ॥
রত্নময় কলসে পতাকা সারি সারি।
সংগ্রামেতে সাজিল লঙ্কার অধিকারী ॥
রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ।
ভয় পেয়ে মন্দ-বায়ু বহিছে পবন ॥
রবি হৈল মন্দ-তেজ চাপিয়া কিরণ।
সশঙ্কিত স্বর্গের সকল দেবগণ ॥
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর ॥
রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক-টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে যায় করি মার মার ॥

মণিময় মুকুট শোভিছে দশ মাথে।
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক বাণ হাতে॥
সৈন্য দেখে দশানন দাণ্ডাইয়া রথে।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথে॥
শতকোটি রবি শশী জিনিয়া কিরণ।
বল দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন॥
বিভীষণ বলে রণে আইল দশানন।
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মার নির্ম্মিত রথ বহুরূপ ধরে।
তুষ্ট হৈয়া দেবগণ দিল ধনেশ্বরে॥
কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেক রাবণ।
আসিয়াছে সেই রথে করি আরোহণ॥
কোটি সূর্য্য জিনিয়া সৌন্দর্য্য খরতর।
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
রাম রাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর॥

কহিতেছে বিভীষণ, রথে দেখ নারায়ণ,
ছত্রদণ্ড ধরে দেবগণ।
কপালেতে দশ মণি, দীপ্ত যেন দিনমণি,
ঐ রাজা লঙ্কার রাবণ॥
হেসে রঘুনাথ কন, চিনিলাম দশানন,
যোগ্য বটে লঙ্কা-অধিকারী।
কুবুদ্ধি এমন কেনে, দেবকন্যা কেন আনে,
কেন চুরি করে পরনারী॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর নাম ধরে লঙ্কেশ্বর,
দেবমায়া না বুঝে রাবণ।
আমি রাবণের যম, না থাকিবে পরাক্রম,
মোর হাতে সবংশে মরণ॥
কহে সুমিত্রানন্দন, এই কি রাজা রাবণ,
আর কেবা উহার সংহতি।
হাতে ধনু সুরচিত, ঐ পুত্র ইন্দ্রজিত,
সঙ্গেতে উহার সেনাপতি॥
কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন কুম্ভকর্ণের নন্দন,
সঙ্গে সৈন্য আইল অপার।
সারদা-চরণ সেবি বাল্মীকি যে মহাকবি,
রামায়ণ করিল প্রচার॥

—

রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধ

বিভীষণ কহিছে লঙ্কার সমাচার।
রাম বলে বিভীষণ হও আগুসার॥
জিজ্ঞাসা করিল যদি প্রভু রঘুনাথ।
কটক চিনায়ে দেয় তুলে ডানি হাত॥
রাবণের ধনু ওই রতনে রচিত।
রাজার দক্ষিণে ঐ কুমার ইন্দ্রজিত॥
মেঘ সম অঙ্গ, তাম্রবর্ণ দ্বিলোচন।
নাগপাশে বেঁধেছিল তোমা দুইজন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি রণে পরাভব।
কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের বৈভব॥
এমন ঐশ্বর্য্য কেন হারায় রাবণ।
আমার সংগ্রামেতে বাঁচিবে কোন্ জন॥
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলে কোপে।
রুষিয়া সুগ্রীব রাজা যায় বীরদাপে॥
কুপিয়া সুগ্রীব সে পর্ব্বতে দিল টান।
একটানে উপাড়ে পর্ব্বত একখান॥
ঘুরায় পর্ব্বত গোটা অতিশয় রোষে।
গর্জ্জিয়া হানিল বীর রাবণ-উদ্দেশে॥
কোপেতে রাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খান খান॥
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত সুগ্রীব রাজা দেখে।
কোপেতে রাবণ বাণ জুড়িল ধনুকে॥
তিন শত বাণ রাজা ছাড়ে একবারে।
গর্জ্জিয়া পড়িল গিয়া সুগ্রীব-উপরে॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব সঘনে ঘুরে বুলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥

সুগ্রীব হারিল যদি পলায় বানর।
কোপেতে ধনুক করে নিল রঘুবর॥
সন্ধান পূরিয়া যান করিবারে রণ।
হেনকালে জোড়হাতে বলেন লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু তুমি থাক বসে।
আমি দশাননে মারি চক্ষুর নিমিষে॥
রাম বলে কত সন্ধি জানহ লক্ষ্মণ।
রাবণ-সম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন॥
বাহুবলে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ না কর সাহস॥
তথাপি লক্ষ্মণ যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনুমান॥
হনুমান বলে তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ।
কৌতুক দেখহ আমি মারিব রাবণ॥
আমার সংগ্রামে যদি পায় সে নিস্তার।
তবে ত লক্ষ্মণ তব যুঝিবার ভার॥
লক্ষ্মণের পদধূলি হনু লয়ে মাথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর পরম সন্ধানী।
সারথির কেড়ে নেয় হাতের পাঁচনী॥
দেব দানব জিন বেটা ব্রহ্মার কারণ।
বানর হইয়া তোর বধিব জীবন॥
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া॥
হের হস্ত দেখ মোর পর্ব্বতের সার।
হাতের অঙ্গুলি দেখ সর্পের আকার॥
হের নখ দেখ মোর বজ্রের সোসর।
এক চড়ে পাঠাব তোমারে যমঘর॥
রাবণ বলে তোরে পেলে অন্যে নাহি কথা।
পড়িলি আমার হাতে যাবি আর কোথা॥
হনু বলে তোরে কি মারিব এইক্ষণে।
পূর্ব্বে মারিয়াছি বেটা ভেবে দেখ মনে॥
অক্ষয়কুমারে মেরে পোড়ালাম শোকে।
সে শোক রাবণ তোর বিন্ধিয়াছে বুকে॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান
রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান॥
চাপড় খাইয়া রাবণ হৈল অচেতন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ॥
সম্বিৎ পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর।
ডাক দিয়া হনুমানে করিছে উত্তর॥
রাবণ বলে বানরা রে তুই বড় বীর।
তোর চাপড়েতে মোর কাঁপিল শরীর॥
হনুমান বলে মোর কিসের বাখান।
মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরান॥
তোরে মারিলাম বেটা উঠে তোর রথে।
হারি সিদ্ধ হলো তোর সবার সাক্ষাতে॥
আপনা পাসরে কোপে রাজা ত রাবণ।
হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্জ্জন॥
হনুমানের বুকে মারে সে বজ্র চাপড়।
রথ হৈতে পড়ি হনু করে ধড়ফড়॥
ভূমে পড়ি হনুমান ঘুরে ঘুরে বুলে।
হনুমানে ছাড়ি বিন্ধে সেনাপতি নীলে॥
সম্বিৎ পাইয়া উঠে বীর হনুমান।
ডাক দিয়া বলে রাবণ হও সাবধান॥
রাক্ষস রাবণ তোর এই বীরপণা।
মোর সনে যুদ্ধ ক'রে অন্যে দাও হানা॥
হনুমান যত বলে রাবণ তা শুনে।
নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখা চোখা শর।
নীলেরে বিন্ধিয়া বীর করিল জর্জ্জর॥
আপন রক্তেতে তিতে নীল সেনাপতি।
কেমনে জিনিব রণ করেন যুকতি॥
দীর্ঘাকার নীলবীর যেমন দেউল
মায়া করি নীলবীর হইল নেউল॥

নেউল-প্রমাণ বীর হইল মায়াতে।
এক লাফে পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥
রাবণের রথে চড়ে নাহি করে ডর।
নীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফাঁফর॥
নীলেরে মারিতে ধনুকেতে বাণ জুড়ে।
লম্ফ দিয়া নীল গিয়া রথধ্বজ ধরে॥
মাথা তুলি রাবণরাজা উপরে নেহালে।
নীলবীর পড়ে তার ধনুকের হুলে॥
নীলবীর ধরিবারে রাবণ চিন্তিল।
লাফ দিয়া নীল তার মস্তকে উঠিল॥
নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ।
মাথা হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ॥
রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি।
মুকুট-উপরে বেড়ায় ফিরি ঘুরি ঘুরি॥
মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়া ফাঁকি।
ঘন পাকে ঘুরে যেন নাচনিয়া পাখী॥
কুড়ি চক্ষে চায় তবু না দেখে রাবণ।
দেখে পুনঃ পুনঃ নাহি পায় দরশন॥
ক্ষণেক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমিষে।
ধরি ধরি মনে করে স্থানান্তরে আসে॥
নানা মায়া জানে বীর মায়ার নিদান।
নেউল-প্রমাণে বীর ফিরে স্থানে স্থান॥
কুপিল সে নীলবীর বুদ্ধির সাগর।
লাথি মারে রাবণের মুকুট-উপর॥
ভাগ্যবলে রাবণের রহে দশমাথা।
বহুমতে রাবণেরে করিল হেনস্থা॥
নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ।
রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব॥
রাবণের মুকুটেতে নীলবীর মুতে।
মুখ ব'য়ে পড়ে মূত্র, সর্ব্ব অঙ্গ তিতে॥
প্রস্রাবের ধারা বহে রাবণ-অঙ্গেতে।
আভরণ কুঙ্কুম ভাসিয়া গেল স্রোতে॥

দেখিয়া তা দেবগণ দিল টিটকারী।
কুপিল রাবণ রাজা লঙ্কা-অধিকারী॥
ধনুকে জুড়িয়া বাণ আছে ত সন্ধানে।
দেখিতে না পায়, বাণ মারিবে কেমনে॥
কতবার মায়া করি উঠে মুকুটেতে।
আরবার লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রথে॥
মুকুট হ'তে রথে যেতে লাগিলেক ছায়া।
সন্ধান পূরিয়া নীলের ভাঙ্গি দিল মায়া॥
বাণ খেয়ে নীলবীর পড়ে ভূমিতলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥
নীলবীর হনুমান হইল বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক॥
লক্ষ্মণ বলেন তোর বুঝি বীরপণ।
আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ॥
লক্ষ্মণের কথা শুনি রাবণ রাজা হাসে।
পলারে তপস্বী বেটা প্রাণ লয়ে দেশে॥
এত যদি দুইজনে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
দুইশত বাণ এড়ে রাজা দশানন।
বাণেরে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
ব্যর্থ গেল বাণ সব চিন্তিত রাবণ।
লক্ষ্মণ-উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তিন শত বাণ মারে জুড়িয়া ধনুকে।
ফুটে তিন শত বাণ লক্ষ্মণের বুকে॥
বুকে ফুটে বাণের যে বিন্ধি রহে ফলা।
লক্ষ্মণের অঙ্গে যেন রক্তপদ্মমালা॥
বাণে বাণে লক্ষ্মণের নাহি চলে দৃষ্টি।
খসে পড়ে লক্ষ্মণের ধনুকের মুষ্টি॥
সম্বরিয়া লক্ষ্মণ সুস্থির কৈল বুক।
কাটিলেন রাবণের হাতের ধনুক॥
কাটা গেল ধনুক বানরগণ হাসে।
আর ধনু লয় রাবণ চক্ষুর নিমিষে॥

লক্ষ্মণ-উপরে করে বাণ বরিষণ।
রাবণের বাণে আচ্ছাদিল সে গগন॥
কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিল চড়া।
কাটিলেন রাবণের রথের অষ্ট ঘোড়া॥
ঘোড়া কাটা গেল রথ হইল অচল।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
পড়িল সারথি অশ্ব দেবগণ হাসে।
আর রথ জোগাইল চক্ষুর নিমিষে॥
লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে।
তিন শত বাণ তবে একেবারে জোড়ে॥
দেখিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ জুড়িল লক্ষ্মণ।
রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ॥
লক্ষ্মণ রাবণ দোঁহে বাণ-বরিষণ।
দুজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ॥
দুই জনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা।
প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিক্ষা॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল।
চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উথাল॥
অরুণ বরুণ বাণ, বাণ খরশাণ।
অগ্নিবাণ যম বাণ যমের সমান॥
সূচীমুখী শিলীমুখী বাণ বিরোচন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত ঘোর দরশন॥
কালদন্ত ঐষিক ও দীর্ঘকর্ণিকার।
ক্ষুরপার্শ্ব শেলান্তক অতি তীক্ষ্ণধার॥
নীল হরিতাল বাণ দেখিতে বিকট।
অর্দ্ধচন্দ্র চক্রবাণ যমের জোটক॥
এত বাণ দুইজনে করে অবতার।
দশদিক জল স্থল হৈল অন্ধকার॥
লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তারা যেন ছুটে।
রাবণের হাতের ধনুকখান কাটে॥
আর যে পঞ্চাশ বাণ পূরিল সন্ধান।
রাবণের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
খাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে।
ব্রহ্মা দিয়াছেন শেল পড়িল স্মরণে॥
মন্ত্র পড়িয়া রাবণ শেলপাট এড়ে।
যমের দোসর শেল বাণেতে উখাড়ে॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ শেল কাটিবারে।
ঠেকিয়া শেলের মুখে ভগ্ন হৈয়া উড়ে॥
রোখা নাহি যায় শেল ব্রহ্মারই বরে।
বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষ্মণ-উপরে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলের আঘাতে।
পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে॥
লক্ষ্মণ পড়িল রণে হয়ে অচেতন।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে ধরিল রাবণ॥
রথে তুলি লঙ্কার ভিতর লৈতে চায়।
শত মেরু ভার হৈল লক্ষ্মণের কায়॥
কুড়ি হাতে টানিছে লঙ্কার অধিপতি।
নাড়িতে লক্ষ্মণ বীরে নহিল শকতি॥
হাত দিয়া কটিতে ভাবিছে দশানন।
জটিল তপস্বী বেটা ভারি কি এমন॥
তুলিলাম হিমালয় পর্ব্বত মন্দর।
তা হতে অধিক কি মনুষ্যবেটা ভার॥
কৈলাস পর্ব্বত তুলিলাম বাম হাতে।
কুড়ি হস্তে লক্ষ্মণেরে না পারি নাড়িতে॥
লক্ষ্মণেরে নাড়িতে নারে হৈলা অপমান।
দূর হতে দেখে তাহা বীর হনুমান॥
রাবণের গালেতে মারিল এক চড়।
চড় খেয়ে দশানন উঠে দিল রড়॥
চড় খেয়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে।
ঘুরিতে ঘুরিতে রাবণ পড়ে গিয়া রথে॥
পলাইল রাবণ দেখিয়া হনুমানে।
করিয়া পাথালিকোলা তুলিল লক্ষ্মণে॥

বৈরীস্পর্শে হয়েছিল পর্ব্বতের ভার।
সেবকের হাতে হৈল তুলার আকার॥
লক্ষ্মণে রাখিল লয়ে শ্রীরামের পাশে।
ধেয়ানে জীয়ান রাম চক্ষুর নিমিষে॥
রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে।
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
রাবণে মারিতে যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে জোড়হাতে বলে হনুমান॥
রথে চড়ে যুঝে রাবণ শ্রম নাহি জানে।
ভূমেতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে॥
মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ।
আমার পৃষ্ঠেতে চড়ে মারহ রাবণ॥
হনুমানের পৃষ্ঠেতে চড়েন রঘুবর।
ঐরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর॥
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া ক্রোধ।
যত দুঃখ দিলি আজি লব তার শোধ॥
দশ মুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
দশমুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর যত দেখি।
পড়েছ আমার হাতে কার সাধ্য রাখি॥
রামের বচনে রাবণ না করে উত্তর।
হনুমানে দেখিয়া কুপিল লঙ্কেশ্বর॥
অক্ষয়কুমারে মারে পোড়ায় লঙ্কাপুরী।
বদ্ধ আছে ঘরপোড়া এই বেলা মারি॥
বন্দী হইয়াছে বেটা পৃষ্ঠে লয়ে রাম।
আজি দিব প্রতিফল করিয়া সংগ্রাম॥
নিজ বুদ্ধে বাঁধা গেছে আপনা আপনি।
নড়িতে চড়িতে নারে এই বেলা হানি॥
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখা চোখা শর।
বাণে বিন্ধি হনুমানে করিল জর্জ্জর॥
যুঝিতে না পারে হনু পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম।
বাণ ফুটে হনুর ছুটিল কালঘাম॥
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনুর বুকেতে।
ক্রোধে হনুমান বীর লাগিল ফুলিতে॥
দশ যোজন দেহ কৈল আড়ে পরিসর।
দীর্ঘে ত্রিশ যোজন হইল কলেবর॥
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
হনুমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ॥
হনুমানের লেজ দেখে রাবণের ভয়।
বালি রাজার মত পাছে লেজে বেন্ধে লয়॥
রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি।
সব বাণ কাটে রাবণ পরম সন্ধানী॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলা ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে রাবণের বুকে॥
বাণ খেয়ে দশানন হৈল অচেতন।
ক্ষণেকে সম্বিৎ পায় রাজা দশানন॥
ডাক দিয়া রাম বলে শুন রে রাবণ।
মোর বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন॥
আজি না মারিয়া তোর ছিন্ন করি বেশ।
লৌকতা লইয়া যাহ যেমন সন্দেশ॥
রঘুবংশে জন্ম মোর রামনাম ধরি।
একদিনের রণে আমি বৈরী নাহি মারি॥
আজি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে।
জ্ঞাতি বন্ধু আদি তোর অনেক বাঁচিবে॥
এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।
এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥
শেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ডভণ্ড।
বিভীষণের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
সভাখণ্ড হইতে রামের কথা শুনে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম করেন সন্ধানে॥
বাণে দশদিক আলো অগ্নি হেন ছুটে।
দশ মাথার মুকুট এক বাণে কাটে॥
কাটা গেল মুকুট খসিল দশ পাগ।
ভঙ্গ দিল দশানন নাহি পায় লাগ॥

সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত-গমন॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সত্বরে সারথি।
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি॥
কাটা গেল মুকুট, পলায় দশানন।
ধর ধর ডাক ছাড়ে যত কপিগণ॥
কৃত্তিবাসী কবিত্ব শুনিতে বড় রঙ্গ।
লঙ্কাকাণ্ডে গান রণে রাবণের ভঙ্গ॥

—

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের সহিত কথোপকথন

ভঙ্গ দিয়া গেল রাবণ পেয়ে অপমান।
পাত্রমিত্র লয়ে বৈসে করিতে দেওয়ান॥
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চৌদিকে বেষ্টন।
সভামধ্যে সিংহাসনে বসিল রাবণ॥
রাবণ বলে বুঝিলাম দেবতার ফন্দি।
এতদিনে গড়াইল যা বলিল নন্দী॥
কুবেরে জিনিয়া আসি কৈলাস-শিখরে।
নন্দী দাঁড়াইয়া ছিল শিবের দুয়ারে॥
শিব-দুর্গা দরশনে বাসনা আমার।
বিস্তর কহিলাম, নন্দী না ছাড়িল দ্বার॥
বিকৃত বানরমুখ নন্দী যে দুয়ারী।
মুখপানে চাহি তারে দিলাম টিট্‌কারি॥
নন্দী কোপ করি মোরে দিল অভিশাপ।
সেই শাপে পাই এত মনেতে সন্তাপ॥
নন্দী কহিলেক আমি শিবের কিঙ্কর।
মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর॥
বানরমুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস।
এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ॥
ফলিল নন্দীর শাপ এতদিন পরে।
পরাজয় করিলেক বনের বানরে॥

করেছি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
এই বর দিল ব্রহ্মা হইয়া সদয়।
যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্বে নাহি ভয়॥
সবারে জিনিব রণে মাগিলাম বর।
সবেমাত্র বাকি ছিল নর ও বানর॥
ভেবেছিনু ভক্ষ্য-মধ্যে এই দুই জাতি।
কে জানে বানর নর দুর্জ্জয় এমতি॥
পুনঃ ব্রহ্মা বর দিল অনুকূল হয়ে।
কাটা-মুণ্ড জোড়া যাবে স্কন্ধেতে আসিয়ে॥
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বে নাহি তোর ডর।
সবংশে মারিবে তোরে নর ও বানর॥
ব্রহ্মার বচন মোর কভু নহে আন।
এতদিনে পাইলাম বড় অপমান॥
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে।
রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোন্ জনে॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ জাগিবেক কবে।
বিচার করিয়া দেখ সভাখণ্ড সবে॥
যায় অর্দ্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণ-ভোগে।
ছয় মাস নিদ্রা যায় একদিন জাগে॥
পাঁচ মাস গত নিদ্রা, এক মাস আছে।
আজি লঙ্কা মজিবে, সে কি করিবে পাছে॥
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণসত্ত্বে মার যেন হয় সচেতন॥
এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিন লক্ষ রক্ষ চলে কুম্ভকর্ণ-ঘর॥
ভক্ষ্যদ্রব্য মদ্যমাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার॥
পালে পালে মহিষ হরিণ আনে কত।
ছাগল গাড়ল নাহি হয় পরিমিত॥
সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহ অতি মনোহর।
বিশ্বকর্ম্মা-রচিত বিচিত্র বহুতর॥

সারি সারি সোনার কলস সব সাজে।
নেতের পতাকা উড়ে জয়ঘণ্টা বাজে॥
ত্রিশ যোজন ঘরখান দীর্ঘ নিরূপণ।
আড়ে দশ যোজন দেখিতে সুগঠন॥
চারি ক্রোশ জুড়ে দ্বার আড়েতে নির্ণয়।
দীর্ঘেতে যোজন অষ্ট দৃষ্টি নাহি হয়॥
চারিদিকে এইরূপ দ্বার শোভে চারি।
মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ শোভিছে সারি সারি॥
রত্নখাটে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয়-পবন॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে॥
টানিয়া নিশ্বাস যবে তুলে নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর॥
যে-সব রাক্ষস জানে সন্ধি-উপদেশ।
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ॥
মদ্য তোলে সাত তালবৃক্ষের সমান।
মুখের গহ্বর যেন পাতাল-প্রমাণ॥
অঙ্গ-ভঙ্গে অলসে যখন তুলে হাই।
মুখের গভীর যেন বড় গড়খাই॥
কিরূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।
কত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ॥
বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধি শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁক।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥
শাঁক নাক গর্জ্জনে গভীর মহাশব্দ।
শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে পড়ে স্তব্ধ॥
পালে পালে আনিলেক ছাগল গাড়র।
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর॥
তিল অর্দ্ধ নাসারন্ধ্রে রহিতে না পারে।
নিশ্বাসে পড়িল উড়ে দিগ্‌দিগন্তরে॥
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে।
ব্রহ্মা-বরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে॥
রাবণ-গোচরে বার্ত্তা কহিল সত্বরে।
রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে॥
রাজার ভাই বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপরে মারে বৃক্ষ আর পাথর॥
মুষল মুদ্গর কেহ অঙ্গে মারে তেড়ে।
সাঁড়াশিতে মাংস টানে শেল শূল ফোঁড়ে
কেহ কামড়ায় কেহ চুলে ধরি টানে।
ব্রহ্মশাপে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে॥
মারি খেয়ে কুম্ভকর্ণ হইল বিবর্ণ।
সকল রাক্ষস বলে, মৈল কুম্ভকর্ণ॥
মহোদর বলে এক যুক্তি অনুমানি।
মদিরা-মাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি॥
জাগাইতে না পারিবে এ-সব প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্যমাংস-গন্ধে॥
অনন্ত বাসুকী যেন মেলিলেক হাই।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই॥
ঘূর্ণিত-লোচন বীর উঠে বৈসে খাটে।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে॥
শয্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে।
কি লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিলি অকালে॥
অকালে জাগালি মোরে ছোট নহে কাজ
কোন্ বেটা লজ্মিল রাবণ মহারাজ॥
ধেয়ে গিয়া রাবণেরে বলে নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ জাগিলেন শুন লঙ্কেশ্বর॥
ভাইকে দেখিতে হৈল রাবণের সাধ।
কুম্ভকর্ণে জানাইল রাবণ-সম্বাদ॥
শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি॥

মদ্যপান করিলেক সাতাশ কলসী।
পর্ব্বত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥
হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো তের শত পশু খায় একেবারে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে বুঝিলাম অনুমানে।
অকালে জাগাও মোরে যাহার কারণে ॥
কোন্ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এলো হানা।
বারে বারে হেরে যায় না ভাবে ভাবনা ॥
ইন্দ্রের আছুক কাজ যম যদি আইসে।
যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে ॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
জোড় হাতে কহে কুম্ভকর্ণ-বিদ্যমান ॥
দেবে কোপ না কর, নির্দ্দোষী পুরন্দর।
প্রমাদ পাড়িল এত নর ও বানর ॥
সূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটী বনে।
অগ্রে তার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণে ॥
শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে।
সাগর ডিঙ্গায়ে হনু লঙ্কা-পুরে আসে ॥
লঙ্কাদগ্ধ করিল বানর হনুমান।
তুমি থাকিতে লঙ্কার এত অপমান ॥
প্রমাদ করিছে নর বানর আসিয়ে।
রাজা প্রজা রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিতে আসি রণে।
তবে ত ভেটিব গিয়া ভাই দশাননে ॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ চলে রণমুখে।
মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে ॥
রাজার নাহিক আজ্ঞা রণে দিতে হানা।
কেমনে যাইবে যুদ্ধে না ক'রে মন্ত্রণা ॥
যাত্রাকালে কুম্ভকর্ণ আরো খেতে চায়।
রাজভোগ দ্রব্য আনি রাক্ষসে জোগায় ॥
বহুদিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি।
মদ খেয়ে উখাড়িল সাত শত হাঁড়ি ॥
নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥
মহারক্ত কত খাইল সংখ্যা নাহি হয়।
পালে পালে শূকর মনুষ্য কুড়ি ছয় ॥
যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকর্ণ বীর।
মেঘ হৈতে সূর্য্য যেন হইল বাহির ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর।
প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর ॥
পথে চলে যায় যেন সুমেরু সমান।
দেখিয়া ত বানরের উড়িল পরান ॥
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ।
আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ ॥
বিভীষণের আশ্বাসে রহিল কপিগণে।
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে ॥
এত দিন কোথা ছিল এই মহাবীর।
ত্রিভুবন জিনিয়া ত দুর্জ্জয় শরীর ॥
না বুঝে কটক আমি করিয়াছি পার।
ইহার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার ॥
বিভীষণ বলে শুন রাম রঘুবর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর ॥
ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে।
কুম্ভকর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে ॥
গদা হাতে কুম্ভকর্ণ যদি করে রণ।
এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেই কালে।
সূতিকা-ঘরের নারীগণে ধরি গিলে ॥
ইন্দ্র-বিদ্যাধরী আদি বিস্তর রূপসী।
ধরে ধরে খাইল অনেক মুনি ঋষি ॥
কোপ করি পুরন্দর বজ্র অস্ত্র হানে।
বজ্র অস্ত্র গিলেছিল অমরের রণে ॥
ঐরাবতের দন্ত উপাড়ি এক টানে।
সেই দন্তে প্রহারিল সহস্রলোচনে ॥

মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ইন্দ্র ধরণী-উপর।
অমর কারণেতে বাঁচিল পুরন্দর॥
কুম্ভকর্ণের কথা শুনে রাজীবলোচন।
গোকর্ণপুরেতে তপ করি তিনজন॥
ব্রহ্মা বর দিলা তবে ভাই তিনজনে।
প্রথমে দিলেন বর জ্যেষ্ঠ দশাননে॥
ব্রহ্মা বলেন, ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ।
নর-বানরের হাতে সবংশে নিধন॥
তুষ্ট হয়ে আমারে বিধাতা দিল বর।
সেই বরে আমি দেখ হয়েছি অমর॥
বর দিতে গেল ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের স্থান।
ইন্দ্র আদি দেবতার উড়িল পরান॥
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ডর।
সৃষ্টিনাশ করিবেক ব্রহ্মা দিলে বর॥
যতেক দেবতাগণ দিয়া অনুমতি।
যুক্তি করি পাঠাইলা দেবী সরস্বতী॥
দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর।
ব্রহ্মা বলে কুম্ভকর্ণ চাহ কোন্ বর॥
কুম্ভকর্ণ বলে ব্রহ্মা নাহি চাহি আন।
চিরকাল নিদ্রা যাই করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে দিলাম বর চাহিলে যেমন।
দিবা নিশি নিদ্রা যাহ হ'য়ে অচেতন॥
বর শুনে শোকাকুল হইল রাবণ।
কান্দিয়া ধরিল গিয়া ব্রহ্মার চরণ॥
রাবণ বলে তুমি সৃষ্টি সৃজিলে আপনি।
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি॥
তোমার বচন কভু না হইবে আন।
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু করহ বিধান॥
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুনহ রাবণ।
ছয় মাস নিদ্রা, এক দিন জাগরণ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত তাহার।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে সেদিন সংহার॥

এত বলি চতুর্ম্মুখ করিল গমন।
কুম্ভকর্ণ হইল নিদ্রায় অচেতন॥
স্কন্ধে করি নিবাসে আইনু দুই ভাই।
কুম্ভকর্ণের কথা এই শুনহ গোঁসাই॥
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি হয়েছে উহার।
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহার॥
শুনি হরষিত হইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কুম্ভকর্ণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া রাবণ কুতূহলী।
সিংহাসন হৈতে উঠে করে কোলাকুলি॥
কুম্ভকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ।
বসিতে দিলেন রাজা রত্ন-সিংহাসন॥
কুম্ভকর্ণ বলে তব কারে এত ডর।
আজ্ঞা কর কাহারে পাঠাব যমঘর॥
আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর
কতবার জিনিয়াছি যম পুরন্দর॥
সাগর শুষিব আজি খাইব আগুনি।
শূলে খান খান করি কাটিব মেদিনী॥
চন্দ্রসূর্য্য চিবাইয়া ফেলাইব দাঁতে।
পৃথিবী উপাড়ি ফেলাইব খরস্রোতে॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড।
ত্রিভুবনের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড॥
এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন।
নর-বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি কারণ॥
রাবণ বলে নিদ্রা যাও হ'য়ে অচেতন।
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ॥
তিন সহোদর মোরা ভগ্নী মাত্র একা।
জননীর আদরের কন্যা সূর্পণখা॥
বিধবা হইয়া ভগ্নী কান্দিল বিস্তর।
মনে মনে বাসনা থাকিতে স্বতন্তর॥
শিবের সাধনা হেতু রহে স্থানান্তরে।
স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে॥

সঙ্গে দিলাম দুই ভাই খর আর দূষণ।
চৌদ্দ হাজার নিশাচর তাহার ভিড়ন॥
এইরূপে সূর্পণখা কিছুদিন থাকে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ভাই কি কব তোমাকে॥
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যায় ধাম।
চারিপুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম॥
ভরতেরে দিল রাজ্য না দিল তাহারে।
দুর্ভাগার পুত্র বলি দিল দূর করে॥
বনেতে আইল রাম হইয়া সন্ন্যাসী।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই ভার্য্যা সে রূপসী॥
কুঁড়ে বেঁধেছিল ছিল বেটা পঞ্চবটী বনে।
সূর্পণখা গিয়েছিল পুষ্প-অন্বেষণে॥
সূর্পণখার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ।
পরিতাপে যুদ্ধ করে খর আর দূষণ॥
রামচন্দ্র যুদ্ধ করি মারে সর্ব্বজনে।
ভগ্নী এসে কান্দিলেক ধরিয়া চরণে॥
সূর্পণখার পরিতাপ সহিতে না পারি।
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী॥
বুঝিতে না পারি বেটা ফেরে কত রঙ্গে।
মিতালি করিল গিয়া বানরের সঙ্গে॥
বালির ভাই সুগ্রীব সে কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে।
কটক সঞ্চয় কৈল সেবা করি তাকে॥
আজ্ঞাকারী করিয়াছে যত কপিগণে।
বুড়া এক ভল্লুক মিলিছে তার সনে॥
সেই বেটা কুমন্ত্রণা দেয় নিরন্তর।
বৃক্ষ-পাথরেতে বান্ধে অলঙ্ঘ্য সাগর॥
সেই বাঁধ ব'য়ে বানর এসেছে অপার।
ঘিরেছে কনক লঙ্কা চারিটা দুয়ার॥
বসেছে পশ্চিম দ্বারে সে রাম-লক্ষ্মণ।
বড় বড় নিশাচরে করিল নিধন॥
বড়ই দুষ্কর নর-বানরের রণ।
বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন॥

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু

কুম্ভকর্ণ বলে শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য্য কথা এ আর কেমন॥
রাম-লক্ষ্মণ যদি সামান্য হৈত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিছে পাথর॥
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে।
সামান্য মনুষ্য তাঁরে না ভাবিহ মনে॥
কুম্ভকর্ণ বলে হেন লয় মম মন।
মায়াতে মনুষ্যরূপ দেবনারায়ণ॥
রাবণ বলে রাম যদি দেবনারায়ণ।
সন্ন্যাসীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হইবে তপস্বী।
রাবণ বলে, কেন না সে হয় তীর্থবাসী॥
কুম্ভকর্ণ বলে, রাম হবে রাজার বেটা।
রাবণ বলে কেন সে মাথায় ধরে জটা॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম ব্যাধ হৈতে পারে।
রাবণ বলে, কেন তবে যজ্ঞসূত্র ধরে॥
কুম্ভকর্ণ বলে রাম হবে ব্রহ্মচারী।
রাবণ বলে তবে কেন সঙ্গে তার নারী॥
রাবণ বলিছে রাম কিসের ব্রহ্মচারী।
ভক্তিতে ডাকিলে যায় চণ্ডালের বাড়ী॥
দিন পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চবটীমূলে।
সেখানে পাকালে জটা আঠা মেখে চুলে॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দরে।
শঙ্কাতে আসিতে নারে লঙ্কার ভিতরে॥
মনুষ্য হৈয়া বেটার এত অহঙ্কার।
বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার॥
বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটনা।
ত্রিভুবনের বানর লয়ে রামের মন্ত্রণা॥
আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর।
আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির॥

রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে।
জোড়হস্ত করিয়া বন্ধন নিল মেগে॥
এতদিনে অপযশ হইল রত্নাকরে।
বৃক্ষ-পাথরে বান্ধে নর আর বানরে॥
বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন।
এতেক প্রমাদ তব নিদ্রার কারণ॥
ছিল ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
আমাসনে দ্বন্দ্ব করি গেল রামস্থান॥
বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে।
মনুষ্যের হিত চিন্তে জ্ঞাতিহিংসা করে॥
অরুণ বরুণ যমে শঙ্কা নাহি করি।
সীতা ফিরে দিলে যে হাসিবে সুরপুরী॥
অন্যে হাসে হাসুক হাসিবে পুরন্দর।
সেই বেটা বলিবেক হীন লঙ্কেশ্বর॥
বুঝিয়া করহ ভাই যে হয় বিধান।
তুমি বিনা লঙ্কার নাহিক পরিত্রাণ॥
ত্রিভুবন জিনিলাম তব বাহুবলে।
বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে॥
লঙ্কাপুরী রাখহ আমার কর হিত।
ভাবহ উপায় মনে যে হয় বিহিত॥
কুম্ভকর্ণ বলে কিবা করেছ মন্ত্রণা।
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী একজনা॥
সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে থানা।
তবে আর সাগর বান্ধিত কোন্ জনা॥
ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী লয়ে তোমার মন্ত্রণা॥
আপনারে বড় দেখ বসে লঙ্কাপুরে।
বেড়িল এ হেন লঙ্কা বনের বানরে॥
বালি হৈতে সুগ্রীব নহে যে পরাক্রমে।
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে॥
পাইল অর্দ্ধেক রাজ্য মহারাণী তারা।
তোমা হৈতে বুদ্ধিমন্ত সুগ্রীব বানরা॥

এত যদি কুম্ভকর্ণ রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণরাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ কহে লঙ্কেশ্বর।
সদা থাক নিদ্রাগত ঘরের ভিতর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন॥
কনিষ্ঠ নহিস্ যেন জ্যেষ্ঠ-সহোদর।
রাজনীতি শিক্ষা দিস্ সভার ভিতর॥
কহিলে যে ভালমন্দ অনেক কাহিনী।
পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি॥
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই না বল বিস্তর।
বিপদ-সময়ে নীতি কহে সহোদর॥
আমি হেন ভাই তব কারে কর শঙ্কা।
বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা॥
শ্রীরামের মাথা কাটি তোমা দিব আশ।
সীতা লয়ে চিরদিন সুখে কর বাস॥
আগে লঙ্কা অরামা ও অবানরা করি।
সুগ্রীবেরে মারিয়া পাঠাব যমপুরী॥
বধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ।
মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ॥
হনুমানে মারি আজি এ লঙ্কার বৈরী।
মারিব তাহার পরে বানর কেশরী॥
চলিল সে কুম্ভকর্ণ যুঝিবার সাধে।
ভাই মহোদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে॥
মহোদর বলে ভাই করি নিবেদন।
বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন॥
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী নারী।
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী॥
কুম্ভকর্ণ বলে কি কহিস মহোদর।
সম্মুখে বিপক্ষ বসে যমের দোসর॥
চারি দ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন॥

মহোদর কুম্ভকর্ণ কথা দুইজনে।
সিংহাসন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে॥
সংগ্রামের সাজ রাজা সাজায় আপনি।
মতির পাগড়ি পরে থরে থরে মণি॥
কুম্ভকর্ণ সাজিছে রাক্ষস পুলকিত।
চারিদিকে নিশাচর সাজয়ে ত্বরিত॥
কুমারের চাক যেন মাণিক-অঙ্গুরী।
কুম্ভকর্ণের আঙ্গুলে পরায় যত্ন করি॥
কতমত যতনে পরায় তোড় তাড়।
মাথার মুকুট যেন মৈনাক-পাহাড়॥
স্থানে স্থানে মরকত শোভা কত তার।
গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার॥
রত্নেতে নিৰ্ম্মিত দিল শ্রবণে কুণ্ডল।
রবি শশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল॥
মুকুটের চূড়া গিয়া আকাশেতে জোড়ে।
রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নড়ে॥
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
গগন মস্তক যেন নবজলধর॥
আকাশের চন্দ্র খসে বায়ু মন্দগতি।
মেঘে রক্ত বরিষয় কাঁপে বসুমতী॥
আকাশে অমর কাঁপে সাগর উথলে।
গড়ের বাহির হয়ে যুঝিবারে চলে॥
কুম্ভকর্ণ হইল যদি গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া করে গৰ্জ্জন গভীর॥
বড় বড় কপিগণের বড় বড় লম্ফ।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প॥
ভয়ে শুকাইল মুখ কাঁপিল অন্তর।
গাছ-পাথর ফেলাইয়া পলায় বানর॥
চুল নাহি বান্ধে কেহ না পরে কাপড়।
বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড়॥
বানরের ভঙ্গ-রবে কর্ণে লাগে তালি।
শত কোটি বানরে পলায় শতবলী॥
হিঙ্গুলিয়া বানর হিঙ্গুল জিনি অঙ্গ।
আশী কোটি বানরে পলায় শরভঙ্গ॥
মলয় পর্ব্বতের বানর বর্ণ যেন গেরি।
ছত্রিশ কোটি বানরেতে পলায় কেশরী॥
গয় গবাক্ষ পলাইল ভাই দুইজন।
বানর পঞ্চাশ কোটি দোঁহার ভিড়ন॥
ভল্লুক কটকে পলায় মন্ত্রী জাম্বুবান।
আশী কোটি বানরে পলায় হনুমান॥
পলায় সুষেণবেজ রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট যাহার প্রচুর॥
পলায় বানর-ঠাট কেহ নাহি তিষ্ঠে।
কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে একদৃষ্টে॥
অঙ্গদ বলে কপিগণ ভঙ্গ কি কারণ।
এক চড়ে রাক্ষসের বধিব জীবন॥
জীবন-মরণ নাহি আপনার বশে।
যুদ্ধ করি মরিলে ভুবন ভরে যশে॥
যত যুদ্ধ করিলে সে-সব নাহি গণি।
আজি রণ জিনিলে পৌরুষ বলে মানি॥
দেবতার পুত্র তোরা দেব-অবতার।
রাক্ষসের রণে কেন হাসাবি সংসার॥
এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ।
কটক ফিরায়ে আনে বালির নন্দন॥
লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া গাছ-পাথর বরিষে॥
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ হাতে ধরে শূল।
বানর কটক বিন্ধি করিল নিৰ্ম্মূল॥
বড় বড় বীরগণ শূলে বিন্ধি পাড়ে।
কীটগণ যেমন অনলে পড়ে মরে॥
পৰ্ব্বত তুলিয়া মারে বানর কটকে।
কুম্ভকর্ণের অঙ্গে যেন তৃণ হেন ঠেকে॥
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
দুই হাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর॥

ভঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে।
কুম্ভকর্ণ-রণ কেহ সহিতে না পারে॥
কুপিল যে নীল বীর কটকে প্রধান।
শালগাছ আনিলেক দিয়া এক টান॥
শালগাছ আনে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকে হয়ে গেল গুঁড়া॥
রণ করে কুম্ভকর্ণ কে সহিতে পারে।
একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম-ভিতরে॥
সাহসে করিয়া ভর নীল সেনাপতি।
আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি॥
শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গন্ধমাদন।
নীলের সংহতি মিলে হৈল পঞ্চজন॥
পাঁচ বীর গাছ আর পর্ব্বত উপাড়ি।
কুম্ভকর্ণের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি॥
বানরের গাছ-পাথর কিছুই না গণে।
হাতে শূল কুম্ভকর্ণ চাহে পঞ্চজনে॥
রহ রহ শব্দ বীর বানরেরে বলে।
দুই হাতে সাপটিয়া ধরি কোলে ফেলে॥
কোলের চাপনে বানর হইল অচেতন।
মুখে রক্ত উঠে শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
চাপড়ের ঘায়ে মূর্চ্ছা নীল সেনাপতি।
লাথি খেয়ে পড়িল গবাক্ষ যোদ্ধাপতি॥
শরভঙ্গ গন্ধমাদন পড়ে দুইজন।
পঞ্চজনা ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন॥
প্রথম সমরে যদি পঞ্চজনা পড়ে।
অনেক বানর আসি কুম্ভকর্ণে বেড়ে॥
মার মার শব্দে বানর ধায় উভরড়ে।
কেহ স্কন্ধে চড়ে কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে॥
কেহ পৃষ্ঠে উঠে কেহ কিল মারে ঘাড়ে।
কার সাধ্য কুম্ভকর্ণে রণ-মধ্যে পাড়ে॥
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাঁতে।
মুখ সম্বরিতে নারে রক্ত পড়ে স্রোতে॥
সহস্র সহস্র বানর সাপটিয়া ধরে।
পাতাল সমান মুখ তাহে লয়ে পূরে॥
নাক কানের পথ যেন ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া বানর সব বেরয় অপার॥
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে।
মূর্চ্ছিত করিল তারে গদার প্রহারে॥
হাতে গদা কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর॥
শতবলী ভূমে পড়ে যায় গড়াগড়ি।
হনুমানের বুকেতে মারিল গদাবাড়ি॥
গদা খেয়ে হনুমান উঠিল আকাশে।
আকাশে থাকিয়া গাছ-পাথর বরিষে॥
ঘনে ঘনে বর্ষে যেন মহাশব্দ শুনি।
কুম্ভকর্ণের গদা ভাঙ্গি কৈল খানি খানি॥
গদা গেল কুম্ভকর্ণ লাগিল ভাবিতে।
লাফ দিয়া হনুমানে ধরিল ত্বরিতে॥
হনুমানের বুকে মারে বজ্রের চাপড়।
চাপড়ের মারে হনু করে ধড়ফড়॥
ভূমিতে পড়িল যদি পবননন্দন।
রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিগণ॥
বড় বড় বীর পলায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণে দেখে কেহ স্থির নাহি মনে॥
বড় বড় বানর ধরিয়া সব গিলে।
আপনি সুগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে॥
শালবৃক্ষ উপাড়িল পবনের বেগে।
গাছ হাতে দাণ্ডাইল কুম্ভকর্ণ-আগে॥
বড় বড় বানর মারিলি বাছের বাছ।
মোর ঘা সহ রে বেটা মারি শালগাছ॥
কুম্ভকর্ণ বলে আমি বিধাতার নাতি।
এড় দেখি শালবৃক্ষ বুঝি রে শকতি॥
এড়িলেক শালবৃক্ষ পর্ব্বত-প্রমাণ।
কুম্ভকর্ণের গায়ে ঠেকে হৈল খান খান॥

বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারি।
এই মুখে যাও বেটা কিষ্কিন্ধ্যানগরী॥
ভাল ছিল বালিরাজা বীর-মধ্যে মানি।
কোন্ মুখে রাখিবে তাহার রাজধানী॥
দুই লক্ষ রাক্ষসে যে জাঠাগাছ বয়।
হেন জাঠা কুম্ভকর্ণ হাতে তুলি লয়॥
আশী কোটি মণ লৌহ জাঠার গঠন।
দশ হাজার হাত জাঠা দীর্ঘে নিরূপণ॥
কুম্ভকর্ণ এড়ে জাঠা দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥
দেখিয়া সুগ্রীববীর না ভাবে মনেতে।
সিংহনাদ করি জাঠা ধরে বাম হাতে॥
ভাঙ্গিলেক জাঠা যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।'
ত্রিভুবনে যত লোক পাসরে আপনা॥
কুম্ভকর্ণ কোপেতে পর্ব্বতে দিল টান।
এক টানে আনিল পর্ব্বত একখান॥
এড়িল পর্ব্বত গোটা বিপরীত কোপে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা পর্ব্বতের চাপে॥
ঘেরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে।
সুগ্রীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে॥
লঙ্কার ভিতর শীঘ্র যায় মহাবলী।
সুগ্রীবেরে লয়ে দিতে দশাননে ডালি॥
প্রথম বৃহন্দে যায়, করে ঠেলাঠেলি।
দ্বিতীয় বৃহন্দে যায়, পড়ে হুলাহুলি॥
তৃতীয় বৃহন্দে যায়, পরম হরিষে।
সুগ্রীব রাজারে দেখি নারীগণ হাসে॥
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবেরে লয়ে যায় বেন্ধে।
আকুল বানরকুল মাথে-হাত কেন্দে॥
হনুমান মহাবীর কটকের সার।
মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতিকার॥
কুম্ভকর্ণে সংহারিব আজিকার রণে।
রাজা উদ্ধারিলে তবে প্রীতি পাই মনে॥
এতেক বলিয়া বীর যুঝিবারে যান।
বাহড় বাহড় বলি ডাকে জাম্বুবান॥
যত দিন জীবে রাজা কোপ রবে মনে।
ভাল যাবে মন্দ রবে কি কাজ এ রণে॥
সেবক হইতে রাজা পাবে অব্যাহতি।
চিরকাল সুগ্রীবের ঘুষিবে অখ্যাতি॥
রাজবুদ্ধি ধরে রাজা বলে বিপরীত।
কুম্ভকর্ণ-হস্ত হতে আসিবে নিশ্চিত॥
জাম্বুবান-বাক্যে বীর নাহি দিল হানা।
উলটিয়া রাখে গিয়া আপনার থানা॥
কুম্ভকর্ণকোলে রাজা পাইল সম্বিত।
চারিদিকে দেখিছে লঙ্কায় নৃত্যগীত॥
চারিদিকে নিশাচর না দেখে বানর।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর॥
মহাবল সুগ্রীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।
মনে মনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি॥
কর্ণ টানে দুহাতে কামড়ে ছেঁড়ে নাক।
ভয়ে কুম্ভকর্ণ ছাড়ে পরিত্রাহি ডাক॥
দুইপার্শ্বে চিরে তোলে দুপায়ের ভরে।
পঞ্চ অঙ্গে কুম্ভকর্ণের রক্ত পড়ে ধারে॥
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ছাড়ে সুগ্রীবেরে।
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী-উপরে॥
দশনে নাসিকা নিল, কর্ণ দুই করে।
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল প্রাচীরে॥
পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি ভর।
প্রবেশ করিল গিয়া কটক-ভিতর॥
কটকেতে পশিয়া সুগ্রীব মহাবলী।
কুম্ভকর্ণের নাক-কান রামে দিল ডালি॥
সেই নাক-কানের কি কহিব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান॥
নাক-কান নাহি, কুম্ভকর্ণ পায় লাজ।
মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাজ॥

এত বল বিক্রম সবই হৈল মিছা।
সুগ্রীব বানরা বেটা ক'রে গেল বোঁচা ॥
নেউটিয়া রণে বীর আইল নিমিষে।
বোঁচা নাক দেখিয়া বানরগণ হাসে ॥
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ মহাকোপে জ্বলে।
বড় বড় কপিগণে ধ'রে ধ'রে গিলে ॥
নাসিকা-কর্ণের পথ বিষম বিস্তার।
তাহা দিয়া কপিগণ বেরয় অপার ॥
একে কুম্ভকর্ণ বীর অতি ভয়ঙ্কর।
কর্ণ নাসা গেছে আরো হয়েছে দুষ্কর ॥
কোপদৃষ্টে কুম্ভকর্ণ যে-দিকেতে চায়।
বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায় ॥
বোঁচা এল বলে ছুটে সকল বানর।
দাণ্ডাইল সবে গিয়া লক্ষ্মণ-গোচর ॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ হইল আগুসার।
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ হাসে একবার ॥
কুম্ভকর্ণ বলে বেটা তোরে চাহে কে।
তোর ভাই রামা বেটা তারে এনে দে ॥
হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন।
এত দিনে যম বুঝি করেছে স্মরণ ॥
এই আমি আইলাম তোর বিদ্যমান।
যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি হান ॥
তোরে মেরে কাটিব রাবণের দশ মাথা।
বিভীষণ-উপরে ধরাব দণ্ডছাতা ॥
শ্রীরামের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে দেশে ॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ হয়ে ক্রোধমতি।
রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি ॥
কুম্ভকর্ণের ভরে লঙ্কা করে টলমল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপিল, কাঁপিল রসাতল ॥
আকাশে দেউটী যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মালসাট দিয়া বীর রঘুনাথে বলে ॥
খর দূষণ নহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ।
মারীচ রাক্ষস নহি মায়ার প্রবন্ধ ॥
বালিরাজা নহি আমি কোমল-শরীর।
বজ্রসম অঙ্গ আমি কুম্ভকর্ণ বীর ॥
সেই সব বীর বধ কৈলে যেই বাণে।
সেইসব বাণ এবে তুলে রাখ তূণে ॥
তোমার বাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ যে-সকল।
সেইসব বাণ মার বুঝা যাক্ বল ॥
রাম বলে কুম্ভকর্ণ ত্যজ অহঙ্কার।
মোর বাণ সহে এত শক্তি আছে কার ॥
তীক্ষ্ণ বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয়।
ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে লব যমালয় ॥
রঘুনাথের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনেতে বাসনা বুঝি যাবে যমপাশে ॥
হের দেখ দেহ মোর পর্ব্বত প্রমাণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কেহ নাহি ধরে টান ॥
কত অস্ত্র জান বেটা কত আছে শিক্ষা।
ইন্দ্র যম জানে আমা আর জানে যক্ষা ॥
যে বাণে মারিল বালি দুর্জ্জয় বানর।
সেই বাণ মারে কুম্ভকর্ণের উপর ॥
রামের ঐষিক বাণ তারা হেন ছুটে।
কণ্টক-সমান যেন কুম্ভকর্ণে ফুটে ॥
ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী।
বল বুঝি মোর ভাই আনে তোর নারী ॥
লোহার মুষল বীর ঘন ঘন নারে।
শ্রীরামের যত বাণ তাহে ঠেকে পড়ে ॥
মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আসে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ জুড়িলেন ত্রাসে ॥
বিনা অস্ত্রে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী।
কারে চড় কীল মারে, কারে মারে লাথি ॥
ভূমে পড়ে নীল বীর হইয়া কাতর।
মুষলের ঘায়ে মরে অনেক বানর ॥

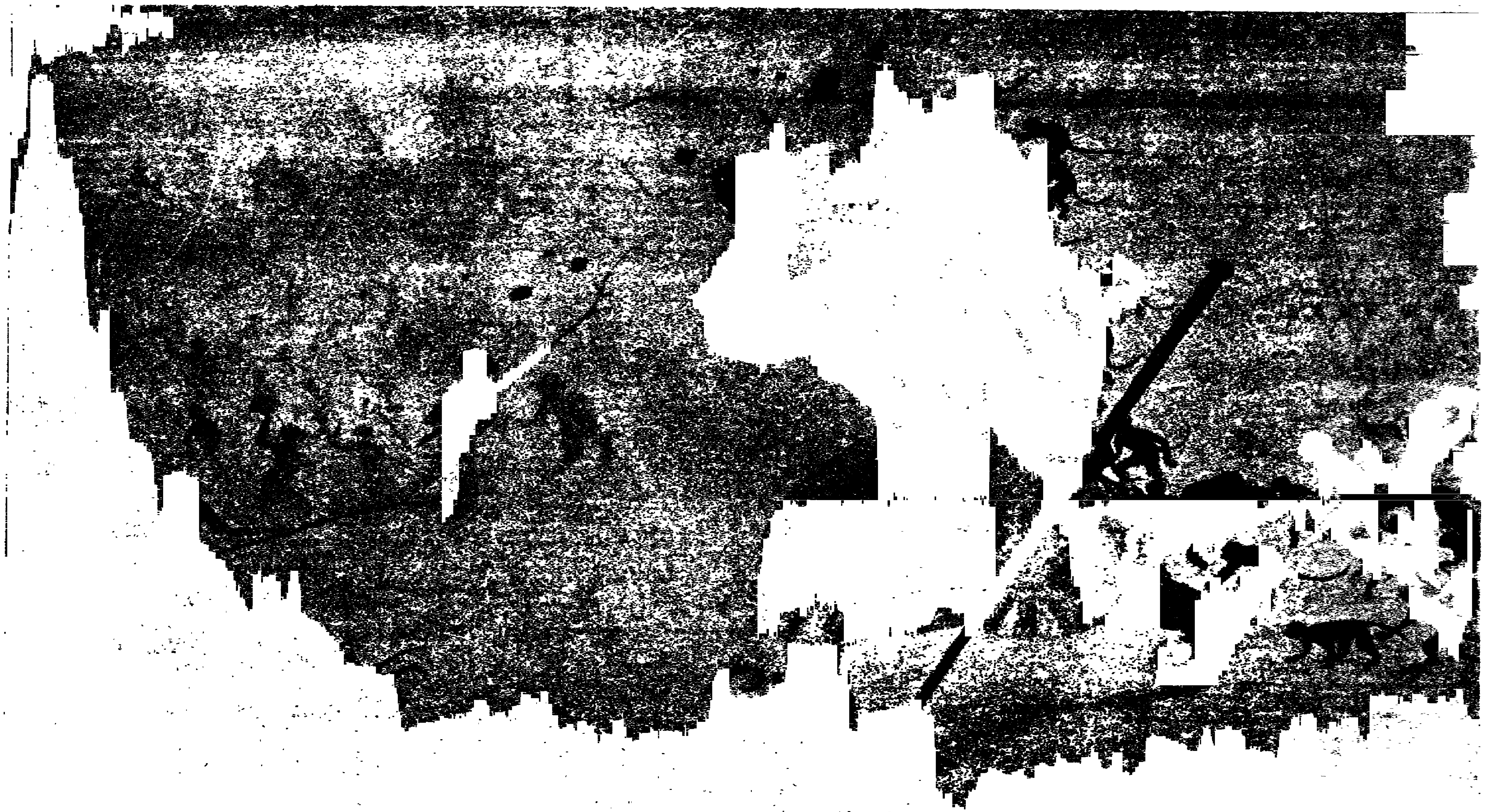

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে

মুষল করিয়া হাতে ছুটে উভরায়।
পলায় বানরগণ পিছু নাহি চায়॥
ডাক দিয়া কহিছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এক উপদেশ শুন যত কপিগণ॥
পাগল হয়েছে বেটা রক্তের দুর্গন্ধে।
জন কত বানর উঠ উহার স্কন্ধে॥
ভর না সহিবে বেটা পড়িবে চাপনে।
ভূমেতে পাড়িয়া মার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে॥
লক্ষ্মণের বাক্যেতে সাহসে করি ভর।
স্কন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর॥
কুম্ভকর্ণের স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে॥
শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি উঠে দুইজন॥
সপ্তজন চড়িলেক কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে।
কেশে ধরি টানে কেহ, ঘাড়ে নখ বিন্ধে॥
সাত বীর লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়া চড়ে।
দুই হাতে কুম্ভকর্ণ বানরে আছাড়ে॥
আছাড়ে গবাক্ষবীর হারায় সম্বিত।
ভূমিতে পড়িয়া মুখে উঠিল শোণিত॥
গয় গবাক্ষ শরভ সে গন্ধমাদন।
আছাড়ের চোটে সবে হৈল অচেতন॥
দেখিয়ে অঙ্গদ-হনুমানে লাগে ডর।
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দিল রড়॥
কুম্ভকর্ণ পাড়িতে নারিল কোন জনে।
আরবার অস্ত্র রাম জুড়িলেন গুণে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পূরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডানি হাতখান॥
হাতখান পড়ে যেন পর্ব্বত-শিখর।
হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানর॥
বাম হাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে।
হাতে গাছ করি গেল রামের সদনে॥

ঐষিক বাণেতে রাম পূরিয়া সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন বাম হাতখান॥
ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করেন সন্ধান।
আর বাণে কাটিলেন পদ দুইখান॥
হস্ত গেল, পদ গেল, তবু নাহি ডরে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে॥
দন্তে ধরি তুলে নিল লোহার মুষল।
মুষলের ঘায়ে মারে বানরসকল॥
মুষল কাটিতে রাম জুড়িলেন বাণ।
নয় বাণে মুষল করেন খান খান॥
কাটা গেল মুষল, বিরত নাই তাতে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামেরে গিলিতে॥
রাহু যথা আসে চন্দ্র গিলিবার তরে।
কুম্ভকর্ণ যায় তথা রামে গিলিবারে॥
কুম্ভকর্ণ-মুখেতে যে পড়িছে শোণিত।
নাক কান কাটা যে দেখায় বিপরীত॥
এতেক দুর্গতি হৈল তবু নাহি মরে।
আরবার ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে॥
যমদণ্ড সম বাণ রত্নেতে মণ্ডিত।
দশদিক্ আলো করি ছুটিল ত্বরিত॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা।
সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা॥
কাটামুণ্ড সাপুটিয়া হনুমান তোলে।
টেনে ফেলে দিল লয়ে সমুদ্রের জলে॥
সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড়।
মধ্য-সাগরেতে যেন হইল পাহাড়॥
দশ লক্ষ রাক্ষসেতে কুম্ভকর্ণ পড়ে।
কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে॥
দেবগণ সুখী হৈল রামের বিক্রমে।
স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পুজেন শ্রীরামে॥
কপিগণ বলে রাম করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আছে মো-সবার ভার॥

না দেখি এমন বীর এ তিন ভুবনে।
যুঝিবার কাজ থাক, ভাগে দরশনে ॥
কুম্ভকর্ণ পড়িল, গাইল কৃত্তিবাস।
রাবণ শুনিল কুম্ভকর্ণের বিনাশ ॥

কুম্ভকর্ণের মৃত্যু-শ্রবণে রাবণের রোদন

তবে রণভঙ্গে যত নিশাচরগণ।
রণস্থলী ছাড়ি কৈল লঙ্কা প্রবেশন ॥
হেথা কুম্ভকর্ণে পাঠাইয়া রাম-রণে।
দশানন চিন্তা করিছেন মনে মনে ॥
সমরে গিয়াছে আজি কুম্ভকর্ণ ভাই।
এখনি জিনিবে রণ কিছু শঙ্কা নাই ॥
জয়বার্ত্তা দিবে দূত যে-কালে আসিয়া।
তুষিব তাহারে আমি বহু ধন দিয়া ॥
নগরে করিয়া নানা মঙ্গল আচার।
ভ্রাতারে আনিতে নিজে হব আগুসার ॥
করিতে না করিতে সে প্রণাম আমারে।
অগ্রে গিয়া আমি কোলে করিব তাহারে ॥
রণবেশ ঘুচাইয়া দিব্য বেশ করি।
দু-ভাই বসিব এক আসন-উপরি ॥
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনয়ন।
নানামত উৎসব করিব আচরণ ॥
এত ভাবি কিছুকাল পরে দশানন।
উৎকণ্ঠিত হয় পুনঃ করয়ে চিন্তন ॥
ভ্রাতা মোর গিয়াছে হইল বহুক্ষণ।
এখনো না কৈল কেন দূত আগমন ॥
বুঝিতে না পারি কিছু রণের বিষয়।
হইল কি না হইল শত্রু-পরাজয় ॥
বুঝি শত্রু জয় নাহি হইয়া থাকিবে।
জয় হইলে কেন মোর হৃদয় কাঁপিবে ॥

এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে।
পাইল শুনিতে কোলাহল ব্যোমপথে ॥
তাহা শুনি হইয়া বিস্ময়যুক্ত মন।
উদ্বিগ্ন হইয়া করে বিবিধ চিন্তন ॥
এ কি এ কি আজি দেব মুনি যক্ষগণ।
করিছে আকাশে জয়ধ্বনি উচ্চারণ ॥
বাঁচিয়া থাকিতে মোর কুম্ভকর্ণ ভাই।
ইহাদের মুখে জয়-শব্দ শুনি নাই ॥
অতএব বড় শঙ্কা হয় মোর চিতে।
না জানি হতেছে কিবা সংগ্রামস্থলীতে ॥
এইরূপ চিন্তা করে রাজা দশানন।
হেনকালে ভগ্নদূত কৈল আগমন ॥
তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশঙ্কিত।
কহ রে কহ রে রণ-মঙ্গল ত্বরিত ॥
ভীতিমন হ'য়ে দূত কহিতে না পারে।
আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে ॥
ভয়ে কান্দি ভগ্নদূত কহে সভাস্থল।
মহারাজ কি কহিব রণের কুশল ॥
তোমার অনুজ গিয়া সমর-ভিতর।
বধিলেন বহুতর ভল্লুক-বানর ॥
পরে রাম-বাণাঘাতে ত্যজিয়া পরান।
কুম্ভকর্ণ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান ॥
যেই মাত্র এই কথা চরেতে কহিল।
মূর্চ্ছা হয়ে দশানন ভূতলে পড়িল ॥
তাহা দেখি মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
উঠাইয়া বসাইল আসন-উপর ॥
কুম্ভকর্ণ-মৃত্যুবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন ॥
মুহূর্ত্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া।
বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া ॥
ভাই নহি আমি রে চণ্ডাল সহোদর।
কাঁচা-ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর ॥

আজি হৈল শূন্যাকার নিদ্রার চউরি।
বীরশূন্য হৈল এ কনক লঙ্কাপুরী॥
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিফল।
কুম্ভকর্ণ ভাই তুমি ছিলে মহাবল॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু যম দেব পুরন্দর।
মহাসুখে নিদ্রা যাবে, ঘুচে গেল ডর॥
কোথা গেলে ভাই মোর আইস সত্বর।
দুই ভাই মিলি গিয়া করিব সমর॥
ডানি হস্ত গেল মোর এতদিন পরে।
লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে॥
বিভীষণ ভাই মোরে দিয়া গেল শাপ।
ধার্ম্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ॥
হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি॥
ওরে প্রাণাধিক ভ্রাতা, মোরে ছেড়ে গেলি কোথা,
দেখিতে না পাই আর তোরে।
ধিক্ ধিক্ প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর
এখনো না এ শরীর ছাড়ে॥
কহি গেলে তুমি মোরে, মারি আসি রাঘবেরে,
আপনি বসিয়া থাক সুখে।
তাহা না করিতে পারি, নিজে গেলে যমপুরী,
ফেলিলে আমারে ঘোর দুঃখে॥
জিনিলে অসুর সুর, গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গপুর,
যক্ষ গুপ্ত সিদ্ধ বিদ্যাধর।
জয় করি এ সংসারে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের করে,
প্রাণ হারাইলে ভ্রাতৃবর॥
যে তোমার শরীরেতে নাহি পারি প্রবেশিতে
বজ্র ভূমিতলে পড়েছিল।
সে তুমি রামের শরে বিদ্ধ হলে কি প্রকারে,
আমার কপালে এ কি ছিল॥
আর আমি কি প্রকারে জিনিব সে পুরন্দরে,
শমন বরুণ দৈত্যগণে।
উপস্থিত শক্র-জনে কিরূপে বধিব রণে,
লঙ্কা রক্ষা করিব কেমনে॥
ওরে ওরে ভ্রাতৃবর, তোমা বিনে মোরে ডর,
না করিবে আর কোন জন।
অপর কি কব আর, যাবৎ বানর ছার,
তারা হৈল অশঙ্কিত-মন॥
না মরিতে না মরিতে আগে ঐ আকাশেতে
কোলাহল করে দেবগণ।
বুঝিবা ইহার পরে উপহাস করে মোরে
করতালি দিয়া সব জন॥
মারীচ কহিলা হিত, অতিশয় সমুচিত
কহিলেক ভ্রাতা বিভীষণ।
তুমিহ কহিলে পথ্য, সব কথা অতি তথ্য,
কিছু নাহি করিনু শ্রবণ॥
ধার্ম্মিক বিশুদ্ধ-মন যেই ভ্রাতা বিভীষণ,
করিলাম তার অপমান।
সেই পাপে বুঝি মোরে নর-বানরের করে
পাইতে হইল অপমান॥
তুমি ভ্রাতা যদি গেলে, কি ফল ঐশ্বর্য্য-বলে,
কি কাজ সীতায় আর প্রাণে।
কি ফল সমর-জয়ে, কি ফল বান্ধবচয়ে,
প্রাণ দিব রঘুপতি-বাণে॥

—

ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর ও মহাপাশের যুদ্ধ ও মৃত্যু

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন॥
পিতারে কাতর দেখি পুত্রে জন্মে দুখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে রাবণ-সম্মুখ॥

করিলা তপস্যা পিতা হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
অমর হইল বিভীষণ নিজগুণে।
ব্রহ্মার কৃপায় সেই সর্ব্বশাস্ত্র জানে॥
শাস্ত্র-অনুরূপ খুড়া কহিলেক হিত।
ধার্ম্মিক-চরিত্র তিনি বিচারে পণ্ডিত॥
ত্রিভুবন জিনে পিতা তোমার বাখান।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি নাহি ধরে টান॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।
তারে জিনে পুষ্পরথ নিলে লঙ্কাপুরী॥
ময়দানব মহারাজ সর্ব্ব-লোকমাঝে।
কন্যাদান দিয়া সে তোমারে দেখ পূজে॥
বাসুকীর বিষদাহে ত্রিভুবন পুড়ে।
তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে॥
ইন্দ্র যম বরুণের করিলে বিতথা।
মনুষ্য বেটারে জিন কত বড় কথা॥
নানা অস্ত্র সংগ্রামে করিয়া অবতার।
আজিকার মত যুদ্ধ সে আমার ভার॥
গরুড়ের মুখে যেন দগ্ধ হয় সাপ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মারি ঘুচাব সন্তাপ॥
ত্রিশিরা বিক্রম করে, রাজা হরষিত।
আর তিন ভাই তার রোষে আচম্বিত॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
সংগ্রামে যাইতে চাহে, নাহি হয় স্থির॥
চারিজন মহাবল চিরকাল জানি।
চারিজন ঐক্য হ'লে ত্রিভুবন জিনি॥
রাজার প্রসাদ পড়ে চারিজনোপরি।
কুসুম চন্দন মাল্য সুগন্ধি কস্তুরী॥
বীরধটি পরে কেহ নামে গঙ্গাজল।
রত্নেতে নির্ম্মিত পরে কর্ণেতে কুণ্ডল॥
পড়িল সোনার সানা রত্নের টোপর।
মাণিকের হার শোভে গলার উপর॥

নানা রত্ন অলঙ্কার পরিল শরীরে।
কনক কঙ্কণ বালা পরে দুই করে॥
চারি বেটা পরিলেক চারি রাজার ধন।
রাবণের চারি বেটা কামিনী-মোহন॥
মহাপাশ বীর আর ভাই মহোদর।
যাত্রা করে ছয় জন সংগ্রাম-ভিতর॥
ছয় বীর যাত্রা করে সংগ্রামে প্রবীণ।
বিদায় হইল ক'রে পিতৃ-প্রদক্ষিণ॥
নীলবর্ণ হস্তী এল নীলমেঘ-জ্যোতি।
ঐরাবত-বংশে তার হয়েছে উৎপত্তি॥
বড়ই প্রবল সেই মদমত্ত হাতী।
তাহাতে চড়িল মহোদর যোদ্ধাপতি॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যেন পবনের গতি।
সেই অশ্বে চড়ে দেবান্তক মহামতি॥
আর অশ্ব ভূমে পদ পড়ে কি না পড়ে।
হাতে শেল নরান্তক সেই অশ্বে চড়ে॥
সাজালেক রথ যেন রবির প্রকাশ।
হাতে শেল তাতে চড়ে বীর মহাপাশ॥
আর রথ সাজায় মাণিক্য মণি হীরা।
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাতে কুমার ত্রিশিরা॥
সুবর্ণের রথ, শত ঘোড়ার সাজনি।
সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি॥
পুত্র-সব যাত্রা করে শুনি এ বচন।
সবার জননী আসি করিছে রোদন॥
কুম্ভকর্ণ হেন বীর প'ড়ে গেল রণে।
যাইও না ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে॥
ধনুর্ব্বাণ ছাড় বাছা, প্রাণ বড় ধন।
কল্যাণে থাকিবে, রাখ মায়ের বচন॥
বিভা কৈলে কত দেব-দানব-নন্দিনী।
কোথা যাহ তা-সবারে ক'রে অনাথিনী॥
সম্প্রতি করিলে বিভা নহে সহবাস।
অগ্নি দিয়া পোড়াব লঙ্কার গৃহবাস॥

চারি ভাই চতুর্দ্দোল লহ স্কন্ধে করি।
শ্রীরামেরে দেহ লয়ে জানকী সুন্দরী॥
হেন কর্ম্ম করিলে যদ্যপি রাজা রোষে।
পলাইয়া থাক গিয়া পর্ব্বত-কৈলাসে॥
কুবের তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর।
সেবে তাঁকে পুত্রসম থাক তাঁর ঘর॥
মাতাগণ বচনেতে পুত্র সব কোপে।
পুত্রেদের ক্রোধ দেখি ভয়ে তারা কাঁপে॥
পুত্রগণ কোপে বলে দিতাম প্রতিফল।
জননী বলিয়া এত সহি যে সকল॥
জগতের কর্ত্তা মোরা বীরবংশে জন্ম।
মানুষের ডরে রব করে সেবাকর্ম্ম॥
আনিল পুষ্পকরথ পিতা যারে জিনে।
কোন্ লাজে লব শরণ তাহার চরণে॥
বাহুবলে পিতা মোর ত্রিভুবন শাসে।
লুকায়ে থাকিব কেন ডরায়ে মানুষে॥
বিপক্ষ-সম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি।
দিব্য রথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী॥
আপনি মন্দিরে যাহ না কর বিষাদে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মেরে ঘুচাব বিবাদ॥
গরুড়ের মুখে যেন ভস্ম হয় সাপ।
গ্রাসিয়া বানরসেনা দেখাব প্রতাপ॥
মায়েরে প্রবোধ করি ছয় জন সাজে।
রুষিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে॥
ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী॥
ধূলায় দিবসে বাট হৈল অন্ধকার।
ছয় বীর উত্তরিল করি মার মার॥
দুই সৈন্যে মিশামিশি বাজে মহারণ।
গাছ উপাড়িয়া আনে যত কপিগণ॥
বানরেতে বৃক্ষ-শিলা করে বরিষণ।
বাণে কাটি রাক্ষসেতে করে নিবারণ॥

রাক্ষসেতে বাণ এড়ে অনলের শিখা।
বানর কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা॥
ব্যাঘ্রের ঝাঁপনি যেন বানরের রঙ্গ।
মরণের ভয় নাই রণে নাহি ভঙ্গ॥
চড় চাপড় মুষ্ট্যাঘাতে বানরের তাড়া।
কত শত রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥
অনেক রাক্ষস পড়ে অত্যল্প বানর।
কুপিল যে নরান্তক রাবণ-কোঙর॥
চতুর্দ্দিকে চাপিয়া উঠিল তার ঘোড়া।
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রবৃষ্টি করে জোড়া জোড়া॥
বানরেরে মারে বীর মহাশেল পাট।
বানরের রক্তে কাদা হয়ে গেল বাট॥
নরান্তকের বাণ কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া বানর পলায়ে গেল ডরে॥
ডাকিয়া সুগ্রীব কহে অঙ্গদের আগে।
দেখদেখি অঙ্গদ কটক কেন ভাগে॥
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখ কপিগণ।
নরান্তক মেরে তোষ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে।
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে॥
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে।
দূর হইতে নরান্তকে বালিসুত ডাকে॥
দুই হাত শূন্য মোর দেখ নিশাচর।
যত শক্তি আছে হান বুকের উপর॥
দেবতা জিনিস বেটা শেলের কারণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন॥
শ্রীরামের ভৃত্য আমি সংসারে পূজিত।
তুই অস্ত্র এড়িলে না হব আমি ভীত॥
পাইক মারিয়া বেটা ফির কি কারণ।
তোমাতে আমাতে যুঝি জিনে কোন্ জন॥
দুই হাত পসারিয়া পেতে দিল বুক।
অঙ্গদের বিক্রম দেখি সুগ্রীবে কৌতুক॥

কোপেতে নরান্তকের অধরোষ্ঠ কাঁপে।
এড়িলেক শেলপাট অতিশয় কোপে॥
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥
অঙ্গদের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হৈল দুইখান॥
অঙ্গদ বলে, তোর অস্ত্র গেল রসাতল।
মোর ঘা সম্বর বেটা তবে জানি বল॥
আপনা পাসরে কোপে বালির নন্দন।
নরান্তকে মারিতে ভাবয়ে মনে মন॥
বজ্রমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চূর।
পড়িল দুর্জ্জয় ঘোড়া উর্দ্ধে চারি খুর॥
দুই চক্ষু ঠিকরিল, জিহ্বা বাহিরায়।
নরান্তক কুপিয়া অঙ্গদপানে চায়॥
বজ্রমুষ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
শরীর ব্যথিত তবু নহে ত কাতর।
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর॥
মহাবল অঙ্গদ অতীব ক্রোধভরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তবে নরান্তকে মারে॥
নরান্তক পড়িল দেখিল দেবান্তকে।
সসৈন্যতে অঙ্গদে বেড়িল চারিদিকে॥
হস্তীর উপরে চড়ি আইল মহোদর।
চালাইয়া দিল করী অঙ্গদ-উপর॥
অনুবল ত্রিশিরা আইল ততক্ষণ।
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর দুইজন॥
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর।
অন্ধকার করি ফেলে গাছ ও পাথর॥
মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর।
দেখি হনুমান তথা ধাইল সত্বর॥

মহারণে মিশামিশি হৈল ছয়জন।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ॥
দেবান্তকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি।
হনুমানের বুকে মারে দুহাতিয়া বাড়ি॥
কুপিল সে হনুমান সংগ্রামের শূর।
পদাঘাতে দেবান্তকে করিলেক চূর॥
হস্তীর উপরে তবে আইল মহোদর।
নীল সেনাপতি বিন্ধে করিল জর্জ্জর॥
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি।
এক টানে উপাড়ে পর্ব্বত একখানি॥
পড়িল পর্ব্বত গোটা শব্দ গেল দূর।
হস্তী সহ মহোদরে করিলেক চূর॥
তিন ভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায়।
হাতে খাণ্ডা ত্রিশিরা সংগ্রামমাঝে যায়॥
হনুমান মহাবীরে দেখিল সম্মুখে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমান-বুকে॥
প্রহারেতে হনুমান আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে॥
ত্রিশিরার হাতে খাণ্ডা অতি খরশান।
সে খাণ্ডায় ত্রিশিরায় করে খান খান॥
ভাই-ভাইপো পড়ে রণে দেখে মহাপাশ।
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ॥
নীলবর্ণ গদাখান দেখে চারিভিতে।
অধিক হইল রাঙ্গা কপির শোণিতে॥
জয়ঘণ্টা বাজে সে গদার চারিপাশে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি সবে কাঁপে ত্রাসে॥
মহাপাশের বাণ কেহ সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে॥
হেমকূট কপি আইল বরুণনন্দন।
পর্ব্বত উপাড়ে এক ঘোরদরশন॥
এড়িল পর্ব্বতখান অতি ক্রোধমনে।
মহাশাপ বীর পড়ে পর্ব্বত-চাপনে॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

—

অতিকায়ের যুদ্ধারম্ভ

পড়ে বীর পঞ্চজনা দেখিবারে পায়।
হাতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায় ॥
চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন।
শ্রীচরণে স্থান দেহ কৌশল্যানন্দন ॥
রাবণ-সন্তান বলে দয়া না করিবে।
দয়াময় রামনামে কলঙ্ক রহিবে ॥
খুড়া দুইজন পড়ে, মহোদর আর।
রোষে অতিকায় বীর রাবণ-কুমার ॥
মহাক্রোধে অতিকায় হয়ে আগুসার।
দিলেন আপন দিব্য চাপেতে টঙ্কার ॥
কিবা ঘোরতর সেই টঙ্কার নিঃস্বন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল কপিগণ ॥
বড় বড় বীর যত ভল্লুক বানর।
তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপে থরথর ॥
তবে সেই রথে থাকি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতেছে সম্বোধিয়া প্লবঙ্গমগণে ॥
ওরে ওরে মহামূর্খ মর্কট-সকল।
পলাও পলাও তোরা ছাড়ি রণস্থল ॥
ত্রিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম।
আসিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম ॥
আজি না রাখিব এই ভুবন-ভিতর।
আপন পিতার রিপু কপি কিম্বা নর ॥
তোসবা মরিবি মোর সম্মুখে থাকিয়া।
হিত কহি প্রাণ লয়ে যাও পলাইয়া ॥
এত বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন।
তাহে অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ ॥

আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়।
দেখিয়া বানর-সব ভয়েতে পলায় ॥
কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিন্ধুপারে।
কেহ প্রবেশয়ে বনে, কেহ বলি-দ্বারে ॥
কেহ কেহ সিন্ধুজলে থাকয়ে ডুবিয়া।
কেহ পত্র-লতাদিতে থাকে আচ্ছাদিয়া ॥
কেহ কেহ প্রবেশয়ে বৃক্ষের কোটরে।
কেহ কেহ কুম্ভকর্ণ বদনবিবরে ॥
কেহ কেহ ভয়ে নিজে মৃত জানাবারে।
শয়ন করিয়া রহে শবের মাঝারে ॥
কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া।
কহিতেছে অতিকায় বীরে দেখাইয়া ॥
দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর।
আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর ॥
উহারে দেখিবামাত্র যত কপিগণ।
ত্রাসিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন ॥
কপিদের কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
অতিকায় দেখি হৈল সবিস্ময়-মন ॥
যদ্যপি প্রথম রণে দেখেছিলা তারে।
তথাপি বিস্ময় হৈল অন্তর-মাঝারে ॥
অলৌকিক পদার্থের এই ধর্ম্ম হয়।
দেখিলেও নব নব রূপে প্রকাশয় ॥
তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীষণে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে ॥
দেখ মিতা বিভীষণ, রণে এল কোন্ জন,
পর্ব্বত-প্রমাণ রথে চাপি।
নিজেও ভূধরে জিতি, শ্যামবর্ণ শিলাকৃতি
অতি ভয়ঙ্কর ভূপ্রতাপী ॥
মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন নীল ধরাধরে,
সুবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায়।
পিঙ্গল নয়নদ্বয়, ভুজেতে অঙ্গদচয়,
গলে নানা আভরণ তায় ॥

কিবা দেখি রথখান, দশ শত পরিমাণ
ঘোটকেতে বহিতেছে যারে।
পঞ্চ সুসারথি যার, ধ্বজ নরমুণ্ডাকার,
পতাকা উড়িছে চারিধারে॥
দেখি রথ-উপরেতে অস্ত্রশস্ত্র নানামতে,
শূল শেল মুষল মুদ্গর।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল, শত শত তরবাল,
কাঠার কুঠার বহুতর॥
অতিশয় ভয়ঙ্কর লৌহময় বাণ খর,
অষ্টত্রিংশ তূণ শোভা করে।
স্বর্ণবদ্ধ সুশোভন দিব্য দিব্য শরাসন,
চারিদিকে রহে থরে থরে॥
দশ হস্ত পরিমাণ, দুই পাশে দুইখান
খড়্গ দুলিতেছে ভয়ঙ্কর।
ধরিয়াছে বাম করে একখান ধনুকেরে,
ইন্দ্রধনু সম দীর্ঘতর॥
নিরখিয়া এই জনে পলাইছে স্থানে স্থানে
বানর সকল ভীতমনে।
কে বটে, কাহার পৌত্র, কি নাম কাহার পুত্র,
কহ মিতা মম বিদ্যমানে॥

—

অতিকায়ের যুদ্ধ ও মৃত্যু

শ্রীরাম-বদনে শুনি এতেক বচন।
বিভীষণ তাঁহাকে করেন নিবেদন॥
প্রভু, বিশ্বশ্রবা-পৌত্র রাবণনন্দন।
অতিকায় নামধারী হয় এই জন॥
জনম ইহার ধন্য মালিনী-উদরে।
আপন পিতার তুল্য এ হয় সমরে॥
জ্ঞানীজন সেবনেতে এই অনুরক্ত।
একবার শ্রুতিমাত্রে শাস্ত্রাভ্যাসে শক্ত॥
সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়ে।
অত্যন্ত নিপুণ আর মন্ত্রণা-নিচয়ে॥
ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর।
অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথে মহাস্থির॥
ধনুক ধারণে আর বাণ বিমোচনে।
ইহার সমান নাই রাবণ বিহনে॥
খড়্গ চর্ম্ম যুদ্ধে আর গদা প্রহরণে।
ইহার সমান নাই এ লঙ্কাভুবনে॥
ইহার বাহুর বল করিয়া আশ্রয়।
নিরবধি লঙ্কাপুরী আছয়ে নির্ভয়॥
ইহার প্রভাবে প্রশংসয়ে সর্ব্বজন।
দেবতা দানব যক্ষ বিদ্যাধরগণ॥
ঘোর জপ তপ করি অনেক বরষ।
করিয়াছে বিধাতারে আপনার বশ॥
পাইয়াছে তাঁর কাছে এই দিব্য যান।
আর পাইয়াছে নানা অস্ত্রশস্ত্র বাণ॥
পাইয়াছে দিব্য এক কবচ অভেদ্য।
হইয়াছে সুরাসুর নিকটে অবধ্য॥
জিনিয়াছে রণে বহু দেবতা-দানবে।
যক্ষ বিদ্যাধর নাগ কিন্নরাদি সবে॥
এই করেছিল বাণে বজ্রের স্তম্ভন।
করেছিল বরুণের পাশ নিবারণ॥
এই লঙ্কা মাঝে সব বীরের প্রধান।
দেব দৈত্য জয়ী শূরবীর বলবান্॥
আদরেতে অতিকায় নাম রাখে বাপ।
কুমার-ভাগেতে নাই এমন প্রতাপ॥
এই রণে যাবতীয় কপিভল্লগণে।
সংহার করিবে শরজালে এইক্ষণে॥
অতএব ইহার করিতে সংহরণ।
করিতে হইবে অতি শীঘ্র আয়োজন॥
হেন যবে বিভীষণ কন রঘুবরে।
অতিকায় প্রবেশিল সমর-ভিতরে॥
সম্মুখেতে বিভীষণে করি নিরীক্ষণ।
প্রণাম করিয়া তাঁরে কহিছে বচন॥

অতিকায় বলে খুড়া শুনহ উত্তর।
রাত্রি-দিন সেব তুমি দেব-গদাধর॥
তোমার সমান শ্রেষ্ঠ হবে কোন্ জন।
তোমা প্রতি বড় প্রীতি দেবনারায়ণ॥
অতিকায় বলে খুড়া নিবেদি তোমারে।
আমারে করুন দয়া দেব-গদাধরে॥
এত যদি অতিকায় কহে বিভীষণে।
চালাইয়া দিল রথ রাম-বিদ্যমানে॥
অতিকায় বলে শুন জগৎগোঁসাই।
মম প্রতি এবে কেন দয়া হয় নাই॥
অতিকায় বলে শুন দেবনারায়ণ।
স্থান দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন॥
স্তব শুনি স্তব্ধ হয়ে কন গদাধর।
পরম ধার্ম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর॥
তুমি আর তোমার পিতৃব্য বিভীষণ।
দুইজনে রাজ্য দিব মারিয়া রাবণ॥
অতিকায় বলে রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
যুদ্ধ করি কলেবর করিব পাতন॥
এখন ও-পদে করি এই নিবেদন।
আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্ জন॥
বানরের সঙ্গে আমি না করিব রণ।
যুদ্ধের কি জানে পশুজাতি কপিগণ॥
বানরের সম্বল বৃক্ষ আর পাথর।
কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর॥
সুগ্রীব রাজারে দেখি বকের সমান।
লক্ষ্মণ বালক, রণে কি জানে সন্ধান॥
জোড়হাতে বলে বীর, শুনহ শ্রীরাম।
তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম॥
ধনুক পাতিয়া যান ঠাকুর লক্ষ্মণ।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে রাবণনন্দন॥
কত যুদ্ধ করিয়াছ, বয়ঃক্রম কত।
আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের আমারে করে ভয়।
আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয়॥
কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার।
দেখি অতিকায় বীরে লাগে চমৎকার॥
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বয়সে বালক তুমি কিবা জান রণ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুই জাতি নিশাচর।
ভাল মন্দ না জানিস করিস্ উত্তর॥
কে কোথা দেখেছ হেন শুনেছ শ্রবণে।
বয়স অধিক যার সেই রণ জিনে॥
আমারে বালক বল প্রবীণ আপনি।
প্রাণ লয়ে যেতে পার তবে বীর জানি॥
আজিকার যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি।
তবে ত লক্ষ্মণ নাম বৃথা আমি ধরি॥
এত যদি দুজনে বচনে হৈল রক্ষা।
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব দুজন॥
সংগ্রামের দোষ গুণ কাহার কেমন।
রামচন্দ্র সাক্ষী আর খুড়া বিভীষণ॥
মধ্যস্থ হইয়া দোঁহে করুন বিচার।
জয়-পরাজয় রণে কি হয় কাহার॥
অতিকায়-বচনে লক্ষ্মণ দিল সায়।
মহাযুদ্ধ বাজিল লক্ষ্মণ-অতিকায়॥
অগ্নি-বাণ অতিকায় করে অবতার।
লক্ষ্মণ বরুণ-বাণে করিল সংহার॥
দুই শত বাণ তবে অতিকায় এড়ে।
অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে॥
হস্তী-বাণ এড়ে অতিকায় মহাবল।
সিংহ-বাণে লক্ষ্মণ করিল রসাতল॥
মারিল পর্ব্বত-বাণ অতিকায় রোষে।
লক্ষ্মণ পবন-বাণে উড়ান বাতাসে॥

অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বিকট দশন।
ইন্দ্রজাল বিষ্ণুজাল ঘোর-দরশন॥
এইসব বাণ দোঁহে করে অবতার।
দশ দিক্ জলস্থল বাণে অন্ধকার॥
দুইজনে বাণ মারে অতি পরিপাটি।
অন্তরীক্ষে দুই বাণ করে কাটাকাটি॥
লক্ষ্মণ মারেন বাণ দিয়ে বাহুনাড়া।
অতিকায়-রথের কাটেন শত ঘোড়া॥
আর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ মহাবীর।
কাটিলেন তার পঞ্চ সারথির শির॥
যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরথী।
চক্ষুর নিমিষে রথ জোগায় সারথি॥
রথ পাইয়া অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে।
লক্ষ্মণের প্রতি তিন কোটি বাণ এড়ে॥
সে বাণ লক্ষ্মণ তবে কাটে অবহেলে।
স্বর্গেতে দেবতা-সব সাধু সাধু বলে॥
লক্ষ্মণ এড়েন বাণ নামেতে অক্ষয়।
শাণাতে ঠেকিয়া বাণ পাইল পরাজয়॥
শাণায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ।
লক্ষ্মণের কানে বায়ু কহে উপদেশ॥
অক্ষয় কবচ অঙ্গে আছে ত উহার।
অঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার॥
সহজেতে না মরিবে রাবণ-কুমার।
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারি ওরে করহ সংহার॥
উপদেশ কহিয়া পবন-দেব নড়ে।
মন্ত্র পড়ি লক্ষ্মণবীর ব্রহ্ম-অস্ত্র জোড়ে॥
লক্ষ্মণ এড়িলা বাণ পূরিয়া সন্ধান।
বাণ দেখে অতিকায়ের উড়িল পরান॥
মারে জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে।
অতিকায় তবু তাহা ফিরাইতে নারে॥
অজয় অক্ষয় বাণ কেবা ধরে টান।
অতিকায়-মাথা কাটি কৈল দুইখান॥
অতিকায় পড়িল, রাক্ষস ভাগে ডরে।
ধাইয়া বানরগণ রক্ষগণে মারে॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ॥
সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে।
অতিকায়-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে॥
ভূমেতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি নিশাচর-কুলে।
তিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্যফলে॥
হেন ভক্ত না দেখি না শুনি কোন কালে।
কাটামুণ্ড হেনরূপে রাম রাম বলে॥
বানরেতে রামজয় শব্দ করে মুখে।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে॥
অতিকায় পড়ে যদি সংগ্রাম-ভিতরে।
দূত যায় সমাচার দিতে লঙ্কেশ্বরে॥

অতিকায়াদি চারি পুত্রের মৃত্যু শুনিয়া রাবণের রোদন

তবে ভগ্নদূত গিয়া দশানন-পাশে।
নিবেদন করিতেছে গদগদভাষে॥
মহারাজ, চারিজন তনয় তোমার।
রণে গিয়াছিল ভ্রাতা দুইজন আর॥
তার মধ্যে পঞ্চজনে বানরে বধিল।
অতিকায় লক্ষ্মণের বাণেতে মরিল॥
দূতমুখে হেন বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্ধ হ'য়ে রহে দশানন॥
মুহূর্ত্তেক পরে পুনঃ পাইয়া চেতন।
কি কহিলে বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন॥

পুনর্ব্বার দূত কৈল সব নিবেদন।
শুনি তাহা মূর্চ্ছিত হইল দশানন ॥
কিছুকাল পরে পুনঃ সম্বিৎ পাইয়া।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে হুঙ্কার করিয়া ॥
হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন।
না পারয়ে করিবারে ধৈরয ধারণ ॥
বিংশতি-নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়।
মুক্তকণ্ঠ হয়ে রাজা ক্রন্দন করয় ॥
কি হইল হায় হায়, দুঃখ নাহি সহা যায়,
আর দেহে প্রাণ নাহি রহে।
শোকানল বিপরীত হয়ে অতি প্রজ্বলিত
নিরবধি প্রাণ মম দহে ॥
পুড়ি মরিতেছি একে কুম্ভকর্ণ-ভ্রাতা-শোকে,
ক্ষণকাল স্থির নহে মন।
তদুপরি আরবার এই বজ্র সম্প্রহার,
কি করিয়া ধরিব জীবন ॥
ওরে অতিকায় পুত্র, সকল গুণের পাত্র,
কোন্ স্থানে করিলি গমন।
না দেখি তোমার মুখ বিদরে আমার বুক,
ধৈরয না ধরে মোর মন ॥
তোমা বিনা ঘর-দ্বার সব হৈল অন্ধকার,
শূন্য দেখি এ তিন ভুবন।
অন্ধ হৈল সব নেত্র, জ্বলিতেছে মোর গাত্র,
হৃদয় হতেছে উচাটন ॥
ওরে ওরে বাছা মোর, না দেখিব আর তোর
সুধাংশু সমান সে বদন।
আর তোরে নিজ ক্রোড়ে, না বসাব ধরি করে,
না শুনিব সে মিষ্ট-বচন ॥
কে কহিবে মোরে আর হিতকথা শাস্ত্রসার,
কে করিবে বিপদে মোচন।
কে করিবে শত্রুজয়, কে তুষিবে বন্ধুচয়,
সম্মানিবে কেবা মান্য জন ॥
ওরে বাপ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও নরান্তক,
ভ্রাতা মহাপাশ মহোদর।
তোরা সবে ছাড়ি মোরে, গেলি কোন্ দেশান্তরে,
না দেখিয়া পোড়য়ে অন্তর ॥
যদি গেলি তোরা সবে, জীবনে কি কাজ তবে,
মরিব ডুবিয়া রত্নাকরে।
এক মাত্র রহি গেল, হৃদয়েতে খেদশেল,
জিনিতে নারিনু রঘুবরে ॥

—

রাবণের নিকট ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয় বার যুদ্ধে যাইবার অনুমতি গ্রহণ

এইরূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
কোনমতে স্থির নাহি হয় এক ক্ষণ ॥
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে সর্ব্বজনা।
কেহ না করিতে পারে তাহার সান্ত্বনা ॥
তবে ইন্দ্রজিৎ নিজ ক্রন্দন সম্বরি।
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি ॥
আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্যজন।
আজ্ঞা কর মেরে আসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি।
রাম-সৈন্য মারিবারে এই আমি চলি ॥
অঙ্গদ সুগ্রীব আর বীর হনুমান।
বড় বড় বানরের লইব পরান ॥
নল নীল সুষেণে মারিব অবহেলে।
জাম্বুবানে ডুবাইব সাগরের জলে ॥
সুগ্রীবের শ্বশুর সুষেণ বেটা বুড়া।
পদাঘাতে করিব তাহার মুণ্ড গুঁড়া ॥
কেশরী বানর বেটা ঘরপোড়ার বাপ।
যমালয়ে পাঠাইব করে বীরদাপ ॥
মারিব শরভ আদি যত কপিগণ।
বধিব লঙ্কার শত্রু খুড়া বিভীষণ ॥

যত বেটা লঙ্কা আসি করেছে প্রবেশ।
বাহুড়িয়া একজন না যাইবে দেশ ॥
মেঘনাদের কথা শুনি রাবণ হর্ষিত।
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত ॥
লঙ্কা-অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ।
নর-বানর মারিয়া ঘুচাও প্রমাদ ॥
ভুঞ্জিতে লঙ্কার ভোগ আমি দশানন।
বিপক্ষ নাশিতে পুত্র হয়েছ এখন ॥
বাপের ছুলাল সেই পুত্র মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজার প্রসাদ ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ-আভরণ ॥
বীর পরিধানে পরে নেতের যে ফালি।
তিন শত ফের দিয়া বাঁধিল কাঁকালি ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে চন্দনের সার।
গলার উপরে তুলে দিল রত্নহার ॥
স্বর্ণ নবগুণ পরে, পরে স্বর্ণপাটা।
ভুবন জিনিয়া ছটা কপালের ফোঁটা ॥
সোনার দাপনি লয় নব অঙ্গ বহি।
এমন সুন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাহি ॥

—

ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমনোদ্যোগ

রাজ-আভরণ পরি দেবের বাঞ্ছিত।
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত ॥
ঘন ঘন সারথিরে করিছে মেলানি।
শীঘ্র কর রথসজ্জা, ডাকিছে আপনি ॥
সারথি আনিল রথ, সংগ্রামে গমন।
মনোহর বেশে রথ করিছে সাজন ॥
করিলেক রণসজ্জা রথের সারথি।
মাণিক্য প্রবাল কত নির্ম্মাইল তথি ॥
কনক-রচিত রথ সুতার সঞ্চারে।
চারিদিকে স্বর্ণবৃক্ষ ফল ফুল ধরে ॥
চন্দ্রসূর্য্য-তেজ জিনি রথের কিরণ।
প্রবাল মুকুতা কত রত্নের সাজন ॥
পার্ব্বতীয় ঘোড়া-গলে রত্নের বিম্বকি।
তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকি ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিতের নিজ বাদ্য তিন অক্ষৌহিণী ॥
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকারা।
তুরী ভেরী জগঝম্প বীণা সপ্তস্বরা ॥
কাঁসী বাঁশী রাক্ষসী ঢাকের পরিপাটি।
দামাদা দগড়ে পরে লক্ষ লক্ষ কাটি ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে, বাজে করতাল।
টমক খমক তাসা শুনিতে রসাল ॥
বাজে শিঙ্গা ডমরু তম্বুরা জয়ঢাক।
ঝাঁঝরি মোচঙ্গ আর মধুর পিনাক ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে মন্দিরা মৃদঙ্গ।
রণশিঙ্গা খঞ্জনী আর গভীর তোরঙ্গ ॥
কোটি কোটি জয়ঢাক ঘোর রবে বাজে।
কোটি কোটি জগঝম্প মহাশব্দে গাজে ॥
বেহালা মন্দিরা আর বীণা আদি কত।
কহিতে না পারা যায় তার সংখ্যা যত ॥
অসংখ্য সেতার বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।
বাদ্যভাণ্ড ঘোর শব্দে ত্রিভুবনে কম্প ॥
তিন কোটি রাক্ষসেতে বাজায় মাদল।
গর্জ্জিয়া পবন যেন জুড়িল বাদল ॥
কটক সাজায়ে বীর যুঝিবারে নড়ে।
মন্দোদরী জননী তখন মনে পড়ে ॥
মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধে যাত্রা করি।
অন্ন জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী ॥
ভক্তিভাবে জননীকে প্রণাম করিয়ে।
তবে যাব রণস্থলে মাতৃ-আজ্ঞা ল'য়ে ॥
এত ভাবি ইন্দ্রজিৎ সভক্তি-অন্তরে।
মাতার নিকটে বীর চলিল সত্বরে ॥

সৈন্য সেনাপতি যত দ্বারেতে রাখিয়া।
জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া॥
সুবর্ণের খাট পাতা স্বর্ণময় পুরী।
যে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে না হেরি॥
দশ হাজার সতিনী-বেষ্টিত মন্দোদরী।
তাহার সুখের সীমা কহিতে না পারি॥
নারায়ণ তৈলে জ্বলে তিন লক্ষ বাতী।
মন্দোদরী পূজা করে মহেশ-পার্ব্বতী॥
ঝিউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী।
দশ হাজার সতিনী সহিত মন্দোদরী॥
দশ হাজার নারী মেঘনাদের গৃহিণী।
দুই লক্ষ আর যত পুত্রের রমণী॥
আর যত রমণী লঙ্কায় একত্তর।
শিবদুর্গা পূজে, মাগে রণজয়ী বর॥
হেনকালে ইন্দ্রজিৎ হল উপনীত।
পূর্ব্বাচল হৈতে যেন আদিত্য উদিত॥
কিরণে অরুণ জিনি রূপে চন্দ্রকলা।
তাহারে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা॥
প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে।
মন্দোদরী পুলকিত চেয়ে পুত্রপানে॥
আস্তে ব্যস্তে উঠি রাণী ধরে দুই হাতে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদ-মাথে॥
মন্দোদরী বলে আমি পূজি গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্যফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে॥
তোমা পুত্র গর্ভে ধরি হই পাটরাণী।
চেড়ী হয়ে খাটে দশ হাজার সতিনী॥
শ্রীরাম মনুষ্য নহে, বুঝি অভিপ্রায়।
ফিরে না আইসে রণে যেই বীর যায়॥
নানাবিধ মহাপাপ করে তোর বাপ।
সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ॥
রামের সীতা রামে দেহ, করহ পিরীতি।
মজিল কনক লঙ্কা, নাহি অব্যাহতি॥
বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা কেল ছারখার।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বিষ্ণু অবতার॥
বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর।
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর॥
আনিল রামের সীতা করিয়া হরণ।
অন্যকে রণেতে কেন পাঠায় এখন॥
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে।
নর-বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে॥
সীতা ফিরে দিন রাজা শুনুন মন্ত্রণা।
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই, করহ ঘোষণা॥
শুনে মন্দোদরী-কথা মেঘনাদ হাসে।
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশেষে॥
জগতের কর্ত্তা মাতা হয় মোর বাপ।
অষ্টলোকপাল জিনি দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে।
হেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ-সমাজে॥
বামা জাতি হও তুমি তেমনি বচন।
স্বামীনিন্দা মহাপাপ কর কি কারণ॥
খর দূষণ মারিয়া হয়েছে রাম বৈরী।
ভাল করিলেন পিতা আনি তার নারী॥
এক কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান।
দুই লক্ষ রাণ্ডী তবে দিলেক যোগান॥
কহিছে সকল রাণ্ডী করি জোড় হাত।
নিবেদন করি শুন রাক্ষসের নাথ॥
যুদ্ধ করে মরিল মোদের স্বামিগণ।
শোকেতে আকুল তাই সবাকার মন॥
গগনে যখন হয় দুই প্রহর বেলা।
পড়ে যায় রাণ্ডীদের হবিষ্যের মেলা॥
লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে জ্বলয়ে তিয়ড়ি।
কহিতে বিদরে বুক নিত্য ফেলি হাঁড়ি॥
ন' হাজার নারী তব পরমাসুন্দরী।
করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারী॥

সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে।
নর-বানর জিনে আইস পরম কুশলে॥
শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয়।
সংগ্রামেতে যাহ যবে শুভযাত্রা হয়॥
পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর।
বন্ধুবান্ধবের শোকে দহিছে শরীর॥
হরপার্ব্বতীর প্রিয় ভক্ত দশানন।
কেহ এসে রক্ষা নাহি করে দুইজন॥
উপকার কি করিল শঙ্কর-পার্ব্বতী।
সূর্পণখা মজাইল লঙ্কার বসতি॥
বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে বারি॥
রাণীর রোদনে ইন্দ্রজিতের বিষাদ।
সবারে প্রবোধ-বাক্যে কহে মেঘনাদ॥
না কান্দ না কান্দ সবে পরিহর শোক।
স্বর্গেতে গিয়াছে তোমাদের পতিলোক॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে রণে মারিয়ে এখনি।
নিবাইব সকলের মনের আগুনি॥
এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান।
মন্দোদরী কহে তবে পুত্র-বিদ্যমান॥
রূপে গুণে বীর তুমি পরম সুন্দর।
দেবদানবের কন্যা বিবাহ বিস্তর॥
ন' হাজার নারী তব পরমাসুন্দরী।
আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী॥
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া সুমতি।
অন্তঃপুরে থাক বাছা আজিকার রাতি॥
মন্দোদরী কথা কহে সকরুণ ভাষে।
বদন ঢাকিয়া বস্ত্রে ইন্দ্রজিৎ হাসে॥
যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি।
কেমনে থাকিব গৃহে না হয় যুকতি॥
সসৈন্যেতে আসিয়াছি যুঝিবার মনে।
কোন্ লাজে গৃহমাঝে থাকিব এখনে॥
করি যে কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুম্ভিলা।
ইষ্টদেব-অর্চ্চনে হইল এত বেলা॥
যজ্ঞেতে আহুতি গিয়া দিব যে এখনি।
ছোঁবার থাকুক কাজ না হেরি রমণী॥
যাত্রাকালে ছুঁলে নারী পড়িবে প্রমাদ।
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ॥
ভক্তিভরে জননীর চরণ বন্দিয়া।
যুঝিবারে ইন্দ্রজিৎ চলিলা সাজিয়া॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

—

ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন

বৈসে গিয়া ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করিবারে।
জোগায় যজ্ঞের দ্রব্য লক্ষ নিশাচরে॥
রক্তবস্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন।
রক্তবর্ণ পুষ্পমালা সুরক্তচন্দন॥
শরপত্র বোঝা বোঝা, ঘৃতের কলস।
কাল ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস॥
যজ্ঞশালে শরপত্র বিছায় সকল।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল অনল॥
তীক্ষ্ণ-অস্ত্রে ছাগল ছেদিয়া কোটি কোটি।
যজ্ঞেতে আহুতি দেয় করি পরিপাটি॥
আতপ তণ্ডুল যব পাটি পাটি আনে।
হবিতে মিলিত করি দিতেছে আগুনে॥
রক্তবস্ত্র মাল্য দেয় জোবড়ায়ে ঘৃতে।
দশ হাজার দ্বিজ বসেছে চারিভিতে॥
অগ্নির দুর্জ্জয় শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
বিংশতি যোজন শিখা উঠিল গগন॥
তপ্তকাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা।
মূর্ত্তিমান হ'য়ে অগ্নি এসে দিল দেখা॥
সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান।
যব ধান্য দুগ্ধ দধি মধু কৈল পান॥

যে বর চাহিল ইন্দ্রজিৎ পাইল সুখে।
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে॥
রথের সাজন বীর কৈল দুই হাতে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে॥
চণ্ডমুণ্ড ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে।
পূর্ব্ব দ্বারে উপনীত মার মার করে॥
পূর্ব্বদ্বার আগুলিয়া ছিল নীল-সেনা।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর অগণনা॥
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর।
মেঘনাদ হাসে বসি রথের উপর॥
বানরের ভঙ্গ দেখে নীলবীর রোখে।
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে॥
নীল বীর বলে ওরে বেটা মেঘনাদ।
জীয়ন্তে ফিরিয়া যাবে না করিও সাধ॥
সুগ্রীব পাইল রাজ্য শ্রীরামের গুণে।
রাবণে বধিয়া রাজ্য দিব বিভীষণে॥
অজেয় সুগ্রীব রাজা অতুলনা বল।
গাছ-পাথরেতে বান্ধে সাগরের জল॥
দুকূল সমুদ্র বেঁধে কৈল এককূল।
রাক্ষস-কটক মেরে করিল নির্ম্মূল॥
জীবনের বাঞ্ছা যদি চাহ ইন্দ্রজিত।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে পলাও ত্বরিত॥
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর।
পাঠাইবে যমালয়ে সুগ্রীব-বানর॥
ইন্দ্রজিৎ বলে বেটা ভ্রমেছিলি বনে।
কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে॥
না জান ধরিতে অস্ত্র, কথার আঁটনী।
এক বাণে যমালয়ে পাঠাব এখনি॥
সুগ্রীব বানরা তার কিসের বাখান।
লক্ষ্মণ মানুষ বেটা কত জানে বাণ॥
গোটাকত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম।
মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম॥
সেই দিন মরে যেত বেটা নাগপাশে।
ভাগ্য হতে বেঁচে গেল গরুড়-নিশ্বাসে॥
পক্ষী-বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান।
ধিক রে বানরা তার করিস্ বাখান॥
এত যদি কহিলেক রাবণের বেটা।
নীল-বানরের বুকে লাগে যেন জাঠা॥
কহিতেছে নীলবীর কোপেতে বিবর্ণ।
তুই না মরে মরে তোর খুড়া কুম্ভকর্ণ॥
আগুপাছু না জানিস্ জাতি নিশাচর।
তুই থাকিতে কেন মরে তোর সহোদর॥
যতেক রাক্ষসগণ আইল নিকটে।
না জানি ধরিতে অস্ত্র হাতে নাহি আঁটে॥
নাহিক আহার নিদ্রা জাগি সারারাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥
কুপিল সে ইন্দ্রজিৎ নীলের বচনে।
কোপে গালি পাড়ে বীর যত আসে মনে॥
আজি যদি রহে বেটা তোমার জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস-বিভীষণ॥
এত বলি, মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি।
মেঘের আড়েতে যুঝে মেঘনাদ-ধানুকি॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ॥
খাণ্ডা ও ডাঙ্গস টাঙ্গী ছুরী এক ধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা অস্ত্র বানরের পৃষ্ঠে করে পার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে রুধিরের ধার॥
হস্ত পদ কাটে বানর পড়ে কোটি কোটি।
গড়াগড়ি যায় ভূমে কামড়ায় মাটি॥
পলাইয়া যায় কেহ করে ধরে অস্ত্র।
ছুতা করে পড়ে কেহ সিট্‌কিয়া দন্ত॥

কেহ পড়ে সেতুবন্ধে গায়ে মাখে বালি।
দূরে গিয়া কেহ বা রাজারে পাড়ে গালি ॥
ভাল ছিল বালি রাজা গুণের সাগর।
আপনার পুত্রসম পালিত বানর ॥
বালি রাজার খাইয়া পরিয়া গেল কাল।
এতদিন নাহি ছিল এমন জঞ্জাল ॥
আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্রদণ্ড।
লঙ্কাতে বানর এনে কৈল লণ্ডভণ্ড ॥
রাম সুগ্রীবের আর কিসের উপরোধ।
ইন্দ্রজিতের সঙ্গে নাহি করিব বিরোধ ॥
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে।
প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে ॥
বরিষে অসংখ্য বাণ আগুনের কণা।
পড়িল যে নীল বীর সহ নিজ সেনা ॥
রক্তে নদী বহিছে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
বানর সহস্র কোটি পড়ে পূর্ব্বদ্বার ॥
পূর্ব্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ।
দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ ॥
দক্ষিণ দুয়ারে বানর কোন্ বীর জাগে।
পরিচয় কর যুদ্ধ দেহ মোর আগে ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি।
মরিতে আইলি বেটা নিশাভাগ রাতি ॥
নাহিক আহার নিদ্রা নাহি সুখ-আশ।
যাবৎ রাবণ-বংশ না হয় বিনাশ ॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা ॥
ছারখার করিব লুটিয়া লঙ্কাপুরী।
বিভীষণে সমর্পিব রাণী মন্দোদরী ॥
কোপে ইন্দ্রজিৎ শরভের বাক্য শুনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে ॥
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে ত জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস-বিভীষণ ॥

এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে ॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রহারে ব্রহ্মার পেয়ে বর।
বাণ ফুটে মূর্চ্ছাগত অসংখ্য বানর ॥
বড় বড় বানর হইল অচেতন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ে বালির নন্দন ॥
আশী কোটি বানর পড়ে দক্ষিণ দ্বারেতে।
বানরের রক্তে নদী বহে খরস্রোতে ॥
জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ।
উত্তর দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ॥
উত্তর দ্বারেতে কোন্ কোন্ বেটা জাগে।
পরিচয় দেহ ত দারুণ নিশাভাগে ॥
ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি-জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে ॥
অসংখ্য বানর আছে তোর পথ চেয়ে।
আপনি সুগ্রীব রাজা রয়েছে জাগিয়ে ॥
অন্ন জল না খাই, না নিদ্রা যাই রেতে।
যাবৎ রাক্ষস-বংশ না পারি মারিতে ॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপর ধরাব দণ্ড-ছাতা ॥
কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিৎ বানর-বচনে।
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে ॥
আজিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন।
তবে রাজা করিস্ রাক্ষস-বিভীষণ ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে।
কটক বানর বিন্ধে সন্ধান পূরিয়ে ॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে যত কপিগণ ॥
মারে কাটে ইন্দ্রজিৎ, কেহ নাহি দেখে।
উত্তর দ্বারেতে বানর পড়ে লাখে লাখে ॥

বানর কটক পড়ে বীরচূড়ামণি।
আছুক অন্যের কাজ সুগ্রীব আপনি॥
রক্তে নদী বহে, ঠাট পড়িল বিস্তর।
অসংখ্য বানর পড়ে সুগ্রীব বানর॥
মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ॥
পশ্চিম দুয়ারে কোন্ কোন্ বীর জাগে।
ত্বরিত আসিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে॥
হনুমান বীর ছিল রাত্রি-জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ-সনে॥
সেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ।
বড় বড় বীর জাগে পর্ব্বত-প্রমাণ॥
জাগিছে সুষেণবেজ রাজার শ্বশুর।
জাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ জাগে সংসার পূজিত।
আমি হনুমান জাগি শুন ইন্দ্রজিত॥
নাহিক আহার নিদ্রা জাগি দিবা-রাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥
তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা॥
বিভীষণে সমর্পিব কনক লঙ্কাপুরী।
রাণী তার করি দিব রাণী-মন্দোদরী॥
এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ মনে।
হনুমানে গালি পাড়ে যত আসে মনে॥
রাম তরে ডাক দিয়া বলে মেঘনাদ।
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে না করিহ সাধ॥
ইন্দ্রজিৎ নাম মোর ত্রিভুবনে জানে।
কোন্ বেটা নিস্তার পাইবে মোর বাণে॥
এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে।
আকাশ হইতে বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে॥
আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥

শেল শূল মুষল মুদ্গর এক ধারা।
চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
জাঠা জাঠি ঝকড়া কর্ণিক এক ধার।
বরিষণ করে আর বলে মার মার॥
রামেরে যতেক বিন্ধে তাহা নাহি মনে।
সহ সহ বলি তবে ডাকেন লক্ষ্মণে॥
বজ্রের সমান বাণ অসংখ্য বরিষে।
পড়িল লক্ষ্মণ-বীর শ্রীরামের পাশে॥
খুরুপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র দুই বাণের নাম।
সেই দুই বাণ ফুটে পড়িল শ্রীরাম॥
চারি দ্বারে পড়ে ঠাট শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
রাজপ্রসাদ লইতে চলিল পিতৃস্থানে॥
আগুসারি পথে পড়ে চন্দনের ছড়া।
তাহার উপর পাতে নেতের পাছড়া॥
হাতের প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত।
আজ্ঞা পায়ে পবন সুগন্ধি বহে বাত॥
দাণ্ডায় বাপের আগে বীর অবতার।
বাপের চরণে মাথা নোঙায় তিনবার॥
কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম।
পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম॥
পড়িল লক্ষ্মণ আর বীর হনুমান।
বানর কটক পড়ে নাহি পরিমাণ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ পড়ে নীল সেনাপতি।
পড়িল সে জাম্বুবান ভল্লুক প্রভৃতি॥
গন্ধমাদন শরভ সুষেণ আদি বীর।
সমুদ্রের কূলে সব লুটায় শরীর॥
চারি দ্বারে পড়িয়াছে বানরের থানা।
আজি রণে জীয়ন্তে নাহিক একজনা॥
সুগ্রীব বানরে আর নাহি তব ডর।
ঘরপোড়া বানর গিয়াছে যমঘর॥
হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ।
চুম্ব দিয়া রাবণ করিল আশীর্ব্বাদ॥

রাজপ্রসাদ মেঘনাদ পাইল বিস্তর।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দিল রত্নের টোপর॥
বলয় কঙ্কণ দিল মাণিক রতন।
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে না যায় গণন॥
নানা রত্ন ধন দিল মস্তকের মণি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দিল অন্ত নাহি গণি॥
রাজপ্রসাদ দিল, রাজ্য করে লণ্ডভণ্ড।
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড॥
রাজপ্রসাদ পাইয়া প্রবেশে অন্তঃপুরী।
নারীগণ লয়ে গৃহে খেলে পাশাসারি॥
চারি দ্বারে পড়ে সৈন্য, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রক্ষা পায় বিভীষণ পবনন্দন॥
দুই জনে অমর ব্রহ্মার পায়ে বর।
না মরিল দুইজন সবার ভিতর॥
চিন্তিয়া গণিয়া দোঁহে যুক্তি কৈল সার।
রাম-লক্ষ্মণ জীয়াইতে কৈল প্রতিকার॥
হাতে করি দেউটি ফিরিছে চারি ধার।
বানর দেখিয়া বেড়ায় দুয়ারে দুয়ার॥
সুগ্রীব রাজা পড়িয়াছে, লয়ে রাজ্যখণ্ড।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতির লোটাইছে মুণ্ড॥
পূর্ব্বদ্বারে শত কোটি বানর-সংহতি।
হাতে গাছ পড়িয়াছে নীল-সেনাপতি॥
পড়েছে অঙ্গদ বীর দক্ষিণ দুয়ারে।
বাণেতে অবশ অঙ্গ মূর্চ্ছিত-শরীরে॥
পড়িয়া পশ্চিম দ্বারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দেখিয়া মাথায় হাত, কান্দে দুই জন॥
শব্দ নাহি স্তব্ধ অঙ্গ দুজনে মূর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক সম্বিত॥
বাণ ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্রী-জাম্বুবান।
না পারে মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান॥
বিভীষণ বলে, তুমি বলে মহাবলী।
উঠিয়া মন্ত্রণা কর, আর কারে বলি॥

জাম্বুবান বলে, আমার অঙ্গে লক্ষ বাণ।
না পারি মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান॥
অনুমানে বুঝিলাম কথার আভাষে।
আসিয়াছ বিভীষণ আমার সম্ভাষে॥
জাম্বুবান বলে, তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
তত্ত্ব করে দেখ কোথা পবননন্দন॥
দুজনে মন্ত্রণা করি ভাবহ উপায়।
ইন্দ্রজিতের বাণে সবে রক্ষা কিসে পায়॥
বিভীষণ বলে, তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিতের বাণে তোমার ছন্ন হৈল মতি॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পড়ে জগত-পূজিত।
এ সময় কেন নাহি চিন্তা কর হিত॥
পড়েছে সুগ্রীব-রাজা বানরের পতি
কি হবে উপায় কিছু কর অবগতি॥
এবে সে জানিনু আমি তোমার চরিত্র।
পবননন্দন বিনা নাহি তব মিত্র॥
জাম্বুবান বলে মোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।
হনুমানে ডেকে দেহ আমার নিকটে॥
অন্য কারো অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন।
দেখ আগে কোথা আছে পবননন্দন॥
চেতনা থাকয়ে যদি তাহার শরীরে।
প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে॥
বিভীষণ বলে, দেখ মেলিয়া নয়ন।
তোমা সম্ভাষিতে এল পবননন্দন॥
হনুমান, জাম্বুবানে বন্দিল চরণ।
মৃদুভাষে জাম্বুবান বলিছে তখন॥
পড়েছেন কপিগণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্ব্বজন॥
অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর।
অতি উচ্চ হিমালয়-পর্ব্বত-শিখর॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত সে হিমালয় পার।
ধবলা পর্ব্বত শ্বেত ধবল-আকার॥

তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে পর্ব্বত কৈলাস।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আছে ঔষধ নির্য্যাস ॥
চারি বৃক্ষ আছয়ে ঔষধ চারিজাতি।
অন্ধকারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি ॥
বিশল্যকরণী এক সর্ব্বলোকে জানি।
দ্বিতীয় ঔষধ নাম মৃতসঞ্জীবনী ॥
তৃতীয় ঔষধ আছে অস্থিসঞ্চারিণী।
চতুর্থ ঔষধ নাম সুবর্ণকরণী ॥
আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি।
চারিযুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি ॥
নাহিক এ-সব কথা বাল্মীকি-রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥

—

ঔষধ আনিতে হনুমানের যাত্রা

জাম্বুবান হনুমানে দিলেন বিদায়।
ঔষধ আনিতে বীর হনুমান ধায় ॥
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কান।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান ॥
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভর।
লেজের সাপটে উড়ে পর্ব্বত পাথর ॥
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর।
দীর্ঘেতে যোজন ত্রিশ, চমকে অমর ॥
লাঙ্গুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ।
সারিয়া তুলিল লেজ ঠেকিল আকাশ ॥
নিমেষেতে সাগর হইয়া গেল পার।
সরা গোটা জ্ঞান করে সকল সংসার ॥
নদ নদী এড়াইল পর্ব্বতকান্তার।
কত শত উপবন হয়ে গেল পার ॥
নানা তীর্থ-ক্ষেত্র কত মুনির বসতি।
বারো বছরের পথ যায় এক রাতি ॥
হিমালয় পর্ব্বত ছাড়য়ে শীঘ্রগতি।
কৈলাস পর্ব্বত দেখে ধবল-আকৃতি ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উঠিলেন হনুমান।
ঔষধের গন্ধ পাইয়া রহে সেই স্থান ॥
ঔষধের গন্ধেতে সুগন্ধি বাত বহে।
সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে রহে ॥
শিখরে শিখরে ফিরে পবননন্দন।
চারি জাতি ঔষধ না পায় দরশন ॥
দেবমূর্ত্তি ঔষধ কি দিব তার লেখা।
কারে হয় অদর্শন কারে দেয় দেখা ॥
ঔষধ না পায় বীর রজনী বিস্তর।
মনে মনে চিন্তা তবে করে বীরবর ॥
মনে মনে হনু তবে করে অনুমান।
বাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বুড়া জাম্বুবান ॥
তল্লাসিয়া পর্ব্বত করিনু পাতি পাতি।
চারি জাতি ঔষধ, না পাই এক জাতি ॥
অকারণে আইলাম ভল্লুকের বোলে।
এত দুঃখ বিধাতা কি লিখিল কপালে ॥
বুদ্ধিমন্ত হনুমান বিচারে পণ্ডিত।
সাত-পাঁচ ভাবি মনে স্থির করি চিত ॥
ব্রহ্মার নন্দন বীর জানে বহু জ্ঞান।
সর্ব্বলোকে বলে মহামন্ত্রী জাম্বুবান ॥
তার বাক্য মিথ্যা নহিবেক কোনকালে।
পর্ব্বত চাতুরী ক'রে ঔষধ লুকালে ॥
সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর।
আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর ॥
পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে।
উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে ॥
সুগ্রীবের চর আমি শ্রীরামের দাস।
আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস ॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
যাঁর কণ্ঠে বিরাজেন দেবী সরস্বতী॥

হনুমান জোড়-করে পর্ব্বতেরে স্তব করে,
বলে, শুন শুন গিরিবর।
পাব বলে মহৌষধি, লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত নদী,
দুঃখ পেয়ে এসেছি বিস্তর॥
মেরুগণ যত আছে, তুল্য নয় তব কাছে,
তুমি মেরু সুমেরু সমান।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ রণে পড়েছেন দুইজনে,
অপাঙ্গে ঔষধ কর দান॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, আর যত মহাবল
পড়ে আছে মৃত-দেহ প্রায়।
তুমি হয়ে দয়াবান, মহৌষধি কর দান,
বাঁচে সবে তোমার কৃপায়॥
শুন হিত উপদেশ, রজনী হইল শেষ
সাগরের যেতে হবে পার।
শুন মেরু গুণনিধি দেখাইয়া মহৌষধি
করহ রামের উপকার॥
এরূপ অঞ্জনাসুত স্তব করে শত শত,
পর্ব্বত না মানে উপরোধ।
রামপদ-অভিলাষে, বিরচিল কৃত্তিবাসে,
হনুমানের উপজিল ক্রোধ॥

হনুমান কর্তৃক ঔষধ আনয়ন ও শ্রীরাম
লক্ষ্মণ এবং বানরগণের প্রাণদান

এত পরিশ্রমে হনু ঔষধ না পায়।
কোপে কড় মড় দন্ত কটমট চায়॥
হনুমান বলে, আমি শ্রীরামের দাস।
না দিল ঔষধ বেটা করে উপহাস॥
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তর, পর্ব্বত কেবা বলে।
তোর মত কত শত ডুবায়েছি জলে॥
এত বলি ধরি টানে পবননন্দন।
চড় চড় শব্দে ছিঁড়ে লতার বন্ধন॥
বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে।
পালে পালে বনজন্তু ধায় উভরড়ে॥
কত শত মুনির হইল তপোভঙ্গ।
সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ॥
শার্দ্দূল উপরে পড়ে কুকুর শৃগাল।
নেউল মূষিক সাপ একত্র মিশাল॥
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় লয়ে প্রাণ।
আতঙ্কেতে যক্ষ বলে, রক্ষ ভগবান॥
প্রলয় পাড়িল, পলাবার নাহি পথ।
মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিলেন পর্ব্বত॥
ঋষি রূপে আসি হনুমানের সাক্ষাতে।
জিজ্ঞাসিলা হনুমানে মধুর বাক্যেতে॥
কে তুমি কোথায় থাক বীরচূড়ামণি।
পর্ব্বত ধরিয়া কেন কর টানাটানি॥
হনুমান বলে, আমি পবনের সুত।
সুগ্রীবের অনুচর, শ্রীরামের দূত॥
হরেছে রামের সীতা দুষ্ট দশানন।
রঘুনাথ করেছেন সাগরবন্ধন॥
লঙ্কাতে হতেছে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিতের বাণে॥
রঘুনাথ মূর্চ্ছাগত, ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি যত কপিগণ॥
অচৈতন্য হয়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে।
জাম্বুবান পাঠাইল ঔষধের তরে॥
মহৌষধি আছে এই পর্ব্বত-উপরে।
না দিল ঔষধ মেরু কোন্ অহঙ্কারে॥
প্রাণপণে করিব রামের উপকার।
পর্ব্বত লইয়া যাব সাগরের পার॥
ঋষি বলে, সাম্য হও পবননন্দন।
আমি দেখাইয়া দিব ঔষধের বন॥

এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে।
দেখাইয়া দিল গিয়া ঔষধ যেখানে॥
চারি জাতি ঔষধ লইয়া হনুমান।
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কান॥
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে।
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে॥
বিশল্যকরণী আর সুবর্ণকরণী।
অস্থিসঞ্চারিণী আর মৃতসঞ্জীবনী॥
এই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান।
চারি দ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান॥
চারি ঔষধের ঘ্রাণ যতদূর যায়।
বানর কটক সব উঠিয়া দাঁড়ায়॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি।
দ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈন্যের সংহতি॥
নল নীল উঠিল, অঙ্গদ যুবরাজ।
গয় ও গবাক্ষ উঠে কটক-সমাজ॥
যার নাকে লাগে অস্থিসঞ্চারিণী গুঁড়া।
কটকের হাত পা আসিয়া লাগে জোড়া॥
অস্থিসঞ্চারিণী-গন্ধ প্রবেশয়ে নাকে।
চারি দ্বারের বানর উঠিল ঝাঁকে ঝাঁকে।
সুবর্ণকরণী গন্ধ সুকোমল অতি।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের আকৃতি॥
সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ-ঝাড়া।
হনুমানে কহে সবে হাত করি জোড়া॥
তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
তোমার প্রসাদে সবে মৈলে প্রাণ পাই॥
মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিত।
কৃত্তিবাস গাইলেন লঙ্কাকাণ্ড গীত॥

—

লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া শ্রীরামের মন্ত্রণা
ও লঙ্কা দগ্ধ করিতে অনুমতি

রাম বলে, হনুমান যে গুণ তোমার।
শত যুগে শোধিতে নারিব তব ধার॥
কি দিব প্রসাদ বল, আছে কিবা ধন।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
রাম বলে, হনুমান তুমি ভক্ত ধীর।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর॥
সর্ব্বজনে করে হনুমানের বাখান।
হনুমান হৈতে সবে পাইলাম ত্রাণ॥
রামজয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
রাবণ বলে দৈববলে কে পারে নাড়িতে।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মৈল, যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি॥
মোর সেনা মরিলে না বাঁচে একজন।
বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর।
মারে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানর॥
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী॥
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া, প্রাণ বড় ধন॥
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারি দ্বারে দেহ ত কপাট॥
রাজার আদেশ পায়ে যত নিশাচরে।
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারি দ্বারে॥
সোনার কপাট খিল, ভয়ঙ্কর অতি।
নাহি তাহে চন্দ্র-সূর্য্য-পবনের গতি॥
পাঁচ দিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে।
হাসিয়া সুগ্রীব রাজা সবাকারে বলে॥

দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ।
মনে কি ভেবেছে বেটা জিনিয়াছে রণ॥
এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি।
পশ্চিম দুয়ারে গেল মন্দ মন্দ গতি॥
বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে।
চৌদিকে বানরগণ, লক্ষ্মণ নিকটে॥
হনুমান জাম্বুবান আর বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন তিন জন॥
উপনীত হৈল আসি সুগ্রীব রাজন।
সম্ভ্রমে বন্দিলা আসি রামের চরণ॥
লক্ষ্মণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে।
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম সুগ্রীব মহাবীরে॥
কি মন্ত্রণা করেছে লঙ্কার অধিকারী।
চারি দ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি॥
পাঁচ দিন হৈল কেন নাহি দেয় রণ।
কহ না সুগ্রীব-মিতা ইহার কারণ॥
সুগ্রীব বলেন, প্রভু না জানি সংবাদ।
করেছে কপাট বন্ধ গণিয়া প্রমাদ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মন্ত্রী জাম্বুবান।
চিন্তিয়া মন্ত্রণা কর যে হয় বিধান॥
জাম্বুবান বলে প্রভু পাঠায়ে বানরে।
লঙ্কায় আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে॥
এতেক শুনিয়া তবে সুগ্রীব রাজন।
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ॥
সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়ে অসংখ্য রানর।
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
কিচ কিচ দন্ত করে, খিল খিল হাসি।
ভাণ্ডার হইতে আনে ঘৃতের কলসী॥
কারে মারে লাথি কীল, কারে মারে চড়।
নারায়ণ-তৈলের কলসী লয়ে রড়॥
বাহির আওয়াসে দিতে গেল সমাচার।
তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার॥
নারায়ণ-তৈল ঘৃত কলসী কলসী।
আনে বস্ত্র পর্ব্বতপ্রমাণ রাশি রাশি॥
এইরূপে দুর্জ্জয় বানর কোটি কোটি।
সন্ধ্যা-কালে লক্ষ লক্ষ জ্বালিল দেউটি॥
একে চায়, তাহে আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর॥
একেক বানর লয় দুই দুই মশাল।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় লঙ্কার চালে চাল॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর॥
উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ডরে।
লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে॥
অনেক পুড়িল ঘর আগুনের জ্বালে।
কেহবা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে॥
লঙ্কার ভিতরে যত ছিল বিদ্যাধরী।
জলেতে প্রবেশ করে, বলে মরি মরি॥
অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইয়া জলে।
সরোবরে শোভে যেন শত শতদলে॥
দুয়ারে থাকিয়া দেখে হনু মহাবলী।
দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়াইল চুলি॥
জলেতে চুবায়ে অঙ্গ জাগাইছে মুখ।
মুখে অগ্নি দিয়া হনু দেখিছে কৌতুক॥
ডুবিয়া থাকিল ত্রাসে জলের ভিতরে।
জল খেয়ে তারা সব পেট ফুলে মরে॥
ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়ায়ে বদন।
লাফ দিয়া উঠে চালে পবননন্দন॥
আগে পাছে অগ্নি দেয় করে তাড়াতাড়ি।
বালক যুবক পুড়ে কত বুড়াবুড়ি॥
সৈন্য-সামন্তের ঘর পোড়ে সারি সারি।
পাত্রমিত্রগণের পুড়িল কত পুরী॥
রত্নময় নির্ম্মাণ সুন্দর সব ঘর।
লেখাজোখা নাই ঘর পুড়িল বিস্তর॥

খাটপাট পালঙ্ক পুড়িল রত্নধন।
রত্নময় নির্ম্মিত অসংখ্য আভরণ॥
বহুদূর থাকিতে অগ্নির শব্দ শুনি।
বানর কটক ঘরে দিতেছে আগুনি॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি।
পিঞ্জর সহিত পোড়ে পোষণিয়া-পাখী॥
শারী-শুক কাকাতুয়া সারস-সারসী।
নানাজাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি॥
হাতী ঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে লাখ।
পলাতে না পারে ডাকে বিপরীত ডাক॥
কত শত ময়ূর পুড়িল ঝাঁকে ঝাঁক।
কুক্কুট-আকৃতি হৈল, পোড়া গেল পাখ॥
নানাজাতি পোষা জন্তু পালে পালে পোড়ে।
প্রাণভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে॥
বানরেতে পর্ব্বত বরিষে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রবণ বধির হল আগুনের ডাকে॥
অঙ্গদ বলেন শুন পবনকুমার।
চারিজনে রাখহ লঙ্কার চারি দ্বার॥
বসে থাক চারি দ্বারে দেউটি জ্বালিয়া।
রাক্ষস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়া॥
ভিতরেতে আগুন, বাহিরে যেতে চায়।
পলাইতে নারে, মুখ বানরে পোড়ায়॥
রাক্ষসের দশা দেখে বানরের হাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

কুম্ভ ও নিকুম্ভাদির যুদ্ধ ও পতন

রাবণ বলে নাহি সহে প্রাণে অপমান।
থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান॥
বানরে পোড়ায় ঘর, যুদ্ধ কর সার।
যুদ্ধবিনা অন্য গতি নাহি দেখি আর॥
কুম্ভ ও নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন॥
দুই ভাই আসিয়া রাজারে নোঙায় মাথা।
রাবণ বলে দেখ বাপু লঙ্কার অবস্থা॥
বিক্রমেতে অতুল তুলনা দুটি ভাই।
ত্রিভুবনে পরাভব তোমা দোঁহা-ঠাঁই॥
আমি জয়ী তোমাদের পিতৃ-বাহুবলে।
কুম্ভকর্ণ-শোকে আজি ভাসি অশ্রুজলে॥
কুম্ভকর্ণ বিনা লঙ্কাপুরী শূন্যাকার।
নর-বানরের হাতে নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্র-যুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে।
তোমরা রাখহ নর-বানরের হাতে॥
সেই পুত্র জন্ময়ে কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু মারিয়া শোধে পিতার ধার॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া দোঁহে রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে॥
সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী।
দুই ভায়ের সঙ্গে ঠাট আট অক্ষৌহিণী॥
সংগ্রাম করিতে যাত্রা করে দুই বীর।
দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির॥
দুর্জ্জয় শরীর যেন পর্ব্বত-আকার।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া করে মার মার॥
রাক্ষস-বানর-ঠাট মিশামিশি হৈল।
বৃক্ষ-শিলা লয়ে কপি ঘোর যুদ্ধ কৈল॥
তবে দুই দল, কোপেতে পাগল
পরস্পরে হারাহারি।
অনল নিকরে, বিরল তিমিরে,
করিতেছে মারামারি॥
যত নিশাচর, ধরি ধনুঃশর,
কাঠার কুঠার ফিরি।
বানর উপরে সম্প্রহার করে,
চক্র গদা অসি ধরি॥

তাহে কারো মুণ্ড, কারো ভুজদণ্ড,
কারো বুক ফাটে বলে।
কারো উরুমূল, কাহারো লাঙ্গুল,
কারো হস্তপদ গলে॥
কোন জনে শর বিন্ধিয়া জর্জ্জর
করিতেছে কোন জন।
কারো গদাঘাতে ভাঙ্গে বুক হাতে,
খড়্গে করি বিদারণ॥
তাহে কপিসব, করি ঘোর রব,
গিরি তরু শিলাচয়।
ফেলি ফেলি মারে রাক্ষস-উপরে,
করে উল্কা নিক্ষেপয়॥
তাহে চূর্ণ করে কত রাত্রিচরে,
কারো ভাঙ্গে শির বুক।
কারো উল্কানলে দহে মুণ্ড গলে,
কারো মুখে সকৌতুক॥
কেহ মুষ্টিপাতে ভাঙ্গে কারো মাথে,
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে।
দশন নখরে বিদারণ করে,
বুক পাশ পেট মাথে॥
কাহারো ঘোড়ারে আছাড়িয়া মারে,
কোন কপি কারো গজে।
কেহ মারি লাথে, ভাঙ্গে কারো রথে,
সসারথি হয় ধ্বজে॥
কত নিশাচর, ত্যজি অসি শর,
হাতাহাতি রণ করে।
কেহ মারে চড়, কেহবা চাপড়,
কেহ মুটকী প্রহারে॥
পাঁচ সাত জন রাক্ষস মিলন
ধরি এক কপিবরে।
অস্ত্রাদি প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন করে,
কাহারো পরাণ হরে॥
সেই অনুসারে, এক নিশাচরে,
অনেক বানর ধরি।
মারে চড় কীল, বহুতর শিল,
বিদারয়ে নখে করি॥
এরূপ তুমুল সমরে ব্যাকুল
কান্দে কপি জাম্বুবান।
মোল রে মোল রে, গেল রে গেল রে,
আর না রহিল প্রাণ॥
বড় বীর সব করি ঘোর রব,
কহিতেছে বার বার।
ধর ধর ধর, মার মার মার,
না রাখিব রিপু আর॥
এই ত প্রকারে, তুমুল সমরে,
মাতিয়া কোপের ভরে।
কবিবর ভণে, রাম-দশাননে,
সেনা হানাহানি করে॥

তার মধ্যে বজ্রকণ্ঠ নামে নিশাচর।
মারিলেক গাঢ় গদা অঙ্গদ-উপর॥
কিছু কাল কাঁপি তাহে কপীন্দ্রকুমার।
সুস্থ হইয়া শীঘ্র পুনঃ কৈল আগুসার॥
করে ধরি একখান শিখরিশিখর।
মারিলেক বজ্রকণ্ঠ-মস্তক-উপর॥
তাহার প্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ করি।
বজ্রকণ্ঠ বীর পড়ে বসুধা-উপরি॥
তাহা দেখি কোপেতে কম্পিত সকম্পন।
রণে প্রবেশিল করি রথে আরোহণ॥
সেই বেগে বৃষ্টি করি বাণ বহুতর।
অঙ্গদের অঙ্গ সব করিল জর্জ্জর॥
শক্রসুতসুত সহি সে-সকল শরে।
লাফিয়া উঠিল তার রথের উপরে॥
তার কর হৈতে কোদণ্ড কাড়ি লৈয়া।
চরণ-চাপনে তারে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥

পদাঘাতে রথখান করি প্রমথন।
নাশিল নখরে করি তুরঙ্গমগণ॥
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেই সকম্পন।
আকাশে উঠিল খড়্গ করিয়া ধারণ॥
তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন।
লম্ফ দিয়া তার পাছে করিল ধাবন॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে তারে করে করী ধরি।
কাড়িয়া লইল তার খড়্গ আর করী॥
তবে সিংহনিনাদ করিয়া কুতূহলে।
সেই খড়্গ ধরি কোপ দিল তার গলে॥
তাহে ছিন্ন হয়ে সেই যেন উপবীত।
আকাশ হইতে হৈল ভূতলে পতিত॥
তবে সিংহনাদ করি বালির কুমার।
ভূতলে নামিল শব্দ করি মার মার॥
তবে শোণিতাক্ষ বীর লৌহগদা ধরি।
উপস্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি॥
প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ নামে আর দুইজন।
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন॥
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুই বীর তা দেখিয়া।
অঙ্গদের দুইপাশে দাঁড়াল আসিয়া॥
তবে সেই নিশাচর তিন জন সঙ্গে।
তিন কপিবীর যুদ্ধ আরম্ভিল রঙ্গে॥
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিন জন।
করিতেছে তিন নিশাচরে নিক্ষেপণ॥
তাহা দেখি খড়্গ ধরি রাক্ষস প্রজঙ্ঘ।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ॥
তবে সেই তিন জন শাখামৃগবর।
নিক্ষেপ করেন রথ তুরঙ্গ কুঞ্জর॥
নিরীক্ষণ করিয়া যূপাক্ষ রণে দক্ষ।
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ॥
তবে পুনঃ শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ বালি-সুত।
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ বহুত বহুত॥

শোণিতাক্ষ সে সকল সত্বর লইয়া।
গুণ্ডিত করিল গুরু গদা ঘুরাইয়া॥
পরেতে প্রজঙ্ঘ খরশান খড়্গ ধরি।
বালিপুত্রে বধিবারে মারে বেগ করি॥
নিকটে নিরখি তারে তারার তনয়।
সন্ধান করিলা শালশাখী অতিশয়॥
সেই ত তরুতে তারে তাড়ন করিলা।
আর তার বাহুমূলে মুঠক মারিলা॥
প্রজঙ্ঘের বাহু তাহে বিষণ্ণ হইল।
হস্ত হৈতে খড়্গখান খসিয়া পড়িল॥
স্থির হয়ে প্রজঙ্ঘ পরেতে কিছুকালে।
মারিলা মহৎ মুষ্টি অঙ্গদ-কপালে॥
তাহে দুই দণ্ডকাল হয়ে অচেতন।
চেতনা পাইল পুনঃ বালির নন্দন॥
সুগভীর সিংহনাদ করি কোপভরে।
প্রজঙ্ঘ-উপরে মুষ্টি মারিল নির্ভরে॥
তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুণ্ড তার।
পড়িল সে যেন বজ্রাহত শৈল-সার॥
ক্ষীণশর হইয়া যূপাক্ষ খড়্গ ধরি।
মারিবারে যায় তথা রথ পরিহরি॥
তবে সে যূপাক্ষ বীর মুটকী মারিয়া।
ধরিল শ্রীমৈন্দ তারে বাহুতে বেড়িয়া॥
হেনই সময়ে শোণিতাক্ষ মহাসার।
দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার॥
তাহে হত হয়ে সেই অশ্বীর নন্দন।
কিছুকাল হইলা কাতর অচেতন॥
পুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে।
সেইকালে ধরি কাড়ি লইল তাহারে॥
তাহে ত যূপাক্ষ শোণিতাক্ষ দুইজন।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ সঙ্গে করে বাহু-রণ॥
কেহ কোন জনে কভু করে আকর্ষণ।
কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥

কেহ কোন জনে কভু ঠেলি লয়ে যায়।
কেহ কোন জনে কভু বলেতে ঘুরায়॥
কেহ কোন জনে কভু তুলে উপরিতে।
কেহ কোন জনে কভু ফেলে ধরণীতে॥
মধ্যে মধ্যে মুষ্ট্যাঘাত করাঘাত করে।
কভু বিদারণ করে দশন-নখরে॥
এইরূপে কিছুকাল হৈল তুল্য রণ।
পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র দুইজন॥
তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর।
নখে বিদারণ করি করিলা জর্জ্জর॥
আর তার দুই ভুজে ধরি ঘুরাইয়া।
মারিয়া ফেলিল ভূমিতলে আছাড়িয়া॥
শ্রীমৈন্দ যূপাক্ষ সনে করি বাহু-রণ।
পরে তারে ভুজে ধরি করিল চাপন॥
তাহাতে যূপাক্ষ করি শব্দ ঘোরতর।
চলি গেল দেখিবারে প্রেতপুরীশ্বর॥
তবে বিরূপাক্ষ নামে এক নিশাচর।
কপি-সৈন্য-উপরি বর্ষণ করে শর॥
তার শর-প্রহার সহিতে না পারিয়া।
পলায় বানর সবে সমর ত্যজিয়া॥
তাহা দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি।
নিক্ষেপিল বিরূপাক্ষ-মস্তক-উপরি॥
তাহে হত হৈয়া বিরূপাক্ষ নিশাচর।
ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর॥
তবে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ করি।
মুষ্টি মারি বধিতে লাগিলা সব অরি॥
তাহা দেখি বিদ্যুন্মালী নামে জাতুধান।
রথে থাকি বৃষ্টি করে বহুতর বাণ॥
দশদিক আচ্ছাদন করি সেই শরে।
বিন্ধিতে লাগিল যত ভল্লুক-বানরে॥
তার শরাঘাতে কেহ স্থির হৈতে নারে।
বাসনা করয়ে রণ ছাড়ি পলাবারে॥
তাহা নিরখিয়া নল লয়ে তরু-শিলা।
বিদ্যুন্মালী বধিবারে বর্ষিতে লাগিলা॥
সেই শত শত শর করিয়া বর্ষণ।
সেই-সব শাখী শিলা করিলা কর্ত্তন॥
পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে।
কোদণ্ড কষিয়া কুম্ভ লাগিল এড়িতে॥
সে-সকল শরে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
শাল শিলা ফেলাইয়া করিল বারণ॥
এইরূপে নল বৃষ্টি করে বৃক্ষরাশি।
বিদ্যুন্মালী রোষে তাহা বাণেতে বিনাশি॥
বিদ্যুন্মালী যাবতীয় শর বৃষ্টি করে।
নল তাহা নিবারয়ে পাদপ-প্রস্তরে॥
এইরূপে কিছুকাল সেই দুই জন।
করিলেক সমভাবে ঘোরতর রণ॥
তবে সেই নিশাচর নিঃশর হইয়া।
কহিতেছে নল প্রতি চাতুরী করিয়া॥
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র, আমি তোমা সঙ্গে রণে।
পাইনু আনন্দ বড় আজি মোর মনে॥
দেখিয়া তোমার বল বিক্রম অপার।
ইচ্ছা হয় বাহুযুদ্ধ করিতে আমার॥
বলিতে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন তাহারে।
আমারও বাসনা এই অন্তর-মাঝারে॥
তাহা শুনি রথ হৈতে রাক্ষস নামিল।
তবে দুই বীরে বাহুযুদ্ধ আরম্ভিল॥
হাতে হাতে ভুজে ভুজে কপালে কপালে।
বুকে বুকে প্রহার করয়ে দুই শালে॥
মত্ত গজদ্বয় যেন দশনে দশনে।
যুদ্ধ করে হেন শব্দ হয় ঘনে ঘনে॥
বজ্রের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয়।
কাহারো প্রহারে কোন জন ব্যগ্র নয়॥
কভু বাহু প্রহার করয়ে কোন জন।
বজ্রে সে করয়ে যেন বিকট নিঃস্বন॥

কভু নলে ঠেলি লয়ে যায় বিদ্যুন্মালী।
কভু বিদ্যুন্মালীরে সে নল বলশালী॥
কভু আকর্ষয়ে, কভু করে উত্তোলন।
কভু চাপি ধরে, কভু করয়ে পাতন॥
মুষ্টি-দন্ত-নখে কভু করয়ে প্রহার।
দুই সিংহে করে যেন যুদ্ধ অনিবার॥
এইরূপে দুই দণ্ড কাল দুই জন।
করিলেক ন্যূনাধিক শূন্যবাহু রণ॥
তবে ত নলের বল না পারি সহিতে।
বিদ্যুন্মালী তার হস্ত ছাড়াল শ্রান্তিতে॥
পুনর্ব্বার রথে শীঘ্র করি আরোহণ।
অতি ঘোর এক শক্তি করিল ধারণ॥
তাহা দেখি নল এক গিরিশৃঙ্গ ধরি।
বিদ্যুন্মালী-উপরে ছাড়িল ক্রোধ করি॥
সেই শৃঙ্গে পড়ে রথ সারথি সহিত।
বিদ্যুন্মালীপ্রাণ ত্যজি হইল চূর্ণিত॥
তবে ভীত হয়ে যত নিশাচরগণ।
কুম্ভকর্ণ-পুত্র-কাছে করে পলায়ন॥
তাহা দেখি যাবতীয় বানর-নিকর।
ঘনে ঘনে সিংহনাদ করে ঘোরতর॥
তাহা দেখি কুম্ভ বীর অধিক কুপিল।
সসৈন্যে সান্ত্বনা করে সমরে সাজিল॥
কুম্ভ বীরে দেখিয়া পলায় কপিগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দন॥
সাহসে করিয়া ভর গেল তিন জন।
কুম্ভের সহিত গিয়া আরম্ভিল রণ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর।
বৃক্ষ-শিলা লয়ে গেল সংগ্রাম-ভিতর॥
শিলাশাল কাটি পাড়ে চোখা চোখা শরে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল মহেন্দ্র বানরে॥
মহেন্দ্র কাতর দেখি দেবেন্দ্র চিন্তিত।
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত এক আনিল ত্বরিত॥
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত এড়িল দিয়ে টান।
কুম্ভ বীরের বাণেতে হইল খান খান॥
বাণেতে পর্ব্বত কেটে খানখান করে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে দেবেন্দ্র-বানরে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দোঁহে হল অচেতন।
কোপেতে পর্ব্বত এড়ে বালির নন্দন॥
অঙ্গদের পর্ব্বত বাণেতে ফেলে কেটে।
শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে॥
বাণেতে অঙ্গদ বীর ডাকে পরিত্রাহি।
সকল বানর গেল রঘুনাথের ঠাঞি॥
তিন বীর অচেতন শুনি এই কথা।
মনেতে শ্রীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা॥
ঋষভ কুমুদ আর সুষেণ সেনাপতি।
তিন বীরে রঘুনাথ করিলা আরতি॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে চলে তিন জন।
আকাশ ছাইয়া করে বৃক্ষ বরিষণ॥
কুপিল যে কুম্ভ বীর পূরিয়া সন্ধান।
তিন বীরে শিলাশালে করে খান খান॥
জর্জ্জর হইল তারা কুম্ভ বীরের বাণে।
ভয় পাইয়া তিন জনে ভঙ্গ দিল রণে॥
তিন বীর পলাইয়া সুগ্রীবেরে কয়।
রুষিল সুগ্রীব রাজা সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
কুপিয়া সুগ্রীব বীর এক লাফে যায়।
পাকল করিয়া আঁখি কুম্ভ বীরে চায়॥
কুম্ভ বলে বানরা বেড়াস ডালে ডালে।
এত তোর বিক্রম না ছিল কোনকালে॥
সুগ্রীব বলিছে দ্বন্দ্ব নাহি কার সনে।
না জান বিক্রম তুমি এই সে কারণে॥
তোর সনে রণে করি বিক্রম পরীক্ষা।
পড়িলি আমার হাতে নাহি তোর রক্ষা॥
যমরাজা জেগে বসে আছে তোর তরে।
দেখাব বিক্রম আজি যাবি যমঘরে॥

তোর পিতা কুম্ভকর্ণ সে জানে বিক্রম।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দেখাইব যম ॥
কুপিয়া সে কুম্ভবীর তীক্ষ্ণ বাণ জোড়ে।
তিন শত বাণ রাজা সুগ্রীবেরে এড়ে ॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব যে চিন্তিত অন্তর।
লাফ দিয়া পড়ে তার রথের উপর ॥
ধনুক ধরিয়া টানে, কেড়ে নিতে নারে।
রথ হৈতে কুম্ভ বীর ফেলে সুগ্রীবেরে ॥
আছাড় খাইয়া রাজা হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ।
তোর বাপের জাঠা যে নিলাম এক হাতে।
তোর হাতের ধনুখান নারিনু ছাড়াতে ॥
বাপের সমান তুই বীরচূড়ামণি।
ইন্দ্রজিতার সম তোর ধনুকে বাখানি ॥
কুম্ভ বীর বলে, ধনু দূরে পরিহরি।
রিক্ত হস্তে এস না দুজনে যুদ্ধ করি ॥
অস্ত্র ফেলে দুইজনে করে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ঘুচিতে লাগিল জড়াজড়ি ॥
কুম্ভ বীর চাপড় মারিল বাহুবলে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা সমুদ্রের জলে ॥
রামের কিঙ্কর দেখি সাগর গভীর।
মধ্যে চড়া পড়িল হইল অল্পনীর ॥
মাটিতে দাণ্ডায় ফিরে আইল এক লাফে।
কুম্ভবীরের বিক্রমে সুগ্রীব রাজা কাঁপে ॥
পুনঃ কোপে কুম্ভ বীর মুষ্ট্যাঘাত মারে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা দুর্জ্জয় প্রহারে ॥
চৈতন্য হারায়ে মুখে রক্ত উঠে ফেনা।
সুমেরু পর্ব্বতে যেন পড়িল ঝঞ্জনা ॥
সম্বিৎ পাইয়া উঠে বানরের নাথ।
কুম্ভবীর-উপরে করিল পদাঘাত ॥
মহাকোপে কুম্ভবীর ধরে সুগ্রীবেরে।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ, কেহ নাহি হারে ॥

দুই সিংহে যুঝে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ নাহি অবসাদ ॥
লাফেতে সুগ্রীব তার রথোপরে চড়ে।
দুই মাতঙ্গের দন্ত দুহাতে উপাড়ে ॥
লইয়া হস্তীর দন্ত কুম্ভ বীরে হানি।
দন্তাঘাতে কুম্ভের জর্জ্জর হল প্রাণী ॥
উর্দ্ধেতে কুম্ভেরে তুলি মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল চূর্ণ হৈল হাড় ॥
দেখিয়া নিকুম্ভ বীর ভায়ের মরণ।
সুগ্রীবে রুষিয়া যায় করিয়া তর্জ্জন ॥
নিকুম্ভের মুষল সে পর্ব্বত সোসর।
মুষল মারিতে যায় সুগ্রীব-উপর ॥
দন্ত ক'রে মুষলেতে ঘন দেয় পাক।
ঘুরায় মুষল যেন কুম্ভকার-চাক ॥
বিক্রম করিয়া ছুটে সংগ্রামের স্থলে।
প্রবল আগুন যেন ঘৃত পা'লে জ্বলে ॥
নিকুম্ভের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সুগ্রীব বানর ॥
ভয়েতে সুগ্রীব রাজা নহে আগুয়ান।
সুগ্রীবের ভঙ্গ দেখে রোষে হনুমান ॥
সেবক থাকিতে তোর রাজা-সনে রণ।
তোতে মোতে যুঝি দেখি মরে কোন্ জন ॥
নিকুম্ভ কহিছে বেটা ঘরপোড়া শুন।
তোরে পা'লে আর নাহি চাহি অন্য জন ॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী ॥
লোহার মুষল ছিল নিকুম্ভের হাতে।
রুষিয়া মারিল বীর হনুমানের মাথে ॥
হনুমানের মাথা যেন বজ্রের সমান।
মাথায় মুষল গোটা হৈল খান খান ॥
হনুমান বলে তোর মুষল গেল তল।
মোর ঘা সহ রে বেটা তবে জানি বল ॥

আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান।
নিকুম্ভে মারিল চড় বজ্রের সমান॥
চাপড় খাইয়া বীর কাঁপে থরথরি।
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে বিক্রমে কেশরী॥
হনুমানের পানে বীর চাহে একদৃষ্টি।
কোপে হনুমান-বুকে মারে বজ্রমুষ্টি॥
মুষ্ট্যাঘাতে হনুমান হৈল অচেতন।
হনু কোলে লয়ে যায় ভেটিতে রাবণ॥
প্রথম বৃহন্দে যায় কোপে করি ডর।
দ্বিতীয় বৃহন্দে ফিরে চলে নিশাচর॥
উঠে ধায় নিকুম্ভ যে পরম হরিষে।
হনুমানে দেখিতে রমণী সব আইসে॥
নিকুম্ভেরে ধন্য ধন্য নারীগণ বলে।
ভাল কৈলে ঘরপোড়ায় ধরি' আনিলে॥
সুগ্রীবেরে বন্দী করেছিল তব বাপে।
ঘরপোড়া হৈল বন্দী তোমার প্রতাপে॥
ঘরপোড়া বেটার ঘর পোড়াতে মন।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া আসে দুর্জ্জয় এমন॥
নিকুম্ভের কোলে হনু পাইলা চেতন।
কি বুদ্ধি করিবে এবে ভাবিছে তখন॥
সর্ব্ব অঙ্গ বিদারিল আঁচড় কামড়ে।
দুই কান ছিঁড়ে নিল হাতের মোচড়ে॥
পরিত্রাহি ডাকে বীর, ছাড় ছাড় বলে।
ভয় পাইয়া তুলে ফেলে গগনমণ্ডলে॥
অন্তরীক্ষে লাফ দিয়া হাতে দুই কান।
নিকুম্ভের স্কন্ধে চড়ে বীর হনুমান॥
হাতে চুল জড়ায়ে মস্তক ছিঁড়ে ফেলি।
মুণ্ড লয়ে যায় হনুমান মহাবলী॥
সিংহনাদ করি চলে পবনের বেগে।
এক লাফে উপনীত শ্রীরামের আগে॥
নিকুম্ভের মুণ্ড দেখে রঘুনাথের হাস।
নিকুম্ভের বিনাশ গাইল কৃত্তিবাস॥

মকরাক্ষের যুদ্ধ ও পতন

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
পড়িল নিকুম্ভ কুম্ভ শুন লঙ্কেশ্বর॥
কুম্ভ-নিকুম্ভের মৃত্যু শুনিয়া রাবণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে হারায় চেতন॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব করিত রণে শঙ্কা।
কুম্ভ আর নিকুম্ভ পড়ে শূন্য হৈল লঙ্কা॥
কুড়ি চক্ষে পড়ে ধারা রাজা লঙ্কেশ্বর।
মকরাক্ষ মহাবীরে আনিল সত্বর॥
মকরাক্ষ প্রণমিল রাবণের পায়।
কুড়ি হস্ত রাবণ তার অঙ্গেতে বুলায়॥
রাবণ বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি।
নর-বানর মেরে রাখ লঙ্কার বসতি॥
সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার।
পিতৃশত্রু বধ ক'রে শোধে পিতৃধার॥
রাত্রি দিবা কান্দে শোকে তোমার জননী।
সে রাগে রামের সীতা আমি হরে আনি॥
তাহার কারণ হৈল এত বিসম্বাদ।
রাম-লক্ষ্মণেরে মেরে ঘুচাও বিবাদ॥
মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন।
এখনি মারিব শত্রু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ।
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য॥
এত বলি মকরাক্ষে পাঠায় যুঝিতে।
রণসজ্জা করে দেয় আপনার হাতে॥
মস্তকে মুকুট দিল, অঙ্গে দিল সানা।
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা॥
মকরাক্ষ বলে শুন প্রতিজ্ঞা রাজন।
মোর সনে রণে না এড়াবে কোন জন॥
রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
চারি জনার রক্তে পিতার করিব তর্পণ॥

এত শুনি হরষিত যতেক রাক্ষস।
সবে বলে মকরাক্ষের বড়ই সাহস ॥
মন্ত্রণাতে মন্ত্রী যে বলেতে বলবান।
লঙ্কাপুরে বীর নাই তোমার সমান ॥
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন।
নর-বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন ॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ।
শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছেড়ে প্রাণ-আশ ॥
কিন্তু এক সুমন্ত্রণা আছয়ে ইহার।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু-অবতার ॥
বড়ই ধার্ম্মিক রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করেন গরুর উপর ॥
এতেক ভাবিয়া মকরাক্ষ নিশাচর।
যুক্তি ক'রে ধেনু বৎস আনয়ে বিস্তর ॥
নব নব বৎস সব রথে ল'য়ে তোলে।
রথের চৌদিকে ধেনু বান্ধে পালে পালে ॥
মনোরথ হয় হস্তী দূর করে সব।
রথের জোগান দিল চারিটা বৃষভ ॥
গোচর্ম্মেতে ঢাকা রথ করিয়া মন্ত্রণা।
সর্ব্ব অঙ্গে ঢাকা দিল গোচর্ম্মের সানা ॥
গোচর্ম্মের সানা ঢাকে সারথির অঙ্গে।
ঢাক ঢোল দামামা দগড় বাজে রঙ্গে ॥
পাখোয়াজ সেতারা বাঁশী বাজে জগঝম্প।
ভয়ানক শব্দ শুনি সুরপুরে কম্প ॥
মকরাক্ষ মহাবীর করিল সাজনি।
সঙ্গেতে কটক চলে তিন অক্ষৌহিণী ॥
কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ চড়ে রথে।
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুকবাণ হাতে ॥
এইরূপে যতেক প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়ে চলিল মকরাক্ষের সংহতি ॥
হাতে ধনু মকরাক্ষ রথে গিয়া চড়ে।
রাক্ষসের কোলাহলে মহাশব্দ পড়ে ॥
ঘন ঘন সিংহনাদ ধনুক-টঙ্কার।
পশ্চিম দ্বারেতে গিয়া করে মার মার ॥
মকরাক্ষ এল রণে পড়ে গেল সাড়া।
অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্র-ঝাড়া ॥
রামজয় শব্দ করে ধাইল বানর।
বানর দেখিয়া রোষে যত নিশাচর ॥
কেহ বলে কাট কাট, কেহ বলে মার।
রুষিয়া আইল রণে খরের কুমার ॥
মকরাক্ষ-সম্মুখে দাণ্ডায় হনুমান।
গোচর্ম্মেতে ঢাকা রথ দেখি বিদ্যমান ॥
ধেনু বৎস পালে পালে রোধ কৈল পথ।
ভাবে মনে কি হবে বৃষভে টানে রথ ॥
রাক্ষসে মারিতে গেলে ধেনু বৎস মরে।
গোহত্যার ভয়ে কপি যুঝিতে না পারে ॥
মকরাক্ষ মারে বাণ বানর-উপর।
অসংখ্য বানর পড়ে সংগ্রাম-ভিতর ॥
বানর কটক ভয়ে পলায় অপার।
পশ্চাতে রাক্ষস ধায় করি মার মার ॥
নল নীল সুষেণ অঙ্গদ মহাবল।
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া যায় ছেড়ে রণস্থল ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি বীর হনুমান।
হাত হৈতে ফেলে বৃক্ষ পর্ব্বত পাষাণ ॥
ভয়েতে পলায়ে যায় পশ্চাতে না চায়।
রণ ছেড়ে সুগ্রীব পলায় উভরায় ॥
ভঙ্গ দিল কপিগণ মকরাক্ষ দেখে।
চালাইয়া দিল রথ রামের সম্মুখে ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শ্রীরামেরে ডাকে।
আসিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে ॥
দণ্ডক-বনেতে বেটা মারিলি মোর বাপ।
ভুঞ্জিবি তাহার ফল দেখাব প্রতাপ ॥
পিতৃশত্রু পাইলাম বহু দিন পরে।
আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে ॥

পাড়িব তোমার মুণ্ড কাটি চোখ শরে।
খাইবে তোমার মাংস শৃগাল-কুক্কুরে ॥
এত বলি ধনুকে জুড়িল তীক্ষ্ণ শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর ॥
মনে মনে রঘুনাথ ভাবেন এ ভয়।
মকরাক্ষে মারিতে গোহত্যা পাছে হয় ॥
যত যত বীর সনে করিলা সংগ্রাম।
প্রতি যুদ্ধে তিন পদ আগু হৈল রাম ॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ভয় পাইয়া মনে।
হইল ত্রিপদ ভঙ্গ মকরাক্ষ-রণে ॥
তিন পদ পশ্চাৎ হইল রঘুবর।
মকরাক্ষ-রণে রাম অতীব কাতর ॥
কেমনে জিনিব রণ ভাবিলেন মনে।
জুড়িলা পবন-বাণ ধনুকের গুণে ॥
পবন-বাণের তেজে ত্রিভুবন নড়ে।
পর্ব্বত কন্দর বৃক্ষ উড়াইল ঝড়ে ॥
ব্রহ্মরূপী বাণেতে পবন আবির্ভূত।
উড়াইল ধেনু বৎস বৃষভাদি যত ॥
গোচর্ম্ম যতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে।
যতেক বানর আসি মকরাক্ষে বেড়ে ॥
রামজয় শব্দ করে যতেক বানর।
অন্ধকার ক'রে ফেলে বৃক্ষ ও পাথর ॥
মকরাক্ষ মহাবীর পূরিল সন্ধান।
বৃক্ষ-শিলা কাটিয়া করিল খান খান ॥
গাছ-পাথর কাটিয়া এড়ে পঞ্চ শর।
দশ বাণে নীল-বীরে করিল জর্জ্জর ॥
সুগ্রীব সুষেণ আদি বড় বড় বীর।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার শরীর ॥
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে অঙ্গদের অঙ্গ।
পলায় অঙ্গদ-বীর রণে দিয়া ভঙ্গ ॥
ধেনু বৎস বৃষ সব উড়িল ঝড়েতে।
চারি অশ্ববর আনি জুড়িলেক রথে ॥

দেবাংশী রথের তেজ চলে বায়ুবেগে।
বিক্রম করিয়া আসে শ্রীরামের আগে ॥
গালি পাড়ে রঘুনাথে যত আসে মনে।
দশদিক্ অন্ধকার করিলেক বাণে ॥
রাম বলে মকরাক্ষ না কর বিলাপ।
আজি ঘুচাইব তোর মনের সন্তাপ ॥
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন।
চিরদিনে পিতা-পুত্রে হবে দরশন ॥
এত বলি ক্ষুরপার্শ্ব-বাণে দিল টান।
মকরাক্ষ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান ॥
আকাশে উঠিল গিয়া দুজনার বাণ।
শ্রীরামের বাণ কাটি কৈল খান খান ॥
মকরাক্ষ বাণ এড়ে তারা হেন ছুটে।
শত শত বাণ মারে রামের নিকটে ॥
ললাটে লাগিয়া বাণ বিন্ধে রহে ফলা।
রামের শরীরে যেন রক্তপদ্মমালা ॥
অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি।
খসিয়া পড়িল রামের ধনুকের মুষ্টি ॥
আপনা সারিয়া রাম দৃঢ় কৈল বুক।
কাটিলেন মকরাক্ষের হাতের ধনুক ॥
আর ধনু ল'য়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণে মকরাক্ষ ছাইল গগন ॥
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে।
দশদিক্ অন্ধকার করিলেক বাণে ॥
বাণে অন্ধকার বাণ ফেলে নিরন্তর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর ॥
রামেরে কাতর দেখি তুষ্ট নিশাচর।
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল জর্জ্জর ॥
কত বাণ মারে রামে নাহি অবকাশ।
রামেরে জিনিনু বলি মনেতে উল্লাস ॥
সর্ব্বাঙ্গ বিন্ধিয়া রামে করিল অস্থির।
রাম বলেন এ বেটা বাপ হতে বীর ॥

খরেরে মারিয়াছিলাম এক দণ্ড রণে।
দুই প্রহর হইল বেটা যুঝে মোর সনে॥
সন্ধান পূরিয়া রাম চাহে চারিভিতে।
বাণে অন্ধকার করে না পান দেখিতে॥
রণেতে পণ্ডিত রাম বিষ্ণু-অবতার।
চিকুর-বাণেতে দীপ্ত হয় অন্ধকার॥
এড়েন ঐষিক-বাণ তারা যেন ছুটে।
হাতের ধনুক তার পাড়িলেক কেটে॥
মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে।
সে জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে॥
জাঠা যদি কাটা গেল শেলমাত্র তাড়া।
এড়িলেক শেলখান দিয়া অঙ্গ-নাড়া॥
সূর্য্যের কিরণ যেন আসে শেল-বাণ।
ঐষিক-বাণেতে রাম কৈলা খান খান॥
সর্ব্ব অস্ত্র কাটা গেল মকরাক্ষ রোষে।
বজ্রমুষ্টি মারিতে পবন-বেগে আসে॥
দেখিয়া ত রঘুনাথ পূরিলা সন্ধান।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কাটে হস্ত দুই খান॥
হস্ত কাটা গেল বেটা দন্ত কড়মড়ে।
ধাইয়া রামেরে যায় খাইতে কামড়ে॥
বদন বিস্তারি যায় অতি পরিতাপে।
অগ্নি-অস্ত্র রঘুনাথ বসাইলা চাপে॥
অগ্নিবাণ জুড়িয়া ধনুকে দিলা টান।
অগ্নিবাণে মকরাক্ষের বাহিরায় প্রাণ॥
তিন প্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে।
সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে মকরাক্ষ হইল পতন॥

—

তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
মকরাক্ষ পড়ে রণে শুন লঙ্কেশ্বর॥
শোকের উপরে শোক হৈল বিপরীত।
সিংহাসন হৈতে পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
পাত্রমিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর।
ধরাসনে বসি রাজা কান্দিল বিস্তর॥
মরিয়া না মরে রাম বিপরীত বৈরী।
বীরশূন্য হৈল এ কনক-লঙ্কাপুরী॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় বীর অকম্পন।
নর-বানরের যুদ্ধে হইল নিধন॥
কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে।
মারে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানরে॥
মন্ত্রণা করয়ে রাজা ল'য়ে মন্ত্রিগণ।
তরণীসেনেরে তবে হইল স্মরণ॥
রাজার আদেশে বীর আইল তরণী।
প্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী॥
আলিঙ্গন করি রাজা বাড়ায় সম্মান।
যুঝিতে আরতি কৈল দিয়া পুষ্প পান॥
রাবণ বলে লঙ্কাপুরী রাখহ তরণী।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি॥
তব পিতা বিভীষণ ধর্ম্মেতে তৎপর।
হিত-উপদেশ ভাই বুঝাল বিস্তর॥
অহঙ্কারে মত্ত আমি ছন্ন হৈল মতি।
বিনা অপরাধে আমি মারিলাম লাথি॥
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।
অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ॥
সন্ধি উপদেশ কথা সেই দেয় ক'য়ে।
শ্রীরাম আছেন ব'সে কালরূপী হয়ে॥
শত্রুর সপক্ষ হইয়াছে তব পিতে।
মজিল কনক-লঙ্কা তার মন্ত্রণাতে॥
তুমি তার পুত্র বট, নহ তার মত।
চিরদিন জানি তুমি মম অনুগত॥
রাজ্য জন লহ বাপু স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
রাখহ রাক্ষসকুল মারি সব বৈরী॥

কহিছে তরণীসেন করি জোড়হাত।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী তুমি রাক্ষসের নাথ॥
মহাগুরু পিতা মাতা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কহিতে পিতার কথা উচিত না হয়॥
দশানন বলে তুমি কুলে সুসন্তান।
নর-বানরের হাতে কর পরিত্রাণ॥
সংগ্রাম জিনিবে তুমি হেন লয় মনে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
যুদ্ধে যোদ্ধাপতি তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ।
হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার।
যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার॥
কুলক্ষয় করিবারে মূলাধার পিতে।
উপরোধ না করিব উপস্থিত মতে॥
নানা জাতি পুরাণ শাস্ত্রেতে এই কয়।
শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বিবেচনা যুদ্ধকালে নয়॥
বড় প্রীতি পাইল রাজা তরণীর বোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা করিলেক কোলে॥
রত্নময় হার গলে, বলয় কঙ্কণ।
আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ॥
রণসাজ সাজাইয়া দিল দশানন।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন॥
সাজন করিল রথ মনের হরিষে।
সারি সারি কত শত শোভে চারি পাশে॥
অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি।
শ্বেত নীল নেতের পতাকা সারি সারি॥
বিচিত্র ধনুক তোলে তূণপূর্ণ বাণ।
জাঠা জাঠি শেল শূল খাণ্ডা খরশান॥
সৈন্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তরণী।
তখন পড়িল মনে সরমা জননী॥
শীঘ্রগতি গেল বীর মায়ের নিকটে।
দাণ্ডাইল প্রণাম করিয়া করপুটে॥
তরণী বলেন মাতা নিবেদি চরণে।
হয়েছে রাজার আজ্ঞা যাব আমি রণে॥
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে।
পবিত্র হইবে দেহ রাম-দরশনে॥
নিরখিব জনকেরও চরণকমল।
দেহ অনুমতি মাতা, যাব রণস্থল॥
সংগ্রামে যাইবে পুত্র শুনে এ বচন।
সরমা চমকি উঠে করিয়া রোদন॥
কি কথা কহিলে বাপ প্রাণ কাঁপে শুনে।
যাইতে না দিব নর-বানরের রণে॥
লঙ্কা ছেড়ে তোমা লয়ে যাব স্থানান্তর।
থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
ধার্ম্মিক তোমার পিতা জানে সর্ব্বজন।
পাপ-সঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শরণ॥
তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে, গোলোকের পতি॥
দুরাত্মা রাক্ষসকুল করিতে সংহার।
দশরথের ঘরে বিষ্ণু রাম-অবতার॥
এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি॥
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি।
বিষম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ।
পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ॥
তুমি ত সুবুদ্ধি বট অতি বিচক্ষণ।
এ-সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ॥
মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী।
বিষ্ণু-অবতার রাম আমি ভাল জানি॥
তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্য্যাস।
মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস॥
শুনিয়াছি সর্ব্বশাস্ত্রে বেদের লিখন।
তুমি মাতা বিষাদ ভাবিছ কি কারণ॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার রিপু।
এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু॥

কালের কারণে হয় উৎপত্তি প্রলয়।
মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয়॥
শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগ তন্ত্র।
অনিত্য শরীর এই মিছে মায়া অস্ত্র॥
দাসের সন্তান বলি না মারেন রাম।
করিব আসিয়া পুনঃ ও-পদে প্রণাম॥
কালের বিভক্তি কলি পূর্ণ হ'লে পরে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে॥
মহাজ্ঞানবতী সতী সরমা সুন্দরী।
বসিলেন সম্বরিয়া নয়নের বারি॥
চলে বীর প্রণমিয়া সরমা জননী।
সাজ সাজ ব'লে সবে ডাকিছে তরণী॥
সাজ সাজ সৈন্য ব'লে প'ড়ে গেল সাড়া।
শানাই অসংখ্য বাজে দুই লক্ষ কাড়া॥
করতাল খঞ্জনী কাঁসী ডম্ফ কোটি কোটি।
তিন লক্ষ দগড়ে সঘনে পড়ে কাঠি॥
সেতারা চৌতারা বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
বাজে বীণা সপ্তস্বরা ভেউরি ভোরঙ্গ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে জয়ঢোল।
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥
ঢেমচা খেমচা বাজে পাখোজ পিনাক।
সহস্র সহস্র বাজে নিশাচরী-ঢাক॥
উরমাল টীকারা বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।
রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ত্রিভুবনে কম্প॥
সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম।
আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রামনাম॥
অসংখ্য কটক ঠাট সাজিল বিস্তর।
কেহ রথে কেহ গজে কেহ অশ্বোপর॥
কেহ ধরে শেল শূল কেহ ধনুর্ব্বাণ।
কারো হাতে জাঠাজাঠি খড়্গ খরশান॥
আকাশের তারা পারি করিতে গণনা।
না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা॥
লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ লক্ষ লক্ষ রথ।
ঢাকিল গগন আদি আচ্ছাদিল পথ॥
লক্ষ লক্ষ রামনাম গঙ্গা-মৃত্তিকাতে।
লিখিলেক রথে আর ধ্বজপতাকাতে॥
হাতে ধনু রথে উঠে বীর অবতার।
পশ্চিম দ্বারেতে চলে করি মার মার॥
গড়ের বাহির হ'লে দিলেক ঘোষণা।
রামজয় রামজয় বাজাও বাজনা॥
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর।
বানর ধাইল লয়ে বৃক্ষ ও পাথর॥
ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর সেনা।
বানর-কটকে যেন পড়িছে ঝঞ্জনা॥
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হৈল মহামার।
সহিতে না পারে কপি পলায় অপার॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
দেখ দেখি সংগ্রামে আইল কোন্‌জন॥
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন॥
সম্বন্ধেতে ভ্রাতুষ্পুত্র, পরিচয়ে জ্ঞাতি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক পুত্র বড় যোদ্ধাপতি॥
প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।
তরণী ভাবিছে কোথা রাম দয়াময়॥
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক বানর॥
চারিদিকে নেহারিয়া ভাবিছে তরণী।
কতক্ষণে দেখা পাই রাম রঘুমণি॥
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন।
জনম সফল হবে জুড়াবে জীবন॥
মনে ভাবে, কতদূরে দেব-নারায়ণ।
চালাইয়া দিল রথ ত্বরিত গমন॥
রঘুনাথের পানে যদি চালাইল রথ।
ধেয়ে গিয়া নীল-বীর আগুলিল পথ॥

নীল-বীর বলে বেটা আর যাবি কোথা।
এক টানে রাক্ষস ছিঁড়িব তোর মাথা॥
জোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন।
পথ ছাড়, দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
নীল বলে, প্রাণ লব পর্ব্বত-চাপনে।
কেমনে দেখিবি বেটা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
অঙ্গে লেখা রামনাম রথ-চারিপাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে।
হইয়া ধার্ম্মিক বক আসিয়াছে রণে॥
মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সরু।
যুদ্ধ জিন্‌তে এনেছিল রথে বেঁধে গরু॥
বৃষভেতে টানে রথ গো-চর্ম্মেতে ঢাকা।
বায়ুবাণে ধেনু উড়ে, বেটা হৈল ভেকা॥
গোবৎস গো-চর্ম্ম ধেনু বাণে গেল উড়ে।
চেয়ে দেখ সে রাক্ষসার মুণ্ড আছে পড়ে॥
তুই বেটা মহাদুষ্ট তা হতে মায়াবী।
ভণ্ড তপস্যাতে তুই কাহারে ভুলাবি॥
এত বলি নীল-বীর কোপে করি ভর।
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর॥
বাহুবলে হানে বৃক্ষ তরণীর মাথে।
হাসিয়া তরণীসেন ধরে বাম-হাতে॥
বৃক্ষ যদি ব্যর্থ গেল নীল-বীর রোষে।
আনিল পর্ব্বত এক চক্ষুর নিমিষে॥
হানিল পর্ব্বত গোটা দিয়া হুহুঙ্কার।
তরণীর গদা ঠেকে হৈল চুরমার॥
পর্ব্বত হৈল গুঁড়া গদার প্রহারে।
তরণী হানিল বাণ নীলের উপরে॥
মুখে রক্ত উঠে বীর হইল অজ্ঞান।
নীলবীরে ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান॥
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে।
সারথির হাতের ধনুক নিল কেড়ে॥
রুষিয়া তরণীসেন মারে এক চড়।
রথ হৈতে প'ড়ে হনু করে ধড়ফড়॥
সম্বিৎ পাইয়া হনু করে মহামার।
লাফ দিয়া রথে গিয়া পড়ে আরবার॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ রথের উপরে।
কোপেতে তরণীসেন হনুমানে ধরে॥
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরণী-উপর।
পাছু হৈল হনুমান পাইয়া ত ডর॥
হনুমানে বিমুখ দেখিয়া লাগে ভয়।
আতঙ্কে বানর কেহ আগু নাহি হয়॥
মহাকোপে পশ্চাৎ করিয়া হনুমানে।
বালির তনয় বীর প্রবেশিল রণে॥
হানিল পর্ব্বত এক তরণী-উপর।
দেখিয়া তরণীসেন হইল ফাঁফর॥
ভয়েতে তরণী এড়ে চোখ চোখ বাণ।
বাণে কাটি পর্ব্বত করিল খানখান॥
কাটা গেল পর্ব্বত অঙ্গদে লাগে ভয়।
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়॥
সারথি তৎপর বড় ত্বরান্বিত হয়ে।
পুনঃ অশ্ব জুড়ে রথ দিল চালাইয়ে॥
রুষিল তরণীসেন অঙ্গদ-উপর।
অঙ্গদের বুকে মারে লৌহের মুদ্গর॥
মুদ্গর-আঘাতে পড়ে বালির নন্দন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল করিয়া গর্জ্জন॥
আর যত বানর মিলিল একেবারে।
বরিষে পর্ব্বত বৃক্ষ তরণী-উপরে॥
গিরি যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি ধরে।
তেমতি তরণী বীর সংগ্রাম-ভিতরে॥
নানা শিক্ষা জানে বীর পরম সন্ধানী।
ক্ষণেকে পর্ব্বত বৃক্ষ কাটিল তরণী॥
আগুনের শিখা যেন তরণীর বাণ।
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ॥

চড় লাথি মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া।
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথা করে গুঁড়া॥
বানর রাক্ষসে মারে রাক্ষসে বানর।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পড়িল বিস্তর॥
স্থানে স্থানে পর্ব্বত-প্রমাণ গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থলেতে বহিল রক্তে নদী॥
বানরের ঘোর নাদ গজের গর্জ্জন।
রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে ভীষণ॥
জাঠা জাঠি গদা গেল শব্দ ঠনঠন।
কেহ বা পলায়ে যায় লইয়া জীবন॥
কারো গেল হস্ত-পদ, কারো চক্ষু-কর্ণ।
মুষল-আঘাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ॥
তুলনা নাহিক দিতে যুদ্ধ হইল বড়।
চারি দ্বারের বানর পশ্চিম দ্বারে জড়॥
সহিতে না পারে কেহ তরণীর বাণ।
রুষিয়া সুষেণ বুড়া হৈল আগুয়ান॥
সুষেণের প্রতাপে রাক্ষসগণ কাঁপে।
তরণীর রথে গিয়া পড়ে এক লাফে॥
তরণীর হাতের ধনুক নিল কেড়ে।
বিদারিল সর্ব্ব অঙ্গ আঁচড়-কামড়ে॥
তরণীর অঙ্গে তবে রক্তধারা বয়।
পদাঘাতে মারিল রথের চারি হয়॥
সারথির মুণ্ড ছিঁড়ে করে বীরদাপ।
আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাফ॥
তরণীর অবস্থা দেখি কপিগণ হাসে।
আনিল সারথি হয় চক্ষুর নিমিষে॥
করিছে তরণীসেন বাণ অবতার।
সম্মুখ-সমরে রহে হেন সাধ্য কার॥
বড় বড় বানর পলায়ে গেল দূরে।
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে সুগ্রীব-বানরে॥
বাণাঘাতে সুগ্রীব-ভূপতি কোপে জ্বলে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত বীর হানে বাহুবলে॥
তরণী মারিল গদা ক্রোধে কম্পমান।
প্রহারে পর্ব্বত গেল হয়ে শতখান॥
হানিল দুর্জ্জয় জাঠা সুগ্রীবের বুকে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা রক্ত উঠে মুখে॥
সংগ্রামে পড়িল যদি সুগ্রীব-রাজন্।
উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ॥
পলায় বানরগণ ফিরিয়া না চায়।
ধর, ধর, বলিয়া রাক্ষস পিছে ধায়॥
প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর।
তরণীসেনের বাণে কেহ নহে স্থির॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় দ্বিবিদ কুমুদ
রহিলেন হনুমান সুষেণ অঙ্গদ॥
সুগ্রীবেরে চেতন করায় তিনজন।
চালাইল রথ বিভীষণের নন্দন॥
হাতে ধনু দাণ্ডাইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দক্ষিণেতে জাম্বুবান বামে বিভীষণ॥
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ।
রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ॥
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে।
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে রাম দেখহ সত্বর।
তোমা দোঁহে প্রণাম করয়ে নিশাচর॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ॥
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে।
আমা দোঁহে প্রণাম করিবে কি কারণে॥
বিভীষণ বলে গোঁসাই না জান কারণ।
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন॥
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে॥
রাম বলে ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয়।
আশীর্ব্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥

লক্ষ্মণ বলেন কি কহিলে মহাশয়।
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয়॥
শ্রীরাম বলেন তুমি না জান লক্ষ্মণ।
ভক্তের বিষয়-বাঞ্ছা নহে কদাচন॥
কহিতে কহিতে কথা রাম-রঘুমণি।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী॥
গভীর গর্জ্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ।
দেশে ফিরে যাবে বেটা করিয়াছ সাধ॥
মহাকোপে লক্ষ্মণের অধরোষ্ঠ কাঁপে।
শমন সমান বাণ বসাইল চাপে॥
প্রহারিল তরণীরে পঞ্চশত বাণ।
কাটিয়া তরণীসেন করে খান খান॥
বাণ যদি ব্যর্থ গেল রুষিল লক্ষ্মণ।
তরণী-উপরে করে বাণ বরিষণ॥
যত বাণ লক্ষ্মণ মারিল তরণীকে।
শ্রীরাম শরণে বীর কাটে একে একে॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ, বাণ কর্ণরেখা।
দুই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা॥
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ অগ্নি-অবতার।
তরণী বরুণ-বাণে করিল সংহার॥
পাশুপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ॥
হানিল পর্ব্বত-বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
পবন বানেতে নিবারিল নিশাচর॥
সর্পবাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ লক্ষ অজগরে ছাইল গগন॥
বিকট দশন তুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গরুড় বাণেতে নিবারিল নিশাচর॥
কুহু বাণে লক্ষ্মণ করিল মায়াময়।
দশদিক্ অন্ধকার দৃষ্টি নাহি হয়॥
অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর।
আপনা-আপনি কাটাকাটি পরস্পর॥
তরণীর সৈন্যেতে হইল মহামার।
চিকুর-বাণেতে বিনাশিল অন্ধকার॥
কোপেতে গান্ধর্ব্ব বাণ মারিল লক্ষ্মণ।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল ততক্ষণ॥
গন্ধর্ব্ব রাক্ষসে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর।
তরণীর সৈন্য সব হইল সংহার॥
পড়িল সকল ঠাট নাহি একজন।
রাখিতে নারিল বিভীষণের নন্দন॥
কোপেতে তরণীসেন জাঠা নিল হাতে।
গর্জ্জিয়া মারিল জাঠা লক্ষ্মণের মাথে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর হইয়া অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে লইয়া পলায় হনুমান॥
ডাকিছে তরণীসেন জিনিয়া সংগ্রাম।
কোথায় তপস্বী ভণ্ড জটধারী রাম॥
রাম বলে অধিক বিলম্ব নাহি আর।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার॥
লক্ষ্মণ পড়িল যদি আইল রঘুনাথে।
ত্রিভুবনবিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে॥
দাণ্ডাইল রঘুনাথ তরণী-সম্মুখে।
রামের সর্ব্বাঙ্গ বীর নেহালিয়া দেখে॥
বিশ্বরূপ রামের দেখিল নিশাচর।
ব্রহ্মাণ্ড একৈক লোমকূপের ভিতর॥
পর্ব্বত কন্দর দেখে কত নদ-নদী।
জনলোক তপলোক ব্রহ্মলোক আদি॥
মায়াতে মনুষ্যলীলা গোলোকের পতি।
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী॥
যক্ষ রক্ষ দেবতা কিন্নর লাখে লাখে।
বিস্ময় হইল মনে বিশ্বরূপে দেখে॥
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে ভূমে প্রণাম করিল।
ধনুর্ব্বাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল॥
কহিছে তরণীসেন জোড় করি হাত।
দেবের দেবতা তুমি জগতের নাথ॥

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবারাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
তুমি রজস্তমোগুণে তুমি বিশ্বময় ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ-রূপধারী।
হিরণ্যকশিপু-রিপু গোলোকবিহারী ॥
মহিমা গভীর বীর মিহিরবংশজ।
অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পদপঙ্কজ ॥
বিকারবিহীন দীনদয়াময় নাম।
রঘুকুলোদ্ভব-নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
কি জানি ভকতি স্তুতি আমি অতি মূঢ়।
চিন্তিয়া না পায় চরাচর চন্দ্রচূড় ॥
রক্ষ হে পুণ্ডরীকাক্ষ রাক্ষসের রিপু।
স্তবেতে অশক্ত আমি নিশাচর বপু ॥
বহু যুগযুগান্তরে মানিয়া অসাধ্য।
জন্মেছি রাক্ষসকুলে হয়ে তব বধ্য ॥
কি ছার মিছার গর্ব্ব স্বর্গ নাহি চাই।
মুণ্ড কাট তীক্ষ্ণ খড়্গে মোক্ষমার্গে যাই ॥
পদ্মহস্তে ছেদ যদি কর এই দেহ।
পুলকে গোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ ॥
তরণী করিল স্তব, শুনে রঘুবর।
অশ্রুজলে ভাসিল কোমল কলেবর ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিনু এখন ॥
কেমনে মারিব অস্ত্র ইঁহার উপর।
এত বলি ত্যজিলা হাতের ধনুঃশর ॥
রাম বলে বিভীষণ বলি হে তোমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে ॥
অকারণে করিলাম সাগর বন্ধন।
ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন ॥

যত যুদ্ধ করিলাম শ্রম হইল সার।
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার ॥
কার্য্য নাই সীতা আমি না যাব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে ॥
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ॥
ভক্ত মোর পিতা মাতা, ভক্ত মোর প্রাণ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ ॥
এতেক ভাবিয়া যুদ্ধে হয়ে অবসাদ।
বসিলেন রঘুনাথ গণিয়া প্রমাদ ॥
সদয়-হৃদয় দেখে রাজীবলোচনে।
তরণী বিচার করে আপনার মনে ॥
আমার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে রঘুবর।
বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর ॥
কেমনে রাক্ষস-দেহে হইবে উদ্ধার।
যুদ্ধ বিনা পরিত্রাণ নাহি দেখি আর ॥
এতেক ভাবিয়া তুলে নিল ধনুর্ব্বাণ।
কহিছে কর্কশ বাক্য পূরিয়া সন্ধান ॥
তরণী কহিছে রাম শোন বলি তোরে।
কহিলাম প্রিয়বাক্য বুঝিবার তরে ॥
কেমনে বুঝিলি আমি না করিব রণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
তোর যে বীরত্ব তাহা জানে চরাচরে।
ভরত লইল রাজ্য দূর ক'রে তোরে ॥
তোরে মেরে লক্ষ্মণেরে মারিব সংগ্রামে।
সীতারে বসাব ল'য়ে রাবণের বামে ॥
এত যদি কহিল তরণী মহাবীর।
কোপে লক্ষ্মণের হলো কম্পিত-শরীর ॥
লক্ষ্মণ বলেন দুষ্ট নিশাচর জাতি।
প্রাণের ভয়েতে বেটা করিল মিনতি ॥
কোথাকার ভক্ত, বেটা পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
এত বলি শত বাণ জুড়িল লক্ষ্মণ ॥

দেখিয়া তরণীসেন ভাবিল মনেতে।
মরিতে বাসনা তার শ্রীরামের হাতে॥
এতেক ভাবিয়া হল বিষণ্ণ-বদন।
তরণীর অভিলাষ বুঝি বিভীষণ॥
জোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে।
এ বেটা দুর্জ্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে॥
একবার লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হৈল রণে।
আর-বার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষ্মণে॥
আপনি মারহ রণে দুষ্ট নিশাচর।
এত শুনি ধনুক ধরিলা রঘুবর॥
চোখ চোখ বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে তরণী করিল খান খান॥
যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি।
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণী॥
তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দুজনে সমান।
কোপে রাম জুড়িলেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ॥
বাণ দেখি তরণীর মনে হৈল ভয়।
এক বাণে কাটিল রথের চারি হয়॥
অশ্ব কাটা গেল, রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পড়িল তরণী মহাবল॥
পর্ব্বত পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে।
তর্জ্জন করিয়া হানে শ্রীরামের বুকে॥
অন্ধকার করে ফেলে বৃক্ষ ও পাথর।
প্রহারেতে কাতর হইলা রঘুবর॥
শুকাইল মুখচন্দ্র নাহি চলে বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রাহু॥
অস্থির হইল রণে রাম রঘুমণি।
রামেরে কাতর দেখি ভাবিছে তরণী॥
শ্রীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক।
দারা-সুত মিছা মায়া সকলি অলীক॥
যুগে যুগে কামনা করিয়া বহুতর।
লভেছি পরম রিপু পরম ঈশ্বর॥
রাজ্যধন পরিজন কিছুই না চাই।
মরিয়া রামের হাতে গোলোকেতে যাই॥
এত যদি তরণী ভাবিল মনে মনে।
বিভীষণ কহিছেন শ্রীরামের কানে॥
শুন প্রভু রঘুনাথ করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে হইবেক উহার মরণ॥
অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর।
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর॥
এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকেতে ব্রহ্ম-অস্ত্র জুড়িলা তখন॥
রবির কিরণ জিনি খরতর বাণ।
সেই বাণে রঘুনাথ জুড়িলা সন্ধান॥
বাণের গর্জ্জন যেন জলদ গরজে।
বিমানেতে আসে বাণ জয়ঘণ্টা বাজে॥
স্বর্গেতে দেবতা করে সুমঙ্গল ধ্বনি।
জোড়হাতে শ্রীরামেরে কহিছে তরণী॥
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ।
পরলোকে পাই যেন শ্রীচরণে স্থান॥
এতেক ভাবিতে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে।
তরণীর মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পাড়ে॥
দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে॥
রামজয় শুভধ্বনি করে কপিগণ।
হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে নয়নের জলে।
ধেয়ে গিয়া বিভীষণে রাম কৈলা কোলে॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কেন হে অধৈর্য্য হৈলে করিয়া রোদন॥
ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে।
কান্দিয়া আকুল হৈলে কিসের কারণে॥

বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন॥
এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা।
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা॥
তোমার নন্দন যদি কহিতে আগেতে।
কভু নাহি যুঝিতাম তরণীর সাথে॥
শোকাকুল হইয়া কান্দেন বিভীষণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর যত কপিগণ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কান্দে বীর হনুমান।
কান্দেন সুষেণ আদি মন্ত্রী জাম্বুবান॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন॥
ব্রহ্ম অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কানে।
আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে॥
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র কিসের কারণে॥
শোক পরিহর মিত্র স্থির কর মন।
অনিত্য রোদন আর কর কি কারণ॥
বিভীষণ বলে প্রভু নিবেদি চরণে।
পুত্রশোকে কান্দি হেন না ভাবিহ মনে॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমার সন্তান।
মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্ব্বাণ॥
কিম্বা সে বৈকুণ্ঠে গেল অথবা গোলোকে।
ত্যজিল রাক্ষস-দেহ, মুক্ত কৈলে তাকে॥
কুম্ভকর্ণ অতিকায় আদি যত বীর।
পুলোকে গোলোকে গেল ত্যজিয়া শরীর॥
শত্রুভাব ক'রে সবে হইল উদ্ধার।
শ্রীচরণ সেবা করে কি লাভ আমার॥
যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন।
বৈকুণ্ঠনগরে আমি করিতাম গমন॥
মরণ না হবে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
অনেক যন্ত্রণা পাব অবনী-ভিতর॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দি ইহার কারণ।
শ্রীরাম বলেন দুঃখ ত্যজ বিভীষণ॥
যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন।
সাধুর জীবন-মৃত্যু একই সমান॥
যত দিন রবে তুমি অবনী-ভিতরে।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে॥
এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সম্বরে।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচরে॥
দূত কহে লঙ্কেশ্বর নিবেদি চরণে।
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে॥
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী-উপর॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন।
রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্রমিত্রগণ॥
মৃত্তিকাতে বসে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরদের নারী॥
পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা।
বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা॥
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে।
জানকী প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশেষে॥
এইরূপে নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে।
রাবণ মন্ত্রণা করে পাঠাইব কারে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন তরণী-নিধন॥

—

বীরবাহু, ধূম্রাক্ষ এবং ভস্মলোচনের যুদ্ধে গমন ও পতন

যে বীর পাঠাই নর-বানরের রণে।
সবে মরে ফিরে নাহি আসে একজনে॥
দিনে দিনে টুটে বল মনে পাই শঙ্কা।
নর-বানরেরে মেরে কে রাখে এ লঙ্কা॥

স্বর্গেতে গন্ধর্ব্ব এক চিত্রসেন নাম।
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তার রূপেতে সুঠাম ॥
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরী।
পরমাসুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী ॥
বিষ্ণুর বরেতে এক সন্তান প্রসবে।
তাহার গুণের কথা কহি শুন সবে ॥
রাক্ষস-বংশেতে জন্ম বীরবাহু নাম।
দেবগুরু-ভক্ত বড় সদা জপে রাম ॥
জন্মিয়া ব্রহ্মার সেবা করে নিরন্তর।
কতদিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিল বর ॥
ব্রহ্মা বলে বীরবাহু যাহ নিজ স্থান।
এই হস্তী লহ ঐরাবতের সমান ॥
এই হস্তী সহায়ে জিনিবে ত্রিভুবন।
হস্তী মারা গেলে হবে তোমার পতন ॥
বিষ্ণুভক্ত হবে তুমি বিষ্ণু-পরায়ণ।
বিষ্ণুসেবা যতনে করিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
তোমাতে সন্তুষ্ট আমি, যাও তুমি ঘরে।
মম বরে অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥
ধর্ম্মশীল হবে, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
বর পেয়ে পিতৃ পাশে হয় উপনীত ॥
রাবণ জিজ্ঞাসে তুমি হও কোন্ জন।
কোথায় বসতি কর কাহার নন্দন ॥
বীরবাহু বলে পিতা হৈলে পাসরণ।
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্ম তোমার নন্দন ॥
তপে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
পাইয়াছি হস্তী ঐরাবতের দোসর ॥
হস্তী-আরোহণে আমি যদি করি মনে।
ত্রৈলোক্য জিনিতে পারি দিনেকের রণে ॥
এত শুনি দশানন পুত্রে কৈল কোলে।
শিরে চুম্ব দিয়া বলে সকরুণ বোলে ॥
রাবণ বলে বীরবাহু থাকহ এখানে।
লঙ্কা-রাজ্য ভোগ কর মেঘনাদ সনে ॥
বীরবাহু বলে পিতা করি নিবেদন।
মাতামহ-রাজ্যে আমি থাকিব এখন ॥
তব প্রয়োজনকালে আসিব হেথায়।
এত বলি বীরবাহু হইল বিদায় ॥
মাতামহ-রাজ্যে ছিল গন্ধর্ব্বলোকেতে।
যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে ॥
মনে জানে নররূপী দেবনারায়ণ।
সফল হইবে দেহ করে দরশন ॥
উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার পদে নমস্কার করি।
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু গেল লঙ্কাপুরী ॥
নিরবধি বিষ্ণু বিনা অন্যে নাহি মন।
পরম ধার্ম্মিক বীর রাবণনন্দন ॥
লঙ্কায় আসিয়া দেখে ছিন্নভিন্ন সব।
নাহিক সে নৃত্য-গীত বাদ্যভাণ্ড-রব ॥
মহাশব্দে কলরব করিছে বানর।
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর ॥
মৃতদেহ রাশি রাশি রাক্ষস-বানরে।
সমুদ্র গিয়াছে বাঁধা গাছ ও পাথরে ॥
দগ্ধ বড় বড় বীর লঙ্কার ভিতর
দেখিয়া ত বীরবাহু সভয়-অন্তর ॥
কুম্ভকর্ণ আদি যত রাক্ষস প্রচণ্ড।
এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে আর ঠাঁই মুণ্ড ॥
শকুনি গৃধিনী আর কুক্কুর শৃগাল।
মহানন্দে কলরব করে পালে পাল ॥
লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দেখে ভয়ে হল স্তব্ধ ॥
অন্তরীক্ষে ফিরে বীর হস্তীর উপরে।
তিন দ্বার ঘুরে গেল পশ্চিমের দ্বারে ॥
দেখিল বসিয়া আছেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
জোড়হাতে রহিয়াছে খুড়া-বিভীষণ ॥
ভল্লুক বানর কত বড় বড় বীর।
নিরখিয়া বীরবাহু কম্পিত-শরীর ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেখে রাবণ-নন্দন।
উদ্দেশেতে বন্দিলেন দোঁহার চরণ॥
বিভীষণ-খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে।
প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে॥
বিষ্ণু অবতার রাম দেখিল নয়নে।
জানিল রাক্ষস-বংশ ধ্বংস এতদিনে॥
এতেক ভাবিয়া গেল পুরীর ভিতর।
সিংহাসন ত্যজি ভূমে বসে লঙ্কেশ্বর॥
কান্দিছে তরণী-শোকে হইয়া কাতর।
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর॥
দাণ্ডায়েছে পাত্রমিত্র চতুর্দ্দিকে ঘেরে।
রাবণ বলে যুদ্ধে আর পাঠাইব কারে॥
বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্ডারে নাহি ধন।
কুম্ভকর্ণ মরিল না মৈল বিভীষণ॥
মারিল আপন পুত্রে আপন সাক্ষাতে।
মজালে কনক লঙ্কা নর-বানরেতে॥
জিনিবে বানরে নরে কে আছে এমন।
লঙ্কাতে আইল রাম হইয়া শমন॥
কারে পাঠাইব রণে ভাবে দশানন।
হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ॥
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন।
আলিঙ্গন করি দিল রত্ন-সিংহাসন॥
রাবণ বলে বীরবাহু কর অবগতি।
দেখিলে আপন চক্ষে লঙ্কার দুর্গতি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন॥
বীরবাহু বলে পিতা কহত সম্বাদ।
নর-বানরের সনে কিসের বিবাদ॥
রাবণ বলে শুন পুত্র কহি যে তোমারে।
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যানগরে॥
তার বেটা রাম লোকমুখে শুন্‌তে পাই।
রাজ্য কেড়ে লয়ে দূর করে দিল ভাই॥
দুই ভাই বনবাসী সঙ্গে লয়ে নারী।
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে জটাধারী॥
সূর্পনখা গিয়াছিল পুষ্প-অন্বেষণে।
নাক কান কাটে তার অনুজ লক্ষ্মণে॥
আমি হরে আনিলাম তাহার সুন্দরী।
বানর লইয়া রাম এল লঙ্কাপুরী॥
কুম্ভকর্ণ আদি বীর পড়িয়াছে রণে।
কে আর যুঝিবে নর-বানরের সনে॥
বীরবাহু বলে শঙ্কা না কর রাজন।
ইঙ্গিতে মারিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এত বলি বীরবাহু ভাবে মনে মন।
বিষ্ণুহস্তে মৈলে যাব বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
বীরবাহু বলে পিতা তুমি জান ভালে।
ইন্দ্র আদি দেব কাঁপে আমারে দেখিলে
বিদায় করহ, যাব রণের ভিতর।
এত বলি বীরবাহু চলিল সত্বর॥
নানা রত্ন দান রাজা দিল পুত্র-তরে।
হার নূপুর তাড় নানা দিল অলঙ্কারে॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বীর সংগ্রামে সুধীর।
বাপের আজ্ঞায় সেজে চলে মহাবীর॥
হেনকালে তার মাতা দূত-মুখে শুনে।
দ্রুত গতি ধেয়ে আসে পুত্র-দরশনে॥
কার বোলে যাহ পুত্র করিবারে রণ।
বড় বড় বীর সব হইল নিধন॥
বীরশূন্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী।
তুমি যুদ্ধে মলে আমি প্রাণ পরিহরি॥
কুম্ভকর্ণ হেন বীর রণে গিয়া মরে।
অতিকায়ে মারিয়াছে নর ও বানরে॥
মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে।
মধুর সম্ভাষ করি জননীরে তোষে॥
চরণের ধূলি লয় মাথার উপর।
হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর॥

অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কার্য্য।
আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য॥
মাতা তুমি আশীর্ব্বাদ কর এক-চিতে।
তোমার প্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে॥
সংগ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন।
রথে চড়ি যাব আমি বৈকুণ্ঠ-ভবন॥
মায়েরে প্রবোধ করি হস্তিস্কন্ধে চড়ে।
বিদায় হইয়া বীর যুঝিবারে নড়ে॥
বীরবাহু রণে চলে হয়ে সেনাপতি।
হস্তী ঘোড়া বহু ঠাট চলিল সংহতি॥
চলিল ধূম্রাক্ষ বীর রথেতে চড়িয়ে।
মার মার শব্দে ধায় নানা অস্ত্র লয়ে॥
সবার পশ্চাতে রণে ভস্মাক্ষ দুর্জ্জয়।
চর্ম্মে ঢাকি রথখান সভা-মধ্যে রয়॥
যার মুখ দেখে সেই হয় ভস্মময়।
সংসারে কাহার মুখ নাহি নিরীক্ষয়॥
হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে।
সম্মুখ-সংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে॥
তাহার সহিত এল কত শত বীর।
হস্তী 'পরে বীরবাহু সুন্দর-শরীর॥
মনে মনে বীরবাহু চিন্তে অনুক্ষণ।
কেমনে পাইব আমি রাম-দরশন॥
প্রথমেতে উত্তরিল বানর-গোচর।
মার মার শব্দ করি ধাইল বানর॥
ভস্মলোচনেরে তবে ডাকিল তখন।
যুঝিতে দিলেন আজ্ঞা রাবণনন্দন॥
বীরবাহু আজ্ঞা যদি দিলেক তাহাকে।
ভস্মলোচন যায় যে রামের সম্মুখে॥
চর্ম্মে ঢাকিয়াছে রথ চক্ষে চর্ম্মঠুলি।
চলিল রামের আগে ভস্মাক্ষ মহাবলী॥
যেখানেতে শ্রীরাম-সুগ্রীব বীরগণ।
বিভীষণ বলে দেব রক্ষ নারায়ণ॥

দেখহ ভস্মাক্ষ বীর উপনীত আসি।
যাহারে দেখিবে সেই হবে ভস্মরাশি॥
চর্ম্মে আচ্ছাদিত রথ দেখ বিদ্যমান।
ইহার ভিতরে আছে শমন-সমান॥
ভস্মাক্ষ ইহার নাম বড়ই দুষ্কর।
করিল কঠোর তপ সহস্র বৎসর॥
তপোবলে ব্রহ্মা যবে দিতে এল বর।
রাক্ষস বলিল মোরে করহ অমর॥
ব্রহ্মা বলে অন্য বর চাহ নিশাচর।
সৃষ্টিনাশ হবে তুমি হইলে অমর॥
নিশাচর বলে তবে করি নিবেদন।
* সেই ভস্ম হবে যার হেরিব বদন॥
ব্রহ্মা বলে দিনু যাহা এল তব মুখে।
ঘরে গিয়া বসে থাক ঠুলি দিয়া চোখে॥
বর পায়ে রাক্ষস হইল আনন্দিত।
সত্য মিথ্যা কেমনেতে যাইবে প্রতীত॥
সংহতি রাক্ষস উহার ছিল যত জন।
মুখ নিরখিতে ভস্ম হইল তখন॥
বর পায়ে নিশাচর হরিষ-অন্তর।
স্ত্রী-পুত্র না রহে ঐ পাপিষ্ঠ-গোচর॥
হেনই পাপিষ্ঠ রণে হৈল আগুয়ান।
উহার সংগ্রামে প্রভু হও সাবধান॥
বিভীষণ-বচনে বিস্ময় হয়ে মনে।
পুনরপি শ্রীরাম কহেন বিভীষণে॥
রণে ভঙ্গ নাহি দিব, যুঝিব অবশ্য।
আমি ভস্ম হই কিম্বা ঐ হবে ভস্ম॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি না করিহ ভয়।
করহ উপায়-চিন্তা মরিবে নিশ্চয়॥
আছয়ে মন্ত্রণা এক শুন নারায়ণ।
উহার সম্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ॥
যখন আসিবে বেটা মুখ দেখিবারে।
দর্পণে আপন মুখ দেখাইবে তারে॥

দর্পণে আপন মুখ দেখি নিশাচর।
আপনি হইবে ভস্ম না করিহ ডর॥
হেন উপদেশ যদি কহে বিভীষণ।
মিত্র মিত্র বলি রাম দিল আলিঙ্গন॥
শ্রীরাম বলেন সৈন্য হও এক-পাশ।
যাবৎ রাক্ষস দুষ্ট না হয় বিনাশ॥
শ্রীরাম দর্পণ-অস্ত্র জুড়িলা ধনুকে।
ছুটিয়া রামের বাণ রহিল সম্মুখে॥
আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ।
বাণেতে সবার মুখে হইল দর্পণ॥
হেনকালে সেই দুষ্ট সংগ্রামে পশিল।
রাম-অগ্রে দু-চক্ষের ঠুলি খসাইল॥
দর্পণাস্ত্রে রঘুনাথ কৈলা আচ্ছাদন।
যত বানরের মুখে হইল দর্পণ॥
দেখিল ভস্মাক্ষ বীর যাহার বদন।
মুখ দেখা নাহি গেল দেখিল দর্পণ॥
মুখ নাহি দেখিয়া কুপিল নিশাচর।
শ্রীরামেরে ডাকি তবে বলিছে উত্তর॥
রাক্ষস বলিছে তুমি প্রাণেতে কাতর।
ভয় যদি এত পলাইয়া যাহ ঘর॥
রাম বলে রাক্ষস কি ইচ্ছিলি মরণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর।
রথ চালাইয়া দিল রামের গোচর॥
রামে দেখিবারে বীর মেলিল লোচন।
রাক্ষস-সম্মুখে রাম ধরিল দর্পণ॥
দর্পণ-ভিতরে দেখি আপনার আস্য।
নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভস্ম॥
ভস্ম হয়ে পড়ে বেটা রথের উপরে।
তা দেখি রাক্ষস কত পলাইল ডরে॥
ভস্মাক্ষ পড়িল যদি রাক্ষসের ভঙ্গ।
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানরের রঙ্গ॥
ভস্মাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষস পলায়।
দূর হতে বীরবাহু দেখিবারে পায়॥
ক্রোধিত হইয়া বীর চাহে ঘনে ঘন।
হাতে ধনু ধেয়ে যায় রাবণনন্দন॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানর হর্ষিত।
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু চলিল ত্বরিত॥
শ্বেতবর্ণ হস্তী যেন পর্ব্বত-প্রমাণ।
দুর্জ্জয় দশন ঐরাবতের সমান॥
হস্তিপৃষ্ঠে নানা অস্ত্র মুষল মুদ্গর।
ঐরাবত 'পরে যেন এল পুরন্দর॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি কহিছে তখন।
আশ্বাস-বচনে রাখে রাবণনন্দন॥
না পলাহ রাক্ষস, সংগ্রামে এস ফিরে।
এখনি মারিব রণে নর ও বানরে॥
বীরবাহু-বোলে যায় নিশাচরগণ।
পুনরপি রণে আসে করিয়া তর্জ্জন॥
দেখিয়া বানরগণে বীরবাহু চলে।
হস্তী চালাইয়া ধীর দিল রণস্থলে॥
বীরবাহু বলে দুষ্ট দণ্ড-দুই থাক।
বানর-কটকে রণে দেখাব বিপাক॥
চালাইয়া দিল হস্তী সংগ্রাম-ভিতর।
দেখিয়া রুষিল রণে যতেক বানর॥
কোপেতে অঙ্গদবীর বালির নন্দন।
ঘোর সিংহনাদ করি করিছে তর্জ্জন॥
রুষিল রাজার বেটা কার সাধ্য থাকে।
কপিগণ সংগ্রামে চলিল একে একে॥
নল নীল কুমুদ সম্পাতি আদি করি।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী॥
গয় গবাক্ষ শরভাদি দ্বিবিধ বানর।
দীর্ঘাকার পর্ব্বত-প্রমাণ কলেবর॥
সুগ্রীবের সৈন্য নড়ে দেখিতে অপার।
বিংশতি বানরে অঙ্গদের আগুসার॥

আগুদলে অঙ্গদের হৈল আগমন।
রাক্ষসের সনে যায় করিবারে রণ ॥
পর্ব্বত যোজন দশ নিলেক উপাড়ি।
রাক্ষস-উপরে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি ॥
সন্ধান পুরিয়া বীরবাহু জোড়ে বাণ।
পর্ব্বত কাটিয়া বীর করে খান খান ॥
পাঁচ বাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে।
পড়িল অঙ্গদ-বীর রক্ত উঠে মুখে ॥
রাজপুত্র রণে পড়ে দেখে হনুমান।
শালগাছ উপাড়িল দিয়া এক টান ॥
হস্তীর মাথাতে মারে তুহাতিয়া বাড়ি।
হস্তীর মাথায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুঁড়ি ॥
বৃক্ষগোটা ব্যর্থ গেল কোপে হনুমান।
আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়ে এক টান ॥
আর এক বৃক্ষ আনে পঞ্চাশ যোজন।
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে রবির কিরণ ॥
এড়িলেক বৃক্ষগোটা ধরি বাহুবলে।
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষগোটা চলে ॥
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুঁড়া হয়ে যায়।
রুষিয়া দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায় ॥
ক্রোধভরে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ।
বাণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনুমান ॥
শরাঘাতে হনুমান অচেতন হৈল।
নল নীল কুমুদ রণেতে প্রবেশিল ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ কেশরী।
নয় বীর যুঝিবারে এলো আগুসরি ॥
নয় বীর দেখি তবে এড়ে নয় শর।
বিন্ধিয়া বানরগণে করিল জর্জ্জর ॥
দশ দশ বাণে প্রতি বানরেরে বিন্ধে।
বিন্ধিল বানরগণে বসি গজস্কন্ধে ॥
গয় গবাক্ষ শরভাদি ও গন্ধমাদন।
বাণে অচেতন হয়ে পড়ে পঞ্চজন ॥
বানর-কটক বিন্ধে করি খান খান।
পলায় বানরগণ লইয়ে পরান ॥
ধাইয়া বানর কহে শ্রীরামের ঠাঁই।
বীরবাহু-বাণে প্রভু কারো রক্ষা নাই ॥
কালান্তক যম যেন এসে করে রণ।
পড়িয়াছে হনুমান আদি কপিগণ ॥
কুম্ভকর্ণ-হাতে সবে পেয়েছে নিস্তার।
আজিকার রণে হয় সকলে সংহার ॥
এতেক রণের কথা শুনি দাশরথি।
চলিলেন রঘুনাথ লক্ষ্মণ-সংহতি ॥
চলিল রামের পিছে সুগ্রীব বিভীষণ।
বৃক্ষ-শিলা হাতে করে যায় কপিগণ ॥
হস্তীর স্কন্ধেতে থাকি করিছে সংগ্রাম।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কোন্ বীর আসিয়াছে হস্তী-আরোহণ ॥
ঐরাবত সম গজ অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর ॥
প্রচণ্ড ধনুকবাণ খরতর জাঠা।
পুরন্দর সম গজস্কন্ধে এল কেটা ॥
বিভীষণ বলে রাম কর অবধান।
বীরবাহু নাম ধরে রাবণসন্তান ॥
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্ধর্ব্বকুমারী।
যুদ্ধ জিনে রাবণ আনিল তারে হরি ॥
তাহার গর্ভেতে জন্মে সুন্দর সুঠাম।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত বীরবাহু নাম ॥
চিত্রাঙ্গদা মাতা, রাবণ উহার বাপ।
নাম ধরে বীরবাহু তুর্জ্জয়-প্রতাপ ॥
করিল তপস্যা বীর কঠোর বিস্তর।
তপের কারণ ব্রহ্মা দিতে এল বর ॥
ব্রহ্মা বলে হবে তোর সংগ্রামে বিজয়।
দিলা এক হস্তী ঐরাবতের তনয় ॥

গজরাজ দিয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
এ গজের জীবনেতে তোমার জীবন॥
বীরবাহু বলে মৃত্যু সন্দেহ যে নাই।
যুদ্ধ করে মরে যেন নারায়ণ পাই॥
ব্রহ্মা বলে নররূপী হবে নারায়ণ।
ইচ্ছাসুখে তাহে দেহ করিবে পাতন॥
সেই বীরবাহু এই দুর্জ্জয়-শরীর।
বীরবাহু-তেজে রণে কেহ নাহি স্থির॥
বীরবাহু জিনিলে রাবণরাজা জিনি।
সমুদ্র তরিলে যেন গোষ্পদের পানি॥
বীরবাহু, ইন্দ্রজিৎ, বীর নাহি আর।
ইহারা মরিলে হবে রাবণ সংহার॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র ভরসা তোমার।
তব উপদেশে হৈল সকলে সংহার॥
রাম-বিভীষণে এই কথোপকথন।
ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণনন্দন॥
বীরবাহু বলে শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আমা সনে তোমরা যুঝিবে কোন্ জন॥
রাম বলে তোমাতে আমাতে আজি রণ।
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন॥
বানর-কটক সব হয় একত্রিত।
দুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত॥
এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর।
মাথায় টোপর বীর হাতে ধনুঃশর॥
গজস্কন্ধে থাকি বীর নেহালে শ্রীরাম।
কপটে মনুষ্য-দেহ দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
চাঁচর চিকুর রামের চৌরস কপাল।
প্রসন্ন-শরীর বীর পরম দয়াল॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর।
ভুবনমোহন রূপ শ্যামল সুন্দর॥
রামের হাতের ধনু বিচিত্র-গঠন।
সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ॥
নারায়ণ-রূপ দেখে রাবণকুমার।
নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু-অবতার॥
হাতের ধনুকখান ভূমেতে ফেলায়ে।
গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে॥
ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥
প্রণমামি রামচন্দ্র সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু-অবতার॥
আদি ও অনাদি তুমি পুরুষ-প্রধান।
নাশিতে অজয় অরি শমন-সমান॥
পুরুষ প্রকৃতি তুমি, তুমি চরাচর।
তোমার একাংশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর॥
অনাথের নাথ তুমি সংসার-তারণ।
সুরাসুর তুমি, সৃষ্টি-সংহার-কারণ॥
বহু স্তুতি করি বলে রাবণনন্দন।
অনুক্ষণ জপে ধ্যানে দেব-ত্রিলোচন॥
সাম ঋক্ যজু অথর্ব্ব তোমা হইতে।
অসীম মহিমা গুণ নারি সীমা দিতে॥
হেন পাদপদ্ম হেরিলাম অনায়াসে।
পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে॥
তব পাদপদ্মে যেবা নাহি মাগে বর।
বৃথায় জীবন তার অবনী-ভিতর॥
আপনি করেছ আজ্ঞা না হয় খণ্ডন।
ও-পদ স্মরণে হয় পাপ-বিমোচন॥
এ ভব-সংসার দেখি অকূল-পাথার।
রামনাম-তরণী করিয়ে হব পার॥
তুমি নারায়ণ ধর্ম্ম ব্রহ্ম-সনাতন।
রাক্ষস-বিনাশকারী ভুবনমোহন॥
উৎপত্তি প্রলয় তুমি চিন্তনীয় ধন।
তোমারে চিনিতে প্রভু পারে কোন্ জন॥
অধম রাক্ষস আমি বড়ই পাপিষ্ঠ।
এ দুঃখে তারিতে প্রভু তুমি মহা ইষ্ট॥

চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার।
বৈষ্ণবাস্ত্রেতে আমায় কর হে সংহার॥
এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন।
রণ ত্যজি রঘুনাথ বসিল তখন॥
রাম বলে দেখিলাম তব ব্যবহার।
তোমা বধ করা নহে উচিত আমার॥
যাউক জানকী মোর রাজ্য যাক্ বয়ে।
পুনঃ বনে যাই আমি তোমা লঙ্কা দিয়ে॥
বীরবাহু বলে যে গোসাঁই পরিহার।
তুমি যারে দয়া কর লঙ্কা কোন্ ছার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভু তোমার শরীরে।
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরী দিয়ে ভাণ্ডিবে আমারে॥
হেন সাধ রঘুনাথ না করিহ মনে।
ভুলাবে আমারে শুধু কথার ছলনে॥
এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন।
মনে মনে ভাবে পুনঃ আপন মরণ॥
তুমি না মারিলে মোর না হবে উদ্ধার।
দয়া করে করহ ইহার প্রতিকার॥
রণ করে মরি যদি প্রভু তব বাণে।
বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে বৈকুণ্ঠভুবনে॥
যাহা লাগি মুনি ঋষি নানা তীর্থে ফিরে।
যাহা লাগি সাধুজন নানা যজ্ঞ করে॥
অনায়াসে পাব আমি হেন গুণনিধি।
বিনা জাতি-ব্যবহারে না হবে সে বিধি॥
এতেক ভাবিয়া মনে রাবণকুমার।
এক লাফ দিয়ে উঠে গজে আপনার॥
প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে।
দৃঢ়মুষ্টি অস্ত্র লয়ে বিন্ধে রঘুবীরে॥
হেদে রে তপস্বী বেটা ভণ্ড বনচারী।
মরণ এড়াতে চাহ করে ভারিভুরি॥
কালসর্প সম অস্ত্র দেখহ সর্ব্বথা।
লব শোধ যত দুঃখ পায় মম পিতা॥

মম ইষ্টদেবে আমি করেছি স্তবন।
তুমি মনে করেছ আপনি নারায়ণ॥
বীরবাহু কৈল যদি দুরক্ষর বাণী।
ক্রোধেতে হইলা রাম জ্বলন্ত আগুনি॥
সত্ত্বগুণে তমোগুণে বড়ই দারুণ।
ক্রোধেতে হইলা রাম জ্বলন্ত আগুন॥
মার মার বলি রাম জুড়িলেন বাণ।
হাসিয়া ধনুক ধরে রাবণসন্তান॥
দুইজনে লাগিল বাণের হানাহানি।
উঠিল আকাশে বাণ-শব্দ ঠনঠনি॥
বাণে বাণে কাটাকাটি জ্বলিল আগুনি।
স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে অসম্ভব গণি॥
দূরে থাকি দেখে কপি উভয়ের রণ।
বাণের বিষম শব্দ ভেদিল গগন॥
দুইজনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে।
দুজনার উপরেতে দুইজন হানে॥
অগ্নিবাণ বীরবাহু জুড়িল ধনুকে।
বজ্রসম আসে বাণ রামের সম্মুখে॥
অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি-অবতার।
বরুণ বাণেতে রাম করেন সংহার॥
মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ।
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজ্রের সমান॥
শরাঘাতে শোণিতে ভাসিলা রঘুনাথ।
পড়িলা ভূমিতে যেন হয়ে সূর্য্যপাত॥
পড়িলেন রামচন্দ্র সর্ব্বজন দেখে।
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে॥
ব্যথা সম্বরিয়া রাম জুড়িলেন বাণ।
কাটিতে চাহেন বীরবাহু-ধনুখান॥
তীক্ষ্ণবাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে।
ধনুকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে একভিতে॥
বীরবাহু বলে অবধান রঘুনাথ।
আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত॥

তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা।
চৌদ্দহাজার নারী তার বিভা কৈল কেটা॥
পরম পাতকী বেটা লঙ্কা-অধিকারী।
জন্মাবধি চুরি করে আনে পরনারী॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি।
তার বধূ হরিয়া আনিল পাপমতি॥
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম দেখ যত নিশাচর।
খাইয়া মানুষ গরু পূরয়ে উদর॥
এত দিনে লঙ্কাপুরে পাপ হৈল পূর্ণ।
পাঠাইব যমালয়ে করি দর্প চূর্ণ॥
এতেক বলিয়া রাম পূরয়ে সন্ধান।
মারিলা রাক্ষসগণে শত শত বাণ॥
নিবারি রামের বাণ বীরবাহু বীর।
শত শত বাণে বিন্ধে রামের শরীর॥
বাণে বাণে কাটাকাটি করে দুইজন।
অগ্নিময় বাণ মারে রাবণনন্দন॥
বাণের মুখেতে অগ্নি পর্ব্বত-প্রমাণ।
বীরবাহু-বাণে রাম হইলা অজ্ঞান॥
সম্মুখ-যুদ্ধেতে রাম হইলা মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া বানরগণ অতীব চিন্তিত॥
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস বিভীষণ।
শ্রীরামের ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে রণ॥
পঞ্চবাণ বিভীষণ জুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে॥
বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ।
ফাঁফর হইল ডরে রাবণনন্দন॥
বাণে ভীত বীরবাহু চাহে চারিভিতে।
রাম মূর্চ্ছা কেবা বাণ মারে আচম্বিতে॥
হেনকালে দেখে বীর খুড়া বিভীষণ।
বীরবাহু বলে খুড়া সার্থক জীবন॥
বংশচূড়ামণি তুমি আছ একজন।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত বুদ্ধে বিচক্ষণ॥

কুলে একজনে হলে বিষ্ণুতে ভকতি।
সকল পুরুষ তার পায় দিব্য গতি॥
পরম পুরুষ রাম ব্রহ্ম সনাতন।
সকল ত্যজিলা তুমি রামের কারণ॥
তোমার চরণে খুড়া করি দণ্ডবৎ।
আশীর্ব্বাদ কর যেন পূরে মনোরথ॥
বিভীষণ বলে বাছা তুমি ভাগ্যবান।
তোমার চরিত্র কভু না যায় বাখান॥
এইরূপে দুইজনে কথোপকথন।
হেনকালে রঘুনাথ পাইলা চেতন॥
পুনরপি সংগ্রাম বাজিল দুইজনে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে॥
দুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা।
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা॥
অমর্ত্ত সমর্থ বাণ বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল অগ্নিজাল বাণ কালানল॥
বরুণমুখ উল্কামুখ অতি খরশান।
গ্রহাদি নক্ষত্র রুদ্র জ্যোতির্ম্ময় বাণ॥
শিলীমুখ সূচীমুখ ঘোর-দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
রিপুহন্তা বিশ্বহন্তা বিপক্ষসংহার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার॥
কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কণিকার।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল বাণ শতধার॥
গরুড় অসুরমুখ হংসমুখ বাণ।
ধূম্রমুখ কূর্ম্মমুখ শমন সমান॥
নীল হরিত লাল বাণ বিকটদশন।
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহাপদ্মাসন॥
ভয়ঙ্কর দুষ্কর কামিনীমনোহর।
পাশুপাত হয়গ্রীব দেখিতে সুন্দর॥
কুবের পবন অস্ত্র অতি খরশান।
নবঘন উল্কা বাণ কে করে বাখান॥

শোষক অশোক বাণ অঙ্গ যে বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বিহ্বলমাতঙ্গ॥
বিকট সঙ্কট বাণ সার্থকি পথিক।
মাল্যবান হীরাবন্ত শারঙ্গ ঐষিক॥
গজাঙ্কুশ শিলাচূর্ণ গভীর গরজে।
যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্টা বাজে॥
এত বাণ দুইজনে করে অবতার।
সব লঙ্কাপুরী হৈল বাণে অন্ধকার॥
জিনিতে না পারে কেহ সমান দুজন।
দুজনের মহাযুদ্ধ না যায় লিখন॥
ব্রহ্মার নিকটে পেয়েছিল পূর্ব্বে বাণ।
সেই বাণ বীরবাহু পূরিল সন্ধান॥
মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
মহাতেজে আসে বাণ রামের উপর॥
বিপরীত ব্রহ্ম-অস্ত্র দেখিয়া সম্মুখে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র রঘুনাথ জুড়িলা ধনুকে॥
শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষসের শরে।
দেখিয়া যে রঘুনাথ ভাবিলা অন্তরে॥
রাক্ষসের বাণের মুখেতে অগ্নি জ্বলে।
দেখিয়া ত পুরন্দর পবনেরে বলে॥
শরভঙ্গ-মুনি-স্থানে পাইলা যে শর।
সেই বাণ রাক্ষসেরে মারুন রঘুবর॥
এত যদি পুরন্দর কহে পবনেরে।
পবন গোপনে গিয়া কহে রঘুবরে॥
যে বাণ পাইলে রাম শরভঙ্গ-স্থানে।
বীরবাহু-ব্রহ্ম-অস্ত্র কাট সেই বাণে॥
এত বলি পবন পলায় উভরড়ে।
সেই বাণ তখন রামের মনে পড়ে॥
তূণ হৈতে সেই অস্ত্র ল'য়ে শীঘ্রগতি।
মন্ত্র পড়ি ধনুকে জুড়িলা রঘুপতি॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ জুড়িলা ধনুকে।
ব্রহ্ম-অগ্নি প্রজ্বলিত হৈল অস্ত্রমুখে॥
কোপে কম্পমান ছাড়ে বাণ দাশরথি।
বাণের প্রতাপে মহাকম্প বসুমতী॥
শ্রীরাম এড়িল বাণ বায়ুবেগে চলে।
রাক্ষসের ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটে অবহেলে॥
পুনঃ শ্রীরামের বাণ গৰ্জ্জিয়া উঠিল।
কাটিয়া গজেন্দ্র-মুণ্ড ভূতলে পড়িল॥
গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত পড়িল যেন ধরণী-উপর॥
এক ঠাঁই স্কন্ধ পড়ে মুণ্ড আর ভিতে।
লাফ দিয়া বীরবাহু দাণ্ডায় ভূমিতে॥
কোপমনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চবাণ।
বীরবাহু-ধনুক করেন খান খান॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনাথ।
কহিতেছে বীরবাহু জোড় করি হাত॥
জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু-অবতার।
অগতির গতি তুমি সংসারের সার॥
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন॥
বীরবাহু কহিলেক করুণা-বচন।
মনে বিষাদিত হৈলা কমললোচন॥
বীরবাহু না মারিলে না মরে রাবণ।
এতেক ভাবিয়া রাম বিষণ্নবদন॥
দুর্জ্জয় বৈষ্ণব-অস্ত্র ধনুকেতে জুড়ি।
আকর্ণ পূরিয়া গুণ বাণ দেন ছাড়ি॥
মহাবেগে যায় অস্ত্র শব্দ বিপর্য্যয়।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-লোকেতে লাগে ভয়॥
চলিল বৈষ্ণব-অস্ত্র বিষ্ণু-অবতার।
রামের বাণেতে দীপ্ত হইল সংসার॥
অব্যর্থ বৈষ্ণব-বাণ কি কহিব কথা।
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুমাথা॥
ভূমেতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।
বিভীষণ দিল মুণ্ড রামপদতলে॥

বিষ্ণু-অস্ত্রে পড়ি বীরবাহু মুক্ত হয়।
রামের চরণে লাগে হয়ে জ্যোতির্ম্ময় ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনুমান বিভীষণ।
চারিজন দেখয়ে, না দেখে কোন জন ॥
রণ জিনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে কোলাকুলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় বলি ॥
বানর-কটক বলে করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আসে মোসবার ভার ॥
হাসিয়া চাহেন রাম বিভীষণ-পানে।
এইমত বীর আর আছে কত জনে ॥
বিভীষণ বলে প্রভু বীর নাহি আর।
রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ রাবণকুমার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী।
লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধাপতি ॥

—

ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন ও মায়াসীতা বধ এবং ইন্দ্রজিতের পতন

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
বীরবাহু পড়ে বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥
শোকের উপরে শোক হইল তখন।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর।
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর ॥
কুম্ভকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর।
নর-বানরের বাণে ত্যজিল শরীর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিনু ত্রিভুবন।
নর-বানরের হাতে সংশয়-জীবন ॥
একে একে পাঠালাম যত যত বীরে।
সংগ্রামেতে গেল আর না আইল ফিরে ॥
মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন।
মহোদর মহাপাশ যত যত জন ॥
ত্রিভুবন জিনিয়াছি সে সব সহায়ে।
কোথা গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ আদি আর।
আশঙ্কাতে না আসিত লঙ্কাতে আমার ॥
এখন বানর-নরে দর্প করে চূর্ণ।
কোথা বীর মহোদর ভাই কুম্ভকর্ণ ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥
বাপের অবস্থা দেখে হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর ॥
মেঘনাদ বলে পিতা ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নর-বানরের রণে ॥
লুকাইয়া থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে ॥
রাবণ বলে যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত।
আরবার যাহ পুনঃ রণে ইন্দ্রজিত ॥
বড় বড় বীর যায় বড় ভাবি মনে।
ফিরিয়া না আসে কেহ রাম-দরশনে ॥
যত বার তুমি যাহ যুঝিবার তরে।
সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে ॥
রাম-লক্ষ্মণেরে বেন্ধেছিলে নাগপাশে।
মরিয়া জীয়ন্ত হৈল গরুড়-নিশ্বাসে ॥
দশদিক চাপি কৈলে বাণ বরিষণ।
বানর-কটক মরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
ভাগ্যে ভৃত্য ছিল তার কপি হনুমান।
ঔষধ আনিয়া সবার দিল প্রাণদান ॥
তোমার সংগ্রামে কার নাহিক নিস্তার।
এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর ॥
আরবার গিয়া আজি রণে দেহ হানা।
বাহুড়িয়া যেন নাহি ফিরে একজনা ॥
বাপের বচনে মেঘনাদ সচিন্তিত।
জোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিত ॥

বারে বারে মারিলাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন॥
মরিয়া না মরে রাম এ কি চমৎকার।
কেমনে এমন রিপু করিব সংহার॥
মেঘনাদ-কথা শুনি কহিছে রাবণ।
আগেতে মারহ পুত্র পবননন্দন॥
সেই বেটা দেয় সবাকারে প্রাণদান।
আর কে বাঁচাবে বল মৈলে হনুমান॥
আগে যদি তুমি তারে করিতে নিধন।
তবে আর ঔষধ আনিত কোন্ জন॥
পিতৃ-আজ্ঞা মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না পারে।
কটক লইয়া তবে নড়ে যুঝিবারে॥
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত।
অসংখ্য কটক ঠাট চলিল ত্বরিত॥
যাত্রা করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে॥
মাতা সম্ভাষিতে গেলে হইবে বিরোধ।
যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অনুরোধ॥
সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে।
কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে॥
উদ্দেশে মায়ের পদে করি নমস্কার।
ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার॥
যজ্ঞস্থানে চলিল তোমার ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞের সামগ্রী সবে আনিল ত্বরিত॥
রক্তপাট ভারেভার সুরক্ত চন্দন।
রক্ত-পুষ্পমাল্য আর আরক্ত বসন॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কালো ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস॥
শরপত্র বিধিমতে করিল বিছানি।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞ-স্থলে জ্বালিল আগুনি॥
খরশান খড়্গো ছাগ কাটি শীঘ্রগতি।
অগ্নি সন্তর্পণ করি দিতেছে আহুতি॥
আতপ তণ্ডুল যব রাশি রাশি আনে।
ঘৃতের আহুতি সহ দিতেছে আগুনে॥
রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ডুবাইয়া ঘৃতে।
দশ হাজারি বিপ্র বেদ পড়ে চারিভিতে॥
অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গর্জ্জন।
সে অগ্নির তেজ গিয়া ঠেকিল গগন॥
দক্ষিণ দিকেতে গেল আগুনের শিখা।
মূর্ত্তিমান হয়ে অগ্নি আসি দিল দেখা॥
সাক্ষাৎ হইয়া অগ্নি রহে বিদ্যমান।
রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লয় তার দান॥
অগ্নি বলে নিত্য পূজা কর কি কারণে।
কত বর আমি তোমা দিব রাত্রিদিনে॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, মোরে দেহ এই বর।
রামসৈন্যে মারিয়া পাঠাব যমঘর॥
অগ্নি বলে হেন বর চাহ অকারণ।
কেমনে মারিবে রামে তিনি নারায়ণ॥
স্বয়ং বিষ্ণু জন্মিলেন রাম-অবতার।
রাবণেরে সবংশেতে করিতে সংহার॥
মনুষ্য নহেন রাম স্বয়ং নারায়ণ।
অনুক্ষণ চাহি আমি তাঁহার চরণ॥
রামেরে মারিতে বর কেবা পারে দিতে।
আর যজ্ঞে আমারে না পাইবে দেখিতে॥
যখন মারিছ তাঁরে বাঁচেন তখন।
এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন॥
শুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ॥
অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ।
ইন্দ্রজিৎ রণে গিয়া করিল প্রবেশ॥
রথ সঞ্চারিয়া যায় উপর-গগন।
পশ্চিম দ্বারেতে যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
একেবারে জুড়িল সাতাইশ লক্ষ শর।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল যতেক বানর॥

ঝঞ্ঝনার শব্দবৎ বাণ-শব্দ শুনি।
ইন্দ্রজিৎ বলি সবে করে কানাকানি॥
বানর-কটক বলে শুন রঘুনাথ।
এড়ান না যাবে আজি ইন্দ্রজিৎ-হাত॥
রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়, কর রাক্ষস-সংহার।
পৃথিবীতে যেন নাহি থাকে এ সঞ্চার॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই নির্ব্বোধ লক্ষ্মণ।
কোন্ অপরাধে বধি সবার জীবন॥
কোন্ দোষ করিল লঙ্কার যত নারী।
অপরাধ একের, অন্যেরে কেন মারি॥
শুন ভাই আমার অস্ত্রের এই পণ।
মারিবে রাক্ষসগণে বিনা বিভীষণ॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে।
শোভিছে মুকুট ইন্দ্রজিতের মস্তকে॥
লক্ষ্মণ বলেন মেঘে যুঝে ইন্দ্রজিত।
মেঘ-সনে বেটারে বিন্ধহ অলক্ষিত॥
শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ দেখে দেবগণ।
কি জানি সংহারি পাছে দেবের জীবন॥
উভয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে।
লঙ্কা-মধ্যে যজ্ঞস্থানে প্রবেশিল ত্রাসে॥
বসিয়া লঙ্কার মধ্যে যুক্তি করি সার।
বিদ্যুৎজিহ্ব নিশাচরে কহে বার বার॥
শুন বলি বিদ্যুৎজিহ্ব নানা মায়াধারী।
মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী॥
জনকনন্দিনী যে-প্রকার রূপ ধরে।
সেইরূপ সীতা নির্ম্মাইয়া দেহ মোরে॥
মায়াসীতা কাটি আজি রামের গোচর।
পত্নীশোকে মরিবেক রাম ধনুর্দ্ধর॥
অনায়াসে হইবেক রামের মরণ।
রামের মরণে মরিবেক সে লক্ষ্মণ॥
পলাইবে সুগ্রীব সে গণিয়া প্রমাদ।
বিনাযুদ্ধে রাম-সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ॥
অনুজ্ঞা পাইবামাত্র প্রফুল্ল-হৃদয়।
মায়াসীতা নির্ম্মাইতে করিল নিশ্চয়
সীতার যেমন রূপ, যেমন আকার।
বিদ্যুৎজিহ্ব সেইমত রচিল তাহার॥
মায়াসীতা গড়িলেক মায়ার আকার।
মন্ত্র পড়ি করে তার জীবন-সঞ্চার॥
বিদ্যুৎজিহ্ব সে সীতারে পড়ায় তখন।
শ্রীরাম তোমার স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ॥
দশরথ শ্বশুর, জনক তব বাপ।
রাবণ আনিল তোমা পেয়ে বড় তাপ॥
ইন্দ্রজিৎ রথে তোমায় তুলিবে যখন।
রাম রাম শব্দে তুমি করিহ রোদন॥
মায়াসীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর।
শিরোপা বিদ্যুৎজিহ্ব পাইল বিস্তর॥
তাড় বালা পাইল কত মাণিক্য রতন।
পঞ্চশব্দ বাদ্য পাইল অনেক বাজন॥
মায়াসীতা তুলিয়া রথের এক ভিতে।
পশ্চিম দ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে॥
অশ্ববারি মারে মায়াসীতার শরীরে।
অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে॥
মরি মরি বলি সীতা কান্দে উতরোলে।
হাতে খাণ্ডা ইন্দ্রজিৎ সীতার ধরে চুলে॥
দেখি হনুমান বীর ধায় উভরড়ে।
দুই চক্ষে মারুতির বারিধারা পড়ে॥
ইন্দ্রজিৎ-রথে সীতা হনুমান দেখে।
বৃক্ষহাতে রহে তার বাক্য নাহি মুখে॥
এক হস্তে ধরিয়াছে বৃক্ষ ও পাথর।
আর হাতে আঁখি-জল সম্বরে বানর॥
ডাক দিয়া কহে হনু মেঘনাদ-তরে।
পাপেতে ডুবিলি বেটা নরক-ভিতরে॥

স্ত্রীবধ দুষ্কর বড় পরম পাতক।
অনেক দিবস বেটা ভুঞ্জিবি নরক॥
অঙ্গে মাংসহীন সীতা অস্থিচর্ম্ম সার।
এ নারী কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রজিৎ বলে, তুই পশু দুরাচার।
কেমনে জানিবি বেটা ধর্ম্মের বিচার॥
স্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী।
শাস্ত্রমতে কাটিবারে পারি হেন নারী॥
আগে সীতা কাটি পাছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ॥
ইন্দ্রজিৎ ঘেরিতে ধাইল কপিগণে।
আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিৎ-বাণে॥
ইন্দ্রজিতে মারি সীতা কেড়ে লৈতে চাহে।
যম সম ইন্দ্রজিৎ সামান্য ত নহে॥
আগু হৈতে নাহি পারে পবননন্দন।
মায়া করি মায়াসীতা জুড়িল ক্রন্দন॥
হাহা প্রভু রঘুনাথ, দেবর লক্ষ্মণ।
এ সময়ে একবার দেহ দরশন॥
রাজার নন্দিনী আমি, রামের বনিতে।
বিপাকে হারানু প্রাণ রাক্ষসের হাতে॥
কোথায় জনক-ঋষি জনক আমার।
বিপাকে মরিনু আসি সমুদ্রের পার॥
কৌশল্যা শাশুড়ী শোকে ভাসে অশ্রুজলে।
না করিনু তাঁর সেবা আসিবার কালে॥
সেই অপরাধে বুঝি হল এ দুর্গতি।
রাক্ষসেতে বধে প্রাণ রাখ রঘুপতি॥
রক্ষা কর হনুমান পবননন্দন।
এত বলি মায়াসীতা করেন ক্রন্দন॥
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিৎ খড়্গ ল'য়ে হাতে।
তুলিয়া মারিল মায়াসীতার অঙ্গেতে॥
ব্রাহ্মণের গলেতে যেমন থাকে পৈতা।
সেই মত করিয়া কাটিল মায়াসীতা॥

দুইখান হ'য়ে সীতা পড়ে ভূমিতলে।
পলায় বানরগণ আউদর চুলে॥
হনুমান বলে কপি রণে হও স্থির।
ভূমিতে লোটায় যেন ইন্দ্রজিৎ-শির॥
সীতারে কাটিয়া হর্ষে ইন্দ্রজিৎ নাচে।
ইন্দ্রজিৎ মরিলে সকল দুঃখ ঘুচে॥
হনুমান-বাক্যে ফিরে সকল বানর।
লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর॥
অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গাছ।
বড় বড় রাক্ষস পড়িল বাছে বাছ॥
বানরের যুদ্ধে প্রাণ পেয়ে ইন্দ্রজিৎ।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া উত্তরে ত্বরিত॥
হনুমান কহিতেছে সকল বানরে।
সীতাদেবী কাটা গেল যুঝি কার তরে॥
শ্রীরামের স্থানে মোরা কহি গিয়া সবে।
শ্রীরামের যেই আজ্ঞা সেইমত হবে॥
শ্রীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ।
জাম্বুবানে কহিছেন রাজীবলোচন॥
যুদ্ধ করে হনুমান মহাশব্দ শুনি।
রণে ভাল মন্দ কিবা কিছু নাহি জানি॥
তুমি যাহ আপনার সৈন্যগণ লয়ে।
হনুর সৈন্যেতে থাক অনুবল হয়ে॥
তব বিদ্যমানে যদি হনু-সৈন্য ভাগে।
তার ভাল মন্দ দায় তোমারে সে লাগে॥
আজ্ঞামাত্র জাম্বুবান চলে ততক্ষণ।
পথে হনুমান সঙ্গে হৈল দরশন॥
হনুমান বলে, কেন যুঝিতে গমন।
সীতাদেবী কাটা গেল, কি করিবে রণ॥
আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর।
সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর॥
সৈন্যসহ দুই জনে গেল রাম-স্থান।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হনুমান॥

হনুমান বলে প্রভু কর অবধান।
ইন্দ্রজিৎ কাটে সীতা সবা-বিদ্যমান॥
শুনি তাহা রঘুনাথ হইল মূর্চ্ছিত।
জলের কলস কপি জোগায় ত্বরিত॥
নির্ম্মল উৎপলজল গন্ধে সুবাসিত।
শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত॥
স্পন্দহীন বিষণ্ণ শ্রীরাম অচেতন।
বিলাপ করেন আর কহেন লক্ষ্মণ॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম্মনিকেতন।
ধর্ম্ম লাগি রাজ্যত্যাগী বাকল-বসন॥
ফল-মূলাহারী শিরে জটাজূটধারী।
স্ত্রী লাগিয়া দুঃখ পাও যেমন সংসারী॥
রাজভোগে থাকিতেন দিব্য সিংহাসনে।
দুষ্ট দশানন সীতা দেখিত কেমনে॥
আপনার দোষেতে হইলা দেশান্তরী।
জন্মমত হারাইলা সীতা হেন নারী॥
পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক।
বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক॥
স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা, কেহ কার নয়।
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয়॥
সংসার অসার ভাই কপটের মেলা।
সুতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা॥
বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ।
জ্ঞানী লোক তাহে কিছু না করে বিষাদ॥
স্ত্রী-শোকেতে প্রভু কেন হয়েছ কাতর।
মহাজন সম্বরে সে বিপদসাগর॥
তোমার কিসের ভার্য্যা কেবা বাপ ভাই।
তোমার সমান নাই জগতে গোসাঞি॥
সকলের প্রাণ তুমি, সব তব ছায়া।
তোমা ছাড়া কেহ নহে সব তব মায়া॥
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার।
স্ত্রী লাগিয়া অচেতন এ কি ব্যবহার॥
মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুলপুরোহিত।
স্বর্গবাসে গেলা তিনি শরীর সহিত॥
স্বর্গে গিয়া কাতর যে দারা-পুত্রশোকে।
স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আইল মর্ত্ত্যলোকে॥
তপস্যা করিয়া ইন্দ্র হৈল দেবরাজ।
শোকেতে কাতর হও কিছু নহে কাজ॥
শ্রীরাম বলেন কিবা বুঝাও লক্ষ্মণ।
ভার্য্যাশোক নহে ভাই কভু বিস্মরণ॥
স্ত্রী-পুরুষে দোঁহে জন্মে এ ছার সংসারে।
স্ত্রী হইতে পুত্র হয় বাড়ে পরিবারে॥
ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক।
সবা হৈতে ভাই রে ভার্য্যার বড় শোক॥
দেশে দেশে পাই তাই কামিনী অশেষ।
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ বিশেষ॥
স্ত্রী বিনা পুরুষ সুখী কোথাও না শুনি।
স্ত্রীলোকে এড়ায় যেই সে পরম জ্ঞানী॥
রাজ্যহীন পিতৃহীন হারাইনু নারী।
সে সব পাসরি, নারী পাসরিতে নারি॥
সীতা না দেখিলে আমি না পারি রহিতে।
সীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে॥
হইলেন কান্দিয়া শ্রীরাম অচেতন।
রামের ক্রন্দন শুনি এল বিভীষণ॥
সকলেকে শোকাকুল দেখে উড়ে প্রাণ।
বিভীষণ কহে বার্ত্তা কহ হনুমান॥
রামের কোমল অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
কাতর হইয়া কেন কান্দিছে বানর॥
শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ।
সীতারে কেটেছে আজি রাবণনন্দন॥
যত পরিশ্রম সব হল অকারণ।
বৃথা কেন করিলাম সাগর বন্ধন॥
বিমাতা হইয়া বৈরী পাঠাইল বনে।
হারালাম প্রাণের জানকী এত দিনে॥

কাননে চলিয়ে যেত জানকী আমার।
ফিরে চেয়ে দেখিতাম তিলে শতবার॥
ননীর পুত্তলী সীতা আতসে মিলায়।
চলে যেতে কুশাঙ্কুর ফোটে পাছে পায়॥
চম্পকবরণী সীতা রাজার তুহিতে।
স্বামী হয়ে সঁপিলাম রাক্ষসের হাতে॥
মায়ামৃগ ধরিবারে কেন গেনু বনে।
কারে বিলাইয়া দিনু সীতা হেন ধনে॥
তুষ্ট ইন্দ্রজিৎ যবে কাটিল জানকী।
জানি না, কান্দিলা কত সীতা শশিমুখী॥
সীতার বিহনে প্রাণ ত্যজিব এখন।
অযোধ্যাতে ফিরে যাহ প্রাণের লক্ষ্মণ॥
বিভীষণ বলে রাম না কর ক্রন্দন।
সীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোন্ জন॥
রাম বলে দেখিয়াছে পবননন্দন।
বিভীষণ বলে হনু পশুতে গণন॥
বনজন্তু বানর সে বুদ্ধি নাই ঘটে।
মহালক্ষ্মী মা-জানকী কার সাধ্য কাটে॥
আর এক কথা কহি শুন রঘুমণি।
পরমাসুন্দরী সীতা ভুবনমোহিনী॥
মজাইল লঙ্কাপুরী জানকীর তরে।
তবু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে॥
সীতারে রেখেছে লয়ে অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিতার সাধ্য কি সীতাদেবী আনে॥
কিঙ্করী হাজার দশ সীতা আছে ঘেরে।
অন্য পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে॥
সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে।
ইন্দ্রজিৎ হেন সীতা পাইবে কেমনে॥
মায়াসীতা কাটি বেটা কৈল তুই খান।
সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান॥
প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায়।
হনুমান গিয়া দেখে আসুক সীতায়॥
এতেক শুনিয়া তবে হৈল হরষিত।
অশোকের বনে হনুমান উপনীত॥
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী।
রঘুনাথে সমাচার হনু দিল আসি॥
কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিলেক এনে॥
বিভীষণে কোল দিলা রাম রঘুবর।
রামজয় ধ্বনি করে সকল বানর॥
শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ।
কেমনে ইন্দ্রজিতার হইবে পতন॥
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
সামান্যেতে ইন্দ্রজিৎ না হবে পতন॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে তুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কার সাধ্য জিনে॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভঙ্গ করিবে যে জন॥
ইন্দ্রজিতা সংগ্রামে মরিবে তার হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে॥
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ।
এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ কর ভঙ্গ॥
রাম বলেন বিভীষণ ধর্ম্মে তব মতি।
কি কথা কহিলে নাহি করি অবগতি॥
বুঝাইয়া কহে তবে মৈত্র বিভীষণ।
মেঘনাদে ব্রহ্মা বর দিলেন যখন॥
মেঘনাদ আমি আর রাজা দশানন।
তিন জন ছিলাম, না ছিল অন্য জন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, মেঘনাদ মাগ বর।
মেঘনাদ বলে, চাহি হইতে অমর॥
বিধি কন, মেঘনাদ সে বড় প্রমাদ।
বাঞ্ছা মত অন্য বর মাগ মেঘনাদ॥

মেঘনাদ বলে যদি হইলে সদয়।
মনোমত বর তবে দেহ মহাশয়॥
যজ্ঞ করে যেই দিন যাইব যুঝিতে।
হইব সংসারজয়ী তোমার বরেতে॥
শত্রুরে মারিব বাণ মেঘ আড়ে থেকে।
আমি যারে মারিব সে আমারে না দেখে॥
ব্রহ্মা বলে চাহিলে যা দিনু সেই বর।
যুঝিবে লুকায়ে থেকে মেঘের ভিতর॥
যজ্ঞ করে যেদিন যাইবে যুঝিবারে।
সেদিন নারিবে কেহ জিনিতে তোমারে॥
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোমার করিবে যে জন।
মরিবে তাহার হাতে না যায় খণ্ডন॥
মেঘনাদে মারিবারে সন্ধি আমি জানি।
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি॥
মায়াসীতা কাটিয়া দুরন্ত নিশাচর।
যজ্ঞপূর্ণ দিতে গেল লঙ্কার ভিতর॥
বানর-কটক লয়ে যজ্ঞভঙ্গ করে।
এখনি মারিব গিয়া রাবণকুমারে॥
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত।
যজ্ঞভঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিত॥
শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ॥
একে ইন্দ্রজিৎ সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর॥
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর।
মনোদুঃখে ফলাহারে শীর্ণ কলেবর॥
কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ-সনে॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি ভাব কি কারণ।
শত ইন্দ্রজিৎ-বল ধরেন লক্ষ্মণ॥
তাহাতে সপক্ষ আছে যত কপিগণ।
মুহূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিৎ হইবে নিধন॥
লক্ষ্মণের শক্তি আমি জানি ভালমতে।
যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে॥
রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কুড়ি হাতে না পারিল নাড়িতে রাবণ॥
লক্ষ্মণের যত শক্তি আমি তাহা জানি।
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ বীরে পাঠাও আপনি॥
মরেছে সকল বীর ওই বেটা আছে।
ইন্দ্রজিতে মারিয়ে রাবণ মারি পিছে॥
এক জনে দুই জন মারা হবে ভার।
দুজনে দুজনা মার এই যুক্তি সার॥
ইন্দ্রজিৎ মারিলে রাবণ রাজা জিনি।
সাগর তরিলে যেন গোষ্পদের পানি॥
অষ্ট কপি সঙ্গে দেহ বলে বিভীষণ।
গয় আর গবাক্ষাদি শ্রীগন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেহ বানর সম্পাতি।
নল নীল চলিল প্রধান সেনাপতি॥
গড়মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে।
বিভীষণ-হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি শুন দিয়া মন।
লক্ষ্মণের ভার মম লাগে অনুক্ষণ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই দাণ্ডাও মম আগে।
বিভীষণের ভাল মন্দ তোমারে যে লাগে॥
রামের চরণে বন্দি কপিগণ সঙ্গে।
বিভীষণ সহ তবে চলিলেন রঙ্গে॥
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল॥
রাক্ষসেতে দ্বার রাখে ধনুতে দিয়া চাড়া।
হনু দাণ্ডাইল লয়ে পর্ব্বতের চূড়া॥
ঘরপোড়া দেখিয়ে রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে।
ধাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে॥
পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁপর।
লক্ষ্মণের সৈন্য ঢোকে গড়ের ভিতর॥

বাণ বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বানরেতে শিলা-বৃক্ষ করে বরিষণ ॥
বানর-তাড়নেতে রাক্ষসগণ ভাগে।
হনুমান উত্তরিল ইন্দ্রজিৎ-আগে ॥
ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড-পাড়ে ॥
সম্মুখে দাণ্ডায় বীর পরম সন্ধানী।
বৃক্ষবাড়ি মারি নিভায় যজ্ঞের আগুনী ॥
হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তার করিল প্রস্রাব ॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফলফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে ॥
যজ্ঞদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারি ভিতে।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিতে ॥
মেঘবর্ণ অঙ্গ তাম্রবর্ণ দ্বিলোচন।
হনুর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
জাঠি ও ঝকড়া সে ফেলিল মহাকোপে।
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥
হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি।
দেখা দেখি আজি তোরে দিব যমপুরী ॥
না জানি ধরিতে অস্ত্র বানরের জাতি।
একারণে এত দিন তোর অব্যাহতি ॥
মল্লযুদ্ধ কর্ বেটা ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ ॥
বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
ঐ দেখ ইন্দ্রজিৎ বিন্ধে হনুমানে ॥
মেঘবর্ণ বসে আছে বটবৃক্ষতলে।
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ নামে নিকুম্ভিলে ॥
যজ্ঞ সাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বর।
আছুক অন্যের কাজ জিনে পুরন্দর ॥
রয়েছে আশ্রয় করে বটবৃক্ষতলা।
যজ্ঞ সহ উহারে মারহ এই বেলা ॥
ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ দুজনে দরশন।
সন্ধান পুরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন, বেটা শুন ইন্দ্রজিৎ।
আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত ॥
লক্ষ্মণের বাক্য ইন্দ্রজিৎ নাহি শুনে।
লক্ষ্মণে এড়িয়া তবে বলে বিভীষণে ॥
এক বংশে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সর্ব্বলোকে বলে ॥
পিতার সমান তুমি পিতৃ-সহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর ॥
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥
এত সব মারিয়াছ ক্ষান্ত নাই মনে।
দিয়াছ সন্ধান বলে আমার মরণে ॥
খাইলে রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠুর।
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর ॥
নির্গুণ সগুণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥
এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে।
কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে ॥
বানর-কটক খুড়া করহ অন্তর।
যজ্ঞপূর্ণ দিয়া আমি মেগে লই বর ॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ করিছে আঁটনি।
আজি তোমা কেটে খুড়া ঘুচাইব শনি ॥
বিভীষণ বলে বেটা বলিস্ বিপরীত।
ভালমতে জানে সবে আমার যে রীত ॥
রাক্ষস-কুলেতে জন্ম নহি কদাচার।
পরদ্রব্য না লই, না হরি পরদার ॥
চৌদ্দহাজার দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার হরে ॥
হরে আনে পরনারী তপে তপস্বিনী।
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে কামিনী ॥

কত শত মুনি ঋষি মেরে কৈল পাপ।
অন্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ ॥
ত্রিভুবন সনে তোর বাপের বিবাদ।
কতকাল সবে পাপ, পড়িল প্রমাদ ॥
সর্ব্বদা না ফলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে।
তোর বাপে ফল যে ফলিল এতকালে ॥
নিকট-মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিৎ।
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাহ এক ভিৎ ॥
অগ্নির বরেতে বেটা জিনিস্ বারে বার।
অগ্নির নিকটে বর পাবেনাক আর ॥
যজ্ঞপূর্ণ দিতে চাহ মরণের বেলা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গলা ॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
হাতে ধনু আইল লক্ষ্মণ মহাবলী ॥
লক্ষ্মণ বলেন বেটা দুষ্ট নিশাচর।
দেখ দেখি এখনি পাঠাব যমঘর ॥
মারিতে এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচাব কাটিয়া আজি তোরে ॥
পিতৃ-আগে কৈও গিয়া সংগ্রামের কথা।
আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাথা ॥
এত যদি লক্ষ্মণ তর্জ্জন করে বলে।
কুপিল যে মেঘনাদ অগ্নি হেন জ্বলে ॥
অষ্টবীর বানর উঠিয়া তার রথে।
দুর্জ্জয় বানর সব লাগিল গর্জ্জিতে ॥
সারথি সহিত রথ উলটিয়া ফেলে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ পড়ে ভূমিতলে ॥
বিরথী হইল যদি রাবণনন্দন।
হরিষ হইয়া বাণ জোড়েন লক্ষ্মণ ॥
দুজনার উপরে দুজনে বিন্ধে বাণ।
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সমান ॥
ভয় পায়ে ইন্দ্রজিৎ ভাবে মনে মন।
আপন কটকে বীর ডাকিল তখন ॥

ইন্দ্রজিৎ বলে শুন যত নিশাচর।
রথসজ্জা করি আমি আসিব সত্বর ॥
আজি নর-বানরে পাঠাব যমালয়।
ক্ষণেক থাকহ সবে, না করিহ ভয় ॥
এত বলি গোপনেতে করিল গমন।
অন্যেতে কি জানিবে, না জানে বিভীষণ ॥
মায়াতে সে রথখান করিল নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্টঘোড়া রথের যোগান ॥
গায়েতে বিচিত্র সানা, মাথায় টোপর।
হস্তে ধনু প্রবেশিল রণের ভিতর ॥
লক্ষ্মণ বলেন, বেটা মায়ার নিদান।
দেখেছিলাম এক মূর্ত্তি এবে দেখি আন ॥
মেঘনাদ-মায়া দেখি চিন্তিত লক্ষ্মণ।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে কন বিভীষণ ॥
বিভীষণ বলে তুমি না হও চিন্তিত।
এখনি মরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিত ॥
মেঘনাদ যদি ঢোকে মেঘের আড়েতে।
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে ॥
ইন্দ্রে বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে ॥
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর।
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর ॥
রণেতে প্রবেশ আগে করুক ইন্দ্রজিৎ।
মারিব উহারে বন্দী করে চারি ভিৎ ॥
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস।
হনুমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ ॥
অগ্নির কুমার নীল নানা মায়া ধরে।
সূক্ষ্মরূপে যাইয়া পাতাল রক্ষা করে ॥
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে।
জুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে ॥
গগনে পর্ব্বত হাতে রহে হনুমান।
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান ॥

বিভীষণের যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিৎ।
মেঘনাদ বেড়ি বানর মারে চারি ভিৎ॥
সম্মুখেতে বাণ-বৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিৎ পলায়ে তরাসে।
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে॥
সারথি দেখিতে পায় বীর হনুমানে।
পবনবেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে॥
লাফ দিয়া হনুমান পড়ে তার রথে।
চূর্ণ করে রথখান এক পদাঘাতে॥
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজা ফেলে চারি ভিতে।
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে॥
শূন্যে যায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হনুমান।
দুই পায়ে ধরে তারে দিল এক টান॥
অন্তরীক্ষে দুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি।
ভূমিতলে পড়ে দোঁহে করে জড়াজড়ি॥
হেঁটে ইন্দ্রজিৎ পড়ে হনু তার পরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চেপে ধরে॥
শীঘ্র এস কপিগণ ডাকে হনুমান।
সবে মেলি ইন্দ্রজিতে বধহ পরাণ॥
হনুমান-বাক্যে কপি যায় তাড়াতাড়ি।
সকল বানর মিলি আসে রড়ারড়ি॥
কুপিল যে ইন্দ্রজিৎ বলে মহাবলী।
বানরগণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি॥
বানর-উপরে বাণ করে বরিষণ।
কপিগণ পলায় সহিতে নারি রণ॥
ইন্দ্রজিৎ পলায়ে লঙ্কাতে যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে॥
বিভীষণ বলে বাছা আজি যাবি কোথা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা॥
শীঘ্র এস লক্ষ্মণ, ডাকেন বিভীষণ।
ত্বরা করি দুষ্ট বেটার বধহ জীবন॥
বিভীষণ-বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিৎ-কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
দুজনে দেখিয়া বাণ জোড়ে দুই জনে।
দুজনে পড়িল ঢাকা দুজনার বাণে॥
চারিদিকে পড়ে বাণ নাহি লেখাজোখা।
দুইজনে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা॥
অমর্ত্ত সমর্ত্ত বাণ বাণ পদ্মাসন।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল হুতাশন॥
উল্কা-বাণ বরুণ-বাণ বিদ্যুৎ খরশান।
গজেন্দ্র নক্ষত্র যোগ জ্যোতির্ম্ময় বাণ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন।
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত বাণ বিরোচন॥
দণ্ড ঐষিকাদি বাণ বাণ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তসার॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরপার্শ্ব বাণ মনোহর॥
এত বাণ দুই বীরে করে অবতার।
দশদিক লঙ্কাপুরী করে অন্ধকার॥
দুজনে বরিষে বাণ দুজনে প্রবীণ।
বাণের কুহকে নাহি জানি রাত্রিদিন॥
লক্ষ্মণ অশক্ত হইল প্রহারের ঘায়।
ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহ উপায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান॥
বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিলা সৃজন॥
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু-অবতার।
তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার॥
ইন্দ্রজিতা-মাথা কাটি পাড় ভূমিতলে।
নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক্ দেবতা সকলে॥
এত বলি ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতার উড়িল পরাণ॥

জাঠা জাঠি কত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে।
লোহার পাবড়া মারে, অস্ত্র নাহি ফিরে॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিতার মাথা কাটি করে দুই খান॥
পড়িল যে ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম-ভিতরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ॥
পড়িল মস্তক সহ মুকুট কুণ্ডল।
ইন্দ্রজিৎ-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল॥
ইন্দ্রজিৎ-কাটামুণ্ড-উপরেতে চড়ি।
কোন কপি লাথি মারে, কেহ মারে বাড়ি॥
কীল লাথি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া।
জীয়ন্তে না পারে কপি মরার উপর খাঁড়া॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিৎ-বধ গীত গান রামায়ণ॥

—

ইন্দ্রজিতের মরণে দেবগণাদির আনন্দ

যে ধরিলে ধনুর্ব্বাণ ইন্দ্র সদা কম্পমান
বীরদাপে বসুমতী ফাটে।
ত্রিভুবনে যত বীর যার বাণে নহে স্থির,
যক্ষ রক্ষ না যায় নিকটে॥
হেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ত্রিভুবনে,
মুনিগণ করে বেদধ্বনি।
পুলকিত চরাচর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর,
জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি॥
রণে মৈল ইন্দ্রজিত, সকলেতে আনন্দিত,
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুরাসুর ঋষি যতি লক্ষ্মণেরে করে স্তুতি,
সবে কৈল পুষ্প-বরিষণ॥
ইন্দ্রজিতার মরণে হরষিত দেবগণে,
বাল বৃদ্ধ সবে হৃষ্ট হয়।
কহেন লক্ষ্মণ প্রতি, করিলে যে অব্যাহতি,
ত্রিভুবনে ঘুচাইলে ভয়॥
হইল অপার সুখ, ঘুচিল মনের দুঃখ,
নিশ্চিত সকলে কুতূহল।
যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী, পাদ্য অর্ঘ্য হাতে করি,
সুরপুরে করে সুমঙ্গল॥
যতেক অমরাবতী জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
সুখে ক্রীড়া করে সুরপতি।
বেদ পড়ে বৃহস্পতি, সকলের অব্যাহতি,
নাচে দেব হরষিত অতি॥
ত্রিভুবন পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়,
নানা শিক্ষা যাহার ধনুকে।
রথখান সুশোভন, বিপক্ষে যেন শমন
ভয়ে কেহ না রহে সম্মুখে॥
করি রথ আরোহণ আইলেন দেবগণ,
লক্ষ্মণেরে কহে জোড়-হাত।
বিনাশিয়া লঙ্কেশ্বর ঘুচাহ দেবের ডর
উদ্ধার করহ রঘুনাথ॥
রাবণ হউক ক্ষয় রামের হউক জয়,
দূরে যাক দেবের তরাস।
দীন জনে কর দয়া, দেহ রাম পদছায়া,
নাচাড়ী গাহিল কৃত্তিবাস॥

—

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দ

বাণে বাণে হইলেন লক্ষ্মণ পীড়িত।
হনুমান বিভীষণ উভয় সহিত॥

দুই হাত তুলি দিয়া উভয়ের স্কন্ধে।
বহির্গত হইলেন লঙ্কার বৃহন্দে॥
পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম চিন্তিত।
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিত॥
মায়াবীর ইন্দ্রজিৎ মায়ার নিদান।
পাছে বা সে লক্ষ্মণের করে অকল্যাণ॥
এত ভাবি পথপানে চাহেন সঘনে।
হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সেস্থানে॥
বহিছে শোণিতধার লক্ষ্মণের গায়।
দেখিয়া শ্রীরাম মনে খিদ্যমান তায়॥
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন।
আইলেন ইন্দ্রজিতে বধিয়া লক্ষ্মণ॥
জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষ্মণ সরক্ত-বপু,
উপনীত রামের গোচর।
বাম করে শরাসন, ভয়ঙ্কর সে গঠন,
দক্ষিণ করেতে এক শর॥
রিপু জয় করি রঙ্গে, সংগ্রামের বেশ সঙ্গে,
আইল সকল মহাবীর।
আনন্দে প্রফুল্লকায়, রক্তধারা বহে গায়,
রণশ্রমে হইয়া অস্থির॥
শুনিয়া সংগ্রাম-জয়, হইয়া আনন্দময়,
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা।
সাগর তরিনু হেলে, কি আর গোখুর-জলে,
রাবণ বধিয়া পাব সীতা॥
যত সেনাপতি সঙ্গে সুগ্রীব নাচেন রঙ্গে,
সঙ্গেতে সকল অধিকারী।
নল নীল বালিসুত, সকলে আনন্দযুত,
কপিগণ নাচে সারি সারি॥
বৈরীকুল করি নাশ আইলাম তব পাশ,
কহে বিভীষণ গুণগ্রাম।
লক্ষ্মণ নোঙায় মাথা, কহেন সকল কথা,
শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম॥
শুনি লক্ষ্মণের বোল, শ্রীরাম দিলেন কোল,
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই।
লইয়া মস্তকঘ্রাণ, চুম্বিলা ধনুক-বাণ,
তোমা বই নাই আর ভাই॥
লক্ষ্মণ করেন স্তুতি, তুমি ত্রিদশের পতি,
ক্ষিতিতলে বিষ্ণু-অবতার!
তব যারে আশীর্ব্বাদ, জিনে কোটি মেঘনাদ,
তারে জিনে হেন সাধ্য কার॥
পশুপতি বৃহস্পতি, স্তুতি করে শচীপতি,
তাহার নাহিক যমত্রাস।
লক্ষ্মণ করিল স্তুতি, আনন্দিত রঘুপতি,
নাচাড়ী করিল কৃত্তিবাস॥

—

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে শ্রীলক্ষ্মণের অঙ্গ ক্ষত হওয়াতে সুষেণ কর্ত্তৃক ঔষধ প্রদান

শ্রীরাম বলেন হে সুষেণ বৈদ্যবর।
ফুটিয়াছে লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গেতে শর॥
বাণফলা রহিয়াছে শরীর-ভিতর।
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবর॥
মেঘনাদ মারিয়া রাখিল দেবগণ।
সীতা-উদ্ধারের মূল হইল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের অঙ্গে অস্ত্র রহিল ফুটিয়া।
মহৌষধ দেহ সব বাণ উপাড়িয়া॥
এতেক বলেন যদি কমললোচন।
ঔষধ বাহির করে সুষেণ তখন॥
একে একে বাহির করিল যত শর।
ঔষধ লেপিয়া দিল অঙ্গের উপর॥
অঙ্গেতে প্রবেশ কৈল ঔষধের ঘ্রাণ।
সুন্দর শরীর হৈল পূর্ব্বের সমান॥
মিশায়ে বাণের চিহ্ন হইল সুন্দর।
পূর্ব্বমত লক্ষ্মণের হৈল কলেবর॥

আনন্দে অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ।
সুষেণের অঙ্গেতে বুলান পদ্মহাত॥
সুষেণে বলেন রাম কি কব তোমারে।
তোমার সমান বৈদ্য নাহিক সংসারে॥
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার।
ত্রিভুবনে এই কীর্ত্তি রহিল তোমার॥
বন্দিল সুষেণ বৈদ্য রামের চরণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ণ॥

—

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রবণে রাবণ ও মন্দোদরীর বিলাপ

মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাত-সময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়॥
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর॥
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করিছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ-আগে না করে সাহস॥
পাত্র মিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়ে।
ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়ে॥
রাবণ-সম্মুখে কহে জোড় করি হাত।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ॥
লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হৈল এতদিনে।
মেঘনাদ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে॥
দূত-মুখে শুনি মেঘনাদের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিত।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥
ধরিয়া তুলিল যত পাত্র মিত্র আসি।
দশ মুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলসী॥
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
রাক্ষসকুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের হাতে॥
আমার সর্ব্বস্ব তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী॥
পর্ব্বত-কন্দর কাঁপে দেখে তোর বাণ।
একবাণে ইন্দ্র বেটা না সহিত টান॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান।
মনুষ্যের বাণে পুত্র হারাইলে প্রাণ॥
কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃশোক রহিয়াছে বুকে।
লঙ্কার রাবণ মরি তোমা পুত্র শোকে॥
ভাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
যজ্ঞ ভঙ্গ করে তব বধিল জীবন॥
যদি প্রাণ বাঁচে রাম তপস্বীর রণে।
আগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে॥
হাহা পুত্র ইন্দ্রজিৎ গেলি কোথাকারে।
সম্মুখ-সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে॥
পুত্রশোকে কান্দি রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায়॥
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক চেতন।
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দিছে রাবণ॥
কুড়ি চক্ষে বারিধারা লঙ্কা-অধিকারী।
ইন্দ্রজিৎ মৈল বার্ত্তা পায় মন্দোদরী॥
আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী॥
স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে কেহ, দেখে নেড়েচেড়ে॥
নাসিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই।
কেহ বলে বেঁচে আছে, কেহ বলে নাই॥
এলোথেলো কবরীবন্ধন কেশপাশ।
চক্ষে বহে বারিধারা, ঘন বহে শ্বাস॥
চৈতন্য পাইয়া বলে, কোথা ইন্দ্রজিত।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত॥

আমি নানা উপহারে পূজিয়া যে মহেশ্বরে,
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছুদিন ছিল সুখ, এখন ঘটিল দুঃখ,
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে॥
কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ,
কি করিবে ছত্র নব দণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ, বীরভাগ আছে যত,
তোমা বিনা সব লণ্ডভণ্ড॥
ভূমিতলে লুটাইয়া, পুত্রশোকে বিনাইয়া,
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
আজি সে মজিল লঙ্কাপুরী॥
শচী সহ শচীপতি সুখেতে করুন স্থিতি,
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জুক দিনপতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরষিত সুরবর,
লঙ্কার এ দেখিয়া দুর্গতি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে জিনিয়াছ তুমি রণে,
তব ডরে কেহ নহে স্থির।
কি কহিব বিভীষণে, শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে,
তেঁই সে বধিল রঘুবীর॥
নানা গুণে রূপে ধন্যা যক্ষ-বিদ্যাধর-কন্যা,
বিবাহ দিলাম তোমা সহ।
তারা না পাইল সুখ, ভুঞ্জিবে কতেক দুঃখ,
কত সবে পতির বিরহ॥
অদেহসম্ভবা কন্যা, রামের সুন্দরী ধন্যা,
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তাঁর বাণী,
এ লঙ্কা মজিল তাঁর শাপে॥
পুত্র যবে যজ্ঞ করে দেবগণ কাঁপে ডরে,
কোন লোক না যায় সেখানে।
হেন পুত্র মরে যার, সকল অসার তার,
হায় পুত্র কি মোর জীবনে॥
শ্রীরামের রূপ ধরি সংসারে আইল হরি,
করিতে রাক্ষসকুল নাশ।
নয় নয় সীতাপতি, হেন লয় মোর মতি,
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস॥

—

রাবণের যুদ্ধে গমন ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরী-ক্রন্দনেতে রুষিল রাবণ॥
সীতা লাগি মজিল কনক-লঙ্কাপুরী।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী॥
মায়াসীতা কেটেছিল পুত্র ইন্দ্রজিত।
সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘুচাইব ভীত॥
হাতে করি লয় রাবণ খড়্গ এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা॥
দুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ॥
সীতারে কাটিতে যায় পবনের বেগে।
রাবণের পাত্র মিত্র পিছে গিয়া লাগে॥
খড়্গ হাতে ধায় রাজা অশোকের বনে।
কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে॥
প্রবেশ করিল গিয়া আশোকের বন।
রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন॥
মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী।
সর্ব্বনাশ হয়েছে মজেছে লঙ্কাপুরী॥
তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে।
রমণী বধের পাপে পরকাল যাবে॥
এত ভাবি মন্দোদরী সম্বরে ক্রন্দন।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন॥
পাগলিনীপ্রায় রাণী ছুটে উর্দ্ধমুখে।
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে॥

একে ত রাবণ তাহে ক্রোধে কম্পমান।
রক্তবর্ণ ঘুরিতেছে বিংশতি নয়ান॥
আতঙ্কে অধীর সীতা দেখিয়া রাবণে।
কাটিবে রাবণ আজি ভাবিলেন মনে॥
পুত্রশোকে আসিতেছে করিতে ছেদন।
কোথা প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ॥
অভাগীরে দেখা দাও অশোকের বনে।
রামের মহিষী আমি কাটিছে রাবণে॥
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছি ছি মহারাজ বধ কর না হে নারী॥
রাবণ বলে মায়াসীতা কাটে ইন্দ্রজিতে।
মরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ সীতার জন্যেতে॥
সীতা এনে সর্ব্বনাশ হ'ল লঙ্কাপুরে।
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া সীতারে॥
মন্দোদরী কহিতেছে করি জোড়হাত।
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ॥
বিশ্বশ্রবা পিতা তব সংসারে পূজিত।
তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত॥
একে দেখ মজেছে কনক-লঙ্কাপুরী।
পাপেতে মজ না তাহে বধ করে নারী॥
করে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে।
ভয়ে সীতা চাহিলেন রাবণের পানে॥
রাবণ দেখিল সীতা ফিরাইল আঁখি।
রাবণ ভাবয়ে, সীতা দিলেক কটাক্ষি॥
ভরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতরে।
সিংহাসন ত্যজি বৈসে ভূমির উপরে॥
অভিমানভরে ভাবে লঙ্কা-অধিকারী।
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরভাগের নারী॥
শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিলে সোয়াস্তি নাই, করয়ে শয়ন॥
ইন্দ্রজিৎ-শোক তবু নহে পাসরণ।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে ঘর।
অভিমানে পরিপূর্ণ রাজা লঙ্কেশ্বর॥
অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করে রাজ-আভরণ॥
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী।
মৃগ-মদে পরিলেক সুগন্ধি কস্তুরী॥
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল।
চন্দ্রসম কুড়ি কর্ণে কুড়িটা কুণ্ডল॥
নানা অস্ত্রে সাজিলেন মনোহর বেশে।
চৌদ্দহাজার নারী আসি ধরে আশেপাশে॥
ইন্দ্রজিৎ-শোকে রাজা হয়েছে কাতর।
চক্ষের কোণেতে নাহি চাহে লঙ্কেশ্বর॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাজা যায় মহাক্রোধে।
রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে॥
আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ।
রামে সীতা দেহ ফিরে রাখ গৃহবাস॥
মন্দোদরী পানে রাজা ফিরিয়ে না চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
নিকট মরণ যার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে॥
স্বামী প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরী-চক্ষে জল করে ছল ছল॥
অন্তরে বুঝিয়া রাণী কান্দিলা প্রচুর।
দশ হাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর॥
বৃহন্দের বহির্গত হইল রাজন।
রথ লয়ে সারথি জোগায় ততক্ষণ॥
কনক-রচিত রথ, সুবর্ণের চাকা।
রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ রথ অষ্ট ঘোড়া বহে।
রথের উপরে উঠি দশানন কহে॥

লঙ্কায় ধরিতে ধনু যে যে বীর জানে।
ছোট বড় সাজিয়ে আসুক মোর সনে॥
ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে বীরচূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥
পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর।
সাজিল রাবণ সঙ্গে, করিতে সমর॥
পশ্চিম দুয়ারে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ॥
দাণ্ডাইলা রাবণ ধনুকে দিয়া চড়া।
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া॥
সিংহাসন ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ॥
গন্ধমাদন সেনাপতি হৈল আগুয়ান।
বিমুখ করিল তারে মেরে পঞ্চবাণ॥
নীল বানরেরে রাজা দেখিলা সম্মুখে।
ত্রিশ বাণ বিন্ধিলেক নীলবীর-বুকে॥
ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর।
নয় বাণে বিন্ধে জাম্বুবানের শরীর॥
গয় ও গবাক্ষে বিন্ধে দশ দশ বাণে।
দুই শত বাণে বিন্ধে বীর হনুমানে॥
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল।
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিন্ধিল॥
বানর কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা।
পড়িল বানর যত নাহি তার সংখ্যা॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
পশুর সঙ্গেতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন॥
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে।
সে উভয়ে মারিয়ে বানর মারি পিছে॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথি সত্বর।
চালাইয়া দিল রথ রামের গোচর॥
রথখান আনে যেন বিদ্যুৎ চমকে।
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণঘণ্টা বাজে চারি দিকে॥
রথচক্র-শব্দে কপি ভাগে লাখে লাখে।
পার্ব্বতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
হাতে ধনু রাজা গেল রামের সম্মুখে।
বৈকুণ্ঠের নাথ রামে দশানন দেখে॥
দক্ষিণে অক্ষয় তূণ, বামেতে কোদণ্ড।
বিষ্ণু-অবতার রাম সুবাহু প্রচণ্ড॥
সুন্দর নাসিকা তাঁর চৌরস কপাল।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥
সুন্দর ধনুক-বাণ বিচিত্র গঠন।
রামের শরীরে রাজা দেখে ত্রিভুবন॥
শ্রীরামের সর্ব্ব অঙ্গ নিরখিয়ে দেখে।
পর্ব্বত সমুদ্র সর্প দেখে লাখে লাখে॥
মনে মনে চিন্তা করে রাজা দশানন।
একান্ত জানিনু রাম দেবনারায়ণ॥
যদিচ রামের হাতে হয়ত মরণ।
একান্ত বৈকুণ্ঠ যাব না যায় খণ্ডন॥
বিরস হইয়ে কেন হইব বিমুখ।
রামের সম্মুখে গেলা পাতিয়া ধনুক॥
দৈবের লিখন কভু না যাবে খণ্ডন।
শ্রীরাম-রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ॥
শত বাণ জোড়ে রাজা ধনুকের গুণে।
কাটিলা বিংশতি বাণে রাজীবলোচনে॥
বাছিয়া রাবণ বরিষয় চোখ শর।
বিন্ধিয়া কোমল-অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥
বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈলা অচেতন।
রাম পাছু করি আগে রহিলা লক্ষ্মণ॥
রাবণ-উপরে বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
দিব্য বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান॥
লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
লক্ষ্মণের বাণেতে যে রথ হৈল মুড়া।
পদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্ট ঘোড়া॥

কোপে দশানন বিভীষণ পানে চায়।
তুলিয়া নিলেক শেল দেখে ভয় পায়॥
বংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
মারিয়া পাড়িব আজি রাখে কোন্ জন॥
রথ না সম্বরে রাজা গর্জ্জিয়া কোপেতে।
বিভীষণে মারিতে যে শেল লয় হাতে॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার॥
শেলপাট দেখে চমকিত বিভীষণ।
ডেকে বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
শেলের উদ্দেশেতে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ।
তিন বাণে শেল কাটি কৈল চারিখান॥
শেল কাটা গেল কপি দিল টিটকারী।
কুপিল রাবণরাজা লঙ্কা-অধিকারী॥
কুড়ি চক্ষু ঘোরে তার দেখি ভয়ঙ্কর।
আর শেল হাতে নিল যমের দোসর॥
বজ্রসম শেলপাট দেখে লাগে ভয়।
যারে মারে শেল তার জীবন সংশয়॥
এনেছিল শেল রামে মারিবার তরে।
কোপে সেই শেল হানে বিভীষণ-'পরে॥
বিভীষণ ফাঁফর হইল শেল দেখি।
সেই শেল কাটিলেন লক্ষ্মণ ধানুকি॥
কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময়দানবের শেল পড়ে গেল মনে॥
রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল।
দেখিব মনুষ্য বেটা কত ধরে বল॥
বিভীষণে বাঁচাইলি করে বীরপনা।
মারি শেল রাখ দেখি বাঁচায়ে আপনা॥
তোর বাণে বিভীষণ পেল প্রতিকার।
মারি শেল, তোরে দেখি কে রাখে এবার॥
এখনি মারিব ভণ্ড লক্ষ্মণ তপস্বী।
মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী॥
মা-বাপেরে মনে কর বন্ধু যত জন।
মৈলে কার সঙ্গে আর নাহি দরশন॥
রাম-সুগ্রীবের ঠাঁই মাগহ মেলানি।
দিয়াছে অনেক যুক্তি করে কানাকানি॥
গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে।
প্রাণ উড়ে দেবতার শক্তিশেল দেখে॥
যক্ষ রক্ষ কাঁপে আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কাঁপে অষ্টলোকপাল দেব পুরন্দর॥
শমনের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল সেই জন মরে॥
এক জনে মারিলে না মরে অন্যজন।
যারে শেল মারে তার অবশ্য মরণ॥
সূর্য্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়।
ভাবিয়া ত রঘুনাথ না পান উপায়॥
চিন্তা করে রঘুনাথ ভায়ের কুশল।
শেলের করেন স্তুতি চক্ষে পড়ে জল॥
দেবমূর্ত্তি শেল তুমি দেব-অধিষ্ঠান।
এবার লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণদান॥
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে।
ভাই দান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে॥
আপনি শমন মূর্ত্তিমান্ শেল-মুখে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে॥
নিজে মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের উপর।
ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর॥
আমারে করিছ কেন এতেক স্তবন।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়ে নাহি মারি অন্য জন॥
থাকি আমি যার কাছে তার আজ্ঞাকারী।
যার কাছে থাকি আমি তার হিত করি॥
শ্রীরামে কাতর দেখে শেল নাহি থাকে।
শূন্যবেগে পড়ে গেল লক্ষ্মণের বুকে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশচূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া॥

ভূমিতে পতিত বীর না নাড়েন পাশ।
শেল বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস॥
লক্ষ্মণে এড়িয়া সব পলায় বানর।
দেখিয়া ত রঘুনাথ হইলা ফাঁফর॥
লক্ষ্মণেরে রাখেন না রাখেন আপনা।
তিন ঠাঁই শ্রীরামের পড়িল ভাবনা॥
বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে।
আপনি সুগ্রীব টানে শেল নাহি নড়ে॥
সুগ্রীব টানিছে শেল কপিগণ চাহে।
এত টান দেয় শেল খসিবার নহে॥
শরভ কুমুদ নল নীল আদি বীর।
শেল ধরে টানে তবু না হয় বাহির॥
বানরের মধ্যে হনুমানের বাখানি।
সে হনু ধরিয়া শেল করে টানাটানি॥
সাহস করিয়া কেহ নাহি মারে টান।
টানে পাছে লক্ষ্মণের বাহিরায় প্রাণ॥
টানিতে বানরগণ না করে সাহস।
যার টানে মরিবেন তার অপযশ॥
দিলেক ধনুক বাণ সুগ্রীবের হাতে।
শেল ধরে টানিলেন প্রভু রঘুনাথে॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরে শেলে দিল টান।
উপাড়িয়া শেলপাট কৈল খানখান॥
লক্ষ্মণে বেড়িয়া রহে যত কপিগণ।
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ॥
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর যত বীর।
প্রবোধ-বচনে রাম করিলেন স্থির॥
লক্ষ্মণে জিনিল বলে না ভাবিহ মনে।
মারিয়া পাড়িব বেটা আজিকার রণে॥
যার লাগি বান্ধিলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে।
যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অন্তরে॥
যার লাগি তোসবার দিনু দুঃখভরা।
মারিয়া পাড়িব আজি পরনারী-চোরা॥
পাইলাম যত দুঃখ সীতার হরণে।
মারিয়া ঘুচাব তাহা আজিকার রণে॥
পর্ব্বত-উপরে বৈসে দেখ সব সুখে।
মারিব রাবণে আজি কার বাপে রাখে॥
রঘুনাথ-বাক্যে করে সাহসেতে ভর।
লক্ষ্মণেরে রক্ষা করে যতেক বানর॥
ভাই-শোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার।
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজিল এবার॥
বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেন বাণ।
রাক্ষস কটক কেটে কৈলা খান খান॥
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়ফড়।
সহিতে না পারে রণে উঠে দিল রড়॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা দশানন।
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত-গমন॥
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
পশ্চাতে বানর ধায় বলে ধর ধর॥
রঘুনাথ-বাক্য কভু খণ্ডন না যায়।
সেই দিন মারিতেন রাবণ রাজায়॥
লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল-বাণে।
রণ ছেড়ে আইলেন বাঁচাতে লক্ষ্মণে॥
রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য-অধিকারী॥
জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি॥
হারালাম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিব রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন॥
এনেছি সুমিত্রা মার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়ে সাগরপারে কাল হৈল বিধি॥

মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরন্তর।
কেন রে নিষ্ঠুর হলে, না দেহ উত্তর॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে॥
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা॥
রাজ্য ধনে কার্য্য নাই, নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে॥
উদয়াস্ত যতদূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার॥
উঠ রে লক্ষ্মণ ভাই, রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি রে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিয়া ডালি।
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি॥
কেন বা রাবণ-সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্ জন॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর॥
এমন লক্ষ্মণ মোর মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যা প্রদেশে॥
পিতৃ-আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে ছত্রদণ্ড।
কৈকেয়ী সতাই তাহে হইলা পাষণ্ড॥
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদী হৈল এই তাহে সর্ব্বনাশ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দ না কান্দ রাম পাইবে লক্ষ্মণ॥
ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস্।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস॥

—

হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনিতে গমন

শ্রীরাম সুষেণে কন জোড়হাত করি।
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি॥
আমার লক্ষ্মণ বিনা আর নাহি গতি।
জীয়াও লক্ষ্মণে যদি তবে অব্যাহতি॥
সুষেণ বলেন প্রভু না হও কাতর।
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ-ধনুর্দ্ধর॥
হস্তে পদে রক্ত আছে, প্রসন্ন বদন।
নাসিকায় শ্বাস বহে প্রফুল্ল লোচন॥
হেন জন নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে।
আনিবারে ঔষধ পাঠাও হনুমানে॥
শ্রীরাম বলেন, শোকে মম হিয়া শোষে।
আপনি পাঠাও তারে ঔষধ-উদ্দেশে॥
সুষেণ বলেন শুন পবননন্দন।
ঔষধ আনিতে যাহ সে গন্ধমাদন॥
গিরি গন্ধমাদন সে সর্ব্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী॥
নয় শৃঙ্গ ধরে তার অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে তার শঙ্করের স্থান॥
আর শৃঙ্গে উদয় করয়ে শশধর।
আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধর্ব্বের ঘর॥
আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিয়াল।
আর শৃঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র চরে পালে পাল॥
আর শৃঙ্গে আছে তার খরতরা নদী।
নদীর দু'কূলে আছে বিস্তর ঔষধি॥
নীলবর্ণ ফল ফুল পিঙ্গলবর্ণ পাতা।
রক্তবর্ণ ডাঁটা তার স্বর্ণবর্ণ লতা॥
আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী।
রাত্রিমধ্যে আনহ, যাবৎ আছে প্রাণী॥
রাত্রিতে ঔষধ আন বাঁচাব সহজে।
রজনী-প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য্য-তেজে॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন

৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত

বিলম্ব না কর বীর যাও এইক্ষণ।
তোমার প্রসাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব সব মায়ার নিদান।
সময়েতে হনুমান হবে সাবধান॥
ত্রিশ কোটি গন্ধর্ব্ব যে হাহা হুহু আছে।
বাদ-বিসম্বাদ তার সঙ্গে কর পাছে॥
শ্রীরাম বলেন পথ আঠার-বৎসর।
কেমনে আসিবে ফিরে রাতের ভিতর॥
এত দূর পথ যাবে, আসিবেক রাতি।
এবার না লক্ষ্মণের দেখি অব্যাহতি॥
কেন বা সুষেণ বৈদ্য আমারে প্রবোধে।
লক্ষ্মণ মরিলে আজি কি হবে ঔষধে॥
হাসিয়া বলেন তবে পবন-নন্দন।
এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ॥
মনে কিছু রঘুনাথ না কর বিস্ময়।
ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয়॥
শ্রীরাম সুগ্রীব কাছে মাগিয়া মেলানি।
ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি॥
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কান।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান॥
মহাশব্দে চলিল শূন্যেতে করি ভর।
লাঙ্গুলের টানে উড়ে গাছ ও পাথর॥
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর।
দীর্ঘেতে যোজন বিশ হৈল কলেবর॥
লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।
উঠিবা মাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ॥
মহাশব্দ করে যায় শুনিতে গম্ভীর।
দেখিয়া মনেতে প্রীত হয় রঘুবীর॥
দুর্জ্জয় শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতর থাকি দশানন দেখে॥
বিস্মিত হৈয়া রাবণ ভাবিল মনেতে।
ঘরপোড়া বেটা কোথা যায় এত রেতে॥

দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান।
ঔষধ আনিতে যায় বীর হনুমান॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
কোনমতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে॥
এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশানন।
কালনেমি নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ॥
রাবণ বলে শুন হে মামা কালনেমি।
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি॥
চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার।
আজি মামা তুমি কিছু কর উপকার॥
আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে।
মরিবে তপস্বী বেটা রাতি পোহাইলে॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘরপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে॥
গন্ধমাদনেতে গিয়া করহ উপায়।
যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায়॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর॥
মায়ার প্রবন্ধে এস হনুমানে মেরে।
লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে॥
কালনেমি বলে মনে করি বড় ভয়।
দুষ্ট বড় সে বানরা, কি জানি কি হয়॥
মায়ারূপে যাই যদি চিনে হনুমান।
একই আছাড়ে মোর বধিবে পরান॥
বানর-প্রধান বেটা যুদ্ধে বড় শঠ।
কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট॥
দশানন বলে কেন এত ভয় তারে।
যুক্তি করে যাও যাতে চিনিতে না পারে॥
কালনেমি বলে বাপু যত বল মিছে।
কারো যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়া-কাছে॥
রাবণ বলে কালনেমি না হও চিন্তিত।
হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত॥

গন্ধমাদনের সব সন্ধি আমি জানি।
গন্ধকালী নামে এক আছে কুম্ভীরিণী॥
সরোবরে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে॥
সুরাসুরে শঙ্কা করে দেখে কুম্ভীরিণী।
সেই ডরে কেহ নাহি ছোঁয় তার পানি॥
কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে।
লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ হৈল তার পেটে॥
সহজে বানর-জাতি বীর হনুমান।
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান॥
তার আগে যাহ তুমি তপস্বীর বেশে।
আদর গৌরব করি তুষিবে হরিষে॥
মায়াতে আশ্রম করি রেখ ফুল ফল।
কলসী ভরিয়া রেখো সুবাসিত জল॥
নানা মতে হনুমানে করিবে আদর।
স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর॥
অল্পবুদ্ধি হনুমান পশু-মধ্যে গণি।
সরোবরে গেলে ধরে খাবে কুম্ভীরিণী॥
কুম্ভীরিণী ধরি খাবে পবননন্দন।
হনু মৈলে ঔষধ আনিবে কোন্ জন॥
রাম তবে মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে।
পলাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে॥
মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে।
লঙ্কাপুরী লব দোঁহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে॥
কালনেমি বলে একি করিস্ রাবণ।
ঘরপোড়া-কাছে গেলে হারাব জীবন॥
পূর্ব্বে ঘরপোড়া তোরে মারিল চাপড়।
রথ হৈতে পড়িয়ে করিলি ধরফড়॥
আমি হলে সেদিন যেতাম যমঘর।
ভাগ্যে বেঁচে এসেছিলি লঙ্কার ভিতর॥
হনুমান-কাছে কারো নাহিক নিস্তার।
দেখিলে তখনি মোরে করিবে সংহার॥
পাঠাও হারাতে প্রাণ হনুমান-আগে।
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধভাগে॥
এত যদি কালনেমি রাবণেরে বলে।
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে॥
কালনেমি বলে রাগ সম্বর রাবণ।
তুমি মার বা সে মারে, অবশ্য মরণ॥
কালনেমি নিশাচর ঘোর-দরশন।
অষ্ট বাহু চারি মুণ্ড অষ্ট যে লোচন॥
চলিল যে কালনেমি রাবণ-আদেশে।
গন্ধমাদনেতে আসে তপস্বীর বেশে॥
পবন-গমনে যায় বীর হনুমান।
কালনেমি উপনীত তার আগুয়ান॥
মায়াস্থান সৃজিল মধুর ফুল ফলে।
কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জলে॥
জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান।
হাতে করে জপমালা করিছে ধেয়ান॥
হেনকালে উপনীত পবননন্দন।
তপস্বী দেখিয়া করে চরণ-বন্দন॥
অঙ্গে বাড় লাগিয়াছে দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
হনুমানে দেখিয়া দিলেন জলপিঁড়ি॥
এসেছে অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল।
স্নান করি এস কিছু খাও ফুল ফল॥
হনুমান কহে গোঁসাই না জান কারণ।
কোন্ সুখে খাব আমি নাহি লয় মন॥
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
সত্য পালি দুই পুত্র দিল বনবাসে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।
পালিতে বাপের সত্য এসেছেন বন॥
দোসর লক্ষ্মণ বীর সীতা ত সুন্দরী।
শূন্য ঘরে দশানন সীতা কৈল চুরি॥
বানর-সহায়ে রাম বান্ধিল সাগর।
কটক সমেত গেল লঙ্কার ভিতর॥

সীতা লাগি রাম সহ রাবণের রণ।
রাবণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ ॥
ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে।
প্রাণদান পাবেন ঔষধ লয়ে গেলে ॥
ফুল ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী ॥
তপস্বী বলেন তোর ছাওয়ালিয়া মতি।
ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি ॥
মম স্থানে যদি থাকে অতিথি উপোসী।
সব তপ নষ্ট হয়, কিসের তপস্বী ॥
যে বাড়ী অতিথি আসি করে উপবাস।
অতিথির উপবাসে হয় সর্ব্বনাশ ॥
অতিথি দেখিয়া যেবা না করে আশ্বাস।
সর্ব্বনাশ হয় তার নরকে নিবাস ॥
এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদ।
উঠিয়া করহ স্নান ঘুচুক বিষাদ ॥
পান যদি কর ওর একাঞ্জলি পানি।
বছরেক ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই না জানি ॥
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে।
স্নান হেতু হনুমান চলিল সে জলে ॥
ঝাঁপ দিয়া হনু জলে পড়িল যখনি।
হনুর সে শব্দ পেয়ে ধায় কুম্ভীরিণী ॥
কুম্ভীরিণী-শব্দ পেয়ে পলাইল মাছ।
যোজন শরীর তার জিনি তালগাছ ॥
হস্ত পদ নখ যেন চোখ চোখ ছুরি।
শমনের দণ্ড যেন হস্ত সারি সারি ॥
জলমধ্যে কুম্ভীরিণী হনু নায় দেখে।
হাত পা পসারি আসি ধরে হাতে নখে ॥
কি কি বলি হনুমান ধরিলেক তারে।
এক লাফে উঠে বীর পারের উপরে ॥
কুম্ভীরিণী তুলিলেক পবন-নন্দন।
শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন ॥
ফেলিলেক কুম্ভীরিণী পর্ব্বত-প্রমাণ।
নখে চিরি হনুমান করে খান খান ॥
দেবকন্যা কুম্ভীরিণী উঠিল আকাশে।
আকাশে উঠিয়া হনুমানেরে সম্ভাষে ॥
দেবকন্যা ছিনু আমি নামে গন্ধকালী।
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্যকেলি ॥
কুবের-নিবাসে যাই নৃত্যগীত রঙ্গে।
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষমুনি-অঙ্গে ॥
পথে মুনি তপ করে নাম তার দক্ষ।
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য ॥
না যায় খণ্ডন এই শাপ দিল মুনি।
থাক গন্ধমাদনেতে হ'য়ে কুম্ভীরিণী ॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ।
হনুমান-হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ ॥
হইবেন নারায়ণ রাম-অবতার।
তাঁর সেবকের হাতে তোমার নিস্তার ॥
চিরজীবী হয়ে থাক সাধ রাম-কাজ।
তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ ॥
আর এক কথা বলি শুন হনুমান।
ভণ্ড-তপস্বীর হাতে হবে সাবধান ॥
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী।
রূপে আলো করে যেন পড়িছে বিজলি ॥
হেথা পথ পানে চাহে তপস্বী সঘনে।
হনুর বিলম্ব দেখি হরষিত মনে ॥
মনে মনে তপস্বী করিছে অনুমান।
কুম্ভীরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনুমান ॥
অতঃপর যাই আমি রাবণ-গোচর।
অর্দ্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্বর ॥
দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর-দক্ষিণে।
পূর্ব্ব দিক লব আমি না যাব পশ্চিমে ॥
পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায়।
পশ্চিমে রাবণে দিব ভাগ যত হয় ॥

অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন।
সকল অর্দ্ধেক বুঝে লইব এখন ॥
স্নান করি হনু গেল তপস্বী-গোচর।
হনুমানে দেখিয়া কাঁপিছে নিশাচর ॥
হাতে ফুল ফল ডালি ধীরে ধীরে চলে।
খাও খাও বলি হনুমান প্রতি বলে ॥
একদৃষ্টে হনুমান তপস্বী নেহালে।
তপস্বী ভাবিছে হনু না জানি কি বলে ॥
হনুমান বলে তুই ভণ্ড যে তপস্বী।
স্বরূপে তপস্বী হ'লে অতিথিরে হিংসি ॥
রাবণের কার্য্য সাধ তপস্বীর বেশে।
মম হাতে প'ড়ে আজি যাবে যমপাশে ॥
তোর ফল ফুল সব টেনে ফেল্ দূর।
মোর ঠাঁই আজি তোর মাথা হবে চূর ॥
তপস্বী ভাবিল, মায়া হইল বিদিত।
ধরিল রাক্ষস মূর্ত্তি অতি বিপরীত ॥
অষ্টবাহু চারি মুণ্ড অষ্টধা লোচন।
হনুমান বলে, তোরে বধিব এখন ॥
প্রথমে গৌরব, দ্বিতীয়েতে গালাগালি।
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি পরে চুলাচুলি ॥
দুইজনে মল্লযুদ্ধ দুজনে সোসর।
দুইজনে মহাযুদ্ধ পর্ব্বত-উপর ॥
ক্ষণে নীচে হনুমান ক্ষণেক উপরে।
টলমল করে গিরি দুজনার ভরে ॥
লাফ দিয়া হনুমান কালনেমি ধরে।
বুকে হাঁটু দিয়ে হনু কালনেমি মারে ॥
লেজে জড়াইয়া তাকে ঘুরায় আকাশে।
লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে ॥
লঙ্কা-গন্ধমাদন-পথ আঠার বৎসর।
এতদূরে ফেলে টেনে রাবণ-গোচর ॥
বসেছে রাবণ রাজা পাত্রমিত্র সনে।
অন্ধকারে কালনেমি পড়ে মধ্যস্থানে ॥
কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে।
নেড়ে চেড়ে দেখে বলে কালনেমি বটে ॥
দেখে বুঝে রাবণের উড়িল পরাণ।
সর্ব্ব মায়া কৈল চূর্ণ বীর হনুমান ॥
লক্ষ্মণে মারিয়া বাণ ভাবিছে রাবণ।
ডাক দিয়া আনিল যতেক দেবগণ ॥
আপনি আইলা ব্রহ্মা চড়ি রাজহংসে।
আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ বৃষে ॥
ইন্দ্র যম কুবেরাদি আইল পবন।
চন্দ্র সূর্য্য দুজনে আইল ততক্ষণ ॥
রাবণ বলে শুন বলি যত দেবগণ।
ময়দানবের শেলে পড়েছে লক্ষ্মণ ॥
আমার বচন শুন বলি হে ভাস্কর।
উদিত হও যাইয়া গিরির উপর ॥
তোমার উদয় হলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন ॥
তুমি উদয় হও, চন্দ্র থাক এক ঠাঁই।
তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই ॥
এ কথা শুনিয়া তবে বলে দিবাকর।
আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে।
এখন উদয় বল হইব কেমনে ॥
রাবণ বলে হ'ল রাত্রি কি ক্ষতি তোমার।
মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার ॥
রাবণের কথা শুনি দিবাকরে ত্রাস।
ভয়েতে চলিল সূর্য্য হইতে প্রকাশ ॥
সপ্ত ঘোড়া যোগান সূর্য্যের রথ বহে।
কনক-রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
নানা রত্ন শোভা করে রথের উপর।
উদয় হইতে যান দেব দিবাকর ॥
দিবাকর পূর্ব্বদিকে প্রকাশ হইল।
তাহা দেখি হনুমান তরাস পাইল ॥

হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি-অনুসারে

তব নাম ভানু, মম নাম হনুমান।
নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান ॥
খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে।
সাধিব রামের কার্য্য যুক্তি হেন আছে ॥
দুই দিক রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা বলি।
হনু ভানু দুই জনে করিব মিতালি ॥
এত শুনি দিবাকর হরষিত মন।
হনুর নিকটে আসি করে সম্ভাষণ ॥
সূর্য্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি।
সাপটিয়া সূর্য্যেরে পুরিল কক্ষতলি ॥
মহাতেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে।
আপনি হইলা বন্দী লক্ষ্মণের তরে ॥
হনু-ভানু ভঙ্গি দেখি দেবগণ হাসে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥
পুনর্ব্বার হনু যায় সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুঁজিয়া বুলে পবননন্দন ॥
পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বগণ আছয়ে হরিষে।
নিত্য করে নৃত্যগীত স্ত্রী আর পুরুষে ॥
গন্ধর্ব্বের নারীগণ পরমা রূপসী।
কেহ দেয় করতালি কেহ বাজায় বাঁশী ॥
গীত-বাদ্য-রঙ্গরসে আছে আনন্দিত।
হেনকালে পবননন্দন উপস্থিত ॥
হনুমানে দেখে সব চমকিত মন।
করজোড়ে কহে কথা পবননন্দন ॥
কে তোমরা গীত-বাদ্য কর নিশাকালে।
নিবেদন করি কিছু শুনহ সকলে ॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন।
সঙ্গেতে জানকীদেবী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
রাবণ রাক্ষসরাজা লঙ্কা-অধিকারী।
দণ্ডক-কানন হৈতে সীতা কৈল চুরি ॥
রঘুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন।
হতেছে বিষম যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥
শক্তিশেলে পড়েছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আমি আসি ঔষধ করিতে অন্বেষণ ॥
ফিরে যাব লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী।
ঔষধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী ॥
কুপিল গন্ধর্ব্ব সব কি বলে বানর।
কাহার নফর বেটা কাহার কিঙ্কর ॥
হাহা হুহু মহারাজ এইমাত্র জানি।
কোথাকার রাম তারে কখনো না চিনি ॥
আসিয়া বানর বেটা কোন্ কার্য্যে ফিরে।
চুলেতে ধরিয়া সবে বেড়া-কীল মারে ॥
হস্ত তুলি হনু করে দেবগণে সাক্ষী।
মারিব গন্ধর্ব্ব সব কার বাপে রাখি ॥
কোপে হনুমান হৈল পর্ব্বত-আকার।
চড়-চাপড়েতে বীর করে মহামার ॥
লাফে লাফে মারে সব আছাড়ি আছাড়ি।
পড়িল গন্ধর্ব্ব সব যায় গড়াগড়ি ॥
হাহা হুহু রাজা আসে চড়ি দিব্য রথে।
হনুমানে মারিতে বেড়িল চারিভিতে ॥
এক রাজ্যে দুই রাজা হাহা হুহু নাম।
হনুমান-কাছে এল করিতে সংগ্রাম ॥
লাফ দিয়া রথে গিয়া চড়ে হনুমান।
দুজনার ধনুক ধরিয়া দিল টান ॥
দুজনার ধনুক করিল খান খান।
কোপে হনুমান হৈল শমন সমান ॥
হাঁটুর উপরে রেখে দুই ধনু ভাঙ্গে।
মালসাট দিয়া দাণ্ডাইল সবা-আগে ॥
কুপিল সে হনুমান সংগ্রামের শূর।
কীল মেরে গন্ধর্ব্বের মাথা কৈল চুর ॥
হনুমান একেলা গন্ধর্ব্ব বহু দেখি।
হনুমান-অঙ্গে এবে মারয়ে মুটকী ॥
ঔষধ না পায় হনু ভাবে মনে মন।
শিখরে শিখরে ভ্রমে পবননন্দন ॥

ভাবিয়া-চিন্তিয়া করে সাহসেতে ভর।
ডালে মূলে লয়ে মায় পর্ব্বত-শিখর ॥
চৌষট্টি যোজন সেই গিরিবরখান।
এক টানে উপাড়িল বীর হনুমান ॥
দুই হাতে ধরিয়া পর্ব্বতে দিল নাড়া।
চৌষট্টি যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া ॥
বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল ছিঁড়িল লতা-পাতা।
কোথাকার বৃক্ষশাখা পড়ে গেল কোথা ॥
নানা জাতি সর্প ভাগে শিরে মণি জ্বলে।
পর্ব্বত লইয়া উঠে গগনমণ্ডলে ॥
মাথায় পর্ব্বত তুলে নিল হনুমান।
তুলে দিলে পারে বুঝি আর একখান ॥
পর্ব্বত লইয়া চলে দক্ষিণ-মুখেতে।
ভরতে প্রশংসে রাম, পড়িল মনেতে ॥
মারিলাম কালনেমি মায়ার পুত্তলি।
কুম্ভীরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী ॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্বের মারিনু সকল।
রাম-ভ্রাতা ভরতের বুঝে যাব বল ॥
এতেক ভাবিয়া হনুমান হরষিত।
নন্দীগ্রামে আসি বীর হৈল উপনীত ॥
পর্ব্বত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়।
পর্ব্বত কন্দর নদী অনেক এড়ায় ॥
না দেখে ভানুর তেজ দিবা না প্রকাশে।
দক্ষিণেতে এড়াইল পর্ব্বত কৈলাসে ॥
বামভিতে এড়াইল নগর বিস্তর।
অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যানগর ॥
রাজপাট ছেড়ে ভরত নন্দীগ্রামে বৈসে।
হনুমান চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে ॥
নন্দীগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর।
ছাড়াইয়া প্রবেশিলা নগর ভিতর ॥
সুমন্ত্র সারথি আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বসিয়াছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥
সিংহাসন-উপরে পাদুকা বেড়া নেতে।
শ্বেত চামর ব্যজন হতেছে চারিভিতে ॥
সোনার সিংহাসন যেন শশধর-জ্যোতি।
তাহাতে পাদুকা রেখে ধরে দণ্ড ছাতি ॥
রত্নময় আসনেতে পাদুকা শোভা পায়।
আপনি ভরত শ্বেত-চামর ঢুলায় ॥
রামের পাদুকা যত্নে সিংহাসনে থুয়ে।
ধরাসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে ॥
পর্ব্বত লইয়া যায় পবনকুমার।
অন্তরীক্ষে থাকি দেখে যত ব্যবহার ॥
পর্ব্বত-ছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার।
সভা সহ ভরতের লাগে চমৎকার ॥
না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকারময়।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে নাহি করে ভয় ॥
ভরত বলেন রাত্রে কার আগুসার।
রামের পাদুকা লঙ্ঘে এত অহঙ্কার ॥
ভরত পণ্ডিত অতি বিক্রমে সুস্থির।
একদৃষ্টে শূন্যপানে চান মহাবীর ॥
শত্রুঘ্ন কোপ করি ঊর্দ্ধদৃষ্টে চান।
কোথাও আকাশ-পথে না হয় সন্ধান ॥
শিশুকালে শত্রুঘ্ন করিতেন কেলি।
খেলার বাঁটুল পড়ে আছে কতগুলি ॥
লোহার নির্ম্মিত বাঁটুল আশী লক্ষ মণ।
ভরতের হাতে তুলে দিলেন শত্রুঘ্ন ॥
মনে ভাবে ভরত বাঁটুল লয়ে হাতে।
বিশেষ না জানি কেবা যায় শূন্যপথে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন ভাই পাখী হেন দেখি।
খাইতে যজ্ঞের ধূম এল কোন্ পাখী ॥
ভরত কহেন ভাই এত কেন ভয়।
পক্ষ যক্ষ রক্ষ ও কিন্নর যদি হয় ॥
বাঁটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি।
রামের পাদুকা যেবা লঙ্ঘে তারে মারি ॥

এইরূপে বিস্তর করিয়া অনুমান।
পক্ষী বটে বলে ভরত পুরিল সন্ধান॥
আশীলক্ষ মণ বাঁটুল ধনুগুণে জুড়ি।
জয়রাম বলিয়া বাঁটুল দিল ছাড়ি॥
ভরতের বাঁটুল সে অব্যর্থ সন্ধান।
হনুরে বাজিল লক্ষ বজ্রের সমান॥
পদের তালুকা-ভাগে বাজিল বাঁটুল।
মূর্চ্ছিত হইলা হনু, বুদ্ধি হৈল ভুল॥
নিস্তেজ হইল বীর শক্তি নাহি আর।
অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবনকুমার॥
বাঁটুল-মূর্চ্ছিত হনু চক্ষে নাহি দেখে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
হতজ্ঞান হ'য়ে পড়ে পবননন্দন।
নাহি ছাড়ে সূর্য্য আর সে গন্ধমাদন॥
ভূমে প'ড়ে করে হনু শ্রীরামে স্মরণ।
মস্তকে পর্ব্বত আছে ঘূর্ণিত-লোচন॥
রামনাম শুনি এল ভরত-শত্রুঘ্ন।
হনুর নিকটে এল ভাই দুইজন॥
ভরত বলেন কপি থাক কোন্ স্থান।
রাম যে স্মরিলে তাঁর কি জান সন্ধান॥
কোথা হৈতে আইলে হে কহ বিবরণ।
জান কোথা রাম-সীতা কোথায় লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বনে।
দেখা কি হয়েছে তব রাম-সীতা সনে॥
বাক্য নাহি কহে হনু ব্যথায় আকুল।
বজ্রসম বাজিয়াছে বিষম বাঁটুল॥
সভা ছাড়ি বশিষ্ঠ আইল সেই স্থানে।
হনুরে সবল কৈল মন্ত্র-ব্রহ্মজ্ঞানে॥
যোগেতে সকল কথা বশিষ্ঠ-গোচর।
মুনি জানে যত কর্ম্ম লঙ্কার ভিতর॥
লোকাচারে প্রকাশ না করে মহামুনি।
ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী॥

মুনি বলে ভরত এমন বুদ্ধি কেনে।
কি কার্য্য সাধন কৈলে মারি হনুমানে॥
পরম ধার্ম্মিক দেখি বানর প্রধান।
রামের বৃত্তান্ত জানে পবন-সন্তান॥
বশিষ্ঠের মন্ত্রে হনুর দূর হৈল ব্যথা।
ভরত-সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা॥
অবধান কর তবে ভরত-শত্রুঘ্ন।
রাম লক্ষ্মণ সীতার শুন বিবরণ॥
বাসা করেছিল রাম পঞ্চবটি বনে।
সূর্পণখার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণে॥
রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা সে রাক্ষসী।
যুদ্ধ কৈল চৌদ্দ হাজার নিশাচর আসি॥
সবাকে মারেন রাম দণ্ডক-কাননে।
পরে যোগিবেশে সীতা হরিল রাবণে॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম করিয়া মিত্রতা।
বালি মারি সুগ্রীবেরে দেন দণ্ড ছাতা॥
বানর লইয়া রাম বান্ধিল সাগর।
মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর॥
বাইশ অঙ্কেতে এক মহা অক্ষৌহিণী।
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি॥
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হইল অপার।
তিন মাস রাত্রিদিবা যুদ্ধ মহামার॥
কভু হারে কভু জিনে তিনমাস যুঝে।
রাক্ষসের সে মায়া কাহার সাধ্য বুঝে॥
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ করে রণ।
নাগপাশে বান্ধিলেক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বান্ধি বৈরিগণ হাসে।
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে॥
মুক্তি যদি হ'ল নাগপাশের বন্ধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে মারিলা লক্ষ্মণ॥
কুপিয়া রাবণ রাজা সান্ধাইল রণে।
ময় দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে॥

লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন।
আমারে পাঠায়ে দেন ঔষধ-কারণ॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
উপাড়িয়া ল'য়ে যাই পর্ব্বত-সমেতে॥
আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিবেক প্রাণ।
তোমার প্রহারে আমি হারাইনু জ্ঞান॥
নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার।
পর্ব্বত তুলিতে শক্তি নাহিক আমার॥
তুমি রাজ্য নিলে হে রাবণ নিল নারী।
লক্ষ্মণ ত্যজিবে প্রাণ পোহালে শর্ব্বরী॥
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই।
সর্ব্বদা চিন্তেন রাম তোমা দুই ভাই॥
দিবানিশি সুমঙ্গল ভাবেন দোঁহার।
রাম-সঙ্গে বৈরভাব দেখি যে তোমার॥
আমারে মারিয়ে তব এই হৈল লাভ।
প্রকাশ হৈল রাম-সঙ্গে বৈরভাব॥
লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত।
সবে চেয়ে আছে মোর ফিরিবার পথ॥
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না আছে আমার।
সহজে না হবে বুঝি সীতার উদ্ধার॥
লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বনে।
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর দুইজনে॥
এতেক বলিল যদি পবননন্দন।
ধরাতলে পড়ে কান্দে ভরত-শত্রুঘ্ন॥
শোকাকুল কান্দে দোঁহে ভূমিতলে পড়ে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বলে ডাক ছাড়ে॥
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি।
কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা-অধিপতি॥
ভরত বলেন শুন বীর হনুমান।
ত্বরিতে পর্ব্বত লয়ে করহ পয়ান॥
আমিহ তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে।
শত্রুঘ্ন ভাই থাকুক অযোধ্যানগরে॥
হনুমান বলে তুমি যাইবে কি মতে।
শ্রীরামের আজ্ঞা নাই তোমা লয়ে যেতে।
ভরত বলেন তবে শুনহ মারুতি।
পর্ব্বত লইয়া তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
হনুমান বলে গিরি নাড়িতে না পারি।
বলহীন হইয়াছি, বল হে কি করি॥
যোজনেক উচ্চে যদি পার তুলে দিতে।
তবে আমি পারি এ পর্ব্বত লয়ে যেতে॥
শত্রুঘ্ন কহিতেছেন হনুমান-আগে।
পর্ব্বত তুলিয়া দিতে কোন্ ভার লাগে॥
তবে সে আনিয়া দিল ধনু একখান।
গুণ দিয়া ভরত জুড়িল তাহে বাণ॥
ভরত বলেন বাছা পবনকুমার।
পর্ব্বত সহিত উঠ বাণেতে আমার॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িলা ভরত।
হনুমান সহ শূন্যে উঠিল পর্ব্বত॥
শতেক যোজন ঊর্দ্ধে তুলি দিলা বাণে।
হনুমান ভরতের বিক্রম বাখানে॥
ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান।
বাণেতে তুলিলা আমা সহ গিরিখান॥
হইতে সাগর পার চলে বায়ুবেগে।
রাখিল পর্ব্বত লয়ে সবাকার আগে॥
পর্ব্বত দেখিয়া সবে হইল বিস্ময়।
প্রণাম করিয়ে বীর রঘুনাথে কয়॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে।
একারণে আনিলাম পর্ব্বত-সমেতে॥
শ্রীরাম বলেন বাপু পবনকুমার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার॥
রাম বলে, হনু দিল পর্ব্বত আনিয়া।
আপনি সুষেণ লও ঔষধ চিনিয়া॥
শ্রীরামের আজ্ঞাতে সুষেণ বৈদ্য ধায়।
সকল পর্ব্বতময় খুঁজিয়া বেড়ায়॥

৫০

নয় শৃঙ্গ পর্ব্বত সে অদ্ভুত-নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শঙ্করের স্থান ॥
দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর।
তৃতীয় শৃঙ্গেতে পশু চরিছে বিস্তর ॥
চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে খরতরা নদী।
নদীর দুকূলে দেখে বিস্তর ঔষধি ॥
দেবগণ আদি কেলি করেন আনন্দে।
মৃতদেহে প্রাণ পায় ঔষধের গন্ধে ॥
ঔষধের গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত।
তেকারণে নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
আনন্দে সুষেণ হনুমানেরে বাখানি।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী ॥
ঔষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে।
তখনি ঔষধ বাঁটে রত্নময় শিলে ॥
স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বন্তরি।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পদে নমস্কার করি ॥
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে।
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে ॥
ঔষধের ঘ্রাণ যায় লক্ষ্মণ-উদরে।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব অঙ্গে ঔষধ সঞ্চারে ॥
ভগ্ন ছিল পাঁজর সে লাগিলেক জোড়া।
ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের জানা গেল সাড়া ॥
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে ঔষধের ঘ্রাণ।
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ ॥
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ চাহেন রাম পানে।
সুস্থির রামের প্রাণ দেখিয়া লক্ষ্মণে ॥
বিভীষণ সুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি।
চারিদিকে পড়ে বানরের হুলাহুলি ॥
ভাই ভাই বলি রাম হন উতরোল।
পলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল ॥
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে তিলেক না এড়ে।
চক্ষে জল শ্রীরামের মুক্তাধারা পড়ে ॥

শক্তিশেল রামায়ণে শুনে যেই জন।
অপার দুর্গতি তার খণ্ডে ততক্ষণ ॥
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ কপিগণ দেখে।
পর্ব্বতে বানরগণ উঠে লাফে লাফে ॥
পর্ব্বতের শাখা বৃক্ষ ভাঙ্গে লাফে লাফে।
কপিকুল ফল ফুল খায় বীর দাপে ॥
বহুদিন উপবাস যুঝিয়ে বিকল।
উদর পুরিয়া খায় যত ফুল ফল ॥
ফল ফুল খাইয়া ছিঁড়িল যত লতা।
আনন্দে ছিঁড়িয়া খায় নব নব পাতা ॥
ফল ফুল খেয়ে খেয়ে বড় হৈল পেট।
নড়িতে চড়িতে নারে মাথা করে হেঁট ॥
জাম্বুবান কহিছে শ্রীরাম-বিদ্যমান।
কার্য্য সিদ্ধ হৈল, পেল লক্ষ্মণ পরান ॥
পর্ব্বত রাখিতে যাক বীর হনুমানে।
আজ্ঞা দেন রাম জাম্বুবানের বচনে ॥
রাম-সুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি।
পর্ব্বত লইয়া বীর করিল উঠানি ॥
পর্ব্বত লইয়া মাথে যায় অন্তরীক্ষে।
লঙ্কার ভিতরে বসি দশানন দেখে ॥
সাতটা রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান।
রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়া-পান ॥
মস্তকে পর্ব্বত হনু পড়িল বিপাকে।
এই বেলা গিয়া মার ঘেরি চারিদিকে ॥
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র প্রচণ্ড-লোচন।
তালভঙ্গ সিংহমুখ ঘোর-দরশন ॥
উল্কামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
আজ্ঞা পেয়ে সাত বীর চলিল সত্বর ॥
মেরু জিনি এক এক জনের শরীর।
শূন্যপথে হনুরে বলিছে সাত বীর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাহি মান কোন জনা।
আজি বেটা বানরা বুঝিব বীরপনা ॥

ফিরিয়া যাইবে বুঝি বাঞ্ছা কর মনে।
যমালয়ে পাঠাইব আজিকার রণে ॥
হনু বলে তোমা সম লক্ষ যদি আসে।
রামের প্রসাদে মারি চক্ষুর নিমিষে ॥
চারিদিকে ঘিরে সবে যুঝে একেবারে।
মাথায় পর্ব্বত বীর চাহে ক্রোধভরে ॥
হাত নাহি নাড়ে বীর পর্ব্বত না ছাড়ে।
পাক দিয়া সাতজনে জড়ায় লাঙ্গুড়ে ॥
লাঙ্গুড়ে জড়ায়ে বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড় ॥
তালভঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়ান।
দুই হাতে লেজ ধরে হেঁটে দিল টান ॥
মাথা গলাইয়া বেটা পড়ে গেল সরে।
পলাইয়া যায় রড়ে নাহি চাহে ফিরে ॥
লঙ্কার ভিতর গেল পাইয়া তরাস।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস ॥
অবধান কর রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
ঘরপোড়া হাতে কারো নাহি অব্যাহতি ॥
মারিবারে দাঁড়ালাম সাতজন মিলে।
মস্তকে পর্ব্বত হনু জড়ালে লাঙ্গুলে ॥
আমি মাথা গলাইয়া বাঁচিলাম প্রাণে।
লেজে বেঁধে আছাড় মারিল ছয় জনে ॥
আছাড়েতে চূর্ণ হলো ছ-জনার হাড়।
আমি বেঁচে আছি কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড় ॥
লাঙ্গুল ছাড়াব বলে ঘন দিনু টান।
লেজের ঘর্ষণে ছিঁড়ে গেছে নাক কান ॥
পড়েছিনু যে সঙ্কটে শঙ্কর তা জানে।
তব পিতৃপুণ্যে বেঁচে আইলাম প্রাণে ॥
রাক্ষস-বচনে রাবণের উড়ে প্রাণ।
শমন সমান বৈরী বীর হনুমান ॥
যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
একে একে হনুমানে বাখানে বিস্তর ॥
অন্তরীক্ষ-পথে চলে বীর হনুমান।
যথাস্থানে রাখিলেক সে গন্ধমাদন ॥
হনুমান বলে আমি পবননন্দন।
অনেক গন্ধর্ব্ব হেথা করেছি নিধন ॥
যে ঔষধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান।
সে ঔষধে সবাকার বাঁচাইব প্রাণ ॥
দুই হাতে কচালে ঔষধ করে গুঁড়া।
জলে গুলে গন্ধর্ব্ব-উপরে দেয় ছড়া ॥
উঠিল গন্ধর্ব্ব সব চারিদিকে চায়।
খেদাড়িয়া হনুমানে মারিবারে যায় ॥
লাফ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

—

সূর্য্যদেবের মুক্তি

হইয়া সাগর পার অতি কুতূহলী।
সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী ॥
কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আইল হনুমান।
শ্রীরামের নিকটে পাইল বহু মান ॥
বসেছেন বানরে বেষ্টিত রঘুনাথ।
উপস্থিত হনুমান জোড় করি হাত ॥
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে।
জিজ্ঞাসা করেন রাম পবনকুমারে ॥
কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবননন্দন।
তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ ॥
হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি।
আনিবারে ঔষধ গেলাম রাতারাতি ॥
ঔষধি খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই।
পূর্ব্বদিকে দিনপতি দেখিয়া ডরাই ॥
পর্ব্বত হইতে গেনু ভাস্করের ঠাঁই।
জোড়হাত করি স্তব করিনু গোঁসাই ॥
তোমার সন্তান অতি কাতর শ্রীরাম।
ক্ষণেক কশ্যপপুত্র কর রহ বিশ্রাম ॥

যাবৎ লক্ষ্মণ বীর না পান জীবন।
তাবৎ উদয় নাহি হইও তপন॥
আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি।
ধরিয়া এনেছি তেঁই না পোহায় রাতি॥
শ্রীরাম বলেন বাপু একি চমৎকার।
না পোহায় রজনী, না ঘুচে অন্ধকার॥
সূর্য্যের উদয় হেতু সংসার প্রকাশে।
ছাড়হ ভাস্করে ইনি উঠুন আকাশে॥
সূর্য্যেরে প্রণাম করে পবননন্দন।
যতেক বানর করে চরণ-বন্দন॥
রামের বচনে বীর তোলে দুই হাত।
বাহির হইল তবে জগতের নাথ॥
আদি কর্ত্তা আপন বংশের দিবাকর।
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর॥
উদয়-পর্ব্বতে ভানু করেন গমন।
পোহাইল বিভাবরী প্রকাশে ভুবন॥
কপিগণ কহে ধন্য ধন্য হনুমান।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান॥
শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান।
পাইল প্রসাদে তব মোর ভ্রাতা প্রাণ॥
তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন।
যদি চাহ, লহ করি আত্ম-সমর্পণ॥
এতেক কহিয়া রাম দেন আলিঙ্গন।
কৃতার্থ বানরবংশ মানে কপিগণ॥
বারমাসী ফল ছিল সুগ্রীবের পাশে।
সুগ্রীব প্রসাদ দিল যত মনে আসে॥
দিলেন দাড়িম্ব পক্ক বিদারিয়া সন্ধি।
নারিকেল ফল দিল সহস্রেক কান্ধি॥
হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া তাল দিলেন মধুর।
অদ্ভুত রসাল দিলা খাইতে খেজুর॥
বড় বড় আম্র দিলা খাইতে রসাল।
বিঘত প্রমাণ কোষ দিলেন কাঁঠাল॥
নানা বর্ণ ফল দিলা শ্বেত কালো রাঙ্গা।
মধুপান করিবারে দিল বহু ডোঙ্গা॥
বিস্তর প্রসাদ দিলা ফলফুল রাজা।
লক্ষ বানরেতে বহে তা সবার বোঝা॥
রাজপ্রসাদ বহুল পেয়ে হনুমান।
প্রাচীন বানরগণে কত কৈল দান॥
বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া তোষে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

—

মহীরাবণের পালা

রাবণ মরিবে কবে ভাবে কপিগণ।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ॥
কহিবারে শক্তি নাই কন ধীরে ধীরে।
এখনো রাবণ আছে জীবিত-শরীরে॥
রাবণে মারিয়া দুঃখ ঘুচাও অন্তরে।
না কর বিলম্ব আর উঠহ সত্বরে॥
বিক্রম করেন রাম লক্ষ্মণের বোলে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে॥
কোলাহল শুনে ভাবে রাজা দশানন।
মরিয়ে মানুষ বেটা পাইল জীবন॥
মরিয়ে না মরে এ কি বিপরীত বৈরী।
জানিলাম মজিল কনকলঙ্কাপুরী॥
মরিল সকল বীর শূন্য হৈল লঙ্কা।
আপনি যুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্কা॥
বন্ধুবান্ধবাদি কোথা কেবা আছে আর।
মনে মনে চিন্তা করে দেখি একবার॥
স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া।
কারে পাঠাইব যুদ্ধে না পাই ভাবিয়া॥
ইন্দ্রজিৎ নাহি রণে যাবে কোন্ জনে।
অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচনে॥
অভিমানে শীর্ণ অঙ্গ মলিন বদন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন॥

ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
এতদিনে পার্ব্বতী শঙ্কর বুঝি সরে॥
রাবণের মাতা সে নিকষা নাম ধরে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ-গোচরে॥
সন্তানের স্নেহবশে দুঃখিত-অন্তর।
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকার॥
তখন কহিনু বাপু না শুনিলি কানে।
মজিল রাক্ষসকুল শ্রীরামের বাণে॥
বিভীষণ ভাই তোর ধর্ম্মশীল অতি।
এসেছিল বুঝাইতে তারে মার লাথি॥
সীতা দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে।
না শুনিলি বংশনাশ করিবার তরে॥
ভাগ্যেতে আছিল দুঃখ শুনহ রাবণ।
আপনা রাখিতে যুক্তি করহ এখন॥
এক যুক্তি আছে বাপ কহি যে তোমারে।
দিগ্বিজয়ে গেলে যবে পাতাল-ভিতরে॥
ব্রহ্মার বরেতে পেলে সুন্দর নন্দন।
মহীতে জন্মিল নাম সে মহীরাবণ॥
পাতালেতে আছে পুত্র সর্ব্বগুণবান।
তাহা হৈতে হইবে দুঃখের অবসান॥
বিষাদে হরিষ হৈল নিকষার বোলে।
মনেতে পড়িল পুত্র আছয়ে পাতালে॥
পাতালে আছয়ে পুত্র সে মহীরাবণ।
মহাতেজ ধরে পুত্র জিনে ত্রিভুবন॥
হেন পুত্র থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী।
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন্ বৈরী॥
কালিকা পূজিয়া সেহ বরদান পায়।
অব্যাহত মায়া জানে সর্ব্ব ঠাঁই যায়॥
আছে সে দুর্জ্জয় পুত্র পাতাল-ভিতরে।
মারিতে অদম বৈরী সেইজন পারে॥
পূর্ব্বকথা আছে তাহা হইল স্মরণ।
বিপত্তে স্মরণ করো আসিব তখন॥
একমনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
টনক নড়িল তার কপাল-উপর॥
পাতিলেক অঙ্ক মহী খড়ি লয়ে হাতে।
একে একে ত্রিভুবন লাগিল গণিতে॥
সকল পাতালপুরী চিন্তে একে একে।
আকাশ-পাতাল গণে কিছু নাহি দেখে॥
পৃথিবী গণিয়া স্থির নাহি হয় চিত্তে।
কোন্‌জন স্মরে মোরে পড়িয়ে বিপত্তে॥
সাগরের উপরে কনক-লঙ্কাপুরী।
তাহাতে আছয়ে পিতা রাজ্য-অধিকারী॥
অসময় পিতার জানিল সে কারণ।
তথির কারণে পিতা করিল স্মরণ॥
এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মনে।
ত্বরায় ভেটিতে যান পিতা দশাননে॥
শনিবারের শব যেন সঙ্গে সঙ্গী চায়।
ইন্দ্রজিতার দোসর হৈতে মহী যায়॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
আপনি মরিতে দেখ যম আনে ধরে॥
যাত্রা সিদ্ধি করে মন্ত্র পড়িল ত্বরিতে।
উর্দ্ধপথে সুড়ঙ্গ হইল আচম্বিতে॥
অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর।
সিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মহী দেখি মহারাজ ত্যজে সিংহাসন।
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন॥
কোলেতে করিয়া শিরে করিল চুম্বন।
মহী কৈল রাবণের চরণ বন্দন॥
সিংহাসনে দুইজনে বসে একাসনে।
করজোড় করি মহী বলে পিতৃস্থানে॥
কোন্ কার্য্যে পিতা মোরে করিলে স্মরণ।
আজ্ঞা কর উদ্ধারিব কিবা প্রয়োজন॥
কান্দিয়া বলেন রাজা চক্ষে পড়ে জল।
লঙ্কার দুর্গতি যত কহিব সকল॥

রাবণ বলেন শুন দুঃখের কাহিনী।
সূর্পণখা তব পিসি আমার ভগিনী॥
হইয়া মানুষ বেটা কাটে নাক কান।
কেমনে সহিবে প্রাণে এত অপমান॥
মহী বলে কহ পিতা শুনি বিবরণ।
আচম্বিতে নাক কান কাটে কি কারণ॥
রাবণ বলে সূর্পণখা ভগিনী কনিষ্ঠা।
হইয়া বৈধব্যদশা সদাচারে নিষ্ঠা॥
লঙ্কার ঐশ্বর্য্যসুখ পরিত্যাগ করি।
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে বনচারী॥
চৌদ্দহাজার রাক্ষস খর ও দূষণ।
দিয়াছিনু সূর্পণখা করিতে রক্ষণ॥
গিয়াছিল সে যখন পুষ্প-অন্বেষণে।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানে॥
দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণেরে পাঠায় বনবাসে॥
সঙ্গেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী।
সূর্পণখা সঙ্গে কহে বাক্য দুই-চারি॥
পুষ্প লাগি রসভাষ নারী দুই জন।
কোপ করি নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ॥
এই অপমানে কহে সে খর দূষণে।
সৈন্য লয়ে যুদ্ধ গিয়া করিল দুজনে॥
করিয়া তুমুল যুদ্ধ দুজনার সনে।
রাক্ষস হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম-বাণে॥
লঙ্কাতে আসিয়া ভগ্নী কান্দে মনোদুঃখে।
সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে গেল কাটা নাক দেখে॥
জিজ্ঞাসিনু এ দুর্গতি করিলেক কেটা।
সূর্পণখা বলে দাদা, নর এক বেটা॥
দুই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটী বনে।
পরমাসুন্দরী এক নারী তার সনে॥
সূর্পণখা মুখে শুনি এসকল কথা।
কোপ করি আনিয়াছি রামের বনিতা॥

বনের বানর সব সহায় করিয়া।
সাগর বান্ধিল রাম বৃক্ষ-শিলা দিয়া॥
সাগর বান্ধিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে।
ইন্দ্রজিৎ বীরবাহু সবে রণে পড়ে॥
সৈন্য ও সামন্ত মেরে দর্প কৈল চূর্ণ।
রণে মৈল সহোদর ভাই কুম্ভকর্ণ॥
দুর্জ্জয় লক্ষ্মণ রামে চিনিতে না পারি।
সঙ্কটে পড়িয়া বাপু তোমারে যে স্মরি॥
রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী।
সে মহীরাবণ কহে জোড় করি পাণি॥
স্বর্ণপুরী খণ্ড খণ্ড হৈল তব দোষে।
পশ্চাৎ ডাকিলে সব করিয়া বিনাশে॥
সাগরের পারে যবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ॥
মম ডরে দেব দৈত্য সবে করে শঙ্কা।
আমি বিদ্যমানে মজে স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
আমার বাণের টান না সহে সংসারে।
নর-বানরেতে এত অপমান করে॥
মোর ডরে দেবগণে যায় স্বর্গ ছাড়ি।
বেন্ধে আনি দেবগণে গলে দিয়ে দড়ি॥
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও না শুনি।
যারে খাই সেই খায় অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কটাক্ষে মারিব যারে তার সঙ্গে রণ।
হেন মায়া করিব না জানে কোন জন॥
ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে।
শচীরে আনিতে পারি ইন্দ্র নাহি জানে॥
ভুলাব বানর-নর কত বড় কাজ।
আর দুঃখ না ভাবিহ শুন মহারাজ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তব বৈরী দুইজনে।
নরবলি দিব লয়ে পাতালভুবনে॥
রাম-লক্ষ্মণেরে আর নাহি তব শঙ্কা।
সীতা লয়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥

মহী যদি করিলেক এতেক আশ্বাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥
দশানন বলে তুমি প্রাণের সমান।
তোমা হৈতে আমার হইবে পরিত্রাণ ॥
বুঝিলাম তোমা হৈতে বৈরী হবে ক্ষয়।
তোমার গুণেতে মোর সর্ব্বস্থানে জয় ॥
মহী বলে শুন পিতা লঙ্কা-অধিকারী।
স্থির হয়ে বৈস তুমি আমি মারি বৈরী ॥
দুইজনে কহে কথা বসি সিংহাসনে।
বিভীষণ নিবেদিল রামের চরণে ॥
জোড়হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ।
নিশ্চিন্ত হইয়ে কেন রয়েছে রাবণ ॥
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে বীর নাহি আর।
কি মন্ত্রণা করে রাজা দেখি একবার ॥
প্রণমিয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ জাম্বুবানে।
পক্ষিরূপ হইয়ে চলিল বিভীষণে ॥
রাবণের অন্তঃপুরে গেল অনিমিখে।
রাবণ সহিত মহীরাবণেরে দেখে ॥
পিতা পুত্রে দুইজনে বসি একাসনে।
যুক্তি করে দুজনেতে হরষিত মনে ॥
মহীরাবণেরে দেখে চিন্তি বিভীষণ।
রামের নিকটে এল ত্বরিত-গমন ॥
বিভীষণ কহে আসি করি জোড়হাত।
আজি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ ॥
রাবণের পুত্র এক সে মহীরাবণ।
মায়ার সাগর বেটা বুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
মন্দোদরী-গর্ভে সেই জন্মিল তনয়।
তাহার সংগ্রামে সুরাসুর করে ভয় ॥
পাতালপুরেতে থাকে বাপের আদেশে।
মহাবল পরাক্রম সবে ভয় বাসে ॥
তাহার সংগ্রামে প্রভু কারো নাহি রক্ষা।
ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনুক-বাণ শিক্ষা ॥

মায়া পাতি ডাকিনী ছাওয়াল যেন হরে।
সেইমত মহী মায়া ক'রে চুরি করে ॥
কত মায়া ধরে কেহ নাহি জানে সন্ধি।
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী ॥
যাহা মনে করে তাহা করিবারে পারে।
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে ॥
হেন দুষ্ট আসিয়াছে লঙ্কার ভিতর।
আজি নিশা জাগ সবে হইয়া সত্বর ॥
বুঝিয়া সুযুক্তি কর মন্ত্রী জাম্বুবান।
মহীর মায়াতে কিসে পাবে পরিত্রাণ ॥
জাম্বুবান কহে, শুন বীর হনুমান।
বিপত্তে নাহিক বন্ধু তোমার সমান ॥
বিভীষণের বাক্যে করহ অবগতি।
কিরূপে নিস্তার পাব আজিকার রাতি ॥
হনুমান বলে শুন যত বীরভাগে।
চোর বেটা বিনাশিব সারা রাত্রি জেগে ॥
মরিল সকল বীর, মহী বেটা আছে।
বধি মহীরাবণে রাবণ বধি পাছে ॥
এখনো রাবণ বেটা জীতে সাধ করে।
লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে সুগ্রীবের গতি।
যেখানে লুকায়ে থাকে নাহি অব্যাহতি ॥
লেজের কুণ্ডলী গড় করিব নির্ম্মাণ।
সকলে জাগিয়া থাক হয়ে সাবধান ॥
রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়ে।
কার সাধ্য যাইবেক আমারে ভাণ্ডায়ে ॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন।
প্রতীত তোমার বাক্যে হবে কোন্ জন ॥
যাবৎ এ কালনিশি প্রভাত না হয়।
তাবৎ আমার মনে না হবে প্রত্যয় ॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবনকুমার।
আজি রাত্রি উদ্ধারিতে ভরসা তোমার ॥

হাসিয়া হাসিয়া কন মন্ত্রী জাম্বুবান।
হনুমান বীর বড় কহিলে প্রমাণ॥
দেখাদেখি এসে যদি রণে দেয় হানা।
তবে ত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপনা॥
অলক্ষিতে চোর আসি যবে চুরি করে।
দেখিতে না পাবে হনু কি করিবে তারে॥
অলক্ষিতে আসিবেক চুরি বিদ্যা জানে।
একত্তরে সবাই থাকহ জাগরণে॥
জাম্বুবান বলে তব অতুল বিক্রম।
আজিকার রাত্রি তুমি কর পরিশ্রম॥
এই বেলা বৈস সবে যুক্তি দৃঢ় করি।
বেলা অবসান হৈল আইল শর্ব্বরী॥
জাম্বুবান-কথা যদি হৈল অবসান।
হেনকালে কর জুড়ি বলে হনুমান॥
মায়াবী রাক্ষস সেই কত মায়া জানে।
সাবধান থাক যেন না পায় সন্ধানে॥
শ্রীরামেরে কহিলেক পবন-নন্দন।
বিষ্ণুচক্রে আকাশ করহ আচ্ছাদন॥
চক্র আচ্ছাদন যদি রহিল গগনে।
শূন্যেতে আসিতে পারে কাহার পরাণে॥
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র নল মায়ার নিদান।
পাতালে রহুক গিয়ে হয়ে সাবধান॥
সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি।
লেজ গড় বান্ধি আমি তাহে রাখি দ্বারী॥
লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন।
গঠিল বিচিত্র গড় পবননন্দন॥
প্রাচীর চৌতার হৈল অতি মনোহর।
সকল কটক ঢোকে তাহার ভিতর॥
সুগ্রীবের কোলে রাম কমললোচন।
অঙ্গদের কোলে রন ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
লাঙ্গুলের গড়ে বীর জুড়িলেক দেশ।
তাহাতে সসৈন্যে রাম করেন প্রবেশ॥
অপূর্ব্ব লেজের গড় নির্ম্মাণ যে করি।
বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়ে প্রহরী॥
সকল কটক মাঝে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বৃক্ষ-শিলা হাতে করি করে জাগরণ॥
লেজেতে বান্ধিল গড় ঠেকিল গগন।
উপরেতে বিষ্ণুচক্র ফেরে ঘনেঘন॥
গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি যে রহে।
কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে॥
এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল।
কৃত্তিবাস রামায়ণ যত্নে বিরচিল॥

—

মহীরাবণের মায়াযুদ্ধ দ্বারা শ্রীরামলক্ষ্মণকে হরণ

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে শুন পবনকুমার॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে এথা॥
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ॥
রাবণে প্রণাম করে সে মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন॥
ঠাট সৈন্য হস্তী ঘোড়া না লয় দোসর।
মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর॥
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে।
ঠাট সৈন্য দেখে সব গড়ের ভিতরে॥
মনে মনে ভাবে মহী রাবণনন্দন।
মায়াতে হরিব আজি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
বিভীষণে দেখে তথা গড়ের বাহিরে।
কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে॥
মনে মনে চিন্তা মহী করয়ে তখন।
মায়াতে হইল অজরাজার নন্দন॥
দশরথ হয়ে আসি দিল দরশন।
দশরথ বলে শুন পবননন্দন॥

আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে করি দরশন॥
হনুমান বলে গোসাঞি করি নিবেদন।
ক্ষণকাল থাকহ আসুক বিভীষণ॥
হেনকালে বিভীষণ দিলা দরশন।
তরাসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ॥
হনু বলে শুনহ ধার্ম্মিক বিভীষণ।
দশরথ রাজা এসেছিলেন এখন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে এথা॥
এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়।
অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায়॥
ভরত হইয়া এল হনুমান-কাছে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথা আছে॥
চৌদ্দবর্ষ বনবাসী মস্তকেতে জটা।
দশরথ রাজারই মোরা চারি বেটা॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন।
এত শুনি কহিছেন পবননন্দন॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসে বিভীষণ।
এত শুনি পাছু হাঁটে সে মহীরাবণ॥
হেনকালে ধাইয়া আইল বিভীষণ।
হনু বলে ভরত আইল এইক্ষণ॥
হনুমানে চাহি বিভীষণ কহে কথা।
দ্বার না ছাড়িও যদি আসে তব পিতা॥
এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে॥
কৌশল্যা বলেন শুন পবনকুমার।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণেরে দেখাও একবার॥
হনুমান বলে মাতা করি নিবেদন।
ক্ষণেক থাকহ হেথা আসে বিভীষণ॥
এতেক বলিয়া মহী তিলেক না থাকে।
বিভীষণ ধাইয়া আইল দূরে থেকে॥

বিভীষণে দেখি বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি।
তাহা দেখি হনু করে দন্ত কড়মড়ি॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবননন্দন॥
বিভীষণ বলে শুন আমার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন॥
এত বলি বিভীষণ করিলা গমন।
হইয়া জনক ঋষি দিলা দরশন॥
জনক বলেন শুন পবননন্দন।
রাম সঙ্গে আমার করাহ দরশন॥
আমার জামাতা হন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশবর্ষ গত নাহি দরশন॥
তোমারে না চিনি আমি বলে হনুমান।
ক্ষণকাল থাকহ আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া ঋষি হনুমান-বোল।
হনুমান-সঙ্গেতে জুড়িল গণ্ডগোল॥
হেনকালে বিভীষণ দিলেক হাঁকার।
পলায় জনক-ঋষি দেখা নাহি আর॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণে কহে সব পবননন্দন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
গড়ের ভিতরে যেতে না দিও সর্ব্বথা॥
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন।
বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন॥
হনুমান বলে তুমি গেলে এইক্ষণে।
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে॥
মহীরাবণ বলে শুন পবননন্দন।
চোর মায়া কত জানে সে মহীরাবণ॥
সাবধানে থাক হনু আজিকার নিশি।
রাম-লক্ষ্মণের হাতে রক্ষা বেঁধে আসি॥
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে।
অলক্ষিতে গেল রাম-লক্ষ্মণের পাশে॥

সুগ্রীব-অঙ্গদ-কোলে আছেন দু-ভাই।
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাঁই॥
মহামায়া স্মরি ধূলা দিল উড়াইয়ে।
দুই ভাই নিদ্রা যায় অচেতন হয়ে॥
অচৈতন্য হয়ে পড়ে যতেক বানর।
হাত হৈতে খসে পড়ে গাছ ও পাথর॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে ঘুমে অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবন॥
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে দোঁহে আছেন শয়নে।
ঘরের ভিতর লয়ে রাখিল গোপনে॥
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র হাতে।
নিজ পুরে রহে মহী হরিষ মনেতে॥
হেথায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ।
হনুমান-স্থানে বার্ত্তা পুছে ঘনে ঘন॥
হনু জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে।
হনুমান দেখে তাকে গড়ের বাহিরে॥
হনুমান বলে কে রাক্ষস বিভীষণ।
ঔষধ বান্ধিতে তুমি গেলে যে এখন॥
বাহির হইয়া এলে কোন্ পথ দিয়ে।
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে হিয়ে॥
বুঝিতে না পারি কিবা আছে তব মনে।
রাবণের চর হয়ে আছ রাম-স্থানে॥
রাবণের চর হয়ে এস যাও নিতি।
কপট করিয়া রাম সহ কৈলে মিতি॥
মোর ঠাঁই বেটা তোর নাহিক নিস্তার।
দাণ্ডা মারি পাঠাইব যমের দুয়ার॥
উপাড়িয়া লঙ্কাপুরী ডুবাব সাগরে।
লঙ্কার বসতি সব দিব যমপুরে॥
রাবণের দূত তুই রামের নিকটে।
কি বলিস্ তোর বাক্যে মম বুক ফাটে॥
বিভীষণ বলে নাহি এসেছি কপটে।
দিব্য করি হনুমান তোমার নিকটে॥

গোবধে ও ব্রহ্মবধে যত পাপ হয়।
যদি ছলে এসে থাকি লইব নিশ্চয়॥
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধ সুরাপানে।
আমার সে পাপ যদি খল থাকে মনে॥
হনুমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়।
ব্রহ্মবধ গোবধে রাক্ষসের কি ভয়॥
বিভীষণ বলে তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিচার না করে কেন বল অনুচিত॥
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর।
যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর॥
ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞভঙ্গ-সন্ধি কেবা জানে।
যুক্তি দিয়া বধিলাম আপন সন্তানে॥
কত রূপ হয়ে এল সে মহীরাবণ।
ভুলাতে না পেরে শেষে হৈল বিভীষণ॥
হনুমান বলে কথা শুনে লাগে ডর।
মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর॥
লাজে হনুমান বীর করে হেঁটমাথা।
বিভীষণে বলিলাম অনুচিত কথা॥
পথ ছেড়ে দিয়ে আমি কৈনু বিপরীত।
বিভীষণে ভর্ৎসিলাম নহে ত উচিত॥
হনুমান বলে কথা শুন বিভীষণ।
আগে গিয়া দেখি চল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
মারুতির বাক্যেতে রাক্ষস বিভীষণ।
প্রমাদ পাড়িল মনে জানিল তখন॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন।
চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
দ্রুতগতি যায় দোঁহে ধেয়ে ঊর্দ্ধমুখে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নাই শূন্যময় দেখে॥
আশ্চর্য্য দেখিল তাহে সুড়ঙ্গ-নির্ম্মাণ।
রাম-লক্ষ্মণেরে নাহি দেখি ফাটে প্রাণ॥
কটকের মাঝে নাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বিভীষণ॥

সুগ্রীব-অঙ্গদ আজি ঘুমে অচেতন।
প্রমাদ পড়িল উঠ বলে বিভীষণ॥
কটক-ভিতরে হৈল মহা গণ্ডগোল।
বানরমণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
কান্দিছে সুগ্রীব রাজা নাহিক সম্বিত।
কোথা গেল লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র মিত॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনুমান।
রামের উদ্দেশে আমি ত্যজিব পরান॥
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়ে তাহে দিব ঝাঁপ।
এ জীবনে না ঘুচিবে মনের সন্তাপ॥
শিরে হাত কান্দে বালিপুত্র যুবরাজ।
বৃথায় শরীর আর জীবনে কি কাজ॥
আকুল হইয়া কান্দে সেনাপতি নীল।
বাঁচিতে বাসনা আর নাহি একতিল॥
জাম্বুবান বলে সবে না কর ক্রন্দন।
উপায় করহ শুন আমার বচন॥
ক্রন্দন সম্বর শুন বানরের রাজ।
যেমতে নিস্তার পাই চিন্ত সেই কাজ॥
অস্থির না হও কেহ বিপত্তি-সময়।
সুস্থির হইলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দেখ জগতের সার।
বিনাশ করিতে পারে সাধ্য আছে কার॥
সুমন্ত্রণা শুন ওহে সুগ্রীব রাজন।
মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেষণ॥
মারুতির অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
অবশ্য পাইবে দেখা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব জীবন॥
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার।
কহিল সুগ্রীব রাজা এই যুক্তি সার॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণে হনুমানের পাতালপুরে গমন

সুগ্রীব বলেন শুন পবনকুমার।
সীতার উদ্দেশ কৈলে সাগরের পার॥
তুমি শ্রীরামের ভক্ত জানে সর্ব্বজন।
করে এস শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-অন্বেষণ॥
তোমারে ভুলায়ে গেল রাবণকুমার।
ত্রিভুবনে এ কলঙ্ক রহিবে তোমার॥
তব বুদ্ধিভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে।
অন্বেষণ করিতে পাঠাব বল কারে॥
সুগ্রীবের বাক্যেতে মারুতি মহাবল।
লাজে অভিমানে আঁখি করে ছলছল॥
মারুতি বলেন আমি যাব অন্বেষণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজিব ত্রিভুবনে॥
তথাপি না পাই যদি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ত্যজিব জলধিজলে এ ছার জীবন॥
এত কহি কান্দে হনু পবননন্দন।
কোথা পাব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-অন্বেষণ॥
এইখানে থাক সবে একত্র হইয়া।
যাবৎ না আসি আমি ত্রৈলোক্য ঘুরিয়া॥
সুগ্রীব রাজার কাছে লইয়া বিদায়।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান ধায়॥
যে পথে লক্ষ্মণ-রামে হরেছে রাক্ষসে।
সেই পথে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে॥
পাতালেতে গিয়া দেখে সূর্য্যের প্রকাশ।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ পুরী যেমন কৈলাস॥
প্রথমে দেখিল বলিরাজের বসতি।
পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী॥
মহা তপোবন দেখে কত মুনি-ঋষি।
নাগিনী যক্ষিণী কত পরম রূপসী॥
চতুর্ভুজ দ্বিভুজ অশেষরূপী লোক।
জরা মৃত্যু নাহি তথা নাহি রোগ-শোক॥

তিন কোটি পুরুষে কপিল মুনি বৈসে।
পরমাসুন্দরী কত দেখে আশেপাশে ॥
বিচিত্র-নির্ম্মাণ দেখে কত তীর্থস্থান।
সেথা রাম-লক্ষ্মণের না পান সন্ধান ॥
সকল পাতালপুরী ভ্রমে একে একে।
মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে ॥
ছদ্মবেশ ধরিয়া খুঁজিল সব পুরী।
রাক্ষসের পুরী যেন অমরনগরী ॥
ত্বরিত-গমনে গেল পুরীর ভিতর।
পাষাণ-রচিত কত দীঘি-সরোবর ॥
অসংখ্য পুরুষ-নারী পরমসুন্দর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে সুবর্ণের ঘর ॥
বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্ব্বত-প্রমাণ।
অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিত্র-নির্ম্মাণ ॥
মনে মনে চিন্তা করে পবনকুমার।
এই পুরে আছে রাম-লক্ষ্মণ আমার ॥
মরকট-রূপে রহে বৃক্ষের উপর।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ ঘাট দেখে সরোবর ॥
বহু লোক আসি তথা করে স্নানদান।
বানর দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান ॥
বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহালিয়া দেখে।
এমন বানর যে আইল কোথা থেকে ॥
একজন ছিল তথা বৃদ্ধ চিরজীবী।
বানর দেখিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবি ॥
বৃদ্ধ বলে শুন সবে আমার বচন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত-কথা শুন দিয়া মন ॥
করিল বিস্তর তপ মহী মহারাজা।
বিস্তর প্রকারে কৈল মহামায়া পূজা ॥
বিস্তর করিল পূজা বহু উপবাস।
অমর হইতে রাজার ছিল বড় আশ ॥
অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর।
দেবী বলে অন্য বর চাহ নিশাচর ॥
মহী বলে অহি কিম্বা দেবতা গন্ধর্ব্ব।
যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ আদি সর্ব্ব ॥
সংগ্রামেতে কারো হাতে মরণ না হয়।
সেই বর দিলা দেবী বুঝিয়ে আশয় ॥
মহী বলে প্রকারেতে হলেম অমর।
যত জাতি যোদ্ধা আছে কারে নাহি ডর ॥
নর আর বানর এ দুই বাকী আছে।
ভক্ষ জাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে ॥
ভগবতী বলে ভয় কারে নাহি আর।
নর-বানরের হাতে সবংশে সংহার ॥
অমর নহেন রাজা জানি বিবরণ।
নর কপি এলে হবে রাজার মরণ ॥
বন্দী করে আনিয়াছে শিশু দুই নর।
কোথা হৈতে উপনীত হইল বানর ॥
এই কথা গুপ্তে বুড়ী কহে একজনে।
চারিদিকে দেখে পাছে অন্য কেহ শুনে ॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পবননন্দন।
কোথায় আছেন প্রভু ভাবে মনে মন ॥
হেনকালে নারী সব নগরনিবাসী।
জল লইবারে আসে কক্ষেতে কলসী ॥
এক নারী প্রাচীন মহীর পুরদাসী।
তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী ॥
রাজার বাটীতে কেন বাদ্যভাণ্ড রোল।
কেহ নাচে কেহ গায় নৃত্য-কলরোল ॥
মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব।
রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব ॥
বৃদ্ধা নারী বলে শুন যতেক রূপসী।
রাজার বাটীর কথা কৈতে ভয় বাসি ॥
কহিতে নিষেধ আছে, কহিবার নয়।
প্রকাশ করো না কথা দণ্ড চারি ছয় ॥
জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি।
মহামায়া-কাছে আজি হবে নরবলি ॥

আনিয়াছে শিশু দুটি পরম সুন্দর।
না দেখি ইহার রূপ অবনী-ভিতর॥
কোন্ অভাগীর পুত্র দেখে ফাটে প্রাণ।
দণ্ড চারি ছয় পরে দিবে বলিদান॥
বন্দী করি রাখিয়াছে সঙ্গোপন-ঘরে।
রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে॥
এত বলি জল লয়ে সবে গেল বাসে।
হনুমান শুনিলেন বৃক্ষোপরে বসে॥
মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি।
এইখানে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আছে বন্দী॥
হৃদয়ে পুলক বীর পবনতনয়।
এখানেতে থাকা আর উপযুক্ত নয়॥
চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ-অন্তঃপুরে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যথা আছে বন্দী ঘরে॥
দোহারা লোহার গড় ভিতর-বাহিরে।
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র ধরে॥
চারিদিকে নিশাচর আছে অগণন।
ঘরের ভিতর আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
মক্ষীরূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে।
শরীর ধারণ করি দোঁহে নমস্কারে॥
আচম্বিতে মারুতি নোঙায় গিয়া মাথা।
নিদ্রা-ভঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কন কথা॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবননন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ কোথা, কোথা বিভীষণ॥
হনুমান বলে প্রভু পাসরিলে চিতে।
হরিয়া এনেছে মহী তোমা পাতালেতে॥
শুনিয়া কাতর অতি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
প্রবোধ করিয়া বলে পবননন্দন॥
হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণা।
মহামায়া পূজা হবে বাজিল বাজনা॥
বিস্তর ছাগল দিবে, মহিষ বিস্তর।
বলিদান দিবে রাজা আর দুই নর॥
নানা সুবাসিত পুষ্প গন্ধ মনোহর।
সাজাইয়া লয়ে যায় মহামায়া-ঘর॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবননন্দন।
বিপাকে পড়েছি এথা হইবে কেমন॥
নাহি সৈন্য সেনাপতি অস্ত্রশস্ত্র আর।
কেমনে রাক্ষস-হাতে পাইব নিস্তার॥
জোড়হস্তে কহে হনু শ্রীরামের আগে।
রাক্ষস মারিতে প্রভু কোন্ ভার লাগে॥
ত্রিভুবনে খ্যাত তব শ্রীচরণ-দাস।
বৃক্ষ-পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ॥
রাবণরাজার বংশ যেখানে যা থাকে।
তোমার প্রসাদেতে মারিব একে একে॥
অনেক ব্রাহ্মণ হিংসে বহু দেব-ঋষি।
গোহত্যা প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি॥
দুর্জ্জয় রাক্ষস-বংশ হইবে সংহার।
রাক্ষস বধিতে প্রভু তব অবতার॥
অলক্ষিত মায়া তব কোন্ জন জানে।
মরণ ইচ্ছিয়া তোমা আনিল এখানে॥
মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা।
প্রীতিবাক্যে কহি গিয়া গুটিকত কথা॥
তাহে যদি মহীর করিতে চান হিত।
সাগরে ডুবায়ে দিব মন্দির সহিত॥
মনোভাব বুঝে আসি মহেশ-জায়ার।
রাম বলে কতক্ষণে আসিবে আবার॥
মারুতি বলিল এক তিল ছাড়া নই।
কি বলেন কাত্যায়নী দুটা কথা কই॥
এত বলি হনুমান হইল বিদায়।
মহামায়া-মন্দিরেতে অবিলম্বে যায়॥
মক্ষীরূপে কহিলেন যোগাদ্যার কানে।
মহী-বেটা আনিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে।
আপনি কি এই আজ্ঞা করেছ মহীরে॥

সবংশে মারিব মহী দেখিবে পশ্চাতে।
ডুবাব তোমারে জলে মন্দির সহিতে॥
রামের কিঙ্কর আমি সুগ্রীবের দাস।
এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস॥
মহাদেবী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে।
পবিত্র হইল পুরী রাম-আগমনে॥
অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ।
দেব-দ্বিজ-ধর্ম্মে হিংসা করে অনুক্ষণ॥
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম অবতার।
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার॥
মহী-বিনাশের যুক্তি শুন হনুমান।
যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান॥
রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাম।
প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম॥
রাম কহিবেন, শুন হে মহীরাবণ।
দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন॥
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে॥
হেঁটমুণ্ডে পড়ে মহী প্রণাম করিবে।
তুমি লয়ে এই খড়্গ মহীরে কাটিবে॥
দেবী বলিলেন বাছা এই যুক্তি সার।
শ্রীরামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার॥
শ্রীরাম শিবের গুরু আমি তাহা জানি।
শিব-রাম অভেদ কহেন শূলপাণি॥
অনাথের নাথ রাম জগতের সার।
পলকে উৎপত্তি-স্থিতি জগৎ-সংসার॥
যোগে যোগধর রাম, কালে মহাকাল।
রাম-আগমনে ধন্য হইল পাতাল॥
মূঢ়-বুদ্ধে মহী চাহে রামে দিতে বলি।
অবশেষে হবে যাহা তোমারে সে বলি॥
দেবীরে প্রণাম করি হনুমান গেল।
শ্রীরামের নিকটেতে উপনীত হৈল॥
যেখানে আছেন বন্দী শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
কহিল দেবীর কথা দুজনার কানে॥
উপায় কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা।
যখন করিবে মহী দেবী-আরাধনা॥
যখন লইয়া যাবে তোমা দোঁহাকারে।
সেইক্ষণে আমি গিয়া প্রবেশিব ঘরে॥
যক্ষরূপ হইয়ে থাকিব অলক্ষিতে।
আসিবেন মহীরাজা দেবীরে পূজিতে॥
প্রণাম করিতে কবে সমর্পিয়া পূজা।
প্রণাম না জানি মোরা রাজপুত্র রাজা॥
কিরূপে প্রণাম করে কিছুই না জানি।
প্রণাম করিয়া রাজা দেখাও আপনি॥
প্রণাম করিবে রাজা দেবী-বিদ্যমান।
মুণ্ড কাটি তখনি করিব দুই খান॥
তোমাদের বাক্যে যদি না করে প্রণাম।
সবংশে বধিব তারে করিয়া সংগ্রাম॥
বুকে হাঁটু দিয়া মুণ্ড ফেলাব ছিঁড়িয়া।
যাইব মহীর রক্তে দেবীরে পূজিয়া॥
মারুতি-বচনেতে হরিষ দুই ভাই।
তোমা হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই॥
এই যুক্তি করিয়া রহিল তিন জন।
দেবীরে পূজিতে রাজা করিলা গমন॥
আদেশিয়া আনাইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
দুজনারে রাখে এনে দেবীর দক্ষিণে॥
হেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে।
অলক্ষিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে॥
পূজা করিবারে রাজা বসিল আসনে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনু দেখে শোনে
নিকটে আইল কাল সে মহীরাবণে।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণে॥

—

মহীরাবণ বধ

করজোড়ে ব্রহ্মারে কহেন সুরপতি।
রাম-লক্ষ্মণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি॥
মহীরাবণ হরিয়া লয়েছে দুই ভাই।
কেমনে উদ্ধার হবে ভাবি মনে তাই॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা দেবের বচন।
হাসিয়া বলেন শুন সর্ব্ব দেবগণ॥
শক্রধনু নামে ছিল গন্ধর্ব্বসন্তান।
বিষ্ণুর সম্মুখে নিত্য করে নৃত্যগান॥
নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষ্ণুর সদনে।
তাহাতে বড়ই তুষ্ট দেব-নারায়ণে॥
বিষ্ণু সম্ভাষিতে গেল অষ্টাবক্র ঋষি।
বাঁকা মূর্ত্তি দেখি গন্ধর্ব্বে পাইল হাসি॥
মুনিরূপ দেখিয়া গন্ধর্ব্ব করে ব্যঙ্গ।
মুনিরে দেখিতে তার হৈল তাল ভঙ্গ॥
মুনি কহে মোরে দেখি কর উপহাস।
সুন্দর শরীর তব হইবে বিনাশ॥
পাপী হয়ে জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে।
ধরিয়া বিকট-মূর্ত্তি থাকহ পাতালে॥
শুনিয়া মুনির শাপ চিন্তে বিদ্যাধর।
কি দোষে দারুণ শাপ দিলে মুনিবর॥
অজ্ঞান পাতকী আমি তোমা নাহি জানি।
ত্রিভুবনে পূজিত আপনি মহামুনি॥
কৃপা কর ধরি আমি তোমার চরণ।
কর প্রভু এ পাপীর পাপ বিমোচন॥
শক্রধনু-বচন শুনিয়া মুনিবর।
প্রসন্ন হইয়া তবে করেন উত্তর॥
আমার বচন কভু না হইবে আন।
পাতালে রহিবে হয়ে রাক্ষস-প্রধান॥
তপোবলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে।
সুখেতে করিবে রাজ্য মহেশ্বরী-বরে॥
দুরন্ত রাক্ষসবংশ করিতে সংহার।
মনুষ্য-রূপেতে বিষ্ণু হবে অবতার॥
সেই রাম-লক্ষ্মণেরে লয়ে যাবে হরে।
পাতালে রাখিবে লয়ে আপনার ঘরে॥
মুণ্ড কাটা যাবে তোর হনুমান-হাতে।
শাপে মুক্ত হয়ে পুনঃ আসিবে স্বর্গেতে॥
হনুমান হতে হবে শাপ বিমোচন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সে হৈল মহীরাবণ পাতালভুবনে॥
মুনির বচন কভু নহে ত অন্যথা।
দেবগণ চলি গেল দুই ভাই যথা॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে যায় মহীর মরণ॥
যতেক দেবতাগণ রহে শূন্যপথে।
মহামায়া পূজে মহী হরিষ-মনেতে॥
রাশি রাশি ফল ফুল দিয়ে রাজা পূজে
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নানাবাদ্য বাজে॥
অর্চ্চনা করিল রাজা খাণ্ডা খরশান।
প্রণাম করিতে মহী কৈল সন্নিধান॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে প্রণাম না জানি।
কেমনে প্রণাম করে দেখাও আপনি॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি।
রামেরে দেখায় রাজা দণ্ডবৎ করি॥
দণ্ডবৎ কত করে দেবীর সম্মুখে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনুমান দেখে॥
দেবীর হাতের খড়্গ লয়ে হনুমান।
লাফ দিয়ে মহীরে করিল দুইখান॥
প্রতিমারূপিণী দেবী মহামায়া হাসে।
অনুচরগণ দেখে পলায় তরাসে॥
মুক্ত করিলেন হনু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হনুর প্রতাপেতে হাসেন দুইজন॥

অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
অদ্ভুত অশ্রুত কথা রাম-অবতার।
সেবক হইতে রাম পাইলা নিস্তার॥
মুনি-শাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ।
গন্ধর্ব্ব রূপেতে গেল অমরভুবন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ॥

—

অহীরাবণ বধ

রামগুণ গাইতে গাইতে রে তনু
পতন যদি রে হয়।
যায় অমরভুবনে চাপিয়া বিমানে,
শমন চাহিয়ে রয়॥
অর্দ্ধ নাভিকূপে লয়ে রে যখন ডুবায়।
শত শমন আসি তারে
মন কি করিতে পারে,
পাতকী তরাতে শ্রীরামের নামটি
ওগো এসেছে সংসারে॥ ধ্রু॥
মহীরাবণ মৈল দেখি যত নিশাচর।
ধাইয়া কহিল বার্ত্তা পুরীর ভিতর॥
পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে।
কপালে যা লেখা থাকে খণ্ডিবার নহে॥
আচম্বিতে রাজালয়ে পড়িল প্রমাদ।
অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ॥
রাজার মরণ শুনে রাণী জ্বলে কোপে।
আলুথালু বেশভূষা অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
রাণী বলে এই ছিল যোগাদ্যার মনে।
এতকাল পূজা খেয়ে মারিলি রাজনে॥
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে।
মজিল আমার রাজ্য মহামায়া হতে॥
দেবীর সহায় হয় কপি আর নর।
কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর॥
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে।
নর-বানরের প্রাণ লব শেষকালে॥
এতেক বলিয়া মহীরাবণের নারী।
ধনুক লইয়া উঠে মার মার করি॥
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসংখ্য গণন।
হনুর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বড় বড় বৃক্ষ মারে যত হনুমান।
বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খান॥
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি।
কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাথি॥
দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে।
প্রসবে সন্তান এক মহা ভয়ঙ্করে॥
অষ্টগোটা বাহু তার চার গোটা মুণ্ড।
বিকট মূরতি তার দেখিতে প্রচণ্ড॥
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অদ্ভুত-বিক্রম।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ যুগান্তের যম॥
মহাযুদ্ধ আরম্ভিল হনুমান-সনে।
সাপটিয়া কীল লাথি মারে হনুমানে॥
গর্ভের রুধির-মলে ব্যাপিত শরীরে।
আচম্বিতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে॥
উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগল সমান।
তাহার বিক্রম দেখে হাসে হনুমান॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস।
হনুমান বলে বেটা বড়ই সাহস॥
এখনি জন্মিয়া পুত্র করে ঘোর রণ।
মহীরাবণের বেটা সে অহীরাবণ॥
আথালিপাথালি হানে মারুতির বুকে।
কিছু নাহি বলে হনু সম্বরিয়া থাকে॥
হনুমান বলে, বেটা আস্বা দেখি অতি।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সংহতি॥

মারিবারে হনুমান ধায় উভরড়ে।
ধরিতে না পারে শিশু পিছলিয়া পড়ে ॥
হেনকালে হনুমান চিন্তিল উপায়।
পবন-স্মরণে রণে ঝড় বয়ে যায় ॥
বিষম বাতাসে ধূলা লাগে গায় তার।
পাছাড়িয়া ধরে হনু কোথা যাবে আর ॥
দুই পদে ধরে তারে লয়ে ফেলে দূর।
পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চূর ॥
সংগ্রামে আইল আর যত যত জন।
লইল সবার প্রাণ পবননন্দন ॥
পাতালেতে মুনিঋষি হৈলা আনন্দিত।
ভয় দূরে গেল সবে মহা হরষিত ॥
গেলেন দেবতাগণ আপনার স্থান।
সবে মিলি হনুমানে করিল কল্যাণ ॥
শক্ররে মারিয়া যাত্রা কৈল তিন জন।
মহীর পূজিতা দেবী কহেন তখন ॥
সাধিয়া রামের কার্য্য চলিলা সত্বর।
কে করিবে সেবা মম পাতাল-ভিতর।
এত শুনি হনুমান করি নমস্কার।
দেবীরে পাতাল হৈতে করিল উদ্ধার।
হইয়া হরিষযুক্ত চলে তিন জন।
আগে রাম, পাছে হনু, মধ্যেতে লক্ষ্মণ ॥
সুড়ঙ্গের পথেতে উঠিলা তিন জন।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥
রাম-লক্ষ্মণে পা'য়া সুগ্রীব-বিভীষণ।
জাম্বুবানে দিল কোল এই তিন জন ॥
হনুর প্রশংসা করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কোল দেন তাহারে সুগ্রীব বিভীষণ ॥
জাম্বুবান কোল দিয়া কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য হনুমান বলে যত কপিগণ ॥
দুই প্রহর আকাশে যবে দিবাকর।
সিংহনাদ ছাড়ে তবে ভল্লুক-বানর ॥

চারি দ্বার চাপি বানরের সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিলা প্রমাদ ॥
মহীরাবণ পড়িল শুনে দশানন।
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন।
রামায়ণে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
যেই জন শুনে তার পূরে অভিলাষ ॥

—

রাবণের তৃতীয় দিবস যুদ্ধে গমন

রাম যা কর নিজ গুণে,
আমি ভজন সাধন জানিনে।
মিছে গেল দীনের দিন,
না হ'ল ভজন, ঘেরিল শমনে ॥
যা কর হে রামচন্দ্র জগতগোসাঁই।
তোমা বিনে আমার
ত্রিভুবনে কেহ নাই ॥
মায়ানদীর তীরে আছি রাম
তোমার চরণ করে সার।
ও রাঙ্গা চরণ তরণী করে রাম
আমায় কর হে পার ॥
স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে।
অভিমানে শোকে মত্ত রাজা লঙ্কেশরে ॥
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ-আভরণ ॥
ভয়ে অভিমানে রাজা আঁখি ছলছল।
কোপমনে যুঝিতে চলিলা রণস্থল ॥
আপনি করিছে সাজ লঙ্কা-অধিকারী।
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী ॥
দশমুণ্ডে রতনমুকুট সারি সারি।
মৃগমদে পরিলেক সুগন্ধ কস্তুরী ॥
নানা অলঙ্কারে করে ভুবন উজ্জ্বল।
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল ॥

কোপে কাঁপে অধরোষ্ঠ চলে রণমুখে।
শত শত রাণী এসে ঘেরে চারিদিকে॥
কেহ ধরে আশেপাশে, কেহ ধরে কর।
কারো পানে ফিরিয়া না চান লঙ্কেশ্বর॥
না থাকে রাবণ রাজা কারো উপরোধে।
রাণী মন্দোদরী গিয়া পশ্চাতে বিরোধে॥
মন্দোদরী বলে শুন লঙ্কা-অধিপতি।
বুদ্ধিমন্ত হয়ে কেন ছন্ন হৈল মতি॥
পরম পণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর।
বিশ্বশ্রবা মুনি-পুত্র পরম সুধীর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিলে বাহুবলে।
যম ইন্দ্র কম্পমান তোমারে দেখিলে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
আমি কি বুঝাব তোমা হীনবুদ্ধি নারী॥
তথাপি কিঞ্চিৎ বলি কর পরিহার।
স্থির হয়ে দাণ্ডাইয়ে শুন একবার॥
মুনিগণে কহে সর্ব্ব শাস্ত্রের বিহিত।
রমণীর সুমন্ত্রণা শুনিতে উচিত॥
বিপত্তে সুবুদ্ধি যদি রমণীতে বলে।
সে বুদ্ধে পুরুষ থাকে পরম কুশলে॥
বহুকাল লঙ্কাপুরে করিলে রাজত্ব।
কোন্ যুগে দেখিয়াছ এমন অনিত্য॥
কোন্ কালে বানরেতে লঙ্ঘেছে সাগর।
কোন্ কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর॥
অপরূপ এমন শুনেছ কোন্ দেশে।
পাষাণ মনুষ্য হয় চরণ-পরশে॥
শ্রীরাম মনুষ্য নন, বিষ্ণু-অবতার।
সীতা ফিরে দেহ, যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর॥
দশানন বলে, সীতা দিতে পারি ফিরে।
হাসিবেক বিভীষণ, সবে না শরীরে॥
কহিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ॥
ছোট হয়ে খোঁটা দিবে বড় ভয় বাসি।
সান্ত্বনা হইয়ে গৃহে বৈসহ প্রেয়সী॥
বরঞ্চ রামের শরে ত্যজিব জীবন।
সীতা ফিরে দিতে না পারিব কদাচন॥
মন্দোদরী রাণী বলে, ভাগ্য হলে হীন।
বল-বুদ্ধি-পরাক্রম পাসরে প্রবীণ॥
আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত।
কোপ না করিহ রাজা শুনহ কিঞ্চিৎ॥
সংসারের কর্ত্তা রাম পতিতপাবন।
ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন॥
সত্ত্বগুণে যেই প্রভু পালেন সবারে।
শত্রুভাবে আইলেন মারিতে তোমারে॥
লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে।
তাঁহারে দিতেছ দুঃখ অশোক কাননে॥
যে জন পালনকর্ত্তা সেই জন মারে।
অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা-অধিকারী।
সামান্য যে বুদ্ধি তব রাণী মন্দোদরী॥
শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী।
তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি॥
জপ যজ্ঞ পূজা করে রাখিতে না পারে।
বিনা অর্চ্চনায় পড়ে আছেন দুয়ারে॥
নীরাহারে অনাহারে জপে কত জন।
মৃত্যুকালে নাহি পায় যেই শ্রীচরণ॥
ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পান মুনি-ঋষি।
সে রাম ভাবেন মোরে নীরাহারে বসি॥
জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন বধিবেন মোরে কতক্ষণে॥
মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে॥
বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবন-মরণে॥

ইন্দ্র আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকারী।
মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্ব্বোপরি॥
না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে।
আমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে॥
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিবা মারি।
ক্রন্দন সম্বরি গৃহে যাহ মন্দোদরী॥
মরণ নিকটে যার কি করে ঔষধে।
না রহে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে॥
স্বামী প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
মন্দোদরী-চক্ষে জল করে ছলছল॥
অন্তরে জানিয়া রাণী কান্দিলা প্রচুর।
শত শত সতিনীতে নিল অন্তঃপুর॥
অষ্টাদশ বৃহন্দের বাহিরে রাবণ।
সারথি সাজায়ে রথ যোগায় তখন॥
কনক-রচিত রথ সুগঠন চাকা।
উপরেতে শোভা করে ধ্বজের পতাকা॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ সাজিল প্রচুর।
রথের উপরে রাজা সংগ্রামের শূর॥
দশানন বলে অস্ত্রধারী যত জনে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মম সনে॥
মহীরাবণ পড়িল বংশ-চূড়ামণি।
কারে আর পাঠাইব, যাইব আপনি॥
যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর।
সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলিল সত্বর॥
পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ॥
হাতে ধনু রাম ভ্রমিছেন রণস্থলে।
লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে॥
কোলাহল শুনি রাজা আইল ত্বরিতে।
ভুবনবিজয়ী ধনুর্ব্বাণ করি হাতে॥
চারি-চাকা রথখান অষ্ট ঘোড়া টানে।
কনক-রচিত রথ মোহে ত্রিভুবনে॥
হেন রথে উঠে যুঝে রাজা দশানন।
শ্রীরাম-উপরে বাণ করে বরিষণ॥
রথোপরে রাজা যুঝে, রাম ভূমিতলে।
দেবগণ কম্পমান গগনমণ্ডলে॥
লইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা যতেক অমর।
রাম লাগি রথ পাঠাইল পুরন্দর॥
স্বর্গ হৈতে আসে রথ পড়িছে বিজলী।
রথে নোঙাইয়া মাথা সারথি মাতলি॥
ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিব্য ধনুঃশর।
আর এক পাঠাইল সুবর্ণ টোপর॥
মারি প্রভু রাবণে দেবের কর হিত।
ত্রিভুবনে কীর্ত্তি রাখ রামায়ণ গীত॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রক্ষ বিভীষণ।
আচম্বিতে রথ দেখি চমকিত মন॥
কোথাকার রথখান কাহার মাতলি।
রাবণ-প্রেরিত রথ মায়ার পুত্তলী॥
রামেরে জিনিতে নারে দুষ্ট দশস্কন্ধ।
রথে তুলি কোথা লবে করিয়ে প্রবন্ধ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
রথ দেখি রাম-সৈন্য ভাবে মনে মন॥

—

শ্রীরামের সহিত রাবণের যুদ্ধ

রসনা, রামনাম ভুল না রে।
দেখ মিছে মায়াজালে, বদ্ধ করে কালে
ডুবায় অকূল-পাথারে॥ ধ্রু॥
ইন্দ্ররথ রাবণ দেখিয়া রণস্থলে।
চিন্তিত রাবণ রাজা টুটে আসে বলে॥
রথের সারথি রাম কৈল প্রদক্ষিণ।
রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ॥
চিনিলা রাবণ রাজা ইন্দ্রের বিমান।
মনে মনে দশানন করে অনুমান॥

কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ ভাই কুম্ভকর্ণ।
এইক্ষণে দেবরাজে করিতাম চূর্ণ ॥
এতদিন করে সেবা সেবকের মত।
অসময় দেখে হলো শত্রু-অনুগত ॥
শত্রুকে পাঠায় রথ আমা বিদ্যমানে।
এত বলি কোপদৃষ্টে চাহে স্বর্গপানে ॥
কোপ-মনে মাতলিরে কহে লঙ্কেশ্বর।
সবলের অনুকূল যতেক অমর ॥
এইবার যুদ্ধে যদি বাঁচয়ে জীবন।
একে একে কাটিব সকল দেবগণ ॥
কোপ সম্বরিয়া রাজা বসি মনোদুঃখে।
রথ চালাইয়া দিল রামের সম্মুখে ॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার।
তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার ॥
সর্পবাণ দেখি রাম পাইলা তরাস।
বুঝি পুনঃ এড়িল বন্ধন-নাগপাশ ॥
নাগপাশ নিবারণ জানেন সন্ধান।
মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন খগবাণ ॥
গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে চলে।
রাবণের সর্পবাণ ধরে ধরে গিলে ॥
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল কুপিলা রাবণ।
রামের উপরে বাণ করে বরিষণ ॥
বাণ বরষিয়া বিন্ধে ইন্দ্রের মাতলি।
জর্জ্জর ইন্দ্রের অশ্ব মুখে ভাঙ্গে নালি ॥
কোপেতে রাবণ বজ্র-জাঠা লয় হাতে।
জাঠা দেখি দেবগণ লাগিলা চিন্তিতে ॥
জাঠাগাছ হাতে করি গর্জ্জে লঙ্কেশ্বর।
ডাকিয়া রামের তরে করিছে উত্তর ॥
এই আমি জাঠা মারি পূরিয়া সন্ধান।
রক্ষা কর দেখি রাম ধরে ধনুর্ব্বাণ ॥
মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠাগাছ এড়ে।
যত দূর যায় জাঠা তত দূর পুড়ে ॥

বৃক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষ সব জ্বলে।
আলো করে আসে জাঠা গগনমণ্ডলে ॥
যত বাণ এড়ে রাম জাঠা নিবারিতে।
সর্ব্ব অস্ত্র পুড়ে যায় জাঠার অগ্নিতে ॥
বাণ পোড়াইয়া জাঠা যায় বায়ুবেগে।
মাতলি তখন কহে শ্রীরামের আগে ॥
ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংসার-বিজয়।
সেই শেল মার প্রভু জাঠা হবে ক্ষয় ॥
এড়িলেক শেলপাট মাতলির বোলে।
রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রুষিলা রাবণ।
রামের উপরে বাণ করে বরিষণ ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইলা কাতর ॥
কাতর হইয়া রাম ধনু দিলা টান।
বিন্ধি রাবণের অঙ্গ কৈলা খান খান ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে।
কোপে রাম গালি পাড়ে রাবণের তরে ॥
সবে বলে তোমারে রাবণ মহারাজ।
হরিতে পরের নারী মুখে নাহি লাজ ॥
সীতা যদি আনিতে আমার বিদ্যমানে।
সেই দিন পাঠাতাম খরের সদনে ॥
বিদ্যমানে না আনিয়া করিলি যে চুরি।
দেখাদেখি আজি পাঠাইব যমপুরী ॥
দশমুণ্ড সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে।
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবেন্দ্র বাসুকি।
পড়িলে আমার হাতে কার সাধ্য রাখি ॥
গালি দিয়া শ্রীরামের বল বেড়ে আসে।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ মারেন হরিষে ॥
বানরেতে বৃক্ষ-শীলা ফেলে চারিভিতে।
চারিদিকে মারে, রাজা না পারে সহিতে ॥

আয়ুশেষ হয়ে আসে টুটে আসে বল।
চারিদিকে রামরূপ নেহালে কেবল ॥
বজ্র-অস্ত্র মারে রাম রাবণ-উপরে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপরে ॥
হাত-পা আছাড়ি রাজা করে ধড়ফড়।
রথ লয়ে সারথি উঠিয়া দিল রড় ॥
কত দূরে গিয়া রাজা পাইলা চেতন।
সারথিরে গালি পাড়ে ঘূর্ণিত-লোচন ॥
বৈরী-সনে রণ আমি করি রণস্থলে।
রথ লয়ে পলাইয়া এলি কার বোলে ॥
বলে ত্রুটি দেখি বেটা হইলি কাতর।
অল্প জ্ঞান কৈলি মোরে বুকে নাহি ডর ॥
রাম-সনে যুক্তি করে আছ মম সনে।
ভঙ্গ দিয়া এলি বেটা ভয় নাই মনে ॥
ভয়েতে সারথি কহে জোড় করি হাত।
আমারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ ॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব বিষম সংগ্রাম।
রণশ্রমে ঘোড়ার বহিল কালঘাম ॥
সারথি ফিরায়ে রথ রাখে যোদ্ধাপতি।
সারথির ধর্ম্ম এই শুন নরপতি ॥
রণে মূর্চ্ছা দেখি তব হইনু অন্তর।
অবিচারে কেন মোরে বল কটূত্তর ॥
হিত-চিন্তা করিতে হইল বিপরীত।
আমারে দিতেছ দোষ নহে ত উচিত ॥
কোপ না করিহ রাজা না কহিও বাড়া।
এত বলি চালাইয়া দিল অষ্ট ঘোড়া ॥
কোপ-মনে অশ্বপৃষ্ঠে মারিল চাবুক।
বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ ॥
রাম বলে, মাতলি হে হও সাবধান।
আরবার রাবণ আইল বিদ্যমান ॥
মনে মনে চিন্তিয়া মরণ কৈল সার।
মরেছিল আরবার পাইল নিস্তার ॥

ইন্দ্রের সারথি বড় যুদ্ধে বিচক্ষণ।
রথ চালাইয়া দিল ত্বরিত-গমন ॥
রাবণের রথ উপনীত শীঘ্রগতি।
দুইজনে বাণবৃষ্টি যার যা শকতি ॥
দুই রথ-পতাকা হইল ঠেকাঠেকি।
অগ্নি সম বাণ মারে দুজনে ধানুকি ॥
অসুরে ডাকিয়া বলে, জিনুক রাবণ।
রামের হউক জয়, কহে দেবগণ ॥
হেনকালে রঘুনাথ পূরিয়া সন্ধান।
রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষ্ণবাণ ॥
সেই বাণ সহি রাজা গদা নিল হাতে।
তর্জ্জন করিয়া গদা ছাড়ে শূন্যপথে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাম সেই গদা কাটে।
গদা কাটি সে বাণ রাবণ-অঙ্গে ফুটে ॥
রক্তবর্ণ গদা এড়ে রাবণ আবার।
পিশাচ-অস্ত্রেতে রাম করিলা সংহার ॥
শিবমন্ত্র পড়ি রাজা শিবশূল এড়ে।
শঙ্কর-বাণেতে রাম শূন্যে কাটি পাড়ে ॥
ক্রোধে জ্বলে রাবণের দু-আঁখি দেউটি।
রামের উপরে রাজা পুনঃ এড়ে জাঠি ॥
রক্তবর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
সূর্য্য-তেজ ধরে জাঠা অগ্নি উঠে মুখে।
বিপরীত শব্দে আসে রামের সম্মুখে ॥
জাঠাগাছ দেখি রাম মানিলা বিস্ময়।
ধনুকে টঙ্কার দেন রাম মহাশয় ॥
আস্তে ব্যস্তে রামচন্দ্র নানা অস্ত্র এড়ে।
জাঠার অগ্নিতে বাণ ভস্ম হয়ে উড়ে ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠাগাছ আসে।
ত্রাসেতে পর্ব্বত-বাণ শ্রীরাম বরিষে ॥
পবন-বেগেতে জাঠা আসে শীঘ্রগতি।
করজোড়ে বলে তবে মাতলি সারথি ॥

ইন্দ্র পাঠায়েছেন দেখহ শেলপাটে।
ঝাট ছাড় সেই শেল জাঠা পাড় কেটে ॥
মাতলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ি।
রাবণের জাঠাগাছ ফেলে কাটে পাড়ি ॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাবণের ত্রাস।
জাঠা কাটি শেল আসে শ্রীরামের পাশ ॥
জাঠা ব্যর্থ দেখে রাজা জুড়ে নাগপাশ।
সহস্র সহস্র ফণী দেখে লাগে ত্রাস ॥
পূর্ব্বে রাম পড়েছিলা বাঁধা নাগপাশে।
পুনঃ সেই বাণ দেখি কাঁপিলেন ত্রাসে ॥
শ্রীরাম গরুড়-অস্ত্র এড়ে বাহুবলে।
রাবণের নাগগণে ধরে ধরে গিলে ॥
ব্যর্থ গেল নাগপাশ দেখি দশানন।
রামের উপরে বাণ করে বরিষণ ॥
সপ্তধার বাণে রাম নানা অস্ত্র কাটি।
অস্ত্র কেটে রহে রাবণের অঙ্গে ফুটি ॥
ক্রোধে করে দুজনাতে বাণ বরিষণ।
লেখাজোখা নাহি বাণ বরিষে দুজন ॥
চক্ষু মুদি ধনুক টানয়ে দুইজনে।
অগ্নিময় দেখে কম্প লাগে ত্রিভুবনে ॥
সূর্য্য আদি অষ্ট বসু কাঁপে রসাতল।
শূন্যেতে দেবতাগণ পলায় সকল ॥
ঘন ঘন উল্কাপাত তারাগণ খসে।
ত্রিভুবন কম্পমান শ্রীরামের ত্রাসে ॥
শ্রীচরণভরে লঙ্কা করে টলমল।
সিংহনাদে উথলিল সাগরের জল ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মনে হেন গণি।
ধনুকের টঙ্কার, বাণের ঠন্‌ঠনি ॥
রোধ হৈল চন্দ্রসূর্য্য-গমনাগমন।
দিবারাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ ॥
সপ্তদিন নাহি দেখি কে আছে কোথায়।
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায় ॥

নল নীল সুষেণ পলায় হনুমান।
সসৈন্যে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
শরভঙ্গ দ্বিবিদ পলায় উভরায়।
পনস কেশরী ছুটে ফিরিয়া না চায় ॥
আপন কটকে কপি পলায় অপার।
দৃষ্টি নাহি চলে লঙ্কা বাণে অন্ধকার ॥
আছাড়ি ফেলিল হাতে ছিল শালবৃক্ষ।
উর্দ্ধমুখে সসৈন্যেতে পলায় গবাক্ষ ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ক্রোধ শমন-সমান।
ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে যেন যম সম বাণ ॥
যত নিশাচর ভাগে ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
আশী কোটি ভল্লুকে পলায় জাম্বুবান ॥
রাম-রাবণের যুদ্ধ নাহি লেখাজোখা।
দোঁহার অঙ্গের মাংস হৈল চাকা চাকা ॥
স্বর্গে ইন্দ্রদেব কাঁপে, পাতালেতে বলি।
বাণের আগুনে দীপ্ত করে রণস্থলী ॥
শ্রীরাম এড়েন বাণ তারা হেন ছুটে।
রাবণের অঙ্গে তাহা কাঁটা হেন ফুটে ॥
মারিলেন অগ্নিবাণ ঘোর শব্দ শুনে।
হেন বাণ দশানন কিছুই না জানে ॥
শ্রীরাম এড়েন বাণ নামে বেড়পাক।
রণস্থলে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥
ঝঞ্জনা পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ।
বাণ খেয়ে দশানন হয়ে রহে স্তব্ধ ॥
বজ্রের সমান বেগে সেই বাণ ধায়।
নিস্তেজ হৈলা রাবণ সেই বাণঘায় ॥
গায়ের ভূষণ গেল মাথার মুকুটে।
রক্তমাংস নাহি গায়, অস্থি ভেদি ফুটে ॥
অস্থি বিন্ধে রঘুনাথ করিলা জর্জ্জর।
তবু যুঝে দশানন সংগ্রাম-ভিতর ॥
বিভীষণ বলে রাম ধর্ম্ম অস্ত্র এড়।
রাবণের স্বর্ণপাটা ভূমে কাটি পাড় ॥

কক্ষপাটা গেল কাটা রাবণ চিন্তিত।
মনে ভাবে ভগবতী ছাড়িলা নিশ্চিত॥
বিশেষ জানিনু রাম বিষ্ণু-অবতার।
জন্মিলে মরণ আছে, চিন্তা কি তাহার॥
সফল জীবন মম রাম যদি মারে।
রামের সম্মুখে আজি ত্যজি কলেবরে॥
জনম সফল হবে যাব স্বর্গবাস।
রামের শ্রীমুখ দেখি রাবণের হাস॥
রাজা বলে প্রীতিবাক্য না কব রামেরে।
দয়া উপজিলে নাহি মারিবে আমারে॥
রাবণ রামেরে বলে ছাড় অহঙ্কার।
আজিকার রণে তোরে করিব সংহার॥
খর দূষণ নহি আমি লঙ্কার রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন॥
শ্রীরাম বলেন তোর কঠিন জীবন।
মম বাণ খেয়ে বেঁচে আছহ এখন॥
আরবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
বাণের আগুনি গিয়া উঠিল গগনে॥
ঘোর অন্ধকার নিশি বাণে দীপ্ত করে।
চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম-ভিতরে॥
এড়িল শঙ্কর বাণ রাম রঘুবর।
বুকেতে বাজিয়া রাজা হইলা কাতর॥
বাণ খেয়ে দশানন অন্তরেতে কাঁপে।
পার্ব্বতীর মহাশূল এড়িলেক কোপে॥
শূল ফুটে রঘুনাথ হৈলা অচেতন।
চেতন পাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
সহস্রাক্ষ বাণ রাম ছাড়ে ঊর্দ্ধমুখে।
অবিলম্বে পড়ে গিয়া রাবণের বুকে॥
বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইলা রাবণ।
বিষ্ণুমন্ত্রে গদা রাম মারেন তখন॥
কালচক্রে কাটে গদা রাজা দশানন।
গদা ব্যর্থ গেল ভাবে কমললোচন॥
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাণ মহাকাল।
রাবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে পাতাল॥
পাশুপাত বাণ মারে রাজা দশানন।
বিষ্ণুচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তখন॥
বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে মন।
জোড়হাতে স্তব করে শ্রীরামে তখন॥
হাতের ধনুকবাণ ফেলে ভূমিতলে।
কর জুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়া গলে॥
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি।
নিদানে সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
কালে মহাকাল বিশ্ব কালে করে লয়॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি॥
না জানি ভকতি স্তুতি, জাতি নিশাচর।
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর॥
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্যসাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড নবখণ্ড বিনাশন॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন॥
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥
অপরাধ মার্জ্জনা কর হে দয়াময়।
কুড়ি হস্ত জুড়ি রাজা একদৃষ্টে রয়॥
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে অনিবার।
রাম বলে না হইল সীতার উদ্ধার॥
কার্য্য নাই রাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম-ভক্ত মারিব কেমনে॥
কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না করিবে আর॥

কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর ॥
বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিলা চিন্তিতে ॥
স্তবে তুষ্ট হৈলা যদি কমললোচন।
তবে ত মজিল সৃষ্টি না মৈল রাবণ ॥
এত বলি দেবগণ করিয়া যুকতি।
উত্তরিলা গিয়া যথা দেবী সরস্বতী ॥
দেবগণ বলে মাতা করি নিবেদন।
প্রমাদ ঘটিল বড়, না মৈল রাবণ ॥
শ্রীরামে করিল স্তব তুষ্ট নিশাচর।
স্তবে তুষ্ট হয়ে রাম ত্যজিলা সমর ॥
তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর।
রিপুভাবে শ্রীরামে বলাও কটূত্তর ॥
এত শুনি বাক্‌বাণী চলিলা সত্বর।
বসিলেন রাবণের কণ্ঠের উপর ॥
ডাক দিয়া বলে রাবণ, শুন রঘুপতি।
প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি স্তুতি ॥
অবশ্য যুঝিব আমি আইস সত্বর।
এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি যমঘর ॥
শ্রীরাম বলেন মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ।
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর।
পুনর্ব্বার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশর ॥
পুনর্ব্বার লাগে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে।
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ॥
সিংহে সিংহে পর্ব্বতে যেমন বাজে রণ।
সেইরূপে বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥
পঞ্চবাণ জুড়ে রাম ধনুকের গুণে।
সেই বাণ কাটে রাজা অগ্নিমুখ বাণে ॥
গন্ধর্ব্বাস্ত্র মারে রাম রাবণের গায়।
দশানন মূর্চ্ছা গেল সেই অস্ত্রঘায় ॥

হেনকালে যুক্তি দিল রক্ষ বিভীষণ।
ব্রহ্মকবচ কাটিলে মরিবে রাবণ ॥
ব্রহ্ম-মন্ত্র পড়ি রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র হানে।
কবচ কাটিয়া পড়ে শ্রীরামের বাণে ॥
ব্রহ্মকবচ কাটিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে।
তবু যুঝে দশানন শ্রীরামের সনে ॥
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলিছে রাবণ।
কি করিতে পার রাম মনুষ্য-জীবন ॥
রাবণের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
আজিকে অবশ্য তোরে করিব বিনাশ ॥
যত বাণ মারে রাম না মরে রাবণ।
রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ ॥
সন্ধান পুরিয়া রাম কালচক্র এড়ে।
রাবণের মাথা কাটি ভূমিতলে পাড়ে ॥
এক মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ।
আর মাথা সেইখানে উঠে ততক্ষণ ॥
আরবার রঘুনাথ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
দুই মাথা কাটিয়া পাড়িলা সেইখানে ॥
রণস্থলে রাবণের উঠে দুই মাথা।
দেখি চমৎকৃত হৈল সকল দেবতা ॥
আরবার রঘুনাথ এড়ি ব্রহ্মজাল।
তিন মাথা কাটি বাণ সান্ধায় পাতাল ॥
তিন মাথা কাটা গেল দেখে দেবগণ।
পুনঃ তার তিন মাথা উঠে সেইক্ষণ ॥
আরবার সন্ধান পুরিলা রঘুবীর।
ঐষিক বাণেতে তার কাটিলেক শির ॥
চারিমাথা কাটা গেল অতি চমৎকার।
ব্রহ্মবরে চারি মাথা উঠে আরবার ॥
মাথা কাটা গেল নাহি মরে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে পঞ্চমাথা কাটেন সত্বর ॥
পাঁচ মাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত।
সেই পাঁচ মাথা পুনঃ উঠে আচম্বিত ॥

আরবার রামচন্দ্র এড়ি যমদণ্ড।
মুকুট সহিত কাটে ছয় গোটা মুণ্ড ॥
মাথা কাটা গেল তবু রণে নাহি টুটে।
সেইক্ষণে রাবণের ছয় মাথা উঠে ॥
ধর্ম্মচক্র বাণ রাম জুড়েন ধনুকে।
সাত মাথা কাটিলেন সর্ব্বজনে দেখে ॥
মাথা কাটা গেল তবু যুঝিছে রাবণ।
সপ্তমুণ্ড রাবণের উঠে সেইক্ষণ ॥
সপ্তসার বাণে রাম অষ্ট মুণ্ড কাটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার অষ্ট মুণ্ড উঠে ॥
নয় মাথা কাটিলেন রঘুনাথ কোপে।
সেইক্ষণে নয় মাথা উঠে এক চাপে ॥
দশ মাথা কাটা গেল দশ মাথা উঠে।
তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে ॥
শ্রীরাম বলেন বেটা বড়ই দুর্ব্বার।
মাথা কাটা গেল তবু যুঝে আরবার ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাম পূরিলা সন্ধান।
রাবণের মধ্য কাটি কৈলা দুইখান ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ পড়ে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ব্রহ্মবরে অর্দ্ধ অঙ্গ অঙ্গে লাগে জোড়া ॥
তবু নাহি পড়ে রাজা বড়ই দুর্ব্বার।
রামের উপরে করে বাণ-অবতার ॥
রাবণের বাণে রাম জর্জ্জর-শরীর।
সম্বরিয়া আকর্ণ পূরেন রঘুবীর ॥
শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা।
কাটিবামাত্রেতে উঠে তিলে নাহি ব্যথা ॥
না মরে কাটিলে মাথা, যুঝয়ে রাবণ।
কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ ॥

—

[মতান্তরে]
রাবণ কর্ত্তৃক অম্বিকার স্মরণ

এত দেখি কোপে কাঁপে বীর দশানন।
চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ ॥
আচ্ছন্ন হইল রবি নাহি চলে দৃষ্টি।
বাণ বর্ষে যেন মেঘে বরিষয়ে বৃষ্টি ॥
বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ যতেক বানর।
তাহা দেখি হনুমান ক্রোধিত-অন্তর ॥
লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল।
বজ্রের সমান কীল রাবণে মারিল ॥
মার খেয়ে দশানন হারায় চেতন।
ধূলায় লোটায়ে করে রুধির বমন ॥
চেতন পাইয়া কীল হনুমানে মারে।
রাম জয় বলিয়া আপনি বীর সারে ॥
এইরূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম।
পরেতে সংগ্রাম আসি করেন শ্রীরাম ॥
বাণে বাণে দেহ ক্ষত হৈল দুজনার।
দশানন সমর সহিতে নারে আর ॥
অচৈতন্য হয়ে রাজা ধূলায় ধূসর।
অম্বিকাকে স্তব করে হইয়া কাতর ॥
কোথা মা তারিণী তারা হও গো সদয়।
দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময় ॥
পতিতপাবনি পাপহারিণি কালিকে।
দীনজন-জননি মা জগৎপালিকে ॥
করুণানয়নে চাও কাতর কিঙ্করে।
ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে ॥
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে।
শঙ্কর ত্যজিল তেঁই ডাকি মা তোমারে ॥
তুমি দয়াময়ী মাতা শুনেছি পুরাণে।
তুমি শক্তি মুক্তি তৃপ্তি তুমি পরিত্রাণে ॥
নানাগুণে ব্যক্ত আছ এ তিন ভুবনে।
রূপ গুণে অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে ॥
যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ।
প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ ॥
আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক।
কৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক ॥

এইরূপ স্তব যদি করিলা রাবণ।
আর্দ্র হৈলা হৈমবতী মন উচাটন॥

—

রাবণের স্তবে অভয়া সন্তুষ্ট হইয়া অভয় দান

স্তবে তুষ্ট হয়ে মাতা দিলা দরশন।
বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ॥
আশ্বাস করিয়া কন না কর রোদন।
ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন॥
আসিয়াছি আমি আর কারে কর ডর।
আপনি যুঝিব যদি আসেন শঙ্কর॥
অসিতবরণা কালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘটায় তিমিরনাশন॥
অলকা ঝলকে উচ্চ কাদম্বিনী কেশে।
তাহে শ্যামা রূপে নীল সৌদামিনী বেশে॥
কর-পদ-নখে শশী অনল প্রকাশে।
বিম্বফল-ফলিত অধরে মন্দ হাসে॥
শোক গেল রাবণের দুঃখ বিনাশনে।
হইল আহ্লাদচিত্ত দেবী দরশনে॥
নয়নে গলিত ধারা সবিনয়ে কয়।
বলে দয়াময়ী বিনে সদয় কে হয়॥
সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর।
রাম-সনে সংগ্রামে চলিলা অতঃপর॥
ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার গভীর গর্জ্জনে।
বাণ বরিষণ করে তরল তর্জ্জনে॥
আগুসরি যুদ্ধে এল রাম-রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী॥
বিস্ময় হইয়া রাম ফেলে ধনুর্ব্বাণ।
প্রণাম করিলা তাঁরে করি মাতৃজ্ঞান॥
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ-বিনাশে মিতা হইল ব্যাঘাত॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিলা রাবণে আজি হরবরাঙ্গনে॥
রাবণের রথপানে চাহ বিভীষণ।
জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন॥
দেখিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ সবিস্ময়।
প্রমাদ ঘটিল, কি হইবে দয়াময়॥
বিষণ্ণ হইয়া রাম বসিলা ভূতলে।
পরম বিমর্ষ হয়ে ভাবিত সকলে॥
তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত।
তবে আর কে করিবে দশাস্যনিপাত॥
উপায় নাহিক আর করিব কেমন।
দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ॥
এ সময়ে হৈমবতী এই কি করিলা।
দেবারির বিনাশিতে আসি বাধা দিলা॥
বিধাতারে কহিলেন সহস্রলোচন।
উপায় করহ বিধি যা হয় এখন॥
বিধি কন, বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে।
হইবে রাবণ বধ অকাল-বোধনে॥
ইন্দ্র কন, কর তাই বিলম্ব না সয়।
ইন্দ্রের আদেশে ব্রহ্মা কহিবারে যায়॥

—

রাবণ-বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বোধন ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ

রাবণের বধে আর শ্রীরামের হিতে।
উপনীত হন ধাতা লঙ্কার ভূমিতে॥
এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন।
অকালে শরতে কৈলা চণ্ডীর বোধন॥
দেবগণ সহিতে পূজিলা মহামায়।
এক্ষণে চিন্তিত রাম কি করি উপায়॥
আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ-সংহার।
জনকনন্দিনী সীতা না হৈলা উদ্ধার॥
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু সঞ্চয় বানর।
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর॥

মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস সংহার।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল ক্লেশমাত্র সার॥
অনুপায় সকলি হইল এইবার।
বিভীষণে কহেন, কি হবে মিতা আর॥
নয়নেতে বহে জল শুকাইল মুখ।
তাহা দেখি দুঃখে ফাটে বিভীষণ-বুক॥
বলে প্রভু আমার নাহিক সাধ্য আর।
আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার॥
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায়।
ধূলায় লোটায় ছিন্ন ইন্দীবর-প্রায়॥
লক্ষ্মণ কান্দিছে আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্বুবান॥
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর।
দেখিয়া রামের দুঃখ কাতর অমর॥
ইন্দ্ররাজ বিধাতায় সবিনয়ে কয়।
শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥

ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী কন কমণ্ডলুপাণি,
উপায় কেবল দেবীপূজা।
তুমি পূজি যে চরণ জিনিলে অসুরগণ,
বোধিয়া শরতে দশভুজা॥
পূজা রাম কৈলে তাঁর হবে রাবণ-সংহার,
শুন সার সহস্রলোচন।
শুনি কহে সুরপতি, যাহ তুমি শীঘ্রগতি,
জানাও শ্রীরামে বিবরণ॥
প্রেমে পুলকিত চিত, পদ্মযোনি আনন্দিত,
শ্রীরাম-নিকটে উপনীত।
বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
রাবণ-বধের যে বিহিত॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম রঘুমণি,
কহ বিধি কি উপায় করি।
মিথ্যা শ্রম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকিলাম,
রক্ষিলা রাবণে মহেশ্বরী॥
বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম্ম কর বিভু
তবে হবে রাবণ-সংহার।
অকালে বোধন করি পূজ দেবী মহেশ্বরী,
তরিবে হে এ দুঃখপাথার॥
শ্রীরাম কহেন তবে, কিরূপে পূজিতে হবে,
অনুক্রম কহ শুনি তার।
বসন্ত শুদ্ধি-সময়, ইহা যে সময় নয়,
শরৎ অকাল এ পূজার॥
বিধি আর নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁর।
সে দিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আছে মত,
কল্পারম্ভে সুরথ রাজার॥
সে দিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার
শুক্ল ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
কন্যারাশি মাস বটে, কিন্তু পূজা নাই ঘটে,
অত্রযোগ সব হৈল যাতে॥
বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার,
কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খণ্ডি পুনরায়,
কল্পখণ্ডে সুরথ রাজন॥
এই উপদেশ কন, শুনে রাম সুখীমন,
বিধাতা গেলেন নিজ ধাম।
প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা,
স্নানদান করিলা শ্রীরাম॥
বনপুষ্প ফল মূলে, গিয়া সাগরের কূলে,
কল্প কৈলা বিবিধ বিধান।
পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি,
বিরচিল চণ্ডীপূজা-গান॥

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব।
গীত নাট্য করে, জয় গায় কপি সব॥

প্রেমানন্দে নাচে আর দেবীগুণ গায়।
চণ্ডীর অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায়॥
সায়াহ্নকালেতে রাম করিলা বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্বাধিবাসন॥
আপনি গড়িলেন রাম মূর্ত্তি মৃন্ময়ী।
হইতে সংগ্রামে দুষ্ট রাবণে বিজয়ী॥
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস॥
এইরূপে উদ্যোগ করিয়া দ্রব্য যত।
পদ্ধতি-প্রমাণে আছে নিয়ম যে মত॥
অসাধ্য সুসাধ্য তার নাহি অনুমান।
ত্রিভুবন ভ্রমিয়ে আনিল হনুমান॥
গত হৈল ষষ্ঠী নিশা দিবা সুপ্রভাত।
উদয় হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ॥
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরম্ভিলা।
বেদবিধিমতে পূজা সমাপ্ত করিলা॥
শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে পূজা সাত্ত্বিকী আখ্যান।
গীত নাট চণ্ডীপাঠে দিবা অবসান॥
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল।
পুনর্ব্বার রঘুনাথ অর্চ্চনা করিল॥
নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈলা রঘুনাথ।
নৃত্য গীতে বিভাবরী হইল প্রভাত॥
নবমীতে পূজে রাম দেবীর চরণে।
নৃত্য গীত নানামতে নিশি জাগরণে॥

—

নবমী পূজা

নবমীতে রঘুপতি, পূজিবারে ভগবতী,
উদ্যোগ করিলা ফল ফুল।
বেদবিধি শাস্ত্রমত, আনিলা সামগ্রী যত,
জোগাইছে যত কপিকুল॥
অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকা মালতী ধবা,
পলাশ পাটলী ও বকুল।
গন্ধরাজ আদি যত, বন্যপুষ্প নানামত,
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল॥
রক্তোৎপল শতদল, কুমুদ কহ্লার নীল,
আমলকীপত্র পারিজাত।
শেফালী করবী আর, কনক চম্পক সার,
কোকনদ সহস্রেক পাত॥
অতসী অপরাজিতা, যাতে দুর্গা হরষিতা,
চম্পক চম্পকী নাগেশ্বর।
কাষ্ঠমল্লিকা দুপাটি, জাতি, যূথি আচি ঝাঁটি
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর॥
তুলসী তিশী ধাতকী, ভূমিচম্পক কেতকী,
পদ্মবক কৃষ্ণকেলী আর।
স্বর্ণ যূথিকা বান্ধুলী, শীর্ষ শিউলী আঁধুলী,
কুরুচি গোলাপ পুষ্পসার॥
কৃষ্ণচূড়া চমৎকার, পুষ্প রাখে ভারে ভার,
সচন্দন কদলীর দলে।
নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ,
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বনফলে॥

—

নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা

পরম আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী।
সাত্ত্বিক ভাবেতে চিন্তিলেন মহেশ্বরী॥
যন্ত্রমন্ত্র মতে পূজা করে রঘুনাথ।
একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাথ॥
অর্চ্চনা করিলা যদি দেব ভগবান।
থাকিতে নারিলা দেবী, ঘটে অধিষ্ঠান॥
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন
শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ॥
বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি।
কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখি মহেশ্বরী॥

বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।
আমা প্রতি দয়া বুঝি না হৈল দুর্গার॥
বঞ্চনা করিলা দেবী বুঝি অভিপ্রায়।
সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায়॥
নয়নে বহিছে ধারা অধীর অন্তর।
কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর॥
কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ।
এক কর্ম্ম কর প্রভু নিস্তার-কারণ॥
তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল কর দান॥
দেবের দুর্ল্লভ পুষ্প যথাতথা নাই।
তুষ্ট হবেন ভগবতী শুনহ গোসাঞি॥
শুনিয়া তাহার বাক্য রঘুনাথ কন।
কোথা পাব নীলপদ্ম আনিব এক্ষণ॥
দেবের দুর্ল্লভ যাহা কোথা পাবে নর।
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর॥
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয়।
স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয়॥
দাস আছে, কেন প্রভু চিন্তা কর মনে।
থাকে যদি নীলপদ্ম আনিব এক্ষণে॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল।
এক দণ্ডে এনে দিব শত নীলোৎপল॥
বিভীষণ বলে বীর হনুমান-কাছে।
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে॥
দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়।
বীর কহে আনি দিব নাহিক সংশয়॥
রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান।
দেবীদহ উদ্দেশেতে করিল পয়ান॥

—

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীকে স্তব

হনুমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনিবারে।
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে॥
দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতিনাশিনী।
দুর্গমে স্মরণী বিন্ধ্যগিরিনিবাসিনী॥
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী॥
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূলশক্তি সচ্চিতা সাকারা॥
মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিবনিতম্বিনী শ্যামা সর্ব্বাণী শঙ্করী॥
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী শারদা শাকম্ভরী।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী॥
কালী কালহরা কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার॥
লম্বোদরা বাঘাম্বরা কলুষনাশিনী।
কৃতান্তদলনী কাল-উরুবিলাসিনী॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করিলা শ্রীহরি।
তুষ্ট হৈলা হৈমবতী অমর-ঈশ্বরী॥
কিন্তু রৈলা অদৃশ্যেতে নীলপদ্ম-আশে।
রামের কমল-আঁখি অশ্রুজলে ভাসে॥
এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান।
ওথা নীলোৎপল তুলে বীর হনুমান॥
অষ্টোত্তর শত পদ্ম করি উত্তোলন।
পবন-বেগেতে বীর করে আগমন॥
রামচন্দ্র-নিকটে আসিয়া উত্তরিল।
গণনা করিয়া রামে নীলোৎপল দিল॥
আনন্দিত হৈলা রাম পেয়ে নীলপদ্ম।
দেবী ভাবে বিচিত্র করিল চিত্তসদ্ম॥
সঙ্কল্প করিলা পদ্ম প্রদান করিতে
কৃত্তিবাস রচিলেন রামায়ণ-গীতে

দেবী কর্ত্তৃক এক পদ্ম হরণ

পুলকিত চিত, বিধান রচিত,
মূলমন্ত্র উচ্চারণে।
ক্রমে নীলোৎপল, সহস্রের দল,
সঁপে শঙ্করী-চরণে॥
করিলেন ছল, বুঝিতে সকল,
দেবী হরমনোহরা।
হরিলেন আর এক পদ্ম তাঁর
মহেশ্বরী পরাৎপরা॥
ক্রমে পদ্ম সব দিলেন রাঘব,
রাম জগতগোসাঞি।
শেষেতে বিয়োগ হৈল অত্রযোগ,
এক পদ্ম মিলে নাই॥
হইয়া বিস্মিত চিত্ত চমকিত,
সঙ্কল্প-ভঙ্গেতে ভয়।
হনুমানে কন, ব্রহ্ম সনাতন,
এ কি পবনতনয়॥
সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া,
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়।
এক পদ্ম তায়, পাওয়া নাহি যায়,
ঠেকিলাম ঘোর দায়॥
যাহ পুনর্ব্বার, এক পদ্ম আর,
আন গিয়া বাছাধন।
হনুমান কয়, শুন মহাশয়,
শতাষ্ট আছে গণন॥
শুন হে গোসাঞি আর পদ্ম নাই,
দেবীদহে বনমালী।
হেন লয় চিতে, তোমারে ছলিতে,
পঙ্কজ হরিলা কালী॥
আমার বিস্ময়, অন্যথা না হয়,
দেখেছি গণিয়া ক্রমে।
নিশ্চয় তারিণী হরিলা নলিনী,
না ভুলিও প্রভু ভ্রমে॥
পবননন্দন কহিল তখন,
শুনিয়া বিস্মিত রাম।
আঁখি ছলছল, বহে অশ্রুজল,
কান্দেন ত্রিলোকধাম॥
বুঝিলাম সার, অকালে আমার
আছে কতেক যন্ত্রণা।
কৃত্তিবাস গায়, এ হেতু আমায়
অভয়ার বিড়ম্বনা॥

—

পুনর্ব্বার শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক কালিকার প্রতি স্তুতি

নমস্তে সর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া।
অর্পণা অভয়া, অন্নপূর্ণা জয়া,
মহেশ্বরী মহামায়া॥
উগ্রচণ্ডা উমে, আশুতোষ ধূমে,
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজরাজেশ্বরী, রমা রণকরী,
শঙ্করী শিবে ষোড়শী॥
মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে.
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ববিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী,
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী॥
সহস্র স্বহস্তে, ভীমে ছিন্নমস্তে,
মাতা মহিষমর্দ্দিনী।
নিস্তারকারিণী, নরক-বারিণী,
নিশুম্ভশুম্ভঘাতিনী॥

দৈত্যনিসূদনী, শিবসীমন্তিনী,
শৈলসুতা সুবদনী।
বিরিঞ্চিবন্দিনী, ভুষ্টনিষ্কন্দিনী,
দিগম্বরের ঘরণী॥
দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ অরি,
কালিকে করালবেশী।
শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী॥
সর্ব্বসুশোভিনী, ত্রৈলোক্যমোহিনী,
নমস্তে লোলরসনা।
দিগ্বিবসনা, শর্ব্বা শবাসনা,
বিশ্ব বিকটদশনা॥
সারদা বরদা, শুভদা সুখদা,
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশবাহিনী, মহেশভাবিনী,
সুরেশবন্দিনী বামা॥
কামাখ্যা রুদ্রাণী, হরা হররাণী,
হররমা কাত্যায়ণী।
শমনত্রাসিনী, অরিষ্টনাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥
হের মা পার্ব্বতি, আমি দীন অতি,
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্রজল,
ভয়ে ভীত জড়সড়॥
বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
মম প্রতি দয়া কর গো অভয়া,
ভবার্ণবে কর পার॥

দেবীর প্রতি শ্রীরামের স্তুতিবাক্য

কাতরে কহেন রাম দেবী-পদতলে।
আর্দ্রচিত্ত লোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রুজলে॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে হরি স্তুতিবাক্য কয়।
হের গো নয়নে কালী মোর অসময়॥
পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ-ছেদিনী।
মহামায়া রূপে ত্রিজগৎ-আচ্ছাদিনী॥
তুমি কর্ম্ম তুমি স্থূল কর্ম্মের কারণ।
তুমি স্মৃতি বৃত্তি দয়া লজ্জা নিরূপণ॥
সর্ব্বময়ী সর্ব্বআত্মা তুমি সর্ব্বশক্তি।
তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুরক্তি॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মা তুমি।
সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ সুরভূমি॥
সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত।
আপদ সম্পদ ধর্ম্মাধর্ম্ম-অনুগত॥
কর্ম্মাকর্ম্ম ভোগ মোক্ষ তুমি প্রদায়িনী।
স্ত্রী পুং নপুংসক তুমি জীব-সহায়িনী॥
যোগমায়া যোগে মোরে আনিলে ভূতলে।
বিড়ম্বনা করিয়া ভাসালে শোকজলে॥
চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ।
তুমি কর্ম্মে প্রযোজক প্রযোজ্য গণন॥
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে ভিন্ন কর দেহ।
তুমি শক্তি সর্ব্বধারা ছাড়া নহে কেহ॥
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী-প্রায়।
তোমার এ নাট্য খেলা পুত্তলিকা প্রায়॥
কারে কর রাজা কারে মন্ত্রী কর তার।
কেহ গজবাজী, কেহ গজ-রক্ষাকার॥
কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ অল্প দিনে গত।
কারো শিরে ছত্র, কারো শিরে বজ্রাঘাত॥
কেহ যায় শিবিকায়, কেহ তারে বয়।
কেহ সুখী মহাভোগী, কেহ কষ্টে রয়॥
কারো স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
কারো অন্ন নাহি মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ॥
কেহ রোগী রাগী কেহ হয় বলান্বিত।
কেহ সাধু চোর কেহ ধর্ম্মে ধর্ম্মাতীত॥

এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন।
আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥
ত্রিভুবনে দুঃখ তাপে স্থাপিলা আমায়।
আর দুঃখ দিও না মা নিবারি তোমায়॥
সুখ ভুঞ্জি অল্প অতি, দুঃখ তাহে ভারী।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পূর্ব্ব না বিচারি॥
নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়।
এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইব কোথায়॥
বলে অবসন্ন আমি যা জান তা কর।
হইয়াছি অতিশয় জীর্ণকলেবর॥

দেবীর প্রতি শ্রীরামের নিবেদন

জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দাও, দয়া না হয় তোমার॥
ক্লেশে অবসন্ন তনু শুন গো তারিণী।
দয়া কর দয়াময়ী পতিতোদ্ধারিণী॥
কত দুঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে।
রাজ্যে রাজ্য বিনাশিয়া আনিলে কাননে॥
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে ঘোরালে।
রাবণের দ্বারা শেষে জানকী হরালে॥
কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে।
শিলা-বৃক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্র-তারণে॥
সীতার উদ্ধারে তারা, হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু শেষে আছে লঙ্কেশ্বর॥
কষ্টে রণ করিলাম হরের অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালী করিছ বঞ্চনা॥
করিলাম অর্চ্চনা মা অকাল বোধনে।
তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে॥
শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পূজিব চরণ।
শত-অষ্ট সঙ্কল্পেতে করিনু রচন॥
তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনী।
হরিলে গো হররাণী সঙ্কল্প-নলিনী॥
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজন।
হের মা নয়নকোণে মানস-পূরণ॥
নীলপদ্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল।
না সয় যাতনা আর জীবন বিকল॥
এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয়॥
কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইলা অস্থির।
গণ্ড বাহি বক্ষেতে পড়িছে অশ্রুনীর॥
লক্ষ্মণ কান্দেন আর বীর হনুমান।
সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ জাম্বুবান॥
শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দেখ আর।
বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার॥
যাহ মিতা সুগ্রীব স্বগণে লয়ে যাও।
মিথ্যা আর কেন কান্দ মিছে মুখ চাও॥
বিভীষণে রাজ্য দিবে অযোধ্যাভুবনে।
রাখিবে যতনে তাকে সত্যের পালনে॥
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র-ভিতর।
এত বলি কান্দে রাম সশোক-অন্তর॥
আকুল হইয়া রামে সকলে বুঝায়।
কৃত্তিবাস বিরচিল মধুর ভাষায়॥

দেবীর নিকটে শ্রীরামের বর যাচ্ঞা

শ্রীরামে কাতর দেখি কহে হনুমান।
কেন এত ব্যাকুলতা কর ভগবান॥
সাধিব সকল কর্ম্ম আমি আপনার।
মারিব রাবণে, সীতা করিব উদ্ধার॥
এইরূপে সকলেতে বুঝায় তখন।
না শুনি কাহার কথা করেন রোদন॥
শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ।
বলেন কেবল মোর সকলি নৈরাশ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে।
নীলকমলাক্ষ মোরে বলে সর্ব্বজনে॥

যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল।
সঙ্কল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল॥
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।
এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষ্মণে॥
আর কিবা দেখ ভাই করি কি এখন।
না হৈল দুর্গার কৃপা, বিফল জীবন॥
কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প-পূরণে॥
এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান॥
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।
দেবীর হইল শোক দেখিয়া রোদন॥
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥
কি কর কি কর প্রভু জগৎগোসাঁই।
সঙ্কল্প হইল পূর্ণ চক্ষে কার্য্য নাই॥
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন।
অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন॥
ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময়।
কিন্তু জননীর হেন উচিত না হয়॥
পুত্র প্রতি মাতৃস্নেহ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
মোর পক্ষে মীন-ভুজঙ্গের মাতা প্রায়॥
ঠেকেছি বিষম দায় জানকী-উদ্ধারে।
অনুমতি কর মাতা রাবণ-সংহারে॥
যা করিলে সে ভাল, বারেক ফিরে চাও।
শবে অস্ত্রাঘাত মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও॥
ভরসা তোমার, আর না কর নৈরাশ।
আশা আছে আশ্বাসেতে দাও মা আশ্বাস॥
কালনিবারিণী কালী কালের মোহিনী।
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম শোভিনী॥
অশন-বিহনে তনু শীর্ণ আছে মোর।
কবিবর কহে, মা দুঃখের নাহি ওর॥

রাবণবধের জন্য শ্রীরামের প্রতি দেবীর আদেশ

রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গণি,
স্তুতিবাক্যে কাত্যায়নী কন।
শুন প্রভু দয়াময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডচয়-
পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি আদি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।
তুমি চরাচর গতি, অচ্যুত অব্যয় অতি,
ব্যাপকতা পরমাণুরূপে॥
মায়ার মনুষ্য তুমি চতুর্ব্বাহু, আসি ভূমি
নাশিতে রাক্ষস দুরাচার।
ভবভাব্য প্রভু হও, কভু কোন্ ভাবে রও,
শুদ্ধতত্ত্ব কে জানে তোমার॥
তোমার জানকী যিনি, পরমা-প্রকৃতি তিনি,
রাবণের কি সাধ্য হরিতে।
সীতা-হরণের ছলে, সেতু বান্ধি সিন্ধুজলে,
রাক্ষসেরে বিনাশ করিতে॥
দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বারী,
পূর্ব্বে ছিল বৈকুণ্ঠ-নগরে।
ব্রহ্মশাপে ধরা এল, শত্রুভাবেতে পাইল,
তেঁই প্রভু তুমি ধরাপরে॥
অকালবোধনে পূজা কৈলে তুমি দশভুজা
বিধিমতে করিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য,
অবনীতে করিলে প্রকাশ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি,
এত বলি হইলা অন্তর্দ্ধান।
নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ
নবমী করিল সমাধান॥

দশমীতে পূজা করি, বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী,
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।
আদেশ পাইয়া রাম, সিদ্ধ হৈল মনস্কাম,
চণ্ডীলীলা মধুর ভারতী॥

—

রাবণের ভগবতী ত্যাগ নিমিত্ত হনুমানকর্ত্তৃক
চণ্ডী অশুদ্ধ

সংগ্রাম করিতে হরি চলিলা ধনুক ধরি
তাহা দেখি যত দেবগণ।
ইন্দ্রেরে কহিয়া সবে, পবনেরে কহি, ভবে
পাঠাইলা রামের সদন॥
বিশেষ কহিলা দণ্ডী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী,
পরামর্শ দিলা রঘুবরে।
শুনিয়া দৈব বচন, বিভীষণে রাম কন,
পাঠাইতে পবনকুমারে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীর হনুমান ধায়,
উত্তরে নিমিষে হাঁটি বাট।
যথা বৃহস্পতি আছে, উপনীত তার কাছে,
একমনে করে চণ্ডীপাঠ॥
মক্ষিকার রূপ ধরে, চাটিলেক দ্বি-অক্ষরে,
দেখিতে না পান বৃহস্পতি।
অভ্যাস আছিল তায়, পড়িলা অবহেলায়,
হনুমান সচিন্তিত অতি॥
ছাড়ি মক্ষি-কলেবরে, আপন বিক্রম ধরে,
দেখি গুরু পাইলেন ভয়।
রঙ্গে ভঙ্গ দেয় পাঠ, চক্ষে নাহি দেখে বাট,
হনুমান পুঁথি কাড়ি লয়॥
প্রথম মাহাত্ম্য স্তোক, পুঁছে ফেলে তিন শ্লোক
চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন।
রাবণে নৈরাশ করি, রণ ছাড়ি মহেশ্বরী,
কৈলাসেতে করিলা গমন॥

স্তব করি দশানন, কান্দে কত শোক-মন,
ফিরে না চাইল মহেশ্বরী।
হেথা রাম এল রণে, ইন্দ্ররথ-আরোহণে,
বিজয় কোদণ্ড ধনু ধরি॥

—

রাবণ-বধ

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ধার্ম্মিক বিভীষণে।
চারি জনে যুক্তি করে রাবণ না জানে॥
দশানন ভাবে রাম যুঝিতে না পারে।
পলাইয়া যাবে বুঝি ত্যজিয়া সীতারে॥
এতেক ভাবিয়া রাজা সুস্থ কৈল বুক।
এখন পাইলে সীতা দুঃখ অন্তে সুখ॥
মরিয়াছে ইন্দ্রজিৎ সে মহীরাবণ।
সীতা পেলে সব দুঃখ হয় পাসরণ॥
এত ভাবি দশানন হরষিত রহে।
শ্রীরামেরে উপদেশ বিভীষণ কহে॥
পূর্ব্বের এ কথা প্রভু হইল স্মরণ।
তপস্যা করিনু সবে ভাই তিন জন॥
বর দিতে পদ্মযোনি আইলা যখন।
চাহিলা অমর বর রাজা দশানন॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন ওহে নিশাচর।
না মাগ অমর বর, চাহ অন্য বর॥
দশানন বলে, অন্য বর নাহি চাই।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধনে কিছু কার্য্য নাই॥
ব্রহ্মা বলে, দশানন দুঃখ কেন ভাব।
প্রবন্ধেতে দিয়া বর অমর করিব॥
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কাটা যদি যায়।
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তায়॥
খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর।
তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর॥
সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন।
আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন॥

হস্ত পদ কাটি ফেলে মারি তীক্ষ্ণশর।
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর॥
অতএব তোমা বলি শুন দশানন।
কর-পদ-মুণ্ড ছেদে না হবে মরণ॥
কাটামুণ্ড জোড়া লাগিবেক তব স্কন্ধে।
সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে॥
মর্ম্মে যবে ব্রহ্ম-অস্ত্র পশিবে তোমার।
তখন রাবণ তুমি হইবে সংহার॥
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার যে মৃত্যু-অস্ত্র রবে তব ঘরে॥
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ।
ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান॥
বিপক্ষে এ অস্ত্র যদি পায় কোনমতে।
প্রহার করয়ে যদি তোমার মর্ম্মেতে॥
তখনি মরিবে তুমি সন্দ তাহে নাই।
তোমার এ মৃত্যু-অস্ত্র রাখ তব ঠাঁই॥
বর শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেলা, বাল্মীকিতে কন॥
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী।
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই না জানি॥
এই কথা বিভীষণ কহে শ্রীরামেরে।
আর এক মত কথা কহে মতান্তরে॥
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন।
তখনি সে রাবণের হইবে পতন॥
কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর।
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম-ভিতর॥
হস্ত-পদ-দেহ-মুণ্ড কাটা যাবে যবে।
কুড়ায়ে শঙ্কর বয়ে অঙ্গে জোড়া দিবে॥
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥
সে অস্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি।
রাম বলে, না মরিবে লঙ্কা-অধিপতি॥
সে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন।
কোথা আছে সে বাণ না জান বিভীষণ॥
মন্দোদরী-নিকটেতে আছয়ে নির্য্যাস।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণ-বিনাশ॥
মন্দোদরীর অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ তথায় না যান॥
রাবণের ভয়ে বাত না বহে পবন।
সে স্থান হইতে বাণ আনে কোন্ জন॥
এত যদি কহিলা রাক্ষস বিভীষণ।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন॥
হনুমান বলে, কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি॥
রাম বলে, বহুশ্রম কৈলে বারম্বার।
না হল রাবণ বধ সকলি অসার॥
হনুমান বলে, প্রভু কর আশীর্ব্বাদ।
এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ॥
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়ে।
জাম্বুবান-সুগ্রীবের পদধূলি লয়ে॥
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ॥
কক্ষতলে পাঁজি-পুথি ডানি হস্তে বাড়ি।
কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা যান গুড়ি গুড়ি॥
লোলিত চক্ষের মাংস, পাকা সব কেশ।
মলিন হয়েছে মাংস ছেড়ে গণ্ডদেশ॥
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী যজ্ঞসূত্র গলে।
রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে॥
জ্যোতিষ গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এই বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত॥
পার্ব্বতীর আরাধনে ছিল মহারাণী।
চারিদিকে বেড়ি দশ হাজার সতিনী॥

ব্রাহ্মণেরে দেখি রাণী পুলকিত মন।
বৈস বৈস বলি দিলা রত্নসিংহাসন ॥
রাণী দিলা সিংহাসন তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে ॥
দ্বিজ বলে, আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরদিন চিন্তা করি রাবণের হিত ॥
নর-বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
রাজার হউক জয় করি আশীর্ব্বাদ ॥
প্রত্যহ জ্যোতিষ গণি দেখি পূর্ব্বাপর।
কি করিতে পারিবেক নর ও বানর ॥
মন্দোদরী আছে ধন যা তোমার ঘরে।
শত রামে রাবণের কি করিতে পারে ॥
মন্দোদরী বলে, এমন আছয়ে কি ধন।
দ্বিজ বলে, দেখিলাম করিয়া গণন ॥
জ্যোতিষ গণনে জানি যত সমাচার।
রাজার জীবন-মৃত্যু গৃহেতে তোমার ॥
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর।
প্রকাশিয়ে না কহিবে কাহার গোচর ॥
এতেক কহিয়ে উঠে চলে দ্বিজবর।
কহে রাণী মন্দোদরী করি জোড়কর ॥
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন।
জ্যোতিষেতে কি দেখিলা করিয়া গণন ॥
দ্বিজ বলে, মন্দোদরী করো না ছলনা।
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা ॥
লঙ্কাপুরে যেই দ্রব্য আছে যেখানেতে।
বলে দিতে পারি, যদি গণি খড়ি পেতে ॥
সে-সকল কথায় নাহিক প্রয়োজন।
কহিলাম গোপনে যেখানে সেই ধন ॥
ব্রহ্মা আসি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে।
প্রকাশিয়ে সে কথা না বল কোনমতে ॥
বিপ্রের বচনে রাণী হইলা বিস্ময়।
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয় ॥
এত ভাবি মন্দোদরী কহে দ্বিজবরে।
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরম আদরে ॥
দ্বিজ বলে, তুষ্ট হলেম তোমার বচনে।
সাবধানে রেখো, যেন কেহ নাহি শুনে ॥
এত বলি দ্বিজবর চলিলা সত্বরে।
পাদ দুই গিয়া পুনঃ দাণ্ডাইল ফিরে ॥
দ্বিজবর কহে, শুন রাণী মন্দোদরী।
যত কহ তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী ॥
রেখেছ গোপনে সত্য, মিথ্যা কথা নয়।
তথাপি তোমার বাক্যে না হয় প্রত্যয় ॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি ॥
বিভীষণ-অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান।
কিরূপে রাবণরাজা পাবে পরিত্রাণ ॥
মন্দোদরী বলে, দ্বিজ না ভাব অন্তরে।
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে ॥
পরম সাপক্ষ তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥
তব আশীর্ব্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের মাঝারে ॥
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিকস্তম্ভ মারি এক লাথি ॥
ভাঙ্গিতে স্ফটিকস্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান ॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর এক লাফে গেল রামের গোচরে ॥
বাণ দিয়ে রঘুনাথে করেন প্রণাম।
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম ॥
রামজয় শব্দ করি ডাকিছে বানর।
কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর ॥
রাম বলেন রাবণ কি ভাবিস্ বসে।
মরণ নিকটে তোর যুদ্ধ দেহ এসে ॥

এত বলি দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার।
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার ॥
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন।
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ ॥
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্থির।
বাণে বাণে নিবারণ কৈল রঘুবীর ॥
শূন্য পথে থাকিয়া অমরগণ দেখে।
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ জুড়িলা ধনুকে ॥
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার।
বাণ দেখে দেবগণে লাগে চমৎকার ॥
কনকরচিত বাণ ভুবন প্রকাশে।
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুপ্তবেশে ॥
পশুপতি বৈসেন বাণের মধ্যখানে।
চালনা করেন উনপঞ্চাশ পবনে ॥
ধরাধর ধরাতে বিরাজে নিরন্তর।
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর ॥
বাণের গর্জ্জনে ত্রিভুবনে লাগে ডর।
পর্ব্বত উপাড়ি পড়ে উথলে সাগর ॥
কৃষ্ণবর্ণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোতি।
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী ॥
নানা পুষ্প-মাল্য দিয়া বাণগোটা সাজি।
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণব্রহ্ম পূজি ॥
মৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ জুড়ি মন্ত্রবলে।
ধূম উঠে বাণমুখে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে ॥
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ।
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ ॥
চিনিল রাবণ-রাজা দেখি মৃত্যুবাণ।
জানিল যে এই বাণে বাহিরিবে প্রাণ ॥
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর।
রাবণের বুকে বিন্ধি কৈল দুই চির ॥
ছট্‌ফট্ করে রাজা পড়ি ভূমিতলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর।
দেবতা তেত্রিশ কোটি হয়ে একত্তর ॥
কানাকানি যুক্তি করে যত দেবগণ।
কেহ বলে এইবারে মরিল রাবণ ॥
হস্ত-পদ নাহি নাড়ে মরিল নিশ্চয়।
কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রত্যয় ॥
কতবার মরে বেটা আরবার বাঁচে।
মনে করি কপটভাবেতে পড়ে আছে ॥
কি জানি, এবার যদি না মরে রাবণ।
তবে রাবণের হাতে না রবে জীবন ॥
অরিভাবে কার্য্য নাই না যাব নিকটে।
রাবণের চিতাধূম যাবৎ না উঠে ॥
শিবদূত বিষ্ণুদূত সবে ফিরে যায়।
বেঁচে আছে বলে কেহ নিকটে না যায় ॥
মরেছে রাবণ বলে কেহ কেহ হাসে।
বেঁচে আছে বলে কেহ পলায় তরাসে ॥
কেহ বলে রাবণ পড়িল কতবার।
দশ মাথা কাটা গেল না হল সংহার ॥
রামায়ণে বাল্মীকি লিখিলা পুরাকালে।
মহাশয়ন করিবে রাবণ রণস্থলে ॥
রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে।
অতএব না মরিবে ভাবি হেন মনে ॥
কোন দেব বলে রাবণের মৃত্যু আছে।
অমর হৈতে বর পাইল কার কাছে ॥
জানিল বাল্মীকি মুনি পুরাণানুসারে।
রাবণ দুর্জ্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে ॥
ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি লেখে।
কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে ॥
মনে মুনি জানে রাবণ হইবে দুর্জ্জয়।
প্রকাশিয়ে মৃত্যু লেখা উপযুক্ত নয় ॥
রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিলা সঙ্কেতে।
এবার মরেছে রাজা সন্দ নাহি তাতে ॥

নির্য্যাস করিতে নারে যত দেবগণে।
হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে॥
আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন।
শাপেতে রাক্ষসজন্ম হয়েছে এখন॥
শরাঘাতে জরজর পড়ে রণস্থলে।
একবার দরশন দিব এই কালে॥
এখনি মরিবে রাজা নাহিক সন্দেহ।
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ॥
লক্ষ্মণেরে পাঠাইয়া জানিব সন্ধান।
সেইরূপ আছে কি হয়েছে দিব্যজ্ঞান॥
এত ভাবি রঘুনাথ কহেন লক্ষ্মণে।
কহি এক উপদেশ শুন সাবধানে॥
রাজার বংশেতে জন্ম পায়ে দুই ভাই।
চিরদিন বনবাসে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
কতদিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে।
রাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে॥
অরণ্যেতে বধিলাম তাড়কা রাক্ষসী।
বিবাহ করিয়া দোঁহে অযোধ্যাতে আসি॥
অভিলাষ ছিল যে শিখিতে রাজনীত।
সে আশা নিরাশ হল বিধি-বিড়ম্বিত॥
পিতৃসত্য পালিতে আসিতে হল বনে।
বনে বনে চৌদ্দ বর্ষ ফিরি দুই জনে॥
ভল্লুক বানর লয়ে বনে বনে ফিরি।
কে শিখাবে রাজনীতি, কোথা শিক্ষা করি॥
অযোধ্যানগরে গিয়া পাব রাজ্যভার।
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজব্যবহার॥
কে শিখাবে রাজধর্ম্ম, যাব কার কাছে।
অযোধ্যানগরে লোক নিন্দা করে পাছে॥
রাবণ প্রবীণ রাজা ব্যাখ্যা করে সবে।
করেছে অধর্ম্ম কর্ম্ম রাক্ষস-স্বভাবে॥
রাজকীর্ত্তি-কর্ম্মে রাবণ পরম পণ্ডিত।
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ॥
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি।
জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা দুই চারি॥
অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে রয়।
গ্রহণ করিতে পারে শাস্ত্রে হেন কয়॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়ে লক্ষ্মণ সত্বর।
উপনীত হৈলা যথা লঙ্কার ঈশ্বর॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি।
লক্ষ্মণে দেখিয়ে করে সকরুণে স্তুতি॥
দশানন বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এসময়ে একবার দেহ শ্রীচরণ॥
বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিবাদী।
শত শত অপরাধে আমি অপরাধী॥
অপরাধ মার্জ্জনা করহ মহাশয়।
উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময়॥
লক্ষ্মণ বলেন দোষ নাহিক তোমার।
যোগাযোগ যত দেখ লিপি বিধাতার॥
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি পরম পণ্ডিত।
পাঠাইলা রাম মোরে সুধাইতে নীত॥
লক্ষ্মণের বাক্যে কহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন্ নীত সংসারেতে রাম-অগোচর॥
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে।
তবে যদি আজ্ঞা দেন কহিতে আমারে॥
সেবকের মুখে যদি করেন শ্রবণ।
দয়া করে একবার দেন দরশন॥
শক্তিহীন হইয়াছি বাহিরায় প্রাণ।
যাইতে না পারি আমি প্রভু-বিদ্যমান॥
দয়া করি যদি রাম আসেন এখানে।
যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে॥
এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের অগ্রে আসি সবিশেষ কন॥
রাজনীতি আমারে না কহে দশানন।
বাঞ্ছা আছে তোমারে করিতে দরশন॥

করিয়া অনেক স্তুতি কহিলা আমারে।
উঠিতে রাবণ নারে বিষম প্রহারে॥
স্তুতিবাক্যে কহিলেক আমার সাক্ষাতে।
একবার আনিয়া দেখাও রঘুনাথে॥
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি।
রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি॥
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলা মনে মনে॥
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে।
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে॥
রামের সর্ব্বাঙ্গে রাজা করে নিরীক্ষণ।
সাক্ষাৎ বিরাটমূর্ত্তি ব্রহ্ম-সনাতন॥
মায়াতে মানব-দেহ বিশ্বময় তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি॥
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার॥
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিন জন্ম।
আসুরিক যুদ্ধে নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
অপরাধ ক্ষমা কর গোলকের পতি।
অনাদি পুরুষ তুমি আপনা-বিস্মৃতি॥
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর।
সংসারেতে সব নীতি তোমার গোচর॥
রাম বলে যে কহিলে সকলি প্রমাণ।
তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান॥
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনিয়াছ সকল ভুবন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজকর্ম্ম তোমাতে বিদিত।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীত॥
দশানন বলে, মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
অলসে রাখিলে কর্ম্ম পুনঃ হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার॥
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে॥
শূন্য হৈতে দেখিলাম যমের ভুবন।
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিম্বা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা॥
অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা, যমদূত মারে॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায়॥
পুরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজিকালি করিয়া রহিল বহুদিনে॥
হেলায় রহিল পড়ে না হয় পূরণ।
তারপর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ॥
কুণ্ড পুরাইতে যবে করিনু মনন।
তখনি পূরালে পূর্ণ হইত সে পণ॥
হেলাতে রাখিনু ফেলে, না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
আর-এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণ-সমুদ্র-মাঝে স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
একদিন মনেতে হইল এই কথা।
সপ্তটি সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন ধাতা॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছি লবণ-সমুদ্র-সলিলেতে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব লবণ-সমুদ্রের জল ॥
ক্ষীরোদ-সমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে ॥
যখন মনেতে হয় মনে করি করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি, সিন্ধু সিঞ্চিতে পাসরি ॥
এইরূপে হেলাতে অনেক দিন গেল।
তদন্তরে তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল ॥
সমুদ্র সিঞ্চন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার ॥
অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মনে হলে শুভ কর্ম্ম করিবে তখনি ॥
হেলায় রাখিলে কোন কার্য্য নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥
নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব ॥
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে দেবগণ যত।
যাইতে অমরপুরে সকলে বাঞ্ছিত ॥
সকলের শক্তি নহে যাইতে সেথায়।
কেহ কেহ দৈবশক্তি অনুসারে যায় ॥
এ শক্তিবিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে ॥
মনে মনে সাধ করে যাইতে অমরে।
দৈবশক্তিহীন তারা যাইতে না পারে ॥
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে ॥
সহজে যাইতে সব পারে দেবলোকে।
নির্ম্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মে ডেকে ॥
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব পৈঠে ॥
থাকিবে অপূর্ব্ব-কীর্ত্তি সংসার-মাঝার।
ত্রিভুবনে যশ সবে ঘুষিবে আমার ॥
সেইক্ষণে করিতাম যবে হৈল মনে।
কোন্‌কালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এতদিনে ॥
হেলায় রাখিয়ে হৈল বহুদিন গত।
তার পরে তব সনে রণে হৈনু রত ॥
অতএব শুভ কর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়ে সে বাসনা বৃথা হল ॥
শ্রীরাম বলেন শুন লঙ্কা-অধিপতি।
শুভ কর্ম্ম শীঘ্র করা এই সে যুকতি ॥
সুকৃতি কর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তর।
পাপকর্ম্ম পক্ষে কিছু কহ আরবার ॥
পাপকর্ম্ম হেলা করে রাখা যে জন্যেতে।
বলহ তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে ॥
শীঘ্র কৈলে পাপকর্ম্ম কি হবে দুর্গতি।
বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি ॥
দশানন বলে, তাহা কহিতে বিস্তর।
কত আর বিস্তারিয়ে কব রঘুবর ॥
পাপকর্ম্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ ॥
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে ॥
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
সূর্পণখার লক্ষ্মণ কাটিল নাককান ॥
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হরে ॥
সূর্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধরে।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে ॥
একবার ভাবিলাম আপন অন্তরে।
আজি নহে কালি যাব সীতা নিতে হরে ॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিলে শেষে আনা নাহি হবে ॥

অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর সীতার জন্যেতে॥
এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়ালক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা-অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোনকালে॥
যাহা জানি কহিলাম কিছু নীতিকথা।
কহিতে কহিতে জিভে আসিল জড়তা॥
শ্রীচরণ দৃষ্টি করি পরাণ ত্যজিল।
হেনকালে সুরপুরে জয়ধ্বনি হৈল॥

—

বিভীষণের রোদন

আমার আর কেউ নাই ভবে,
ওরে দয়াল রামের চরণ বিনে।
তোমার দারা-পুত্র পরিবার
কেবা কোথা রবে।
আসিয়ে শমনদূত যখন বাঁধিবে।
ওরে ছেড়ে সংসার-মায়া
ভাব ঘন রাঘবে॥ ধ্রু॥
রাবণ পড়িল, দেবগণ হরষিত।
নৃত্য করে অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব গায় গীত॥
রাবণ পড়িল, রাম কপি পানে চান।
পলাইয়া ছিল কপি এল বিদ্যমান॥
রথখান কাড়ি লৈল বীর হনুমান।
অঙ্গদ লইল গদা দিয়ে একটান॥
কর্ণের কুণ্ডল লৈল নীল সেনাপতি।
হাতের বলয় লয় নল মহামতি॥
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল।
কেহ উপাড়য়ে দাড়ি গোঁপ আর চুল॥

রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি।
পড়িল রাবণরাজা জগতের বৈরী॥
রাম বলে কপিগণ হও এক পাশ।
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ॥
রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব সঙ্গে বিভীষণ।
রাবণ-নিকটে তবে গেল ততক্ষণ॥
পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়।
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায়॥
তাহা দেখি দশাননে তুলি নিয়া কোলে।
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে॥
ত্রিভুবন জিনেছিলে নিজে বাহুবলে।
সেই অহঙ্কারে তুমি রামে না জিনিলে॥
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে।
লক্ষ্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে॥
মরণ করিলে সার নাহি দিলে সীতা।
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা॥
বংশের সহিত এবে হারাইলে প্রাণ।
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান॥
আপনার দোষে মৈলে কলঙ্ক আমার।
কার তরে দিয়া যাও লঙ্কা-অধিকার॥
বিভীষণ বলে রাম যুক্তি বল সার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোমার অধিকার॥
ধার্ম্মিক হইয়া ভাই ধর্ম্ম নষ্ট করে।
মৃত্যু লাগি সীতা আনে লঙ্কার ভিতরে॥
চিরদিন ভাই মোর পুজিল শিবেরে।
মরণ-সময় শিব না চাহিলা ফিরে॥
হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাথি।
তখনি জানিনু তার ঘটিল দুর্গতি॥
শূন্য পুরী করি ভাই ত্যজিলা জীবন।
তোমা বিনা গতি আর নাহি নারায়ণ॥
বিভীষণের রোদনে শ্রীরাম দুখিত।
রাম কন বিভীষণ কান্দ অনুচিত॥

ভুবন জিনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপার।
পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বার॥
রামের বচনে তবে সম্বরে ক্রন্দন।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥

—

মন্দোদরীর রোদন

একবার বদন তুলে ফিরে হে চাও।
উঠ উঠ লঙ্কার অধিকারী,
আমার শূন্য হল লঙ্কাপুরী,
ওহে ত্যজে শয্যা মনোহর,
কেন ধূলায় ধূসর কলেবর॥ ধ্রু॥
অন্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ।
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ॥
রক্ত-উৎপল জিনি কোমল চরণ।
রণস্থলে ছুটে যায় হয়ে অচেতন॥
রাবণে বেড়িয়া কান্দে চৌদ্দহাজার নারী।
শশধরে তারাগণে যেন আছে ঘেরি॥
সোনার কমল অঙ্গ ধূলাতে মগন।
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ॥
আমারে ছাড়িয়া প্রভু যাহ কোন্ স্থানে।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে॥
কেন বা আনিলে সীতা এ কালসাপিনী।
স্বর্ণলঙ্কাপুরে না রহিল এক প্রাণী॥
কি কাজ করিলা তব শঙ্কর-শঙ্করী।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সংহারিলা লঙ্কাপুরী॥
আপদ পড়িলে দেখ কেহ কারো নয়।
সীতার কারণে হল এতেক প্রলয়॥
শমন হইল তব সূর্পণখা ভগ্নী।
তার বাক্যে আনি সীতা হারালে পরাণী॥
ভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের রণে॥
কারে দিয়া গেলে এ কনক-লঙ্কাপুরী।
কারে দিয়া যাহ প্রভু রাণী মন্দোদরী॥
অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে॥
পতি পুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী॥
বিভীষণ বলে শুন রাণী মন্দোদরী।
আর না বিলাপ কর চল অন্তঃপুরী॥
এত বলি বিভীষণ রাণী নমস্কারে।
আপনি সকল জ্ঞাত দৈব যত করে॥
সীতা দিতে কহিলাম করিয়া মিনতি।
সভা-বিদ্যমানে মোরে মারিলেন লাথি॥
পদাঘাতে হইলাম জলনিধি পার।
সকল বৃত্তান্ত তুমি জানহ আমার॥
এতেক বচন যদি কহে বিভীষণ।
বাড়িলা যে মন্দোদরীর আরো ক্রন্দন॥
রাবণের মুণ্ড কোলে কান্দে মন্দোদরী।
দশ হাজার সতিনী প্রবোধিতে নারি॥
না কান্দ না কান্দ রাণী মন কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে দেখ সবাই অধীর॥
মন্দোদরী বলে রাজায় মারিল যে জনে।
সেই জনে একবার হেরিব নয়নে॥
মনুষ্য নহেন রাম দেবনারায়ণ।
অবশ্য দেখিব আমি তাঁহার চরণ॥
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আউদর-চুলী।
শ্রীরামে দেখিতে যায় হয়ে উতরোলী॥
কটক-বেষ্টিত ব'সে আছেন শ্রীরাম।
হেনকালে মন্দোদরী করিলা প্রণাম॥
সীতা জ্ঞানে ভাবি রাম রাণী মন্দোদরী।
জন্মায়তি হও বলি আশীর্ব্বাদ করি॥
রামের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ।
হেন বর দিলে কেন কমললোচন॥

চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে।
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে॥
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিলা।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিতা বিরচিলা॥

সংসারে অসীমা যাঁহার মহিমা
শুনেছ ময়দানব।
যাঁর মহাশেলে ত্রিভুবন টলে,
লক্ষ্মণের পরাভব॥
তাঁহার নন্দিনী, রাবণঘরণী,
নাম মম মন্দোদরী।
এলেম চরণ করিতে দর্শন
ত্যজিয়া যে অন্তঃপুরী॥
শুন মহাশয়, জানিনু নিশ্চয়
তুমি ত্রিদিবের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী, নাম মন্দোদরী
কহে জোড় করি হাত॥
দেবের ঈশ্বর দেব পুরন্দর
তারে যে বান্ধিয়া আনি।
যেই ইন্দ্রজিত দেবে মানে ভীত,
আমি যে তার জননী॥
জন্মায়তি করি বর দিলে হরি
এবচন নহে আন।
স্বামী এই হত, আমার আয়ত
কিরূপে কর বিধান॥
তুমি সত্যবাদী, ওহে গুণনিধি,
মিথ্যা নহে তব বাণী।
দারুণ প্রহারে মারিয়ে পতিরে
কি কথা কহ আপনি॥
সূর্য্যবংশজাত প্রভু রঘুনাথ
কহেন হয়ে লজ্জিত।
সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা
জ্বালিয়ে রাখ আয়ত॥
শুন মন্দোদরী, যাহ নিজ পুরী,
মনে না কর বিলাপ।
মোর হাতে মরে গেল যে অমরে,
খণ্ডিল সকল পাপ॥
শুন মোর বাণী, গৃহে যাও রাণী,
দুঃখ না ভাবিহ চিতে।
রাবণের চিতা রহিবে সর্ব্বথা,
চিরকাল রবে আয়তে॥
জ্বলিবেক চিতা মিথ্যা নহে কথা,
শুন মন্দোদরী রাণী।
আয়তি-স্বভাবে সর্ব্বকাল রবে,
মিথ্যা না হইবে বাণী॥
রামের বচনে খুসী হয়ে মনে
গৃহে যায় ততক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ড গীত ভাষা সুললিত
কৃত্তিবাস-বিরচন॥

রামের স্থানেতে বর পেয়ে মন্দোদরী।
প্রণতি করিয়া রামে গেলা নিজ পুরী॥
রাবণ বধিয়া দুঃখ হইল অপার।
না ধরিব ধনু রাম কৈলা অঙ্গীকার॥
রাম বলে বিভীষণ না ভাবিহ মনে।
আপনার দোষে মৈল রাজা দশাননে॥
রাবণের অগ্নিকার্য্য কর বিভীষণ।
আর কেহ নাহি তার করিতে তর্পণ॥
ক্রন্দন সম্বর মিতা শুন মম বাণী।
রাবণ-তর্পণ তুমি করহ এখনি॥
রামের আজ্ঞায় যান সৎকার করিতে।
নানা দ্রব্য বস্ত্র আসে ভাণ্ডার হইতে॥
বিস্তর চন্দনকাষ্ঠ আনে ভারে ভার।
অগুরু চন্দন আনে গন্ধ মনোহর॥
পর্ব্বত-সমান বীর দুর্জ্জয় শরীর।
রাবণে বহিতে এল সহস্রেক বীর॥

সকল রাক্ষস এসে রাবণেরে ধরে।
পর্ব্বত-সমান বীর তুলিবারে নারে॥
দুর্জ্জয়-প্রতাপ হনুমান মহাবীর।
কোলে করে লয়ে গেল সাগরের তীর॥
রাবণেরে স্নান করাইল সিন্ধুজলে।
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠে বাহুমূলে॥
দিব্যবস্ত্র পরাইল সোনার পইতে।
সাগরের কূলে খুলে রাবণের চিতে॥
হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীষণ।
দশ মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ান রাবণ॥
রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ।
মুক্ত হয়ে গেল সেহ বৈকুণ্ঠভুবন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন রাবণ-উদ্ধার॥

—

বিভীষণের অভিষেক

একবার ডাক মন রামনাম বলিয়ে রে।
দেখ এ তিন ভুবনে সীতানাথ বিনে
কে আর তারিবে তোমারে॥
রণে অবসর পায়ে কমললোচন।
লক্ষ্মণ সহিতে গিয়া বসিলা তখন॥
ইন্দ্রের মাতলি আসি মাগিল মেলানি।
মাতলিরে কহিলেন সুমধুর বাণী॥
দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার।
তাঁর শত্রু রাবণেরে করিনু সংহার॥
রামেরে প্রণাম করি মাতলি চলিল।
রামের বচন গিয়া ইন্দ্রেরে কহিল॥
সুগ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিত-মন।
বাহু পসারিয়া তারে দিলা আলিঙ্গন॥
তুমি হেন মিতা হও জন্মজন্মান্তরে।
ভুবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে॥
তোমার প্রসাদে হইলাম সিন্ধু-পার।
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার॥
এক ধার আমার রয়েছে শুধিবার।
বিভীষণে না দিলাম লঙ্কা-অধিকার॥
এবে বিভীষণে করি লঙ্কা-অধিপতি।
চারিযুগে থাকিবে আমার এ সুখ্যাতি॥
আমার বচনে মিত্র কর আগুসার।
বিভীষণে দেহ তুমি লঙ্কা-অধিকার॥
হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর।
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর॥
গন্ধর্ব্বে ঔষধ দিক নানা তীর্থজল।
স্ত্রী-পুরুষে লঙ্কা-মধ্যে গাউক মঙ্গল॥
শ্রীরামের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোন্ জনা।
বিভীষণ রাজা হবে পড়িল ঘোষণা॥
নানাবিধ রত্ন ধন যেখানে আছিল।
রাক্ষস-বানরে সব বহিয়া আনিল॥
গায়কেতে গীত গায় নাট্যে করে নাট।
শুভক্ষণে বিভীষণে দেন রাজ্যপাট॥
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ।
রাম জয় শব্দ করে যত কপিগণ॥
নানাবর্ণে বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর।
আনন্দেতে নৃত্য করে সকল বানর॥
এক লক্ষ দগড় দ্বিলক্ষ করতাল।
দুই লক্ষ ঘণ্টা বাজে শুনিতে বিশাল॥
ভেউরী ঝাঁঝরি বাজে তিন লক্ষ কাড়া।
চারি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া॥
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণা।
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সানা॥
ঢিমনা খেমচা বাজে তিন লক্ষ ঢোল।
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল॥
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝম্প।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ ত্রিভুবন কম্প॥

বাজিল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চাশ হাজার।
দুন্দুভি ডমরু শিঙ্গা সংখ্যা করা ভার॥
তুরী ভেরী খঞ্জনী খমক আর বাঁশী।
দগড়ে রগড় দিতে লক্ষ লক্ষ কাঁসি॥
টিকারা টঙ্কার আর চৌতারা মোটঙ্গ।
বাদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ॥
রাম জয় শব্দ করে যত কপিগণ।
বিভীষণে অভিষেক কৈলা নারায়ণ॥
ছত্রদণ্ড দিলা আর স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিলা রাণী-মন্দোদরী॥
বিভীষণ রাজা হৈলা রাজ্যখণ্ড সুখী।
রহিল রামের কীর্ত্তি বিভীষণ সাক্ষী॥
লঙ্কাপুরে ভূপতি হইলা বিভীষণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ॥

সীতার পরীক্ষা

পাত্র মিত্র লয়ে রাম বসিল দেওয়ানে।
সীতারে আনিতে পাঠাইলা হনুমানে॥
সীতারে আনিতে যায় পবননন্দন।
হনুরে প্রণাম করে নিশাচরগণ॥
সবে বলে, আচম্বিতে এল হনুমান।
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ॥
এই কথা নিশাচর ভাবে মনে মন।
হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন॥
সীতারে দেখিয়া হনু নোঙাইল মাথা।
জোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা॥
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে যে তাপ।
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ॥
রাম পাঠাইয়া দিলা মোরে তব পাশ।
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস॥
হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা-ঠাকুরাণী॥
হনুমান বলে, মাতা কি ভাবিছ মনে।
সুকথার উত্তর না দেহ কি কারণে॥
সীতা বলে যে বার্ত্তা কহিলে হনুমান।
নাহি ধন তাহার সদৃশ দিতে দান॥
যদ্যপি তোমারে করি রাজ্য-অধিকারী।
তথাপি তোমার ধার শুধিবারে নারি॥
হনু বলে রাজ্যধনে নাহি প্রয়োজন।
রাজ্য ধন সব মাতা তব শ্রীচরণ॥
তবু যদি দান দিবে সীতা-ঠাকুরাণী।
এই দান তব স্থানে মাগি গো জননী॥
তোমার রক্ষক আছে রাবণের চেড়ী।
আমার সাক্ষাতে তোমায় উঠাইত বাড়ি॥
করিয়াছে তোমার দুর্গতি অপমান।
এ-সবার প্রাণ লব, এই মাগি দান॥
দন্ত উপাড়িয়া চুল ছিঁড়ি গোছে গোছে।
আছড়িয়া প্রাণ লব বড় বড় গাছে॥
সমুদ্রের তীরে আছে বালি খরশাণ।
তাতে মুখ ঘষাড়িয়া লইব পরাণ॥
শুনিয়া হনুর বাক্য যত চেড়ীগণ।
ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ॥
চেড়ী সব বলে শুন সীতা-ঠাকুরাণী।
হনুমান প্রাণ লয়, রাখ গো আপনি॥
জানকী বলেন, তুমি বিচারে পণ্ডিত।
যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত॥
মহাবীর হনু তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি॥
যতদিন ছিল চেড়ী রাবণের ঘরে।
তাহার আজ্ঞায় দুঃখ দিয়াছে আমারে॥
এখন সে সবংশেতে মরেছে রাবণ।
চেড়ীগণ করিতেছে আমার সেবন॥
কহিবে আমার দুঃখ শ্রীরামের স্থানে।
প্রণাম করিব গিয়া প্রভুর চরণে॥

চলিলেন হনুমান সীতার বচনে।
কহিলা সকল কথা শ্রীরামের স্থানে॥
যে সীতার লাগিয়া করিলা মহামার।
সে সীতার হইয়াছে অস্থি-চর্ম্ম সার॥
চেড়ীর তাড়নে সীতা কণ্ঠাগতপ্রাণ।
তবু রাম বিনা তাঁর মনে নাহি আন॥
এত যদি কহিলেক পবন-নন্দন।
শ্রীরাম বলেন সীতা আনে কোন্ জন॥
এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া মনে।
সীতারে আনিতে পাঠাইলা বিভীষণে॥
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে।
মাথা নোঙাইলা গিয়া সীতার চরণে॥
বিভীষণ কন মাতা করি নিবেদন।
করিতে চলহ এবে রাম-দরশন॥
আনিলা সুবর্ণদোলা রতনে মণ্ডিত।
সীতার সম্মুখে আনি কৈলা উপস্থিত॥
বিভীষণ কন শুন জনকনন্দিনী।
সুবর্ণ-দোলাতে আসি উঠহ আপনি॥
পর রত্ন-আভরণ যেবা লয় চিতে।
রাম-দরশনে মাতা চলহ ত্বরিতে॥
মরিল রাবণ, তব দুঃখ হৈল শেষ।
রাম-সম্ভাষণে চল করিয়া সুবেশ॥
স্নান করি পর সীতা বিচিত্র বসনে।
সোনার দোলায় চল রাম-সম্ভাষণে॥
সীতা বলে কিবা স্নান কিবা মোর বেশ।
অশোকের বনে কাটাইনু দুঃখ শেষ॥
বিভীষণ কন কথা কহিলে প্রমাণ।
কেমনে এ বেশে যাবে আমা বিদ্যমান॥
বিভীষণ-পরিবার সরমা সুন্দরী।
স্নানদ্রব্য লয়ে তবে এল ত্বরা করি॥
সিংহাসনে বসাইল সীতা চন্দ্রমুখী।
কেহ তৈল দেয় গায় কেহ আমলকী॥
পিঠালি মাখায়ে কেহ অঙ্গে তুলে মলি।
রত্নের কলসে কেহ শিরে জল ঢালি॥
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি।
যতনে পরায় বস্ত্র যতেক সুন্দরী॥
জানকীর রূপে তথা পড়িছে বিজুলি।
কনক-রচিত সীতা পরেন পাশুলি॥
রত্নেতে জড়িত বান্ধে বিচিত্র কবরী।
নানা চিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি॥
নয়নে অঞ্জন দিল অতি সুশোভিত।
নানা অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত॥
অঙ্গরাগে সিন্দূর দিলেক উত্তমাঙ্গে।
গলেতে বিচিত্র হার মরকত সঙ্গে॥
বিচিত্রনির্ম্মাণ দিল শঙ্খ দুই বাই।
যেন পূর্ণ শশধর দেখিবারে পাই॥
লুকাতে চাহেন রূপ না হয় গোপন।
জানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন॥
রত্নময় চতুর্দ্দোল জোগাইল আনি।
সানন্দে বসিলা তাহে জনকনন্দিনী॥
ঘেরিলেক চতুর্দ্দোল নেতের বসনে।
যাত্রা কৈলা সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে॥
যতনে পাড়িল পথে নেতের পাছড়া।
রাক্ষসেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া॥
মল্লিকা মালতী পারিজাত রাশি রাশি।
পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষসেতে আসি॥
রাক্ষস-বানরেতে বেষ্টিত চারিভিতে।
বিভীষণ-অগ্রেতে সুবর্ণ বেত হাতে॥
যতেক বানরসেনা চারিভিতে ঘেরে।
পরস্পর দ্বন্দ্ব সীতা দেখিবার তরে॥
দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে নীর।
যতেক লঙ্কার নারী হইলা বাহির॥
বালা বৃদ্ধা যুবতী লঙ্কায় যত ছিল।
সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল॥

না সম্বরে অম্বর, ধাইয়া যায় রড়ে।
বৃদ্ধাজন দ্রুত যেতে উলটিয়া পড়ে ॥
শোকাকূলে মগ্না যত রাক্ষসের নারী।
বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ্জা পরিহরি ॥
মন্দোদরী প্রণাম করিলা হেনকালে।
ধুলায় ধূসর অঙ্গ আলুয়িত চুলে ॥
মন্দোদরী কন শুন জনকনন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী ॥
পুরী সহ বিনাশ করিয়া কোপাগুনে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে ॥
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে হেরিবে রঘুনাথ ॥
যদি সতী হয়ে থাকি পতি প্রতি মন।
কখনো আমার শাপ না হবে খণ্ডন ॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেলা মন্দোদরী।
সীতা লয়ে বিভীষণ যান ত্বরা করি ॥
কিছু দূর থাকিতে চতুর্দ্দোল অচল।
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানর সকল ॥
কনক-রচিত সীতা-শ্রবণকুণ্ডল।
লেগেছে তাহার ছায়া গগনমণ্ডল ॥
নানা বনপুষ্পমালা আমোদিত গন্ধে।
কনক-রচিত দোলা বহি আনে স্কন্ধে ॥
চলিলেন সীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে।
লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে ॥
রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দহে।
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কহে ॥
সুখেতে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে।
এককালে বিধবা হইনু সর্ব্বজনে ॥
তোমারে দেখিবে রাম অশুভ-নয়নে।
আমাদের বাক্য কভু না হবে খণ্ডনে ॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে নিজ ঘরে নড়ে।
রাম-সম্ভাষণে সীতা চতুর্দ্দোলে চড়ে ॥
বাহির হইল দোলা লঙ্কাপুর-গড়ে।
নেতের বসনে দোলা লয়েছেন বেড়ে ॥
দুই ঠাটে হুড়াহুড়ি হৈল ঠেলাঠেলি।
বহিতে না পারে বাট যত চতুর্দ্দোলী ॥
রাজা হয়ে বিভীষণ ভূমে বহে বাট।
কটকের চাপ দেখে হাতে নিল ছাট ॥
ছাট হাতে লইল বানর কোটি কোটি।
চারিদিকে পড়ে ছাট লাগে চটচটি ॥
ফুটিয়া গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে ॥
পরিশ্রমে বিভীষণে ঘন বহে শ্বাস।
বহু কষ্টে গেল দোলা শ্রীরামের পাশ ॥
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর।
দক্ষিণে বসিয়া মিত্র সুগ্রীব বানর ॥
বামভিতে বসিয়াছে অনুজ লক্ষ্মণ।
নিকটেতে জাম্বুবান জোড়হস্তে রন ॥
পথ বহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি।
ছাট মারি বিভীষণ মধ্যে করে গলি ॥
কটকের দুঃখে রাম কুপিলেন মনে।
কোপে রাম কহিলেন রাজা বিভীষণে ॥
রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী।
মাতাকে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি ॥
কেন বা ঘেরেছ দোলা আমি ত না জানি।
কেন বা করিছ তুমি এত হানাহানি ॥
ঘুচাও দোলার বস্ত্র ছাড় ছাড় ছাট।
দেখুক সকলে সীতা ঘুচাও ঝঞ্ঝাট ॥
উদ্ধারিলা যাহারে দেখুক সর্ব্বলোকে।
সতী যে হইবে সে রাখিবে আপনাকে ॥
বুঝিলেন হনুমান শ্রীরামের মন।
সীতার পরীক্ষা হেতু হয়েছে মনন ॥
দেখিয়া রামের ক্রোধ ভীত বিভীষণ।
পরীক্ষা করেন কিম্বা দেন বিসর্জ্জন ॥

ঘুচান দোলার বস্ত্র রাজা বিভীষণ।
করিলেক জানকী ভূমিতে পদার্পণ॥
দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে।
বিদ্যুতের ছটা যেন অবনীমণ্ডলে॥
সীমন্তে সিন্দূরচিহ্ন রঙ্গ বড় লাগে।
চন্দন-তিলক শোভে কপালের ভাগে॥
দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর।
পক্ক বিম্বফল জিনি অতি শোভাকর॥
নানারত্ন পরিধান রূপে নাহি সীমা।
চরাচরে নাহি দেখি সীতার প্রতিমা॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় গগনে।
মূর্চ্ছিত হইল সবে সীতা-দরশনে॥
জানকীরে দেখে যেই সে হয় মূর্চ্ছিত।
অন্যের কি কব কথা দেবতা বিস্মিত॥
কেহ ভাবে আইসেন আপনি শঙ্করী।
শ্রীরামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি॥
অন্যে বলে ত্যজিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল।
লক্ষ্মী অবতীর্ণা বুঝি দেখিতে ভূতল॥
কেহ বলে আপনি সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী।
কেহ বলে বশিষ্ঠগৃহিণী অরুন্ধতী॥
দেখিয়াছে সীতারে যে সেই সীতা বলে।
অন্য লোকে কত তর্ক করে নানা ছলে॥
পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বসুন্ধরা।
বসুন্ধরাসুতা সীতা কৃশকলেবরা॥
উপনীতা হইলেন সভা-বিদ্যমান।
হেরিয়া হরিষে সবে হয় হতজ্ঞান॥
রামের চরণে সীতা দেন নমস্কার।
করিলেন লক্ষ্মণেরে বাৎসল্য-ব্যভার॥
করপুটে সীতা রহিলেন সভাস্থানে।
লক্ষ্মণ প্রণত হন তাঁহার চরণে॥
শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষ-বিষাদে।
সতী স্ত্রী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে॥
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়।
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায়॥
বহিছে চক্ষের জল শ্রীরাম কাতর।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর॥
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশ মাস॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন॥
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে।
যথা তথা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে॥
এই দেখ সুগ্রীব বানর-অধিপতি।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি॥
লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ।
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন॥
ভরত শত্রুঘ্ন মম দেশে দুই ভাই।
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাঁই॥
যথা তথা যাও তুমি আপনার সুখে।
কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সম্মুখে॥
থাকিতে রাক্ষস-ঘরে নহিত উদ্ধার।
ত্রিভুবনে অপযশ গাইত আমার॥
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে।
এখন মেলানি দিনু সভার ভিতরে॥
যত যত বলেন শ্রীরাম রুক্ষবাণী।
রোদন করেন তত শ্রীরামঘরণী॥
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্ব্বজন।
ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন॥
জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ শ্বশুর যে তুমি হেন পতি॥
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি॥
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥

সবে মাত্র স্পর্শিয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ॥
হনুকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমারে বর্জ্জন কেন না কৈলে তখন॥
মরিতাম বিষে কিংবা অনলে প্রবেশি।
এর চেয়ে ক্লেশ কিবা হৈত তাতে বেশী॥
কটক পাইল দুঃখ সাগর-বন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে সে রণে॥
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জ্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ, বৃথায় জীবন॥
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সূর্য্যকুলে।
আমার কি এই ছিল লিখন কপালে॥
দুষ্টা নারী নহি আমি, পরে কর দান।
সভা-বিদ্যমানে কর এত অপমান॥
কৃপা কর লক্ষ্মণ, করহ এ প্রসাদ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘুচুক অপবাদ॥
লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি।
শ্রীরাম বলেন, কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি॥
সীতার জীবনে ভাই কিছু নাহি কাজ।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা, দূরে যাক লাজ॥
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড।
বানর কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড॥
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী॥
সাত বার রামেরে করেন প্রদক্ষিণ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিরে করেন বার-তিন॥
কনক-অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে।
জোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
শুন বৈশ্বানর দেব তুমি সর্ব্ব আগে।
পাপ-পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে অগ্নি তব কাছে পাব অব্যাহতি॥
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ।
সীতা সতী অগ্নি-মধ্যে করেন প্রবেশ॥
অগ্নিতে প্রবিষ্ট মাত্র রামের মহিষী।
ঢালিয়া দিলেক তাতে ঘৃতের কলসী॥
অগ্নি ঘৃত পাইলে অধিক উঠে জ্বলে।
কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে॥
কুণ্ডমধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি।
শ্রীরামের ঝুরিতে লাগিল দুটি আঁখি॥
দেখেন সংসারশূন্য যেমন পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল॥
কি করি লক্ষ্মণ ভাই সীতা কি হইল।
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল॥
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার।
অযোধ্যায় ছত্রদণ্ড না ধরিব আর॥
অগ্নি হৈতে উঠ সীতা জনককুমারী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
তোমার মরণে আমি বড় পাই দুঃখ।
অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে দেখি চাঁদমুখ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম নানা দেশে।
সব দুঃখ ঘুচিত থাকিতে যদি পাশে॥
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ডধর।
কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের সোসর॥
তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
অগ্নিতে পুড়িয়া তুমি হৈলে ছারখার॥
রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন॥
যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর।
জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর॥
নল নীল কাঁদে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্বুবান সুষেণ ও বালির কোঙর॥
হনুমান বলে, কেন কান্দ হে লক্ষ্মণ।
আমি জানি জানকীর নাহিক মরণ॥

শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।
না কাঁদ না কাঁদ, সীতা পাইবে এখন ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
সীতার পরীক্ষা-গীত গায় কৃত্তিবাস ॥
কান্দিয়া শ্রীরামচন্দ্র হন অচেতন।
ধাইয়া আইল ব্রহ্মা-আদি দেবগণ ॥
কুবের বরুণ যম আইলা পুরন্দর।
যতেক দেবতা হেথা আইলা সত্বর ॥
হাত তুলি ব্রহ্মা কন শ্রীরামেরে ডাকি।
কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে রাখিলে জানকী ॥
সীতাদেবী না মরেন অগ্নিতে পুড়িয়া।
এখনি পাইবা সীতা কাঁদ কি লাগিয়া ॥
দেবের ঠাকুর তুমি সংসারের সার।
সামান্য মনুষ্য হেন কর ব্যবহার ॥
তোমার গায়ের লোমাবলী দেবগণ।
সীতাদেবী লক্ষ্মী, তুমি স্বয়ং নারায়ণ ॥
শ্রীরাম বলেন, মম মানুষেতে জন্ম।
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম ॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাম বলি সারোদ্ধার।
তব অবতারে প্রভু কৌতুক অপার ॥
মৎস্য অবতারে কৈলে বেদের উদ্ধার।
কূর্ম্ম অবতারে তুমি স্থাপিলা সংসার ॥
তৃতীয় অবতারে বরাহরূপ ধরি।
বসুন্ধরা ধরিলে যে দশন-উপরি ॥
হিরণ্যকশিপু রিপু দৈত্য মহাবল।
স্বর্গ-আদি ত্রিভুবন জিনিল সকল ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যাহার ভয়ে কাঁপে।
তারে সংহারিলা তুমি নরসিংহরূপে ॥
হইলা বামন-বেশ পঞ্চমাবতারে।
বলিকে ছলিয়া দ্বারী হৈলা তার দ্বারে ॥
হলধররূপে রাম হল ধরি হাতে।
বধিলা অসুরগণে তাহার আঘাতে ॥
ষষ্ঠেতে পরশুরাম হৈলা ভৃগুপতি।
ভৃগুপতি নিঃক্ষত্র করিলা বসুমতী ॥
সপ্তমেতে রামরূপ হয়ে নারায়ণ।
বধিয়া রাক্ষস রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন ॥
যত যত অবতার অংশরূপ ধরি।
রাম-অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি ॥
না শুনেন ব্রহ্মার সে প্রবোধ-বচন।
সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন ॥
আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ অবতার।
সবংশে রাবণে তুমি করিলা সংহার ॥
যত যত ক্ষত্রিয় আছিল ভূমণ্ডলে।
সবার অধিক রাম তুমি হও বলে ॥
না মরিত দশানন অন্য কারো বাণে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িলে রাম সেই সে কারণে ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি শিব, তুমি নারায়ণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥
যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার।
ইহপরলোক তার হইবে উদ্ধার ॥
কে বুঝে তোমার মায়া গোলকের পতি।
তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী ॥
হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ।
মনুষ্যের কর্ম্ম কর কেন নারায়ণ ॥
না শুনেন ব্রহ্মার এ প্রবোধ-বচন।
সীতা সীতা বলি রাম হন অচেতন ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, অগ্নি উঠহ সত্বর।
সমর্পণ কর সীতা রামের গোচর ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়া সত্বর।
আপনি প্রবেশে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর ॥
আকাশ-পাতাল জুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লয়ে কোলে ॥
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা-ঠাকুরাণী।
যেমন তেমন আছে গাত্রবস্ত্রখানি ॥

মস্তকেতে পঞ্চফুল সেহ না আওরে।
জোড়হাতে রহিলেন রামের গোচরে॥
অগ্নি বলিলেন, আমি পাপ-পুণ্য-সাক্ষী।
লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি॥
ভাণ্ডাইতে আমারে না পারে কোন জন।
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ॥
আজি হৈতে রাম মোর সফল জীবন।
করিলাম আজি সতী সীতা পরশন॥
বলি রাম সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রাজ্য দগ্ধ হইবে জানকী দিলে শাপ॥
যেই স্ত্রী শুনিবেক সীতার চরিত্র।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিয়া সে হইবে পবিত্র॥
শ্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ।
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাম যে করিলা কাজ।
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সমাজ॥
তোমা লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ।
দেশে গিয়া সবাকার করহ পালন॥
তোমা লাগি ভরত শত্রুঘ্ন প্রাণ ধরে।
চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে॥
নানা যজ্ঞ করহ, করহ নানা দান।
বংশে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান॥
দশরথ মরিলেন তোমা অদর্শনে।
মৃত পিতা আইলেন তোমা সম্ভাষণে॥
পিতা দেখ রামচন্দ্র অপূর্ব্বদর্শন।
দুই ভাই কর পিতৃচরণ বন্দন॥
দেবরথারূঢ় রাজা দেববেশধারী।
করিলেন প্রণাম লক্ষ্মণ-রাবণারি॥
পুত্রবধূ শ্বশুরের বন্দেন চরণ।
রাজা দশরথ কিছু কহেন বচন॥
দগ্ধ হইলাম আমি কৈকেয়ী-বচনে।
প্রাণ ছাড়িলাম রাম তোমা অদর্শনে॥

পিতা উদ্ধারিল যেন অষ্টাবক্র ঋষি।
তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে আমি বসি॥
দেবগণ যুক্তি করে সব আমি শুনি।
দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ চক্রপাণি॥
লক্ষ্মণের গুণ গা'ন যত দেবগণ।
রামের যেমন সেবা করিছে লক্ষ্মণ॥
কৃতার্থ হইবে যত অযোধ্যার জন।
তুমি রাজা হ'য়ে সবে করিলে পালন॥
জানকী-চরিত্র মোর লাগে চমৎকার।
শুদ্ধা হয়ে করিলেন কুলের উদ্ধার॥
ভরত কনিষ্ঠ ভাই প্রাণের সোসর।
আমা তুল্য তাহাকে পালিবে বহুতর॥
বলিলা তোমারে যে কৈকেয়ী কুবচন।
মায়ে-পুত্রে দুইজনে করেছি বর্জ্জন॥
এতেক বলেন যদি রাজা দশরথ।
কৃতাঞ্জলি শ্রীরাম করেন তার মত॥
মম দুঃখে ভরত যে হয়েছে দুঃখিত।
তারে তব আর বর্জ্জা না হয় উচিত॥
ভরতেরে বর দেহ দেব-বিদ্যমান।
তাহাতে হইবে তৃপ্ত জুড়াইবে প্রাণ॥
রামের বচনে রাজা করেন বিধান।
ভরতের শ্রাদ্ধ মম অমৃত সমান॥
ভরতের বরদান দেবগণ শুনে।
আলিঙ্গনে তুষিলেন আত্মজ লক্ষ্মণে॥
করিয়া রামের সেবা হইলে উদ্ধার।
ঘুষিবে তোমার যশ সকল সংসার॥
বলেন সীতার প্রতি প্রবোধ-বচন।
আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন॥
দশ মাস ছিলে মাতা রাক্ষসের ঘরে।
তেঁই সে তোমায় রাম দেশে নিতে নারে॥
হইলে গো অগ্নিশুদ্ধা দেবলোকে জানে।
শ্রীরামের সহ যাহ আপনার স্থানে॥

যে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র।
সর্ব্ব পাপ ঘুচিবেক হইবে পবিত্র ॥
দেবরথে চড়ে রাজা দেববেশ ধরি।
পুত্রবধূ সান্ত্বাইয়া যান স্বর্গপুরী ॥
হইল রাক্ষস ক্ষয়, হৃষ্ট পুরন্দর।
বলিলেন রামচন্দ্রে তুমি মাগ বর ॥
দেবে রক্ষা করিলে মারিয়া দশানন।
বর মাগ ব্যর্থ রাম না হবে কখন ॥
শ্রীরাম বলেন, ইন্দ্র যদি দিবা বর।
তব বরে জীয়ে উঠুক মৃত যে বানর ॥
ধন জন না দিলাম নহে ভূমি গাথি।
এড়িয়া স্ত্রী-পুত্র আসে আমার সংহতি ॥
হৃতা সীতা পাইলাম হইলাম সুখী।
বানরের ভার্য্যা-পুত্র কেন হবে দুঃখী ॥
এত যদি ইন্দ্রেরে বলেন রঘুনাথ।
বলিছেন পুরন্দর জোড় করি হাত ॥
ভুবনের নাথ তুমি স্বয়ং নারায়ণ।
মারিয়া জীয়াতে পার এ তিন ভুবন ॥
তুমি জান আপনায়, তোমাকে জানে কে।
মরিয়া না মরে সে, তব নাম জপে যে ॥
আপনি চাহিলে বর কে করিবে আন।
রূপে বেশে সবে হউক দেবতা-সমান ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে।
সুধা বৃষ্টি হয় মৃত বানর-উপরে ॥
কাটা হাত কাটা পদ সব লাগে জোড়া।
চারি দ্বারে সৈন্য উঠে দিয়া গাত্র মোড়া ॥
যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের বাণে।
মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে ॥
'কুম্ভকর্ণে মার' বলি কেহ ডাক ছাড়ে।
'ইন্দ্রজিতা মার' বলি কেহ ডাক পাড়ে ॥
দেবান্তক নরান্তক আর যে ত্রিশিরা।
রাবণেরে মার ঝাট পরনারী-চোরা ॥
উন্মত্ত পাগল সবে হৈল রণস্থলে।
ইষ্ট মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরি কোলে ॥
কারে মার কারে কাট কিসের সংগ্রাম।
হইল রাক্ষস নাশ শত্রুজয়ী রাম ॥
শ্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী।
দেবগণ দেখ হেথা এই স্বর্গপুরী ॥
হরিষের কথা যদি শুনিল বানর।
মাথা নোঙাইল গিয়া রামের গোচর ॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান।
মরিলে প্রসাদে তব পায় প্রাণদান ॥
তোমা হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে।
সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে ॥
মরিল বানর যত পেল প্রাণদান।
জিজ্ঞাসা করেন রাম দেব বিদ্যমান ॥
রাম বলে, দেবরাজ জিজ্ঞাসি তোমারে।
এক কথা সন্দ বড় আমার অন্তরে ॥
উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
পড়িল উভয় সৈন্য রাক্ষস-বানর ॥
সুধাবৃষ্টি কৈলে তুমি সবার উপর।
প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর ॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল সুধা-বরিষণ।
বানরের মৃতদেহ পাইল জীবন ॥
অতএব জিজ্ঞাসা করি হে তব স্থানে।
প্রাণদান রাক্ষসে না পেল কি কারণে ॥
ইন্দ্র বলে, রাক্ষস না পাইল জীবন।
ইহার বৃত্তান্ত শুন কমললোচন ॥
রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার হইবে বল কি নামের জোরে ॥
রামরাম শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।
রাম নাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ॥
শ্রীরাম বলিয়া প্রাণ বাহিরায় যার।
আরামে বৈকুণ্ঠে যায় হইয়া উদ্ধার ॥

মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনাম-গুণে।
উদ্ধার হইয়া গেছে বাঁচিবে কেমনে॥
ইন্দ্র বলিলেন, যাহ সবে নিজ বাস।
এতদিনে সবাকার পূর্ণ অভিলাষ॥
চৌদ্দ বর্ষ বনে দশ মাস উপবাস।
শ্রীরাম জানকী দোঁহে হউক সন্তোষ॥
অবিশ্রাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম।
বিশ্রাম করহ রাম যাই স্বর্গধাম॥
শ্রীরামেরে সীতাকে করিয়া সমর্পণ।
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন॥
যখন যে কর্ম্ম বিভীষণ তাহা জানে।
এগার শত চরে নেতের বস্ত্র টানে॥
কাঞ্চন-নির্ম্মিত ঘর অপূর্ব্ব গঠন।
রত্নসিংহাসনে পাতে নেতের বসন॥
উপরে চাঁদোয়া ছুলে খাটে শোভে তুলি।
ঘর শোভা ক'রে যেন পাড়ছে বিজুলি॥
স্বর্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারিভিত।
পারিজাত পুষ্প পাতে গন্ধে আমোদিত॥
বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে।
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে॥
বিভীষণ আপনি যে রহিল প্রহরী।
আওয়াসের বাহিরে কপি সারি সারি॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈলা অবতার।
সীতা সহ রাম প্রবেশেন সে আগার॥
শ্রীরামের পাশে বসিলেন ঠাকুরাণী।
শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন তেমনি॥
রাম-সীতা ছুই জনে বসি সিংহাসনে।
পূর্ব্ব ছুঃখ স্মরিয়া বিস্ময় ছুইজনে॥
শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে তোমার বিচ্ছেদে।
যে ছুঃখ পেয়েছি সে কহিতে মরি খেদে॥
তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি সে জীবন।
তোমার বিরহে দেখি শূন্য ত্রিভুবন॥
দশ মাস তোমার বদন অদর্শনে।
অন্ধকারে ডুবিয়া ছিলাম মানি মনে॥
সুধাকরে জ্ঞান করিতাম দিবাকর।
তাপ-ভয়ে তাহার না হতাম গোচর॥
ভ্রমর-ঝঙ্কার আর কোকিলের ধ্বনি।
শুনিলে হইত জ্ঞান দংশে যেন ফণী॥
সাগর বন্ধন করি পাইব জানকী।
এ আশায় প্রাণ আছে, নতুবা থাকে কি॥
পূর্ব্বে যত যত ছুঃখ পাইলেন সীতা।
রামেরে কহেন তাহা হয়ে হর্ষান্বিতা॥
উভয়ের মনেতে বেদনা যত ছিল।
পরস্পর আলাপেতে সব ছুঃখ গেল॥
প্রভাত হইল নিশা উদিত ভাস্কর।
একে একে সবে গেল রামের গোচর॥
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল শাখামৃগগণ।
জোড় হাত করি বলে রাজা বিভীষণ॥
বহুকাল অনাহারে বহু পর্য্যটন।
করিয়া হয়েছ শ্রান্ত শ্রীরঘুনন্দন॥
করুক তোমার পরিচর্য্যা দাসীগণ।
আমুক কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু হয়েছে সমল।
সে মল করিয়া দূর করুক নির্ম্মল॥
সহস্র সহস্র কন্যা আছে মম পাশ।
করিয়া তোমার সেবা পূরাউক আশ॥
শ্রীরাম বলেন, ওহে রাক্ষসাধিপতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি॥
রাজকুলে জন্মিয়া ভরত ভাই সুখী।
কেবল আমার ছুঃখে হয়ে আছে ছুঃখী॥
হেন ভরতেরে যদি করি আলিঙ্গন।
তবে সে পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন॥
চৌদ্দ বর্ষ ভ্রমিলাম পথে বহুতর।
বহু নদ নদী ও তরিলাম সাগর॥

চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম বহু ক্লেশে।
হেন যুক্তি কর যেন ঝাট যাই দেশে ॥
বিভীষণ বলে প্রভু পাইলা বড় ক্লেশ।
একদিন মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ ॥
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম।
একদিনে তোমারে লইবে নিজ গ্রাম ॥
এক দান চাহি আমি বিতর সম্প্রতি।
কিছু দিন লঙ্কাপুরে করহ বসতি ॥
সকল সৈন্যের প্রভু করিব সেবন।
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন ॥
শ্রীরাম বলেন প্রীত হইনু তোমারে।
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে ॥
আহার না করে যারা মরণ না গণে।
হেন বানরের প্রতি ভালবাসি মনে ॥
ওই গন্ধমাদন বানরে দেহ দান।
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ কর ত সম্মান ॥
বানর-প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা রাজা বিভীষণ।
নানা সুখে স্নান করাইলা কপিগণ ॥
স্বর্ণখাটে বানর বসিল সারি সারি।
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল বিদ্যাধরী ॥
দেব-দানবের কন্যা গন্ধর্ব্বী রূপসী।
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হাসি ॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার আর গায়ের সুগন্ধ।
পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ ॥
দিব্য নারায়ণ তৈল সুগন্ধি চন্দন।
হাতাহাতি মাখে সবে আনন্দে মগন ॥
স্নান করি পরে সবে বিচিত্র বসন।
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরণ ॥
লঙ্কার সামগ্রী যত ভুবনের সার।
রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য আনে ভারে ভার ॥
অপূর্ব্ব ভক্ষণ-দ্রব্য দিব্য নারী তায়।
স্বর্ণথালে পরিবেশে, বানরেরা খায় ॥
ক্ষীর লাড়ু পাঁপড় মোদক রাশি রাশি।
পাকা কাঁঠালের কোষ সবে খায় চুষি ॥
মধু পিয়ে কপিগণ করি স্বর্ণ গাড়ু।
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাললাড়ু ॥
ঝাললাড়ু খাইতে চক্ষেতে পড়ে লোহ।
বাপ মা মরিলে যেন পাইলেক মোহ ॥
গলা আঁচড়ায় কেহ কেহ করে থো থো।
বুড়া বুড়া করি বলে হাত বাড়িয়ে থো ॥
সোনার ডাবরে তারা করে আচমন।
রতন বাটায় করে তাম্বুল ভক্ষণ ॥
রত্নসিংহাসনে তারা করিল শয়ন।
পদসেবা করি গেল দেবকন্যাগণ ॥
সুখেতে বঞ্চিল নিশা নিশাচর-পুরে।
নিশা না প্রভাত হয় ভাবিছে অন্তরে ॥
সে আশায় নিরাশ হইল কপিগণ।
পূর্ব্ব দিকে চেয়ে দেখে উদিত তপন ॥
আইল বানরগণ শ্রীরাম-গোচর।
প্রণাম করিয়া কহে, শুন রঘুবর ॥
তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে।
সদা সেবা করি যেন তব পদযুগে ॥
যে সুখে ছিলাম কল্য,করি নিবেদন।
বড় প্রীত করাইল রাজা বিভীষণ ॥
ধনরত্ন লয়ে করি দেশেতে গমন।
এই আজ্ঞা কর প্রভু কমললোচন ॥
আজ্ঞা কর লঙ্কাতে থাকিব দুই মাস।
বানরের কৌতুকেতে শ্রীরামের হাস ॥
শ্রীরাম বলেন শুন বলি বিভীষণ।
ধনরত্ন দিয়া তুমি তোষ কপিগণ ॥
বানরের প্রসাদে লঙ্কায় হইলা রাজা।
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥

পাইয়া রামের আজ্ঞা দাতা বিভীষণ।
নানা রত্ন দিল আর গজমুক্তাগণ॥
বসন ভূষণ কত দিলেন মাণিক।
কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক॥
নানা দ্রব্যে করাইল বানরে সম্মান।
মনোরথ পূর্ণ করি রত্ন করে দান॥
আনিল পুষ্পক রথ দেব-অধিষ্ঠান।
তদুপরি আওয়াস কুঠরি স্থানে স্থান॥
রথ দশ যোজন কাঁপয়ে সর্ব্বক্ষণ।
বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটি যোজন॥
পুষ্পক-রথেতে বহু রাজহংস জোড়ে।
চক্ষুর নিমিষে রথ যোজনেক পড়ে॥
চড়েন পুষ্পকে রাম-সীতা কুতূহলে।
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের অঞ্চলে॥
সুমিত্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে।
এক পাশে রহিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে॥
রথোপরি শ্রীরাম ভূমিতে সৈন্যগণ।
প্রসন্ন-বদনে রাম কহেন বচন॥
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি।
গুণে বিভীষণের দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি॥
সর্ব্ব সেনাপতির করিব গুণগান।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি যে করিল হনুমান॥
আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার।
মেলানি মাগিনু আমি করি পরিহার॥
রাক্ষস-বানরে রাম দিলেন মেলানি।
ছল ছল করিয়া পড়িছে চক্ষে পানি॥
জোড়হাতে বলে নিশাচর কপিগণে।
শ্রীরাম হইবে রাজা দেখিব নয়নে॥
কৌশল্যার চরণে করিব প্রণিপাত।
চারি ভাই তোমরা দেখিব এক সাথ॥
এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সমান।
বিদায় করিলে নাহি যাব নিজস্থান॥
শ্রীরাম বলেন শুন এ বড় আনন্দ।
অযোধ্যায় যাবে যদি চলহ স্বচ্ছন্দ॥
দেশে তোমা-সবার যাইতে নাহি চিতে।
যে যাবে সে চড় এসে এ পুষ্পক রথে॥
পাইল রামের আজ্ঞা রাক্ষস-বানর।
লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর॥
রথোপরে আওয়াস দিব্য বাড়ী বেড়া।
একেক বানর করে দশ বাড়ী জোড়া॥
তিন কোটি রাক্ষসে চলিলা বিভীষণ।
রথের কোণেতে গিয়া রহিলা তখন॥
চড়িল ছত্রিশ কোটি রাক্ষস-বানর।
এতেক চড়িল গিয়া রথের উপর॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ দেশে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

—

শ্রীরামচন্দ্রের দেশে গমন

নেতের কানাৎ দিয়া ঘেরিল চৌউরি।
তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরাম-সুন্দরী॥
শ্বেতবর্ণ রাজহংস পবনের গতি।
রথে আনি জুড়িলেক করি পাঁতি পাঁতি॥
লইয়া পুষ্পক-রথ রাজহংস উড়ে।
চক্ষের নিমিষে রথ যোজনেক পড়ে॥
পবনগমনে রথ যায় যথা তথা।
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা॥
উঠিল পুষ্পক-রথ গগনমণ্ডল।
সীতারে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল॥
রণস্থলী সীতা তুমি দেখ ভালমতে।
রাঙ্গা হৈল বানর- ও রাক্ষস-শোণিতে॥
এখানে পড়িল কুম্ভকর্ণ দুষ্ট জন।
ইন্দ্রজিত এখানে পড়িল করি রণ॥
হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে।
নাগপাশে মুক্ত হৈনু গরুড়-দর্শনে॥

পড়িলা লক্ষ্মণ হেথা রাবণের শেলে।
ওষধি আনিল হনু সুষেণের বোলে॥
পড়িল রাবণ হেথা জগতের বৈরী।
এই স্থানে কান্দিলা সে রাণী মন্দোদরী॥
সাগরের দেখ সীতা কল্লোল বিধান।
মম পূর্ব্বপুরুষের সাগর নির্ম্মাণ॥
তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিনু জাঙ্গাল।
উপরে পাথর হেঁটে তমাল পিয়াল॥
জানকী বলেন প্রভু কমললোচন।
সাগর বান্ধিয়া দেশে করিলা গমন॥
রাবণ আনিল মোরে ললাটে লিখন।
বিনা দোষে সাগরের করেছ বন্ধন॥
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষস হবে পার।
পৃথিবীতে না থুইবে জীবের সঞ্চার॥
রাম-সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী।
পাতালে থাকিয়া তা সাগর দেব শুনি॥
উঠিয়া কহেন জোড় করি নিজ হাত।
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ॥
আমারে বান্ধিয়া কৈলা সীতার উদ্ধার।
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার॥
তুমি যদি না ঘুচাও আমার বন্ধন।
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন্ জন॥
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে।
লক্ষ্মণ লইয়া ধনু নামিলা জাঙ্গালে॥
ধনুহুলে তিন খান পাথর খসায়।
করি দশ যোজন একেক পথ হয়॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খরস্রোতে।
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিলা গিয়া রথে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্কাকাণ্ড সার।
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার॥

—

শিবপূজার পরে শ্রীরামের ভরদ্বাজ-আশ্রমে আগমন

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন।
শিবপূজা করি দেশে করিব গমন॥
শিবপূজা করিতে রামের লাগে মন।
বুঝিয়া পুষ্পক রথ নামিল তখন॥
গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।
হনুমান আনিলেক কুসুম চন্দন॥
স্নান করি বসিলেন সীতা-ঠাকুরাণী।
জাঙ্গালের উপরে পূজেন শূলপাণি॥
জাঙ্গাল-উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম॥
পুনঃ চড়িলেন রথে রাম কুতূহলে।
রাম সীতা দুইজনে স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলে॥
চতুর্দ্দোলে দ্বারী মাত্র রহেন লক্ষ্মণ।
রাম সীতা দোঁহে হয় কথোপকথন॥
দৃষ্টি কর জানকী সমুদ্রতীরে হেথা।
ঘর সাজাইলাম যে দিয়া পাতা-লতা॥
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি।
একেক যোজন পথ ঘর একখানি॥
এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন।
এইখানে সাগর দিলেন দরশন॥
কিষ্কিন্ধ্যায় দেখ এই গাছের ময়ালি।
সুগ্রীব হইল মিত্র হেথা মারি বালি॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত যে অত্যুচ্চ শিখর।
সুগ্রীব মিতার ঘর উহার উপর॥
সীতা বলিলেন রাম কমললোচন।
এ পর্ব্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন॥
বস্ত্র ছিঁড়ি ফেলিলাম গাত্র-আভরণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি করিনু রোদন॥
পাতা-লতা ধরি আমি রহিবার মনে।
ছাড় ছাড়, বলি দুষ্ট চুলে ধরি টানে॥

শ্রীরাম বলেন নাহি কহ সে বচন।
তোমারে হরিয়া তার হইল মরণ॥
চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের পরমায়ু।
তব চুল ধরিয়া সে হইল অল্পায়ু॥
পম্পা সরোবর সীতা কর নিরীক্ষণ।
ছিলেন ইহার কূলে মাতঙ্গ ব্রাহ্মণ॥
স্নানবস্ত্র রাখিলেন মুনি বৃক্ষডালে।
হইল সহস্রবর্ষ তবু নাহি গলে॥
মরিল কবন্ধ হেথা ঘোর-দরশন।
যাহার একেক হাত একেক যোজন॥
জটায়ু পক্ষীর স্থান দেখহ জানকী।
তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী॥
প্রমোদিয়া ঘর দেখ রচিল লক্ষ্মণ।
এই ঘর হৈতে তোমা হরিল রাবণ॥
তোমা হারাইয়া মোর হইল হুতাশ।
এই ঘরে করিলাম ছুই উপবাস॥
হের আর রণস্থলী দেখহ সুন্দরী।
সহস্র রাক্ষসে খর-দূষণেরে মারি॥
অগস্ত্য মুনির দেখ স্থান পঞ্চবটী।
যথা সুর্পণখার নাসিকা কান কাটি॥
ওই দেখ মুনিপাড়া শরভঙ্গ-ঘর।
যথা ধনুর্ব্বাণ মোরে দিলা পুরন্দর॥
আস্তিক মুনির বাড়ী নহে সীতা দূর।
যেখানে পরিলা তুমি সুন্দর সিন্দূর॥
কুন্তী নদীতীর এই কর প্রণিধান।
করিলাম যেখানে পিতার পিণ্ডদান॥
হাতে পিণ্ড নিতে পিতা এলেন গোচরে।
শাস্ত্রমত থুইলাম কুশের উপরে॥
চিত্রকূট গিরি সীতা ওই দেখা যায়।
ভরত আইল যথা লইতে আমায়॥
নারদ বশিষ্ঠ এল কুলপুরোহিত।
ভরত বিনয় করিলেক যথোচিত॥
শুনিলে ভরতবাক্য পিতৃসত্য নড়ে।
কার্য্যসিদ্ধ হইলে সকল মনে পড়ে॥
শৃঙ্গবের পুরে ওই গাছের ময়াল।
যাতে মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল॥
নন্দীগ্রাম দেখ সীতা গাছের ময়ালি।
যেখানে ভরত ভাই আছে মহাবলী॥
নন্দীগ্রাম নাম শুনি বানর কৌতুকী।
রথে থাকি দেখে তারা দিয়া উঁকিঝুঁকি॥
নন্দীগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ।
সবে বলে প্রভু আজি বুঝি যাব দেশ॥
শ্রীরাম বলেন হেথা মুনি ভরদ্বাজ।
তাঁর সহ সম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ॥
বন্দিতে মুনির পদ শ্রীরামের মন।
বুঝিয়া আপনি রথ নামিল তখন॥
মুনি-তপোবনে রাম করিয়া প্রবেশ।
দেখিলেন সর্ব্বত্র সকল সন্নিবেশ॥
মুনির চরণে রাম করি নমস্কার।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি শুভ-সমাচার॥
বহুকাল বনবাসী, না জানি কুশল।
কহ আগে ভরতের রাজ্য বলাবল॥
মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী।
কে কেমন আছেন তা কিছু নাহি জানি॥
মুনি কন রাম তুমি না হও উতরোল।
সকলে আছেন ভাল এসে দেহ কোল॥
মাতা কি বিমাতা তব কেহ নাহি মরে।
দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে॥
রাজকর্ম্মে ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী।
চারি যুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি॥
চতুর্দ্দোল সিংহাসন ছাড়ে খাট পাট।
হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভূমে বহে বাট॥
গাছের বাকল পরে জটা ধরে শিরে।
অগুরু চন্দন চুয়া না মাখে শরীরে॥

ভরত হইয়া রাজা নহে রাজভোগী।
মুনি-ব্যবহার করে যেন মহাযোগী॥
রত্ন সিংহাসনেতে নেতের বস্ত্র পাতি।
তোমার পাদুকা থুয়ে ধরে দণ্ডছাতি॥
পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষ্ণসার-চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ নারদে লয়ে থাকে রাজকর্ম্মে॥
দেয়ান সহিত সেহ যবে ঘরে যায়।
তব পাদুকার ঠাঁই লয় সে বিদায়॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
আগ্রহ হইল তাঁর করিতে সম্ভাষ॥
মুনি কন শ্রীরাম আইলা নিকেতন।
তব দরশনে মম সফল জীবন॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষ্ণু-প্রীতিফলে।
সেই বিষ্ণু এথা আজি কি তপের বলে॥
রামরূপে শ্রীহরি আইলা মম পাশ।
কি করিব প্রার্থনা এথায় স্বর্গবাস॥
যত দুঃখ পাইলা সে দণ্ডককাননে।
ততোধিক দুঃখ তব সীতার হরণে॥
পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে।
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিলা মারিয়া রাবণে॥
তুমি রাম উদ্ধারিলা পৃথিবীর ভার।
যে কর্ম্মের কারণে তোমার অবতার॥
সে-সকল জানিয়াছি আমি রাম ধ্যানে।
এক ভিক্ষা দেহ রাম চাহি তব স্থানে॥
যদি আসিয়াছ রাম আমার আগারে।
ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি-আকারে॥
তোমার প্রসাদেতে দরিদ্র নহে মুনি।
আজ্ঞা কর ভুঞ্জাইব শত অক্ষৌহিণী॥
দিব্য আওয়াস দিব, দিব দিব্য বাসা।
ভালমতে করিব যে সৈন্যেরে জিজ্ঞাসা॥
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী।
রজনী প্রভাতে দিব তোমারে মেলানি॥

শ্রীরাম বলেন তব অলঙ্ঘ্য বচন।
আজি হেথা থাকি কালি দেশেতে গমন॥
বানরের ভক্ষ্য বস্তু ফল সে কেবল।
তপোবৃক্ষে তোমার ফলয়ে নানা ফল॥
এই দেশে যত আছে কাঁটাল রসাল।
অকালে ধরুক ফল ফুল ডালে ডাল॥
শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরুক ফল-ফুল-পাতে।
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে॥
নন্দীগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অযোধ্যায়।
পথে যেন বানরেরা ফল হাতে পায়॥
যত বর চান রাম তত দেন ঋষি।
আলাপে উভয়ে মন উভয়ের তুষি॥
যজ্ঞশালে ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান।
সর্ব্ব অগ্রে বিশ্বকর্ম্মা হন আগুয়ান॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল সোনার চউড়ি।
বান্ধিলা সোনার খাট দীঘল পুখরী॥
আশী যোজনের পথ করি আয়তন।
দ্বিতীয় অমরাবতী করিলা গঠন॥
সংসার আনিতে নি পারেন ধেয়ানে।
দেবকন্যাগণে মুনি আনিলা সেখানে॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোনার নাট্যশালা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদি মেখলা॥
মুনির তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে।
জাহ্নবী যমুনা নদী সেইখানে বহে॥
আরবার ভরদ্বাজ জুড়িলেন ধ্যান।
আপনি কমলা দেবী হন অধিষ্ঠান॥
লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞে গিয়া করেন রন্ধন।
দেবকন্যাগণে করে সে পরিবেষণ॥
স্বর্ণথাল সোনার ডাবর ঝারি পিঁড়ি।
আশী যোজনের পথ বসে সারি সারি॥
স্বর্ণথাল পরিবেষে সবে বসি খায়।
কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায়॥

অন্নের কি কব কথা কোমল মধুর।
খাইলে মনেতে হয় আনন্দ প্রচুর॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর।
যাহা নিরখিবামাত্র হয় মতি চূর॥
নিখুঁত নিখুঁত মণ্ডা আর রসকরা।
দৃষ্টিমাত্রে মনোহরা দিব্য মনোহরা॥
সরুচাকলির রাশি লবণ-ঠিকরি।
গুড়পিঠে রুটি লুচি খুরমা কচুরী॥
ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীরে লাড়ু মুগের সাউলি।
অমৃতা চিতুই পুলি নারিকেল-পুলি॥
কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া।
ছানাভাজা খাজা গজা জিলেপি পাঁপড়া॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
ভোজন করিল সুখে রামের কটক॥
দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রসাল সুমৃদু।
যত পায় তত খায় খাইতে সুস্বাদু॥
আকণ্ঠ পূরিয়া খায় যত ধরে পেটে।
নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে॥
উর্দ্ধদৃষ্টে রহে সবে নাহি চায় হেঁটে।
কোনরূপে চিৎ হয়ে শুইলেক খাটে॥
উলটিয়া ডাবরে করিল আচমন।
স্বর্ণখাটে শুইয়া করে তাম্বূল ভক্ষণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা করেন আহার।
ভরদ্বাজ মুনির যে ফল তপস্যার॥
নানা সুখে হইল নিশার অবসান।
শ্রীরাম শ্রীরাম বলি করে গাত্রোত্থান॥
হনুমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞাদান।
ভরতেরে সমাচার দেহ হনুমান॥
নন্দীগ্রামে যাইবে ভরতের উদ্দেশে।
কহিবে সকল কথা অশেষ-বিশেষে॥
শৃঙ্গবের পুর তুমি যাবে আগুয়ান।
চণ্ডাল মিতারে মম জানাবে কল্যাণ॥
চক্ষুর নিমিষে হনু উঠিল গগন।
ভরত সম্ভাষে যায় ত্বরিত-গমন॥
মনে মনে চিন্তে বীর পবননন্দন।
কোন্ রূপে গুহে আগে দিব দরশন॥
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল।
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল॥
ভেটিব মনুষ্যরূপে তার বিদ্যমান।
এই যুক্তি মনে মনে করে হনুমান॥
চক্ষের নিমিষে গেল শৃঙ্গবের পুরে।
নিজ রূপ ত্যজিয়া মনুষ্যরূপ ধরে॥
গজমুখী ঘর সে ছাউনি সব নাড়া।
হনুমান বলে এই চণ্ডালের পাড়া॥
বসিয়াছে গুহক সে আপন দেয়ানে।
নররূপে হনুমান গেল বিদ্যমানে॥
গুহক চণ্ডাল তার গলে পুষ্পমাল।
হনুমান বার্ত্তা কহে, শুন হে চণ্ডাল॥
শ্রীরাম তোমায় জানাইলেন কল্যাণ।
মিত্র-সম্ভাষণে চল ত্যজহ দেয়ান॥
হরিষে চণ্ডাল পোছে গদগদ ভাষে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা কতদূরে আসে॥
শ্রীরাম ছিলেন কল্য ভরদ্বাজপুরে।
পথে দেখা পাবে তাঁর চলহ সত্বরে॥
শ্রীরাম আইসে দেশে পড়ে গেল সাড়া।
ঝাঁগুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া॥
উভ করি ঝুঁটি বান্ধে টানি পরে ধড়া।
নানা অস্ত্রে সাজে জাঠি শল্য ও ঝকড়া॥
চতুর্দ্দিকে হাত তুলি বাজায় চামুচে।
উফর ধাফর করি চণ্ডাল-ফৌজ নাচে॥
নাচয়ে চণ্ডাল সব সানন্দ হইয়ে।
দেখিয়া আনন্দে নাচে চণ্ডালের মেয়ে॥

গুহ বলে, ধনা মনা দাসী যে সকল।
মিত্র-সম্ভাষণে লবে শালুকের ফল ॥
ওড়া ভরি মৎস্য লবে কৈ আর উৎপল।
পদ্মের মৃণাল লবে আর পানিফল ॥
চলিল গুহের ফৌজ দগড়ে দিয়া শান।
সাত কোটি চণ্ডাল চলিল আগুয়ান ॥
একেক চণ্ডাল যায় দেখিতে পর্ব্বত।
জুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ ॥
নানা দ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে।
রামের ইঙ্গিত পাইয়া বানরেরা নড়ে ॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র আছ ত কুশলে।
গুহ বলে রাম তুই আইলি ভালে ভালে ॥
শুনিয়া গুহের কথা রামের সন্তোষ।
ভক্তি মাত্র লন রাম নাহি লন দোষ ॥
শ্রীরাম গুহের মনস্তুষ্টির কারণ।
রথ হৈতে উলিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥
জগতে শ্রীরামের এমন ঠাকুরালি।
চণ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি ॥
সাতকোটি চণ্ডাল দেখিল রামরূপ।
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভবকূপ ॥
রাম-সম্ভাষণেতে হইল দিব্যজ্ঞান।
সর্ব্ব লোক স্বর্গে গেল চড়িয়া বিমান ॥
রাম রাম বলিয়া পরাণ যায় যার।
চরমে সে স্বর্গে যায় জন্ম নাহি আর ॥
নিজ রূপে হনুমান উঠিল গগনে।
ভরতের কাছে যায় ত্বরিত-গমনে ॥
নানা তীর্থ এড়াইল নদী নানা স্থানী।
হইল গোমতী পার পরম সন্ধানী ॥
হেঁটে শালগাছ এড়ে ত্রিশত যোজন।
নন্দীগ্রামে উত্তরিল পবননন্দন ॥
গগনমণ্ডলে বীর রহে অন্তরীক্ষে।
তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম দেখে ॥
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্ব্বতের সার।
হস্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্ব্বত-আকার ॥
সিংহাসনে পাদুকা বেষ্টিত শুভ্র নেতে।
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে চারিভিতে ॥
ত্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর সুনির্ম্মাণ।
গড়দ্বারা শোভা করে বিচিত্র বিধান ॥
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত।
অষ্টআশী কোটি রাজা দ্বারেতে মজুত ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াস।
অত্যুচ্চ একেক ঘর লেগেছে আকাশ ॥
মরকত-স্তম্ভ লাগে মাণিক রতন।
হস্তী ঘোড়া সংখ্যা নাই, কে করে গণন ॥
ঠাঁই ঠাঁই বিচিত্র সোনার নাটশালা।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আদির যত মেলা ॥
রত্নসিংহাসনোপরি নেতবস্ত্র পাতি।
তদুপরি পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি ॥
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসার-চর্ম্মে।
বশিষ্ঠ নারদ লৈয়া থাকে রাজকর্ম্মে ॥
ভরত সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠান।
অনুমানে ভরতে চিনিল হনুমান ॥
উঠিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম।
জোড়হাত করি বলে আপনার নাম ॥
হনুমান নাম মোর জাতিতে বানর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর ॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর আমি দাস।
এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্ভাষ ॥
রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ।
তোমা দরশনে হয় পাপ-বিমোচন ॥
কেকয় রাজার কন্যা তোমার জননী।
দশরথ ভূপতির মধ্যমা গৃহিণী ॥
রাজার মহিষী তিনি রাজার নন্দিনী।
সৌভাগ্যে তাঁহার সমা নহে অন্য রাণী ॥

করিয়া রাজার সেবা প্রধানা মহিষী।
জন্মিলা যাঁহার গর্ভে তুমি পূর্ণশশী॥
বর মাগিলেন তিনি অতি সে অনার্য্য।
শ্রীরামের বনবাস ভরতের রাজ্য॥
সে দুর্নাম গেল তাঁর তোমা-পুত্রগুণে।
তোমার চরিত্রে চমৎকার ত্রিভুবনে॥
হস্তী ঘোড়া রথ এড়ি ভূমে বাট বহ।
রাজা হইয়া ভাই-ভক্ত হেন নহে কেহ॥
ভরত ভূপাল হয়ে নহ রাজ্যভোগী।
মুনি-ব্যবহার কর যেন মহাযোগী॥
যাঁহারে আনিতে গেলে লয়ে রাজ্যখণ্ড।
যাঁহার পাদুকা'পরি ধর ছত্রদণ্ড॥
বহুকাল দুঃখী আছ যাঁহার আশ্বাসে।
সেই রাম পাঠাইলা তোমার উদ্দেশে॥
শুভবার্ত্তা কহে যদি পবননন্দন।
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন॥
হনুমানে কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে।
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষে জল ঝরে॥
ভরতের নেত্রজলে হনুমান তিতে।
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে॥
তিন শত গাভী দিল বাছি ভাল ভাল।
দুই শত গাছ দিল রসাল কাঁটাল॥
অগ্নিবর্ণ স্বর্ণ দিল আশীলক্ষ তোলা।
মণি মুক্তা দিল কত মধ্যে গাঁথা পলা॥
ভরত যে দান দেহ কিছুই না মানি।
রামের মঙ্গল যাহে তাহে আমি গণি॥
এত যদি হনুমান কহিল বচন।
পুনশ্চ ভরত তারে দিল আলিঙ্গন॥
বহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব্ব-কাহিনী।
তুমি নহ বানর দেবের মধ্যে গণি॥
ভরত বলেন, বীর জিজ্ঞাসি তোমায়।
কি কার্য্যে বানরগণ রামের সহায়॥
কোন্ কোন্ সেনাপতি কি তার বাখান।
দেশে এলে সবাকারে করিব সম্মান॥
এত যদি পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসে ভরতে।
সর্ব্ব কথা হনুমান লাগিল কহিতে॥
রাজ্য ছাড়ি শ্রীরাম গেলেন পঞ্চবটী।
তথা সূর্পণখার নাসিকা-কান কাটি॥
মারিলেন তথা খর ত্রিশিরা দূষণ।
মায়ামৃগ ছলে সীতা হরিল রাবণ॥
সুগ্রীবের সহ সখ্য সীতা-অন্বেষণ।
বালিকে মারিয়া রাজ্য সুগ্রীবে অর্পণ॥
সমস্ত বানর জড় সুগ্রীব-আদেশে।
সীতা অন্বেষিতে সবে যাই দেশে দেশে॥
এক মাস মধ্যে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসেক অধিক হৈলে প্রাণের সংশয়॥
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার।
মরিব বানর সৈন্য যুক্তি করি সার॥
অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ।
চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ॥
বিন্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা।
রামনাম বলিতে উঠিল তার পাখা॥
জটায়ু জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি।
তার বাক্যে ভরত ডিঙ্গাই সরিৎপতি॥
সাগরের কূলে গেলাম সকল বানর।
একাকী ভরত ডিঙ্গাইলাম সাগর॥
একাকী লঙ্কার মধ্যে করিনু প্রবেশ।
অন্তঃপুরে সীতার না পাইনু উদ্দেশ॥
আওয়াসে আওয়াসে চাহি, সীতা নাই দেখি।
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হৈয়া বড় দুঃখী॥
দ্বিপ্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে।
সীতারে দেখিনু অশোক কানন-ভিতরে॥
কোথা হৈতে আইলে, জিজ্ঞাসেন বৈদেহী।
রামের বৃত্তান্ত যত তাহা আমি কহি॥

রামের অঙ্গুরী যে দিলাম নিদর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিলা ক্রন্দন ॥
দিলেন রামের তরে মস্তকের মণি।
কহিলেন জানাইতে রামেরে কাহিনী ॥
সে মণি দিলাম আনি রাম-বিদ্যমানে।
মণি পেয়ে কান্দিলেন ভাই দুই জনে ॥
বানরের সহকারে করি সেতুবন্ধ।
মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্কন্ধ ॥
প্রহস্ত মরিল নীল বানরের তেজে।
নাগপাশে মুক্ত করিলেন পক্ষীরাজে ॥
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে মারেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের হাতে হত হইল রাবণ ॥
শত্রুক্ষয় করিলেন রাম বাহুবলে।
সীতা রাম লক্ষ্মণ আইলেন কুশলে ॥
আইলেন সুগ্রীব, রাক্ষস বিভীষণ।
পাত্র মিত্র লয়ে কর রাম-সম্ভাষণ ॥
ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরদ্বাজ-ঘর।
পথেতে পাইবে দেখা চলহ সত্বর ॥
শুভবার্ত্তা কহে যদি বীর হনুমান।
শত্রুঘনে ভরত করেন সম্বিধান ॥
সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ।
বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ ॥
প্রস্তর-প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান।
সুগন্ধি চন্দনে সবারে করাও স্নান ॥
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাক বাইতি।
দেহ ধূপ নৈবেদ্য, ঘৃতের জ্বাল বাতি ॥
ফল মূল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা।
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে জ্বালহ পাজলা ॥
উচ্চ নীচ স্থান কর একই সোসর।
পথ পরিষ্কার কর বাছহ কঙ্কর ॥
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পোঁত বৃক্ষ কলা।
প্রতি গাছে বান্ধহ পতাকা পুষ্পমালা ॥

আলগোছা টাঙ্গি বান্ধ নেতের উয়াড়ে।
পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে ॥
রামের চরণ যে করিবে নিরীক্ষণ।
কোটি-কোটি-জন্ম-পাপ হইবে মোচন ॥
যা বলিল ভরত করিল শত্রুঘন।
নন্দীগ্রাম হইল যেন অমরভুবন ॥
রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত।
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত ॥
পাদুকার উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
চামর ঢুলায় আর আনন্দ অখণ্ড ॥
প্রতি পদক্ষেপেতে করেন নমস্কার।
ভরত আনিতে রামে আনন্দ অপার ॥
বশিষ্ঠ নারদ চলে কুলপুরোহিত।
সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত ॥
মুদিত হইল দোলা নেতের উয়াড়ে।
সাত শত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
শ্রীরামে দেখিতে লোক চলে পাঁতি পাঁতি ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ত্যজে যায় কুলের যুবতী ॥
কাণা খোঁড়া শিশু বুড়া লয়ে অন্য জনে।
অন্ধজন চক্ষু পায় শ্রীরাম-দর্শনে ॥
অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী।
তাহাদের ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল উর্দ্ধমুখে।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর রাখে ॥
গাছে পক্ষী না রহে, না রহে পশু বনে।
স্থাবর জঙ্গম কীট চলিল সঘনে ॥
ভূত প্রেত পিশাচ যে থাকে অন্তরীক্ষে।
রামেরে দেখিতে যায় কেহ নাহি থাকে ॥
তের শত বৃহন্দে বাহির হৈল পথে।
ভরত শ্রীরামচন্দ্রে না পান দেখিতে ॥

ভরত বলেন যে চঞ্চল হনুমান।
যত কিছু বলিল হইল সব আন॥
হনুমান বলে নাহি হও উতরোল।
গোমতীর পারে শোন কটকের রোল॥
ভরদ্বাজ মুনির বরেতে বিদ্যমান।
শুষ্ক গাছে ফল মূল সহ এই দান
ওই দেখ রথখান গিয়াছে আকাশে।
ব্রহ্মার সৃজিত রথ বহে রাজহাঁসে॥
কি কব রথের কথা অপূর্ব্ব-কাহিনী।
উহার উপরে সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী॥
তিন কোটি রাক্ষস সহিত বিভীষণ।
রথের এক কোণে রয়েছে তুষ্টমন॥
রথখান দেখে সবে ঢাকিছে গগন।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ রথের কিরণ॥
এমত উভয়ে হয় কথোপকথন।
হেনকালে রথ লৈয়া আইল পবন॥
ভরতে দেখিয়া রাম হইলা কাতর।
অস্থি-চর্ম্ম-সার অতি ক্ষীণ কলেবর॥
চলিয়া আসিতে পদ উখড়িয়া পড়ে।
হনুমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে॥
রথোপরি চারি ভাই হৈল দরশন।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন॥
প্রেমপূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার।
ভরত শ্রীরামেরে করেন নমস্কার॥
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত।
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত॥
জ্যেষ্ঠজ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে।
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে॥
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘন।
চারি ভাই একেবারে কৈলা আলিঙ্গন॥
এক বিষ্ণু চারি অংশে মায়ার কারণ।
দেবগণ বলে পাছে হয় যে মিলন॥
এক ঠাঁই চারি ভাই হইল মিলন।
আনন্দে অমরে করে পুষ্প বরিষণ॥
শ্রীরাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন।
সবারে বন্দেন রাম কুলের ব্রাহ্মণ॥
পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থিচর্ম্ম সার।
রাম রাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আর॥
সুমিত্রার নেত্রে বারি ঝরে ঝর ঝর।
সর্ব্বদা কান্দিছে বলি রাম-রঘুবর॥
হেনকালে সীতা সহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রথ হৈতে নামি আইলা জননী-সদন॥
মাতা-বিমাতারে রাম করেন প্রণাম।
আশিস্ করেন চিরজীবী হও রাম॥
অন্ধের নয়নে জন্ম হয় পুনর্ব্বার।
সেইরূপ আনন্দ সতিনা দুজনার॥
পুলকে পূর্ণিত হয়ে কান্দে দুই রাণী।
দুইজনে প্রণমিলা সীতা-ঠাকুরাণী॥
কান্দেন সুমিত্রা রাণী সীতা লয়ে কোলে।
তিন জনে তিতিলেক নয়নের জলে॥
সুমিত্রার আগে রাম জোড়হাতে কন।
এই লহ মাতা তব প্রাণের লক্ষ্মণ॥
বনেতে গমন আমি কৈনু যেই কালে।
হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে সঁপে দিয়েছিলে॥
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই।
লক্ষ্মণের গুণে বনে দুঃখ জানি নাই॥
পিতৃ-সত্য পালিয়া আইনু দেশে ফিরে।
তোমার লক্ষ্মণে এনে দিলাম তোমারে॥
সুমিত্রা বলেন রাম কত কহ আর।
লক্ষ্মণ আমার নহে জানিহ তোমার॥
এক কথা রাম আমি জিজ্ঞাসি তোমায়।
কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষ্মণের গায়॥
শ্রীরাম বলেন মাতা করি নিবেদন।
হয়েছিল লঙ্কাপুরী মধ্যে মহারণ॥

রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ নাম ধরে।
মহাধনুর্দ্ধর ছিল ভুবন-ভিতরে ॥
তাহারে লক্ষ্মণ ভাই করে বিনাশন।
মহাক্রোধে সমরে আইল দশানন ॥
মহারণে লক্ষ্মণেরে শক্তি প্রহারিল।
সেই শক্তি লক্ষ্মণের বুকেতে বাজিল ॥
অচেতন হয়ে ভাই পড়ে রণস্থলে।
হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে ॥
হনুমান ঔষধ আনিয়া তদন্তর।
লক্ষ্মণের প্রাণদান দিল বীরবর ॥
অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার।
সে-সব কহিতে দুঃখ বাড়য়ে অপার ॥
সুমিত্রা বলেন, রাম শুনহ বচন।
শেল-চিহ্ন 'পরে কেন না দিলে চরণ ॥
যে পদ-স্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠতরী।
কেন লক্ষ্মণের বুকে নাহি দিলে হরি ॥
লক্ষ্মণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন।
তবে শেলচিহ্ন না থাকিত কদাচন ॥
হেঁটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত।
ভরত পাদুকা আনি জোগায় ত্বরিত ॥
সম্মুখেতে রাখিল পাদুকা দুই পাট।
রথ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বহে বাট ॥
ভরত বলেন গোসাঞি করি নিবেদন।
মহাব্রত করেছিনু পাদুকা-সেবন ॥
ব্রত সাঙ্গ হৈল মম তব আগমনে।
বারেক পাদুকা দেহ ও রাঙ্গা চরণে ॥
প্রজাগণ মাথা নোয় পাদুকা দেখিয়ে।
পাদুকা দিলেন পায়ে হরষিত হয়ে ॥
রাজ্যখণ্ডে যান রাম পরম হরিষে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

—

কৈকেয়ীর সহিত শ্রীরামের কথা

আইলা দেশেতে রাম আনন্দ সবার।
শুনিলা কৈকেয়ী রাণী শুভ-সমাচার ॥
অভিমানে কৈকেয়ীর অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি ॥
যদি রাম পূর্ব্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ নহে ত্যজিব জীবন ॥
এতেক ভাবিয়া রাণী হৈলা অধোমুখ।
করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক ॥
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান করে ॥
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী।
অন্তরে জানিলা তাহা রাম রঘুমণি ॥
হইলা ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে।
আগেতে চলিলা রাম কৈকেয়ীর পুরে ॥
ধূলায় বসিয়া রাণী বিরসবদন।
হেনকালে রাম গিয়া বন্দিলা চরণ ॥
কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন জোড়করে।
দেশেতে আইনু মাতা চৌদ্দবর্ষ পরে ॥
অরণ্যেতে পড়েছিনু অনেক প্রমাদে।
উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে ॥
লজ্জা পেয়ে কৈকেয়ী কহিছে রঘুনাথে।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে ॥
বনে গেলে দেবতার কার্য্যসিদ্ধি লাগি।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ॥
তুমি গোলোকের পতি জানে এ সংসার।
অবতার হয়েছ হরিতে ক্ষিতিভার ॥
সংসারের সার তুমি কে চিনিতে পারে।
সূর্য্যবংশ পবিত্র তোমার অবতারে ॥
অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পুরাইলি।
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি ॥

বাছা রাম বলি তোরে আর এক কথা।
এত যে দিয়েছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা॥
চিরকাল ভরতেরে বেশী স্নেহ করি।
কুবোল বলিনু মুখে, তোমার চাতুরী॥
সর্ব্বঘটে স্থায়ী তুমি সুখদুঃখদাতা।
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা॥
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈল মাথা।
জোড়হাত করি রাম কহিছেন কথা॥
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনম্র-বচনে।
তব দোষ নাহি মাতা দৈব-নিবন্ধনে॥
কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ।
তোমার প্রসাদে বধিলাম শতস্কন্ধ॥
তোমা হৈতে পাইলাম সুগ্রীব সুমিত।
সঙ্কটেতে সুগ্রীব করিল বড় হিত॥
তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন।
রাবণে মারিয়া তুষিলাম দেবগণ॥
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী॥
তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা।
ছলবাক্যে কৈকেয়ীর বেড়ে গেল ব্যথা॥
সবে আনন্দিত হৈল রাম-দরশনে।
আনন্দে রহিল রাম মাতার ভবনে॥
কেহ নাচে কেহ গায় মনের হরিষে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

—

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক

বাহির চৌতারায় রাম করেন দেওয়ান।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি দাণ্ডায় প্রধান॥
সবাকারে আসন যোগায় শীঘ্রগতি।
বসিল ছত্রিশ কোটি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি॥
ভরতে করান রাম সৈন্য-পরিচয়।
ঐ দেখ সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের তনয়॥
যুবরাজ অঙ্গদ যে বালির কুমার।
সুগ্রীব দিলেন যারে সর্ব্ব-অধিকার॥
দেখ গয় গবাক্ষ এই গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ-নন্দন॥
ঋষভ কুমুদ দেখ পনস সম্পাতি।
নল নীল দেখ এই মুখ্য সেনাপতি॥
ওই দেখ সুষেণ আর যে জাম্বুবান।
ঔষধ মন্ত্রণাতে উভয়ে সাবধান॥
এই দেখ হনুমান পবননন্দন।
যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন॥
ইহার গুণের কথা কি কব বিশেষ।
হনুমান করিয়াছে সীতার উদ্দেশ॥
হনুমান আমার সকল কার্য্যে দড়।
চারি ভাই হৈতে মম হনুমান বড়॥
ঐ দেখ লঙ্কার রাজা মন্ত্রী বিভীষণ।
যাহার মন্ত্রণাগুণে মরিল রাবণ॥
কহিলেন রঘুনাথ যার গুণ যত।
সর্ব্বলোক তার পানে চাহে ফিরে তত॥
রাক্ষস বানর সব নানা মায়া ধরে।
রামের ইঙ্গিতে তারা নানা রূপে চরে॥
ভরত বলেন সাক্ষী হও সর্ব্বজন।
প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন॥
ভরত প্রণাম করি রামের চরণে।
জোড়হাতে বলেন সবার বিদ্যমানে॥
স্থাপ্যধন মম ঠাঁই আছে পিতৃরাজ্য।
তোমার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য্য॥
আজ্ঞা কর, রাজ্য লহ, বৈস সিংহাসনে।
সেবা করে থাকি রাম-সীতার চরণে॥
মহারাজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে।
কেশরীর বিক্রম শৃগালে কোথা রহে॥
সবলের বোঝা যে দুর্ব্বল নিতে নারে।
মহারাজ্য মহাবীর রাখিবারে পারে॥

অদ্য হৈতে রাজ্যভার আমাকে না লাগে।
ক্রমাগত রাজ্য রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে॥
ভরতের কথা শুনি শ্রীরাম হাসিয়া।
ভরতে করেন কোলে বাহু প্রসারিয়া॥
বলেন ভরত পুনঃ বিনয়বচন।
ভরতের প্রতি রাম কহেন তখন॥
তব ব্যবহারে ভাই হইলাম বশ।
পৃথিবী জুড়িয়া তব ঘুষিবেক যশ॥
জানাইল গণকে উত্তম তিথি বার।
কাটিতে মাথার জটা হইল সবার॥
চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে।
শুভক্ষণে নাপিত শিরের জটা কাটে॥
জটাজূট মণ্ডন করিয়া সুবিধান।
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান॥
অতঃপর করিয়া বল্কল বিসর্জ্জন।
পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন॥
জানকীরে স্নান করাইলা যত রাণী।
বৈকুণ্ঠ হৈতে লক্ষ্মী আইলা আপনি॥
শ্রীরাম করিয়াছেন যেমন আচার।
বল্কল পরিয়া সব আছিল সংসার॥
অযোধ্যার মনুষ্য তপস্বী-বেশধারী।
পরিল বসন সে বল্কল পরিহরি॥
শ্রীরামের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখী।
তাঁহার সুখেতে লোক হইলেক সুখী॥
আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিলা রন্ধন।
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন॥
যজ্ঞস্থানে সীতা-দেবী গেলেন আপনি।
ভোজন করিল সৈন্য আশি অক্ষৌহিণী॥
সুখে গেল বিভাবরী, হইল প্রভাত।
আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ॥
শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়॥
চলিল রামের কাছে হস্তী ঘোড়া চড়ি।
দেখিবারে স্ত্রীপুরুষ আইল রড়ারড়ি॥
যে যেমন ভাবে ছিল সেই ভাবে ধায়।
বৃদ্ধ কাণা খোঁড়া শিশু বাদ নাহি যায়॥
কাণা খোঁড়া ধরিয়া ত আনে অন্য জনে।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচে তার রাম-দরশনে॥
উর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় পরিহরি আইসে যুবতী॥
কি করিবে স্বামী, কি করিবে ধনে জনে।
সর্ব্ব পাপ ঘুচিবেক রাম-দরশনে॥
চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন।
জুড়াইবে নয়ন সুতৃপ্ত হবে মন॥
মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দন্তাল।
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল॥
ঘোড়া হস্তী চড়ি সবে অযোধ্যায় যায়।
শুষ্ক গাছে ফুল ফল ছিঁড়ি সবে খায়॥
সুমন্ত্র জোগায় রথ জয় জয় নাদে।
রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে॥
ধরেন ভরত যে ঘোড়ার কড়িয়ালী।
চামর ঢুলায় শ্রীলক্ষ্মণ মহাবলী॥
শত্রুঘ্ন রামের গাত্রে করেন ব্যজন।
বিরাজিত চারি অংশে রথে নারায়ণ॥
দুই দিকে সর্ব্বলোক রাম পানে চাহে।
শ্রীরামের যত গুণ শত মুখে কহে॥
বহু পুণ্যে পাই প্রভু তোমা হেন রাজা।
জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজা॥
সর্ব্বক্ষণ দেখি যেন তব চন্দ্রানন।
সর্ব্বলোক মুক্ত হবে করিয়া দর্শন॥
ভরতের প্রতি রাম করেন আদেশ।
কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সত্বর।
করিলেন নির্দ্দিষ্ট ছত্রিশ কোটি ঘর॥

এক বৃন্দ আওয়াস দেখিতে রূপস।
চালে শোভা করিতেছে রত্নের কলস॥
রত্নময় ঘরখান ধরে নানা জ্যোতি।
এই ঘরে থাকুক সুগ্রীব নরপতি॥
আর আওয়াস দেখ নির্ম্মল কাঞ্চন।
তিন কোটি রাক্ষসে থাকুন বিভীষণ॥
দেখ এই ঘরে মণিমাণিক্য-পাথর।
থাকুক সৈন্যের সহ বালির কোঙর॥
আর যে আবাস দেখ মুকুতা গঠনি।
এইখানে হনুমান থাকুক আপনি॥
সিন্ধুনদতীরে আর সরযুর তীরে।
এত দূর চাপি বৈসে রাক্ষস-বানরে॥
সিন্ধুনদ সরযূতে চল্লিশ যোজন।
এত দূর ব্যাপিয়া রহিল সৈন্যগণ॥
কহেন ভরত গিয়া সুগ্রীবের ঘর।
কালি ছত্রদণ্ড ধরিবেন রঘুবর॥
পুনর্ব্বসু নক্ষত্র যে পূর্ণ চৈত্রমাস।
শ্রীরাম হবেন রাজা আজি অধিবাস॥
অন্য দ্রব্য আনিব সে কোন্ কার্য্য গণি।
আনিতে নারিব চারি সাগরের পানি॥
দিলাম চারিটি রত্ননির্ম্মিত কলসী।
চারি সাগরের জল আন নহে বাসী॥
সাত শত নদী আছে পৃথিবী-মণ্ডলে।
শ্রীরামের অভিষেক হবে সেই জলে॥
সাত শত স্বর্ণকুম্ভ দিনু তব ঠাঁই।
সকল নদীর জল যেন কাল পাই॥
সুগ্রীব বানর পানে চাহে কটাক্ষেতে।
ধাইয়া বানরসৈন্য কুম্ভ নিল হাতে॥
রাজা বলে সাগরের জলে চিহ্ন আছে।
খালিজুলি-জল আনি ভাণ্ডাও হে পাছে॥
পাঠাইলা সুগ্রীব বানর চতুর্ভিত।
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত॥

বশিষ্ঠ নারদ উচ্চারেন বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি॥
রামসীতা উপবাসে রহেন দুজনে।
পুরীশুদ্ধ সকলে রহিল জাগরণে॥
রামসীতা দুই জনে কহেন কাহিনী।
আর এক দিন প্রভু ছিলাম এমনি॥
শুনিয়া সীতার কথা শ্রীরামের হাস।
মধুর বচনে তাঁরে করেন সম্ভাষ॥
পূর্ব্বদিনে রামসীতা ছিলা পরিমিত।
পরদিন রাম রাজা হন শাস্ত্রমত॥
প্রভাত হইল, পূর্ব্বদিকের প্রকাশ।
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ॥
অগ্নি হেন উড়ি যায় নীল যে বানর।
চক্ষুর নিমিষে গেল সে পূর্ব্বসাগর॥
অযোধ্যা পূর্ব্বসাগর চারি শত যোজন।
রামের তেজে নীল বীর গেল ততক্ষণ॥
কলসী ভরিয়া থুইল সাগরের ঘাটে।
চিহ্ন চাহি নীল বীর বেড়ায় তার তটে॥
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত-রজনী॥
জাম্বুবান তার বাক্যে শৌর্য্যে করি ভর।
চক্ষুর নিমিষে গেল পশ্চিমসাগর॥
অযোধ্যা পশ্চিমসাগর আটাশ যোজন।
শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ॥
কলসা ভরিয়া থুইল সাগরের পারে।
চিহ্ন চাহিয়া বুড়া ভ্রমে উভরড়ে॥
দেবদারু ডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানী।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত-রজনী॥
দক্ষিণ সাগরে গেল নল মহাবীর।
যেখানে সে বান্ধিয়াছে সমুদ্রগভীর॥
দক্ষিণসাগর পাঁচ শত যে যোজন।
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ॥

নলে দেখে সাগরের উড়িল জীবন।
আরবার নলবীর আইল কি কারণ॥
সাগরের ত্রাস দেখি নলের হৈল হাস।
হাসিয়া সাগর প্রতি করিছে আশ্বাস॥
ছিলাম রামের সঙ্গে তেঁই মম বল।
কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল॥
শ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যানগরে।
জল লৈতে আসিয়াছি তোমার সাগরে॥
মনে তোলাপাড়া করে নল মহাবল।
রত্নকুম্ভে ভরিলেন সাগরের জল॥
কলসী ভরিয়া রাখে সেতুর উপরে।
চিহ্ন চাহি নলবীর ভ্রমে তীরে তীরে॥
সম্মুখে দেখিল গাছ ধবল চন্দন।
ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন॥
শ্বেতচন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানী।
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাত-রজনী॥
উত্তর সাগর পথ হাজার যোজন।
কোন্ বীর যাইবে ভাবিছে মনে মন॥
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে করে অনুমান।
হাতে কুম্ভ আকাশে উঠিল হনুমান॥
ছুড় ছুড় শব্দে যায় বায়ু করি ভর।
লেজের টানে উপাড়ে পাদপ পাথর॥
আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে।
বন্ধু অনুবর্জ্জি যেন বান্ধব বাহুড়ে॥
পবনগমনে যায় পবননন্দন।
মুহূর্ত্তেক মধ্যে গেল হাজার যোজন॥
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের পাড়ে।
চিহ্ন চাহি হনুমান ভ্রমে উভরড়ে॥
চন্দনের ডাল তাহে দিলেক ঢাকুনি।
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাত-রজনী॥
সবাকার পাছে গেল বীর হনুমান।
আইল লইয়া জল সর্ব্ব আগুয়ান॥

গয় গবাক্ষ শরভ আর গন্ধমাদন।
কেশরী কুমুদ আর গবাক্ষনন্দন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর পনস।
সমস্ত তীর্থের জল হাজার কলস॥
সীতা সহ শ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে।
অভিষেক করিল সুগ্রীব বিভীষণে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে দু-রাজা সঞ্চারে।
দুই রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে॥
পৃথিবীতে যত রাজা আছে চতুর্ভিত।
শ্রীরামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল॥
রহিবার স্থান নাই সৈন্য-কলকলি।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে আর করতালি॥
চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজগণ।
রামের সম্মুখে স্থির ভাই তিন জন॥
বিরিঞ্চি বলেন নাহি যাব রামস্থান।
দেবকন্যাগণে গিয়া করুক কল্যাণ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি রহে অন্তরীক্ষে।
দেবকন্যাগণ গেলা রামের সম্মুখে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে রামরাজা-গীতের রচন॥

শ্রীরাম রাজা হইলে কল্যাণার্থ দেবকন্যাদির আগমন

রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভানুমতী,
ইত্যাদি অনেক দেবরামা।
আইলেন অযোধ্যায়, দাসদাসী সঙ্গে যায়,
বসনে ভূষণে নিরুপমা॥
হাতে লয়ে দূর্ব্বাধান, রামের সম্মুখে যান,
শ্রীরামেরে করিতে কল্যাণ।
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর,
পৃথিবীতে তব গুণগান॥

পৃথিবীতে জন্ম নিলা, নরলীলা প্রকাশিলা,
তুমি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ, পূরিল মনের সাধ,
করিলাম তব দরশন॥
আসিয়া কিন্নরীগণে, অভিষেক নিমন্ত্রণে,
করিল রামের গুণগান।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসিয়া অযোধ্যাপুরী,
নৃত্য গীত বাদ্যের বিধান॥
যত রাজা প্রজাগণ, সবে আনন্দিত মন,
শ্রীরামের অভিষেক-দিনে।
নানা অর্থ বিতরণে, তুষিয়া ব্রাহ্মণগণে,
অভিষেক কৃত্তিবাস ভণে॥

——

হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও অস্থিমধ্যে লিখিত রামনাম দর্শন

ফেলিয়া দিলেন ব্রহ্মা স্বর্ণ পদ্মমালা।
অলক্ষ্যে করিল শোভা শ্রীরামের গলা॥
স্বর্ণ মণিমাণিক্যে নির্ম্মিত দিব্য হার।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল আরো অলঙ্কার॥
নানাবিধ মণিমুক্তা পরশ-পাথর।
কুবেরের হার শোভে কণ্ঠের উপর॥
দেবের ভূষণেতে হইয়া বিভূষিত।
রাম রাজা হইলেন জগতে পূজিত॥
শ্রীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে।
ঐহিক সম্পদ বাড়ে পরলোকে তরে॥
কোটি কোটি দ্বিজ যায় শ্রীরামের স্থান।
যাঁহার যা অভিলাষ তাহা পায় দান॥
গ্রাম ভূমি স্বর্ণ দান করেন শ্রীরাম।
বিমুখ না হয় কেহ সবে পূর্ণকাম॥
পূর্ণ চৈত্রমাস পুনর্ব্বসু সে নক্ষত্র।
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণ্ডছত্র॥
স্বর্ণ পদ্মমালা গলে সূর্য্য হেন জ্বলে।
সে মালা দিলেন রাম সুগ্রীবের গলে॥
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত।
অপূর্ব্ব ভূষণে তারে করেন ভূষিত॥
কোটি কোটি সেনা পায় শ্রীরামের দান।
অভিমানে নীরব রহিল হনুমান॥
শ্রীরামের দানেতে সকলে হল সুখী।
হনুমান কেবল মুদিল দুই আঁখি॥
অপরাধ কি করিনু প্রভুর চরণে।
সবায় তোষেন মোরে না তোষেন কেনে॥
বাহির করেন সীতা আপনার হার।
কি কব তাহার মূল্য ভুবনের সার॥
সে হার দেখিয়া সবে চাহে ফরফর।
নানা রত্ন মণি মাণিক পরশ-পাথর॥
বড় বড় সেনাপতি করে অনুমান।
না জানি সীতার হার কোন্ জন পান॥
হাতে হার করি সীতা রাম পানে চান।
অভিপ্রায় মনে এই কারে দেন দান॥
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করেন বিধান।
যারে তব ইচ্ছা যায় তারে কর দান॥
অনুদ্দেশ সময়েতে উদ্দেশ যে করে।
মরিয়াছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে॥
এমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান।
কোন জন না করিবে এতে অভিমান॥
জানকী হনুর পানে চান বারে বারে।
ধেয়ে গিয়া হনুমান গলে হার পরে॥
মারুতির গলে শোভে জানকীর হার।
হনুমান প্রণমিল চরণে সীতার॥
সীতা কন, যতকাল থাকিবে পৃথিবী।
রোগপীড়াহীন বাপু হও চিরজীবী॥
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রচার।
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার॥
ততকাল হইও তুমি অক্ষয় অমর।
হনুমান পাইলা অমর এই বর॥

রামনাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে।
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে॥
হাসিতে হাসিতে হনু হার লয়ে হাতে।
ছিন্নভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে॥
হনুর দেখিয়া কর্ম্ম হাসেন লক্ষ্মণ।
কুপিত রহস্যভাবে বলেন তখন॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ॥
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
কি হেতু ছিঁড়িল হার পবননন্দন॥
ইহার বৃত্তান্ত হনুমান ভাল জানে।
জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা বিদ্যমানে॥
হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বহুমূল্য বলি হার করিনু গ্রহণ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে।
রামনাম নাহি এই হারের ভিতরে॥
রামনাম হীন যাতে এমন যে ধন।
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবনকুমার।
রামনাম চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার॥
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ।
কলেবর ত্যাগ কর পবননন্দন॥
এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার।
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার॥
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ॥
দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত।
অধোমুখ লক্ষ্মণ হইলা সলজ্জিত॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান।
শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার সমান॥
রাম জানে তোমারে, শ্রীরামে জান তুমি।
তোমার মহিমা-সীমা কি জানিব আমি॥
হনুমান বলে আমি বনের বানর।
রামের দাসানুদাস, তোমার নফর॥
হনুমানকথা শুনি শ্রীরামের হাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলা পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

হনুমানের অন্ন ভোজন ও বিভীষণাদির স্বদেশগমন

বিভীষণে কন রাম করিয়া আদর।
আজি হৈতে তুমি মম ভাই সহোদর॥
চারি ভাই ছিলাম, হইনু পঞ্চজন।
পঞ্চজন মিলি রাজ্য করিব পালন॥
দান ভিক্ষা দিয়া সবে করি পরিহার।
দানে শূন্য কৈল যত রামের ভাণ্ডার॥
সীতা-ঠাকুরাণী গিয়া করিল রন্ধন।
চারি ভাই এক ঠাঁই করিলা ভোজন॥
হনুমানে অন্ন দেন সীতা ঠাকুরাণী।
অন্য বানরেরে দেন যতেক রমণী॥
অন্ন দিয়া যান সীতা আনিতে ব্যঞ্জন।
শুধু অন্ন খায় সব পবননন্দন॥
শূন্য পাত্রে ব্যঞ্জন কেমনে দিবে পাতে।
ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবী সীতে॥
পুনর্ব্বার দেন অন্ন আনিয়া হনুকে।
ব্যঞ্জন আনিতে অন্ন খায়ে বসে থাকে॥
এইরূপে যাতায়াত তিন চারি বার।
দেখিয়া সীতার মনে লাগে চমৎকার॥
সীতা বলে আমি কিছু বুঝিতে না পারি।
বিশ্বের পালনে অন্নপূর্ণা নাম ধরি॥
দৃষ্টে সৃষ্টি পূর্ণ করি নানা উপহারে।
অন্ন দিতে হারিলাম বনের বানরে॥

বুঝিতে না পারি আমি এই কোন্ জন।
স্বর্ণথাল ফেলি কৈলা হস্ত প্রক্ষালন ॥
ধ্যানযোগে মা-জানকী দেখিলা সত্বর।
বানররূপেতে অবতার গঙ্গাধর ॥
কপিরূপে বসেছেন কৈলাসের পতি।
উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি ॥
উৰ্দ্ধমুখে অর্ঘ্য বিনে না পূরে উদর।
এতেক ভাবিয়া সীতা চলিলা সত্বর ॥
গোপনেতে গিয়া মাতা হনুর পশ্চাতে।
নমঃ শিবায় বলি অন্ন দিলা তার মাথে ॥
হাসিয়া সম্মুখে আসি কহেন বচন।
কত অন্ন হনুমান করিলা ভোজন ॥
মস্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল।
হনুমান বলে মাতা পরিপূর্ণ হল ॥
আচমন কৈল গিয়া পবনকুমার।
সীতার চরণে হনু কৈল পরিহার ॥
আমি কি জানিব মাতা তোমার মহিমা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সীমা ॥
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি।
শ্রীবিষ্ণু-প্রকৃতি তুমি লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরষিত-মন।
সবারে বিদায় রাম দিলেন তখন ॥
রাক্ষস-বানরে রাম দিলেন মেলানি।
গাহিয়ে রামের গুণ চলিল তখনি ॥
পাতা লতা খাইত কপি পরিত কাছুটি।
শ্রীরামের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটি ॥
শ্রীরামের গুণ সব কেমনে পাসরি।
রাতুল চরণ আর কবে বা নেহারি ॥
এইরূপ সর্ব্বত্র করিয়া সুবিহিত।
চারি ভাই রাজ্য করেন জগতে পূজিত ॥
করেন অযুত বর্ষ লোকের পালন।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ ॥
রামরাজ্যে কেহ কারে নাহি করে হিংসে।
যত যত রাজগণ শ্রীরামে প্রশংসে ॥
রামরাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জনা।
রামরাজ্য বলি লোকে হইল ঘোষণা ॥
পাত্র মিত্র সহ রাম যুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক রথেরে তিনি দিলেন মেলানি ॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
কুবেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ ॥
তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার।
কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার ॥
চলিল যে রথখান শ্রীরাম-আদেশে।
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ব্বত কৈলাসে ॥
কুবের বলেন রথ কে দিল বিদায়।
রাবণ লইল তোরে জিনিয়া আমায় ॥
শুন বলি রথ তোরে নিল লঙ্কেশ্বর।
করিল কুকর্ম্ম কত তোমার উপর ॥
রাম সহ একাদশ সহস্র বৎসর।
রামের সেবায় কর শুদ্ধ কলেবর ॥
শ্রীরাম করিলে পরে বৈকুণ্ঠে গমন।
ফিরিয়া আমার কাছে আসিহ তখন ॥
রথখান চলিল যে কুবের-আদেশে।
আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে ॥
রথ বলে রঘুনাথ কর অবধান।
কিছুকাল চরণ-নিকটে দিও স্থান ॥
রামের আজ্ঞায় রথ রহিল তথায়।
সর্ব্বক্ষণ শ্রীরামের দর্শন সে পায় ॥
যে দুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে।
প্রজালোক পাসরিলা সদা দরশনে ॥
এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত।
রাজত্ব করেন সুখে ভ্রাতার সহিত ॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

উত্তরাকাণ্ড

রামচন্দ্রের বর্ণনা

আজি-কালিকার যেন বৈকুণ্ঠনগরী।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-দিব্য-শার্ঙ্গ-ধারী॥
নীলোৎপল সমান শ্যামল কলেবর।
পীতাম্বর সতড়িত যেন জলধর॥
বনমালা গলে দোলে আর হেমহার।
কপোলে লম্বিত মণি শোভে হার আর॥
মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে।
তাহার উজ্জ্বল শোভা লেগেছে কপোলে॥
আজানুলম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর।
চন্দনে চর্চ্চিত অতি সুঠাম শরীর॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষ অতি মনোহর।
গগন-উপরে যেন শোভে শশধর॥
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি।
নীলপদ্ম-কোলে যেন হংস করে ধ্বনি॥
অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী জাম্বুবান।
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ॥
নারদাদি গান করে, সনক প্রভৃতি।
বিভীষণ হনুমান সুগ্রীব-সংহতি॥
কি কব রামের গুণ, কহিতে অপার।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বদ্ধ যাঁর॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা॥
হেন রাম দেখি মুনি আনন্দিত-চিত।
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন।
অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন॥
চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ।
সনক সনাতন ও বাল্মিকী নারদ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ পবন॥
গরুড়-উপরে যেন বসি নারায়ণ।
বিষ্ণুরূপী রামেরে দেখিলা মুনিগণ॥
মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা।
সেইরূপে রামেরে দেখিলা সর্ব্বজনা॥
বৈকুণ্ঠ-সম্পদ রাম দশরথ-ঘরে।
জন্মিলেন রাবণ-বধার্থ এ সংসারে॥
সেইরূপে সকলে দেখিয়া চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় সব মুনি॥
আপনার মূর্ত্তি রাম জানেন আপনি।
বিষ্ণু-অবতার রাম জানে সব মুনি॥
মুনিগণে আগত দেখিয়া নিজ ধাম।
গাত্রোত্থান করিলেন তখনি শ্রীরাম॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্ঘ্য জল।
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল॥
মুনিরা বলেন রাম কুশল সবার।
সম্প্রতি কুশল আগে কহ আপনার॥

তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী।
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি ॥
রাক্ষস দুর্জ্জয় বড় বিধাতার বরে।
রাক্ষসের মায়া হৈতে কোন্ জন তরে ॥
ইন্দ্রজিৎ সে দুর্জ্জয় ত্রিভুবনে জানি।
লক্ষ্মণ মারেন তারে, অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
মারিলা ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ।
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জ্জয়-শরীর ॥
কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম।
পলায় যাহার নামে আপনি শমন ॥
রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে।
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে ॥
মারিলে এ-সব বীর তাহা নাহি গণি।
ইন্দ্রজিতে যে মারিল তাহারে বাখানি ॥
ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুঝে অন্তরীক্ষে।
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে ॥
ইন্দ্রে বান্ধি এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
আনিলেন মাগিয়া বিরঞ্চি পুরন্দরে ॥
সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংসি ফিরিলেক ঘরে।
শুনিয়া এ-সব কথা বিস্ময় অন্তরে ॥
মারিলে যে-সব বীর যুদ্ধে যমদূত।
মারিলা লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অদ্ভুত ॥
শ্রীরাম বলেন, রাক্ষসের কি বিক্রম।
এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন যম ॥
রাবণের সেনাপতি কেবা কারে চিনে।
রণে প্রবেশিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে ॥
রাবণের ভ্রাতা-ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনে কুম্ভকর্ণের শরীর ॥
কাটিলে না মরে সে, না ধরে কেহ টান।
কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান ॥

দশমুণ্ড কাটিয়া পাইয়াছি যে বর।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর ॥
অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত জানেন ইতিহাস ॥
রাক্ষসের বৃত্তান্ত, জানেন মহামুনি।
শ্রীরাম কহেন মুনি কহ তাহা শুনি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইলা উত্তরা-কাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥

লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ বৎসরের ফল আনয়ন ও রাক্ষসদিগের উৎপত্তি-বর্ণন

মহামুনি অগস্ত্য সে বৈসেন দক্ষিণে।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে ॥
রাক্ষসের কথা কন সে অগস্ত্য মুনি।
সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রঘুমণি ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম জিজ্ঞাসি তোমারে।
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে ॥
ধনুর্দ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোন্ কোন্ বীরে বধ করে কোন্ জন ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি নিবেদি চরণে।
করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুই জনে ॥
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন।
শমন সমান পরাক্রম সর্ব্বজন ॥
দশানন-কুম্ভকর্ণে করেছি নিধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ ॥
মুনি বলে, শুন রাম নিবেদি তোমারে।
ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে ॥
ইন্দ্রে বেন্ধে এনেছিল লঙ্কার মাঝারে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইলেন তাঁহারে ॥
থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে।
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে ॥

তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণে।
লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
রাম কন, কি কহিলে মুনি মহাশয়।
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জ্জয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধরে টান।
সে রাবণে ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাখান ॥
মুনি বলে, রঘুনাথ কহি তব ঠাঁই।
ইন্দ্রজিৎ সম বীর ত্রিভুবনে নাই ॥
চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন ॥
চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে ॥
শ্রীরাম বলেন মুনি কি কহিলে তুমি।
চৌদ্দবর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি ॥
সীতাসঙ্গে চৌদ্দবর্ষ করেছে ভ্রমণ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ ॥
কুটীরেতে বঞ্চিতাম সীতার সহিতে।
থাকিত লক্ষ্মণভাই ভিন্ন কুটীরেতে ॥
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি যায়।
কেমনে এমন কথা করিব প্রত্যয় ॥
মুনি বলে সভামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ ॥
রাম কন, শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র সারথি।
সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্রগতি ॥
চলিলা সুমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে।
লক্ষ্মণ বসিয়া আছে সুমিত্রার কোলে ॥
সুমন্ত্র সারথি গিয়া নোঙাইল মাথা।
জোড়হাত করি বলে শ্রীরামের কথা ॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ।
মনদুঃখ বুঝি শুধাবেন নারায়ণ ॥
আগেতে লক্ষ্মণ, পিছে সুমন্ত্র সারথি।
প্রণাম করিলা গিয়া যথা রঘুপতি ॥

লক্ষ্মণে বলেন রাম, মোর দিব্য লাগে।
যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা-আগে ॥
চৌদ্দবর্ষ একত্র ছিলাম তিন জন।
কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ ॥
তুমি ত আনিতে ফল, থাকিতাম ঘরে।
ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে ॥
বনমধ্যে তুমি ভিন্ন কুটীরেতে ছিলে।
চৌদ্দবর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন রাজীবলোচন।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন ॥
দুই জন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন।
ঋষ্যমূকে জানকীর পাই আভরণ ॥
সুগ্রীবের অগ্রে তুমি শুধালে যখন।
সীতার আভরণ কিনা চিনহ লক্ষ্মণ ॥
আমি না চিনিনু তাঁর হার কি কেয়ূর।
সবে-মাত্র চিনিলাম চরণ-নূপুর ॥
সত্য প্রভু একত্র ছিলাম তিন জন।
শ্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি কখন ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ নিদ্রা না যাই কেমনে।
শুন শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে ॥
তুমি আর মা-জানকী কুটীরে থাকিতে।
আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে ॥
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে।
ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে ॥
কহি শুন নিদ্রাদেবী আমার উত্তর।
এস না আমার কাছে এ চৌদ্দবছর ॥
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যাপুরেতে।
বসিবেন মা-জানকী রামের বামেতে ॥
ছত্রদণ্ড ধ'রে আমি দাঁড়াব দক্ষিণে।
সেইকালে এস নিদ্রা আমার নয়নে ॥
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে।
তব বামে মা-জানকী বৈসে সিংহাসনে ॥

আমি দাণ্ডাইনু ছত্র করিয়া ধারণ।
হাত হৈতে টলে ছত্র পড়িল তখন॥
ওই কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত।
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত॥
অনাহারে চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিনু বনে।
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে॥
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল।
তুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল॥
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন।
আমারে কহিতে ফল ধর রে লক্ষ্মণ॥
আমি ধরে রাখিতাম কুটীরেতে আনি।
খাইতে কখনো বল নাহি রঘুমণি॥
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছয়ে তোমার॥
শ্রীরাম বলেন, ফল রেখেছ কেমন।
সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষ্মণ॥
হনুমানে আদেশিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বন হৈতে ফল আন পবননন্দন॥
হনুমান গিয়া তবে দেখিল কাননে।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছে পূর্ণ তূণে॥
দেখিয়া ফলের তূণ হনুমান বলে।
এই কোন্ কার্য্য হেতু আমারে পাঠালে॥
ক্ষুদ্র এক বানরেতে লয়ে যেতে পারে।
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার করে॥
এত যদি হনুর হইল অহঙ্কার।
হইল ফলের তূণ লক্ষগুণ ভার॥
নাড়িতে নারিল তূণ পবননন্দন।
সভামধ্যে উত্তরিল বিরস-বদন॥
হনু বলে প্রভু আমি না পারি বুঝিতে।
না পারি নাড়িতে তূণ মোর শকতিতে॥
লক্ষ্মণের পানে চান রাজীবলোচন।
হাসিয়া বলেন তূণ আনহ লক্ষ্মণ॥
নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বামহাতে।
আনিয়া রাখিলা তূণ সবার সাক্ষাতে॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
চৌদ্দ বৎসরের ফল করহ গণন॥
হিসাব লক্ষ্মণবীর দিলেন সকল।
সবেমাত্র না মিলে সপ্তদিনের ফল॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সপ্ত দিনের ফল তুমি করেছ ভক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন দেবনারায়ণ।
সপ্ত দিনে ফল কে করেছে আহরণ॥
যেই দিন পিতার বিয়োগ-সমাচার।
বিশ্বামিত্র-আশ্রমে ছিলাম অনাহার॥
সেই দিন নাহি করি ফল আহরণ।
আর ছয় দিনের কথা শুন নারায়ণ॥
যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ।
শোকেতে আকুল ফল আনে কোন্ জন॥
ইন্দ্রজিৎ যেদিন বান্ধিল নাগপাশে।
অচৈতন্যে গেল দিবা, ফল না আইসে॥
চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যে দিনে॥
সেই দিন শোকানলে দগ্ধ দুই ভাই।
মনে করে দেখ প্রভু ফল আনি নাই॥
আর দিন দেখ প্রভু পড়ে কি না মনে।
পাতালে মহীর ঘরে বন্দী যেই দিনে॥
জিজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবননন্দন।
সেই দিন ফল নাহি করি অন্বেষণ॥
শক্তিশেল যেদিন মারিল দশানন।
অধৈর্য্য হইলা মম শোকে নারায়ণ॥
নিত্য নিত্য আমি ফল আনিতাম গোঁসাই।
নফর পড়িল, ফল আনা হয় নাই॥
সপ্তম দিনের কথা কি কহিব আর।
যেদিন রাবণবধ আনন্দ অপার॥

আনন্দ-উৎসবে সবে হইল চঞ্চল।
পুলকেতে পাসরিনু আনিবারে ফল॥
বিচার করিয়া দেখ জগৎগোঁসাই।
চতুর্দ্দশবর্ষ আমি কিছু নাহি খাই॥
তুমি জান নিত্য ফল খাইত লক্ষ্মণ।
পূর্ব্ব-কথা কেন প্রভু হলে বিস্মরণ॥
বিশ্বামিত্র-স্থানে মন্ত্র পাই দুই জনে।
তুমি ভুলিয়াছ প্রভু, আছে মম মনে॥
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র ঋষি।
এ কারণ চতুর্দ্দশবর্ষ উপবাসী॥
পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মম বাণে॥
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি রামের ক্রন্দন॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি তুমি অন্তর্য্যামী।
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি॥
রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি।
পরম আনন্দ তবে হয় মহামুনি॥
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম তার সর্ব্বলোকে জানে।
রাক্ষস হইল তবে কিসের কারণে॥
মুনি বলে রঘুনাথ কহি তব স্থানে।
রাক্ষসের জন্মকথা শুনহ এক্ষণে॥
যেমতে জন্মিল রাবণ শুন রঘুমণি।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আগে সৃজিলেন প্রাণী॥
প্রাণিগণ বলে ব্রহ্মা করি নিবেদন।
কোন্ কার্য্যে আমা-সবে করিলে সৃজন॥
ব্রহ্মা বলে যত প্রাণী করিব উৎপত্তি।
তোমরা করিবে রক্ষা প্রাণের শকতি॥
যে যে প্রাণী সৃজন করিব এ সংসারে।
তোমরা প্রধান হয়ে পালিবে সবারে॥
প্রাণিগণ বলে ব্রহ্মা সে বড় দুষ্কর।
না চাহি প্রভুত্ব মোরা সবার উপর॥
ব্রহ্মা শাপ দিলা বেটা হও রে রাক্ষস।
হেতি নামে রাক্ষস সে হইল কর্কশ॥
বিদ্যুৎকেশরী নামে ব্রহ্মার কুমারী।
তারে বিভা করিল রাক্ষস দুরাচারী॥
মন্দার পর্ব্বতে দুইজনে বাস করে।
জন্মিল সন্তান এক কত দিন পরে॥
পর্ব্বতের উপরেতে ফেলিয়া সন্তানে।
মনের আনন্দে বাস করে দুই জনে॥
পিতা-মাতা-স্নেহ নাই সন্তান-উপর।
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর॥
অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে।
ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে শ্বাসে॥
বৃষভবাহনে যান পার্ব্বতী-শঙ্কর।
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইলা গঙ্গাধর॥
শিব বলেন পার্ব্বতী দেখহ অতি দূরে।
একাকী কান্দিছে শিশু পর্ব্বত-উপরে॥
মহেশের দয়া হইল সন্তান-উপর।
প্রসন্ন হইয়া শিব তারে দিলা বর॥
শিব কন, শুন ওহে অনাথ সন্তান।
মম বরে পিতৃতুল্য হও বলবান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ হও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।
আজ্ঞামাত্রে হৈল শিশু বাপের সোসর॥
বিদ্যুৎকেশরী-পুত্র সুকেশ নাম ধরে।
মহাবলবান হইল ধূর্জ্জটির বরে॥
তবে সুকেশেরে বর দিলেন পার্ব্বতী।
তাহা হৈতে হৈল যত রাক্ষস-উৎপত্তি॥
পার্ব্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান।
তাহারে গন্ধর্ব্ব এক কন্যা দিল দান॥
স্ত্রী-পুরুষে রহিল সে পৃথিবী-ভিতরে।
তিন পুত্র হইল তার কত দিন পরে॥
পুত্র দেখি সুকেশ পরম কুতূহলী।
নাম রাখে মাল্যবান, মালী ও সুমালী॥

তিন ভাই মিলি তপ করিল বিস্তর।
ব্রহ্মা কন, কিবা বর চাহ নিশাচর॥
মন্ত্রণা করিয়া বর মাগে তিন জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন॥
সংগ্রামেতে কোথাও না হই অপমান।
এই বর দিতে ব্রহ্মা করহ বিধান॥
ব্রহ্মা কন, ত্রিভুবনজয়ী হবে সবে।
সংগ্রামে বিষ্ণুর ঠাঁই পরাভব হবে॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব ধরি বেঁধে বেঁধে আনে॥
আছিল গন্ধর্ব্ব রাজা শৈব সদাচারী।
তিন কন্যা ভূপতির রূপের পসারী॥
বিভা কৈল মালী, সুমালী ও মাল্যবান।
দুই নারী-গর্ভে জন্মে এগার সন্তান॥
বীরবন্ধু সুচিক আর যজ্ঞ ও কোপন।
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধব নন্দন॥
প্রহস্ত অকম্পন হয় ধর্ম্মেতে বিকট।
সুনিতীন বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট॥
সত্রাজিৎ নামে পুত্র প্রবল প্রখর।
দুই জনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর॥
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা।
সেই রাবণের মাতা নামটি নিকষা॥
সুমালী রাক্ষসের নারী পরম যুবতী।
চারি পুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি॥
বীর অনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি।
রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি॥
তিন ভায়ের পরিবার বাড়িল বিস্তর।
সেইসব নিশাচর অবনী-ভিতর॥
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি।
এত রাক্ষস হৈল, কোথা করিব বসতি॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকর্ম্মে আনে॥

নিশাচর বলে, বিশ্বকর্ম্মা লহ পাণ।
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্ম্মাণ॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইল চিন্তিত।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত॥
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে॥
চিত্রকূট পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ দুই চূড়া।
সত্তরি যোজন পরিমাণ তার গোড়া॥
সত্তরি যোজন উর্দ্ধে ঠেকেছে আকাশে।
সোনার প্রাচীর বেড়া মধ্যে আওয়াসে॥
বাহিরে চৌয়াড়ি আর মনোহর অতি।
অতি ভয়ঙ্কর নাহি পবনের গতি॥
দেব-দানব না প্রবেশে লঙ্কার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইলা পুরী মনোহর॥
কত শত পুষ্পবন কত সরোবর।
বৃন্দ কত শত মহাপদ্ম কোটি ঘর॥
সোনার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে।
ভয়ঙ্কর পুরী হেন নাহিক সংসারে॥
চারিদিকে বেষ্টিত সমুদ্র আছে ঘেরে।
ভুবনের শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে না পারে॥
যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস।
নেতের পতাকা উড়ে সোনার কলস॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এহেন নাহি স্থান।
একমাসে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ॥
পুরী দেখে রাক্ষসের আনন্দ হৈল অতি।
লঙ্কাতে রাক্ষসগণে করিল বসতি॥
আগেতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী॥
তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ

শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ।
ভাঙ্গিল সুমেরুশৃঙ্গ কিসের কারণ ॥
কি লাগিয়া বিসম্বাদ গরুড়-পবনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনি তব স্থানে ॥
মুনি বলে শুন রাম অপূর্ব্ব কথন।
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যে কারণ ॥
সন্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্ব্বকালে।
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥
সন্তাপন-পুত্রদ্বয় পরমসুন্দর।
সুপ্রতাপ বিভাগ এই দুই সহোদর ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র-স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে।
কনিষ্ঠ করেন দ্বন্দ্ব ধনের সন্তাপে ॥
ধন-শোকে কনিষ্ঠ ভাই হৈল দুঃখিত।
জ্যেষ্ঠেরে কহেন ভাগ দেহ সমুচিত ॥
জ্যেষ্ঠ বলে পিতা ভাগ না করিল ধন।
মম স্থানে ভাগ চাহ তুমি কি কারণ ॥
ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাঁই।
পিতৃধন-অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন।
সেই দাওয়া করিয়া লইব পিতৃধন ॥
বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিহিত।
পাঁচের দুই অংশ যে তোমার উচিত ॥
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ-বিদ্যমান।
পিতৃধন দুই অংশ দেহ ত এখন ॥
আমি গিয়াছিনু ভাই বশিষ্ঠের স্থানে।
বশিষ্ঠ বলেন ভাগ নাহি দেয় কেনে ॥
জ্যেষ্ঠ বলে, কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে।
জাতি-নাশ করিলে কহিয়া অন্য স্থানে ॥
হীনজন জ্ঞান বুঝি কৈলা মুনিবর।
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর ॥
বারে বারে নিষেধিনু না শুনিলে কানে।
গজ হয়ে পাপিষ্ঠ প্রবেশ কর বনে ॥
কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে ॥
দুয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুই জন।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ ॥
দশ যোজন গজ-দেহ কনিষ্ঠ ধরিল।
গজের গর্জ্জন গিয়া বনে প্রবেশিল ॥
কচ্ছপ সলিলে গেল, গজ গেল বন।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন ॥
যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে।
খাইতে না পায় ধন, যায় ত বিপাকে ॥
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ।
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ ॥
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়।
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয় ॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা।
গজ-কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা ॥
কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব স্থানে।
গজ-কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে ॥
জলেতে কচ্ছপ আছে সেই সরোবরে।
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে ॥
প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল।
সরোবর দেখি গজ খাইতে গেল জল ॥
গজ দেখে কচ্ছপের পড়ে গেল মনে।
পূর্ব্বলোভে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধরে টানে ॥
গজ টানে বনেতে, কচ্ছপ টানে পানি।
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে টানাটানি ॥
কেহ কারে জিনিতে নারে, দুয়ে সোসর।
দুই-জনে টানাটানি একটি বৎসর ॥
বিনতানন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সে তাহাই নিরীক্ষে ॥

বৎসরেক হৈল রণ অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ কারেও না জিনে একই বৎসর ॥
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ।
পাপদেহ নারায়ণ কর বিমোচন ॥
গজেরে কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল।
বামপায়ের নখ দিয়া দোঁহারে তুলিল ॥
গজ-কূর্ম্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন।
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ॥
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল।
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥
চারি গোটা ডাল তার পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরি যোজন জুড়ি আছে তার গোড়া ॥
গজ-কচ্ছপ লৈয়া বসে গাছের উপর।
সহিতে না পারে বৃক্ষ ঐ তিনের ভর ॥
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে।
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে ॥
ডাহিন পায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে।
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে ॥
ফেলিল সে ডাল লয়ে চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপনে মরে স্ত্রী আর পুরুষে ॥
বহু পাপে হইয়াছিল চণ্ডাল-জনম।
গরুড়ের হাতে পাপ হৈল বিমোচন ॥
গজ-কচ্ছপ লয়ে গেল ব্রহ্মার সদন।
কহ ব্রহ্মা কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ॥
ব্রহ্মা বলে, কোথা সহিবেক এত ভর।
গজ-কচ্ছ লয়ে যাহ সুমেরুশিখর ॥
তথা গজ-কচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ।
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ ॥
পর্ব্বত-উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ।
হেনকালে আইল তথা দেবতা পবন ॥
পবন বলেন পক্ষী তুমি কেন হেথা।
মোর ঠাঁই পড়িলে ছিণ্ডিব তর মাথা ॥
যাবৎ তোমার নাহি করি অপমান।
আপনা জানিয়া বেটা যাহ নিজ স্থান ॥
গরুড় কহেন তুমি গালি কেন পাড়।
উপযুক্ত শাস্তি দিব, অহঙ্কার ছাড় ॥
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে।
ফেলিব পর্ব্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে ॥
গরুড় কহিলা বায়ু বড়াই না কর।
সুমেরু পর্ব্বত তুমি নাড়িতে কি পার ॥
গরুড়ের বচনে পবনে ক্রোধ বাড়ে।
পর্ব্বত সমেত চাহে উড়াইতে ঝড়ে ॥
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত-উপরে।
দুই পাখে গিরি ঢাকে বিনতাকুমারে ॥
বাড়াইয়া কৈল পাখা সহস্র যোজন।
পাখা দেখি পবন ভাবেন মনে মন ॥
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর।
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর ॥
মেঘের গর্জ্জন আর পড়িছে ঝঞ্চনা।
পর্ব্বতের তবু নাহি নড়ে এক কোণা ॥
প্রলয়কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ।
দেখি যত দেবগণে গণিলা তরাস ॥
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত দেবগণ।
আচম্বিতে এ প্রলয় হয় কি কারণ ॥
দেবতার বাক্য এত শুনি প্রজাপতি।
দেবগণে লয়ে তবে যান শীঘ্রগতি ॥
ব্রহ্মা বলিলেন শুন দেবতা পবন।
আচম্বিতে প্রলয় করহ কি কারণ ॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট কর যুক্তি না আইসে ॥
না শুনে ব্রহ্মার বাক্য কহিছে পবন।
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ ॥
পবনের ঠাঁই ব্রহ্মা শুনি সে উত্তর।
বিরস হইয়া তিনি ফিরেন সত্বর ॥

পবন এড়িয়া যায় গরুড়-গোচরে।
বিরিঞ্চি বলেন পক্ষী বলি হে তোমারে॥
আমি সৃষ্টি করিলাম তুমি হও রক্ষ।
এক দিক হৈতে তুমি তুলে লহ পক্ষ॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়ে হৈল হাস।
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ॥
ব্রহ্মা কন যে যেমন আমি তাহা জানি।
শত যুগে পবন তোমারে নাহি জিনি॥
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড় পক্ষী হাসে।
তবে ত গরুড় পাখা করিল প্রকাশে॥
গরুড় তুলিতে পাখা গিরিবর নড়ে।
ঝড়েতে সে পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে॥
চিত্রকূট পর্ব্বত আছে সাগর-ভিতরে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে॥
লঙ্কানামে পুরী তাহে কৈলা বিশ্বকর্ম্ম।
এইরূপ শ্রীরাম লঙ্কার শুন জন্ম॥
মাল্যবান রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ-বরে॥
মনে করে আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
সকল দেবতা মেরে ঘুচাইব ডর॥
তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর।
কহিলা বৃত্তান্ত সদাশিব বরাবর॥
সুকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর।
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর॥
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ।
মারিতে আমার শক্তি নহে কদাচন॥
হইয়াছে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার পেয়ে বর।
মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর॥
দেব দ্বিজ বিপ্র হিংসা করে যেই জন।
আপনার দোষে মরে বেদের লিখন॥
এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ।
রাক্ষস মারিতে পারে দেবনারায়ণ॥
রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে।
অবশ্য বিহিত হবে শুন দেবগণে॥
মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমরে।
উপনীত হৈলা গিয়া বৈকুণ্ঠনগরে॥
সম্ভ্রমেতে দেবগণ হয়ে প্রণিপাত।
রাক্ষসের কথা কহে করি জোড়হাত॥
সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে।
তিন পুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে॥
দেবদ্বিজ হিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ॥
মারে শেল শূল জাঠা, হরে সব নারী।
ছিন্নভিন্ন করিয়াছে অমরনগরী॥
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে।
যক্ষ রক্ষ কিন্নরাদি নাহি আঁটে রণে॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি দেব গদাধর।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর॥
দেবের ত্রাস দেখি নারায়ণের হাস।
সুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস॥
তোমা সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর॥
আশ্বাস করিলা যদি দেবনারায়ণ।
নির্ভয়ে অমরপুরে গেলা দেবগণ॥
জানিয়া নারদ মুনি এ-সব সংবাদ।
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহ্লাদ॥
বসিয়াছে তিন ভাই রত্নসিংহাসনে।
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিন জনে॥
প্রণাম করিয়া দিল রত্নসিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুনি বিবরণ॥
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ।
বলহ হেথায় তব কোন্ প্রয়োজন॥
মুনি বলে তোমাদের হিত চিন্তা করি।
অমঙ্গল শুনিয়া আইনু লঙ্কাপুরী॥

এক ঠাঁই মিলিয়াছে যত দেবগণ।
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন॥
তোমাদের কথা কহিয়াছে নারায়ণে।
শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে॥
হয়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠভুবনে।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে॥
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর।
বিশেষ অধিক স্নেহ তোমাদের'পর॥
এ কারণে আইলাম দিতে সমাচার।
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার॥
এত বলি মুনিবর হইলা বিদায়।
নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায়॥
একত্রে বসিয়া যুক্তি করে তিনজন।
হেনকালে ব্রহ্মা আসে রাক্ষস-সদন॥
তাহার পুরেতে এই শুনে সমাচার।
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার॥
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত।
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত॥
শুনি অমঙ্গল বাক্য বুঝাইতে হিত।
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈলা উপনীত॥
ব্রহ্মা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল তিনজন।
প্রণাম করিয়ে করে চরণ-বন্দন॥
ভক্তিভরে বসাইল রত্নসিংহাসনে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে॥
জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিনজন।
আজ্ঞা কর, কি হেতু লঙ্কাতে আগমন॥
এত দিনে পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী।
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম্ম করি॥
ব্রহ্মা বলে, সর্ব্বদা বাসনা করি মনে।
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম কল্যাণে॥
থাকিলে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম্ম।
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম্ম॥
দেব-দ্বিজ হিংসা কর পাপকর্ম্মে মতি।
দুরাচার-স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি॥
তিন লোক উপরেতে অমরের পুরী।
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি॥
হোম যজ্ঞভাগ দিয়া যে অর্চ্চনা করে।
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে॥
কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত।
ভক্তিভরে যে ডাকে তাহার অনুগত॥
মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্যাতে।
দেখ মন্দকারী কেহ নহে কোনমতে॥
দেব-দ্বিজ দুই তুল্য ধর্ম্মপথে মন।
তার হিংসা যে করে সে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন॥
অতি-অল্প-আয়ু তোরা ধর্ম্মেতে বিহীন।
দেবহিংসা করিয়া বাঁচিবি কত দিন॥
হইয়াছে একযুক্তি যত দেবগণ।
দেবতার সহায় হয়েছে নারায়ণ॥
বিষ্ণু-সনে যুঝিবেক কাহার শকতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি॥
এত বলি কোপমনে ব্রহ্মার গমন।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিনজন॥
মাল্যবান বলে ভাই শঙ্কা ত্যজ মনে।
তিনজনে যুদ্ধ করি মার নারায়ণে॥
মাল্যবান-কথা শুনি কহিছে সুমালী।
শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী॥
হিরণ্যকশিপু আদি করেছে সংহার।
হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার॥
মালী বলে সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে।
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে॥
বিষ্ণু বড় কুচক্রী, কুযুক্তি যত তার।
সে মরিলে দেবগণের টুটে অহঙ্কার॥
তিন ভাই মিলে আগে মারি নারায়ণ।
পশ্চাতে মারিব আছে যত দেবগণ॥

মুনি ঋষি মারিব, মারিব সিদ্ধ যতি।
ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি॥
এত বলি তিনজনে যুক্তি কৈল সার।
ঘোড়া হাতী রথ রথী সাজিল অপার॥
তুলিল কটক ঠাট রথের উপরে।
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু জিনিবারে॥
সিংহনাদ ঘোর শব্দ করে ঘনেঘন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন॥
গরুড়-বাহনেতে আইলা নারায়ণ।
নারায়ণ-সম্মুখেতে বাজে মহারণ॥
মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর।
বাণবৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর॥
ছাইল গগনপথ দিগ্ দিগন্তর।
পড়িছে অসংখ্য বাণ পট্টিশ তোমর॥
জাঠাজাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
লেখাজোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর॥
নারায়ণ-বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে।
রাক্ষস-সৈন্য সব মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে॥
কুপিল সুমালী, মালী রণে আগুসরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে॥
ঝঞ্ঝনা চিকুর সম গদাবাড়ি পড়ে।
বিষ্ণু লয়ে গরুড় পলায় উভরড়ে॥
গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান হাসে।
শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে॥
বিষ্ণু কন, গরুড় তিলেক থাক রণে।
পাঠাইব রক্ষগণ যমের সদনে॥
তোমার সংগ্রামে ত্রিভুবনে লাগে ভয়।
রাক্ষসের রণে ভঙ্গ উচিত না হয়॥
উলটিয়া গরুড় আইল মহারণে।
চক্রবাণ বিষ্ণু এড়িলেন ততক্ষণে॥
চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পাড়ে।
মাল্যবান-সুমালী পলায় উভরড়ে॥
পুনঃ ফিরে নিশাচর, নাহি দেয় ভঙ্গ।
লোহার মুদ্গর হানে, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ॥
মাল্যবান বলে তুমি থাকহ শ্রীহরি।
আজি রণে তোমারে পাঠাব যমপুরী॥
শ্রীহরি বলেন বেটা শুন মাল্যবান।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান॥
অভয় লইয়া গেছে যতেক অমর।
তোরে মারি ঘুচাইব দেবতার ডর॥
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে।
প্রাণ লয়ে যাহ বেটা পাতাল-ভিতরে॥
মাল্যবান বলে বিষ্ণু কথা বড় টান।
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ, হারাইবে প্রাণ॥
মালসাট দিয়ে তবে গেল মাল্যবান।
যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান॥
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে।
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে॥
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে।
সহিতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে॥
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর।
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল-ভিতর॥
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতালি।
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরালি॥
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী॥
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ।
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ॥
রাবণে বধিলা তুমি, শক্তি অতিশয়।
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

কুবের, রাবণ ও তদ্‌ভ্রাতাদের বিবরণ

শ্রীরাম বলেন মুনি করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ॥
বিশ্বশ্রবার পুত্র যে কুবের দশানন।
দুই ভাই দুই জাতি হৈল কি কারণ॥
কুবের হৈল যক্ষ, রাক্ষস রাবণ।
এক বংশে দুই জাতি হৈল দুই জন॥
বিশ্বশ্রবার দুই পুত্র সর্ব্বলোকে জানি।
রাবণ-রাক্ষস কেন কহ মহামুনি॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
রাবণের জন্মকথা কহি তব স্থান॥
মহামুনি পুলস্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান মহাতপা তপোধন॥
সুমেরু পর্ব্বতে থাকে যোগাসন করি।
কেলি করিবারে আসে অনেক সুন্দরী॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-কন্যা আইলা বিস্তর।
সখী সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর॥
তৃণবৃন্দমুনিকন্যা রূপেতে অপ্সরা।
ত্রৈলোক্যমোহিনী তার নাম স্বয়ম্বরা॥
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি।
সেই স্থানে নিত্য আসে কন্যা শশীমুখী॥
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ।
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ॥
কোপেতে পুলস্ত্য মুনি কহিলা তাহারে।
সন্তান হইবে এক তোমার উদরে॥
তৃণবৃন্দ বলে যদি হইলে সদয়।
সেই কন্যা বিভা তুমি কর মহাশয়॥
মুনির হইল মন বিভা করিবারে।
তৃণবৃন্দ কন্যাদান করিল মুনিরে॥
করিল মুনির সেবা কন্যা গুণবতী।
মুনি তারে দিল বর হয়ে হৃষ্টমতি॥
সেই বরে জন্মে বিশ্বশ্রবা মহামুনি।
ভরদ্বাজকন্যা বিভা করিলেন তিনি॥
ভরদ্বাজমুনিকন্যা নাম তার লতা।
তার গর্ভে জন্মিলা কুবের মহারথা॥
হৈলা বিশ্বশ্রবাপুত্র কুবেরের জন্ম।
কুবের করিলা তপ আরাধিয়া ধর্ম্ম॥
কুবের করিলা তপ সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর॥
ব্রহ্মার বরেতে কুবের হইল অমর।
অমর হইল আর হইল ধনেশ্বর॥
পবন বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
সবে মিলে কুবেরেরে দিলা বহু বর॥
পাইলা পুষ্পক রথ কি কব বাখান।
আপনার হাতে ব্রহ্মা করিলা নির্ম্মাণ॥
রথসজ্জা করি দিলা রথের সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি॥
রথটি যোজন দশ অতি সুচিকণ।
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদি করে মন॥
বর পেয়ে কুবেরের হর্ষ হৈল মনে।
প্রণাম করিল গিয়া বাপের চরণে॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মা দিলা বর দান।
সবে মাত্র নাহি দিলা থাকিবার স্থান॥
পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি।
আজ্ঞা কর কোথা পিতা করিব বসতি॥
বিশ্বশ্রবা বলেন তুমি ধন-অধিকারী।
তোমার বসতি যোগ্য স্বর্ণলঙ্কাপুরী॥
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর।
রাক্ষস পলায়ে গেছে পাতাল-ভিতর॥
কুবের বলেন পিতা করি নিবেদন।
রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ॥
বিশ্বশ্রবা কন দুষ্ট নিশাচরগণ।
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ॥

বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
বিষ্ণু-চক্রে মরিল অনেক নিশাচর॥
কোপেতে করিলা আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস।
পৃথিবীতে থাকিলে করিবে সর্ব্বনাশ॥
বিষ্ণুভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর।
লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতাল-ভিতর॥
সে অবধি শূন্য পড়ে আছে লঙ্কাপুরী।
তথা গিয়া থাক পুত্র ধন-অধিকারী॥
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি॥
পুষ্পক-বিমানে সে বেড়ায় অন্তরীক্ষে।
পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে॥
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা দখলে কুবেরে॥
বসিয়া মন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্রিগণে।
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইবে কেমনে॥
বিশ্বশ্রবা-অধিকার হয়েছে লঙ্কার।
পিতৃধন কুবের করেছে অধিকার॥
পুনঃ যদি বিশ্বশ্রবা-পুত্র এক হয়।
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয়॥
যদ্যপি দৌহিত্র হয় বিশ্বশ্রবানন্দন।
দুই-দিকে অধিকারী হবে হেন জন॥
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে।
বিশ্বশ্রবায় দান দিব আপন দুহিতে॥
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে।
কোপে ডাকে মাল্যবান্ আপন কন্যারে॥
নিকষা তাহার নাম নবীনা যুবতী।
অকলঙ্ক শশীমুখী মরালীর গতি॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি, রামরম্ভা উরু।
হরিণাক্ষী বড়ই সুন্দর যুগ্ম-ভুরু॥
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা-সুন্দরী॥
যৌবনতরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গিমা সুঠাম।
পিতার চরণে আসি করিলা প্রণাম॥
মাল্যবান্ বলে মোর প্রাণের কুমারী।
সাবিত্রী সমান হও আশীর্ব্বাদ করি॥
মাল্যবান্ বলে কন্যা রূপেতে রূপসী।
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষসী॥
এই উপরোধ করি তোমার গোচর।
বিশ্বশ্রবা-পাশে গিয়া মাগ পুত্রবর॥
পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিতা।
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিতা॥
একে ত রূপসী শশী ভুবনমোহিনী।
সাজিয়া বিচিত্র সাজে চলে সুবদনী॥
মহামুনি বিশ্বশ্রবা আছে তপস্যায়।
নিকষা বিচিত্র-বেশে সম্মুখে দাঁড়ায়॥
বিশ্বশ্রবা শুধালেন, কে তুমি রূপসী।
নিকষা কহিলা আমি পুত্র-অভিলাষী॥
পত্নী হইয়া আলয়েতে থাকিব তোমার।
মুনি বলে থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার॥
সর্ব্বমতে আদরিণী হবে মম বরে।
এক কন্যা তিন পুত্র ধরিবে উদরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে অতি বিকৃত আকার।
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার॥
হইবে মধ্যম-পুত্র সে অতি দুর্জ্জন।
অদ্ভুত ধরিবে বল, অদ্ভুত ভক্ষণ॥
করিবেক অনাচার দেব-দ্বিজে হিংসে।
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে॥
কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতিলোভা।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিধবা॥
কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ॥
এতেক কহিলা যদি মুনি-মহাশয়।
নিকষার দুই-চক্ষে বারিধারা বয়॥

জোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর।
আমারে কেমন আজ্ঞা কৈলা মুনিবর॥
হেন মুনি তুমি পুত্র জন্মিবে যে জন।
ধর্ম্মশীল না হইবে এ কথা কেমন॥
মুনি বলে বিষাদিত না হও সুন্দরী।
দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি॥
অগ্নির পতনকালে চাহিয়াছ বর।
অগ্নি হেন দুই পুত্র হইবে দুষ্কর॥
এই বলি বিশ্বশ্রবা তপস্যাতে যান।
নিকষা প্রসব কৈলা চারিটি সন্তান॥
প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব্ব গঠন।
দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু, বিংশতি লোচন॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ, ভুবন কাঁপে ডরে।
কুম্ভকর্ণে প্রসব করিলা তার পরে॥
বিকৃত আকার, দেহ বিষম-লক্ষণ।
তারে দেখে অন্তরে কাঁপিলা দেবগণ॥
সূতিকাগৃহেতে এসেছিল যত নারী।
মুখে ভরে একেবারে সাপটিয়া ধরি॥
কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে।
মুখের পত্তন দেখি সবে কাঁপে ডরে॥
লিহ লিহ করে জিহ্বা, বিপরীত মাথা।
নাকের নিশ্বাস তার কামারের জাঁতা॥
অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার।
সূর্পণখা নাম তার বিখ্যাত সংসার॥
কন্যা দেখি নিকষার পুলকিত মন।
অবশেষে ভূমিষ্ঠে ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
তিন পুত্র এক কন্যা হইল প্রসব।
শুভ সমাচার পায় রাক্ষসেরা সব॥
অনেক রাক্ষস সঙ্গে আসে মাল্যবান।
বহু রত্ন ধন দিয়া করিল কল্যাণ॥
ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুস্থির কৈল মন।
বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন॥
বিশ্বশ্রবা-আশ্রমেতে নিকষা রহিল।
মনুষ্য-আচারে তথা কতদিন গেল॥
দশানন বসিয়াছে নিকষার কোলে।
পিতৃসম্ভাষে কুবের আসে হেনকালে॥
কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে।
সঙ্কেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে॥
আসিয়াছে কুবের দেখহ বিদ্যমান।
বৈমাত্রেয় ভাই তোর যক্ষের প্রধান॥
বিধাতা দিয়েছে করি ধন-অধিকারী।
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী॥
তোর মাতামহের নির্ম্মিত সেই লঙ্কা।
পেয়ে রাক্ষসের রাজ্য নাহি করে শঙ্কা॥
উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে।
তবে ত আমার ব্যথা ঘুচিবে মনেতে॥
দশানন বলে মাতা না ভাব বিষাদে।
কেড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে॥
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি।
কুবের জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী॥
শুনিয়া মায়ের খেদ হইলা কাতর।
তপস্যা করিতে যায় হিমাদ্রি শেখর॥
কুম্ভকর্ণ-দশানন আর বিভীষণ।
গোকর্ণ বনেতে তপ করে তিনজন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধপদ হেঁটমাথে থাকে নিরন্তর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে।
সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগিল আকাশে॥
শীতকালে জলে থাকে দিবস-রজনী॥
নাহি আহারাদি নিদ্রা শ্বাসগত প্রাণী॥
কতদিনে ফলমূল করিল আহার।
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার॥
কঠোর তপস্যা তারা করে তিন জন।
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ॥

অনাহার নিরন্তর বায়ু আহারেতে।
তিন ভাই তপস্যা করিল হেনমতে॥
নাহিক শিশির উষ্ণ, নাহিক বরিষে।
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য-অভিলাষে॥
মাথায় পিঙ্গল জটা বাকল পরিধান।
আচরিল তপস্যার যেমত বিধান॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ছাড়ি ছয় রিপু।
অস্থিচর্ম্ম-সার মাত্র জীর্ণতম বপু॥
তপস্যা করিল পাঁচ সহস্র বৎসর।
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর॥
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে।
কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচরে॥
ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়।
চন্দ্র সূর্য্য ভাবে সদা কি জানি কি হয়॥
যম বলে লইবেক মম অধিকার।
পাতালে বাসুকি ভাবে কি হবে আমার॥
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার।
রাক্ষস তপস্যা করে অতি ভয়ঙ্কর॥
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া।
নিশাচরে সান্ত্বনা করহ তুমি গিয়া॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর।
ব্রহ্মা বলিলেন বর মাগ নিশাচর॥
রাবণ বলে বর যদি দিবে মহাশয়।
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয়॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর।
আমি না পারিব তোমা করিতে অমর॥
দুষ্ট নিশাচর জাতি নহ যে ধর্ম্মিষ্ঠ।
তোমরা অমর হৈলে মজাইবে সৃষ্ট॥
রাবণ বলে, যদি না করহ অমর।
তোমার স্থানেতে নাহি চাহি অন্য বর॥
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন।
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ॥
রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
বিষম উৎকট তপ করে তিন জন॥
কুম্ভকর্ণ করে তপ দেখিতে দুষ্কর।
হেঁটমাথা করি রহে দুই পা উপর॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিপাশে।
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে॥
বরিষাতে চারি মাস থাকে পদ্মাসনে।
শিলা বরিষণ ধারা বহে রাত্রদিনে॥
শীতকালে স্নিগ্ধজলে থাকে নিরন্তর।
এইরূপে তপ করে অযুত বৎসর॥
অযুত বৎসর তপ তপনের স্থানে।
ঊর্দ্ধকরে দুই বাহু ঠেকেছে গগনে॥
অযুত বৎসর তপ করিল রাবণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প-বরিষণ॥
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ।
বিস্তর কঠোর তপ করে দশানন॥
এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে।
ব্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুন-উপরে॥
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে।
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে॥
খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন।
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ-সদন॥
ব্রহ্মা বলিলেন তপ না করহ আর।
যত চাহ তত দিব ধন-অধিকার॥
দশানন বলে যদি মোরে দিবে বর।
তব বরে সংসারেতে হইব অমর॥
ব্রহ্মা কন এই বর বড়ই দুষ্কর।
ছাড়িয়া অমর বর চাহ অন্য বর॥
রাবণ বলে যদি না করহ অমর।
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর॥

যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অপ্সর।
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর॥
কারো বাণে না মরিব এই বর দেহ।
সকলে জিনিব আমি না পারিবে কেহ॥
ব্রহ্মা বলেন যে বর চাহিলে স্বমুখে।
তুষ্ট হয়ে সেই বর দিলাম তোমাকে॥
যত জাতি বীর আছয়ে সংসারে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে॥
বাকি আছে দুই জাতি নর ও বানর।
দশানন বলে মোর তাহে নাহি ডর॥
বাকি যে বানর নর ধরি ভক্ষ্য মধ্যে।
নর আর বানরে কি জিনিবেক যুদ্ধে॥
রাবণ বলিছে পুনঃ করি জোড়কর।
কাটা মুণ্ড যাবে জোড়া দেহ এই বর॥
ব্রহ্মা বলে দিই বর শুন হে রাবণ।
মুণ্ড কাটা গেলে তোর না হবে মরণ॥
কাটা মুণ্ড জোড়া তোর লাগিবেক স্কন্ধে।
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে॥
তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ-স্থানে।
বর মাগ বিভীষণ যাহা লয় মনে॥
বিভীষণ প্রণমিল জুড়ি দুই কর।
ধর্ম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর॥
ব্রহ্মা বলিলেন ষ্ট হইলাম মনে।
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে॥
বিনা শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে নিপুণ।
ত্রিভুবনে সকলে ঘোষিবে তব গুণ॥
তার পর কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে।
দেখিয়া ত দেবগণ লাগিলা কাঁপিতে॥
দেবগণ বলে ভাগ্যে না জানি কি হয়।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ভয়॥
বিধির নিকটে বর পাইলে কুম্ভকর্ণ।
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ॥
এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুকতি।
ডাক দিয়া আনাইলা দেবী সরস্বতী॥
দেবীরে কহিলা তবে যত দেবগণে।
এই নিবেদন মাতা তোমার চরণে॥
বিধি গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে দিতে বর।
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর॥
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন।
তুমি বল নিদ্রা আমি যাব অনুক্ষণ॥
পাঠালেন যুক্তি করি যতেক অমর।
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর॥
বিধি কন কি বর মাগহ নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর॥
বিরিঞ্চি বলেন বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন॥
সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতন॥
বর শুনি দশানন আসে শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার চরণে ধরি করয়ে মিনতি॥
দশানন বলে সৃষ্টি আপনি সৃজিলে।
ফলসহ বৃক্ষ কেন কাট ডালে মূলে॥
কুম্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাতি।
এমন দারুণ শাপ না হয় যুকতি॥
নিদ্রা যাবে তব বাক্যে না হইবে আন।
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু করহ বিধান॥
কাতর হইয়া ধরে ব্রহ্মার চরণে।
কুম্ভকর্ণ-বর শুনি হাসে দেবগণে॥
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিলা বচন।
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ॥
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ।
একেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন॥
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণ বীরে।
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে॥

এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করি আনে ॥
বিশ্বশ্রবা-ঘরেতে আইল তিনজন।
রাবণ পাইল বর কাঁপে ত্রিভুবন ॥
সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত।
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত ॥
সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন।
সহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন ॥
নিজ:পরিবার লয়ে উঠে মাল্যবান্।
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র খরশাণ ॥
ছিল মাল্যবানের তনয় চারিজন।
ধার্ম্মিক সে চারিজন নিল বিভীষণ ॥
মাল্যবান্ কোল দিয়া কহে দশাননে।
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে ॥
যেকালে তোমার বাপে কন্যা দিনু দান।
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥
বিষ্ণুভয়ে হয়েছিনু পাতালনিবাসী।
তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি ॥
রাক্ষসের রাজ্য সে কনক-লঙ্কাপুরী।
হয়েছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকারী ॥
কুবের-সমীপে দূত পাঠাও একজন।
লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাক, নহে দিক রণ ॥
অনায়াসে এরূপ রহিবে কতকাল।
লঙ্কাপুরী কেড়ে লয়ে কর ঠাকুরাল ॥
রাবণ বলে মাতামহ কি কহ আপনি।
জ্যেষ্ঠ ভাই মহাগুরু পিতৃতুল্য জানি ॥
জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসম্বাদ কোন্ জন করে।
হেন বাক্য না বলিও সভার ভিতরে ॥
রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভা বিদ্যমানে ॥
কুবেরের মান্য রাখ জ্ঞাতিগণ দুঃখী।
ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥
দেখ দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ।
ভ্রাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কত জন ॥
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান।
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান ॥
বৈমাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর।
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ॥
গরুড়ের ভাই নাগ সর্ব্বলোকে জানে।
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে ॥
সর্ব্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল।
ভায়ের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥
গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি-মনোদুঃখ।
কুবের প্রভুত্ব করে তোমার কি সুখ ॥
পূর্ব্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস।
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ ॥
ভুলিলে সে-সব কথা তুমি কি কারণ।
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ॥
তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ।
দূত তুমি যাহ শীঘ্র কহ বিবরণ ॥
রাবণের দূত গিয়া নোয়াইল মাথা।
জোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥
রাক্ষসের রাজ্য এই কনক-লঙ্কাপুরী।
এ স্থানে কেমনে রবে ধন-অধিকারী ॥
আপনা গৌরব রাখ রাবণ-সম্মান।
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাহ অন্য স্থান ॥
দুরন্ত রাক্ষস-জাতি বুদ্ধি বিপরীত।
লঙ্কা দিয়া রাবণের করহ পিরীত ॥
মাতামহ-রাজ্য তাই অধিকার করে।
কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে ॥
রাবণ-গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর।
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাহ স্থানান্তর ॥
রাবণের দূত যদি এতেক কহিল।
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ॥

বিশ্বশ্রবা কন, শুন ধন-অধিকারী।
দুরন্ত রাক্ষস আমি কি করিতে পারি ॥
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ ভাই।
থাক গিয়া স্থানান্তরে, দ্বন্দ্বে কাজ নাই ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাহ যথা ভাগীরথী।
সেইখানে গিয়া তুমি করহ বসতি ॥
বিশ্বশ্রবা-বচনে কুবের পুলকিত।
রাবণের দূত গেল কহিতে ত্বরিত ॥
কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি।
আশীষ জানাও মম রাবণের প্রতি ॥
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাব স্থানান্তর।
কিন্তু নাই অংশাঅংশি ধনের উপর ॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে বহে কুবেরের ধন।
লঙ্কা ছেড়ে কৈলাসেতে করিলা গমন ॥
লঙ্কা পেয়ে রাক্ষসের পরম পিরীতি।
লঙ্কাতে করেন রাজ্য রাক্ষস দুর্ম্মতি ॥
সুমন্ত্রণা করিছে সকল নিশাচরে।
রাবণে করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে ॥
মৃগয়া করিতে গেল ভাই তিন জন।
ময়দানবের সনে হৈল দরশন ॥
কন্যারত্ন আছে তার সর্ব্বলোকে জানি।
ত্রিভুবন জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী ॥
কন্যা দেখি পিতামাতা বড়ই ভাবিত।
কারে কন্যা বিভা দিব না জানি বিহিত ॥
রাবণ বলেন, কন্যা লয়ে কেন বনে।
দানবের কাহিনী তখন রাজা শুনে ॥
দানব বলেন, অবধান মহাশয়।
কোন্ কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয় ॥
রাজা কন, আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন ॥
ময় বলে, আমি বিশ্বশ্রবারে সে জানি।
বিবাহ আমার কন্যা করহ আপনি ॥

কন্যাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক।
শক্তিনামে শেলপাট দিলেন যৌতুক ॥
পবনের ভগ্নী শেল জগতে বিদিত।
সেই শেলে হইলেন লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত ॥
রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে।
কন্যাদান করিয়া বিস্ময় হৈল মনে ॥
বিমোচন-রাজ-কন্যা রূপেতে উজ্জ্বলা।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা ॥
সাত যোজন দীর্ঘঅঙ্গ কুম্ভকর্ণ বীর।
ছ'যোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর ॥
বরকন্যা উভয়ে হইল সুশোভন।
কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিলা সৃজন ॥
সরমা নামেতে ছিল গন্ধর্ব্ব-কুমারী।
বিভীষণ বিভা কৈল পরমাসুন্দরী ॥
মৃগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে।
বিবাহ করিয়া ঘরে আইল তিনজনে ॥
মন্দোদরী-গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ।
তারে দেখি দেবগণ গণয়ে প্রমাদ ॥
মেঘের গর্জ্জন গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব-দানব-ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে ॥
কৌতুকে রাবণরাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব-দানবের কন্যা লয়ে বাস করে ॥
লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগন।
ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ ॥
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর ॥
ত্রিশকোটি রাক্ষসে নিদ্রার দ্বার রাখে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় অতি মনোসুখে ॥
চারি চারি ক্রোশ জুড়ে ঘরের দুয়ার।
রতন-পালঙ্কে শুয়ে বীর অবতার ॥
শূন্য হতে দৃষ্ট হয় অর্দ্ধ কলেবর।
কুম্ভকর্ণে দেখে কাঁপে যতেক অমর ॥

কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সকলে তাহা জানে ॥
সেইদিন সকলেতে সাবধানে ফিরে।
দেবগণ কম্পমান অমর-নগরে ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে।
দেখিয়া ত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে ॥
বিধি-বরে দশানন কারে নাহি মানে।
দেব-দানবেরে সবে ধরে ধরে আনে ॥
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়া।
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ॥
মুনি ঋষি দেবতায় হিংসা করি ফিরে।
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণের ডরে ॥
শুনিল কুবের রাবণের সব কর্ম্ম।
দূত পাঠইয়া দিল জানাইতে ধর্ম্ম ॥
কুবেরের দূত রাবণে নোঙায় মাথা।
জোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা ॥
দূত বলে, মহারাজ তব হিত চাই।
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই ॥
বিশ্বশ্রবা-পুত্র তুমি কুলে অবতার।
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার ॥
দেবতার হিংসা কর, দেবগণে দুঃখী।
ঋষি-তপস্বীর হিংসা কোন্ শাস্ত্রে লিখি ॥
দেবতা-ঋষির কোপে বিপরীত ঘটে।
সাধুজনে হিংসা করি পড়ে ত সঙ্কটে ॥
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর।
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর ॥
করিলেন উগ্রতপ মলয়-শিখরে।
সর্ব্বদা বিরাজে তথা পার্ব্বতী-শঙ্করে ॥
ছলরূপে ভ্রমে কেহ চিনিতে না পারে।
দুজনে করেন বাস মলয়া-শিখরে ॥
বিশ্রম্ভ-আলাপেতে ছিলেন দুইজনে।
কুবের চাহিয়াছিল বামচক্ষু-কোণে ॥
কুপিলেন ভবানী কুবের-দরশনে।
কুবেরের বামচক্ষু পুড়ে সেই ক্ষণে ॥
এক চক্ষু পুড়ে গেল শুন লঙ্কেশ্বর।
এক চক্ষে তপ করে সহস্র বৎসর ॥
তথাপি না ঘুচিল দেবীর কোপানল।
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিঙ্গল ॥
দেবতার শাপ কভু না হয় খণ্ডন।
দেবতাগণেরে হিংসা কর কি কারণ ॥
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই।
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥
এত যদি কহে দূত রাবণ-গোচরে।
শুনিয়া রাবণরাজা কুপিল অন্তরে ॥
আমারে পাঠায় দূত, আপনা না জানে।
তোরে কাটি আজি তারে বধিব জীবনে ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বলে তারে এতদিন সহি।
নিকট মরণ তার শুন তোরে কহি ॥
কোন্ অহঙ্কারে এত কহিল কুকথা।
হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা ॥
দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে।
দিগ্বিজয় করিতে সাজিল লঙ্কেশ্বরে ॥
ত্রিভুবন জিনিতে সাজিল দশানন।
রাবণের সাজনে কাঁপিল দেবগণ ॥
শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি ॥
শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি আর ঝগড়া।
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজা ঘোড়া ॥
তিন কোটি বৃন্দ রথ করিল সাজন।
মাণিকের চাকা রথ সোনার গঠন ॥
রাহুত মাহুত হস্তী সাজিল অপার।
আছুক অন্যের কাজ দেবে চমৎকার ॥
সেনাপতিগণ নড়ে বড় বড় বীর।
যার বাণ-আঘাতে পর্ব্বত হয় চির ॥

অকম্পন প্রহস্ত চলে ষট, নিষট।
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
ধূম্রাক্ষ ভাস্কর আদি তপন পনস।
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস ॥
মারীচ রাক্ষস চলে নানা মায়া ধরে।
যত যত বীর ছিল লঙ্কার ভিতরে ॥
রক্ষ মহাপাত্র চলে খর ও দূষণ।
বাঁকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোরদরশন ॥
শুক সারণ শার্দ্দূল চলিল জাম্বুমালী।
বজ্রদন্ত বিদ্যুৎজিহ্ব বলে মহাবলী ॥
মহাপাশ মহোদর দুই সহোদর।
মকরাক্ষ চলিল সে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ত্রিভুবন জিনিতে রাবণরাজা সাজে।
ঢাক ঢোল আদি করি নানা বাদ্য বাজে ॥
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন ॥
খাণ্ডা খরশান টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর ॥
নানা আভরণ পরে' দশানন সাজে
নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন-মাঝে ॥
সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার।
কৈলাসপর্ব্বতে উঠি করে মার মার ॥
দূত গিয়া কহিল কুবের-বরাবর।
যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর ॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে কুবের পাঠাইল রোষে।
লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে ॥
রাক্ষস বরিষে বাণ যক্ষের উপরে।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গরে ॥
পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে।
রাবণের রণ কেহ সহিতে না পারে ॥
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ।
পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ ॥
যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিতে কুবের তারে দিলা অনুমতি ॥
বিষ্ণুচক্র সমান তাহার চক্রে ধার।
রাক্ষস-উপরে করে বাণ-অবতার ॥
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর।
রুষিল রাবণরাজা লঙ্কার ঈশ্বর ॥
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ ॥
পলাইয়া যায় সে আওয়াসের গড়ে।
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে ॥
রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প ॥
দ্বারপালরূপে সূর্য্য আছেন দুয়ারে।
রাখিলা কপাট দিয়া রাবণের ডরে ॥
কুপিল রাবণরাজা বলে মহাবলী।
বাড়ীর ভিতরে যায় করে ঠেলাঠেলি ॥
পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে।
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে ॥
রক্তে রাঙ্গা হয়ে পড়ে রাজা দশানন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ ॥
সে পাথর তুলে রাবণ দ্বারপালে হানে।
পড়িল যে দ্বারপাল পাথর-চাপনে ॥
দ্বারপাল অচেতন কুবের চিন্তিত।
মণিভদ্র সেনাপতি ডাকিল ত্বরিত ॥
মণিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতি ॥
বাছিয়া কটক কর সত্বরে সাজন।
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ
দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি।
চব্বিশ কোটি সেনা যে তাহার সংহতি ॥
লইয়া বিকট সৈন্য মণিভদ্র নড়ে।
গর্জ্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে ॥

মণিভদ্র এসে করে বাণ বরিষণ।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ ॥
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান।
যক্ষের কটক বিন্ধি করে খান খান ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে।
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারি সহিতে ॥
উভরড়ে পলাইল আউদর-চুলী।
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী ॥
মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস পায় ডর।
দেখিয়া রুষিল তাহা লঙ্কার ঈশ্বর ॥
মণিভদ্র দশানন দুইজনে রণ।
গদা হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ ॥
পর্ব্বত যোজন দশ আনে বায়ুভরে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত হানে রাবণের শিরে ॥
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া আকাশে।
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে ॥
মণিভদ্র-মুখ দেখি রুষিল রাবণ ॥
কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন ॥
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে।
কুবেরের ভগ্নদূত কহে ঊর্দ্ধশ্বাসে ॥

রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ

মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত।
আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥
ডাক দিয়া বলে শুন ভাই রে রাবণ।
আমার সহিত তব যুদ্ধ কি কারণ ॥
মণিভদ্রে পাঠালাম বুঝিবার তরে।
কুড়ি হাতে চাপি তুমি ধরিলে তাহারে ॥
অপার্য্য-পক্ষেতে আমি এসেছি যুদ্ধেতে।
বধিতে নারিবে আর চেপে কুড়ি হাতে ॥
করেছ অনেক তপ অস্থিচর্ম্ম সার।
নারিলে অমর হতে কোন অহঙ্কার ॥
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে।
কুকর্ম্ম করিয়া ভাই পড়িবা প্রমাদে ॥
যথা তথা যুদ্ধ কর, অবশ্য মরণ।
মৃত্যুকালে মনে করো আমার বচন ॥
অমর হয়েছি, কিসে লইবে পরান।
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান ॥
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে।
রাবণের পাত্রমিত্র সবে পড়ে লাজে ॥
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে ॥
'ছি ছি' বলি কুবের দিলেক টিট্‌কারী।
এই মুখে যাবে ভাই স্বর্ণলঙ্কাপুরী ॥
দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর ॥
ঘায়ে জরজর হয় কুবেরের বাণে।
কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে ॥
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
মায়া-রূপে করে কুবেরের সনে রণ ॥
শার্দ্দুল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে।
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চিরে ॥
মেঘ হৈয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপরে।
ঝঞ্চনা পড়য়ে যেন গদার প্রহারে ॥
শেল শূল মারে কেহ গজের গর্জ্জনে।
কুবের প্রহার করে রাজা দশাননে ॥
রক্তে রক্তে কুবের পড়িল ভূমিতলে।
উপাড়িলে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে ॥
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অনুচরে।
ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতরে ॥
কুবেরের ভাণ্ডার লুটিল দশানন।
বিশেষ পুষ্পকরথ আর অন্য ধন ॥
প্রবেশিল রাবণ তাহার অন্তঃপুরী।
দেখিয়া পলায় সবে যত ছিল নারী ॥

কুবেরের অন্তঃপুরে পড়ে হাহাকার।
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার॥
কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী।
মহাদেব সহ সম্ভাষিতে ত্বরা করি॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থান স্বর্ণ শরবন।
ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ॥
বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার।
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সার॥
মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কানে।
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে॥
সারথি চালায় রথ, রথ নাহি নড়ে।
দেখিতে দেখিতে শিবরথ আসি পড়ে॥
না চালাও রথ এই কৈলাসশিখর।
গৌরী-সঙ্গে তথায় রহেন মহেশ্বর॥
হেথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব নাহি আসে।
এ পর্ব্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
রথ হৈতে নামিয়া আইলা শিবস্থানে॥
নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে।
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে॥
বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর।
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর॥
নন্দী বলে, আমি শঙ্করের দ্বারপাল।
আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরাল॥
দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এ বানর তোমার করিবে সর্ব্বনাশ॥
দুরাচার তোরে মারি কোন্ প্রয়োজন।
নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন॥
রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কানে।
কুড়ি হাতে সাপটিয়া সে কৈলাসে টানে॥
কৈলাসে ধরিয়া দশানন দিল নাড়া।
সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া॥
টলমল করে গিরি দেব কাঁপে ডরে।
পর্ব্বতনিবাসী গেল ধূর্জ্জটির আড়ে॥
সবে বলে, মহাদেব কর পরিত্রাণ।
কোন্ বীর আসিয়া পর্ব্বতে দিল টান॥
রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসি কৃত্তিবাস।
বাম চরণের নখে চাপেন কৈলাস॥
ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চীৎকার।
শিবের নিকটে কি তাহার অহঙ্কার॥
হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জ্জটির বরে।
সেই রথে চড়িয়া রাবণ জয় করে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
গাইলা উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণে॥

—

বেদবতীর উপাখ্যান

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ মুনি কহ করিয়া প্রকাশ॥
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ-কথন॥
অগস্ত্য বলেন, রাম কর অবধান।
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান॥
বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা।
তপস্যা করেন বনে হিমাংশুবদনা॥
পবিত্র আকৃতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধসত্ত্বা শুদ্ধমতি সূর্য্যসম দ্যুতি॥
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত॥
অতিথি-আচারে কন্যা দিলেন আসন।
দুরাচার দশানন জিজ্ঞাসে তখন॥
কে তুমি কাহার কন্যা কাহার কামিনী।
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী॥
কন্যা বলে, মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যেহেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর॥

কুশধ্বজ পিতা, পতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী ॥
পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেইক্ষণে।
জন্মিলাম সে ইক্ষণে তাঁহার বদনে ॥
বেদপাঠে জন্ম তাই নাম বেদবতী।
পিতার অধিক স্নেহ হৈল আমা প্রতি ॥
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ ॥
অতএব বিষ্ণুসহ বিবাহ আমার।
দিবেন এ বা ছিল একান্ত পিতার ॥
ইতিমধ্যে শুম্ভহস্তে মরিলেন পিতা।
তাঁহার মরণে মাতা হন অনুমৃতা ॥
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কতদিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হৈতে নামিয়া কহিছে মৃদুভাষে ॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপগুণ তুমি ধর।
সুন্দরি গো হেন বর কেন বাঞ্ছা কর ॥
কুটিল সে কাল রূপ কোথা নারায়ণ।
নাগাল পাইলে তার বধিব জীবন ॥
কন্যা বলে, হেন বাক্য না আন বদনে।
কৃষ্ণবিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট জাতুধান।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান ॥
কন্যা বলে প্রবেশিব জ্বলন্ত আগুনে।
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হলি পাপকারী।
অল্পপ্রাণী নারী হই, কি করিতে পারি ॥
তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি।
বিফল হইবে এত তপস্যা আমারি ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল আনিয়া কাষ্ঠরাশি।
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥
অগ্নিকে প্রার্থনা করে করি বহু সেবা
শ্রেষ্ঠকুলে জন্মি যেন অদেহসম্ভবা ॥
নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম-জন্মান্তরে।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে ॥
রাবণ লাগিয়া মরি সর্ব্বলোকে দুঃখী।
মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী ॥
প্রবেশ করিল কন্যা মহাবৈশ্বানরে।
পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে ॥
জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা।
পতিব্রতা অবতীর্ণা সেই শুভান্বিতা ॥
পতিব্রতা-শাপ কভু অন্যথা না হয়।
সীতা লাগি হইল রাবণ-আদি ক্ষয় ॥
ত্রেতাযুগে রঘুনাথ তুমি তার পতি।
অদেহসম্ভবা সীতা সেই বেদবতী ॥
অহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে।
অধর্ম্মী হইলে সুখ নাহি কোন কাজে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

—

মরুত্ত-যজ্ঞ-বৃত্তান্ত

অতঃপর দুরাত্মা রাবণ কোথা ধায়।
কহ শুনি মুনিবর পুরাণ-গাথায় ॥
অগস্ত্য বলেন, কারে রাবণ না মানে।
শাপ গালি দেয় যত কিছু নাহি শুনে ॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
দশানন জিনিল সবারে বাহুবলে ॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহা ধনী।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি ॥
যজ্ঞভাগ লইতে আইল দেবগণ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ ॥
ত্রাস পায় দেবগণ রাবণেরে দেখি।
সর্প যথা নতশির দেখে তার্ক্ষ্যপাখী ॥

না দেখি উপায় কোন যত দেবগণ।
পক্ষিরূপ হইয়া হইল অদর্শন॥
ইন্দ্র হন ময়ূর, কুবের কাঁকলাস।
যম কাকরূপ হন, বরুণ সে হাঁস॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাসুখে।
রণ দেহ বলিয়া রাবণ তারে ডাকে॥
মরুত্ত বলেন, আমি তোমারে না চিনি।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি॥
দশানন বলে আমি ভুবনে বিদিত।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত॥
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী।
লইলাম তাহার কনক-লঙ্কাপুরী॥
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে।
শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নিহেন জ্বলে॥
জ্যেষ্ঠের হরিল মান কহিছে আপনি।
হেন কথা লোকমুখে কখনো না শুনি॥
ধার্ম্মিকের অপমান অধার্ম্মিকে করে।
ধার্ম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ভয়।
মানুষের হাতে আজি যাবি যমালয়॥
অস্ত্র লয়ে রাজা যায় যুঝিবার মনে।
হাত প্রসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে॥
মহেশের যজ্ঞে রাজা অনুচিত কোপ।
আপনি হইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ॥
যজ্ঞপূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ।
পরাজয় মান রাজা, হউক সন্তোষ॥
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর।
কহিল পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর॥
পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞস্থানে।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে॥
দশ-বিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে।
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দূরে॥
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল।
দেবগণ পক্ষী হতে বাহির হইল॥
পক্ষী হতে দেবতা পাইল পরিত্রাণ।
পক্ষীগণে দেবগণ করেন কল্যাণ॥
ইন্দ্র বলে, ময়ূর তোমারে দিনু বর।
হউক সহস্র চক্ষু লেজের উপর॥
পুর্ব্বেতে ময়ুর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্রবরে সহস্র চক্ষু হৈল তাহার॥
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ত্তন॥
বর কাঁকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর।
স্বর্ণবর্ণ তোমার হউক কলেবর॥
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে।
স্বর্ণবর্ণ হইল, মুকুট ধরে মুণ্ডে॥
বরুণ বলেন, হংস দিলাম এ বর।
চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর॥
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি।
তোমার চরিতে জলে হইবে পিরীতি॥
যম বলে, কাক, আমি দিলাম এ বর।
তোমার নাহিক রবে মরণের ডর॥
রোগপীড়া তোমার না হইবে সংসারে।
তব মৃত্যু হয় যদি মনুষ্যেতে মারে॥
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার॥
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার।
বর দিয়া দেবগণ গেল স্বর্গদ্বার॥
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সংসারে বিদিত।
রচিলা উত্তরাকাণ্ড কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

—

রাবণের অনরণ্য রাজার সহিত যুদ্ধ

মরুত্তের যজ্ঞ-কথা অতি চমৎকার।
তাহাতে সোনার পাত্র পর্ব্বত-আকার॥

স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জি নিত্য করেন বর্জ্জন।
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন॥
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন।
মরুত্ত-সমান আর নাহি কোন জন॥
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে।
এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥
মরুত্ত জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ-কথন॥
মুনি বলে, যদি শুনে বীর তথা আছে।
তখনি রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে॥
গিয়া কহে, আমারে সত্বরে দেহ রণ।
পরাজয় মানিলে না মানে দশানন॥
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার।
রাবণের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার॥
পুরন্দর নিজ মুখে মানে পরাজয়।
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয়॥
এরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবীমণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় 'জয় জয়' বলে॥
অনরণ্য রাজা ছিল রাজা অযোধ্যায়।
বার্ত্তা পায়ে দশানন তাঁর কাছে যায়॥
তব পূর্ব্বপুরুষ সে অনরণ্য নাম।
রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম॥
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য।
রণ দেহ আমারে না চাহি কিছু অন্য॥
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার।
কটকের মিশামিশি হৈল মার মার॥
প্রাচীন বয়সে রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে।
ভ্রূদ্বয় তুলিয়া বান্ধি' রাজা সব দেখে॥
বহুকালজীবী রাজা পৃথিবী-ভিতর।
রাজার বয়স বাইশ হাজার বৎসর॥
আইল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া কত।
অস্ত্রশস্ত্র আনিল যাহার ছিল যত॥
সৈন্য দুই কটক রাজার মহাবল।
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল॥
অনরণ্য রাজা করে বাণ বরিষণ।
রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন॥
সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাবণ ফাঁফর।
অনরণ্য সহ যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ।
বুড়া রাজা সমরে হইল অচেতন॥
আপনা সারিয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে জর্জ্জরদেহ হইল রাবণ॥
রাবণের গা বহিয়া রক্তধারা ঝরে।
যেমন গঙ্গার ধারা পর্ব্বতশিখরে॥
কেহ না জিনিতে পারে, নাহি পায় আশ।
উভয়ে বরিষে বাণ নাহি ফেলে শ্বাস॥
দশানন বাণ এড়ে, শূন্য হৈল তূণ।
তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ॥
আর বাণ যাবৎ না জোগায় সারথি।
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি॥
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড়।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়॥
মৃত্যুকালে বুড়া রাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট॥
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জানে রণ।
আমার সহিত যুদ্ধ অবশ্য মরণ॥
জগৎ জিনিয়া ভ্রমি আপনার তেজে।
অবশ্য মরণ যে আমার সনে যুঝে॥
গর্ব্ব করে বলে রাজা মরণের কালে।
শাপ বর দিব যারে ততক্ষণে ফলে॥
অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার।
কভু হারি কভু জিনি রণ-ব্যবহার॥

বহু যুদ্ধ করি তুষিলাম দেবগণে।
নানা রত্ন দানেতে পূজিলাম ব্রাহ্মণে ॥
রাজা হয়ে করিলাম প্রজার পালন।
তিন লক্ষ দ্বিজে নিত্য করানু ভোজন ॥
এসব আমার পুণ্য জান সব ভালে।
তোরে যে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে ॥
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর।
দিগ্বিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর ॥
তব পূর্ব্বপুরুষেরে জিনিল যে রণে।
সে রাবণ পড়িল শ্রীরাম তব বাণে ॥
পূর্ব্ব-কথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস।
গাইল উত্তরাকাণ্ড গীতি কৃত্তিবাস ॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ

শ্রীরাম বলেন বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল।
তেকারণে হয়েছিল রাবণ প্রবল ॥
বীরশূন্যা পৃথিবী ছিলেন সে সময়।
তেঁই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয় ॥
সেকালের রাজা ব্রহ্ম-অস্ত্র নাহি জানে।
রাবণের পরাজয় নহে তেকারণে ॥
মুনি বলে দশানন নানা মায়া ধরে।
রাক্ষস করিলে মায়া কোন্ জন তরে ॥
মায়া-রণ দেখা-রণ অনেক অন্তর।
তেকারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর ॥
মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তাঁর ঠাঁই রাবণ সে পায় অপমান ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
সে সহস্র হাত ধরে, জন্ম বিষ্ণু-অংশে ॥
নানা বুদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজ্য রাখে।
যাঁর নামে হারাধন আসিত সম্মুখে ॥
মাহিষ্মতীনগরে তাঁহার ছিল ঘর।
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কি করিল পলায়ন ॥
রাক্ষস কটক চাপ অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন রাজার কাছে কার নাহি ডর ॥
লোকে বলে, কিবা চাহ তুমি এই স্থলে।
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে ॥
নর্ম্মদায় যায় বীর অর্জ্জুন-উদ্দেশে।
পথে যেতে বিন্ধ্যগিরি দেখিল হরিষে ॥
নানা ফুল ফল দেখি অতি মনোহর।
নানা পক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর ॥
নৃত্য করে ময়ূর, ঝঙ্কারে মধুকর।
নানা হংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর ॥
দানব গন্ধর্ব্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর।
আনন্দিত মনে ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে।
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্ব্বত-উপরে ॥
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ত্রাসে।
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে ॥
নির্ম্মল নদীর জল পর্ব্বতেতে বয়।
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয় ॥
বিন্ধ্যগিরি এড়ি গেল নর্ম্মদার কূলে।
জলকেলি করে তথা কেশরী-শার্দ্দূলে ॥
সহ শুক সারণ প্রভৃতি পরিজন।
রথ হৈতে সেইখানে উঠিল রাবণ ॥
মধ্যাহ্নকালের রৌদ্রে তাপিত পৃথিবী।
রাবণে দেখিয়া অতি খর হৈল রবি ॥
দুই কূলে বালি সে স্ফটিক হেন দেখি।
বহু জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী ॥
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল।
ধীরে ধীরে বায়ু বহে অতি সুকোমল ॥
সৈন্যসঙ্গে উঠিয়া রাবণ যায় জলে।
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে ॥

সাঁতারে রাবণরাজা নর্ম্মদার জলে।
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেন কূলে॥
দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা।
নানা উপহারেতে রাবণ করে পূজা॥
স্বর্ণ শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চন-মেখলা।
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চ্চনবেলা॥
শত সুবর্ণের পাত্র লাগে পূজা-সাজে।
শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে॥
করাইল শিবলিঙ্গ স্নান সেই জলে।
কলস করিয়া গন্ধ তদুপরি ঢালে॥
মন্ত্রজপ করিল লইয়া জপমালা।
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চ্চন বেলা॥
কুড়ি হাত পসারিয়া নাচে রঙ্গে ভঙ্গে।
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে॥
এদিকে অর্জ্জুন রাজা হয়ে হৃষ্টমতি।
জলক্রীড়া করে তথা হরষিত অতি॥
পসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল।
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল॥
ছিল যে কাঁকালি জল হইল পাথার।
শত শত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার॥
হাত সম্বরিয়া রাজা এড়ি দিল পানী।
আকুল হইয়া ডাকে যতেক রমণী॥
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে॥
তাহার উপর হাত দেয় কাতে কাতে।
সে জল উজান বহে কূল ভাঙ্গে স্রোতে॥
শিবপূজা করিছে রাবণ সেই কূলে।
স্রোতে তার ফল ফুল ভাসাইল জলে॥
রাবণ আপনি গায় আপনি সে নাচে।
বার্ত্তা জানিবারে শুক সারণেরে পুছে॥
না ডাকে রাবণ মৌন হাতে তুড়ি দিল।
বৃত্তান্ত জানিতে শুক সারণ চলিল॥
নিষ্ঠা বার্ত্তা জানিয়া যে তাহারা জানায়।
তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চায়॥
সুন্দর অর্জ্জুন রাজা যেন দেবপতি।
জলক্রীড়া করে তথা হৈয়া হৃষ্টমতি॥
নদীতে সহস্র হস্ত পসারে দীঘল।
সহস্র হস্তেতে তার বদ্ধ রাখে জল॥
উর্দ্ধদিকে উথলিয়া উঠি সেই জল।
ভাটা জল উজান বয় সে অপূর্ব্ব কল॥
জাঙ্গাল সহস্র হাতে বান্ধি রাখে নদী।
তেকারণে ভাসিতেছে ফল ফুল আদি॥
যে কার্ত্তবীর্য্যের হেতু হেথা আগমন।
নর্ম্মদার জলে তাঁরে কর দরশন॥
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পা'য়ে চলে দশানন।
দুইক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন সহস্র-করে করে জলখেলা।
সহস্র সহস্র তাঁরে বেষ্টিত মহিলা॥
তাঁহার পাত্রের স্থানে কহিছে রাবণ।
অর্জ্জুনেরে কহ গিয়া মম আগমন॥
নদী-জলে তোর রাজা সুখে করে স্নান।
বল গিয়া রাজারে, রাবণ রণ চান॥
এত যদি রাবণ পাত্রের প্রতি বলে।
কুপিল সে রাজপাত্র রাবণের বোলে॥
রাজা আর রাণীগণ সুখে স্নান করে।
এ সময় কোন্ জন বলে যুঝিবারে॥
রণের সময় না জানিস্ নিশাচর।
অর্জ্জুনের হাতে আজি যাবি যমঘর॥
রাণীসহ রাজা করে হাস্য-পরিহাস।
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ॥
কুড়িখান হাতে তোর এত অহঙ্কার।
সহস্র হস্তেতে কার্ত্তবীর্য্য অবতার॥
বীর হেন দেখিস কি তুই আপনারে।
করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে॥

অর্জ্জুন পাইলে তোরে মারিবে আছাড়।
দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড়॥
দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াস্ যেন সর্প।
তেঁই সে কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প॥
অর্জ্জুন-রাজার কাছে কর অহঙ্কার।
মানুষ হইয়া তিনি দেব অবতার॥
জন্মিলি রাক্ষসকুলে নানা মায়াধর।
হের দেখ রাজা মম মায়ার সাগর॥
আকাশে থাকিয়া যুঝে কভু নাহি দেখি।
মেঘরূপে জল বর্ষে উড়িলে সে পাখী॥
সোজা প্রতি সোজা হন বাঁকা প্রতি বাঁকা।
পড়িলে তাঁহার ঠাঁই তবে যায় দেখা॥
অর্জ্জুনেরে না পারিবি এলি মরিবারে।
প্রাণ রক্ষা কর গিয়া ঝাট যাহ ঘরে॥
আমার সমরে যদি পাবি অব্যাহতি।
তবে গিয়া ঘাঁটাইবি অর্জ্জুন নৃপতি॥
কুপিল রাবণরাজা মহাভয়ঙ্কর।
রাক্ষস-মানুষে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর॥
সারণ মারীচ শুক রক্ষ মহাবীর।
রাক্ষসের মায়া-রণে নর নহে স্থির॥
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ-সৈন্য নড়ে।
অর্জ্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে॥
মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ।
অগ্নি হেন কোপে জ্বলে শুনিয়া রাজন॥
যুঝিবারে অর্জ্জুন চলিল মহাবীর।
ভয়ে রাজনিতম্বিনী কেহ নহে স্থির॥
স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর।
সবাকে অভয়দানে রাজা করে স্থির॥
পাত্রসহ অন্তঃপুরে পাঠায়ে স্ত্রীগণ।
স্বর্ণগদা হাতে করি ধাইল অর্জ্জুন॥
গভীর গর্জ্জনে আসে পর্ব্বত-আকার।
গদা হাতে রাক্ষসেরে করে মার মার॥
দুর্জ্জয়-শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর।
তিন শত যোজন জুড়িল পরিসর॥
ছয় শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।
সহস্র হস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর॥
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের শিরে মারে লোহার মুদ্গর॥
পড়িল ঝঞ্ঝনা হেন মুষল চিকুর।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চূর॥
অর্জ্জুন সহস্র হাতে গদা এক চাপে।
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে॥
মোহ গেল প্রহস্ত সে অতীব কাতর।
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লঙ্কেশ্বর॥
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস-রাবণ।
সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জ্জুন-রাজন॥
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠনঠনি।
ত্রিভুবনে জলস্থল কম্পিতা মেদিনী॥
উভয় হস্তীর যুদ্ধ দন্তে হানাহানি।
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি॥
সিংহ রণে সিংহনাদ ছাড়য়ে যেমতি।
দুই বীর সিংহনাদ করিলা তেমতি॥
উভয়ে বরিষে বাণ দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন
দেবতা অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ॥
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর।
অর্জ্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হৈল চূর॥
ধরিল দুর্জ্জয় গদা অর্জ্জুন-নৃপতি।
রাবণের বুকেতে মারিল শীঘ্রগতি॥
মোহ গেল রাবণ সে গদার আঘাতে।
এড়িয়া ধনুকবাণ লাগিল কাঁপিতে॥
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে।
গরুড় ছুঁইয়া যেন নিল অজগরে॥

ধরিয়া সহস্র হাতে থোয় কক্ষতলি।
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি॥
বান্ধিলা সহস্র হস্তে তার কুড়ি হাত।
রাবণ ভাবিছে এ কি হইল উৎপাত॥
'সাধু সাধু' আকাশে ডাকিছে দেবগণ।
অর্জ্জুন-উপরে করে পুষ্প-বরিষণ॥
হস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলিল চারিভিতে।
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে॥
কত হাতে ধরিয়া রাখিছে দশাননে।
কত হাতে খেদাড়িছে নিশাচরগণে॥
মারীচ দূষণ খর প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস-সকল॥
রাক্ষসের স্তবেতে অর্জ্জুন রাজা হাসে।
কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিলা আবাসে॥
অর্জ্জুন হইয়া রাজা পদব্রজে যায়।
রাবণের দুর্দ্দশা দেখিতে সবে পায়॥
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়ে বলে দেবগণে।
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে॥
অর্জ্জুনেরে দেবগণ করেন বাখান।
তোমার প্রসাদে আজি পাইলাম ত্রাণ॥
কুতূহলে দেবগণ করে হুলাহুলি।
রাবণেরে লয়ে পুরে সান্ধাইল বলী॥
বন্দীশালে নিয়ে ফেলে মড়ার আকার।
রাবণের টুটিল যে সব অহঙ্কার॥
কুড়ি হাতে ফুঁড়িলেন তার দশ গলা।
দৃঢ় বান্ধিলেক দিয়া লোহার শৃঙ্খলা॥
বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর।
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর॥
পাথর তুলিয়া দিল সত্তর যোজন।
পাশ উলটিতে নারে দুরন্ত রাবণ॥
রাবণেরে বন্ধ করি রাখে কারাগারে।
অর্জ্জুন বিশ্রামি যায় নিজ অন্তঃপুরে॥
অর্জ্জুনের নামে হয় পাপ-বিমোচন।
অর্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন॥
বিষ্ণু-অবতার রাজা বলে মহাবলী।
কৃত্তিবাস রচেন অর্জ্জুন-জলকেলি॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কারাগার হইতে রাবণের মুক্তি

দশাস্যকে বন্দী করি রাখিলা অর্জ্জুন।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ॥
পুলস্ত্য সে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে।
শুনিয়া নাতির বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে আসে॥
দশ দিক আলো করে মুনির কিরণ।
অর্জ্জুনের ঘরে আসি দিলা দরশন॥
পাত্র মিত্র সহ রাজা আইলা সত্বরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া সে মুনিরে পূজা করে॥
সহস্র হস্তেতে পঞ্চাশৎ পুটাঞ্জলি।
ভূমেতে পড়িয়া রাজা করে কুতূহলী॥
ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন।
কি আছে আমার কাছে প্রভু প্রয়োজন॥
আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল।
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জ্বল॥
দেবগণ বন্দে গিয়া যাহার চরণ।
আমার আলয়ে আজি তাঁর আগমন॥
পুত্র পৌত্র আছে প্রভু তোমা-বিদ্যমান।
কি কার্য্য করিব মুনি কর সম্বিধান॥
মুনি বলে শুন তব সফল জীবন।
তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কোন্ জন॥
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবনে।
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে॥

রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি।
নাতি-দান দিলে তবে পাই অব্যাহতি ॥
রাখিয়াছ বন্ধ করি শুনি বন্দীশালে।
হস্ত-পদ বদ্ধ নাকি লোহার শিকলে ॥
আমার গৌরব রাখ, করহ সম্মান।
আমারে করিয়া ক্ষমা দেহ নাতি-দান ॥
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
পাত্রেরে বলিল, ঝাট আনহ রাবণ ॥
দুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড়।
খসাইল রাবণের গলার নিগড় ॥
কুড়ি হাত রাবণের বদ্ধ জোড়ে জোড়ে।
রাজার আজ্ঞায় সে সমস্ত বন্ধ কাড়ে ॥
খসাইল পায়ের দাঁড়াকু দৃঢ়তর।
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর ॥
কুড়ি হাত জুড়িয়া বান্ধিয়াছিল চামে।
করিল বন্ধন-মুক্ত সে-সকল ক্রমে ॥
রাবণে আনিয়া দিল মুনি-বিদ্যমানে।
মাথা তুলি না চাহে রাবণ অপমানে ॥
স্নান করাইয়া পরাইল দিব্য বাস।
দিব্য অলঙ্কার দিল মাণিক প্রকাশ ॥
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প দিল বিভূষণ।
পুলস্ত্যমুনির করে করে সমর্পণ ॥
মুনির বচনে তথা ধর্ম্ম-অগ্নি জ্বালি।
অর্জ্জুনে-রাবণে করাইলেন মিতালি ॥
পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে, দশানন লঙ্কা।
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা ॥
বলেন অগস্ত্য মুনি, দেখ রঘুবর।
অর্জ্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর ॥
আপনি দিলেন বর তাঁরে নারায়ণ।
অর্জ্জুন স্বরূপ আমি তোমার নন্দন ॥
তোমার অর্জ্জুন যে সহস্র হাত ধরে।
হেন অর্জ্জুনেরে কেহ জিনিতে না পারে ॥
বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকা চুরি।
রাজ্যেতে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী ॥
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুন-স্মরণে।
চন্দ্রবংশে রাজা নাই তাঁর সম গুণে ॥
চরাচরে মহাবীর বিষ্ণু অংশধর।
সে অর্জ্জুন রাজারে মারেন ভৃগুবর ॥
অনিত্য শরীর নিত্য বলি মান বৃথা।
অর্জ্জুনের এই দশা অন্যে কিবা কথা ॥
অর্জ্জুনের কীর্ত্তিতে আবৃত এ সংসার।
কৃত্তিবাস রচেন অর্জ্জুন-অবতার ॥

বালি-রাবণের যুদ্ধ

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন।
কহ কহ শুনি প্রভু অপূর্ব্ব কথন ॥
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধ-চিন্তা করে।
বালির নিকটে গেল কিষ্কিন্ধ্যানগরে ॥
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে, নাহি অবসাদ।
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ॥
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর ॥
লঙ্কার রাবণ আমি দশ মুণ্ড ধরি।
বালি সহ যুঝিবারে তেঁই বাঞ্ছা করি ॥
বলিল বানরগণ, ওরে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস্ আর ॥
হইলে বালির সনে তোর দরশন।
দশ মুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন ॥
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি।
হেথা দেখ তা-সবার হাড় রাশি রাশি ॥
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ সাগরে।
কিছুকাল থাক যদি যাবে যমঘরে ॥

মহাবলশালী বালি খ্যাত ত্রিভুবনে।
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে॥
বালির বিক্রম-কথা শুন নিশাচর।
দুর্জ্জয় সে বীর বালি বলের সাগর॥
প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ-উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়॥
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বতশিখর।
পুনঃ হাত পসারিয়া লুফে সে সত্বর॥
সপ্তদ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমিষেতে।
কি কব অন্যেরে, বায়ু না পারে ছুঁইতে॥
অমর হয়েছ কেন কর অহঙ্কার।
পড়িলে বালির হাতে যাবে যমদ্বার॥
কুপিল রাবণরাজা দুয়ারী-বচনে।
উত্তরিল গিয়া শীঘ্র সাগর দক্ষিণে॥
সুমেরু পর্ব্বত হেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের কিরণ যেন রাঙ্গা মুখ জ্বলে॥
সত্তরি-যোজন দেহ উভেতে দীঘল।
উচ্চ লেজ স্পর্শ করে গগনমণ্ডল॥
দূরে থাকি রাবণ নেহালে তথা বালি।
সজারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী॥
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ।
সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন॥
অকস্মাৎ বালিরাজা মেলিলা নয়ন।
দেখিলেক নিকটেতে আসে দশানন॥
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্রায়।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায়॥
বালি বলে, দশানন মরিবি নিশ্চয়।
মরিবার আশে এস, প্রাণে নাহি ভয়॥
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার।
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার॥
কেমনে সারিয়া যাবে ঘরে আপনার।
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর॥
মরিতে আইসে যেই তারে আমি মারি।
যে জন সমর চাহে সেই জন অরি॥
আমায় জিনিতে আস মরিবার আশে।
হেন সাধ কর বেটা পুনঃ যাব দেশে॥
নির্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বরে।
লেজে বান্ধি ডুবাইব চারিটা সাগরে॥
লেজেতে বান্ধিব আজি দুষ্ট দশাননে।
কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবনে॥
সর্প দরশনে যেন বিনতানন্দন।
রাবণেরে দেখি বালি করেন গর্জ্জন॥
পাছু দিয়া দশানন ধরিল কাঁকলি।
লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালি॥
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়॥
ফাঁফর রাক্ষসগণ চায় চারিভিতে।
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে॥
অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে।
রাক্ষস না পায় লাগ অবসাদে ভাগে॥
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারি শত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত॥
সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্ব্বলোকে হাসে॥
লেজের বন্ধন-হেতু রাবণ মূর্চ্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত॥
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতলি।
উত্তর-সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি॥
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগন।
লেজে বদ্ধ রাবণেরে দেখে সর্ব্বজন॥
রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্য করে।
পশ্চিম-সাগরে বালি গেল তার পরে॥
ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে॥

অকট বিকট করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে; বালি তো আকাশে ॥
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে।
রাবণে লইয়া বালি কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে ॥
দেশে গিয়া বালিরাজা রাবণেরে এড়ে।
হাসি বলে, কোথা থাকি আইলে এথারে ॥
রাবণ বলিছে, আমি বীরকে পরখি।
তোমা হেন বীর আমি কোথায় না দেখি ॥
বরুণ পবন আর তুমি যে বানর।
চারি জন দেখিলাম একই সোসর ॥
দেখাইলা সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত ॥
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে।
চারি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে ॥
বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি।
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি ॥
আজি হইতে তুমি মোর ভাই সহোদর।
মোর লঙ্কা তোমার সে ভোগের ভিতর ॥
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করি সাক্ষী।
উভয়ে উভয় প্রতি প্রীতিবন্ধ রাখি ॥
শ্রীরাম, সে উভয়ে পড়িল তব বাণে।
যে জানে তোমার তত্ত্ব সে-ই সব জানে ॥
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস।
গাইলা উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

—

যম-রাবণের যুদ্ধ

কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।
আর কিছু কহ ত পুরাণ ইতিহাস ॥
সেখানে হারিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব-কথন ॥
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ।
নারদের সনে পথে হৈল দরশন ॥
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন ॥
রাবণ ব্রহ্মার বর পায় বহু তপে।
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে ॥
লোক সব রোগ শোক জরায় পীড়িত।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ আনন্দিত ॥
অবশ্য মরণপথ কেহ নাহি দেখি।
বন্ধু-বান্ধবের শোকে সর্ব্ব লোকে দুখী ॥
যম-মুখে পড়িয়াছে সকল সংসার।
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার ॥
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়।
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয় ॥
বিষ্ণু দৈত্য মারি লোক করিলেন সুখী।
লোকের হিতার্থে সর্প খায় তার্ক্ষ্য পাখী ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন।
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ ॥
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস।
যম-হেতু লোক মরে লোকে উপহাস ॥
যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার।
রাবণ তাঁহার কথা করিল স্বীকার ॥
শুনিয়া মুনির কথা বলিছে রাবণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন ॥
আগে মর্ত্ত্য জিনিব তৎপরেতে পাতাল।
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্ট-লোকপাল ॥
ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটি।
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষে হবে ঘাটি ॥
মুনি বলে যদি যমে না কর দমন।
তবে ত রহিবে সর্ব্বলোকের মরণ ॥
কুড়িপাটি দশনে সে দশ মুখে হাসে।
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্র মাসে ॥
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে।
তোমার আজ্ঞায় যাব যম জিনিবারে ॥

মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে।
সে গেলে নারদ মুনি ভাবে মনে মনে ॥
হেন জন নহে যে যমের নহে বশ।
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস ॥
যত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর।
ভুবন-বৃত্তান্ত যত তাহার গোচর ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জ্জয় রাবণ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন ॥
উভয়ের কে জিনিবে জানিতে না পারি।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী ॥
অবিবাদে বিসম্বাদ ঘটায় নারদ।
নারদ যাহাতে যায় ঘটায় আপদ ॥
হইলে শনির দৃষ্টি পড়ে সর্ব্বলোকে।
রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে ॥
না যাইতে রাবণ মুনির আগুসার।
যেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার ॥
নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্ভ্রমে।
জিজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তিক্রমে ॥
ত্রিদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন।
আমার নিকটে তব কোন্ প্রয়োজন ॥
নারদ বলেন যম ছিলা নিরুদ্বেগে।
তোমা সহ যুঝিতে রাবণ আসে বেগে ॥
দণ্ড-হস্তে সমর করিও দণ্ডধর।
দেখিবারে আইলাম দোঁহার সমর ॥
নারদের বাক্যে যম চাহে বহু দূর।
রাক্ষস-কটক-চাপ দেখিল প্রচুর ॥
চড়িয়া পুষ্পক-রথে আইসে রাবণ।
বহু সৈন্য সান্ধাইল যমের ভুবন ॥
আগে থানা সান্ধাইল তার পূর্ব্বদ্বার।
দেখে তথা সর্ব্বলোকে ধর্ম্ম-অবতার ॥
দেবপিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ ॥
গোদান করিয়া যে তুষিয়াছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃত দুগ্ধে দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন ॥
দুঃখীকে দেখিয়া যে করয়ে অন্নদান।
সুবর্ণের থালে সে করয়ে সুধাপান ॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল।
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ-সকল ॥
ব্রাহ্মণেরে ভূমিদান করে যেই জন।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন ॥
অন্যকে তুষিল যে বলিয়া প্রিয়বাণী।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী ॥
যে করে অতিথি-সেবা দিয়া বাসঘর।
সোনার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর ॥
স্বর্ণ দান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে দেখিল রাবণ ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে ॥
যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্যাদান।
সবা হতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান ॥
যে বিষ্ণু-কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর।
তাহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে দিলেন আসন ॥
বৈকুণ্ঠে না যায় সেই যায় স্বর্গবাস।
দিব্য দেহ ধরি তারে দিলেন প্রকাশ ॥
চতুর্ভুজরূপে তারে সম্ভাষ করিল।
নানাবিধ বিধানেতে তাহারে তুষিল ॥
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে ॥
দেখিয়া লোকের সুখ রাজা সে লঙ্কার।
পূর্ব্বদ্বার এড়ি গেল পশ্চিম দুয়ার ॥
বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবণ ॥

রাবণ উত্তর দ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান লোক করে দরশন ॥
আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা।
পুত্র হেন পালিয়াছে যেবা নিজ প্রজা ॥
পরহিংসা পরদার না করে যে-জন।
মহামহৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম দুয়ার যে উত্তর।
তিন দ্বারে ভাগ্যবান দেখে ত বিস্তর ॥
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার ॥
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে ॥
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ-দুয়ারে।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে ॥
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর।
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর ॥
প্রবেশিল দক্ষিণ-দ্বারেতে দশানন।
প্রথম প্রহর তথা দেখিছে তখন ॥
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন।
যমদূত প্রহারিছে যাহার যেমন ॥
শরণ লইলে তার হরে যে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান ॥
বিপরীত রক্তেতে তালু তাহার শোষে।
পানীয় চাহিলে যমদূত মারে রোষে ॥
ব্রাহ্মণ-দেবের বস্তু হরে যেই জন।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন ॥
হাত-পা বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ॥
বুকে শূল মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে ॥
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন ॥
হাত-পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চামদড়ি।
তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ॥
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর।
বিষম প্রহার ভুঞ্জে সহস্র বৎসর ॥
পরধন যেই জন করিল ডাকা-চুরি।
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি ॥
পরহিংসা পরদ্বেষ করেছে যে জন।
তার প্রহারের কথা অকথ্য কথন ॥
মিথ্যা শাপ দেয় আর বলে মিথ্যাবাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী ॥
প্রতপ্ত সাঁড়াশি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ॥
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ ॥
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুষলে তাহারে মারে কারো রক্ষা নাই ॥
পরহিংসা করে, বলে অমৃত-বচন।
বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন ॥
অপাত্রেতে কন্যা দেয় আরো লয় কড়ি।
তাহার মাথায় দেখ মাংসের চুপড়ি ॥
মাংস লহ লহ বলি সদা ডাক ছাড়ে।
মাংসের রসানি তার বুক বয়ে পড়ে ॥
মিথ্যা সাক্ষ্য যেই দেয় সভা-মধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াশি ॥
তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ ॥
অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা।
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা ॥
একজন দান করে অন্যে হয় হাতা।
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাঁতা ॥
সীমা হরে যে জন পোড়ায় পর-ঘর।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর ॥

উভয়ের ন্যায়ে এক পক্ষে পক্ষপাতী।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাতী॥
বিজিতেরে জিনায় যে হইয়া সপক্ষ।
যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য॥
চুরি-ডাকা করে যে না করে লোকহিত।
যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত॥
লোকপীড়া দিয়া যে তুষিয়াছে ঈশ্বর।
পায় সে কুকুর-জন্ম সহস্র বৎসর॥
লোক রক্ষা করিয়া যে রাজা করে নাশ।
পাইয়া শৃগাল-জন্ম খায় মৃত-মাস॥
না চিন্তিয়া রাজহিত চিন্তে প্রজাহিত।
বিষম প্রহার করে তাহারে উচিত॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ॥
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার।
কর্ম্মভোগে ভুঞ্জে লোক না দেখি নিস্তার॥
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম লোপ হয় সেই দোষে॥
রাজা হয়ে প্রজা প্রতি না করে পালন।
পরলোকে নরক তাহার অখণ্ডন॥
পুত্রপালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা
কোটি-কল্প স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা॥
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ।
শুদ্ধমতি যে জন সে না করে পূজন॥
যেবা হরে দেবস্ব বা করে দুরাচার।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার॥
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য-উপর।
সেই ঘৃত উঠে তার নখের ভিতর॥
সে ঘৃত অন্নের তাপে উনাইয়া পড়ে।
অন্নসহ ঘৃত যায় শরীর-ভিতরে॥
শাস্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্য করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরের রাজা॥

এ সকল কথা শুনি লাগে চমৎকার।
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার॥
যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।
তার পিতৃলোকের যে যমের তাড়ন॥
বিঘত-প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে।
তথির উপরি ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে আগুন উথাল।
তথির উপরে ফেলে, যায় গার ছাল॥
অগ্নিমধ্যে সাঁড়াশি তাতায় ভালমতে।
তাহা দিয়া গাত্র-মাংস কাটে যমদূতে॥
ইত্যাদি নরক ভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মস্বের পাপে তার নাহিক নিস্তার॥
পরহিংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে।
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে॥
গলায় বঁড়শি দিয়া করে টানাটানি।
খণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি॥
ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটায় লয়।
গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়॥
যেই যত পরদার করেছে ভূলোকে।
সে-ই কুম্ভীপাকে পড়ি ডুবিছে নরকে॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে, যায় গার ছাল॥
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা।
রুষিয়া ডাঙ্গস মারে তায় লৌহ-কাঁটা॥
সর্ব্বাঙ্গ ছেদনেতে তাহার পচে মাংস।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলে খায় অংশ॥
হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে তুলি মারে লোহার বাড়ি॥
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে।
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রহারে॥
পদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে।
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে॥

নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে।
বিষ্ঠা খেয়ে পাপী লোক ফাঁফরিয়া মরে॥
গৃধিনী-শকুনি মাংস টানে চারি'ভতে।
উপাড়ে সাঁড়াশি দিয়া চক্ষু যমদূতে॥
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বায়।
লোহার মুদ্গর মারে অসহ্য সে দায়॥
পাপপুণ্যভাগী হয় যে ইন্দ্রিয়গণ।
বিষম প্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন॥
দেখিল রাবণ, পুরুষের যে যন্ত্রণা।
বাইশ গুণ ইহা হৈতে নারীর বেদনা॥
ছোট হোক, বড় হোক, যার যত পাপ।
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ॥
লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিতে।
বন্দী মুক্ত করে সে মারিয়া যমদূতে॥
শরাঘাতে রাবণ করিছে চূরমার।
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার॥
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সে মরি।
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ি॥
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে।
পাপ-দোষে আরবার পড়িছে নরকে॥
দশানন বলে, বন্দী করিনু উদ্ধার।
আরবার কেন তারে করিছে প্রহার॥
দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে।
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে॥
ইহলোকে রাবণ তুমি যত কর পাপ।
পরলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ॥
পরলোকে তব সনে হেথা হবে দেখা।
তখন তোমার সহ হবে লেখাজোখা॥
কুপিল রাবণরাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ যমদূতে হানে॥
যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে।
শেল জাঠি মুদ্গর ফেলিছে তদুপরে॥
যমদূত-সকল সহজে ভয়ঙ্কর।
রাবণের সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥
বড় বড় শালগাছ ফেলিছে পাথর।
ভাঙ্গিল রথের চাকা, রাবণ ফাঁফর॥
ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে তত জুটে নাহি অপচয়॥
নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ।
বিচক্ষণ শেলে রাবণ করিছে তাড়ন॥
তিতিল রাবণ-অঙ্গ আপন শোণিতে।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে॥
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর॥
নীল হরিতাল বাণ যমদূতে মারে।
মূর্চ্ছিত হৈয়া রাবণ রথ হৈতে পড়ে॥
ছটফট করিছে রাবণ বাণের জ্বালায়।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূত-পানে চায়॥
থাক থাক করি তারে গর্জ্জিছে রাবণ।
পাশুপত বাণ এরে রুষিয়া তখন॥
আলো করি আসে বাণ অগ্নি-অবতার।
যমদূত পুড়ে সব হইল সংহার॥
পুড়িয়া মরিল যমদূত অগ্নি-তেজে।
রাবণের রথোপরে জয়ঢাক বাজে॥
রথোপরে সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ।
বাহির হইল রথে রবির নন্দন॥
রাঙ্গামুখ রথখানা অষ্টঘোড়া বহে।
ত্বরিতে আসিয়া রাবণের আগে রহে॥
যে মূর্ত্তিতে যমরাজা পৃথিবী সংহারে।
সে মূর্ত্তিতে মহারাজা আইল সমরে॥
কালদণ্ড মহা-অস্ত্র যমের প্রধান।
বুঝিবার বেলা আসি হৈল অধিষ্ঠান॥
যমেরে কহিছে প্রভু কর আজ্ঞা-দান।
পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান॥

পরশনে কিবা কাজ দরশনে মরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারি লঙ্কেশ্বরে॥
যম বলে, মৃত্যু-দেখ সংগ্রাম সরস।
দণ্ডহস্তে মারি পাড়ি রাবণ-রাক্ষস॥
তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক।
মারি পাড়ি রাবণেরে দেখহ কৌতুক॥
কালদণ্ড-মুখে উঠে অগ্নি খরশান।
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ॥
চারিভিতে অস্ত্র যায় সর্পের আকার।
কালদণ্ড অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার॥
হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল করে।
তাহা হৈতে সর্প বাহিরায় চারিধারে॥
অজগর কালসর্প শঙ্খিনী চিত্রাণী।
মুখে বিষ অগ্নি তার শিরে জ্বলে মণি॥
সর্পের বিকট দন্ত স্পর্শমাত্র মরি।
দন্ত দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি॥
সর্ব্বলোকে দেখে দশাননের বিনাশ।
বাণ-মুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস॥
রাবণ মরিলে দেবগণ পায় ত্রাণ।
ডাক দিয়া যমেরে করিতেছে বাখান॥
আজ যদি যম তুমি মারহ রাবণে।
তোমার প্রসাদে মুক্তি লভি দেবগণে॥
দেবতা সহিতে ব্রহ্মা আছে অন্তরীক্ষে।
যম-করে দণ্ড হেরি আইলা সমক্ষে॥
শমনেরে চতুর্ম্মুখ কহেন বচন।
ক্ষান্ত হও যমরাজা না করিও রণ॥
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে।
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে॥
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ।
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন॥
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা।
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা॥

দণ্ড ব্যর্থ না যাবে, না মরিবে রাজা।
আমার বচন শুন না দিবেক সাজা॥
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ডধর।
রাবণেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর॥
যম বলে তব বরে সবার ঠাকুরাল।
লঙ্ঘিয়া তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল॥
যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিনজন।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন॥
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে।
পলায় রাক্ষস-সৈন্য চুল নাহি বান্ধে॥
বড় বড় রাক্ষস রাবণের সোসর।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল কাঁফর॥
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে।
পলায় রাক্ষস সব ফেলিয়া রাবণে॥
পলায় অমাত্য সব এড়িয়া রাবণে।
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে॥
যুঝিবার কাজ থাক্, দেখি যমরাজে।
হেন বীর নাহি হে সম্মুখ হয়ে যুঝে॥
নির্ভয় রাবণ রাজা বিধাতার বরে।
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে॥
দশ দিক দশানন ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না জানে॥
জাঠি ঝকড়া শেল এড়ে রবির নন্দন।
রাবণ জর্জ্জর হয় তবু করে রণ॥
ছাইল যমের রথ রাবণের বাণে।
দশ বাণে সারথি বিন্ধিল দশাননে॥
সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে জোড়ে শর।
সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর॥
মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরিষণ।
বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ॥
অতি মত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে।
মৃত্যু-'পরে বাণ মারে কারে নাহি ডরে॥

মৃত্যুর নাহি যে মৃত্যু কি করিবে বাণে।
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তাঁর সনে॥
মৃত্যুবাণ খাইয়া অধিক কোপে জ্বলে।
জোড়হাত করিয়া যমের আগে বলে॥
নিবেদন করি প্রভু কর অবধান।
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান॥
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ।
বলি বালি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়।
তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয়॥
তোমার বচন প্রভু করি আমি দড়।
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড়॥
রথ হৈতে যমরাজা হৈল অদর্শন।
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণরাজা ভাষে।
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে॥
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ।
আমি যম-জয়ী বলি ভাবে দশানন॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে রামায়ণ হইল প্রচার॥

——

রাবণের পাতালপুরী জিনিতে গমন ও বলি প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ

শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
বিষম শুনিলাম আমি যমের তাড়ন॥
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার॥
মুনি কন রাম তুমি কর অবধান।
তব অবতারেতে পাপীর পরিত্রাণ॥
যেই জন শুনিবেক শুদ্ধ রামায়ণ।
যমের সহিতে তার নাহি দরশন॥
ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রামনাম শুনিবেক পাপী সাবধান॥
চারি বেদ অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়।
একবার রামনামে তত ফলোদয়॥
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
এথা হতে কোথা গেল দুষ্ট দশানন।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন॥
মুনি কন রাবণ জিনিল সর্ব্ব দেশ।
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ॥
বাসুকির বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
তাহাকে জিনিতে যায় পাতালভুবন॥
চলিল রাবণরাজা অদ্ভুত সাজনি।
আইল তিরাশি কোটি কালভুজঙ্গিনী॥
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে।
নাগিনী তিরাশি কোটি রাবণেরে বেড়ে॥
চারিভিতে বেড়ে সর্প রাবণ ফাঁফর।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড়॥
রাবণ মুদ্গর ঘোর ফেলে চারিভিতে।
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে॥
বাসুকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে।
আসিয়া রাবণরাজা বাসুকিরে বেড়ে॥
বাসুকি করিল বিষবাণ অবতার।
ব্রহ্মজাল বাণে করে রাবণ সংহার॥
বিষজাল মহাবিষ বাসুকি ত এড়ে।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে॥
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ধি।
বাসুকিরে মহাজাল বাণে করে বন্দী॥
বাসুকিরে বন্দী করি তার পুরী লোটে।
বিচিত্র আবাস-ঘর নাগপুরী বটে॥
বন্দী হয়ে বাসুকি মানিল পরাজয়।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেক অভয়॥

শত মুণ্ড সহস্র মস্তক যেই ধরে।
যার বিষাগ্নিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে॥
মুখে জ্বলে অগ্নি যার শিরে জ্বলে মণি।
হেন-সব সর্পেরে পাতালে গিয়া জিনি॥
জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী।
নিপাতের রাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি॥
নিপাতের রাজ্যে তার কারো নাহি ডর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্দ্ধর॥
রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতের ঠাঁই।
লাঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই॥
নিপাতক রাজা সেই যম-দরশন।
ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ॥
শেল জাঠী ঝকড়া যে অস্ত্র খরশান।
খাঁড়া ডাঙ্গস আর বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ॥
নানা অস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ।
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন॥
দুই হস্তী রণে যেন দন্ত হানাহানি।
দুই সূর্য্য তেজে যেন ছাইল মেদিনী॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুইজনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ॥
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার।
সকল পাতালপুরী হইল অন্ধকার॥
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর।
দুইজনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর॥
এক মাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে।
দেবগণে লয়ে ব্রহ্মা আইল সত্বরে॥
ব্রহ্মা কন নিপাতক শুনহ বচন।
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ॥
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন।
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন॥
রাবণ তোমারে বলি শুনহ বচন।
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন॥
মম বরে দুইজন হয়েছ দুর্জ্জয়।
দুইজনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয়॥
কেবা লঙ্ঘিবারে পারে ব্রহ্মার বচন।
দুইজনে প্রীতি করে ছাড়ি অস্ত্রগণ॥
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে।
এক বর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে॥
লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জে তার ঘরে।
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বরে॥
রত্নেতে নির্ম্মিত পুরী দিক আলো করে।
সুরভী আছেন সেই বরুণনগরে॥
রাবণ করিল সুরভীরে দরশন।
ক্ষীরধারা বহিতেছে তাঁর অনুক্ষণ॥
যাঁর ক্ষীরে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ-সাগর।
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর॥
সুরভীরে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে।
যে যা চায় তাই পায় আমি চাই তবে॥
বরুণ জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি।
গমন-সময় তোমা লইব সংহতি॥
বরুণ জিনিতে করে রাবণ পয়ান।
হেনকালে সুরভী হইল অন্তর্ধান॥
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ।
কোথা গেল বরুণ আসিয়া দেহ রণ॥
বরুণের পাত্র বলে, তিনি নাই ঘরে।
কার ঠাঁই যুদ্ধ চাহ এ শূন্য নগরে॥
রাবণ বলিছে, কোথা গিয়াছে বরুণ।
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ॥
বরুণের পুত্রগণ সবে মহাবীর।
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির॥
তা সবারে রাবণ যে আকাশে নিরীখে।
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে॥
বরুণের পুত্র করে বাণ বরিষণ॥
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন॥

রাবণ ফুটিয়া বাণে হইল কাতর।
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর॥
মহোদরের বাণ যেন মদমত্ত হাতী।
বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি॥
পড়িল সারথি তার বাণ বিন্ধে বুকে।
তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে॥
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন॥
অচেতন মহোদরে দেখি লঙ্কেশ্বর।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর॥
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমিতে পড়িয়া দোঁহে ধূলায় ধূসর॥
দুই ভায়ে ধরিল অনেক অনুচর।
ধরিয়া আনিল সবে পুরীর ভিতর॥
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর।
বরুণের অন্বেষণ করে লঙ্কেশ্বর॥
বরুণের পুত্র জিনি বরুণেরে চাহে।
প্রভাস নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে॥
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর।
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর॥
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর-আবাস।
পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ॥
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে।
বিদায় হইয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥
এথা হইতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ-কথন॥
মুনি কন বলি রাজা পাতালেতে বৈসে।
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে॥
পাতালে আবাস-ঘর অতি সুনির্ম্মিত।
দেখিয়া রাবণরাজা হৈল চমকিত॥
সোনার প্রাচীর ঘর পর্ব্বত-প্রমাণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
প্রহস্তকে পাঠায় রাবণ জানিবারে।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে॥
বলির দুয়ারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ।
শরীরের জ্যোতি কোটি-সূর্য্যের কিরণ॥
আছেন বসিয়া দ্বারে রত্নসিংহাসনে।
শ্বেত-চামরেতে বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে॥
প্রহস্ত বিস্মিত হয়ে আসিয়া সত্বর।
নিবেদন করিছে শুন হে লঙ্কেশ্বর॥
দেখিতেছি মহারাজ দুয়ারে বলির।
পরম পুরুষ এক সুন্দর গম্ভীর॥
আজানুলম্বিত তাঁর ভুজ চতুষ্টয়।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম অতি শোভাময়॥
শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন।
তড়িত-জড়িত যেন দেখি নবঘন॥
বক্ষঃস্থল কৌস্তুভে শোভিত অতিশয়।
বনমালা তদুপরি করিছে আশ্রয়॥
শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে।
রাবণেরে দেখিয়া পুরুষ মৃদু হাসে॥
রূপে আলো করিয়াছে বলির দুয়ার।
নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার॥
রাবণ বলিছে, দ্বারী পালাবি কোথায়।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দে আমায়॥
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে।
বলি-সনে যুঝ গিয়া ভিতর-আবাসে॥
বীর-মধ্যে বীর আমি মুনি-মধ্যে মুনি।
ত্রিভুবন সব আমি দিবস-রজনী॥
আমা সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস।
কারো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ত উচিত।
তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত॥

আমি বলি তোমারে শুন হে দশানন।
বলিকে জিজ্ঞাসা কর আমি কোন্ জন॥
এতেক শুনিয়া দশানন রাজা হাসে।
বলির নিকটে গেল ভিতর-আবাসে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিল, পাতালেতে এলে কি কারণ॥
সে বলে, পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে॥
বলি কন, হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে॥
দুয়ারে যাহার সনে হৈল দরশন।
সে পুরুষ সৃজিলেন এই ত্রিভুবন॥
যাঁহার উপরে কারো নাহি অধিকার।
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার॥
রাবণ বলিছে, যম মৃত্যু কালদণ্ড।
ইহা হৈতে কোন্ জন আছে হে প্রচণ্ড॥
বলি কন ভাই কি করিবে যমরাজ।
ত্রিভুবনে কেহ নাই পুরুষ-সমাজ॥
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল।
পুরুষের প্রসাদেতে হয়েছে বিশাল॥
ইঁহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর।
তাঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্য-ভিতর॥
দানব রাক্ষস আদি বড় বড় বীর।
পুরুষ দর্শনে ভাই কেহ নহে স্থির॥
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ।
তোমায় কিঞ্চিৎ কহি শুন হে রাবণ॥
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী॥
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির।
পুরুষের দেখা নাই অদৃশ্য শরীর॥
রাবণ বলিছে ত্রাসে হৈল অন্তর্দ্ধান।
পাইলে চাপড়ে তার নিতাম পরাণ॥

রাবণ আবার গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
উপস্থিত হইল সে ভিতর-আবাসে॥
বলি কন রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ
পাত্র লয়ে বসি তবে করে অনুমান।
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান॥
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে॥
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে।
রাবণ পড়িল বন্দী, বলিরাজা হাসে॥
রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে, পুষ্প-বরিষণ॥
যত দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি।
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেব-ঋষি।
স্বর্গেতে করিছে নৃত্য যত স্বর্গবাসী॥
আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার।
দেখিয়া রাক্ষসগণ করে হাহাকার॥
এইমত বন্দীশালে আছে ত রাবণ।
কৌতুকে নাচিতে থাকে যত দেবগণ॥
বলি ভূপতির আছে সাত শত দাসী।
দেখিলে মোহিত অন্য পরম রূপসী॥
উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ স্বর্ণথালে।
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে॥
রাবণ বলিল কন্যা শুনহ বচন।
একমুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন॥
চেড়ী সব বলে, শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
দিতেছি তুলিয়া অন্ন মেল ত অধর॥
দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল ততক্ষণ।
মুখ পাসরিয়া অন্ন খাইল রাবণ॥
কুঁজী বলে রাবণ তুমি হে মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তব নাহি লাগে লাজ॥

বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে।
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে ॥
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা।
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা ॥
যথায় যথায় আছে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন হয়ে সুখী ॥
সেথা হতে আর কোথা গেল ত রাবণ।
কহ দেখি, শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন ॥

—

রাবণের সহিত মান্ধাতার যুদ্ধ

মুনি কন রাবণ আছয়ে রথোপর।
দিব্যরথে চড়ি যায় এক নরবর ॥
রাবণ বলিছে, কোথা পুরুষ পলাও।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ মোরে দাও ॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে, শুন লঙ্কেশ্বর।
বহুদিন করিলাম তপস্যা বিস্তর ॥
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান।
তোমা হেন অনেকের লয়েছি পরাণ ॥
না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয়।
স্বর্গবাসে যাই আমি এ কথা নিশ্চয় ॥
আমাকে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব্বমুনি নামে ॥
রাবণ বলিল, তুমি মোর ধর্ম্মবাপ।
পূর্ব্বে মোর পিতৃসহ তোমার আলাপ ॥
দিগ্বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি।
কার সনে যুদ্ধ করি, মনে অভিমানী ॥
দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে।
তুমি যুক্তি বল, আমি যুঝি কার সনে ॥
পূর্ব্বমুনি বলে আছে মান্ধাতা নৃপতি।
তার সনে যুঝিও, সে সপ্তদ্বীপপতি ॥
উত্তর দিকেতে গেল সে দেশ ভ্রমিতে।
থাক আজি বাসা করি রম্য এ পর্ব্বতে ॥
এ পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন।
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন ॥
এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে।
হেনকালে মান্ধাতা কটকসুদ্ধ আসে ॥
মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রুষিল রাবণ।
মান্ধাতা-রাবণ দোঁহে বড় বাজে রণ ॥
দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন।
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ ॥
দুই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার।
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার ॥
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে।
রাবণ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে ॥
পড়িল রাবণরাজা বেড়ে সেনাপতি।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি ॥
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সম্বিত।
ধনুক পাতিয়া যুঝে, মান্ধাতা চিন্তিত ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ।
জ্বলিয়া আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন ॥
দেখিয়া ত্রিদশগণে লাগে চমৎকার।
মান্ধাতা পড়িল সৈন্য করে হাহাকার ॥
সম্বিত পাইয়া উঠে চক্ষুর নিমিষে।
উঠি সিংহনাদ করে মান্ধাতা হরিষে ॥
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুই রাজা বাণ এড়ে, দুই রাজা কাটে ॥
দুই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর।
মহাশব্দ করে বাণ তূণের ভিতর ॥
কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
একই সমান যুদ্ধ করে দশ মাস ॥
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত ॥

সপ্ত স্বর্গ কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল ভার্গব মহর্ষি।
অবিলম্বে কহিছেন সেইখানে আসি ॥
সমর সম্বর, ক্রোধ না কর মান্ধাতা।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা শুন তাঁর কথা ॥
আছে যে ব্রহ্মার বর, রাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ॥
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে ॥
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ।
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুইজন ॥
মুনির বচন রাজা না করিল আন।
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান ॥
মান্ধাতা রাবণেতে সমান গেল রণে।
জয়-পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লাসিত।
'কহ' বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত ॥

—

রাবণের চন্দ্র জিনিতে চন্দ্রলোকে গমন

মান্ধাতায় ছাড়ি কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন ॥
মুনি কন, একদিন ঘটিল এমন।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন ॥
হেনকালে গগনে হইল চন্দ্রোদয়।
দেখিয়া হইল রুষ্ট, দুষ্ট স্পষ্ট কয় ॥
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান।
আমার উপর দিয়া করিছে পয়ান ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পিত যার ডরে।
লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে ॥
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল ॥

এই মত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে ॥
চন্দ্রলোক দুই লক্ষ যোজনের পথ।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ ॥
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন ॥
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে।
সহস্র যোজন উঠে পর্ব্বত হইতে ॥
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী।
যেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী ॥
রাজহংস-আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে।
রাবণ কটক সহ গঙ্গাস্নান করে ॥
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন।
সকল কটক সাথে করিল গমন ॥
আছেন শঙ্কর-গৌরী তাহার উপর।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর ॥
গৌরীভক্ত যে জন পূজিয়াছে পার্ব্বতী।
সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি ॥
তদুপরি শিবলোকে উঠিল রাবণ।
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ ॥
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটির পাশে।
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে ॥
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ।
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ॥
ব্রহ্মলোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান।
আড়ে দীঘে তার দশ সহস্র প্রমাণ ॥
তাহাতে সহস্র স্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা কৃত পুরী অদ্ভুত-বিধান ॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন ॥
রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে।
সহস্র সহস্র গুণ তুষার বরিষে ॥

হিম-বরিষণে কটকের হৈল জাড়।
কটকের হস্তপদ জাড়ে হৈল আড় ॥
হস্তপদ নাহি সরে বদ্ধ হয়ে জাড়ে।
তথাপি রাবণরাজা রণ নাহি ছাড়ে ॥
প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোর নাহি হাতে।
পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোনমতে ॥
রাবণ কাতর হৈল বুঝিতে না পারে।
প্রাণ যায় তথাপি সংগ্রাম নাহি ছাড়ে ॥
রাবণ করিল এই উপায় প্রধান।
বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ ॥
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে সে বাণের অগ্রভাগে।
সে বাণের প্রতাপে সবার জাড় ভাঙ্গে ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর ॥
বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন।
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠিল তৎক্ষণ ॥
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ।
চীৎকার ছাড়িয়া ছোটে যত তারাগণ ॥
প্রাণ লয়ে গেলা চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ।
ব্রহ্মলোকে গিয়া মনে করেন বিষাদ ॥
ক্রন্দন করেন দেখি ব্রহ্মা পান দুঃখ।
ত্বরিতে গেলেন ব্রহ্মা রাবণ-সম্মুখ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন অবোধ রাবণ।
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ॥
সর্ব্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র।
পূর্ণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ ॥
সর্ব্বলোকে হরষিত ধবল রজনী।
চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি ॥
কারো মন্দ না করে, সবার করে হিত।
হেন চন্দ্র মারিতে তোমার অনুচিত ॥
শুন রে রাবণ তোর মন্ত্র কহি কানে।
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে ॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈলে মরে একজন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ ॥
বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি হৃষ্ট রঘুমণি।
পুনরায় জিজ্ঞাসেন কহ কহ মুনি ॥

—

রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ

চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি মুনি শুনি পুরাণ-কথন ॥
অগস্ত্য বলেন, শুন জানকীবল্লভ।
রাবণের দিগ্বিজয় কহি আমি সব ॥
জম্বুদ্বীপ পার গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষপ্রবর ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন দেহের আকার।
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার ॥
বার যোজনের পথ আড়ে পরিসর।
বার শত যোজন শরীর দীর্ঘতর ॥
রাবণ বলিছে, হে পুরুষ, কেবা তুমি।
দেহ রণ, সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি ॥
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্জ্জে।
অজগর সর্প যেন সে পুরুষ গর্জ্জে ॥
পুরুষ বলেন, আজি ঘুচাই বিষাদ।
কতদিন তোর আর সহি অপরাধ ॥
কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে।
পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া পড়ে।
নর নহে, পুরুষ আপনি নারায়ণ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥
পর্ব্বত যুগল যেন উরু দুই খণ্ড।
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহুদণ্ড ॥

অষ্টবসু আছে সেই পুরুষ-শরীরে।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ-উদরে॥
দশদিক্‌পাল আছে পুরুষের পাশে।
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বায়ু বৈসে॥
হৃৎখণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি।
নাভিপদ্ম-আসনে বৈসেন হৈমবতী॥
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা-গায়ত্রী লিখন।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পতন॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্যাধর।
তিন কোটি দেবকন্যা তাঁহার দোসর॥
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার।
গাত্রে লোমাবলী রূপে আছে অবতার॥
বাসুকির বিষজ্বাল বিশ্ব দগ্ধ করে।
সে বাসুকি পুরুষের মস্তক-উপরে॥
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্ত্তিমতী।
চন্দ্রসূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি॥
রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তৎক্ষণ।
বিশ হাতে রাবণ হইল অচেতন॥
অচেতন হয়ে ভূমে লোটায় রাবণ।
পুরুষ গেলেন পরে পাতালভুবন॥
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর।
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর॥
শরীর ঝাড়িয়া শুক-সারণেরে পুছে।
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে॥
বলে শুক-সারণ, শুনহ লঙ্কেশ্বর।
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল-ভিতর॥
রাবণ পাতাল গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে॥
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ।
মায়ারূপী তিনি তাঁরে না চিনে রাবণ॥
তরাস পাইয়া মনে চিন্তিত রাবণ।
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ॥
পুরুষ সুবর্ণখাটে হরিষ-অন্তরে।
তিন কোটি দেবকন্যা পরিচর্য্যা করে॥
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে।
দুরাত্মা রাবণ ধরিবারে যায় বলে॥
কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণপানে চায়।
অগ্নিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায়॥
উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে।
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে॥
রাবণ বলিছে, তুমি কোন্ অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে, শুন রে রাবণ।
তোরে পরিচয় দিয়া কোন্ প্রয়োজন॥
জোড়হাত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর॥
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ॥
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস।
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ॥
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে।
রাবণ বিদায় হয়ে তথা হৈতে সরে॥
শ্রীরাম বলেন, কহ মুনি মহাশয়।
সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয়॥
অগস্ত্য বলেন, তিনি ভুবনের সার।
চতুর্ভুজ তিন কোটি তাঁর পরিবার॥
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন।
তথা হৈতে আর কোথা গেলা সে রাবণ॥
অগস্ত্য বলেন, রাম কর অবধান।
রাবণের পূর্ব্বকথা কহি তব স্থান॥

সূর্পণখার বৈধব্যের বিবরণ

মুনি কন, দশানন দেশে দেশে চলে।
একদিন উঠিল সে গগনমণ্ডলে॥

তিন কোটি দৈত্য তথা কালকুলপতি।
রাবণেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি॥
তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোসর।
রাবণেরে বিন্ধি তারা করিল জর্জ্জর॥
জিনিতে না পারে দৈত্য চিন্তিত রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে জুড়িল তখন॥
অগ্নিবাণ জুড়িলেক অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে দৈত্য যত হইল সংহার॥
একবাণে তিন কোটি করিল সংহার।
রাবণ করিল লুট দৈত্যের ভাণ্ডার॥
দৈত্যের ভাণ্ডার যবে হইল লুণ্ঠিত।
রাবণ লঙ্কায় যায় হইয়া ত্বরিত॥
সূর্পণখা নামে ছিল রাবণ-ভগিনী।
রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পানী॥
সূর্পণখা বলে ভাই তুমি মোর অরি।
বিধবা করিলে মোরে মোর পতি মারি॥
তিন কোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে।
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে॥
পাত্রমিত্র আদি আর বিভীষণ ভাই।
সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাঁই॥
যেদিন বিবাহ সেই দিন হৈনু রাঁড়ী।
সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি॥
সূর্পণখা-হাতে ধরি বলে মহারাজ।
অজ্ঞাতে হইল কর্ম্ম কত দেহ লাজ॥
দুই ভাই আছে খর আর যে দূষণ।
তাহারা তোমার সদা করিবে পালন॥
স্বতন্ত্র হইয়া তুমি থাক সেই স্থানে।
স্বতন্ত্রের নামে রাঁড়ী হৃষ্ট হয় মনে॥
সূর্পণখা চলিল রাবণের আদেশে।
সবংশে রাবণ মরে সে রাণ্ডীর দোষে॥
সে রাণ্ডীর নাক কান কাটিলা লক্ষ্মণ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥

—

রাবণের স্বর্গ জিনিতে গমন

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
ইন্দ্র-রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান॥
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব-দানবের কন্যা তথা বাস করে॥
হেনকালে রাবণেরে বিভীষণ বলে।
কুম্ভনসী ভগ্নী তব দৈত্য হরে নিলে॥
প্রহস্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনসী।
রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি॥
অপমান শুনে তবে করিছে বিষাদ।
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদ॥
সুমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদ বাণে।
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে॥
তুমি আছ বিভীষণ ভাই মহোদর।
এত বীর সবে আছ লঙ্কার ভিতর॥
কারো শক্তি নাহি যুদ্ধ কর দৈত্য-সনে।
তোমা সবাকারে ধিক্ কি ফল জীবনে॥
কুম্ভকর্ণ বীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে।
ভুবনের শক্র নাহি আসে তার আগে॥
দিগ্বিজয় করে আইলাম ত্রিভুবন।
থাকুক দৈত্যের কাজ ডরে দেবগণ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া আইলাম একেশ্বর।
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি দুই জন।
মেঘনাদ আদির বিক্রম অকারণ॥
লজ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ।
কারো দোষ নাহি, দোষ দেহ অকারণ॥
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী।
ফলমূল খাই আমি থাকি উপবাসী॥

কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন।
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ॥
রাজা বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ।
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ॥
মেঘনাদের কথা যত কহে বিভীষণ।
বিচিত্র যজ্ঞের কথা শুনিছে রাবণ॥
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলা।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুম্ভিলা॥
অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে॥
স্বর্ণ নামে আছিলা প্রধান পুরোহিত।
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত॥
ন্যাস করি পুরোহিত অগ্নিকুণ্ড পূজে।
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হন মন্ত্র-তেজে॥
অধিষ্ঠান হয়ে অগ্নি রহেন সম্মুখে।
মেঘনাদ পূজা করে দশানন দেখে॥
যজ্ঞের আহুতি দেখে অগ্নির সন্তোষ।
মেঘনাদে বর দেন খেয়ে পরিতোষ॥
অগ্নি কন মেঘনাদ বর দিনু তোরে।
যজ্ঞ করি যথা তথা যাহ যুঝিবারে॥
পরাজয় না হইবে আমি দিনু বর।
অন্তরীক্ষে যুঝিবে হে রিপু-অগোচর॥
যজ্ঞে আসি বর দিব তব বিদ্যমানে।
এতেক বলিয়া অগ্নি গেলা নিজ স্থানে॥
চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে।
রাজা বলে মেঘনাদ চল মোর সনে॥
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর।
তোমারে লইয়া আজি জিনি পুরন্দর॥
ত্রিভুবন-উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা॥
সাক্ষাতে দেখিব তোর যজ্ঞের পরীক্ষে।
ইন্দ্র-সনে কেমনেতে যুঝ অন্তরীক্ষে॥
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর॥
চৌদ্দবর্ষ অনাহারে আছে মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ॥
ন' হাজার নারী তার পরমাসুন্দরী।
দেব-দানবের কন্যা রূপে বিদ্যাধরী॥
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দ বৎসর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর॥
নারী-সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে॥
শতকোটি হস্তী নড়ে, অর্ব্বুদকোটি ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি ও ঝকড়া॥
সারথি জানিল আজি সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন॥
সাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর।
সংগ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর॥
বীরদাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে॥
নিজ ঠাটে মেঘনাদ করিছে সাজনি।
মেঘনাদ-বাদ্যভাণ্ড তিন অক্ষৌহিণী॥
রাজার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
সাজিল রাবণ-সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি॥
মহোদর মহাপাশ খর ও দূষণ।
তালভঙ্গ সিংহরব ঘোর-দরশন॥
মহাবাহু শুকবাহু আর যজ্ঞধুম।
বাঁকামুখ মেঘমালী দুর্জ্জয় বিক্রম॥
শুকসারণ শার্দ্দূল চলে বিদ্যুৎমালী।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী॥
চলে ষট্ নিষট্ সে বিক্রমকেশরী।
রাবণের সৈন্য যত কহিতে না পারি॥
রথে গজে অশ্বেতে কুমারভাগে নড়ে।
শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে॥

অক্ষয়কুমার আদি চলে দেবান্তক।
ত্রিশিরা অতিকায় ও চলে নরান্তক॥
নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা।
রথের সাজনি করে মাণিক্যাদি হীরা॥
কুম্ভকর্ণ-পুত্র কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন।
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত ত্রিভুবন॥
কনক-রচিত রথ প্রভাকর-জ্যোতি।
চড়ে তাহে যতেক প্রধান সেনাপতি॥
তিন কোটি সাজিয়ে চলিল তেজী ঘোড়া।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি ও ঝকড়া॥
মুদ্গর মুষল টাঙ্গি খাণ্ডা খরশান।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ॥
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাই লঙ্কার ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ-নিদ্রাভঙ্গ হৈল সেই দিনে।
ইন্দ্রে জিনিবারে চলে রাবণের সনে॥
এক দিন জাগে ছয় মাসের অন্তর।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উঠে ক্ষুধায় কাতর॥
ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্ন-জল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল॥
সাত শত খাইলেক মদের কলসী।
পর্ব্বত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
অর্দ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ।
সাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ॥
ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয়ঙ্করে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে॥
রাবণের রথ লয়ে জোগায় সারথি।
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি॥
হস্তী ঘোড়া নড়ে ঠাঠ কটক অপার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার॥
ইন্দ্র জিনিবারে করে এতেক সাজনি।
নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌহিণী॥

ইন্দ্র জিনিবারে সবে করিল গমন।
চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন॥
শত লক্ষ কাঁসী, তিন লক্ষ করতাল।
সহস্রেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল॥
ভেরী ও ঝাঁঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া।
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া॥
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা।
অসংখ্য রাক্ষসে ঢাক না হয় গণনা॥
ঢেমচা খেমচা বাজে ঝম্প কোটি কোটি।
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি॥
বিরানই লক্ষ বীণা, তিন কোটি শঙ্খ।
দোহরী মোহরী শানী গণিতে অসংখ্য॥
পাখোয়াজ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাঁসী।
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বাঁশী॥
গভীর শব্দেতে বাজে অসংখ্য মাদল।
প্রলয়কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল॥
রাবণের সাজনে দেবতা চমৎকার।
মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার॥
মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর।
আগে মধুদৈত্যে জিনি পিছে পুরন্দর॥
সাগর হইয়ে পার সৈন্য দিল ত্বরা।
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মথুরা॥
ঘেরিল মথুরাপুরী রাক্ষস-সকল।
সুখে নিদ্রা যায় মধুদৈত্য মহাবল॥
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি।
কুম্ভনসী বাহির হইল একেশ্বরী॥
রাবণ বলে কহ ভগ্নী দৈত্য গেল কোথা।
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা॥
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর।
সেই দিন পাঠাতাম তারে যমঘর॥
রাবণের কথা শুনি কুম্ভনসী হাসে।
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে॥

তোমার বাণেতে ভাই কারো নাহি রক্ষা।
সহোদরা ভগ্নী রাঁড়ী কৈলে সুর্পণখা॥
তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ।
মোরে রাণ্ডী করি ভাই সাধিবে কি কাজ॥
ধর্ম্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভাগিনা তোমার॥
হইলে তোমার কোপ কম্পে দেবগণ।
অনন্ত বাসুকি ভাগে, দৈত্য কোন্ জন॥
কোপ ছাড়ি মোর তরে, স্বামী দেহ দান।
লবণ নামেতে পুত্র দেখি বিদ্যমান॥
কুড়িপাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥
দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্র জিনিবারে যদি আসে মোর সনে॥
কুম্ভনসী চলিল রাবণ-আজ্ঞা পেয়ে।
শুয়ে ছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে॥
কুম্ভনসী ধেয়ে যায় আলুয়িত-কেশ।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে দৈত্য নাহি ক্ষোভ-রেশ॥
ঘূর্ণিত লোচনে দৈত্য শয্যোপরি বৈসে।
কুম্ভনসী-ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে॥
আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল॥
কুম্ভনসী বলে তুমি না জান কারণ।
তোমারে বধিতে আসে লঙ্কার রাবণ॥
লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে।
সেই কোপে আইল তোমারে কাটিবারে॥
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শঙ্করের শূল।
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্ম্মূল॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্ভনসী কয়।
রাবণের সনে বাদ মরণ নিশ্চয়॥
থাকুক তোমার কার্য্য, না পারে বিধাতা।
রাবণের সঙ্গে বাদ অন্যের কি কথা॥
রাবণের দোষ নাই, তুমি সর্ব্বদোষী।
আমারে আনিলে হরে তিন প্রহর নিশি॥
অবিচার কর্ম্ম কেন করিলে আপনে।
আপনি করহ কোপ কিসের কারণে॥
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে।
তুষ্ট করি আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে॥
তুষ্ট হয়ে কহিল আমার বিদ্যমানে।
দৈত্য এসে সম্ভাষ করুক মোর সনে॥
প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা।
আদরে বাটীতে আন কয়ে মিষ্ট কথা॥
পূর্ব্ব কোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই।
সহ্য-সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই॥
কুম্ভনসী-কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।
জোড়হাত করি গেল রাবণের পাশে॥
রাবণ বলে করেছিলে বড়ই প্রমাদ।
আমার ভগিনী আন এত বড় সাধ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমারে করে ডর।
যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর॥
কত বল ধর তুমি, কত আছে সেনা।
কোন্ সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা॥
তোমা বান্ধি লইতাম সাগরের পার।
ভস্মীভূত করিতাম মথুরা তোমার॥
ভগ্নী আসি বিস্তর কাঁদিল ধরে পায়।
ভগ্নীরে কাতর দেখি ক্ষমিলাম তায়॥
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ।
জোড়হাত করি বলে শুনহ রাবণ॥
তোমার সংগ্রাম হরিহরে করে ভয়।
আমারে করহ কোপ উপযুক্ত নয়॥
হীনবীর্য্য দৈত্য আমি, তুমি মহাবল।
অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল॥
পরম পণ্ডিত তুমি লঙ্কার ঈশ্বর।
আমার মথুরা তব ভোগের ভিতর॥

অবোধ জনার দোষ মার্জ্জনা করহ।
আমার আশ্রমে আসি পদধূলি দেহ॥
হাসি হাসি রথ হৈতে নামিয়া রাবণ।
মধুদৈত্য-আশ্রমেতে করিল গমন॥
আগে আগে মধুদৈত্য, পশ্চাতে রাবণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুইজন॥
সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসায় অন্য জনে॥
দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।
দশানন বলে তব চরিত্র সুন্দর॥
মধুদৈত্য বলে আজি থাক এইখানে।
কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর-সনে॥
রাজা বলে কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্ জন॥
নানা ভোগে রাবণেরে ভুঞ্জায় দানব।
তথা হৈতে চলি যায় পাইয়া গৌরব॥
রাবণ বলিছে দৈত্য শুন মোর বাণী।
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী॥
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি ও ঝকড়া।
কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া॥
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
লুটিব অমরাবতী রাত্রির ভিতর॥
রাত্রির ভিতরে স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম॥
মধুদৈত্য হাতী-ঘোড়া কটক বিস্তর।
লইয়া রাবণ-সঙ্গে চলিল সত্বর॥
অন্তরীক্ষে ঠাট সৈন্য চলে মুড়ে মুড়ে।
রাত্রি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে॥
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
বেড়িয়ে অসংখ্য ঠাট রহে চারিভিতে॥
ত্রিভুবন জিনি স্থান অমরনগরী।
প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি॥
সুবর্ণ-নির্ম্মিত পুরী বিচিত্র-গঠন।
উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন॥
শতেক যোজন পুরী আড়ে পরিসর।
দীর্ঘ ওর নাহি তার, বায়ু-অগোচর॥
একৈক যোজন এক দুয়ার-গঠন।
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ॥
সোনার কপাট খিল পর্ব্বতের চূড়া।
সোনার হুড়কা তায় নবরত্ন বেড়া॥
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা।
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা থাকে চারি দ্বারে।
কাহারো নাহিক শক্তি পথ লঙ্ঘিবারে॥
শত বৃন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুরী।
শচী দেবকন্যা তথা পরমাসুন্দরী॥
পরমাসুন্দরী শচী তিনি মুখ্যা রাণী।
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহিনী॥
পদ্মকোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর।
নানারত্নে পরিপূর্ণ পরমসুন্দর॥
রত্নের নির্ম্মিত ঘর দুয়ার চৌতারা।
দেবকন্যাগণ তাহে রূপে মনোহরা॥
স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা।
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র করে তাতে খেলা॥
নাহি শোক দুঃখ, নাহি অকাল মরণ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনমোহন॥
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম।
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম॥
নানা রঙ্গে নৃত্য করে যত পক্ষিগণ।
কুসুম-সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন॥
প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে।
অমরনগরী গিয়া বেড়িল রাবণে॥
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর।
দেবগণে লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর॥

বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন।
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাসি নারায়ণ।
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ॥
নারায়ণ বলেন, শুনহ পুরন্দর।
এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর ॥
তোমারে কহি যে ইন্দ্র শুনহ কারণ।
আমা বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ ॥
দিয়াছেন বর ব্রহ্মা তপে হয়ে তুষ্ট।
বিনা নর-বানরেতে না মরিবে দুষ্ট ॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি হব অবতার।
সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার ॥
দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ।
যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যান শীঘ্রগতি।
যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি ॥
ত্রিভুবন-উপরেতে ইন্দ্র-অধিকার।
দশদিক্‌পাল আসি হৈল আগুসার ॥
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে।
যক্ষ রক্ষ লয়ে এল যুঝিবার তরে ॥
একবার রাবণের যুদ্ধে পা'য়ে লাজ।
আরবার আইলা কুবের যক্ষরাজ ॥
যম মৃত্যু সংগ্রামে আইলা দুইজন।
একবার যুদ্ধে দোঁহে জিনিল রাবণ ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলা রণে একবার।
ইন্দ্রেরে কাতর দেখি আইলা আবার ॥
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ।
সেই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ ॥
আইল তিরাশী কোটি চিত্রিণী শঙ্খিনী।
যাহার বিষের জ্বালে কাঁপয়ে মেদিনী ॥
একবার বরুণেরে রাবণ জিনিল।
সেই কোপে যুঝিবারে বরুণ আইল ॥
মরুত অসুর ও আইল বিদ্যাধর।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আইল বিস্তর ॥
চন্দ্র সূর্য্য আইল নক্ষত্র আর বার।
রাবণের রণেতে হইল আগুসার ॥
শনি রাহু কেতু আদি যত গ্রহগণ।
রাত্রি দিবা ঝড় বৃষ্টি আইল তখন ॥
সমর দেখিতে আইলেন মহেশ্বরী।
চৌষট্টি যোগিনী তাঁর সঙ্গে সহচরী ॥
দেবীর অসীম মূর্ত্তি ষোড়শী বগলা।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী দেবী ব্রাহ্মণী কমলা ॥
নীলসিংহে বারাহী ধরেন নানা কলা।
কাত্যায়নী চামুণ্ডা গলেতে মুণ্ডমালা ॥
রণে আইলেন দেবী বেশ ভয়ঙ্কর।
আছুক অন্যের কাজ, দেবে লাগে ডর ॥
রক্তবীজ আদি করি মারিলা কটাক্ষে।
রাবণের তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে ॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
চারিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল ॥
কত কত অস্ত্র পড়ে সংখ্যা নাহি হয়।
অমরাবতীতে যেন ধারা বরিষয় ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস করিছে অবতার।
সুরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার ॥
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
খাণ্ডা খরশাণ বাণ অতি ভয়ঙ্কর ॥
পড়ে গদা সাবল নাহিক লেখাজোখা।
চারিদিকে ফেলে বাণ যার যত শেখা ॥
রথে রথে ঠেকাঠেকি, ভাঙ্গি পড়ে কত।
হস্তী ঘোড়া চাপনেতে হস্তী ঘোড়া হত ॥
নড়ে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
লেখা-জোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর ॥
দেব-অস্ত্র রাক্ষসাস্ত্র করে অবতার।
সকল অমরাবতী বাণে অন্ধকার ॥

দুই সৈন্য যুদ্ধে পড়ে রক্তে হৈয়া রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্র মাসে গঙ্গা॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত রক্তোপরি ভাসে।
হরিষে পিশাচগুলো মনে মনে হাসে॥
বিম্বকে বিম্বকে রক্ত বান্ধি উঠে ফেনা।
শকুনি গৃধিনী তাহে করিছে পারণা॥
ইন্দ্র বলে রাবণ কি করিস যুদ্ধস্থল।
জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ।
মোর সনে যুঝেছে যতেক দেবগণ॥
বরুণ কুবের যম জিনেছি মান্ধাতা।
যুঝিবে আমার সনে কে আছে দেবতা॥
হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে।
দশমাথা খসে পড়ে, দেবগণ হাসে॥
বিকৃত-আকার রাজা সংগ্রাম-ভিতরে।
দেখি যত দেবগণ উপহাস করে॥
দশ মাথা খসে পড়ে বল নাহি টুটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার দশ মাথা উঠে॥
একবার ভিন্ন শনি নাহি করে রণ।
উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ॥
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে।
শনি পলাইয়া গেল রাবণের ডরে॥
শনি পলাইল সে রাক্ষসগণ হাসে।
হেনকালে যম গেল রাবণের পাশে॥
যমেরে দেখিয়া পরে দশানন হাসে।
মরিবারে কেন যম এলি মোর পাশে॥
যম বলে রাক্ষস কি কর অহঙ্কার।
সেই দিন করিতাম তোমারে সংহার॥
ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ।
ব্রহ্মা আজি নাহি হেথা জীবে কতক্ষণ॥
আছয়ে চৌষট্টি রোগ যমের সংহতি।
রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি॥
ত্রিলোকের মায়া জানে রাজা দশানন।
ব্রহ্ম-অগ্নি শরীরেতে জ্বালিল তখন॥
পুড়ে মরে রোগ সব ডাকে পরিত্রাহি।
সহিতে না পারে সবে গেল যম-ঠাঞি॥
রোগ পীড়া পলাইল দশানন হাসে।
মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে॥
যম বলে রাবণ কি করিস্ অহঙ্কার।
আমার হাতেতে তোর সবংশে সংহার॥
রোগ-পীড়া পলাইল মনে পাইলি আশ।
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ॥
করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
অবশ্য মরণ হবে যাবি মোর ঘরে।
চক্ষু পাকাইয়া গর্জ্জে যমের কিঙ্করে॥
যমরাজ-রাবণে দুজনে গালাগালি।
দূর হৈতে শুনে কুম্ভকর্ণ মহাবলী॥
ধেয়ে যায় কুম্ভকর্ণ যমে গিলিবারে।
কুম্ভকর্ণে দেখি যম পলাইলা ডরে॥
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর।
দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর॥
সর্ব্বজন মরে যম তোমা দরশনে।
যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্ জনে॥
হেনকালে মহাঝড় আনিলা পবন।
উড়ায়ে একত্র কৈল যত রক্ষগণ॥
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল।
ভয়েতে রাবণরাজা চিন্তিত হইল॥
কুম্ভকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে।
কুম্ভকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে॥
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়।
পলাইল পবন ঘুচিল সব ঝড়॥
পবন পলায়ে গেল মনে পা'য়ে ডর।
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর॥

বরুণের মায়াতে সকল জলময়।
জল দেখি রাবণের লাগে বড় ভয়॥
কুম্ভকর্ণের নাহি ভয় দুর্জ্জয়-শরীর।
আর যত সেনা সব হইল অস্থির॥
বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে জুড়িল তখন॥
অগ্নিবাণ রাবণের অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহার॥
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ।
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ॥
একাদশ রুদ্র আসে দ্বাদশ ভাস্কর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইল দীপ্তিকর॥
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্য্যোদয়।
ভয়েতে রাক্ষসগণ গণিল সংশয়॥
ধনুকেতে রাজা জোড়ে বাণ ব্রহ্মজাল।
বাণ হতে বরিষয়ে অগ্নির উথাল॥
রাবণের বাণেতে দেবতাগণ কাঁপে।
সূর্য্যতেজ নিভাইল রাবণ-প্রতাপে॥
সকল দেবতাগণে জিনিল রাবণ।
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ॥
দুই রাজপুত্র যুঝে দুজনে প্রধান।
কেহ কারে নাহি জিনে দুজনে সমান॥
মেঘনাদ-বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর।
পলায়ে জয়ন্ত গেল পাতাল-ভিতর॥
পৌলব দানব তার মাতামহ হয়।
পাতালে লুকায়ে রহে তাহার আলয়॥
ইন্দ্র-স্থানে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ॥
মেঘনাদ-বাণ বুঝি না পারে সহিতে।
আছে কি না আছে বেঁচে না পারি বলিতে॥
অন্তঃপুরে নারীগণ জুড়িল ক্রন্দন।
যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধ-বচন॥
পরলোকে গেলে দেখা হৈত মোর সনে।
মরে নাই জয়ন্ত সে বাঁচি আছে প্রাণে॥
পৌলব দানব তার পাতালে নিবাস।
লুকাইয়া জয়ন্ত রয়েছে তার পাশ॥
যমের প্রবোধে ইন্দ্র সম্বরে ক্রন্দন।
তবে ইন্দ্ররাজা গেল চণ্ডীর সদন॥
তোমা-বিদ্যমানে দেবগণের সংহার।
রাবণে মারিয়া মাতা কর প্রতীকার॥
চৌষট্টি যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি॥
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে নেচে নেচে।
রক্তমাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে॥
দেখিতে যোগিনী সব বিকট আকার।
একাকিনী করে শত রাক্ষস সংহার॥
দশানন বলে মাতা কর অবধান।
যুদ্ধ সম্বরিয়া তুমি যাহ নিজ স্থান॥
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ।
তুমি যদি হার মাতা পাবে বড় লাজ॥
রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লয়ে চলিলা কৈলাস॥
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ।
ইন্দ্র আর রাবণ দুইয়ে বাজে রণ॥
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র বজ্র-অস্ত্র হাতে।
সাজিয়া রাবণ রাজা আসে দিব্য রথে॥
ইন্দ্রের সে বজ্র-অস্ত্র করিছে গর্জ্জন।
বজ্রের গর্জ্জন শুনি চিন্তিত রাবণ॥
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল ধাইয়ে।
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহিল দাণ্ডায়ে॥
কুম্ভকর্ণ বলে ইন্দ্র আর যাবি কোথা।
স্বর্গপুরী নিবসতি করিব দেবতা॥
বজ্র বিনা ইন্দ্র তোর আর নাহি বাড়া।
দন্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুঁড়া॥

রাবণ-কর্ত্তৃক কৈলাস-পর্ব্বত-উত্তোলনের চেষ্টা—প্রাচীন কাঙড়া চিত্র

ইন্দ্র বলে কুম্ভকর্ণ ছাড় অহঙ্কার।
বজ্র-অস্ত্রে আমি তোরে করিব সংহার॥
মহামন্ত্র পড়ে ইন্দ্র বজ্রবাণ ফেলে।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ বজ্র-অস্ত্র গিলে॥
বজ্র-অস্ত্র গিলি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখি যত দেবগণ গণিলা প্রমাদ॥
চলিল যে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে।
ভয়েতে দেবতাগণ ভাগে চারিভিতে॥
সৃষ্টি-নাশ-হেতু তারে সৃজিলা বিধাতা।
চারিভিতে লাফ দিয়া গিলিছে দেবতা॥
অমর দেবতাগণ নাহিক মরণ।
নাসিকা কর্ণের পথে পলায় তখন॥
শ্রবণ-নাসিকা-পথ ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া দেবগণ বেরয় অপার॥
স্বর্গ হৈতে দেবগণে আছাড়িয়া ফেলে।
হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় পড়ে ভূমিতলে॥
কুম্ভকর্ণ-রণে কারো নাহি অব্যাহতি।
হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি॥
এক দিন-রাত্রি মাত্র কুম্ভকর্ণ জাগে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে দেব সুখ ভোগে॥
ছয়মাসে কুম্ভকর্ণ জাগে একদিন।
রজনী প্রভাত হৈলে সবে ভয়হীন॥
রাত্রি পোহাইল বীর নিদ্রায় বিভোল।
এতক্ষণে রক্ষা পাইল দেবতা-সকল॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল রাবণ চিন্তিত।
রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত॥
ইন্দ্র-সহ রাবণের বাজে মহারণ।
দুইজনে নানা বাণ করে বরিষণ॥
দুইজনে বাণ মারে নাহি লেখাজোখা।
চারিদিকে বাণ ফেলে যার যত শেখা॥
দুইজন সম কেহ না পারে জিনিতে।
পদ্মাসন বাণ ইন্দ্র স্মরিলা মনেতে॥

ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ।
পদ্মাসন বাণে বন্দী করিব রাবণ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইন্দ্র পদ্মাসন এড়ে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে॥
ছুঁলে মাত্র নিদ্রা যায় হেন পদ্মাসন।
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন॥
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপরে।
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে॥
লোহার শিকলে বান্ধে হাতে ও গলায়।
রাবণেরে বান্ধি লয় ঐরাবত-পায়॥
ধরণীতে লোটায় রাবণের দশ মাথা।
তাহার অবস্থা দেখি হাসেন দেবতা॥
হিচড়িয়া লয়ে যায় বুকে ছড় যায়।
ঐরাবত-দন্ত ঠেকে রাবণের গায়॥
খান খান হয় অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে।
পরিত্রাহি ডাকে রাজা বিষম প্রহারে॥
হরিষ দেবতাগণ জিনিয়া রাবণ।
শিরে হাত কান্দে যত নিশাচরগণ॥
রাবণ হইল বন্দী, মেঘনাদ দেখে।
রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মেঘনাদ গর্জ্জে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ঘরে না যাইবি ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ॥
রাবণকুমার আমি নাম মেঘনাদ।
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রমাদ॥
পিতারে করিলি বন্দী আমা-বিদ্যমানে।
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে॥
গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে।
মেঘনাদ-গর্জ্জনেতে ইন্দ্ররাজ হাসে॥
তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥

অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয়ে লুকি।
আড়ে থাকি যুদ্ধ করে চতুর ধানুকী॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে।
ফাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে॥
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে॥
খাণ্ডা খরশাণ শেল শূল এক ধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
নানা অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইল বাণে যত দেবগণ॥
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন।
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ॥
সন্ধান পূরিয়া ইন্দ্র ঊর্দ্ধ দিকে চায়।
কোথা হতে আসে বাণ দেখিতে না পায়॥
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।
দেখিতে না পায় আর না পারে সহিতে॥
মেঘনাদ জুড়িলেক বাণ নাগপাশ।
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস॥
মেঘনাদ জানে বাণ বড় বড় শিক্ষা।
যজ্ঞেতে পাইল বাণ কারো নাহি রক্ষা॥
এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল।
হাতে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল॥
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইলা মূৰ্চ্ছিত।
ইন্দ্র ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত॥
স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ।
রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন॥
ইন্দ্রে বান্ধে মেঘনাদ পিতা-বিদ্যমান।
মেঘনাদে রাবণ সে করিছে বাখান॥
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্রে বান্ধিয়া করিলে পুত্র-কাজ॥
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া পুত্র লও লঙ্কাপুরী।
এবে আমি লুটিব এ অমরনগরী॥
মেঘনাদ বলে পিতা আজ্ঞা কর তুমি।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া আগে লয়ে যাই আমি॥
শুনি মেঘনাদের বচন দশানন।
আজ্ঞা দিল কর তাহা, যাহা তব মন॥
আজ্ঞা পেয়ে মেঘনাদ ইন্দ্রকে ধরিল।
রথের নিকটে লয়ে কহিতে লাগিল॥
পিতারে বান্ধিয়াছিলে ঐরাবত-পায়।
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্র রথের চাকায়॥
ইন্দ্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর।
অমরা-নগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
নানা রত্ন মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী তথা অনেক পাইল॥
শচীরে চাহিয়া ফিরে রাজা দশানন।
শচী লয়ে দেবগণ হৈলা অদর্শন॥
শচী পাব রাবণের ছিল বড় আশ।
শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাশ॥
ইন্দ্রের নন্দন-বন দেখি মনোহর।
প্রবেশে নন্দন-বনে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
পারিজাত বৃক্ষ উপাড়িল ডালেমূলে।
লুটিয়া অমরপুরী চলে কুতূহলে॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান।
কটক ছত্রিশ কোটি সম্মুখে প্রধান॥
মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর।
রাজা বলে কোথায় রেখেছ পুরন্দর॥
ইন্দ্ররাজা করিয়াছে মম দুরবস্থা।
হেন ইন্দ্র বান্ধি পুত্র রাখিয়াছ কোথা॥
মেঘনাদ বলে তবে বাপের গোচর।
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্রে লঙ্কার ভিতর॥
লোহার শৃঙ্খলে বান্ধিয়াছি হাতে গলে।
বুকেতে পাথরচাপা আছে যজ্ঞশালে॥
এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর।
রাজার প্রসাদ পায় বাপের গোচর॥

বহু ধন পায় লুটি অমরনগরী।
দিগ্বিজয়-দ্রব্য রাজা আনে লঙ্কাপুরী ॥
কৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর ॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা তব সৃষ্টি হয় নাশ।
দিবা-রাত্রি গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ ॥
আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ে লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর ॥
দেবগণ ছাড়িয়াছে স্বর্গের বসতি।
কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি ॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ভাবেন বিষাদ।
রাবণেরে বর দিয়ে পাড়িনু প্রমাদ ॥
দেবগণে রাখি ব্রহ্মা চলিল সত্বর।
একেশ্বর ব্রহ্মা গেলা লঙ্কার ভিতর ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ।
ভক্তিভরে পূজে রাজা ব্রহ্মার চরণ ॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা কেন হেথা আগমন।
আজ্ঞা কর আছে তব কোন্ প্রয়োজন ॥
বিরিঞ্চি বলেন দুষ্ট কৈলে সৃষ্টি-নাশ।
রাত্রি-দিবা গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ ॥
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ।
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ ॥
জোড়হাতে বলে রাজা ব্রহ্মার গোচর।
ত্রিভুবন জিনিলাম পেয়ে তব বর ॥
সকল জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ॥
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে।
আজ্ঞা কর আনি আমি তোমার গোচরে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন রাজা চল যজ্ঞশালা।
মেঘনাদ-যজ্ঞ দেখাইবে নিকুম্ভিলা ॥
আগে আগে ব্রহ্মা যান পশ্চাতে রাবণ।
তার পাছু চলিল রাক্ষস বিভীষণ ॥

মেঘনাদ-যজ্ঞ দেখি বিরিঞ্চির হাস।
মেঘনাদে ব্রহ্মা কন করিয়া প্রকাশ ॥
তব বাপ ইন্দ্র-রণে পায় পরাজয়।
হেন ইন্দ্র জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
তব বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত।
আজি হৈতে নাম তব হৈল ইন্দ্রজিত ॥
বর মাগ ইন্দ্রজিৎ, তুষ্ট হৈনু আমি।
সৃষ্টি রক্ষা কর, ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে আগে দেহ তুমি বর।
তবে আমি ছাড়িব এ রাজা পুরন্দর ॥
আমারে অমর কর, কর সন্নিধান।
অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান ॥
ইন্দ্রজিত-কথায় ব্রহ্মার হৈল হাস।
অমর হইলে তুমি মোর সর্ব্বনাশ ॥
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুন ভালমতে।
ত্রিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে ॥
এই যজ্ঞ-ভঙ্গ তব করিবে যে-জন।
সেই-জন হবে তব বধের ভাজন ॥
শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ।
সে কারণে ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ ॥
ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মা বিদ্যমান।
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পেয়ে অপমান ॥
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহতি।
আইলা অমরাবতী আপন বসতি ॥
দিগ্বিজয় করি রাজা এল নিজ ঘর।
চৌদ্দযুগ রাজা করে লঙ্কার ঈশ্বর ॥
আর চৌদ্দ যুগ ছিল রাবণের আয়ু।
সীতার চুলেতে ধরি হৈল অল্প-আয়ু ॥
লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥
তৎপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ।
তোমার এ ঘোষণা রহিল ত্রিভুবন ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
রাবণের দিগ্বিজয় কহিলা হে মুনি।
রাবণ অধিক হনুমানেরে বাখানি ॥
বহু স্থানে শুনি রাবণের পরাজয়।
হনুমান-পরাজয় কোথাও না হয় ॥
গন্ধমাদন পর্ব্বত রাত্রি মধ্যে আনে।
হনুমান সম বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥

——

ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক রম্যবন গঠন ও তন্মধ্যে শ্রীরাম-সীতার বাস

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্মপরায়ণ।
রাজ্যে নাহি দুর্ভিক্ষ কি অকাল-মরণ ॥
শ্রীরাম বলেন ভরত শুনহ বচন।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা লয়ে সভাজন ॥
যুদ্ধ করে অবসাদ হয়েছে আমার।
অন্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজ্যভার ॥
কিছুদিন বিশ্রাম করিব আছে মন।
তিন ভাই মিলে কর প্রজার পালন ॥
মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার ॥
অন্তঃপুরে থাকিব এ করিয়াছি মনে।
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগণে ॥
জোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন।
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন ॥
চৌদ্দ বছর রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি প্রজাগণ ॥
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর।
ত্রিভুবন-ভিতরেতে কারে করি ডর ॥
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে ॥

ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈলা রঘুনাথ।
আলিঙ্গন দিলা রাম পসারিয়া হাত ॥
তিন ভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত।
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ ॥
অন্তঃপুরে গেলা রাম হরষিত মন।
সীতা করিলেন রাম-চরণ-বন্দন ॥
রাম কন শুন সীতা আমার বচন।
লঙ্কাপুরে যেমন সোনার অশোক-বন ॥
দেবকন্যাসহ যথা থাকে লঙ্কেশ্বর।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দর ॥
তুমি আমি তাহে বাস করিব দুজন।
নানাবর্ণে বহু পুষ্প করিব রোপণ ॥
রঘুনাথ-আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মা আনিল ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা কন বিশ্বকর্ম্মা কর অবধান।
রামের অশোকবন করহ নির্ম্মাণ ॥
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত।
অযোধ্যানগরে আসি হৈলা উপনীত ॥
বসিয়াছে রঘুনাথ হরষিত মন।
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিলা চরণ ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থান।
সুবর্ণ অশোকবন করিতে নির্ম্মাণ ॥
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা করেন যুকতি।
নির্ম্মায়ে অশোকবন করিব পিরীতি ॥
সোনার অশোকবন করিলা নির্ম্মাণ।
দেখিতে সরম্য বড় হৈল সেই স্থান ॥
সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফল ফুল ধরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
সুললিত পক্ষিনাদ শুনিতে মধুর।
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দে প্রচুর ॥
বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে ॥

সরোবর-চারিপাশে সুবর্ণের গাছ।
জলজন্তু কেলি করে, নানাবর্ণ মাছ ॥
মণি-মাণিক্যেতে বান্ধা যত বৃক্ষগুঁড়ি।
স্থানে স্থানে বসায়েছে রত্নময় পিঁড়ি ॥
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ-উপরে।
তেমনি উদ্যান-বন পুরীর ভিতরে ॥
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল অশোকের বন।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন ॥
অশোকের বন দেখি রাম হন সুখী।
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী ॥
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে।
জানকী লইয়া তথা বসাইলা সঙ্গে ॥
সীতা-রূপ দেখি রাম হরষিত মনে।
সীতারে তোষেন অতি মধুর বচনে ॥
প্রথম-যৌবনা সীতা লক্ষ্মী অবতরী।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ, পরমাসুন্দরী ॥
এত রূপ দিয়া সীতায় সৃজিলা বিধাতা।
কাঁচা সুবর্ণের রূপে আলো করে সীতা ॥
দেখিয়া সীতার রূপ জুড়ায় যে আঁখি।
চন্দ্রমুখ রামচন্দ্র, সীতা চন্দ্রমুখী ॥
পূর্ণ অবতার রাম, সীতা মনোহরা।
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা ॥
আনন্দে আছেন রাম সীতা-সম্ভাষণে।
রাজকর্ম্ম এড়ি রাম তথা রাত্রদিনে ॥
রামের সেবায় সীতা সদা ভক্তিমতি।
শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শচীপতি ॥
একেক দিবসে সীতা ভিন্ন মূর্ত্তি ধরে।
একদিন অন্য রূপ বিষ্ণু ভাণ্ডিবারে ॥
বছর হাজার সাত রাম সীতাসঙ্গে।
ষড়্ঋতু বঞ্চন করেন নানা রঙ্গে ॥
নিদাঘকালেতে চৈত্র-বৈশাখ-দিবসে।
আনন্দে ডুবেন রাম আনন্দের রসে ॥
বিকসিত পদ্ম শোভে চারি সরোবরে।
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে, রবি যে প্রবল।
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল ॥
বরিষা দেখিয়া রাম পরম কৌতুকী।
জলজন্তু কলরব তৃষিত চাতকী ॥
প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে।
অশোকবনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে ॥
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম-উল্লাস।
বরিষা হইল গত, শরৎ প্রকাশ ॥
আসিয়া শরৎ ঋতু প্রকাশ হইল।
নির্ম্মল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল ॥
ফুটিল কেতকী দেখি অতি সুশোভন।
ছাড়িল বরিষা ডাক শরৎ গর্জ্জন ॥
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে।
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিলা রঘুবরে ॥
কার্ত্তিকে হেমন্ত ঋতু, বরিষে সঘনে।
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে ॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর।
নারিকেল সমুদয় ফল বহুতর ॥
পরম হরিষে রাম সুখের বিশেষ।
এরূপে রামের হৈল হেমন্ত নিঃশেষ ॥
শিশির উদয়ে হৈল অতিশয় শীত।
শীতকাল পেয়ে রাম পরম পিরীত ॥
দিনে দিনে হইল মলিন শশধর।
রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ঙ্কর ॥
ধরিলেন কোটি সূর্য্যতেজ রঘুবীর।
দূরে গেল শীত রাম বঞ্চিলা শিশির ॥
উদয় বসন্ত ঋতু সর্ব্ব-ঋতুসার।
কৌতুক-সাগরে রাম করেন বিহার ॥
ফুটিল অশোক যে মাধবী নাগেশ্বর।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥

পরম কৌতুক রাম দেখি ঋতুরাজ।
সীতাসঙ্গ বিনা অন্য কিছু নাহি কাজ॥
এইরূপে দোঁহে সাত হাজার বৎসর।
রাত্রিদিন রহেন সে বনে নিরন্তর॥
পঞ্চমাস গর্ভ হৈল সীতার উদরে।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু কহেন সীতারে॥
গর্ভবতী হৈলে কিবা খেতে অভিলাষ।
কোন্ দ্রব্য খাবে সীতা করহ প্রকাশ॥
লাজে হেঁট মাথা করে সীতা চন্দ্রমুখী।
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি॥
এক দ্রব্য পেতে মোর হইয়াছে মন।
একদিন আজ্ঞা পাইলে যাই তপোবন॥
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে।
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকন্যা-সনে॥
মুনিপত্নী সঙ্গে গিয়ে স্নান করিবারে।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে॥
বলি ঋষ্যমুনি তথা করে পিণ্ডদান।
হংসেতে ভাঙ্গিয়া ডিম্ব করে খান-খান॥
সত্য করিয়াছি আমি মুনিপত্নী-স্থানে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে॥
এই সত্য পালিবারে দেহ যে মেলানি।
নানা ধনে তুষিব সে মুনির ঘরণী॥
সীতার কথায় রাম বিস্ময় যে মনে।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবনে॥
এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে।
সাত হাজার বৎসরান্তে আইলা বাহিরে॥
সহস্র বৃহন্দ বাহির আইলা যখন।
পাত্রমিত্র কানাকানি করিছে তখন॥
রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশ মাস।
হেন সীতা লয়ে রাম করেন নিবাস॥
হেনকালে আসিলেন বাহির চৌতারা।
দেওয়ানে বসেন রাম সভাখণ্ড পূরা॥

পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কানাকানি
সীতা-নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি॥
সীতা-নিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে।
সীতাদেবী না জানেন থাকি অন্তঃপুরে॥
ধর্ম্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ।
নানা সুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ॥
আমি রাজা হইতে হে কে আছে কেমন।
রাজব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ॥
জিজ্ঞাসেন যদি রাম সভার ভিতর।
নিঃশব্দ রহিল লোক না দেয় উত্তর॥
ভদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে জোড়হাতে॥
পাত্র সে দুর্ম্মুখ বড় কারে নাহি ভয়।
নিষ্ঠুর হইয়া কথা রাম-আগে কয়॥
পাত্র বলে রঘুনাথ কর অবধান।
রঘুবংশে আমি আছি পাত্রের প্রধান॥
সর্ব্বলোক চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ।
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান॥
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে।
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে॥
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর।
নির্ধন হতেছে রাজ্য, শুন রঘুবর॥
শ্রীরাম বলেন কেন নির্ধন সংসার।
রাজা হয়ে করিলাম কোন্ অবিচার॥
রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে অতি সুখে।
রাজা পাপ করিলে দুঃখেতে প্রজা থাকে॥
ভদ্র বলে রঘুনাথ ভয় পাই মনে।
পাত্র হয়ে বেশী কথা কহিব কেমনে॥
শ্রীরাম বলেন ভদ্র না হও চিন্তিত।
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত॥
জোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম।
মোর এক নিবেদন শুন প্রভু রাম॥

ভদ্র বলে, রঘুনাথ যাই যথা-তথা।
সর্ব্বলোক কহে তব সীতার বারতা ॥
দেবাসুর যুদ্ধ মত হইয়াছে রণ।
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ ॥
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছ ঘরে।
নির্ম্মল এ কুলে কালি দিয়া রঘুবরে ॥
এই অপযশ তব সর্ব্বজনা ঘোষে।
যে নারী কোলেতে করি লইল রাক্ষসে ॥
রাখিয়াছে সেই নারী নিজ গৃহবাসে।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে ॥
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্ম্মুখ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ॥
রামের নিকটে ছিল যত পাত্রগণ।
শ্রীরাম বলেন কহ যথার্থ-বচন ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ।
যে বলিল ভদ্র, প্রভু সে সত্য-বচন ॥
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস।
গাইলা উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

সীতার বনবাস

পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানি ॥
নিদাঘ-সময় অতি রবি খরতর।
সরোবরে স্নান-হেতু যান রঘুবর ॥
একেশ্বর যান, কেহ নাহিক সহিত।
সরোবরকূলে গিয়া হন উপনীত ॥
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবর-পাড়।
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড় ॥
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে।
স্নান-হেতু যান রাম উত্তরের ঘাটে ॥
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে দেন পানি।
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনহ কাহিনী ॥
দুইজনে কথা কহে শ্বশুর-জামাই।
এই দুইজনা বিনা আর কেহ নাই ॥
শ্বশুর বলিছে, তুমি কুলেতে কুলীন।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি ধোপেতে ধুলিন ॥
নিজ-গোত্র-প্রধান আছিল তব পিতা।
ধনী মানী দেখে তোমা দিলাম দুহিতা ॥
কোন্ দোষ করে কন্যা, মার কোন্ ছলে।
আমার বাটীতে একা এল রাত্রিকালে ॥
একেশ্বরী এল কন্যা বড় পাই ভয়।
পিতৃগৃহে যুবা-কন্যা শোভা নাহি হয় ॥
জামাতারে এত যদি বলিল শ্বশুর।
বাক্‌ছলে জামাতা সে বলিছে প্রচুর ॥
যে বাক্য কহিলে তুমি সহিতে না পারি।
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি কেহ নাহি সাথী।
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি ॥
পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে ॥
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা দিবে, আমি হীনজাতি ॥
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনি এই বাণী।
ঘাটে থাকি শুনিলেন রাম রঘুমণি ॥
যত যত বলে ভদ্র মনেতে সে লয়।
রাম কন ভদ্রের বচন মিথ্যা নয় ॥
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
ঘরে চলিলেন রাম বিরস-বদন ॥
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ।
সীতা লয়ে পড়ে হেথা আরো অপবাদ ॥
পঞ্চ মাস আছে গর্ভ সীতার উদরে।
জায়ে জায়ে একঠাঁই বসেছেন ঘরে ॥
মাথায় সীতার কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতাকে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী ॥

সীতারে নিরখি বলে যত নারীগণ।
দশমুণ্ড কুড়ি-হস্ত রাবণ কেমন॥
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি।
ভূমেতে আঁকহ, তার মুণ্ডে মারি লাথি॥
সীতা কন, সে ছারে না দেখি কোনকালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া রাবণ কেমন॥
রাবণ-চিত্রিতে সীতা মনে কৈল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশ-মুণ্ড কুড়ি হস্ত আঁকে দশস্কন্ধ॥
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥
সীতাপাশে দেখি রাম চিত্রিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন॥
পড়িয়া আমার হাতে জন্ম গেল দুঃখে।
তবু উচ্চ বচন নাহিক সীতা-মুখে॥
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ।
সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ॥
সীতারে দেখিয়া রাম আগত বাহিরে।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে॥
সত্য-হেতু মম পিতা আমা-পুত্রে বর্জ্জে।
সত্য কার্য্য করি যদি লোকে নাহি গঞ্জে॥
রূপ গুণ সীতার কোথায় নাহি শুনি।
রূপ গুণ দেখি তারে না দিনু সতিনী॥
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতে হাতে॥

দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোক করে উপহাস॥
উপহাস করে লোক সহিতে না পারি।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিলা দুয়ারী॥
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন।
ঝাট আন ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর।
তিন জনে আনি দিল রামের গোচর॥
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ।
তিন ভায়ে লয়ে যুক্তি করেন তখন॥
যে কর্ম্ম করিলে লজ্জা পায় সভা-আগ।
আমি সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ॥
শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর।
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর॥
অপযশ কত সব নারীর কারণ।
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি তোমা তিনজন॥
আমার বচন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
সীতা লয়ে রাখ গিয়া মুনি-তপোবন॥
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা এড় নিয়া দূরে॥
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি।
নানারত্নে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী॥
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন॥
একথা কহিলে তাঁর পড়িবেক মনে।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে॥
শীঘ্র যাহ লক্ষ্মণ আমার কর হিত।
রথে তুলি লয়ে যাহ সুমন্ত্র সহিত॥
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি।
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি॥
এত যদি নিষ্ঠুর বলেন রঘুনাথ।
তিন ভায়ের মুণ্ডেতে পড়ে বজ্রাঘাত॥

হাহাকার করি ছাড়ে লক্ষ্মণ নিশ্বাস।
দিবেন সীতারে কিবা দোষে বনবাস ॥
হেন স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী।
কেমনে বঞ্চিবে বনে সীতা রাজরাণী ॥
বিনা দোষে সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রঘুবংশ ধ্বংস হবে সীতা দিলে শাপ ॥
দেশের বাহির নাহি করিহ সতী স্ত্রী।
সীতা ছাড়া হইলে হবে হত লক্ষ্মী-শ্রী ॥
যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বৰ্জ্জন।
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই না কর বিষাদ।
সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ ॥
দিলাম আমার দিব্য তাহা পরিহার।
সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার ॥
শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয়।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্ত্তা কয় ॥
রথ-সহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে।
প্রবেশেন লক্ষ্মণ সে সীতার আগারে ॥
অশ্রুজলে লক্ষ্মণের সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে।
তা দেখিয়া পরিহাস করিলেন সীতে ॥
এস হে দেবর আজি হেন শুভদিন।
এবে সে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ ॥
একত্রে বছর চৌদ্দ বঞ্চিলাম বনে।
রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে ॥
কহিয়াছি কত মন্দ কথা অবিনয়।
সেকারণে দেবর হে হয়েছ নির্দ্দয় ॥
বৈসহ বৈসহ বলি, সীতাদেবী বলে।
বার্ত্তা কহ দেবর হে আছ ত কুশলে ॥
তোমারে দেখিয়া মম সদা পড়ে মনে।
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদনে ॥
লক্ষ্মণ বলেন যত বল অনুচিত।
তোমা দরশনে মন আছয়ে নিশ্চিত ॥
রাজার মহিষী তুমি থাক অন্তঃপুরী।
সেবকেতে আজ্ঞা বিনা আসিতে না পারি ॥
সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ।
ভাগ্য-ফলে পাইলাম তব দরশন ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন সীতা-ঠাকুরাণী।
কি কারণে অন্তঃপুরে আইলা হে তুমি ॥
অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন।
মনেতে বিস্ময় হৈনু না জানি কারণ ॥
লক্ষ্মণ বলেন মাতা কর অবধান।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান ॥
কালি তুমি কহিয়াছ রাম-বিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী-সনে ॥
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সনে চল বাল্মীকির তপোবন ॥
মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে।
নানা রত্ন লয়ে আসি উঠ দিব্য রথে ॥
এত শুনি সীতাদেবী হইলা উল্লাস।
স্বরূপ কহিলা তুমি কিবা উপহাস ॥
লক্ষ্মণ বলেন সীতা বুঝহ আপনি।
তোমা দুজনার কথা আমি কিসে জানি ॥
কহিতে এমন কথা কে সাহস করে।
পরিহাস করিতে তোমারে কেবা পারে ॥
ইহা শুনি সীতাদেবী চলিলা ভাণ্ডারে।
নানা রত্ন আনিলেন অতি যত্ন করে ॥
হীরা-মণি-মাণিক্যের আভরণ আনি।
লইয়া চন্দন গন্ধ সীতা-ঠাকুরাণী ॥
নানা রত্ন অলঙ্কার সীতাদেবী লয়ে।
পট্টবস্ত্রে বান্ধিলেন আনন্দিত হয়ে ॥
বহুমূল্য ধন লয়ে সীতাদেবী নড়ে।
পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে ॥
এমন সময় তাঁরে বলেন লক্ষ্মণ।
তুমি আমি সুমন্ত্র সারথি তিন জন ॥

রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে।
বাল বৃদ্ধ যুবা কেহ নাহি জানে দেশে ॥
সীতা-সঙ্গে যেতে চাহে অনেক রমণী।
সবারে আশ্বাস দেন সীতা-ঠাকুরাণী ॥
মায়া সম্বরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে।
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে ॥
রথেতে চড়িলা সীতা পরম হরিষে।
সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে ॥
সীতারূপে আলো করে দ্বাদশ যোজন।
সীতা বিনা অন্ধকার রামের ভবন ॥
দুর্ব্বল হইলে লোক ছাড়ে রাজলক্ষ্মী।
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি ॥
নদী স্রোতে ছাড়ে, লোক ছাড়িল আহার।
দিবা দ্বিপ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥
সূর্য্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমণ্ডল।
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল ॥
ভরত শত্রুঘ্ন আছে রামের নিকটে।
সীতারে লইয়া যান লক্ষ্মণ কপটে ॥
সীতা কন আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি রঘুনাথ চিন্তে অকুশল ॥
শাশুড়ীরে না কহিনু আসিবার কালে।
বুঝি তাঁর মনোদুঃখ হৈল তার ফলে ॥
বামেতে দেখেন সর্প, শৃগাল দক্ষিণে।
অমঙ্গল দেখি সীতা ক্ষুণ্ণ হন মনে ॥
নানা অমঙ্গল ওহে কেন দেখি পথে।
না যাব অযোধ্যা ফিরে, হেন লয় চিতে ॥
লক্ষ্মণ সীতার বাক্যে হেঁট কৈল মাথা।
রামের ভয়েতে কিছু না কহিল কথা ॥
অধোমুখে কান্দে সে চক্ষে পড়ে পানি।
উত্তর না করে কোন সীতা-বাক্য শুনি ॥
সীতা কন কেন তব বিরস বদন।
দেশে ফিরে যাব, রথ চালাহ লক্ষ্মণ ॥
আপনি বিদায় লব প্রভুর চরণে।
তবে সে যাইব বাল্মীকির তপোবনে ॥
লক্ষ্মণ বলেন সীতা না হও ব্যাকুল।
হের দেখ আইলাম যমুনার কূল ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রাখিয়া রথ দোঁহে চলি যায় ॥
পার হৈয়া যান বাল্মীকির তপোবন।
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥
কান্দিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয়।
লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয় ॥
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ।
কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন ॥
লক্ষ্মণ কহেন বলি কেমন সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমা আনি বনবাসে ॥
মহাত্রাস পান সীতা শুনিয়া কাহিনী।
শ্রাবণের ধারা হেন চক্ষে পড়ে পানি ॥
এতদূরে আসি মোরে বলিলে লক্ষ্মণ।
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা।
দেশে রেখে নাহি কেন করিলে জিজ্ঞাসা ॥
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান ॥
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশে কলঙ্ক ঘুষুক সর্ব্বলোকে ॥
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান ॥
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায়।
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায় ॥
রাম হেন স্বামী হউক জন্ম-জন্মান্তরে।
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে
সীতার ক্রন্দন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
দুইজনে বসিয়া বাল্মীকি-তপোবন ॥

লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি জোড়হাত।
কান্দিয়া বলেন সীতা কোথা রঘুনাথ॥

—

সোনার সীতা নির্ম্মাণ

সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে।
কান্দিতে কান্দিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে॥
নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে।
কোথা রাম বলি সীতা লাগিলা কান্দিতে॥
কান্দিতে লাগিলা সীতা হইয়া ফাঁফর।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর॥
চারিদিকে চান সীতা দেখে বনময়।
শার্দ্দূল ভল্লুক দেখি পান বড় ভয়॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর।
শিষ্য-সঙ্গে আইলেন বাল্মীকি মুনিবর॥
সীতা বনবাস পূর্ব্বে রচেছেন মুনি।
আসিয়া সীতার স্থানে বলেন আপনি॥
জনকের কন্যা তুমি রামের গৃহিণী।
দশরথ-বধুয়ারী মেদিনী-নন্দিনী॥
লোক-অপবাদে রাম পাইলা তরাস।
বিনা অপরাধে তোমা দিলা বনবাস॥
ত্রিভুবনে সাধ্বী নাহি তোমার সমান।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ॥
পরম আদরে সীতা লয়ে যান মুনি।
সীতারে রাখিলা লয়ে যথায় ব্রাহ্মণী॥
সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে।
মুনিপত্নী কন লক্ষ্মী আসিয়াছে ঘরে॥
জানকীরে মুনিপত্নী দিলা আলিঙ্গন।
সীতা প্রশংসিয়া কন মধুর বচন॥
শুভদিন হৈল মাতা আইলা মোর ঘর।
তোমা-দরশনে মোর হরিষ অন্তর॥
সীতা কন কর্ম্মদোষে আমার বর্জ্জন।
তোমা-দরশনে মোর সফল জীবন॥
মুনিপত্নী সহিত রহেন তপোবন।
কান্দিয়া লক্ষ্মণ তবে চলিলা তখন॥
সুমন্ত্র বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ॥
বুড়া রাজার কথা এক পড়িয়াছে মনে।
রঘুবংশে সারথি আমি সবে অনরণ্যে॥
বাল্মীকি-কবিতা মোর কিছু পড়ে মনে।
সে রাজার যজ্ঞকথা শুন সাবধানে॥
সপ্তদ্বীপে যত মুনি এল সেই স্থানে।
দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে॥
যজ্ঞশালে আসিবারে মুনিগণ মেলা।
সবে মেলি রাজারে দিলেন যজ্ঞশালা॥
যজ্ঞের ফলেতে তাঁর চারি পুত্র হবে।
সুরাসুর অমরাদি সকলে কাঁপিবে॥
সর্ব্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার।
এক অংশে চারি পুত্র বিষ্ণু-অবতার॥
চারিটি পুত্রের পিতা তুমি গুণধাম।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ আর ভরত শ্রীরাম॥
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ॥
বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য করি পার।
রাবণ বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার॥
এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন।
সাত হাজার বর্ষান্তে সীতার বর্জ্জন॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
তোমারে বর্জ্জিবে রাম সেই মুনি-শাপে॥
এত শুনি মহারাজ হেঁট কৈলা মাথা।
আমারে কহিলা ব্যক্ত না কর এ কথা॥
আমারে নিষেধি রাজা গেলা স্বর্গবাস।
তোমার নিকটে আমি করিনু প্রকাশ॥
সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন।
তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জ্জন॥

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষ্মণ।
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস-বদন ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি কহিলে বৃত্তান্ত।
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্ত্র ॥
আগে কেন রাম মোরে না কৈলা বর্জ্জন।
এড়াতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি।
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে যে নারি ॥
এই কথাবার্ত্তা তবে কয়ে দুইজন।
অযোধ্যায় রাম-কাছে গেলেন লক্ষ্মণ ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর নোঙাইল মাথা।
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়ে এলে কোথা ॥
আমার পাপিষ্ঠ মন চঞ্চল হৃদয়।
বর্জ্জিলাম সীতা সতী লোকের কথায় ॥
মোরে ছাড়ি সীতা নাহি থাকে এক রাতি।
একলা থাকিবে বনে কাহার সংহতি ॥
রাজ্য-ধন-সিংহাসন বিফল আমার।
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥
কোন্ বনে রহিলেন জানকী রূপসী।
কি বলিবে শুনিলে জনক মহাঋষি ॥
কার মুখ চেয়ে সীতা রবে কার পাশ।
সিংহ ব্যাঘ্র দেখি তার লাগিবে তরাস ॥
কহ কহ কহ ভাই শুনি আরবার।
কোন্ বনে থুয়ে এলে জানকী আমার ॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জ্জন।
আপনি বর্জ্জিয়া কেন করহ রোদন ॥
ক্রন্দন সম্বর প্রভু ক্ষমা দেহ মনে।
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকির বনে ॥
যদি রঘুনাথ মোরে কর সন্বিধান।
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা পাঠায়ে কান্তারে।
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে তাহারে ॥
সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে।
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে ॥
আমার বচন শুন ভাই তিনজন।
রাত্রিতে সোনার সীতা করহ গঠন ॥
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক।
দেখিয়া সোনার সীতা পাসরিব শোক ॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা এল তথা বুঝি তাঁর মন ॥
শত মণ সোনা লয়ে দিল তার স্থান।
স্বর্ণসীতা বিশ্বকর্ম্মা করিলা নির্ম্মাণ ॥
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবে মাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে ॥
সাজায় সোনার সীতা বস্ত্র-আভরণে।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগন্ধি চন্দনে ॥
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে, রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥
একদৃষ্টে চাহেন সোনার সীতামুখ।
উত্তর না পেয়ে মনে বড় হয় দুঃখ ॥
সাত হাজার বৎসর যে সীতার সংহতি।
দেখিয়া সোনার সীতা বঞ্চে সাত রাতি ॥
সাত রাত্রি বঞ্চি রাম আইলা বাহির।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর ॥
ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তিনজনে।
বাহির চৌতারে রাম বসিলা দেয়ানে ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ আসে রামস্থানে।
শূন্যময় নিরখেন সীতার বিহনে ॥
বিবাহ করিতে তাঁর নাহি লয় মন।
সম্মুখে সোনার সীতা রাখে সর্ব্বক্ষণ ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে।
বিবাহ করহ রাম সকলেতে বলে ॥
যথা যত রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান।
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান ॥

সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে।
সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে॥
কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরন্তর।
বিভা আর নাহি করিবেন রঘুবর॥
সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িলা নিশ্বাস।
গাহেন উত্তরাকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস॥

কুক্কুর ও সন্ন্যাসীর কথা

লক্ষ্মণ বলেন প্রভু উচিত এ নয়।
সাত দিন হৈল রাজকার্য্য নাহি হয়॥
সাত দিন হইয়াছে সীতার বর্জ্জন।
সীতার শোকেতে কর্ম্মে কিছু নহে মন॥
রাজা হৈয়া রাজকর্ম্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরক-ভিতরে হয় বাসা॥
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্ব্বে রাজা মৃগে।
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিলা চারিযুগে॥
পুষ্কর দেশের রাজা নাম মৃগেশ্বর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বড় গুণের সাগর॥
প্রভাসের তীরে রাজা করিলা গমন।
এক লক্ষ ধেনুদানে তুষিলা ব্রাহ্মণ॥
অগ্নিবৈশ্য-ধেনু এক ছিল তার পালে।
মৃগরাজ দান কৈল ধেনুর মিশালে॥
অগ্নিবৈশ্য ব্রাহ্মণেরে জগৎ বাখানি।
তপে জপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী॥
ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জরজর তনু।
নানা দেশ তত্ত্ব করে না পাইলা ধেনু॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা প্রভাসের তীরে।
আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে॥
ধেনু দেখে ব্রাহ্মণের হরষিত মন।
জীববৎসা বলি মুনি ডাকিলা তখন॥
হাম্বারবে এল ধেনু অগ্নিবৈশ্য-পাশে।
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলিলা হরিষে॥
যারে দান দিয়াছিল মৃগ মহীপালে।
সেই দ্বিজ ধাইয়া আইলা হেনকালে॥
অগ্নিবৈশ্য ধেনু লয়ে করেন গমন।
গো-চোর বলিয়া তাঁরে ধরিলা ব্রাহ্মণ॥
ধেনু লাগি বিসম্বাদ হৈল দুই জনে।
রাজদ্বারে মহাযুদ্ধ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে॥
দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ।
ধেনু লাগি দুই দ্বিজে হতেছে বিবাদ॥
লক্ষ ধেনু দান তুমি কৈলে যেইকালে।
অগ্নিবৈশ্য-ধেনু এক ছিল সেই পালে॥
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিষাদ।
অবিচারে দান করে পড়িল প্রমাদ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা না দিলা দর্শন।
রাজদ্বারে হুড়াহুড়ি বিপ্র দুইজন॥
দুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে।
দ্বিপ্রহর হৈল দেখা না পায় রাজারে॥
ভূপে দেখা না পাইল দোঁহে হইল তাপ।
ক্রোধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ॥
পরধন দান করে লাগিল কোন্দল।
দেখা না পাইয়া বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল॥
দেখা না পাইয়া ভূপে বলে কটূত্তর।
কেঁকলাস হয়ে থাক নরক-ভিতর॥
উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ।
প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন॥
ব্রহ্মশাপ মৃগরাজা ভুঞ্জে চিরকাল।
না করে রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জঞ্জাল॥
রাম কন, জানি শাস্ত্রে কহে মুনি-ঋষি।
অবিচার কর্ম্ম কৈলে হয় পাপরাশি॥
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড।
করেছ ভূপতি মোরে দিয়া ছত্রদণ্ড॥
এত বলি শ্রীরাম বসিলা সভা করি।
রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হয়ে দ্বারী॥

আইলেন শ্রীবশিষ্ঠ কুলপুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈলা উপনীত॥
পাত্রমিত্র লয়ে চর্চ্চা করেন ভরতে।
আছেন লক্ষ্মণ দ্বারে স্বর্ণ ছড়ি হাতে॥
মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ।
রঘুনাথ-সঙ্গেতে করাহ দরশন॥
প্রজা সব বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ॥
রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে।
পুত্র-পৌত্রসহ লোক আছে নানা ভোগে॥
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ-ঠাকুর।
হেনকালে তথা এক আইল কুকুর॥
রক্ত-আঁখি কুক্কুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
পথশ্রান্তে উপবাসে হয়েছে বিকল॥
তিন পদে চলে তার একপদ খঞ্জ।
দণ্ডের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ্জ॥
তিন পদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে।
লক্ষ্মণে প্রণাম করে ভাসে অশ্রুনীরে॥
কুক্কুরকে জিজ্ঞাসেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কারণে কুক্কুর হেথায় আগমন॥
কুক্কুর কহিছে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরাম-সদন॥
যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া।
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া॥
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে।
কুক্কুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে॥
দ্বারেতে কুক্কুর এক হৈল আগুসার।
সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার॥
কুক্কুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর।
অমনি আনিলা তারে রামের গোচর॥
রাজ-ব্যবহারে কুক্কুর নোয়ায় মাথা।
জোড়হাতে স্তব করে বলে নীতি-কথা॥

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিক্‌পাল।
তোমার সকল সৃষ্টি তুমি পরকাল॥
তুমি বিষ্ণু-অবতার পতিতপাবনে।
সফল কুক্কুর-দেহ তোমা দরশনে॥
রাম কন কত স্তুতি কর বারে বারে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ কহ তা আমারে॥
কান্দিয়া কুক্কুর বলে অশ্রুজলে ভাসি।
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্ন্যাসী॥
সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর।
তিন উপবাসে আসি তোমার গোচর॥
কোন্ অপরাধে দণ্ডে মোর করে দণ্ড।
সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড॥
রাম কন সভাখণ্ড শুনিলে সত্বর।
সন্ন্যাসীরে শীঘ্র আন আমার গোচর॥
ভাল-মন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে।
সন্ন্যাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে॥
রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে।
কুক্কুর আসিয়া দেখাইল সন্ন্যাসীরে॥
হাতে কমণ্ডলু স্কন্ধে মৃগছাল তার।
সন্ন্যাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার॥
সন্ন্যাসীরে লয়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন॥
সন্ন্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা।
সধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবহিংসা॥
অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস।
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ন্যাস॥
পরনিন্দা পরহিংসা পরমপাতক।
হিংস্রক সন্ন্যাসী হলে বিষম নরক॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা করে ত্যাজ্য
এমন সন্ন্যাসী হয় সংসারেতে পূজ্য॥

সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ।
কি দোষেতে কুক্কুরে করিলে দণ্ডাঘাত ॥
জোড়হাতে কহে তবে সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ।
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ ॥
সারাদিন সন্ধ্যা জপ করি গঙ্গাতীরে।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা আশে যেতেম নগরে ॥
ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ মেগে ফিরি ভিক্ষে।
পথ জুড়ে শুয়ে আছে কুক্কুর সম্মুখে ॥
পথ ছাড় বলি ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে।
কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে ॥
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে চায়।
ক্রোধে জ্বলে দণ্ডাঘাত করেছি মাথায় ॥
এই কহিলাম আমি সভার ভিতরে।
যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে ॥
রাম কন সভাখণ্ড করহ বিচার।
কাহার করিব দণ্ড, অপরাধ কার ॥
জোড়হাত করি তবে সভাখণ্ড কয়।
আমাদের বুদ্ধি-সাধ্য এইমত হয় ॥
কার নহে রাজপথ, রাজ-অধিকার।
উত্তম অধম পথে চলে ত সংসার ॥
যদি শীঘ্র কাজ থাকে যাবে একপাশে।
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে ॥
শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভাখণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসীরে করিব কি দণ্ড ॥
জোড়হাতে রঘুনাথে কহে সভাখণ্ড।
গঙ্গাস্নান মানা করা সন্ন্যাসীরে দণ্ড ॥
কুক্কুর উঠিয়া বলে সভার ভিতরে।
কদাচিৎ দণ্ড না করিহ সন্ন্যাসীরে ॥
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার।
কালিঞ্জরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার ॥
কুক্কুরের কথা শুনে সভাজন হাসে।
সন্ন্যাসীরে রাজা করে কালিঞ্জর-দেশে ॥

রাজ্য পেয়ে সন্ন্যাসী মার্ত্তণ্ড-পৃষ্ঠে চড়ে।
রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য সে বাড়ে ॥
আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জর-দেশে।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সর্ব্বলোকে হাসে ॥
পরিধান কৌপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড।
রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করেন সভাখণ্ড ॥
আনিলে সন্ন্যাসী ধরে দণ্ড করিবারে।
কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ন্যাসীরে ॥
রাম কন রাজ্য দিনু কুক্কুর-বচনে।
ইহার যে বৃত্তান্ত কুক্কুর ভাল জানে ॥
ইহা শুনি সভাখণ্ড জিজ্ঞাসে কুক্কুরে।
কুক্কুর বিনয় করি কহিছে সত্বরে ॥
পূর্ব্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিনু রাজা।
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব পূজা ॥
নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান।
রাজা বিনা অন্য-জনে পূজিতে না পান ॥
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে।
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে ॥
রাজারে শিবের শাপ আছয়ে অমন।
মরিলে কুক্কুর-জন্ম না হয় খণ্ডন ॥
কালিঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর।
রাজা ছিনু এবে আমি হয়েছি কুক্কুর ॥
পাইয়া কুক্কুর-দেহ এতেক দুর্গতি।
তোমা দরশনে এবে পাইব নিষ্কৃতি ॥
সবে বলে, সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয়।
বিষয় এ নহে প্রভু বড়ই সংশয় ॥
কালিঞ্জরে যেই-জন হয় ত রাজন্।
লোকান্তরে কুক্কুর হবে না হবে খণ্ডন ॥
কুক্কুর এতেক বলি রামে নমস্কারে।
বারাণসী কুক্কুর চলিল ধীরে ধীরে ॥
প্রাণ ত্যজে কুক্কুর করিয়া উপবাস।
রাম-দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস ॥

সভা-সনে রঘুনাথ বসিলা দেওয়ানে।
পাত্রমিত্র সভাজন আছে বিদ্যমানে॥

লবণ বধ

উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদ্যমানে।
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থানে॥
মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে।
তোমা দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে॥
রাম কন ঝাট আন, দ্বারে কি কারণে।
বড় ভাগ্য আজি মম মুনি-দরশনে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে।
শিষ্যসহ মুনি আনে রামের গোচরে॥
নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাম বসিতে আসন॥
ভার্গব বলেন রাম করহ শ্রবণ।
মনোদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান॥
পূর্ব্বে রাজগণে দিনু যত যত ভার।
রাজগণ পালিলা আমার অঙ্গীকার॥
ত্রিভুবন রাখিলে হে মারিয়া রাবণ।
রাবণ হইতে এক আছে ত দুর্জ্জন॥
সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান।
হিরণ্যকশিপু-পুত্র বড় বলবান্॥
শিবের পরমভক্ত দৈত্য মহাবল।
শিবের বরেতে সে জিনিছে ভূমণ্ডল॥
জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান।
জাঠার তেজের কথা কি কব বাখান॥
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য জাঠা যদি এড়ে।
জাঠামুখে ত্রিভুবন ভস্ম হয়ে উড়ে॥
হইল মধুর পুত্র লবণ প্রবল।
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবী-মণ্ডল॥
কুম্ভনসী-গর্ভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে।
তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
মহাদুষ্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর।
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর॥
মধুদৈত্য মহাবীর হইল পতন।
তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ॥
জাঠার তেজেতে সেহ জিনে ত্রিভুবন।
লবণে মারিতে যুক্তি করহ এখন॥
জাঠাগাছ লয়ে হাতে যদি আসে রণে।
তাহাকে রণেতে জিনে নাহি ত্রিভুবনে॥
লবণের সঙ্গে হবে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।
তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাম॥
মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে॥
ইন্দ্রে জিনিবারে গেলা অমরভুবন।
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈলা অদর্শন॥
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে॥
ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী।
ইন্দ্রের সহিত যাও করিয়া পিরীতি॥
মান্ধাতা আছেন চাহি করিবারে রণ।
ইন্দ্রে জিনি স্বর্গ লব শুন দেবগণ॥
রাখিব পৌরুষ আমি জিনি পুরন্দরে।
মম যশ ঘোষে লোকে যেন এ সংসারে॥
দেবগণে লয়ে ইন্দ্র-রাজা যুক্তি করে।
বিনাযুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে॥
ইন্দ্র কন শুনহ মান্ধাতা মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ॥
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে।
লজ্জা নাই আসিয়াছ স্বর্গ জিনিবারে॥
আছয়ে লবণ দৈত্য সে বড় কর্কশ।
রাক্ষসী-গর্ভেতে জন্ম, জাতিতে রাক্ষস॥
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে।
তারে জিনে তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে॥

ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইয়া মান্ধাতা।
মনোদুঃখে মান্ধাতা সে করে হেঁটমাথা॥
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে।
দূত পাঠাইয়া দিল লবণ-আগারে॥
ত্বরা করি গেল দূত লবণ-গোচরে।
কহিল মান্ধাতা আসে তোমা জিনিবারে॥
লবণ শুনিয়া এত ক্রোধেতে কহিল।
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল॥
দূতের অপেক্ষা দেখি মান্ধাতা নৃপতি।
যুঝিবারে গেল বীর কটক-সংহতি॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ।
মান্ধাতার তেজ দেখি রুষিল লবণ॥
মান্ধাতার সেনাপতি যতেক যুঝার।
লবণ-উপরে করে বাণ-অবতার॥
জাঠা হাতে করিয়া লবণ-বীর রোষে।
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা-উদ্দেশে॥
রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পুড়ে।
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হয়ে উড়ে॥
পুনর্ব্বার জাঠা গেল লবণের হাতে।
পড়িল মান্ধাতা যত রাজা ভীত চিতে॥
পূর্ব্বপুরুষ তোমার মান্ধাতা ভূপতি।
লবণ তাহারে মারি রাখিল খেয়াতি॥
কত শত রাজগণে করিল সংহার।
লবণে মারিয়া রাম কর প্রতিকার॥
শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিন জন।
জোড়হাতে দাণ্ডাইয়া রামের সদন॥
জোড়হাতে কহেন ঠাকুর শত্রুঘন।
তুমি ভাই লক্ষ্মণ করিছ বহু রণ॥
আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ।
লবণ মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন॥
শত্রুঘ্নর বচনে রামের হৈল হাস।
লবণে মারিতে রাম করিলা আশ্বাস॥
শত্রুঘন চলিলেন মারিতে লবণ।
কহেন ভার্গব মুনি শুন শত্রুঘন॥
বহু শত মত্ত হস্তী মেরে খায় দিনে।
লবণের সঙ্গে যুদ্ধ থেকো সাবধানে॥
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান।
ভাইগণ লয়ে রাম করে অনুমান॥
রাম কন শত্রুঘনে করিলাম রাজা।
লবণে মারিয়া পাল মথুরার প্রজা॥
লবণে মারিয়া তুমি হয়ে অধিকারী।
প্রজার পালন কর মথুরানগরী॥
শত্রুঘ্ন বলেন প্রভু কর অবধান।
জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই শত্রুঘন।
তোমাতে আমাতে নহে প্রভেদ দুজন॥
চলিলেন শত্রুঘন মারিতে লবণে।
রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিলা চরণে॥
বিষ্ণু-অস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্রের প্রধান।
লবণে মারিতে শত্রুঘনে দিলা দান॥
এক লক্ষ রথ নড়ে এক লক্ষ হাতী।
এক লক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি॥
লবণ মারিতে বীর করিলা সাজনি।
শত্রুঘ্নের নিজ বাদ্য সাত অক্ষৌহিণী॥
লিখনে না যায় ঠাট কটক অপার।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার॥
হইল আষাঢ় গত শ্রাবণ প্রবেশে।
গেলেন যমুনা-পার বাল্মীকির দেশে॥
শত্রুঘন বন্দিলেন মুনির চরণ।
শত্রুঘনে দেখি মুনি হরষিত মন॥
শত্রুঘ্ন বলেন মুনি করি নিবেদন।
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ॥
কটক সহিত আমি আইনু এদেশে।
অদ্য রাত্রি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরিষে॥

এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত-মন।
ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন ॥
শত্রুঘনে করাইলা উত্তম ভোজন।
জানিলা লবণ আজি হইল নিধন ॥
মুনি আর শত্রুঘন দোঁহে কয় কথা।
হেনকালে দুই পুত্র প্রসবিলা সীতা ॥
শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে।
দুই পুত্র যমজ প্রসব কৈলা সীতে ॥
মুনি কন গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ।
এই কথা যেন নাহি শুনে শত্রুঘন ॥
মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্ব্বজন।
যমুনার তীরে মুনি করেন তর্পণ ॥
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন।
প্রসব করিলা সীতা যমক নন্দন ॥
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্যে।
শিশুকে মাখাতে বল লবণ ও কুশে ॥
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়।
হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাখায় ॥
মুনি আসি জিজ্ঞাসিল সীতাদেবী তরে।
হাসি কহে তব পুত্রে দেখাও আমারে ॥
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে।
লবণে হইল লব কুশে কুশ মেখে ॥
দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা।
এখন কহিব যে লবণ-বধ কথা ॥
এতেক বলিয়া মুনি আনন্দ-হৃদয়।
শত্রুঘ্ন ও মুনি দোঁহে নানা আলাপয় ॥
কথোপকথনে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনি ॥
মুনি প্রণমিয়া চলে শত্রুঘন বীর।
ভার্গবের বাটী গেলা যমুনার তীর ॥
মুনি প্রণমিয়া করে যুক্তি সমুচিত।
মুনি কন সুমন্ত্রণা করিব বিদিত ॥
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
কিরূপে মারিব তারে, শত্রুঘন কয় ॥
মুনি কন অতিশয় দুষ্ট সে লবণ।
কহি হিত উপদেশ শুন শত্রুঘন ॥
রজনী-প্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে।
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে ॥
জাঠা গাছ থুয়ে যায় শিবপূজা-ঘরে।
ফিরে এসে নিবাসে দিবস দ্বিপ্রহরে ॥
হিত-উপদেশ বলি শুনহ সত্বর।
মৃগয়াতে গেলে বেড়ে রহ তার ঘর ॥
কোনমতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস।
লবণ মারিতে তবে করহ সাহস ॥
জাঠা বন্দী করিতে না পার শত্রুঘন।
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ ॥
শত্রুঘন পাইয়া এতেক উপদেশ।
লবণ মারিতে যায় মথুরার দেশ ॥
প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার।
শত্রুঘন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার ॥
জাঠাগাছের ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে।
মৃগভার স্কন্ধেতে লবণ আসে গড়ে ॥
সৈন্যেতে সকল পথ রহিল আগুলে।
কুপিল লবণ বীর মৃগভার ফেলে ॥
মধুদৈত্যপুত্র সেই মথুরাতে থানা।
বিক্রমে নাহিক অন্ত রাবণ-ভাগিনা ॥
লবণ বলে, মিছা জুড়িব ধনুর্ব্বাণ।
তোর মত কত শত লয়েছি পরাণ ॥
কহিছেন শত্রুঘন লবণ-বচনে।
কাটিব তোমার মুণ্ড এই ধনুর্ব্বাণে ॥
মামা তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার।
আমার ভ্রাতার হাতে তাহার সংহার ॥
সেই ত রামের ভাই তোর তত্ত্বে বুঝি।
তোর মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি ॥

খাইয়া মানুষ গরু পূর্ণ হৈল কাল।
তোরে মেরে মথুরায় বসাব চালে চাল॥
লবণ বলিছে ক্রোধে, শুন শত্রুঘন।
তোরে মারি ঘুচাইব মায়ের ক্রন্দন॥
মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
মায়ের ক্রন্দন শুনি জ্বলি নিরন্তর॥
সেই তাপে আজ তোর করি সর্ব্বনাশ।
মরিতে মানুষ বেটা এলি মোর পাশ॥
তোর বংশে যত রাজা তৃণ হেন বাসি।
মান্ধাতায়ে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি॥
শত্রুঘ্ন কহেন আসিয়াছি সেই কোপে।
তোর মাথা কাটিব রাখিবে কার বাপে॥
মারিয়াছ সূর্য্যবংশে মান্ধাতা ভূপতি।
তার শোধে পাঠাইব যমের বসতি॥
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর অবতার।
তোরে মেরে শোধিব বংশেতে যত ধার॥
শত্রুঘ্নের বচনেতে রুষিল লবণ।
মানুষ বেটার কথা সহি কতক্ষণ॥
হাতে হাত চাপিয়ে দন্তের কড়কড়ি।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে জাঠাবাড়ী॥
লবণের মন বুঝে শত্রুঘন হাসে।
মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে বাসে॥
শুনিয়া লবণ বীর সিংহ হেন গর্জ্জে।
গর্জ্জন করিয়া আসে যুঝিবার সাজে॥
গাছ ও পাথর মারে সঘনে উপাড়ি।
শত্রুঘ্নের মাথে মারে সঘনে উগাড়ি॥
সেই ঘায়ে শত্রুঘন হৈলা অচেতন।
ভয়ঙ্কর শব্দে সেহ করিছে গর্জ্জন॥
শত্রুঘন পড়ে সৈন্য করে হাহাকার।
ঘরে যায় লবণ লইয়া মৃগভার॥
উঠিল যে শত্রুঘন সমরে দুর্জ্জয়।
ধনুক পাতিয়া যুঝে নাহি করে ভয়॥

বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন জুড়িলা ধনুকে।
স্থাবর জঙ্গম মেরু দিক্‌পাল কাঁপে॥
উল্কাপাত হয় যেন সেই বিষ্ণুবাণে।
প্রলয় হইল, দেখে ভাবে দেবগণে॥
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ।
শুনিয়া প্রলয়-শব্দ কাঁপে দেবগণ॥
কোন যুগে এমত যে শব্দ নাহি শুনি।
কি প্রলয় হইল নিশ্চয় নাহি জানি॥
ব্রহ্মা কন দেবগণ না করিহ ডর।
লবণ বধিতে গর্জ্জে শত্রুঘ্নের শর॥
সৃজিলেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে।
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে॥
বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান।
সেই বাণাঘাতে কারো নাহি রহে প্রাণ॥
বিষ্ণুবাণ উপরেতে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে।
সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোনকালে॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন এড়িলা লবণে।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে॥
সিংহনাদ করি ডাকে বীর শত্রুঘন।
কোথা আছ ওরে বেটা দেহ আসি রণ॥
বাণের গর্জ্জন শুনি লবণের ডর।
কহিতেছে শত্রুঘনে ত্রাসিত অন্তর॥
ক্ষণেক ক্ষমহ মোরে খাই ভক্ষ্য পানি।
বাহুড়িয়া আমি যুদ্ধ করিব এখনি॥
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপূজা-ঘরে।
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে॥
তাহার মনের কথা জানি শত্রুঘন।
কহিতে লাগিলা বীর করিয়া তর্জ্জন॥
করিবি ভোজন তুই আমি উপবাসি।
দোঁহে উপবাসে আমি যুদ্ধ ভালবাসি॥
এখন ভোজন আর উচিত না হয়।
ভোজন করিবি বেটা গিয়া যমালয়॥

কুপিল লবণ বীর ছুর্জ্জয় প্রতাপ।
আহার করিতে নাহি দিলে মহাপাপ ॥
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্ব্বলোকে জানে।
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এত দিনে ॥
শত্রুঘনে মারিবারে আইল লবণ।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন ॥
মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি।
লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী ॥
বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ।
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ ॥
শক্তিবান্ জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে।
পড়িল লবণ বীর সর্ব্বলোকে দেখে ॥
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ।
শত্রুঘ্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী ॥
শত্রুঘ্নের তরে বীর কহিল তখন।
বর মাগ মহাবীর যাহা লয় মন ॥
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের শঙ্কা নিবারিলে ॥
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে।
সে বর তোমারে দিবে সর্ব্ব দেবগণে ॥
কহিছেন রামানুজ জুড়ি ছুই পাণি।
মথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি ॥
তথাস্তু বলিয়া বর দিলা ততক্ষণ।
বর দিয়া স্বর্গে গেলা যত দেবগণ ॥
দেশ বসাইতে বীর পাত্র সন্নিধান।
করিল মথুরাপুরী অদ্ভুত-নির্ম্মাণ ॥
বাড়ী-ঘর নির্ম্মাইল আর সরোবর।
মৎস্য আদি নির্ম্মাইল নানা জলচর ॥
বন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি।
বসাইল প্রজা যে মনুষ্য নানা জাতি ॥

বৃক্ষোপরি পক্ষী সব করে মিষ্টধ্বনি।
মুনি-মন হরে হেরে ময়ূর-নাচনি ॥
রাজ-বাটী নির্ম্মাইল দেখিতে সুন্দর।
শত্রুঘন রহিলেন তাহার ভিতর ॥
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে।
অন্য দেশ হৈতে লোক মথুরায় আসে ॥
পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণ-গঠন।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ ॥
দ্বাদশ বৎসর থাকে মথুরানগরে।
পালেন যতেক প্রজা হরিষ অন্তরে ॥
মথুরা নগরী সব রাখিয়া শাসনে।
অযোধ্যাতে চলিলেন রাম-সম্ভাষণে ॥
কটক সহিত গেলা বাল্মীকির দেশ।
সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ ॥
শত্রুঘনে দেখে মুনি হরষিত মন।
শত্রুঘন কৈলা তাঁর চরণ বন্দন ॥
মুনি কন মহাবীর তুমি শত্রুঘন।
লবণ মারিয়া রক্ষা কৈলে ত্রিভুবন ॥
বহুদিন যুঝি রাম বধিলা রাবণে।
লবণে মারিলে তুমি একাহের রণে ॥
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন।
লবণ মারিয়া কৈলে নগর পত্তন ॥
আলিঙ্গন দিয়া মুনি পরম আদরে।
রাখিলা সকল সৈন্য অতিথি-ব্যাভারে ॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
নানা উপহার ভুঞ্জে সকল কটক ॥
সোনার পালঙ্কে বীর করিলা শয়ন।
মুনির বাটীতে শুনি গীত-রামায়ণ ॥
বীণার স্বরেতে নাদ হৈল আচম্বিত।
মধুস্বরে গান হয় রামায়ণ-গীত ॥
দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
গাছের বাকল পরি প্রবেশিলা বন ॥

শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্ব্বলোক।
দশরথ মরিলেন পেয়ে পুত্রশোক॥
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ।
কোনমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
রাম গেলা বনে ভরত মাতুল-পাড়া।
চারি পুত্র ছিল রাজা হৈল বাসিমড়া॥
চৌদ্দ বৎসর রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
সীতা হরে লইলেক লঙ্কার রাবণে॥
সবংশে রাবণে রাম করিলা সংহার।
বহু যুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
সুমধুর স্বরে গীত করিলা যেক্ষণ।
সর্ব্বলোক বিমোহিত শুনি রামায়ণ॥
দুই শিশু গীত গায় বাজিতেছে বীণা।
সর্ব্বলোক শুনে যেন অমৃতের কণা॥
শত্রুঘ্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে।
দুই চক্ষে বারিধারা পোছেন দুহাতে॥
শ্রীরামের দুঃখ শুনে শত্রুঘ্ন বিকল।
মোহ সম্বরিতে নারে চক্ষে পড়ে জল॥
পাত্রমিত্র বলে সব শুন মহামুনি।
এমত অমৃত গান কভু নাহি শুনি॥
চারি প্রহর রজনী মধুর গীত শুনে।
সর্ব্বলোকে নিদ্রা যায় নিশি জাগরণে॥
শত্রুঘ্ন বলেন, মুনি করি নিবেদন।
কোথাকার দুই শিশু গায় রামায়ণ॥
শুনিনু যে রামায়ণ মধুর সঙ্গীত।
কহ মুনি এই গীত কাহার রচিত॥
মুনি কন, বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে শত্রুঘন।
দুই শিশু গান করে শিষ্য দুইজন॥
আমি রচিয়াছি রামায়ণ সপ্ত-কাণ্ড।
শুনে লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাণ্ড॥
কহিতে এ কথাবার্ত্তা প্রভাত রজনী।
প্রভাতে চলিল বীর বন্দি মহামুনী॥
শত্রুঘ্ন সসৈন্যে হৈলা যমুনায় পার।
সঙ্গে সঙ্গে নানা বাদ্য বাজিছে অপার॥
তিন দিনে গেলা বীর অযোধ্যানগর।
জোড়হাতে রহিলেন রামের গোচর॥
শত্রুঘ্ন রামের কৈলা চরণ বন্দন।
তোমার প্রসাদে প্রভু মারিনু লবণ॥
মারিনু লবণে যুদ্ধ করিয়া বিশাল।
মথুরাতে প্রজা বসাইনু চালে চাল॥
না দেখি বৎসর বার তোমার চরণ।
ধরিতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন॥
তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কার্য্য।
কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য॥
শত্রুঘনে রাম দিলা স্নেহ-আলিঙ্গন।
রাম কন, ভাই তব মধুর বচন॥
সবার কনিষ্ঠ তুমি গুণের সাগর।
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর॥
পঞ্চ দিন তরে ভাই বঞ্চিব হরিষে।
পঞ্চ দিন পরে যেও মথুরার দেশে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
চারি ভাই একত্রে হইল সম্ভাষণ॥
চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা।
শত্রুঘ্নেরে মথুরায় বিদায় করিলা॥
মথুরায় হইলেন শত্রুঘন রাজা।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা॥
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সর্ব্ব সুখে বৈসে।
গাইলা উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

বিপ্রপুত্রের অকাল মৃত্যু ও শূদ্র তপস্বীর মস্তক ছেদন

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অকাল মরণ নাই রাজ্যের ভিতর॥

অকস্মাৎ এক বিপ্র আইল কান্দিয়া।
মৃত এক শিশুপুত্র কোলেতে করিয়া ॥
পঞ্চ বৎসরের মৃতপুত্র তার কোলে।
শ্রীরামের দ্বারে আসি কান্দে উচ্চরোলে ॥
ধর্ম্মের সংসার মোর পাপ নাহি করি।
অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ে মরি ॥
না করেন রাজ্যচর্চ্চা রাম রঘুবর।
ব্রহ্মশাপ দিব আজি রামের উপর ॥
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি।
পুত্র কোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুষি।
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি ॥
পিতা-মাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা।
কোন্ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা ॥
অধর্ম্মীর রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক ॥
অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজ্যে।
নহে অন্য দেশে যাব এই রাজ্য ত্যজে ॥
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে ভাসে অশ্রুনীরে।
লক্ষ্মণ ত্বরায় যান রামের গোচরে ॥
অকস্মাৎ প্রমাদে পড়িলা রঘুমণি।
মৃতপুত্র লয়ে আসে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥
বয়সেতে বৃদ্ধ দোঁহে পুত্র নাহি আর।
ক্রন্দনেতে ব্যাকুল করিছে রাজদ্বার ॥
দ্বিজ বলে, পাপ নাহি আমার শরীরে।
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে ॥
এত বলি স্ত্রী-পুরুষে করয়ে রোদন।
শ্রীরাম শুনিয়া হৈলা বিরস-বদন ॥
ত্রাস পাইলা রঘুনাথ শুনিয়া বচন।
অকালে দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ ॥
পাত্রমিত্র সভাসদ করে হাহাকার।
রামের আজ্ঞাতে সব হৈল আগুসার ॥

আইলা অগস্ত্য মুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈলা উপনীত ॥
পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিলা দেওয়ানে।
ব্রাহ্মণের যত কথা কন সভা-স্থানে ॥
তোমা-সবা লয়ে আমি করি রাজ-কাজ।
অকালে ব্রাহ্মণ মরে, পাই বড় লাজ ॥
শুনিয়া রামের কথা সকলে নীরব।
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ ॥
মুনি কন, রঘুনাথ শাস্ত্রের বিচার।
সত্যযুগে তপস্যা দ্বিজের অধিকার ॥
ত্রেতাযুগে তপস্যা ক্ষত্রিয়-অধিকার।
দ্বাপরেতে তপ করে বৈশ্যের বিচার ॥
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি।
তপস্যার নীতি এই শুন রঘুপতি ॥
অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।
সেই রাজ্যে অকালে ব্রাহ্মণ-পুত্র মরে ॥
কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী।
তপস্যা করিলে সৃষ্টি নাশিবারে পারি ॥
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত।
অকালমরণ-রীতি শুন রঘুনাথ ॥
না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার।
তপস্যা করিছে কোথা শূদ্র দুরাচার ॥
এই হেতু মিথ্যা দোষী করয়ে তোমাকে।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে ॥
নারদের বচন রামের লয় মনে।
ডাক দিয়া সভামধ্যে আনেন লক্ষ্মণে ॥
পাত্রমিত্র লয়ে ভাই বৈসহ বিচারে।
প্রিয়বাক্যে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে ॥
যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার।
তাবৎ রাখিহ দ্বিজে না ছাড়িহ দ্বার ॥
নারায়ণ তৈলে ফেলি রাখ দ্বিজসুতে।
দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোনমতে ॥

এত বলি কৈলা রাম রথে আরোহণ।
পশ্চিম দিকেতে আগে করিলা গমন॥
পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার।
উত্তর দিকেতে রাম হৈলা আগুসার॥
উত্তরের যত দেশ করি অন্বেষণ।
পূর্ব্বদিকে রঘুনাথ করেন গমন॥
পূর্ব্বদিকে বিচারিয়া গেলেন দক্ষিণে।
এক শূদ্র তপ করে মহাঘোর বনে॥
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুষ্কর।
অধোমুখে উর্দ্ধপদে আছে নিরন্তর॥
বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিছে সম্মুখে।
ব্যাপিল বহ্নির ধূম সুবর্ণরাশিকে॥
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস।
ধন্য ধন্য বলি রাম যান তার পাশ॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমললোচন।
কোন্ জাতি তপ কর কোন্ প্রয়োজন॥
তপস্বী বলেন, আমি হই শূদ্রজাতি।
শম্বু নাম ধরি আমি শুন মহামতি॥
করিব কঠোর তপ দুর্লভ সংসারে।
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠনগরে॥
তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রাম-তুণ্ড।
খড়্গ হাতে কাটিলেন তপস্বীর মুণ্ড॥
সাধু সাধু শব্দ করে যত দেবগণ।
রামের উপরে করে পুষ্প-বরিষণ॥
ব্রহ্মা কন, রঘুনাথ কৈলে বড় কাজ।
শূদ্র হয়ে তপ করে পাই বড় লাজ॥
রামে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা কহেন তখন।
মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন॥
শ্রীরাম বলেন, যদি দিবে বর দান।
তব বরে জীয়ে যেন ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
ব্রহ্মা কন, এ বর না চাহ রঘুমণি।
শূদ্র কাটা গেল দ্বিজ বাঁচিবে আপনি॥
আপনা বিস্মৃত তুমি দেব-নারায়ণ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিন ভুবন॥
দৃষ্টে সৃষ্টি নাশ কর নিমিষে সৃজন।
তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোন্ জন॥
এত বলি বিরিঞ্চি হৈলেন অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া শ্রীরাম অতি হরষিত-প্রাণ॥
এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার।
দেখি সভাসদ মধ্যে লাগে চমৎকার॥
ভরত-লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর।
রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিস্তর॥
হইল রামের হাতে তপস্বী বিনাশ।
স্বর্ণবিমানেতে চড়ি গেল স্বর্গবাস॥
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

গৃধিনী-পেচকের দ্বন্দ্ব-বৃত্তান্ত

অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি॥
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে।
শ্রীরাম বলেন, সবে চল সেই পথে॥
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে।
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে॥
গৃধিনী-পেচকে দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া।
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া॥
অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর।
নানাজাতি পক্ষী সব আসে একত্তর॥
সারস সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা॥
শারী শুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্যরঙ্ক।
খঞ্জন খঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কঙ্ক॥
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রবাজ আর শিকর সয়চাল॥

চকা চকী বাছুড় বাছুড়ী সুরি টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাষ্ঠঠোকরিয়া॥
জলে স্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ।
করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব হয়ে দুই পক্ষ॥
গৃধিনী কহিছে, পেঁচা ছাড় মোর বাসা।
পরঘরে রহিবে কেমনে কর আশা॥
পেঁচা বলে, কোথা হৈতে আইলে গৃধিনী।
এতকাল বাস মোর তোরে নাহি চিনি॥
কোন্দল উভয়ে মিলি করে মারামারি।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি॥
গৃধিনী বলিছে, রাম কর অবধান।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান॥
যুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব সুরপতি।
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি॥
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার॥
পবন জিনিয়া তব ত্বরিত গমন।
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন॥
পৃথিবী পালিতে তুমি বিশাল-শরীর।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তোমায় করে পূজা।
ত্রিভুবন-মধ্যে রাম তুমি মহারাজা॥
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ।
সত্ত্বগুণে সবাকারে করহ পালন॥
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর।
আত্মনিবেদন করি তোমার গোচর॥
অনেক শক্তিতে আমি সৃজিলাম বাসা।
বলেতে পেচক মোর নাশে সেই আশা॥
পেঁচা বলে, রাম তুমি বিষ্ণু-অবতার।
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি পরম শীতল।
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল॥
আদ্য অন্ত মধ্য তুমি নির্ধনের ধন।
সেবক-বৎসল তুমি দেবনারায়ণ॥
অন্ধের নয়ন তুমি দুর্ব্বলের বল।
অপরাধী হই যদি দেহ প্রতিফল॥
সভা কৈলা রঘুনাথ বসি বৃক্ষতলে।
পাত্রমিত্র সভাসদ বসিল সকলে॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি যত মুনিগণ।
সুমন্ত্র কশ্যপ মুনি আসেন দুইজন॥
শ্রীরাম কহেন কথা, সভাসদ শুনে।
হেনকালে দেবগণ আসে সেইখানে॥
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর।
কতকাল হৈতে তব এই বাসঘর॥
গৃধিনী কহিছে শুন বচন আমার।
মহাপ্রলয়েতে যবে হৈল নিরাকার॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মমূলে ব্রহ্মা উপজিল।
দেব দানব নানাজাতি বিধাতা সৃজিল॥
তখন অবধি বাসা এ ডালে আমার।
কোন্ লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার॥
ঈষৎ হাসেন রাম গৃধিনী-বচনে।
পেঁচকেরে জিজ্ঞাসেন বিচার-বিধানে॥
পেঁচা বলে, নিবেদন শুন রঘুবর।
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী-উপর॥
তার পরে উৎপত্তি হইল যত ডাল।
এইরূপে বন-মধ্যে যায় কত কাল॥
লড়িতে অশক্ত হৈনু হৈল বৃদ্ধদশা।
তার পরে এই ডালে করিলাম বাসা॥
রাম কন, সভাখণ্ড করহ বিচার।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে কেন এই বাসা কার॥
সভাতে বসিয়া যেবা সত্য নাহি কয়।
কোটিকল্প বৎসর নরক মাঝে রয়॥

এক এক বৎসরে বন্ধন নাহি খসে।
তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যা-সাক্ষ্য দোষে॥
শ্রীরামের বচনেতে কহে সভাখণ্ড।
গৃধিনীর উপর উচিত রাজদণ্ড॥
চারিবেদ সর্ব্বশাস্ত্র তোমার গোচর।
সাক্ষাতে শুনিলে প্রভু গৃধিনী-উত্তর॥
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে।
স্থাবর জঙ্গম কিছু না ছিল সংসারে॥
ত্রিভুবন শূন্য যবে একা নিরঞ্জন।
সেই নিরঞ্জন হৈল সৃষ্টির কারণ॥
জলেতে পৃথিবী ছিল করিয়া উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া কৈল জীবের সঞ্চার॥
বিষ্ণুনাভিপদ্মে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেব নর আদি সৃষ্টি কৈলা নানাজাতি॥
আগে জীব সৃজিলেন বৃক্ষ হৈল পিছে।
কিরূপে গৃধিনী আসি বাসা কৈল গাছে॥
গৃধিনী অন্যায় বলে সভার ভিতর।
রাজদণ্ড অর্শে প্রভু গৃধিনী-উপর॥
সভা-মধ্যে মিথ্যা কহে নাহি ধর্ম্মভয়।
গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয়॥
দেবগণ কন, রাম করি নিবেদন।
স্বাভাবিক গৃধিনী যে নহে এই জন॥
রয়েছে গৃধিনী পক্ষী হয়ে ব্রহ্মশাপে।
শাপমুক্ত কর পক্ষী, না মারিহ কোপে॥
শ্রীরাম বলেন, কহ এরা কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ॥
দেবগণ কন, এই ছিল যে রাজন।
প্রত্যহ করান লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন॥
দৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অন্নেতে।
নৃপতিরে শাপ দ্বিজ দিলেক ক্রোধেতে॥
ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া নষ্ট কৈলে ব্রত।
গৃধিনী হইয়া বঞ্চ খাও মাংস রক্ত॥

শাপ শুনি ভূপতির বিরস বদন।
দ্বিজের চরণে ধরি করিলা রোদন॥
শাপ-বিমোচন প্রভু করহ এখন।
কত দিনে হবে মোর শাপ-বিমোচন॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিপ্র কহিতে লাগিল।
শাপে মুক্ত হবে বলি আশ্বাস করিল॥
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেই কালে।
শাপে মুক্ত হবে তুমি তাঁরে পরশিলে॥
ব্রহ্মশাপে পক্ষিজাতি হইল ভূপতি।
পৃথিবীর বৃত্তান্ত শুনহ রঘুপতি॥
বহু পাপে পায় রাজা এতেক দুর্গতি।
তুমি পরশিলে হয় ইহার সদ্গতি॥
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি।
গৃধিনীর দেহ স্পর্শ করেন তখনি॥
পক্ষিদেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিলা স্বর্গপুরী॥
দিব্যরথে চড়ি রাজা গেলা স্বর্গবাস।
গাইলা উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

——

শ্রীরামের অগস্ত্য মুনির বাটীতে আগমন

শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেলা অমরভুবন॥
সৈন্য সহ রামচন্দ্র যান ততক্ষণ।
অগস্ত্যের বাটীতে দিলেন দরশন॥
অগস্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিলা বসিতে আসন॥
যেই অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
সেই রত্ন-অলঙ্কার রামে দিলা দান॥
রাম কন শুন মুনি এ নহে বিধান।
ক্ষত্র হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান॥
অগস্ত্য বলেন, রাম শুন মোর বাণী।
অবধান কর, কহি ইহার কাহিনী॥

সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্র-রাজা॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন।
পৃথিবীতে ক্ষত্র-রাজা পালেন ব্রাহ্মণ॥
লোকপাল স্থানে ক্ষত্র নামে খেপরাজা।
লয়ে গেল যত্ন করে ব্রাহ্মণের পূজা॥
ইন্দ্ররাজার পুরে ক্ষত্রিয় দিতে দান।
লোকপালের স্থানে রাম তুমি সে প্রধান॥
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব বিষ্ণু-অবতার।
তোমারে করিতে দান উচিত আমার॥
তোমার শরীর-যোগ্য এই অলঙ্কার।
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈলা পুরস্কার॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ॥
হেন অলঙ্কার নাহি সংসার-ভিতরে।
কোথা পাইলে এই রত্ন কহিবে আমারে॥
অগস্ত্য বলেন, তবে শুন রঘুবর।
সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর॥
একেশ্বর তপ করি হরিষ-অন্তর।
অঘোর কাননে একা থাকি নিরন্তর॥
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি।
চারি ক্রোশ পথ জুড়ি আছে এক পুরী॥
পুরীখান দেখি তথা অতি মনোহর।
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর॥
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে।
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে॥
একদিন প্রত্যুষেতে করি গাত্রোত্থান।
সরোবর-তীরে যাই করিবারে স্নান॥
আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে।
শব এক পড়ে আছে সরোবর-তটে॥
মড়া হয়ে ক্ষয় নাহি অতি মনোহর।
বিষ্ণু-অধিষ্ঠান যেন পরমসুন্দর॥
চন্দ্রের কিরণ প্রায় সূর্য্য হেন জ্যোতি।
অতি মনোহর মড়া সুন্দর-মূরতি॥
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ।
মড়া-রূপ দেখিয়া বিস্মিত হৈল মন॥
সেই মড়া-রূপ আমি করি নিরীক্ষণ।
হেনকালে অমর আইল একজন॥
সুবর্ণের রথখানা বহে রাজহাঁসে।
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাজায় বাঁশী।
আইলেন অবনীতে অমরানিবাসী॥
সেই সরোবর-জলে অঙ্গ পাখালিলা।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া অঙ্গ শোভা কৈলা॥
সেই মড়া লয়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ।
হরষিতে গিয়া রথে কৈলা আরোহণ॥
রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়।
হেনকালে জোড়হাতে জিজ্ঞাসিনু তায়॥
দেবরথে চড়ি আছ দেব-অবতার।
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার॥
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি।
কহিতে লাগিল মোরে করি জোড়পাণি॥
স্বর্গরাজপুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি।
পিতা বিদ্যমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি॥
পিতা স্বর্গবাসে গেল কতদিন পরে।
রাজ্যভার দিয়া আমি কনিষ্ঠে সাদরে॥
নীরাহারে বহু তপ করি নিরন্তর।
স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল মোর ত্যজি কলেবর॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি।
জিজ্ঞাসিনু বিরিঞ্চিরে করজোড় করি॥
স্বর্গপুরে আইলাম তপস্যার ফলে।
ক্ষুধানলে সতত আমার অঙ্গ জ্বলে॥
ব্রহ্মা বলিলেন, ভুঞ্জ আপনার ফল।
ক্ষুধার্ত্তেরে নাহি তুমি দিলে অন্নজল॥

যাহা দেয় তাহা পায় বেদের লিখন।
আপনি ভাবিয়া রাজা বুঝহ এখন॥
আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে।
নিজ-অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে॥
না পচিবে না গলিবে মধুর সুস্বাদ।
সে শরীর খাইলে ঘুচিবে অবসাদ॥
ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন-কারণ॥
কাতরে কহিনু ধরি ব্রহ্মার চরণে।
এই দুঃখ অবসান হবে কতদিনে॥
ব্রহ্মা বলিলেন, কথা শুনহ রাজন।
যেমতে হইবে তব পাপ বিমোচন॥
তপ করিবারে যাবে অগস্ত্য মুনিবর।
নিদাঘেতে তপ করিবেন একেশ্বর॥
তোমার সহিত তাঁর হবে দরশন।
তাঁরে দান দিলে তবে পাপ বিমোচন॥
বহু তপ করিয়াছ না করিলে দান।
অগস্ত্যেরে দান দিলে পাবে পরিত্রাণ॥
সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি।
এ হেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি॥
চারি যুগ মড়া খাই বিধির বচনে।
আজি শুভদিন মম তব দরশনে॥
তোমা বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি॥
কৃপা কর মুনিবর কর পরিহার।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার॥
স্তুতিবশে দান আমি করিনু গ্রহণ।
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ॥
তার দান লইলাম এই সে কারণ।
মৃতদেহ নষ্ট তার হইল তখন॥
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি॥
মোরে দান দিয়া পাইয়াছে পরিত্রাণ।
মম পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান॥
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
'কহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ॥

বৃত্রাসুর বধ ও ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ

সভা করি বসিলেন কমললোচন।
ভরত শত্রুঘ্ন আসি বন্দিলা চরণ॥
রাম কন, ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
এক মনে শুন সবে আমার বচন॥
ব্রহ্মবধ করিয়া করেছি মহাপাপ।
তেকারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ আমি করিব এখন।
তাহার উদ্যোগ কর ভাই তিনজন॥
এত শুনি তিন ভাই করে হাহাকার।
রাজসূয়-যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার॥
পূর্ব্বে রাজসূয় কৈলা রাজা শশধর।
গৃহ পক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর॥
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলা দেবতা বরুণ।
মৎস্য মকর পুড়িয়া মরিল তেকারণ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলা দেব পুরন্দর।
সুরাসুর যুদ্ধ তাহে হইল বিস্তর॥
সগর নৃপতি পূর্ব্ববংশেতে তোমার।
পৃথিবীর রাজা ছিলা গুণে বশ যার॥
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলা সেই মহাশয়।
বংশ মজাইল শেষে আপনি সংশয়॥
ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার।
বিনয়ে রামের প্রতি কহে আরবার॥
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা তব পূর্ব্ববংশে।
রাজসূয়-যজ্ঞ করি দুঃখ পাইল শেষে॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা দান করিয়া পৃথিবী।
পুত্র আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী॥

রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যান বারাণসী।
দক্ষিণা চাহিলা তারে বিশ্বামিত্র ঋষি ॥
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিলা তাড়না।
স্ত্রী পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা ॥
এত দুঃখ তবু না পাইল স্বর্গবাস।
রাজসূয়-যজ্ঞে রাজার এত সর্ব্বনাশ ॥
অম্বরীক্ষে ফিরে রাজা কর্ম্মের দোষেতে।
স্থান না পাইল স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে ॥
হেন রাজসূয়-যজ্ঞে কেন কর মন।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ ॥
অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে ঘটিবে দুর্গতি ॥
রাজসূয় না হইল ভরত-কারণ।
ভরতের বাক্যে শ্রীরামের অন্য মন ॥
ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান।
লক্ষ্মণ কহেন তবে রাম-বিদ্যমান ॥
জোড়হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর কমললোচন ॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মবধ কৈল দেব পুরন্দরে।
ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ করে ॥
বৃত্রাসুর-অসুর সে বিপ্রের নন্দন।
আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিভুবন ॥
বৃত্রাসুর-প্রতাপে কাঁপেন আখণ্ডল।
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশমণ্ডল ॥
ধার্ম্মিক যে বৃত্রাসুর ধর্ম্মে রাজ্য পালে।
বিনা বৃষ্টি বরিষণে নানা শস্য ফলে ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল তপস্যা-কারণ।
অসুরের তপস্যাতে কাঁপে দেবগণ ॥
দেবগণ লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর।
বৃত্রাসুর-তপকথা কহে পুরন্দর ॥
ধার্ম্মিক যে বৃত্রাসুর বলে মহাবল।
তার সম রাজা নাহি অবনীমণ্ডল ॥
বহু তপ করে সে পুণ্যের নাহি সংখ্যা।
যাহা চাবে তাহা পাবে কারো নাহি রক্ষা ॥
বিষ্ণুর চরণে সবে করেন স্তবন।
বৃত্রাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ ॥
বিষ্ণু কন, বৃত্রাসুর বড়ই চতুর।
আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর ॥
স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাহি হয়।
প্রকারে বধিব তারে, ঘুচাইব ভয় ॥
তিন অংশ হইব অসুর মারিবারে।
এক অংশ রব গিয়া পাতাল-ভিতরে ॥
আর-এক অংশে আমি রব মর্ত্ত্যপুরে।
আর-এক অংশে রব তোমার শরীরে ॥
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর।
বৃত্রাসুরে মারিবারে চলহ সত্বর ॥
যুদ্ধেতে চলহ ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে।
প্রবেশ করিলা গিয়া বৃত্রাসুর-রণে ॥
বৃত্রাসুরে দেখি দেবে লাগে চমৎকার।
ইন্দ্রেরে বলিল হব সহায় তোমার ॥
বিষ্ণুতেজে বৃত্র অরি বহু শক্তি ধরে।
বজ্র হানিলেক বৃত্রাসুরের উপরে ॥
বজ্র-অস্ত্র আঘাতেতে বৃত্রাসুর মরে।
ব্রহ্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে ॥
ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ইন্দ্র ত্রাসিত অন্তরে।
বৃত্রাসুরে মারি ইন্দ্রে মহাপাপে ঘেরে ॥
পাপপূর্ণ হয়ে ইন্দ্র ভাবেন বিষাদে।
বৃত্রাসুরে মারি আমি পড়িনু প্রমাদে ॥
সকল দেবতা গেল বিষ্ণুর সদন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্রে করহ রক্ষণ ॥
বৃত্রাসুরে বধ ইন্দ্র কৈলা তব তেজে।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে রক্ষা কর দেবরাজে ॥
বিষ্ণু বলিলেন, অশ্বমেধ আর পূজা।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক ইন্দ্র দেবরাজা ॥

ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র হৈলা অচেতন।
তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ত্রিভুবন ॥
নদী স্রোত ছাড়ে আর যোগী ছাড়ে যোগ।
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়ে রাজা ছাড়ে উপভোগ ॥
ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র অজ্ঞান হইল।
ইন্দ্র-অচেতনে যজ্ঞ দেবগণ কৈল ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল দেবরাজা।
নানা ভোগ দিয়া সবে করে বিষ্ণুপূজা ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হয় অবসান।
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি থাকে সেই স্থান ॥
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে ॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী সে দুঃশীলা।
অগ্নিরূপ পাতালে সান্ধায় এক কলা ॥
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান।
ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশে অশ্বমেধ-তেজে।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে ॥
সংসারের কর্ত্তা তুমি পালিছ সংসার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈলে সকল সংহার ॥
রাজসূয় যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন ॥
রাম কন, রাজসূয় করিবারে মন।
তোমা সবাকার বোলে করিনু বর্জ্জন ॥
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ

রাম কন, অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সম ফল নাহি আর ॥
এত যদি কহিলেন কমললোচন।
শুনিয়া হরিষ হৈল ভরত-লক্ষ্মণ ॥

রাম যজ্ঞ করিবেন, ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিল ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা কন, বিশ্বকর্ম্মা কর সন্বিধান।
শ্রীরামের যজ্ঞস্থান করহ নির্ম্মাণ ॥
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে আছেন যেখানে ॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা করিল গমন।
দেখি বিশ্বকর্ম্মে হরষিত দুইজন ॥
নানা রত্ন আনি দিলা বিশায়ের হাতে।
যজ্ঞশালা বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইলা তাতে ॥
ভরত-লক্ষ্মণ-ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।
ভাণ্ডার হইতে ঠাট বহিয়া যে আনি ॥
ধাতু ও প্রবাল রত্ন শুনে যেই দেশে।
সর্ব্ব-ধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে ॥
দিল মণিমাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মায় সত্বর ॥
কুণ্ড চারি যোজন সে পরিসর আড়ে।
কুণ্ড চারি যোজন সে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ॥
করিল যোজন ছয় কুণ্ডের মেখলা।
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর।
তিল যব ধান্য মুগ, তিন কোটি ঘর ॥
সোনার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ আওয়ারী।
স্বর্ণনাট্যশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি ॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যজ্ঞঘর দেখিতে করিলা আগমন ॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা ॥
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনি।
তা সবার ঘর করে মুকুতা-গাঁথনি ॥
আশী যোজনের পথ করে আয়তন।
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন ॥

এক মাসে পুরীখানা করিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা চলি গেল আপনার স্থান ॥
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের হৈলা হোতা।
হইলা যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা ॥
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সবে তাঁরা আইলা সেই স্থানে ॥
জমদগ্নি আইলা ভার্গব পরাশর।
সুবর্ণ কশ্যপ আর আইলা মুনিবর ॥
ভরদ্বাজ হস্বদীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি।
আইলা দুর্ব্বাসা মুনি বড় ক্রোধমতি ॥
আইলা আস্তিক মুনি গৌতম ব্রাহ্মণ।
মৎস্যকর্ণ আইলেন ঋষি সঙ্গোপন ॥
পর্ব্বত হইতে আইলা দক্ষ মহামুনি।
ঐষিক কুশধ্বজ আইলা পরমজ্ঞানী ॥
বিষ্ণুপদ মুনি আইলা ঔর্ব্ব ও চ্যবন।
সনাতন সনক আইলা দুইজন ॥
করিলা শাণ্ডিল্য গর্গ মুনি আগুসার।
আইলা কপিল মুনি বিষ্ণু-অবতার ॥
জৈমিনি দধীচি মুনি আইলা শরভঙ্গ।
চিত্রহিক কৌশিক আইলা যে মাতঙ্গ ॥
আসিলা দেবর্ষি যত পরম আনন্দ।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ ॥
বিশ্বশ্রবা আইলা আরো সেই জহ্নু মুনি।
পৃথিবীর মুনি আইলা অকথ্য কাহিনী ॥
যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি।
আইলেন আদি কবি বাল্মীকি আপনি ॥
মুনিগণ সকলে করিলা বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি ॥
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করেন এই জ্ঞানে।
স্বর্ণসীতা আনাইলা শাস্ত্রের বিধানে ॥
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পাত্রাপাত্র আইল সে যজ্ঞের সর্ব্বজন ॥

সুগ্রীব অঙ্গদ আদি শাখামৃগগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ নন্দন ॥
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
নল নীল আইলেন বীর হনুমান ॥
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ।
তিন কোটি জ্ঞাতি সহ আইলা বিভীষণ ॥
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইসে রাজগণ ॥
মিথিলা হৈতে আসে জনক রাজর্ষি।
মহারাজা শাল্ব আইলা রাঢ়-দেশবাসী ॥
নেপালের রাজা এল দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর।
রাজা গিরিরাজ্যের আইলা ধুরন্ধর ॥
অঙ্গের অধিপ এল লোমপাদ নাম।
বেহারের রাজা এল নাতগিরি ধাম ॥
বিজয়নগর কাঞ্চি কলিঙ্গ কর্ণাট।
চৌদিকের রাজা আইলা সঙ্গে কত ঠাট ॥
সদা রাজগণ থাকে শ্রীরামের কাছে।
আসে আরো নৃপগণ যত যত আছে ॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার।
আটাইশ কোটি আসে পশ্চিমের সার ॥
সিংহ সিদ্ধান্ত দেশে মনু নামে পুরী।
আইল সাতাইশ লক্ষ অযোধ্যানগরী ॥
যতেক ভূপতি সে উত্তর দিকে বৈসে।
আইলা সত্তরি লক্ষ শ্রীরামের পাশে ॥
যত যত রাজা আছে ভারত-ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সবার উপর ॥
আইলা অনেক রাজা রামের নিকটে।
রামের আজ্ঞায় তারা দণ্ডবৎ খাটে ॥
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল মজুত ॥
অবধূত সন্ন্যাসী আইল দেশান্তরী।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরী আইল স্বর্গবিদ্যাধরী ॥

পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে করিল গমন॥
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল॥
ত্রিভুবনবাসী যত আইল অপার।
শত্রুঘ্ন মথুরা হৈতে হৈলা আগুসার॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি॥
যব ধান গোধূম যে আতপ তণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল॥
সূর্য্য যেন বসিল সভায় সব ঋষি।
পর্ব্বত-প্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি॥
তিন কোটি বৃন্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ।
আইল সকল দ্রব্য যথা যজ্ঞবাট॥
বংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি॥
যখন ভরত রাজা যেই আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘ্ন জোগায় আনিবারে॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি॥
যে রাক্ষস দেখিলে পলায় মুনিগণ।
সে রাক্ষস মুনির যে পাখালে চরণ॥
নৃত্য গীত মঙ্গল যে নানা বাদ্য শুনি।
অখিল-ভুবনে হয় রামজয়ধ্বনি॥
বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি।
কাহারও না হইল এমত পরিপাটি॥
তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ।
তুরঙ্গ সওয়ার তার কত শত রঙ্গ॥
শ্যামবর্ণ অশ্ব, শ্বেতবর্ণ চারি খুর।
নানা অলঙ্কার শোভে সুহার কেয়ূর॥
লেজ শোভা করে যে ধবল চামর।
কপালে চামর তার অতি শোভাকর॥
সর্ব্ব গায় খানি খানি সুবর্ণ অদ্ভুত।
জলদমণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুত॥
স্বর্ণবর্ণ কর্ণ তার ধরে নানা জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি॥
গলে লোমাবলি যেন মকুতার ঝারা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা॥
জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্ন বীরে ঘোড়ার রক্ষণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘন ভাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই॥
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শত্রুঘন।
সঙ্গেতে রঙ্গেতে চলে শত শত জন॥
বসিলেন রাম যজ্ঞস্থানে মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে॥
পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুতর পথ।
নদ-নদী এড়াইল উঠিল পর্ব্বত॥
ঘোড়ার পশ্চাতে যায় বীর শত্রুঘন।
পর্ব্বত-উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছায় গমন॥
পর্ব্বত সে নাম হয় বিরূপাক্ষ গিরি।
মহাবল সে রাজা পর্ব্বত নামধারী॥
রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে।
ঘোড়া গড় লঙ্ঘিয়া চলিল গগনেতে॥
গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ।
হেনকালে শত্রুঘন গেলা সেই দেশ॥
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে রহিল বাহিরে॥
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
নিভাইল সে-সকল গড়ের আগুনি॥
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শত্রুঘন।
শত্রুঘ্নের সহিত রাজার বাজে রণ॥
রাম সম শত্রুঘন বীর-অবতার।
শত্রুঘ্নের বাণেতে রাজার চমৎকার॥

মহাবল শত্রুঘ্ন বাণের জানে সন্ধি।
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী ॥
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘন।
রাম-দরশনে তার বন্ধন-মোচন ॥
পূর্ব্বদিক জয় করি আইলা শত্রুঘন।
উত্তরদিকেতে ঘোড়া করিল গমন ॥
উত্তরদিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগতি।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে তাহার সংহতি ॥
দিগ্ দিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছয়মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে ॥
জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন।
ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ ॥
মিলিল সকল রাজা আসিয়া সেখানে।
পরাজয় মানিলেক শত্রুঘ্নের স্থানে ॥
হিমালয় পর্ব্বতের পার ঘোড়া গেল।
সেই দেশী রাজা বড় বিক্রমে বিশাল ॥
ঘোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ।
শত্রুঘ্ন রাজার সহ লাগিল বিবাদ ॥
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ছাইল গগন ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন।
সেই বাণ ফুটি রাজা হন অচেতন ॥
না পারে কহিতে কথা অতীব কাতর।
তারে বান্ধি পাঠাইলা অযোধ্যা নগর ॥
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন।
তাহাতে হইল তার বন্ধন-মোচন ॥
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে।
পশ্চিমদিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে ॥
একদিকে ঘোটক না যায় দুইবার।
পশ্চিমদিকেতে গেল সিন্ধুনদী-পার ॥
শত্রুঘ্ন ফাঁফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে।
সিন্ধুনদী-পার গেল সকল কটকে ॥
বিকৃত আকার তারা হাতে চেরা বাঁশ।
হস্তী ঘোড়া মারি খায় যত রক্তমাস ॥
পিশাচ-ভোজন করে পিশাচ-আচার।
জীব-জন্তু মারি করে তাহারা আহার ॥
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে।
কুপিল শত্রুঘ্ন বীর ধনুর্ব্বাণ হাতে ॥
মহাবল শত্রুঘন বীর-অবতার।
এক বাণে সব ব্যাধ করিলা সংহার ॥
তিন দিক শত্রুঘ্ন করি আইলা জয়।
ঘোড়া লয়ে মহাবীর যজ্ঞ-কাছে রয় ॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়-যজ্ঞ বড় পরিপাটি।
আতপতণ্ডুলে হোম করে কোটি কোটি ॥
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের চারিভিতে ॥
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে ॥
তুরগ পবনবেগে করিল প্রয়াণ।
উপস্থিত হৈল বাল্মীকিমুনি-স্থান ॥
যে দিন যে হবে তাহা মুনি সব জানে।
লব কুশ দুই ভাই ডাক দিয়া আনে ॥
মুনি কন, লব কুশ শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট-দেশ ॥
তপোবন রক্ষা কর ভাই দুই মিলি।
তথা রব' কিছুকাল আমি এবে চলি ॥
কারো সঙ্গে না করিহ বাদ-বিসম্বাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ ॥
দুই ভাই প্রণাম করিল করপুটে।
শিষ্যগণ সহ মুনি গেলা চিত্রকূটে ॥
বার শত শিষ্য সহ গেলা মুনিবরে।
দুই ভাই খেলাখেলি বেড়া দণ্ড করে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে দোঁহে নানা খেলা খেলে।
মৃগপক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে ॥

সন্ধান পূরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ।
দেশদেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান॥
নন্দনদী বিন্ধে আর বিন্ধে যে পর্ব্বত।
এক দিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ॥
ষটচক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুনঃ তূণে আসে॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বাণ কোথা হৈতে আনে॥
দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে॥
ঘোড়া দেখি হরিষ হইল দুইজন।
হেমপত্র তার ভালে দেখিল লিখন॥
রাজা দশরথের উৎপত্তি সূর্য্যবংশে।
তিন সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে॥
তাঁর পুত্র রঘুনাথ খ্যাত চরাচরে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন॥
সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘন।
দুই অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন॥
জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে।
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে॥
দুই অক্ষৌহিণী ঘোড়া না পারে রাখিতে।
হেন ঘোড়া দুইভাই বান্ধে ভালমতে॥
ঘোড়া বান্ধি মার কাছে গেল দুইজন।
মিষ্টান্নাদি দুইজনে করিল ভোজন॥

লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্ন, ভরত ও লক্ষ্মণের পতন

শ্রীরাম বলেন, ঘোড়া আন শত্রুঘন।
যজ্ঞসাঙ্গে পূর্ণাহুতি দিব যে এখন॥
সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারে বার।
মহারাজ ঘোড়া বন্দী হৈল তোমার॥
শুনিয়া সৌমিত্রী বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ॥
বিষম দক্ষিণদিক বড়ই সঙ্কট।
কোন বীর যাবে এবে তাহার নিকট॥
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ।
না জানি কাহার সনে আরো হবে রণ॥
এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শত্রুঘন।
ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু করিলা গমন॥
ঘোড়া লয়ে দুই ভাই খেলে বারেবার।
লব কুশে দেখিয়া তাহারা চমৎকার॥
লব কুশ খেলা খেলে দেখি শত্রুঘন।
জিজ্ঞাসা করয়ে, ঘোড়া বান্ধে কোন্ জন॥
কোন্ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ।
সবংশে মরিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে।
কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্ দেশে॥
শত্রুঘ্ন বলেন মম জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারিভাই থাকি মোরা অযোধ্যা-প্রদেশে॥
দাশরথি আমরা যে ভাই চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক-বিজয়ী।
রামের বিক্রমকথা শুন তবে কহি॥
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জ্জয় লবণ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত।
তাঁর বাণে অতিকায় মরে ইন্দ্রজিৎ॥
সে-সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে।
আর কোন্ বীর যুঝে মোসবার সনে॥
এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘন।
রুষিয়া সে লব কুশ করিছে তর্জ্জন॥

চারি ভাই তোমরা, আমরা দুই ভাই।
আজি ঘোড়া লয়ে যাও মোরা তাই চাই ॥
মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে।
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে ॥
খুড়া-ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে ॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন সৈন্য কোন্ কর্ম্ম কর।
সকল কটকে বেড়ি দুই শিশু মার ॥
দুই অক্ষৌহিণী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট।
লব কুশ বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট ॥
লব কুশ বলে বীর না হও বিমুখ।
সকল কটকে মারি, দেখহ কৌতুক ॥
শত্রুঘ্ন বলেন দেখি তোমরা বালক।
বালকের সনে যুদ্ধ হাসিবেক লোক ॥
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি।
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী ॥
কটকের ঠাঁই যদি জয়ী হও রণে।
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই ভাষে।
আগে মারি কটক তোমারে মারি শেষে ॥
কুশ বলে, লব তুমি এইখানে থাক।
কটক সংহারি আমি তুমি মাত্র দেখ ॥
লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক।
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক ॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক বাণে কুশ পুরিল সন্ধান ॥
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক।
সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক ॥
বেড়াপাক বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
এক বাণে ঠাট সব করিল সংহার ॥

পড়িল সকল ঠাট নাহি একজন।
সবে মাত্র রহিল একাকী শত্রুঘন ॥
ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী ॥
ডাক দিয়া বলে কুশ, শুন শত্রুঘন।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন ॥
লবের কনিষ্ঠ আমি রণে নাহি টুটে।
লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে ॥
কুশের বচন শুনি বলে শত্রুঘন।
পলাইয়া যাব কি তোমারে দিব রণ ॥
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি।
যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি ॥
কুশ বলে শত্রুঘন যুক্তি কর দৃঢ়।
যেই ইচ্ছা লয় তব সেই যুক্তি কর ॥
শত্রুঘ্ন বলেন কুশ কিছু মিথ্যা নয়।
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয় ॥
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন্ অবতার ॥
তোমার সংগ্রামে কুশ কার বাপে তরি।
একবার যুদ্ধ করি, মারি কিবা মরি ॥
কুশ বলে শত্রুঘ্ন মরণ দৃঢ় কর।
এই আমি বাণ এড়ি যাও যমঘর ॥
লব বলে শুন কুশ আমার বচন।
মারিয়াছ সৈন্য তুমি, মারি শত্রুঘন ॥
কুশ বাণ জুড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পূরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে ॥
কুশ বলে সৌমিত্রি হে, এই বাণ ফেলি।
এ বাণ সহিতে পার, তবে বীর বলি ॥
সৌমিত্রি বলেন আগে আমি বাণ মারি
সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি
তিন লক্ষ বাণ বীর শত্রুঘন এড়ে।
আকাশ গমনে বাণ উখড়িয়া পড়ে ॥

দুইজনে বাণ বৃষ্টি করে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জরজর॥
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভয়ে বরিষে বাণ উভয়েতে কাটে॥
নানা অস্ত্র দুইজন করে অবতার।
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার॥
সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপাশ বাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কুশ করে খান খান॥
এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তূণ॥
বিষ্ণু-অস্ত্র শত্রুঘ্ন বীরের মনে পড়ে।
তূণ হইতে তাহা নিয়া ধনুকেতে জোড়ে॥
নিরখিয়া কুশ বীর চিন্তে মনে মন।
মহাবিষ্ণু বাণ জুড়ে ধনুকে তখন॥
বাণ দেখি শত্রুঘ্নের লাগে চমৎকার।
মহাবিষ্ণু বাণে বিষ্ণু-বাণের সংহার॥
কুশ বলে, শত্রুঘন আর বাণ আছে।
ফুরাল তোমারি অস্ত্র আমি এড়ি পিছে॥
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘন।
তোমায় আমায় এই হইল যে রণ॥
কারো পরাজয় নহে উভয় সোসর।
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ দুইজনে ঘর॥
সৌমিত্রির কথা শুনি কুশ বীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা, না যাইবে দেশে॥
মহাপাশ বাণ কুশ জুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়।
নিরখিয়া শত্রুঘ্নের লাগিল সংশয়॥
অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শত্রুঘন।
যুঝিতে না পারে হয় মৃত্যু দরশন॥
একদৃষ্টে রহিল সে ধনুর্ব্বাণ হাতে।
শত্রুঘ্নে মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে॥
মহাপাশ বাণ তবে যায় নানা ছন্দে।
হাতে গলে শত্রুঘনে অবশেষে বান্ধে॥
গলায় লাগিল বাণ মৃত্যু দরশন।
মহাপাশ বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন॥
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর॥
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুই ভাই খেলিলাম এ দুই প্রহর॥
যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে।
কৌতুকে খেলাই মাতা তা-সবার সনে॥
দুই শিশু লয়ে সীতা করাইল স্নান।
অগুরু-চন্দনে অঙ্গ করিলা সুঘ্রাণ॥
মিষ্ট অন্ন করাইল দোঁহারে ভোজন।
বিচিত্র পালঙ্কে দোঁহে করিল শয়ন॥
দুই শিশু লয়ে সীতা রহিল সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা লয়ে দূত গেল দেশে॥
এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন।
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন॥
পাত্রমিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাত-জন গেল সেই খানে॥
সাত-জন বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে॥
লব কুশ নামে সে যমজ দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজিত সে দোঁহার ঠাঁই॥
ভয় বাসি প্রভু, বলিবারে বিবরণ।
সৈন্য সহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন॥
শুনিয়া শ্রীরাম অতি ভাবিত হইয়া।
জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া॥
কত দূর কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ।
কি আশ্চর্য্য শত্রুঘ্নের সমরে পতন॥
দূত কহে, মহারাজ দুই মুনিসুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত॥

তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে॥
ঘোড়া বন্দী করিল তাহারা দুই জন।
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ॥
সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল দৈবে না যায় খণ্ডন॥
সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ।
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ॥
অনরণ্য মহারাজে মারিল রাবণে।
সে রাবণ সবংশে পড়িল মোর বাণে॥
দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে।
দেব দৈত্য আদি যত কাঁপে সর্ব্বজনে॥
রাবণ হইতে বড় কত সে লবণ।
তাহারে মারিল মোর ভাই শত্রুঘন॥
রামেরে প্রবোধ দেন ভরত-লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধেতে মরণ॥
বিলাপ সম্বর প্রভু না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি দৈবে পড়িল প্রমাদ॥
পতিব্রতা সতী তুমি বর্জ্জিলে যখন।
জেনেছি তখনি হবে বিধিবিড়ম্বন॥
দেবতা জানেন যে সতীর নাহি পাপ।
বিনা দোষে বর্জ্জিলে যে তেঁই পাই তাপ॥
আমি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে যাই মোরা দুই ভাই॥
এতেক বলিল যদি ভরত-লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন॥
যাও ভাই কল্যাণ করুন ত্রিলোচন।
সাবধানে দুই ভাই কর গিয়া রণ॥
শত্রুঘ্ন ভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে।
পাছে পাই আরো শোক মরি সেই দুঃখে॥
দুই ভাই কর যুদ্ধ যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুই শিশু ধরি আন আমার নিকটে॥
বিদায় হইয়া যান ভরত-লক্ষ্মণ।
চারি অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল সাজন॥
মুখ্য সেনাপতি গিয়া চড়িলেন রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে॥
জাঠি ঝগড়া শেল শূল মুষল মুদগর।
খাণ্ডা আর ডাঙ্গস দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
দুর্জ্জয় নামেতে হস্তী আরোহ ভরত।
ধনুর্ব্বাণপূর্ণ লক্ষ্মণের মহারথ॥
হস্তী ঘোড়া রথ সব চলিল অশেষ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল প্রবেশ॥
কটক-সমেত পড়ি আছে শত্রুঘন।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত-লক্ষ্মণ॥
শৃগাল কুক্কুর আর শকুনি গৃধিনী।
কটকের মাংস নিয়া করে টানাটানি॥
ভরত-লক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান।
মহাযুদ্ধে আসি হইলাম অধিষ্ঠান॥
রণস্থলে দেখিলেন ভরত-লক্ষ্মণ।
হাতে ধনু পড়িয়া আছেন শত্রুঘন॥
সৌমিত্রিরে দুই ভাই কোলে করি কাঁদে।
প্রাণ হারাইলে ভাই শিশুর বিরোধে॥
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ।
এখানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন॥
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত-লক্ষ্মণ।
পাত্রমিত্র দেয় দোঁহে প্রবোধ-বচন॥
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ॥
সেই দুই শিশু মার পূরিয়া সন্ধান।
যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহে ত বিধান॥
এতেক বচন শুনি ভরত-লক্ষ্মণ।
ক্রন্দন সম্বরে দোঁহে স্থির করি মন॥
যুদ্ধার্থে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান।
লক্ষ্মণ-ভরত দোঁহে হন আগুয়ান॥

চারিদিকে রামসেনা রহে সাবধানে।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে ॥
সীতা বলিলেন, লব কুশ রে কেমন।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছে ভাই দুইজন ॥
কার সনে করিয়াছ বাদ-বিসম্বাদ।
দোঁহে তোরা না জানি কি পাড়িলি প্রমাদ ॥
শুনিয়া মায়ের কথা দুই ভাই হাসে।
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ-বিশেষে ॥
লব কুশ বলে মাতা না জান কারণ।
মৃগয়া করিতে রাজা আসে তপোবন ॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্রসূর্য্যকুলে।
মৃগয়া করিতে আসে সবে এইস্থলে ॥
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত।
রাজার সৈন্যের রোলে কেন তুমি চিন্ত ॥
আমা দুই ভায়ে মুনি রেখে গেল দেশে।
কোন্ রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে ॥
মুনির আজ্ঞায় মোরা রাখি তপোবন।
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাজন ॥
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ।
বড় ভয় মানি মা করিলে মুনি রোষ ॥
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্‌ছলে।
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে চলে ॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
মহাহ্লাদে সমরেতে যায় এক সাথে ॥
দুই ভাই গেল যথা ভরত-লক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে সব দেখি সেনাগণ ॥
লব কুশ দেখি সেনা কম্পিত-অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর ॥
মনোহর দুই ভাই দূর্ব্বাদলশ্যাম।
সকল কটক বলে আইল দুই রাম ॥
রাম যদি আসিতেন এখানে এখন।
তিন রাম একস্থানে হইত মিলন ॥

সেই তেজ সেই বল সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্ জন ॥
ভরত-লক্ষ্মণ দোঁহে হইল বিস্ময়।
দুই ভাই কে তোমরা দেহ পরিচয় ॥
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর।
জাতি-কুলে আমার তোমার কি বিচার ॥
বার শত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঁই।
তাঁর শিষ্য আমরা যমজ দুই ভাই ॥
সব শিষ্য লয়ে মুনি গেলা পরবাসে।
আমা দুই ভাইকে রাখিয়া যান দেশে ॥
দশরথ ভূপতির পুত্র শত্রুঘন।
দেখ সৈন্যসহ তার সমরে পতন ॥
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ মোদের নিকটে ॥
কটক লইয়া কেন এলে তপোবন।
পরিচয় দেহ এলে কিসের কারণ ॥
তাহা শুনি শ্রীভরত-লক্ষ্মণের হাস।
মুখেতে তর্জ্জন মাত্র অন্তরে তরাস ॥
চারি ভাই আমরা, সবার জ্যেষ্ঠ রাম।
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘন নাম ॥
মধ্যম আমরা দুই ভরত-লক্ষ্মণ।
শত্রুঘ্নকে মারিয়া কি রাখিবে জীবন ॥
এত যদি চারিজনে হইল গালাগালি।
চারিজনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী ॥
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ ॥
ভরত-লক্ষ্মণ সহ দুই অক্ষৌহিণী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি ॥
শিশুজ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন।
দুইভাগ হয়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ ॥

দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পাছে ॥
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে।
হস্তিস্কন্ধে ভরত লক্ষ্মণ মহারথে ॥
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূম্রবাণ এড়ে দশ দিক অন্ধকার ॥
জগৎ হইল সব অন্ধকারময়।
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয় ॥
তিমির হইল হেন চক্ষে নাহি দেখে।
পর্ব্বত-গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে ॥
পলাইয়া যাইতে কাহারো পা পিছলে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কেহ নদনদী-জলে ॥
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা যায়।
লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায় ॥
পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর।
সবেমাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর ॥
এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে।
কেবা শিখাইল কোথা হইতে বা জানে ॥
রাবণের কুমার সে বীর ইন্দ্রজিত।
ত্রিভুবন যার বাণে হইত কম্পিত ॥
তাহারে মারিতে আমি না করিলাম ভয়।
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন-সংশয় ॥
যে হোক সে হোক আমি আজি রণ করি।
না করি প্রাণের ভয় মারি কিবা মরি ॥
সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ।
ধনুকে ব্রহ্মাগ্নি বাণ জুড়েন তৎক্ষণ ॥
জ্বলিয়া ব্রহ্মাগ্নি বাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার হইল দূর পৃথিবী প্রকাশে ॥
অন্ধকার দূর হইল ঠাট দূরে দেখে।
সকল কটক এল লক্ষ্মণ-সম্মুখে ॥
লক্ষ্মণের বাণ-শিক্ষা বড় চমৎকার।
পলায়িত যত সৈন্য এল আর-বার ॥
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পান ত্রাস।
তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ ॥
লব বলে লক্ষ্মণ কি কর অহঙ্কার।
মোর ঠাঞি পড়িলে নিস্তার নাহি আর ॥
আছয়ে অক্ষয় বাণ তূণের ভিতর।
ওর নাহি এড়ি বাণ শতেক বৎসর ॥
তোমার কটক আছে এই যে ভরসা।
জল হেন শুষিব যে না রাখিব আশা ॥
সংহারিব সকল তোমার বিদ্যমানে।
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে ॥
এতেক বলিয়া লব জুড়ে ধনুর্ব্বাণ।
সকল সামন্ত কাটি করে খান খান ॥
ষট্‌চক্র বাণ লব জুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥
মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছুটে।
এক বাণে লক্ষ্মণের সব সৈন্য কাটে ॥
ষট্‌চক্র বাণেতে এড়ায় যেই-সব।
সে-সকল সৈন্য নাহি মারিলেন লব ॥
রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল ॥
ডাকিয়া বলেন লব, শুন হে লক্ষ্মণ।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন ॥
মারিলে যে ইন্দ্রজিৎ রাবণকুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে ॥
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে।
বলিয়া লক্ষ্মণজিত সর্ব্বলোকে কহে ॥
লক্ষ্মণ বলেন লব একি অহঙ্কার।
মোর সনে যুদ্ধে তব নাহিক নিস্তার।
কুপিল লক্ষ্মণবীর এড়ে ব্রহ্মজাল।
সংহার করিল আলো অগ্নির উথাল ॥
লব বীর বিষণ্ণ ভাবিছে মনে মন।
ধনুকে বরুণ বাণ জুড়িল তখন ॥

সন্ধান পূরিয়া লব সে বাণ এড়িল।
সমুদ্র-তরঙ্গ যেন গগনে ঠেকিল॥
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
কি হবে আমার বুঝি সংশয় জীবন॥
লক্ষ্মণের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে॥
সকল পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার॥
চিন্তিত হইয়া লব ভাবে মনে মন।
অক্ষয় অজিত বাণ জুড়িল তখন॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে।
সেই বাণে লক্ষ্মণের মহাবাণ কাটে॥
এই বাণ ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাৎ এ যম॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে।
কতদূরে গিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে॥
দেখিয়া ত লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার।
ফুরাইল সব বাণ তূণে নাহি আর॥
ফুরাইল অস্ত্র সব শূন্য হৈল তূণ।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ॥
বলেন লক্ষ্মণ পরে লব-বিদ্যমান।
এত দূরে মোর যুদ্ধ হইল অবসান॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত॥
শুনিয়া তাহার কথা লববীর ভাষে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে॥
এক বাণ এড়ি আমি না ভাবিও মন্দ।
যা হোক তা হোক সব থাকে যে নির্ব্বন্ধ॥
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিত্রাণ।
লক্ষ্মণ তোমার তবে না লইব প্রাণ॥
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম শুনহ বচন।
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ॥
পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে।
তূণ হইতে বাণ নিয়া ধনুকেতে জুড়ে॥
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পাশুপত বাণে বিন্ধে পড়িল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে॥
কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা।
লুকাইয়া দেখে যে কুশের অস্ত্রশিক্ষা॥
শত্রুঘ্নে মারিয়া কুশের বাড়িয়াছে আশ।
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস॥
একা ভাই যদ্যপি জিনিতে নারে রণ।
নির্ম্মূল করিব যে, না রহে এক জন॥
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে।
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে॥
ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর।
চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর॥
বেড়াপাক নামেতে কুশের একবাণ।
সেই বাণে কুশ বীর পুরিল সন্ধান॥
বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাকে।
হাত পা কাটে কারো, কারো কাটে নাকে॥
একঠাঁই মুণ্ড পড়ে স্কন্ধ আর ঠাঁই।
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোখা নাই॥
এক বাণে অরিসৈন্য করিল সংহার।
পর্ব্বত-প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার॥
রক্তনদী বহিল যে সংগ্রামের স্থানে।
কত সৈন্য পড়ে এড়াইল সাত-জনে॥
উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে।
পলাইয়া যায় কেহ ফিরে ফিরে দেখে॥
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে॥
ভরত বলেন কুশ ক্ষান্ত কর রণ।
দেশে পলাইয়া যায় এই অষ্ট-জন॥

কুশ বলে ভরত না বল এ বচন।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্টজন ॥
সাত-জন যাক দেশে রামের গোচর।
বার্ত্তা পেয়ে রাম যেন আসেন সত্বর ॥
শুনহ ভরতবীর আমার উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥
মনে ভাব পলাইয়া পাবে অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি ॥
পলাইয়া গেলে যে অখ্যাতি অনিবার।
যুঝিয়া মরিলে থাকে পৌরুষ অপার ॥
ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয় ॥
শ্রীরামের তেজ বল তাঁরি ধনুর্ব্বাণ।
হারিলে তোমার ঠাঁই নাহি অপমান ॥
কুশ বলে রাম বলি কত গর্ব্ব কর।
রাম কি করিবে যদ্যপি আজি মর ॥
তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে।
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে ॥
আমার সমরে যদি জয়ী হয় রাম।
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব-কুশ নাম ॥
তোমারে ছাড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে।
বলিবেন ভরতে কি না মারিলে ত্রাসে ॥
কোন্ কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ।
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ ॥
এক বাণ বিনা না এড়িব আর বাণ।
এক বাণে ভরত লইব তব প্রাণ ॥
ভরত বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয় ॥
কুশ বলে রাম হেন কোটি যদি আসে।
বাহুড়িয়া এক জন নাহি যাবে দেশে ॥
ভরত বলেন কুশ দিলে গালাগালি।
শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি ॥
শিশু হয়ে কুশ তব কতেক বড়াই।
আছুক রামের কার্য্য জিন মোর ঠাঁই ॥
লব লব বলিয়া যে করহ অহঙ্কার।
লক্ষ্মণের সমরেতে তার বাঁচা ভার ॥
লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ লয়েছে তাহার ॥
লক্ষ্মণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত।
আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত ॥
ভরতের কথা শুনি কুশবীর কয়।
কোন্ কালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয় ॥
লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার।
ভরত না হবে তবে তোমার সংহার ॥
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী ॥
তিরাশী কোটি বাণ এড়িল শ্রীভরত।
দশদিক জল স্থল ঢাকিল পর্ব্বত ॥
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার।
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার ॥
কুশবীর বাণ এড়ে ভরত-সম্মুখে।
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে ॥
সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়িল ত্বরিত ॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল এক বাণে।
কুশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে ॥
গন্ধর্ব্বের বিক্রমে কুশের লাগে ডর।
এড়িল অজয়জিৎ বাণ যে সত্বর ॥
গন্ধর্ব্ব কুশের বাণে হইল সংহার।
দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার ॥
কুশ বলে ভরত আর কত বাণ এড়।
এই আমি বাণ এড়ি যম-ঘরে নড় ॥
জুড়িল ঐষিক বাণ কুশ যে ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে সে উঠিল অন্তরীক্ষে ॥

মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে।
দেখিয়া ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রাসে॥
ভরত কাতর হৈয়া উর্দ্ধপানে চায়।
বায়ুবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায়॥
ফুটিয়া ঐষিক বাণ ভরত পড়িল।
রক্তস্রোত ধারাকারে মহীতে বহিল॥
ভরত কটকসহ পড়িলেন রণে।
ধেয়ে গেল লব সে কুশের বিদ্যমানে॥
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া যুদ্ধরক্ত ফেলিল পাখালি॥
সংগ্রামের বেশ থুয়ে বৃক্ষের কোটরে।
শূন্য-হস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে॥
জানকী বলেন রে বিলম্ব কি কারণ।
কোন্ কার্য্যে লব-কুশ ব্যাজ এতক্ষণ॥
লব-কুশ বলে মাতা না জানি বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ॥
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুইজনে॥
কোন চিন্তা নাহি মাগো তোমার প্রসাদে।
তপোবন রাখি মোরা মুনি-আশীর্ব্বাদে॥
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন।
সুগন্ধি চন্দনমাল্য পরিল তখন॥
পরম হরিষে ঘরে রহে দুই ভাই।
সাতজন পলাইয়া গেল রাম-ঠাঁই॥
রাম মুনিবেষ্টিত আছেন যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে॥
সাতজনে দেখিয়া শ্রীরাম চিন্তাবান।
জিজ্ঞাসেন ভরত-লক্ষ্মণের কল্যাণ॥
কৃতাঞ্জলি সাতজনে করে নিবেদন।
কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন॥
প্রমাদ পড়িল প্রভু ভয়ে নাহি কহি।
সাতজন আইলাম আর কেহ নাহি॥
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরত-লক্ষ্মণ।
সবে মাত্র এড়াইয়া এনু সাতজন॥
দুই শিশু নর নহে, বিষ্ণু-অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার॥
আপনি যদ্যপি রাম যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় মনে॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি জগতপূজিত।
জিনিতে নারিবে রণ কহিনু নিশ্চিত॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমললোচন।
চৈতন্য পাইয়া তিনি করেন ক্রন্দন॥
কোথাকারে গেল ভাই ভরত-লক্ষ্মণ।
আমারে এড়িয়া কোথা গেলে তিনজন॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি আছিলা সদয়।
রণস্থলে গিয়া ভাই হইলা নির্দ্দয়॥
শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে॥
তিন ভাই স্মরণ করিয়া বহুতর।
হায় হায় বিলাপ করেন রঘুবর॥
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি।
বনবাসে গেলা সে বাকল যে পরি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ দুঃখ পাও তপোবনে।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষ্ণবাণে॥
লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে।
হেন ভাই পড়ে মোর ছাবালের রণে॥
ভরতের যত গুণ কহিতে না পারি।
আমি বনে গেলে হয়েছিলে ব্রহ্মচারী॥
চৌদ্দ বর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বাকল।
রাজভোগ এড়িয়া খাইল বৃক্ষ-ফল॥
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল।
এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল॥
ভাই মোর শত্রুঘ্ন প্রাণের সোসর।
তব তুল্য বীর নাহি অবনী-ভিতর॥

বহুদিন যুদ্ধে আমি মারিনু রাবণ।
একদিনের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ॥
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে।
যে থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে॥
নেত্রনীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব প্রভৃতি দেন প্রবোধ বচন॥
আপনি শ্রীরাম তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমার ক্রন্দন প্রভু নহে ত উচিত॥
ক্রন্দন সম্বর রাম স্থির কর মতি।
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি॥
শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে।
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে॥
শুধিব ভায়ের ধার দুই শিশু বধি।
অযোধ্যায় তবে সে ফিরিয়া যাই যদি॥
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন।
শ্রীরামের প্রতি কহে প্রবোধ-বচন॥
রাক্ষস বানর আর যত আছে সেনা।
সাজন করিয়া মারি শিশু দুইজনা॥
সুমন্ত্রের তরে রাম করেন জ্ঞাপন।
বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্ব্ব-দর্শন॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি॥
চড়েন পুষ্পকরথে শ্রীরাম প্রবীণ।
শুভযাত্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ॥
চলিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি চলে তাহে মদমত্ত হাতী॥
চলিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরি চলিল ভূমি জোড়া॥
তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান।
সর্ব্বক্ষণ থাকে তারা রামবিদ্যমান॥
মহারথী চলিল যতেক রাজধানী।
পাত্রমিত্র সব চলে করিয়া সাজনি॥
শ্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার।
দেখিলে যমের লাগে চিত্তে চমৎকার॥
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ।
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি।
চলিল ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি॥
সত্তরি কোটি বীরে চলে পবননন্দন।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ॥
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস কপিগণ।
আর যত সেনা যায় কে করে গণন॥
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল।
শত্রুজিৎ মহাবল চলিল সকল॥
রুদ্রমুখ চলে আর সুরক্তলোচন।
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোর দরশন॥
রথের উপর রাম চড়েন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
কৃত্তিবাস কবি কন অমৃত কাহিনী।
দুই বালকের জন্যে এতেক সাজনি॥

লব ও কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ

কটক হইল পার নদনদী-নীরে।
জল শুকাইল কটক-পদভরে॥
নদী শুকাইয়া মাটি হৈল গুঁড়া গুলা।
গগনমণ্ডলে লাগে কটকের ধূলা॥
সমরে গেলেন রাম কমললোচন।
ভরত লক্ষ্মণ পড়িয়াছে শত্রুঘন॥
আর পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন রঘুমণি॥
লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য লয়ে আইলেন রাম॥

সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইঁহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম॥
এই যুক্তি দুই ভাই করে কানাকানি।
হেনকালে আইলেন সীতা-ঠাকুরাণী॥
জানকী বলেন কিবা কর দুই ভাই।
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই॥
কার সনে করিয়াছ বাদ-বিসম্বাদ।
কোন্ দিনে লব কুশ পড়িবা প্রমাদ॥
উভয়ে সীতাদেবী করেন সাবধান।
শত শত আশীর্ব্বাদ করেন কল্যাণ॥
অভাগীর পুত্র তোরা নির্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তো-সবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি॥
তো সবার সনে যে আসিয়া করে রণ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে একজন॥
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্যমত।
যা বলেন যাহারে সে ফলে সেইমত॥
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর।
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর॥
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন।
সেইমত বেশ করিলেন দুইজন॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
যুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে॥
যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুইজন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্বজন॥
এক বল এক রূপ একই সুঠাম।
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম॥
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাঁহারে রাম করেন বর্জ্জন॥
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে॥
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর।
ত্রিভুবনজয়ী দুই বীর ধনুর্দ্ধর॥
এই কথা রঘুনাথ করে অনুমান।
নতুবা ইহারা কেন আমার সমান॥
এ দুয়ের যুদ্ধে রাম না দেখি নিস্তার।
প্রাণ লয়ে দেশ প্রতি কর আগুসার॥
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি।
হেনকালে নিবেদয় সুমন্ত্র সারথি॥
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী।
হেনকালে তাঁহারে বর্জ্জিলা রঘুপতি॥
রাখি দিনু তাঁহারে যে এই বনবাসে।
আমি আর লক্ষ্মণ গেলাম দোঁহে দেশে॥
অতএব রঘুনাথ সেই এই বন।
সীতার এই দুই পুত্র হেন লয় মন॥
যমজ দুই সহোদর বুঝি এ প্রকার।
পরিচয় লহ প্রভু তোমার কুমার॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময়।
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয়॥
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম॥
তেজ ধর আমারি, আমারি ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি আমার সমান॥
পরাক্রম আমারি না হয় অন্য জ্ঞান।
অতএব কহি আমি বলহ বিধান॥
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই।
পরিচয় দেহ কে তোমরা দুই ভাই॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ॥
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়।
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পরিচয়॥

শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কানাকানি।
কেমনে বলিব নাম পিতা নাহি চিনি॥
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঁঞি।
কার পুত্র আমরা যমজ দুই ভাই॥
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে।
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জ্জন-গর্জ্জনে॥
এতদিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন॥
পুত্র হয়ে পিতৃসনে কেবা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
আমা দোঁহে দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে।
পরিচয় তে কারণে চাহ বারে বারে॥
তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম॥
দুই ভাই চতুর না জানে পিতৃনাম।
ভাণ্ডাইল কপটে বুঝিলেন শ্রীরাম॥
পরিচয় নহিল হইল গালাগালি।
সর্ব্বসৈন্য বেড়ে লব-কুশ মহাবলী॥
শ্রীরাম বলেন নাহি দিলে পরিচয়।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ভয়॥
আমার ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি আমার মদমত্ত হাতী॥
তিরাশী কোটি যে উত্তম তাজি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরী যাহাতে পৃথ্বী জোড়া॥
সুগ্রীব অঙ্গদের আছে যে কোটি সেনা।
যার যুদ্ধে দেবদৈত্য কাঁপে সর্ব্বজনা॥
ভল্লুক অসংখ্য আছে রাক্ষস-বানর।
আমার অনেক ঠাট কটক বিস্তর॥
এতেক কটক পড়ে যদি আজি রণে।
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ভুবনে॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিভিতে।
বেড় যেন দুই শিশু নারে পলাইতে॥

মন্ত্রিগণ সহ রাম করেন মন্ত্রণা।
বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে থানা॥
হস্তী ঘোড়া চালাইল প্রথমতঃ রণে।
বিপক্ষ মরুক ঘোড়া-হাতীর চাপনে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা।
চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া॥
রাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে।
দুই ভাই দুই ভিতে ধনুর্ব্বাণ জোড়ে॥
লব বলে কুশভাই যুক্তি কর সার।
রাম-সৈন্য কাটিয়া করিব চুরমার॥
দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ জুড়ে।
হস্তী ঘোড়া কাটি বাণ গগনেতে উড়ে॥
লব এড়িলেন বাণ নামেতে আহুতি।
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী॥
কুশ এড়িল বাণ নামেতে অশ্বকলা।
কাটিল তিরাশী কোটি তুরঙ্গের গলা॥
চারিভিতে সৈন্য যুঝে লব-কুশ মাঝে।
নানা অস্ত্র লইয়া সে ভাই দুই যুঝে॥
সৈন্য দেখি দুই ভাই ভাবিত অন্তর।
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর॥
এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে এল রাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে রহে নাম॥
সতী-পুত্র হই যদি মুনির থাকে বর।
মারিয়া এখনি পাঠাইব যমঘর॥
মুনির আশিসে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
সন্ধান পূরিয়া লব-কুশ এড়ে বাণ॥
ষট্‌চক্র বাণ লব পূরিল সন্ধান।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি ধরে টান॥
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক বাণে কুশ পূরিল সন্ধান॥
হেন বাণ দুই ভাই জুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে উঠে অন্তরীক্ষে॥

সিংহের গর্জ্জনে বাণ তারা যেন ছুটে।
সত্তরি অক্ষৌহিণী সেনা দুই ভায়ে কাটে ॥
সমরে আসিয়াছিল ভল্লুক বানর।
হাতে করি কেহ গাছ কেহ বা পাথর ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান।
কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান ॥
রাক্ষস ভল্লুক কপি রূপে ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ-পাথর ॥
রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্লুক।
নিরখিয়া কুশ-লব করিছে কৌতুক ॥
লব বলে কুশভাই শুনহ বচন।
দেখ দেখ কটকের বিকট বদন ॥
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর।
দেখিতে শরীর হেন পর্ব্বত-আকার ॥
বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ-পাথর ॥
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
লব কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান ॥
লব বলে কুশভাই কার মুখ চাই।
বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই ॥
সেই দিকে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥
বাণে বিদ্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে।
যেমন কদলীবৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে ॥
লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার।
রাক্ষস বানর আদি পড়িল অপার ॥
পরে যুদ্ধে আইলেন সুগ্রীব বানর।
দ্বাদশ যোজন আনে পাথর সত্বর ॥
ক্রোধভরে পর্ব্বত উপাড়ে দুই হাতে।
ইচ্ছা করে মারে লব-কুশের শিরেতে ॥
বাণে কাটি লব-কুশ করে খান খান।
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ ॥
তবে ত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে।
ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে ॥
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়।
লব-কুশ-বাণে পড়ি তার পুড়ে গায় ॥
পড়িল অঙ্গদবীর সেই বাণ খেয়ে।
হনুমান আইলেন হাতে গদা লয়ে ॥
পর্ব্বত এড়িল লব-কুশের উদ্দেশে।
বাণে কাটি লব-কুশ ফেলায় আকাশে ॥
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে।
হনুমান মূর্চ্ছিত পড়িল সমরে ॥
দেখিয়া হনুর দশা অপর বানর।
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর ॥
বেড়াপাক বাণ কুশ পূরিল সন্ধান।
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ ॥
রাক্ষস ভল্লুকসহ পড়ে কপিগণ।
ইহার মধ্যেতে এড়াইল তিন-জন ॥
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর।
দুই কটকের রক্তে বহে যেন নীর ॥
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার।
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার ॥
আছিল ছাপ্পান্ন কোটি শ্রীরামের সেনা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহি এক-জনা ॥
শ্রীরামের সেনাপতি বারো মহামতি।
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি ॥
শ্রীরামের আগে কহে জোড় করি হাত।
প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ রঘুনাথ ॥
যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন।
তবে ত সবার রক্ষা নতুবা মরণ ॥
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ যে যম।
ত্রিভুবনে বীর নাহি এ দোঁহার সম ॥
শ্রীরাম বলেন আইলাম সৈন্য-সনে।
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কেমনে ॥

মজাইয়া সর্ব্বস্ব কেমনে যাই ঘর।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ডর॥
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায়॥
একেবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ॥
কোটি কোটি চোখবাণ সেনাপতি এড়ে।
লব-কুশে নিরখিয়া আগু নাহি সরে॥
সেনাপতি-সকলে লাগিল চমৎকার।
পলাইয়া সব সৈন্য হৈল চক্রাকার॥
সেনাপতি ভঙ্গ দিল, লব-কুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লব-কুশে॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন তোমার সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন রাম আনহ সংহতি॥
পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা করেন উত্তর।
যায় যাউক ঠাট আমি আছি একেশ্বর॥
আমি আছি একাকী, তোমরা দুইজন।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন॥
তিন জনে এত যদি বোলচাল হৈল।
সে-সকল সেনাপতি আবার আইল॥
চারিদিকে ছাইয়া বেড়িল লব-কুশে।
লব-কুশে নিরখিয়া অগ্নিহেন রোষে॥
সেনাপতি সকলে যখন জোড়ে বাণ।
লব-কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান॥
সেনাপতিগণের যাবৎ অস্ত্র ছিল।
ফুরাইল সব বাণ তূণ শূন্য হইল॥
সেনাপতিগণে রণে হইল বিরথী।
বলে লব-কুশ সেনা-সকলের প্রতি॥
তোমা-সবাকার যুদ্ধ হইল অবসান।
মোরা দুইভাই পূরি এখন সন্ধান॥
এড়িলেক বাণ-গোটা তারা যেন ছুটে।
সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটির মাথা কাটে॥

বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন॥
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর।
সবেমাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর॥
প্রমাদ গণিলেন রাম হৈয়া উদাস।
ডাক দিয়া লব-কুশ করে উপহাস॥
সর্ব্বলোকে বলে তোমা ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিতে যত তুমি করিলে সংগ্রাম॥
দুইজনের প্রতি যদি তিনজন রোষে।
সর্ব্বনাশ হয়, মরে আপনার দোষে॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতীপুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা॥
কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যে-কিছু বল, নহে অনুচিত॥
পৃথিবীমণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী।
না-জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি॥
আমারে জিনিতে কে পারে ত্রিভুবনে।
পুত্র বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে॥
আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয়॥
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুজন।
মম পুত্র হও যদি না করিও রণ॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
লব কুশ বলিয়া তোমরা দুইজন॥
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লঙ্কাদেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে॥
শুনিয়া রামের কথা দুইভাই হাসে।
ডাক দিয়া রামেরে বলিছে অবশেষে॥
শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম॥
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে ভয় হয়॥

কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতা-পুত্রে রণ।
আমার পুত্র বলি ভাব মনে মন॥
রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ।
বারে বারে পুত্র বল, নাহি বাস লাজ॥
রাবণে মারিয়া কত বাখান আপনা।
পড়িলে বীরের হাতে ছুটে বীরপনা॥
অধিক কি কব রাম শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলা কাতর॥
আমরা মুনির পুত্র সেই মত বল।
তুমি ত ধরণীপতি, কেন কর ছল॥
শ্রীরাম বলেন শুন বলি লব-কুশ।
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ॥
তোরা-দোঁহে দেখি যেন আমার আকৃতি।
পরিচয় নাহি দিস্ তোরা অল্পমতি॥
কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে।
অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে॥
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা।
এখনি দেখাইব যে অস্ত্রের পরীক্ষা॥
পিতা-পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে॥
মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
দুই শিশু উপরে এড়েন মহাবাণ॥
নানা অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত।
মহাব্যস্ত লব-কুশ পলায় ত্বরিত॥
দুইভাই পলাইল রাম পান আশ।
তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ॥
অন্ধকার হইল সংসার সেই বাণে।
আগু হৈয়া বুঝিতে না পারে দুইজনে॥
এইমত দুইভাই গেল পলাইয়া।
বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া॥

রামের বিলাপ

হরি হরি ক্ষুণ্ণ-মন দেখিয়া অদ্ভুত রণ,
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃ-মৃত্যু সৈন্য-ধ্বংস, পরাভূত রঘুবংশ,
শোকানলে হয় অশ্রুপাত॥
দৈব যদি হয় বাম সিদ্ধ নহে কোন কাম,
যজ্ঞ হৈল সংহার-কারণ।
তখন জানিল মন জিনিতে নারিব রণ
যখন পড়িল শত্রুঘন॥
সুদিন কুদিন, দুই, বিধাতার সৃষ্টি এই,
এবে সেই বীর হনুমান।
যে গন্ধমাদন আনে, কুম্ভকর্ণ জিনে রণে,
লোটায় শিশুর খায়ে বাণ॥
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে সহায় সাগরজলে,
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে।
হেন জনে শিশু মারে, অঙ্গদ দেবেন্দ্র ছাড়ে,
এত করাইল দৈবে ঘুরে॥
কত ব্রহ্মবধ কৈনু, যজ্ঞমধ্যে ভস্ম দিনু,
পাতক করিনু কত আর।
কত বড় নাম ছিল, দণ্ডমধ্যে ভস্ম হৈল,
পরাভব হইল আমার॥
যে বংশে সগর রাজা, রঘুবর মহাতেজা,
ভগীরথ বেণ মহাশয়।
হেন বংশে জনমিয়া না করি বংশের ক্রিয়া,
জিনে মোরে মুনির তনয়॥
মরিল যে তিন ভাই, মিত্রবর্গ কেহ নাই,
যাহাদেরে আনিলাম রণে।
মরিল যাহার পতি অনাথ হইল সতী,
অকীর্ত্তি রহিল এ ভুবনে॥

বিধাতা নির্দ্দয় হয়ে এত বড় বাড়াইয়ে
সর্ব্বনাশ করিলেক শেষে।
হায় হায় কি হইল, বংশে কেহ না থাকিল,
পৃথিবী পূরিল অপযশে ॥
মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে
শত্রুগণে নাশিবেক পুরী।
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা, হইল জীবন শঙ্কা,
পতিহীন হৈল সর্ব্বনারী ॥
সূর্য্য বিনা দিক নহে, জল বিনা মৎস্য দহে,
অরাজক পুরীর সংহার।
এই সে থাকিল দুঃখ, না দেখি বন্ধুর মুখ,
কোথায় রহিল পরিবার ॥
বিদরিয়া যায় বুক না দেখি সীতার মুখ,
মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য।
চারি ভাই এক মাসে, মরিলাম এক দেশে,
প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য ॥
দুই শিশু যম সম, নর বলি করি ভ্রম,
কুম্ভকর্ণ কিম্বা দশানন।
জাতিস্মর দুইজন করিতে আইল রণ
পূর্ব্ব বৈরী করিতে শোধন ॥
কিম্বা সে দূষণ খর হইয়া আইল নর
পূর্ব্ব বৈরী করিতে সংহার।
মারিব সকল জনে, সুগ্রীব শ্রীবিভীষণে,
যত-সব সুহৃদ আমার ॥
সুহৃদ আছিল যারা প্রায় গতপ্রাণ তারা,
আর কারে করিব সহায়।
আজি দুই শিশু মারি কিম্বা যে আপনি মরি,
তবে ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা পায় ॥
আজি দুই শিশু মারি সে রক্তে তর্পণ করি,
তবে আমি রঘুবংশ হই।
বুঝিব শিশুর সনে, এই স্থির কৈনু মনে,
নাহি দেখি গতি ইহা বই ॥
এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীরাম চলেন রণে,
জীবনেতে হইয়া হতাশ।
রামায়ণ সুধাভাণ্ড, তাহার উত্তরাকাণ্ড,
গাইলা পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

—

লব ও কুশের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের পরাজয় ও মূর্চ্ছা

কুশ বলে লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
মারিয়া চলিল রাম আমা-দোঁহার ঠাঁই ॥
একেবারে দুইভাই করিব সংগ্রাম।
চল ঝাট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম ॥
কুশ হৈতে অস্ত্র শিক্ষা লব ভাল ধরে।
এড়িয়া চিকুর বাণ দিক আলো করে ॥
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ।
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বত সমান ॥
লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে।
সন্ধান পূরিয়া যায় শ্রীরামের কাছে ॥
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম ॥
ক্ষণে রাম আগু হন ক্ষণে দুই ভাই।
বাণের ঠন্‌ঠনি শুনি লেখাজোখা নাই ॥
হইল রামের বাণে ক্লান্ত দুইজন।
শঙ্কান্বিত লব-কুশ ভাবে মনে মন ॥
যে অস্ত্র জোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা।
সে লব-কুশের গলে হয় পুষ্পমালা ॥
লব-কুশ দুইভাই যে যে অস্ত্র ফেলে।
রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে ॥
এইরূপে পিতা-পুত্রে বাজিল সমর।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর ॥
কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয়।
পিতার সদৃশ পুত্র কেহ ছোট নয় ॥
দুই দিকে দুই ভাই রাম একেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ রঘুনাথ হন যে কাতর ॥

নানা অস্ত্র দুইভাই এড়ে দুই ভিত।
কোন্ দিক রাখিবেক শ্রীরাম চিন্তিত॥
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ।
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান॥
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম॥
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যেই আছে ব্রহ্মশাপ।
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ॥
লব এড়িলেন বাণ নামে অস্ত্রকলা।
ধনুর্ব্বাণ সহিতে রামের বান্ধে গলা॥
কুশ এড়িল বাণ অক্ষয়জিত নাম।
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়ি গেলা রাম॥
করেন ছট্‌ফট্ রাম প্রাণ মাত্র আছে।
শীঘ্র গেল দুইভাই শ্রীরামের কাছে॥
নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন।
লব-কুশ কাড়ি লয় গায়ের আভরণ॥
কানের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর।
নিল হার কেয়ূর হাতের ধনুঃশর॥
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই।
অস্ত্রশস্ত্র ধনুর্ব্বাণ কিছু ছাড়ে নাই॥
হনুমান জাম্বুবান উভয়ে অমর।
দুইজন নাহি মরে শত মন্বন্তর॥
উঠিবার শক্তি নাই বাণে অচেতন।
সেই পথ দিয়া লব-কুশের গমন॥
যাইতে দেখিল পথে বানর ভল্লুক।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক॥
সাঙ্গি বান্ধি উভয়কে লইলেক স্কন্ধে।
রণজয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে॥
সতর দিবসে দুই ভাই গেল ঘর।
কান্দিয়া জানকী দেবী অতীব কাতর॥
হনুমান জাম্বুবান দুর্জ্জয় শরীর।
দ্বারে না সান্ধায় তেঁই রাখিল বাহির॥

একদৃষ্টে চাহেন জানকী করি ধ্যান।
হেনকালে দুই ভাই গেল সেই স্থান॥
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী।
দুইভাই লইল মায়ের পদধূলি॥
দুইভাই বসিল মায়ের বিদ্যমানে।
যুদ্ধ-কথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থানে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যে ভরত শত্রুঘন।
এ-সবার সহিত করিলাম বহু রণ॥
বহু অক্ষৌহিণী সেনা ভাই চারিজন।
বাহুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন॥
এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই।
কহি যে অপূর্ব্ব কথা শুন মাতা তাই॥
দুর্জ্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না আইসে মা গো দেখহ আসিয়া॥
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন।
এই দেখ এনেছি রামের আভরণ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিন্তিয়া তখন।
শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন॥
হায় হায় কি করিলি ওরে লব-কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥
কোন্‌খানে মারিলি সে কমললোচনে।
চল্ ঝাট্ পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে॥
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
কেমনে দেখিব সে ভরত-শত্রুঘন॥
কোন্‌খানে হয়েছিল সমর-প্রসঙ্গ।
শৃগাল-কুক্কুর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ॥
ধাইয়া যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে শিরে হাত দুইভাই কান্দে॥
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান।
হস্ত-পদ বান্ধা হনুমান জাম্বুবান॥
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস।
দেখিয়া সীতার মনে হইল হুতাশ॥

জানকী বলেন লব কি করিলি কর্ম্ম।
তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতি-ধর্ম্ম ॥
তোমা হৈতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হনুমান।
এই হনুমান মোর দিলা প্রাণদান ॥
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনুমান পুত্র মোরে দানিল উদ্ধার ॥
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
শুনিলে এ-সব কথা কি কহিবে লোক ॥
পিতা-পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন ॥
এখনি মরিব আমি প্রভুর নিকট।
কলঙ্ক না লুকাইবে হইবে প্রকট ॥
কোথায় মারিলি তাঁরে ঝাট্ চল্ দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি ॥
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন।
লব-কুশ প্রতি কত করেন ভর্ৎসন ॥
তোমা-দোঁহে ত্বরা এই ঘুচায়ে বন্ধন।
হনুমান-জাম্বুবানে করহ মোচন ॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুইজন।
খসাইল উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন ॥
উঠিয়া বসিল জাম্বুবান হনুমান।
কহিলেন সীতাদেবী আসি বিদ্যমান ॥
এক সত্য হনুমান করিহ পালন।
কারো ঠাঁই না কহিও এ-সব বচন ॥
তোমার রামের পুত্র এই দুই ভাই।
না-চিনে করিল যুদ্ধ ক্রোধ কর নাই ॥
যান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিনী প্রায়।
ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছে দোঁহে যায় ॥
শ্রীরাম-উদ্দেশেতে চলেন তিন জন।
উপস্থিত হইলেন যথা হৈল রণ ॥
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারি-জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার।
দেখিয়া ত জানকী করেন হাহাকার ॥
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন ॥
হইয়া তোমার পুত্র তোমারে মারিল।
মম কর্ম্মফেরে প্রভু আমারে ছাড়িল ॥
মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান।
ছাবালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ ॥
সর্ব্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা ॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥
শিরে হাত লব-কুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন ॥
ক্ষমা কর জননী গো না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তব দোষে মোরা তিনজন ॥
তুমি না বলিলে শ্রীরাম মম পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে ভাবিতা ॥
পিতৃবধ করিয়া বড়ই পাই লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাই কাজ ॥
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার ॥
সীতা বলে আগে অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও অবশেষ ॥
তিনজন গেলা তারা যমুনার তীরে।
তিন কুণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে ॥
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল ॥
স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন।
অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিলেন তিনজন ॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকি তপোধন।
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন ॥

রক্তেতে তর্পণ করে মুনির বিস্ময়।
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময় ॥
মুনি কন, লব-কুশ পাড়িল প্রমাদ।
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ ॥
ছ-মাসের পথ যান চক্ষুর নিমেষ।
তিনজনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ ॥
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে।
হেনকালে গেলা মুনি সীতার সম্মুখে ॥
গৃধিনী শকুনী আর শৃগালের রোল।
কলকল ধ্বনি আর জলের হিল্লোল ॥
দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি।
কি প্রমাদ পড়িল সীতা কহ দেখি শুনি ॥
জানকী বলেন প্রভু না জান কারণ।
লব-কুশ তোমার করিল মহারণ ॥
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন ॥
কেমনে কহিব কথা মুখে না আইসে।
পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে ॥
এতদিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে।
ধনুর্ব্বিদ্যা শিখায়ে যে পড়িনু প্রমাদে ॥
তুমি শিখাইলে মুনি নানা অস্ত্র-শিক্ষা।
ত্রিভুবন যুঝে যদি কারো নাহি রক্ষা ॥
আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হয়ে সে রামেরে জিনে দুইজনে ॥
বাল্মীকি বলেন সীতা প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
উঠিবেন পড়িয়াছে তাঁর যত জন ॥
ক্ষমা দেহ জানকী তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুমি ॥
জানকী বলেন দেখি প্রভুর চরণ।
তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন ॥

এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে।
ত্রিভুবনে যত কথা মুনি সব জানে ॥
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীবী জল।
মুনি ধ্যান করিয়া জানিল সে-সকল ॥
মুনি বলে শিষ্য শুন আমার বচনে।
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে ॥
মৃত-সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে।
ততদূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে ॥
এক মন্ত্র জলে পড়ি দিল মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি ॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ-ঝাড়া ॥
মৃত্যুজীবী জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি উঠিল তখন ॥
উঠিল ছাপ্পান্ন-কোটি মুখ্য সেনাপতি।
তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী ॥
উঠিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়া।
সত্তরি অক্ষৌহিণী উঠে জাঠি ও ঝকড়া ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে লয়ে কপিগণ।
ভল্লুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ ॥
কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
মুনি বলে শুন সীতা কটকের রোল ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি যত যত বীর।
উঠে সৈন্য সামন্ত যত অক্ষত-শরীর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
দূর হৈতে দেখে সীতা পাইল জীবন ॥
রামজয় করিয়া ডাকিছে কপিগণ।
মুনি কন, শুন সীতা আমার বচন ॥
আমি হেথা থাকিলে না হইত এমন।
দুই পুত্র লৈয়া ঘরে করহ গমন ॥
লব কুশ সীতা তিনে মুনি নমস্কারি।
লুকাইয়া রহিলেন বাল্মীকির পুরী ॥

সীতারে চিনিয়াছিল পবননন্দন।
বাল্মীকির মায়াতে পাসরিল তখন॥
শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ।
চারি ভাই করিলেক মুনিকে বন্দন॥
শ্রীরাম বলেন মুনি তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে॥
কিন্তু মুনি জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুটি দেহ পরিচয়॥
মুনি কন রাম আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় তারা না জানি বিশেষে॥
এখন সে বালকে না পাবে দরশন।
দেশে লইয়া আমি তারে করাব মিলন॥
অশ্ব লৈয়া রঘুনাথ যাও নিজদেশে।
পূর্ণাহুতি দেহ গিয়া অশেষ-বিশেষে॥
সকলের সহ রাম চলিলেন দেশে।
রচিলা উত্তরাকাণ্ড কবি-কৃত্তিবাসে॥

বাল্মীকির সহিত লব-কুশের শ্রীরামের নিকট গমন ও লব-কুশকর্তৃক রামায়ণ-গান

এই সব গাইল গীত জৈমিনী ভারতে।
সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে॥
ঘোড়া আনি করিলেক যজ্ঞ সমাপন।
নানা দেশী ব্রাহ্মণে দিলেন রাম ধন॥
বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন দুষ্কর।
শিষ্যসহ আইলা বাল্মীকি মুনিবর॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
বার শত শিষ্য আইল মুনির সংহতি।
লব-কুশ দুই ভাই মিশাইল তথি॥
মুনির মিশালে আছে নাহি পরিচয়।
বিষ্ণু অবতার দোঁহে রামের তনয়॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভরত এখন।
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আয়োজন॥
লব-কুশ দুইভাই মুনির সংহতি।
দুইভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি॥
মুনি কন লব-কুশ শুন সাবধানে।
ধনুক সংগীত বিদ্যা পাইলে মোর স্থানে॥
ধনুর্ব্বিদ্যা দেখাইলা আমার গোচর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় হও দুই সহোদর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হয়ে তাঁহারে জিনিলা দুইজনে॥
ধনুর্ব্বিদ্যা তোমরা যে করিলা সুশিক্ষা।
সাক্ষাতে পাইনু আমি তাহার পরীক্ষা॥
গীতবিদ্যা রামায়ণ শিখিলে দুইজন।
শ্রীরামের আগে কালি গাইও রামায়ণ॥
অনেক দ্বীপের রাজা আইল এ স্থানে।
রামায়ণ গীত কালি গাইবে দুজনে॥
দুইভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার।
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার॥
যাহাতে প্রসন্ন হন সরস্বতী দেবী।
আমি আদি করিয়া সকলে তারা কবি॥
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন।
সাবধানে গাইবে তোমরা রামায়ণ॥
পরে জিজ্ঞাসিবেন রাম সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য হেন কহিও উত্তর॥
আর যুক্তি বলি শুন তোমরা দুজন।
মিষ্ট স্বরে উভয়েতে গাহ রামায়ণ॥
যখন গাইবে গীত সীতার বর্জ্জন।
না বলিও শ্রীরামেরে কোন কুবচন॥
জগতের নাথ রাম পরম গর্ব্বিত।
কুকথা কহিতে তাঁরে না হয় উচিত॥
যখন যাইবে শুন রামের সভায়।
তখন করিবে বেশ তপস্বীর প্রায়॥

বীরবেশ দেখিয়া পাবেন রাম ত্রাস।
আরবার এড়েন কি জীবনের আশ ॥
বিভাবরী প্রভাত উদিত অংশুমান।
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান ॥
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্রমুখ বর্ণ দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
হাতে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান বেদরামায়ণ ॥
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে ॥
কহিছে অমাত্যগণ রামেরে ত্বরিত।
শিশুমুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত ॥
অমাত্যের প্রতি রাম করেন আদেশ।
যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ ॥
বীণা হাতে করিয়া বসিল সে সভায়।
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায় ॥
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষ।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধ-বেশ ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-নিবাসী যত জন।
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ ॥
বসিলা পণ্ডিতগণ স্থানেতে পূরিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত ॥
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোক গীত শুনে অমৃতের কণা ॥
বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসরে ॥
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন।
মোহিত হইয়া লোক শুনে রামায়ণ ॥
সর্ব্বলোক সভায় করিছে কানাকানি।
রামের আকৃতি দুই শিশু মনে মানি ॥
জটা আর বাকল যে এই মাত্র আন।
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥
এই দুই শিশুসহ করিলেন রণ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আর ভরত-শত্রুঘন ॥
যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে।
সংসার মোহিত করে রামায়ণ-গীতে ॥
তপস্বীর বেশ দোঁহে ধরিল এখন।
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ শমন ॥
শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয় ॥
কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল দুইজনে।
এত গুণ ধরে কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥
এই যুক্তি তারা সব করে সর্ব্বক্ষণ।
ভুবন মোহিত হৈল শুনে রামায়ণ ॥
যতেক অভাব লোক অনুমান করে।
রামের দুই পুত্র সে কভু নাহি নড়ে ॥
গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি।
সুরস সুচ্ছন্দ সুললিত পদাবলী ॥
দুই ভায়ের গীত যদি হৈল অবসান।
শ্রীরাম বলেন কর গায়কের মান ॥
লক্ষ্মণ শুনিয়া সে শ্রীরামের বচন।
অশীতি সহস্র তোলা আনেন কাঞ্চন ॥
গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা।
পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা ॥
উভয় গায়ক বলে, শ্রীরঘুনন্দন।
বস্ত্র-অলঙ্কার এবে নাহি প্রয়োজন ॥
বস্ত্র-অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে।
কি করিব ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে ॥
শ্রীরাম বলেন শিশু কহি এক বাণী।
কাহার কবিত্ব রামায়ণ কহ শুনি ॥
ইহা যদি শুনে লোক কিবা হয় ফল।
বিশেষ জানহ যদি কহ এ-সকল ॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ।
উঠে দুই গায়ক যে জোড় করি হাত ॥

দুই শিশু বলে শুন শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসিলা যত-কিছু কহি বিবরণ ॥
চতুর্ব্বেদ বিংশতি শ্লোক যে নির্ম্মাণ।
এগার শত সহস্র কাব্যের বাখান ॥
যেই জন শুনিবারে করে অভিলাষ।
সর্ব্ব পাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস ॥
অপুত্রক শুনে যদি পুত্রবর পায়।
যে যাহা বাসনা করে পূর্ণ হয় তায় ॥
অশ্বমেধ করিলে যে শ্রীরাম এখন।
এই ফল পায় সে যে শুনে রামায়ণ ॥
তুমি না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর ॥
অবতার না হইতে বাল্মীকির গাথা।
আদ্যকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্মকথা ॥
শ্রীরাম অযোধ্যাকাণ্ডে পেলে ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হারাইলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড ॥
তব পিতা দশরথ স্ত্রীর অতি বাধ্য।
পাঠায় তোমারে বনে অতি সে দুঃসাধ্য ॥
অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলে তুমি বনবাসে।
শিরে হাত কান্দে রাম স্ত্রী আর পুরুষে ॥
সংসার দেখিয়া শূন্য কান্দে সর্ব্বলোক।
মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোক ॥
তুমি বনে গেলে, ভরত মাতুলের পাড়া।
চারিপুত্র থাকিতে রাজা হৈলা বাসি-মড়া ॥
বাসি-মড়া তৈলের ভিতর দশরথ।
অগ্নিকার্য্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত ॥
আরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্কেশ্বর।
বধিলা রাক্ষস বহু সেনা মুখ্য খর ॥
দুই শোকে শোকাতুর শ্রীরাম হইলে।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি মারি সুগ্রীবে পাইলে ॥
সুন্দরাতে শ্রীরাম সাগর হৈলে পার।
লঙ্কায় রাবণ বীরে করিলে সংহার ॥
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ।
স্বর্গপিতা সম্ভাষিয়া দেশেতে গমন ॥
আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা।
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিলে যত প্রজা ॥
দশ হাজার বর্ষ তব প্রজার পালন।
নয় হাজার বৎসরে বৃদ্ধ রাজার মরণ ॥
হাজার বৎসর ছিল পিতৃ-পরমাই।
পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই ॥
এগার হাজার বর্ষ করিবে পালন।
সাত হাজার বর্ষে কর সীতার বর্জ্জন ॥
গীত গায় যখন রামের বনবাস।
তখন দোঁহার হয় গদগদ ভাষ ॥
তাহারা শিখিল গীত বাল্মীকির স্থানে।
সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে ॥
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ গান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান ॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সেই মুনিশাপে ॥
স্বর্গবাস যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর ॥
লব-কুশ সঙ্গীত গাইল এক মাস।
রচিলা উত্তরাকাণ্ড কবি-কৃত্তিবাস ॥

সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশ

একমাসে গীত যদি হইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম ॥
আমি তোমা-সবাকে জিজ্ঞাসি বিবরণ।
কোন্ বংশে জন্মিলা বা কাহার নন্দন ॥
লব ও কুশ তখন শ্রীরাম-সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় দেয় দোঁহে হেঁটমাথে ॥
জানি না পিতার নাম, মাতৃনাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা ॥

সীতার পাতাল প্রবেশ

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মার অনুমতি-অনুসারে

এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
কোলে করি দুই পুত্র করেন ক্রন্দন॥
আর পত্নী না করিলাম, নহিল সন্ততি।
কোন্ দোষে বঞ্চিলাম সীতা গর্ভবতী॥
শ্রীরাম বলেন, হে বাল্মীকি জ্ঞানবান।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান॥
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে।
পরীক্ষা লইয়া সীতা আন মম ঘরে॥
যত লোক আসিয়াছে যেবা না আইসে।
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে॥
স্ত্রী-পুরুষ আসিলেক সকল সংসার।
বৃদ্ধ শিশু কাণা খোঁড়া হৈল আগুসার॥
কুলবধূ যত আর রাজার কুমারী।
সীতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি॥
আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর।
শ্রীরাম কি না জানেন সীতার অন্তর॥
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস।
কেন বা পরীক্ষা লন এ কি সর্ব্বনাশ॥
এইরূপে বামাগণ করে কানাকানি।
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিন রাণী॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী॥
লইয়া পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার॥
ধন্য জনকেরে, মান্য জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ॥
সীতাকে জানিহ তিনি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব্ব প্রাণী॥
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে।
জনক সন্তুষ্ট হয়ে যাউন নিজ দেশে॥
শ্রীরাম বলেন মাতা না কর বিষাদ।
পরীক্ষা না দিলে লোকে দিবে অপবাদ॥
মহারাজ-জনকের নাহি উপরোধ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইব প্রবোধ॥
রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার।
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার॥
এত যদি রঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেলা অন্তঃপুর॥
শ্রীরাম কহেন, হে বাল্মীকি তপোধন।
আপনি আপন দেশে করুন গমন॥
সঙ্গে রথ লয়ে যাউক সুমন্ত্র সারথি।
রথে করি আনহ সীতারে শীঘ্রগতি॥
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে চলিয়া যান সুমন্ত্রে লইয়া॥
মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে কহ সারোদ্ধার॥
পিতা-পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয়॥
শুনহ আমার বাক্য জনকদুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে॥
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে এল যত দেবগণ॥
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত।
আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত॥
এক ঠাঁই হইয়াছে সর্ব্ব দেবগণ।
কারো বাক্য না মানেন শ্রীরঘুনন্দন॥
জানকীরে কহিলেন এইমত মুনি।
সীতার নয়ননীর ঝরিল অমনি॥
মুনির তনয়া বধূ তাপেতে আকুলি।
সে-সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি॥
বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার।
মেলানি দেহ মা, দেখা নাহি হবে আর॥
মুনিপত্নী কন, লক্ষ্মী ছাড়ি যাহ কোথা।
বুকে শেল রহিল, রহিল মর্ম্মব্যথা॥

জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর।
না শুনিব মধুর বচন যে তোমার॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিলা গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন॥
মুনিস্থান ছাড়ি যান জানকী-সুন্দরী।
যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী॥
নিজ দেশ অযোধ্যায় করিলা গমন।
জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী-আগমন॥
জগতের যত লোক অযোধ্যানগরে।
হেনকালে সীতা গেলা সভার ভিতরে॥
ভূমিতে আছেন সীতা রথ হইতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে ঢাকিছে বিজুলি॥
কি কব অন্যের কথা যত মুনিগণ।
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন॥
শ্রীরামচরণ সীতা করিলা বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন॥
চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি॥
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য পানি।
সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি॥
আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা আমি জানিনু অন্তরে॥
সীতা যে পরম সতী জানে এ সংসার।
সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার॥
পাপমতি নহে সতী পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র॥
ঘরে লহ সীতার কি করহ বিচার।
লব-কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার॥
আমার বচন রাম না করহ আন।
দুই পুত্র লয়ে রাখ আপনার স্থান॥
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে বারবার।
শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার॥

মুনি-প্রতি শ্রীরাম কহেন জোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলেক দেব-বিদ্যমানে।
জানকীরে দেশে আনিলাম তেকারণে॥
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ॥
আর কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে।
সীতার পরীক্ষা লব সভার ভিতরে॥
শ্রীরাম বলেন সীতা শুন এ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন॥
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা, না জানে সংসার॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে॥
এত যদি বলিলেন শ্রীরাম সীতারে।
জোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
কি কার্য্য আমার রঘুনাথ এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব-বিদ্যমানে।
দেবেরা বলিলা যাহা শুনিলে আপনে॥
দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলে বনবাস॥
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফলমূল খাই আমি নিত্য উপবাসী॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান॥
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি।
মৃতপিতা তোমা কত বুঝালে কাহিনী॥
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে লৈয়া দেশে আগমন॥
কুলবধূ যত নারী তারা থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে॥

সর্ব্বগুণধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয় ত উচিত॥
অদৃশ্য হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল॥
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুঃখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ॥
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আনি বারেবারে॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি॥
ইহা কহিলেন সীতা সভা-বিদ্যমানে।
মেলানি মাগিলাম প্রভু তোমার চরণে॥
সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে॥
মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ।
এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার যে লাজ॥
কত দুঃখ সহে মাগো আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে॥
উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা কিছু মাগে ঠাঁই॥
করিলেন পৃথিবীকে সীতা এই স্তুতি।
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী॥
সীতা নিতে পৃথিবী করিলা আগুসার।
সপ্ত পাতাল হইতে হৈল এক দ্বার॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ-সিংহাসন।
দশদিক আলো করে এ মর্ত্ত্য-ভুবন॥
নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী রহিল বিদ্যমান॥
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে॥
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক লৈয়া সুখ রাম করুক হেথায়॥
মায়ে-ঝিয়ে দুইজনে থাকিব পাতালে।
সর্ব্বলোকে শুনিল পৃথিবী যত বলে॥
নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাওয়ালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে॥
পাতালে যাইতে রাম ধরিলেন চুলে।
হস্তে রৈল চুলমুঠা সীতা গেলা তলে॥
পাতালে প্রবেশিয়া তিলেক নাহি থাকি।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী॥
লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন হরিষ দেবগণ।
অযোধ্যানগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন॥
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার॥
সীতার চরিত্র-কথা শুনে যেই লোকে।
রাশি রাশি পুণ্য হয় পাপ নাহি থাকে॥
কৃত্তিবাস রচিলা কবিত্ব চমৎকার।
গাইলা উত্তরাকাণ্ডে চরিত্র সীতার॥

লব-কুশের রোদন

লব-কুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণা।
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই-জনা॥
কোথা গেলে জননী গো জনকদুহিতে।
আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে॥
তোমা বিনা জননী গো অন্যে নাহি জানি।
তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্ন-পানি॥
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দিতে, জল পিপাসায়।
সংসারে দুর্ল্লভ গুণ, সেগুণ তোমায়॥
দশমাস আমা দোঁহে ধরিলে উদরে।
যে দুঃখ পাইলে তাহা কে কহিতে পারে॥
ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া।
পলাইলা মাতা হেন পুত্র কারে দিয়া॥
জনকের ঝিয়ারী তুমি শ্রীরামঘরণী।
অদেহসম্ভবা লব-কুশের জননী॥

মাতৃহীন বালক সে সর্ব্বদা অস্থির।
যার মাতা আছে তার সফল শরীর॥
আজি হৈতে অনাথ হইনু দুইজন।
এ দুই পুত্রের মাতা হৈলা নিদারুণ॥
পাইয়া নিস্তার দুঃখে গেলে মা পাতালে।
অনাথ করিয়া গেলে এ দুই ছাওয়ালে॥
লব-কুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধূলি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলি॥
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর।
অন্তঃপুরে পাঠাইলেন মায়ের গোচর॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রে, এ তিনে।
যতেক প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে॥
মা হইয়া পুত্রেরে যে হয় নিরদয়।
সে মায়ের তরে কাঁদা উচিত না হয়॥
মাতৃসহ দেখা নাই গেছে দূর দেশে।
পিতামহী আমরা যে আছি সবিশেষে॥
দুই নাতি প্রবোধিতে নারে তিন বুড়ী।
প্রবোধ দিবার তরে গেল তিন খুড়ী॥
বিধির নির্ব্বন্ধ বাপু আর কর্ম্মফলে।
এ সুখ এড়িয়া সীতা নামিল পাতালে॥
লব কুশ উঠ বাপু কান্দ কি কারণ।
সীতার সমান যে আমরা তিন জন॥
মাতৃসঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন।
আমা সবা দেখি বাপু সম্বর ক্রন্দন॥
উভয়ের নেত্রনীরে তিতিল মেদিনী।
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী॥
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিনজন।
চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধ-কারণ॥
দুই ভায়ে বসাইয়া রত্ন-সিংহাসনে।
তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর বচনে॥
শুন লব শুন কুশ আমার বচন।
অস্থির না হও বাপু স্থির কর মন॥
পিতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরন্তর।
অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর॥
কালি বা পরশ্ব বাপু হইবে যে রাজা।
অস্থির হইলে বাপু কে পালিবে প্রজা॥
গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগীরথ।
তাঁর নাম গায় সদা সকল জগত॥
তোমা সবে বর্জ্জিলেন জানকী নিশ্চিত।
সর্ব্বলোকে গাহিবেক সীতার চরিত॥
তিন খুড়া প্রবোধেন প্রবোধ না মানে।
দুই বালকেরে দিলা রাম-বিদ্যমানে॥
দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি।
উভয়ের নেত্রনীরে তিতিল মেদিনী॥
দুয়ারে বাল্মীকি মুনি দেন পাতিয়ান।
সীতা-হেতু কান্দিয়া শ্রীরাম হতজ্ঞান॥
সীতার সমান নারী না হেরি নয়নে।
কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে॥
মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে।
সবংশেতে মরিল সে জানকী-কারণে॥
আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেন ধরা।
তাহারে খুঁদিয়া নিব সীতা মনোহরা॥
যজ্ঞেতে জনক-রাজা যজ্ঞভূমি চষে।
পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাষে॥
চাষভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
তেকারণে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ॥
আর যত স্ত্রী জন্মিল ভারত ভুবনে।
সীতা হেন নারী নাহি আমার নয়নে॥
কৃতাঞ্জলি শুন বলি শাশুড়ী গর্ব্বিতা।
না দেহ আমারে দুঃখ আনি দেহ সীতা॥
কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত।
তদুত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত॥
শ্রীরাম বলেন ভাই আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান-খান॥

শাশুড়ী না দিলে সীতা এবে বাণ জুড়ি।
কেমনে বাঁচিবে তুমি কাহার শাশুড়ী॥
সীতা নিতে যখন করিলা আগুসার।
তখনি পাঠাইতাম যমের দুয়ার॥
পৃথিবী কাটিতে রাম করেন সন্ধান।
ত্রাস পাইয়া পৃথিবী হন আগুয়ান॥
দেখিয়া রামের কোপ ব্রহ্মা চিন্তে মনে।
সত্বর আসিয়া ব্রহ্মা রাম-বিদ্যমানে॥
বলিলেন, রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার॥
জন্ম না হইতে রাম তোমার চরিত।
অবতার না হৈতে হৈল তব গীত॥
ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে যেই শুনে রামায়ণে॥
আদ্য কবি বাল্মীকি রচিলা রামায়ণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ বিমোচন॥
তুমি স্বয়ং নারায়ণ সবার সাক্ষাতে।
তব গুণগানের প্রচার এ জগতে॥
অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি॥
তোমার স্মরণে পাপীর পাপ নাহি থাকে।
বিকল হইলে রাম জানকীর শোকে॥
ইন্দ্র আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি।
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে হয় খুসী॥
দেবগণ মুনিগণ বসিয়া কৌতুকে।
মহাসুখে রামায়ণ শুনে সর্ব্বলোকে॥
বাল্মীকি করিল যে অদ্ভুত নিরমাণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ অবসান॥
এইরূপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে।
বলেন পৃথিবী শ্রীরামেরে হেনকালে॥
শ্রীরাম আমারে কোপ কর অনুচিত।
অবশ্য ভোগিতে হয় ললাটে লিখিত॥
কোন্ দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস।
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ-বাস॥
আমার নিকট কন্যা তিলেক না থাকে।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন ত্রিলোকে॥
বিষ্ণুস্থানে হইলেন আপনি কমলা।
নাগলোকে সীতা সঞ্চারিলা এক কলা॥
মর্ত্ত্যে আছে যত লোক পূজেন দেবতা।
এক কলা তথায় সে সঞ্চারিলা সীতা॥
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিনলোক
সীতার লাগিয়া রাম কেন কর শোক॥
এই লোকে সীতা সনে নাহি দরশন।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ॥
সে সীতা স্পর্শিল যেবা হৈলেক সতী।
তাঁহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী॥
অসতী যতেক নারী করে অনাচার।
সেই অনাচারে নষ্ট হয় ত সংসার॥
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী।
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি॥
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন।
ভালমতে প্রভাতে শুনিহ রামায়ণ॥
প্রভাতে প্রভাতকৃত্য করি সমাপন।
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ॥
সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়।
রামের তনয় দুটি রামায়ণ গায়॥
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায়।
শুনিয়া সকল লোক মোহিত সভায়॥
যজ্ঞ অবসানে গীত ছিল অবশেষ।
গাইতে লাগিল গীত তাহার বিশেষ॥
কালপুরুষের সনে রামের দর্শন।
সংসার ছাড়িয়া রাম করিবে গমন॥
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সে মুনির শাপে॥

এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে।
বিদায় করেন সর্ব্বলোকে যজ্ঞ-পরে ॥
বিপ্র সব তুষ্ট হৈল শ্রীরামের দানে।
ধনী হয়ে মুনিগণ গেল নিজ স্থানে ॥
মেলানি করিয়া দেশে যায় বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ ॥
বিদায় হইয়া চলে পৃথিবীর রাজা।
নানা ধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা ॥
জনক রাজারে রাম করেন স্তবন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন ॥
বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি।
নিজ স্থানে গেলা সব করিয়া মেলানি ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
সমস্ত উত্তরাকাণ্ডে অপূর্ব্ব কথন ॥
এ উত্তরাকাণ্ডে লব-কুশের বাখান।
কৃত্তিবাস গান গীত অমৃত সমান ॥

শ্রীরামের খেদ

শ্রীরাম দেখেন শূন্য সীতার বিহনে।
নেত্রনীর শ্রীরামের বহে রাত্রদিনে ॥
পাত্রমিত্র মাতা যে বিমাতা সহোদর।
বিবাহ করিতে রামে বুঝান বিস্তর ॥
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী।
অনুমান করিছে দিবস বিভাবরী ॥
শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয়।
না জানি কে ভাগ্যবতী রামপত্নী হয় ॥
এই যুক্তি তারা সবে করে অনুক্ষণ।
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা বিনা শ্রীরামের অন্যে নাহি মন ॥
সীতা সীতা বলি রাম ভাবেন বিস্তর।
সীতা নাহি শ্রীরামেরে কে দিবে উত্তর ॥
স্বর্ণ-সীতা পানে রাম একদৃষ্টে চান।
উত্তর না পায়ে তাঁর আরো দুঃখ পান ॥
জগতের নাথ রাম এমন বিকল।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল ॥
সীতাকে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
রচিলা উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥

কেকয় দেশে ভরত-কর্ত্তৃক তিনকোটি গন্ধর্ব্ব বধ ও শ্রীরামাদির আট পুত্রের রাজা হওয়ার বিবরণ

এগার হাজার বর্ষ লোকের পালন।
পাত্রমিত্র সুখে আছে আরো প্রজাগণ ॥
চারি ভায়ের মা মরে কাল অবসান।
ভাণ্ডার বিলান রাম করে' নানা দান ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।
দশরথ নৃপতির প্রিয় সহচরী ॥
ক্রমে মরিলেন আর সাত শত রাণী।
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি ॥
সুরপুরে কেলি করে চড়ি দিব্য রথে।
দশরথ ভূপতির সঙ্গে নানামতে ॥
যাঁর পুত্র ভগবান রাম মহামতি।
স্বর্গে বাস তাঁর কেবা করে অব্যাহতি ॥
পাত্রমিত্র লয়ে রাম আছেন রাজকার্য্যে।
কেকয় দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে ॥
দধি দুগ্ধ আর মধু কলসী কলসী।
সন্দেশ অমৃততুল্য আনে রাশি রাশি ॥
মৃগ পক্ষী জীব জন্তু আনে যত পারে।
অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে ॥
বসন ভূষণ আদি নানা বস্ত্র আনে।
রাখিল সকল দ্রব্য রাম-বিদ্যমানে ॥
লোমশ গন্ধর্ব্ব রাজা সর্ব্বলোকে জানে।
দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রিদিনে ॥

আপনি আসিয়া তার করহ বিধান।
অথবা শ্রীরাম তব পাঠাও সন্তান॥
মামার সম্বাদ পা'য়ে রাম হরষিত।
ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত॥
শত্রাজিৎ মামা মোর কে না তাঁরে জানে।
পাঠালেন বার্ত্তা এই দ্বিজবর-স্থানে॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সে বড়ই দুর্জ্জয়।
তাঁর রাজ্য নিতে চায় বড় পাই ভয়॥
দুই পুত্র তোমার যে সমরে প্রখর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় তারা দোঁহে ধনুর্দ্ধর॥
গন্ধর্ব্বে মারিয়া দুই পুত্রে কর রাজা।
রাজ্য বসাইয়া সুখে প্রতিপাল প্রজা॥
গন্ধর্ব্ব সু-অস্ত্র ছিল রামের প্রধান।
সেই সে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র করিলেন দান॥
দুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান।
প্রেত-পিশাচ ধায় করিতে রক্ত পান॥
সসৈন্যে ভরত যান মাতুলের ঘরে।
রহিল সামন্ত সৈন্য বাটীর বাহিরে॥
শত্রাজিৎ ভাগিনেয়ে হেরি সুখী মনে।
ভোজনান্তে বসিলেন দোঁহে একসনে॥
এইরূপে প্রভাত হইল বিভাবরী।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব আইল ত্বরা করি॥
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া।
অস্ত্র বিন্ধে পড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া॥
সাত দিন যুদ্ধ হৈল কারো নাহি জয়।
দেখিয়া অমরগণে লাগিল বিস্ময়॥
গন্ধর্ব্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর।
ভরত গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ছাড়েন সত্বর॥
এক বাণে জন্মিল গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি॥
সহজে গন্ধর্ব্ব জাতি বড়ই দুর্নীত।
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত॥

ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে উঠিল মহামার।
গান্ধর্ব্ব অস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব্ব-সংহার॥
গন্ধর্ব্ব মারিয়া বসাইলা দেশ এক।
দুই পুত্রে ভরত করিলা অভিষেক॥
পুষ্করের তরে রাম দিলা সেই পুরী।
পুষ্কর দেশের সে পুষ্কর অধিকারী॥
দ্বাদশ বৎসর বসাইয়া সেই পুরী।
আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যানগরী॥
মহাহ্লাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব-বধ হরষিত মন॥
শ্রীরাম বলেন যোগ্য ভরতকুমার।
দুই ভ্রাতুষ্পুত্রে দেন রাজ্য অলঙ্কার॥
চন্দ্রকেতু অঙ্গদ এ দুই সহোদর।
রামের আজ্ঞায় দোঁহে হৈল দণ্ডধর॥
অঙ্গদ পাইল মল্লদেশ-অধিকার।
অশ্বদেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর॥
লক্ষ্মণের দুই পুত্র হইলেক রাজা।
রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা॥
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
শত্রুঘাতী ও সুবাহু দুই সহোদর॥
চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হৈল মহামতি।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মথুরাধিপতি॥
লব কুশ পাইলেন অযোধ্যা নন্দীগ্রাম।
অষ্ট জনে অষ্ট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম॥
এগার হাজার বর্ষ রামের পালনে।
পাত্রমিত্র আদি সুখে আছে সর্ব্বজনে॥
কৃত্তিবাস-কবিত্ব অমৃতে আমোদিত।
গাইলা উত্তরাকাণ্ড রামের চরিত॥

অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ-বর্জ্জন

পরে কালপুরুষ সে সংহার বিনাশী।
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী॥

সভাতে বসিয়া রাম দুয়ারী লক্ষ্মণ।
রীতিমত বসিয়াছে পাত্রমিত্রগণ॥
হেনকালে আসি কালপুরুষ বলিলা।
আমি দূত ব্রহ্মার যে ব্রহ্মা পাঠাইলা॥
লক্ষ্মণ রামের কাছে কর নিবেদন।
তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন॥
শ্রীরামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভ্রমে।
যোড়হাত করি গিয়া জানান শ্রীরামে॥
আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচম্বিতে।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ উচিত আনিতে॥
শ্রীরাম বলেন আন করি পুরস্কার।
কি হেতু আইল দূত জানি সমাচার॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন।
যোড়হস্তে জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন॥
সে কালপুরুষ বলে শুনহ বচন।
যে কথা কহিব পাছে শুনে অন্য জন॥
এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন।
ব্রহ্মার বচনে তারে করিব বর্জ্জন॥
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন।
দ্বাররক্ষা হেতু তবে রাখ একজন॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সাবধানে থাকহ না আসে কোন জন॥
অধিক কি কহিব যে দ্বার পানে চায়।
তাহাকে ত্যজিব আমি জানিহ নিশ্চয়॥
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে।
সাবধানে লক্ষ্মণ রহিবা তুমি দ্বারে॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন।
কালপুরুষের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ॥
সে কালপুরুষ বলে পরিচয় করি।
মর্ত্ত্যেতে রহিলে শূন্য বৈকুণ্ঠনগরী॥
সংসারের লোক নাশি মোর দূতে আনে।
তোমারে লইতে আমি আইনু আপনে॥
ব্রহ্মার বচন রাম কর অবধান।
সংসার ছাড়িয়া চল তুমি নিজ স্থান॥
এগার হাজার বর্ষ অবতার করি।
ভুলিয়া রহিলা প্রভু যেমন সংসারী॥
রহিবার যোগ্য নহ মর্ত্ত্যের ভিতর।
আমারে কি আজ্ঞা রাম বলহ সত্বর॥
শ্রীরাম বলেন যম যে কহ এখন।
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন।'
ব্রহ্মার মায়াতে দুর্ব্বাসার আগমন॥
সভা করি দ্বারে বসি আছেন লক্ষ্মণ।
মুনি কন গিয়া করি রাম-সম্ভাষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন কৃপা কর দাস ব'লে।
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে॥
যে কর্ম্ম সাধিবে করি রাম সম্ভাষণ।
আজ্ঞা কর করি আমি সেই প্রয়োজন॥
কুপিল দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের প্রতি।
লক্ষ্মণের পানে চাহি কহে কোপমতি॥
লক্ষ্মণ, আমার শাপে কার বাপে তরে।
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যানগরে॥
যত রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার।
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার॥
বালক বনিতা বৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস।
দশরথ ভূপতিরে করিব নির্ব্বংশ॥
দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস।
ভাবেন আমার লাগি হয় সর্ব্বনাশ॥
বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন।
এড়াইতে নারি আমি ললাটে লিখন॥
বর্জ্জন মরণ দুই একই প্রকার।
আমা হেতু বংশ কেন হইবে সংহার॥

আমারে বর্জ্জিলে আমি মরি একজন।
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ॥
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে।
এ বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে॥
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন।
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ॥
কালপুরুষেরে রাম করিয়া বিদায়।
প্রণাম করেন রাম মুনি দুর্ব্বাসায়॥
বিনয়ে বলেন রাম কোন্ প্রয়োজন।
দুর্ব্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোজন॥
এক বর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার।
দেহ অন্নব্যঞ্জন যে অমৃত সুসার॥
দুর্ব্বাসার কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
এক বর্ষ কেমনে করিয়াছে উপবাস॥
শ্রীরাম বলেন মুনি এ নহে কারণ।
অনুমানে বুঝি হে মজিল পুরীজন॥
ভোজন দিলেন রাম অমৃত সুসার।
ভোজন করিয়া মুনি গেলা নিজ দ্বার॥
শ্রীরাম বলেন মুনি পাড়িলা প্রমাদ।
কেমনে বর্জ্জিব ভাই করেন বিষাদ॥
কালপুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন।
দুর্ব্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন॥
সত্য যদি লঙ্ঘি তবে ব্যর্থ এ জীবন।
সত্য পালি যদি হয় লক্ষ্মণ বর্জ্জন॥
লক্ষ্মণ বর্জ্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল।
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন সকল॥
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন।
সভামধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা আর রাজ্য ধন।
ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষ্মণ॥
সকলি ত্যজিতে পারি জানকী সুন্দরী।
লক্ষ্মণ-বিহনে আমি রহিতে না পারি॥

মুনিরা বলিছে রাম কি ভাবিছ মনে।
সত্য যদি পাল তবে বর্জ্জহ লক্ষ্মণে॥
যদি সত্য লঙ্ঘ হয় ব্যর্থ এ জীবন।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন॥
সত্য হেতু তব পিতা তোমা পুত্র বর্জ্জে।
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজ্যে॥
ছত্রদণ্ডধর তুমি হৈল অধিবাস।
পিতৃসত্য পালিতে যে গেলে বনবাস॥
অগ্নিশুদ্ধা এড় তুমি পরমাসুন্দরী।
সীতা এড়ি রাজ্য এড় হ'য়ে ব্রহ্মচারী॥
এ সব বর্জ্জিতে রাম না কর মন্ত্রণা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে কেন এত আলোচনা॥
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন॥
যদি সত্য লঙ্ঘ তবে বড় অনাচার।
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে মজিবে এ সংসার॥
যত কিছু আজি রাম আমার কারণ।
তোমার যে মায়া বুঝিবেক কোন্ জন॥
সংসার ছাড়িলে রাম ঘুচে মায়ামোহ।
দুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে পড়ে লোহ॥
সভায় বলেন সবে বর্জ্জিনু লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ পশ্চাতে আমি করিব গমন॥
শুনি সর্ব্বলোকের চক্ষে পড়ে পানি।
চলিলা লক্ষ্মণ বীর করিয়া মেলানি॥
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরণ।
রামে প্রদক্ষিণ করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ॥
বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠ নারদচরণ।
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ॥
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন।
ভরত কাতর অতি করেন ক্রন্দন॥
প্রজাসমূহের প্রতি কহেন লক্ষ্মণ।
সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ॥

প্রজাগণ বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা কেমনে ধরিব এ জীবন ॥
লক্ষ্মণ রামের পদে করেন প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তোমা প্রতি ॥
লক্ষ্মণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর।
অচেতন হইলেন নাহিক উত্তর ॥
পাত্রমিত্র প্রতি বীর করিয়া মেলানি।
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানি ॥
রাজ্যখণ্ড আদি করি সহ সর্ব্বজন।
সরযূ নদীর তীরে করেন গমন ॥
প্রার্থনা করেন তারে করিয়া প্রণাম।
আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম ॥
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোতে ত্যজিলেন প্রাণ ॥
নরদেহ পরিহরি গেলেন গোলোক।
অযোধ্যানগরে যে বাড়িল মহাশোক ॥
হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দ্দিক।
বিলাপ করেন রাম বর্ণিতে অধিক ॥
আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা বিফল না রাখিব জীবন ॥
সীতা বর্জ্জিলাম আমি লোক-অপবাদে।
তোমা বর্জ্জিলাম ভাই কোন্ অপরাধে ॥
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে মোর মিথ্যা এ সংসার।
লক্ষ্মণ সমান ভাই না পাইব আর ॥
লক্ষ্মণ-বিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে ॥
যে দিকে লক্ষ্মণ গেল উত্তর সে দিক।
লক্ষ্মণ-বিহনে প্রাণ রাখাই যে ধিক্ ॥
করিলে বিস্তর সেবা হইয়া সদয়।
তোমা বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয় ॥
লক্ষ্মণের মরণে কাতর প্রাণ অতি।
ছত্রদণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি ॥

ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মতি।
ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি ॥
এতকাল নানা সুখ করিলাম রাম।
তব সঙ্গে যাইতে এখন মনস্কাম ॥
ভরতের কথা শুনি রামের উদাস।
হেঁটমাথা করি রাম ছাড়েন নিশ্বাস ॥
শ্রীরাম বলেন শুন আমার উত্তর।
শত্রুঘ্নে আনিতে দূত পাঠাও সত্বর ॥
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা।
তিন দিবসেতে গেল নগর মথুরা ॥
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দূত কহে কানে কানে।
চলিল সকল লোক শ্রীরামের সনে ॥
ভরতাদি করিয়া যতেক পুরজন।
শ্রীরামের সঙ্গে স্বর্গে করিবে গমন ॥
রামের বর্জ্জনে ছাড়ে লক্ষ্মণ শরীর।
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে রাম হ'লেন অস্থির ॥
মহারাজ শত্রুঘন না ভাবিহ মনে।
সত্বর চলহ তুমি রাম-সম্ভাষণে ॥
এত শুনি শত্রুঘ্ন করেন হেঁটমাথা।
পাত্রমিত্রে আনিয়া কহেন সব কথা ॥
সুবাহু পুত্রেরে করেন মথুরায় রাজা।
সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা ॥
দুই পুত্র প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ।
অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন শত্রুঘন ॥
তিন দিবসেতে আসি অযোধ্যানগরী।
প্রণাম করেন শ্রীরামের পদ ধরি ॥
শত্রুঘ্নে দেখিয়া রাম হরষিত মন।
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শত্রুঘন ॥
তোমার চরণ বিনা আর নাহি গতি।
স্বর্গবাসে যাব প্রভু তোমার সংহতি ॥
যোড়হস্তে শ্রীরামেরে কহে সর্ব্বলোকে
তোমার প্রসাদে রাম স্বর্গে যাব সুখে ॥

তোমার মরণে প্রভু সবার মরণ।
তোমার জীবনে রাম সবার জীবন ॥
শুনিয়া শ্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার।
আমার সহিতে চল বাঞ্ছা থাকে যার ॥
জীবনের আশা ছাড়ি সবার এ আশ।
শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্গবাস ॥
তিন কোটি রাক্ষসে আইল বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ এল সহ কপিগণ ॥
নল নীল আইল সে মন্ত্রী জাম্বুবান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এল বীর হনুমান ॥
আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে।
যত যত লোক ছিল পৃথিবী-ভিতরে ॥
স্ত্রী পুরুষ এল সবে অযোধ্যানগরে।
বাল বৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে ॥
রামের নিকটে এল সবে শীঘ্রগতি।
যোড়হাত করি সবে রামে করে স্তুতি ॥
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন।
কত শত দেখিলাম সিদ্ধ ঋষিগণ ॥
গন্ধর্ব্বের গীত শুনিলাম মনোহর।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিনু বিস্তর ॥
তোমার বিহনে রাম থাকি কোন্ সুখে।
তোমার পিছনে মোরা যাব স্বর্গলোকে ॥
পৃথিবীর যত লোক যোড় করে হাত।
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥
হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারিযুগে।
আর কিছু না বলিহ আজি মোর আগে ॥
শুন বলি তোমারে যে পবননন্দন।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে।
চন্দ্র সূর্য্য যতকাল জগতে প্রচারে ॥
তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হয় চরাচর ॥
হনুমান বলে নাহি চাহি স্বর্গবাস।
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাষ ॥
শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে।
সেইখানে সুস্থির থাকিব রাত্রিদিনে ॥
হনু প্রতি বলেন শ্রীকমললোচন।
তুমি আমি এক দেহ করিবা গণন ॥
আমা ভক্ত কপি তুমি পরম সুস্থির।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর ॥
ব্রহ্মার বরেতে চারিযুগে চিরজীবী।
আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী ॥
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জাম্বুবান।
চারিযুগে অমর তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ ॥
আরবার হোক তব প্রথম যৌবন।
তোমারে জিনিতে না পারিবে কোন জন ॥
আরবার আমি যদি হই অবতার।
তব সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার ॥
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে।
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে ॥
দিলেন শ্রীরাম লব কুশে ছত্রদণ্ড।
হাতে হাতে সমর্পেন যত রাজ্যখণ্ড ॥
হনুমান জাম্বুবান মহেন্দ্র বানর।
লব-কুশসনে দেন করিয়া দোসর ॥
বিভীষণে আনি রাম করেন অর্পণ।
লবকুশে রাজা করি করেন গমন ॥

শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহণ

সুযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রামের অভাবে পৃথ্বী হৈল অন্ধকার ॥
অযোধ্যা হইতে রাম করেন গমন।
বশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥

অবধূত সন্ন্যাসী চলিল সারি সারি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি॥
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা॥
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে।
গাছে পক্ষী না রহে না পশু রহে বনে॥
ভূত প্রেত পিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে।
হরিষ হইয়া সব যায় উত্তর মুখে॥
রাজ্যখণ্ড সব গেল হিমালয় পর্ব্বতে।
এক চাপে যায় লোক ছয় মাসের পথে॥
সংসার ছাড়িয়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর-কক্ষ॥
চলিল সুগ্রীব রাজা শ্রীরামের মিত।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল ত্বরিত॥
ব্রহ্মা আনিলেক রথ রামকে লইতে।
বৈকুণ্ঠে আসিবেন প্রভু জগৎ সহিতে॥
তিন কোটি রথ এল দেবলোকে দেখে।
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে॥
জাহ্নবী সরযূ নদী এক ঠাঁই বহে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে রহে॥
মুক্ত পূর্ব্বপুরুষ সে সরযূর জলে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে উলে॥
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান।
স্রোতে নামি তিন ভাই ত্যজিলেন প্রাণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
করিলেন তিন ভাই স্বর্গে আরোহণ॥
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিন জন।
বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু গিয়া দেন দরশন॥
শ্রীরাম ভরত আর লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
মিলি হইলেন একদেহ নারায়ণ॥
সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে॥

আসিলেন বৈকুণ্ঠের নাথ ভগবান।
ব্রহ্মারে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান॥
আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী।
কোথায় থাকিবে তারা কিছুই না জানি॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন রাজীবলোচন।
সন্তান নামেতে স্বর্গ করেছি সৃজন॥
সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্ব্বজন।
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ॥
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ।
পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন॥
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় যে নিস্তার॥
শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস।
ইহা দেখি ব্রহ্মার মনেতে হইল ত্রাস॥
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে করিছেন স্তুতি।
তোমা দরশনে নাথ পাইনু অব্যাহতি॥
আগম পুরাণ যত মীমাংসা বেদান্ত।
তোমার মহিমা রাম কে পাইবে অন্ত॥
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নাহি পায় সীমা।
এমনি অনন্ত তুমি অনন্ত মহিমা॥
পুণ্য বৃদ্ধি হয় যাঁর করিলে স্মরণ।
পাপী মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ॥
চারিবেদ সহস্র নামে যত ফল হয়।
রামনামে তার কোটি গুণ ফলোদয়॥
রামরাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
অপুত্রক শুনে যদি পায় পুত্রফল।
সপ্তকাণ্ড শুনিলে অশ্বমেধের ফল॥
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড॥

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সমাপ্ত

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ

[স্বর্গীয় হারাধন দত্ত তাঁহার স্বীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনকে দেন। দীনেশ বাবু উহা তৎকৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তৎপরে এই আত্মবিবরণ-কবিতা আরও কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই বিবরণ কৃত্তিবাসের স্বরচিত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।]

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাঁহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তাঁর সংসারবিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তাঁর নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তাঁর অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দরমূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তথী বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি-প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
সহোদর শান্তিমাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র, চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বইন হৈল সতাই-উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জানিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥

গোবিন্দ, জয়, আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার॥
মুখটি বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাহার আচার॥
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈলা কোলে॥
দক্ষিণে যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা তথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হতে স্ফুরে॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উগ্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ-বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হইব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥

দ্বারী-হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব-অবতার।
রাজসভা পূজিতে তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা রহে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরুণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব-অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আবাসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘমাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ-বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥

রাজ-আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত্ত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিলা পাটের পাছড়া ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥

কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সম্বোধ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
প্রসাদ পাইয়া বা'র হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক-আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস মহাগুণী ॥
বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু-আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥

[নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ফুলিয়া গ্রামে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে ৩০শে মাঘ কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস যে রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি, শ্রীযুক্ত দীনেশ সেনের মতে, তাহিরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ। রামায়ণ ভিন্ন 'যোগাদ্যার বন্দনা,' 'শিবরামের যুদ্ধ,' 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা পাওয়া যায়।]

পরিশিষ্ট

চিত্রপরিচয়

কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই সংস্করণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরের অঙ্কিত বহুসংখ্যক ছবি দিলাম। সমুদয় ছবি এক রীতিতে অঙ্কিত নহে। যাঁহারা চিত্রকলার অনুশীলন করেন, তাঁহারা এই সমস্ত চিত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন রীতির বিশেষত্ব ও উৎকর্ষাপকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কয়েকটি আখ্যায়িকার একাধিক চিত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে শিল্পীদিগের কল্পনার বিভিন্নতা ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রভেদ বুঝা যাইবে।

রাজা রুক্মাঙ্গদের একাদশী

রাজা রুক্মাঙ্গদের একাদশীতে খুব নিষ্ঠা ছিল। কোন সময়ে একাদশীর দিনে তাঁহার ক্রূরপ্রকৃতি কনিষ্ঠা রাণী মোহিনী তাঁহার পূর্ব্বপ্রদত্ত এক বর অনুসারে এই প্রার্থনা করেন যে হয় তুমি আজ আহার কর, নতুবা স্বহস্তে তোমার জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভজাত পুত্রকে বলি দাও। রাজা উভয়সঙ্কটে পড়িয়া যখন পুত্রের শিরচ্ছেদ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় মোহিনী অন্তর্হিতা হইলেন, বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার নিষ্ঠার উপযুক্ত ফল দান করিলেন। বলা বাহুল্য, কনিষ্ঠা রাণী মোহিনী মানবী ছিলেন না, রাজার নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুমায়াকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন মাত্র। এই উপাখ্যানটি এই আকারে ত্রিবাঙ্কুড় দেশে চলিত আছে। তদনুসারে রবিবর্ম্মা এই ছবি আঁকিয়াছিলেন।

কৈকেয়ী ও মন্থরা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত এই চিত্রে দোলায়মানচিত্তা কৈকেয়ীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। কুপরামর্শ দিয়া মন্থরাকে চলিয়া যাইতে দেখা যাইতেছে। এখনও কৈকেয়ীর হৃদয়ে মহানুভবতা এবং রাজমাতা হইবার দুষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। এই নারীজনানুচিত প্রলোভনের সময় তাঁহার সৌন্দর্য্যে কেমন একটা কঠোর, পরুষ, রুক্ষভাব আসিয়া পড়িয়াছে। শাড়ীর পাড়ের ঢেউখেলান বক্ররেখায় যেন তাঁহার মানসিক আন্দোলনের বাহ্য সূচনা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

বন্দিনী সীতা

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় এই চিত্র বাল্মীকীয় রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের অষ্টাবিংশ হইতে ত্রিংশ সর্গে লিখিত বৃত্তান্ত অনুসারে আঁকিয়াছেন। স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ হইতে আমরা নিম্নে বর্ণনার একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"জানকী রামকে স্মরণপূর্ব্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তাঁহার-মুখ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। তিনি ঐ শিংশপাবৃক্ষের নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল যার-পর-নাই প্রবল; তিনি অনন্যমনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং পৃষ্ঠলম্বিত বেণী গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি শীঘ্রই কণ্ঠে বেণীবন্ধনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব। পরে তিনি শিংশপাবৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন, এবং রাম, লক্ষ্মণ ও আত্মকুল পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।"

* * * * * *

"হনুমান শিংশপাবৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ করিলেন।"

লঙ্কায় বন্দিনী সীতা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই চিত্রখানির ভাল ফোটোগ্রাফ না পাওয়ায় ইহার প্রতিলিপি অস্পষ্ট হইয়াছে।

সংস্কৃতে একটি কথা আছে, "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ"; কবিদের কল্পনা স্বাধীন। এক রামায়ণেরই কত উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন কবি কত বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে নূতন উপাখ্যানেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। কবির ন্যায় চিত্রশিল্পীরও স্বাধীন কল্পনার অধিকার আছে। অবনীন্দ্র বাবু এই চিত্র প্রচলিত আখ্যায়িকা অনুসারে আঁকেন নাই। ১৩১৬ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে একজন লেখক এই চিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"কবিতার ন্যায় চিত্র-সমালোচনার সময় শুধু বাহিরের বিষয় লইয়া বিচার করিলে চলিবে না, তাহার যে প্রাণ তাহাকে বুঝিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে. সেইখানেই তাহার আসল সৌন্দর্য্য নিহিত আছে এবং চিত্র যে কত উচ্চ অঙ্গের সেইখানেই তাহার বিচার হইবে।"

"আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের আসল সৌন্দর্য্য অভ্যন্তরে। এখন দেখা যাক, সত্য সত্যই তাই কি না। একটি চিত্র লউন। "বন্দিনী সীতা"। প্রথমেই চিত্রখানি দেখিলেই সকলে ভাবিবেন একি, অবনীন্দ্রনাথ বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যেও এক কলম চালাইয়াছেন। সকলেই জানেন সীতাকে লঙ্কায় লইয়া গিয়া রাবণ অশোকবনে রাখিয়াছিলেন। পাষাণরচিত অন্ধকার কারাগারের মধ্যে সাধারণ বন্দিনীর মত রাখেন নাই। তবে চিত্রকর এমন অবাস্তর চিত্র আঁকিলেন কেন?

"রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া অশোকবনে রাখিয়াছিলেন তাহা খুবই ঠিক। অবনীন্দ্রনাথ যে তাহা মানিতে চাহেন না তাহাও নহে। তিনি বাল্মীকির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া অশোকবনে চেড়ীবেষ্টিতা অশোকতরুতলে উপবিষ্টা, বিরসবদনা সীতাকেই দেখিয়াছিলেন, তবে আমরা যে চক্ষে দেখি, সাধারণ চিত্রকর যে চক্ষে দেখেন, তিনি সে চক্ষে দেখেন নাই। প্রতিভাবান্ চিত্রকর কেবল বাহিরের জিনিস দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি কেবল সোনার প্রতিমা সীতার বিরসবদন ও অশোকবনের শোভা নিজের চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলেন না।

"প্রতিভাশালী চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ সেইরূপ বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইয়া সীতার অন্তরের চিত্র—যাহা চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টির অতীত—ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে যাহা দেখিলেন ও বুঝিলেন তাহাই তাঁহার "বন্দিনী সীতা"-চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"চিত্রকর সীতার অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পতিপ্রাণা আদর্শরমণীর হৃদয় আজ পতিবিরহে নিতান্তই খিন্ন ও মলিন। তাঁহার মানসমুকুর আজ মসীলিপ্ত। নন্দনকাননতুল্য অশোকবনের চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ঐ যে নধর অশোকতরুবীথি, তাহা যেন জমাট বাঁধিয়া পাষাণ-কারার প্রাচীর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ যে নয়নতৃপ্তিকর সুকোমল প্রস্ফুটিত অশোকপুষ্পগুচ্ছ, তাহা যেন পাষাণ-কারার ঘনীভূত অন্ধকারপুঞ্জ। ঐ যে পুষ্প-গন্ধবাহী পবনের স্পর্শসুখ তাহাও যেন মুকুরের পাষাণ-প্রাচীরের কঠোর স্পর্শের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে। অশোকতরুতল-উপবিষ্ট সীতার এই আসল অন্তরের চিত্র এই প্রাণের চিত্র। চিত্রকর তাই অশোকবনের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া সীতাকে পাষাণ-কারার মধ্যে বন্দিনী-বেশেই আঁকিলেন।

"আবার এই পাষাণ-কারার মধ্যেও চিত্রকর বাতায়নপথে আলোকের আভাস আনিয়া আপনার প্রতিভার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সে আলোক, সেই সুখস্মৃতি, সীতার মানসরচিত কারাগারের একমাত্র বাতায়ন রামচন্দ্রের চিন্তাপথে সীমাহীন সমুদ্রের পরপার হইতে শত উর্ম্মি উল্লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। পতিপ্রাণা বিরহিণীর পতিস্মৃতি-সুখ ভিন্ন অধিক সুখ আর কি আছে? সে সকল দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাই যেন কারাগারে পুঞ্জীভূত অন্ধকার বাতায়নপথাগত আলোকের নিকট পরাস্ত হইয়া একটুকু সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই যেন বাতায়নের আলোক সীতার বিষন্ন মুখে পড়িয়া তাহা স্বর্গীয় প্রতিমার ন্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সত্য সত্যই সীতার এরূপ সুন্দর চিত্র দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের কখনও ঘটে নাই। পতিপ্রাণার এরূপ পবিত্র প্রতিমা, এরূপ সুন্দর চরিত্র-ব্যাখ্যা কোন চিত্রে এত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে নাই।"

দেবর্ষি নারদ

৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত এই চিত্রে নারদের যেরূপ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, তাহা প্রচলিত ধারণার অনুরূপ নহে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নারদের মুখে ব্রহ্মানন্দরস-পান-বিভোরতা যে রূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।